Boighar.com

বইঘর নিবেদন

তিনটি বই একত্রে

ওয়েস্টার্ন

অন্বেষা

কাজি মাহবুব হোসেন

জাতশত্রু

কাজী শাহনূর হোসেন

পরিবর্তন

সায়েম সোলায়মান

সবা প্রকাশনা
বইঘর

ওয়েস্টার্ন
[তিনটি বই একত্রে]

অন্বেষা/কাজি মাহবুব হোসেন

সবাই কোন না কোন কিছুর অন্বেষায় ছুটছে। বিশপ ছুটছে বিশাল এলাকা জুড়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে রাজত্ব করার আশায়। মরমনদের হাতে চাবুকের মারে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পর হার্প প্রতিশোধ নেয়ার অপেক্ষায় আছে। লরা পশ্চিমে রওনা হয়েছে তার প্রেমিকের খোঁজে। সবাই অন্বেষায় আছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে সফল হবে?

জাতশত্রু/কাজী শাহনূর হোসেন

খুনের দায়ে ম্যাক্স বেরীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল মেজর জে বেনসন। ফাঁসির হুকুম হলে তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে আসামী ম্যাক্স: 'ওরা তোমাকে ছাড়বে না, মেজর! আমার ভাইরা তোমাকে খুন করবে!' চার বছর বাদে ম্যাক্স বেরীর ভাইরা এল বদলা নিতে। পালিয়ে বাঁচল কেবল বেনসনের সাত বছরের ছেলেটা। মারা পড়ল বেনসনের স্ত্রী, ছাই হলো ওর ঘর-বাড়ি। ছেলেটাকে বুকে করে বাঁচতে চাইল ও। শান্তির খোঁজে, নতুন জীবনের সন্ধানে পশ্চিমে পাড়ি জমাল সে ছেলেকে নিয়ে, কিন্তু পিছু ছাড়ল কি দুর্বৃত্ত বেরী পরিবারের সদস্যরা?

পরিবর্তন/সায়েম সোলায়মান

লোকে বলে, কারসন সিটির ডেপুটি-শেরিফ ফিল রোল্যাণ্ড দায়িত্বজ্ঞানহীন, উদাসী। কিন্তু ওর পালক-পিতা খুন হওয়ার পর রাতারাতি বদলে গেল সে। শপথ নিল, বাবার খুনীদের শুধু শায়েস্তাই করবে না, শহর থেকে তাড়াবে প্রত্যেকটি আউট-লকে। গড়ে তুলল তিনজনের অদ্ভুত একটা দল। কিন্তু কাজ শুরু করেই বুঝল, নিজে আইনরক্ষক হয়েও আইনের সাহায্য পাচ্ছে না সে। আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে আর কেউ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন
তিনটি বই একত্রে

অন্বেষা
কাজি মাহবুব হোসেন

জাতশত্রু
কাজী শাহনূর হোসেন

পরিবর্তন
সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8327-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকত্রয়ের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ANNESHA
By: Qazi Mahbub Hussain

JATSHATRU
By: Qazi Shahnoor Husain

PORIBARTON
By: Sayem Solaiman

একশ' বিশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

COLLECTION

বই

RE

EDIT

ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

অন্বেষা ৫–১০৭
জাতশত্রু ১০৮–১৯৩
পরিবর্তন ১৯৪–৪০০

ভূমিকা

এই কাহিনিটা ঐতিহাসিক সত্যের ওপর ভিত্তি করে কল্পনায় সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই সময়ে কিছু মিলিশিয়া এত শক্তিশালী আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, ওরা শুধু ইউটা নয়, সীমান্ত পার হয়ে জিম ব্রিজারের ওরিগন ট্রেইলের ওপর তৈরি ওয়াইওমিঙের ট্রেইডিং পোস্ট ফোর্ট ব্রিজার পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। ওই ট্রেইডিং পোস্ট তখন রমরমা ব্যবসা করছিল। শেষ পর্যন্ত ইউ.এস.আর্মি তুমুল লড়াই করে ওটা উদ্ধার কোরে জিমের থেকে ফোর্টটা ভাড়া নেয়।

হয়ত এই বইয়ের কিছুকিছু জায়গার কথোপকথন পাঠকের কাছে অহেতুক ভাবে লম্বা করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেটা ইচ্ছাকৃত। ওই সময়ে মানুষের কাছে কেবল একটা জিনিসেরই কোন অভাব ছিল না – সেটা হচ্ছে সময়। তখনকার সময়ের প্রকৃত সামাজিক চালচলন পাঠকের কাছে তুলে ধরাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য।

কাজি মাহবুব হোসেন।

অন্বেষা

কাজি মাহবুব হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

মেয়েটার হাত ধরে ছুটে পালাচ্ছে রিচার্ড। ধর্ম পাল্টে মরমন করে নিয়ে সুন্দরী ডোরিনকে বিয়ে করতে চায় সে। ওদের পিছনে ঘোড়া নিয়ে ধাওয়া করেছে মেয়েটার স্বামী। মরমন রিচার্ডকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও ওর সাথে আসছে।

ভয়ে বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে মেয়েটা।

ডোরিনকে সাহস যোগাতে রিচার্ড বলল, 'পিছন ফিরে দেখে আর কোন লাভ নেই। তুমি ফিরে যেতে চাইলেও ওরা এখন আর তোমাকে গ্রহণ করবে না। তুমি

এখন পুরোপুরি মরমন। আমার সাথে পেনফিল্ড যাওয়া ছাড়া তোমার আর কোন উপায় নেই।'

'কিন্তু আমি যে আর পারছি না!'

হাঁপাচ্ছে দুজনেই। ঝোপঝাড় আর জঙ্গল ছেড়ে ঘেসো জমিতে বেরিয়ে এল ওরা। প্রায় হাঁটু সমান উঁচু ঘন সবুজ ঘাস।

'আর বেশিদূর যেতে হবে না, নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। ঘাটে নৌকো নিয়ে আমার বন্ধু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

দূরে পিছন থেকে দ্রুত ঘোড়া ছুটে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বড় বড় ঘাসের ভিতর দিয়ে লম্বা ড্রেস পরে ছুটতে ডোরিনের খুব ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। ভেজা ঘাসে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল সে। মেয়েটার কব্জি শক্ত করে চেপে ধরে ওকে কোনমতে সামলে নিল রিচার্ড। খুরের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

'ওই তো আমার বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে! তাড়াতাড়ি চলো!'

যতটা সম্ভব জলদি দৌড়োতে চেষ্টা করছে ডোরিন, কিন্তু আর পারছে না। ঘোড়াগুলো অনেক কাছে এসে পড়েছে। মেয়েটার হাত ছেড়ে দিয়ে প্রাণের ভয়ে ঝেড়ে ঘাটের দিকে দৌড় দিল রিচার্ড। মেয়েটা ওকে অনুসরণ করতে গিয়ে একটা গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

ঘোড়াগুলো ওর পাশ দিয়েই রিচার্ডকে ধাওয়া করে ঝড়ের বেগে নদীর দিকে এগিয়ে গেল। ওরা মোট আটজন আরোহী। উঠে দাঁড়িয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে চেয়ে রইল ডোরিন। নদীর ঘাটে নৌকো ঠেকিয়ে একটা লোক অপেক্ষা করছে। লাফিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল রিচার্ড। নৌকো ছেড়ে দিয়ে মাঝ-নদীতে নিয়ে গেল মাঝি। নৌকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড।

ঘোড়সওয়ার সবাই নদীর পাড়ে পৌঁছে গেছে। ডোরিনের স্বামী রাইফেল হাতে নিচে নামল। রাইফেল কাঁধে তুলে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল সে। আড়ষ্ট হয়ে গেল রিচার্ডের দেহ। উল্টে পানিতে পড়ে নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেল ওর লাশ। দাঁড় বাওয়া থামিয়ে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ ওদিকে চেয়ে থেকে নৌকা নিয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছল সে।

লাশটাকে যতক্ষণ দেখা গেল দেখে নিশ্চন্ত হয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল ডোরিনের স্বামী। ঘোড়ার পিঠে চড়ে ফিরতি পথে রওনা হলো ওরা। যাওয়ার সময়ে ডোরিনের পাশ দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে গেল সবাই। কিন্তু ওর দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকাল না; এমনকি তার স্বামীও না।

অসহায় অবস্থায় দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ ধরে ওখানেই বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল সে। তারপর একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে ওর। দৃঢ় পায়ে ধীর গতিতে হেঁটে নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াল ডোরিন। কিছুক্ষণ ওখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর পানিতে ঝাঁপ দিল। সাঁতার জানে না মেয়েটা। ওহাইও নদীর প্রচণ্ড স্রোতের তোড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই চিরদিনের মত পানির তলায় হারিয়ে গেল ডোরিন।

boighar.com

আরকেনসওয়ের পথে ধুলোমলিন মুখে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে জো বার্কার। পিছন থেকে অনুসরণকারী ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছে মনে করে ফিরে তাকাল জো। কান পেতে কিছুক্ষণ শুনে কেউ অনুসরণ করছে না বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে লাগামের আলগা বাড়তি অংশ দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করল। ঘোড়াটা নাক দিয়ে একটা শব্দ করে আবার ছুটতে শুরু করল।

আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল জো। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই তার নিরাপত্তা আপনা-আপনি নিশ্চিত হবে। রাতের অন্ধকারে তার শত্রুরা যখন তাকে দেখতে পাবে না, সেই সুযোগে সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে সে ওদের থেকে অনেক এগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারবে। বিকেল পেরিয়ে গেছে এখনই, ছায়াগুলো লম্বা হতে শুরু করেছে, রাত নামতে আর বেশি বাকি নেই। সকাল হওয়ার আগেই সে ওদের র‍্যাঞ্চ এলাকা ছেড়ে নিরাপদে বহুদূরে চলে যেতে পারবে। একটা সন্তুষ্টির হাসিতে ওর ঠোঁটের কোনা কুঁচকে উঠল। ওই লোকগুলোকে খুব ফাঁকি দিতে পেরেছে ভেবে খুশি হয়ে উঠল ওর মন। জিনের ওপর একটু নড়েচড়ে আরেকটু আরাম করে বসল সে। আরামে বসার পর নোরা ডের সুন্দর চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মাত্র আঠারো বছর বয়স মেয়েটার। যৌবনের রসাল মধুর উষ্ণতা রয়েছে ওর কোমল ঠোঁটে। জো ভেবেই পায় না তার মত মাঝবয়সী ধর্ম যাজকের প্রতি ওই সুন্দরী মেয়েটা কি দেখে আকৃষ্ট হলো। মেয়েটাকে কেবল মরমন ধর্মে দীক্ষিত করেছে সে, বাকি সবকিছু আপনা-আপনিই ঘটেছে, নিজেকে বোঝাল জো। অযাচিত কোন চাপই সে প্রয়োগ করেনি। যা ঘটেছে তার জন্য গির্জার বড়রা বা তার সহকর্মীরা কেউ ওকে দুষতে পারবে না। তাকে মরমন ধর্মের বাণী ছড়াতে বাইরে পাঠানো হয়েছিল। তার কাজ সে সফলতার সাথেই সম্পন্ন করেছে। নোরা সহ আটষট্টি জনের একটা মরমন ওয়্যাগন ট্রেইন অনেক আগেই পেনফিল্ডের পথে রওনা হয়ে গেছে। এটা একা তারই কৃতিত্ব। জো তার এই আটচল্লিশ বছর বয়সেও যে নোরার মত একটা মেয়ের মন জয় করে নিতে পেরেছে, এটা ওর মনকে পুলকিত করে তোলার মতই একটা ব্যাপার। তার চেহারায় ফুটে-ওঠা হাসিটা আরও বিশদ হলো। আরও দুটো মেয়ের চেহারা ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল। ওদের একজন বেঁটে, মোটা, আর নোংরা; এবং ওর গা থেকে সব সময়ে ঘামের দুর্গন্ধ বেরোয়। লর্নার বয়স এডনার চেয়ে কম হলেও তার তেমন কিছু আকর্ষণ ছিল না। ওরা দুজনই ছিল তার স্ত্রী, ওদের ঘরে তার ছেলেমেয়েও ছিল, কিন্তু ওদের দুজনকেই সে ছেড়ে এসেছে। ওদের কথা মনে পড়লেও জোর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওই মুখগুলো মিলিয়ে গিয়ে আবার নোরার চেহারা ভেসে উঠল। ওর মনে খুশির ভাবটা ফিরে এলো। হঠাৎ ঘোড়াটা ডেকে উঠল। ভুরু কুঁচকে তাকাল জো।

মুখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। সেইসাথে ওর হাসিটাও মিলিয়ে গেল। পঞ্চাশ ফুট সামনেই ছায়াঘেরা রাস্তার ওপর স্থির হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে দুজন ঘোড়সওয়ার। আতঙ্কগ্রস্ত জো তার ঘোড়ার গতি কমিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল; পালাবার একটা পথ খুঁজছে সে। এবার ওর পিছনদিক থেকে একজন তৃতীয় ঘোড়সওয়ার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়া থামিয়ে একটা ঢোক গিলল সে। সামনের লোক দুটো এবার খুরের শব্দ তুলে ধীর গতিতে ওর দিকে এগিয়ে এল। পিছনের লোকটাও ঘুরে উত্তেজিত ভাবে এগোল।

'ঠিক আছে, বার্কার,' রুক্ষ স্বরে বলল সে। জোর পাশে ওর ঘোড়াটাকে এনে দাঁড় করাল লোকটা। বিশাল আকৃতির লোক, ওর হাত দুটোও প্রকাণ্ড। উষ্কখুষ্ক সোনালি চুলের তলা দিয়ে ওর হালকা নীল চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। 'মেয়েটা কোথায়?'

ওর সঙ্গীরাও সামনে এগিয়ে এসে থেমে দাঁড়াল। ওদের একজন সাদা চুলের বুড়ো। ওকে চিনতে পারল জো। লোকটা নোরার দাদা। ওর সাথের লোকটা কিছুই বলল না, কেবল নীরবে চেয়ে থাকল।

'কি হলো?' জানতে চাইল বিশাল লোকটা। 'তুমি কি মুখ খুলবে, নাকি পিটিয়ে তোমার মুখ খোলাতে হবে?'

নিজেকে শক্ত করে নিল জো। কথার কৌশলে এর আগেও অনেক বড় বড় বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছে সে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস যে ওকে যদি অবাধে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে এই সঙ্কট থেকেও সে নিরাপদেই বেরিয়ে আসতে পারবে। একটা লম্বা শ্বাস নিল সে।

'তোমরা অনেক দেরি করে ফেলেছ, জেন্টলমেন,' মৃদু হেসে বলল জো।

বিশাল লোকটা তার ঘোড়াকে আরও কাছে ঘেঁষিয়ে নিয়ে এল।

'অনেক দেরি করে ফেলেছি? এর মানে?' জানতে চাইল সে।

'নোরা ইউটায় চলে গেছে,' সংক্ষেপে জানাল জো। লাগাম আঁকড়ে ধরল সে। 'সহজ কথায় মরমন গির্জায় সদস্যের সংখ্যা আর একজন বেড়েছ, বন্ধু। এই মুহূর্তে নোরা মরমন ধর্মগ্রহণকারী বহু সদস্যের একটা ওয়্যাগন ট্রেইনের সাথে পেনফিল্ডের পথে রয়েছ। এখান থেকে ওটা প্রায় চারশো মাইল দূরে হবে।'

বিশাল লোকটার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হঠাৎ ওর কথা জোর মনে পড়ে গেল। লোকটার নাম হার্ডি ডেভিস। নোরার মামাত ভাই সে। এটাও মনে পড়ে গেল, কার কাছে যেন সে শুনেছিল লোকটা নোরাকে বিয়ে করতে চায়। ডেভিসকে এর আগে মাত্র একবারই দেখেছে জো। সেলুনে একটা মারপিট হয়েছিল, একটা লোককে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে মাতাল আর উন্মত্ত অবস্থায় সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল ডেভিস। তারপর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে সেলুন-মালিক আর শেরিফকে সাহস থাকলে বেরিয়ে এসে ওর বিরুদ্ধে লড়তে আহ্বান করেছিল।

'খুব বদ-মেজাজী লোক,' কেউ একজন মন্তব্য করেছিল। 'ওর ওই মেজাজই একদিন ওর কাল হবে। খালি হাতেই সে কাউকে খুন করে শেষে ফাঁসিতে ঝুলবে।'

'ওকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে ভেবেছিলে খুব চালাকি করেছ, না?' ভারী স্বরে

boighar.com

বলল হার্ডি।

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে পুরো শক্তিতে বার্কারের চোয়ালে একটা ঘুসি মারল সে। অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আঘাতে ওর পুরো দেহ অবশ হয়ে গেল; কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ল না জো। কুঁকড়ে গেলেও ঘোড়ার পিঠেই কোনমতে টিকে রইল। তৃতীয় লোকটা এবার তৎপর হয়ে উঠল। স্যাডল-হর্ন থেকে তার ল্যারিয়েটটা তুলে নিয়ে সে হার্ডির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

ঘোড়াটা পিছাতেই থাকল। জো বার্কার দড়ির টানে ঘোড়ার পিঠ থেকে উঁচু হয়ে এখন মাটি থেকে প্রায় বারো ফুট উঁচুতে শূন্যে ঝুলছে। ছোটার চেষ্টায় সে দুইহাতে দড়ি ধরে টানাটানি করছে আর ছটফট করে পা ছুঁড়ছে।

হার্ডি তার বিশাল হাতে বার্কারের ঘোড়ার পাছায় একটা চাপড় মারতেই ওটা চমকে উঠে ছুটে পালাল। জোর কঠিন চেষ্টার ফলে শেষে দড়ি ছিঁড়ে সে ভারী শব্দ তুলে মাটিতে পড়ল।

চোখ শরু করে কঠিন দৃষ্টিতে এতক্ষণ জোকে লক্ষ করছিল হার্ডি, লোকটা মাটিতে পড়তেই মুহূর্তে পিস্তল বের করে গুলি করল সে। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে স্থির হয়ে গেল ওর দেহ। মারা গেছে জো।

'ঠিক আছে,' ভারী স্বরে বলল হার্ডি। পিস্তলটা খাপে ভরল সে। 'চলো ফিরি।'

তিনজনে ধীর গতিতে ফিরতি পথে এগোল। কিছুটা এগিয়ে একটা বাঁক নিয়ে ওরা অদৃশ্য হলো। লাশটা ওখানেই পড়ে রইল।

দুই

সমুদ্রের মত উত্তাল ঢেউ তোলা বিস্তীর্ণ এলাকাটা পুব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্যানসাস বা টেক্সাসের মত সবুজে ঢাকা নয়। এখানে বিশাল কোন ঘেসো জমি নেই। এরই নাম মরমন "ডিক্সি" বা মরুভূমি। নামটা শুষ্ক চেহারার এক কেন্টাকিবাসীর দেয়া। লোকটা তার নিজের প্রিয় দেশের সেই সুন্দর সবুজের স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারেনি।

এটা দক্ষিণ ইউটা। রোদে-পোড়া, নিষ্ফলা, প্রাণহীন একটা এলাকা, যেটা প্রায় একই দৃশ্য নিয়ে পশ্চিমের নেভাডা স্টেটের ভয়ঙ্কর মোহেভ মরুভূমির সাথে গিয়ে মিশেছে। যারাই ওই ভীতিকর এলাকা পার হওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাদের অনেকেরই সব শক্তি শুষে নিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ওই মরুভূমি।

পুবের স্টেটগুলো সবুজ আর জনবহুল। কিন্তু মরুভূমির পশ্চিমে ওপাশে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া, যেখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া গেছে বলেই সবারই রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভে জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করেও মানুষের ওখানে

পৌঁছার এত আগ্রহ।

অন্ধকার আরও ঘন হলো। মরুভূমির উপর দিয়ে এখন ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, যাত্রী কম্বলটা টেনে নিয়ে আরও ভিতরে ঢুকে শুলো। সেও ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল, কিন্তু নড়াচড়া না করে নিজের অবস্থান গোপন রেখে স্থির হয়েই কান পেতে শুয়ে রইল সে। মরুভূমিতে ভয় আছে, রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিপদ। ভয়টাকে বাড়িয়ে তুলতে অন্ধকারের মত জুড়ি আর নেই। হয়তো এটা কেবল মনেরই একটা দুর্বলতা। আজই চলার পথে মানুষের যেসব হাড় ওর চোখে পড়েছে, সেগুলোর কথা ওর মনে পড়ল।

বহু উত্তরে এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে ইন্ডিয়ান বুনো পাইয়ুটের দল এবং অনেক আউটল, যারা কেবল রাতের বেলাই পাহাড়ের পাদদেশ বেয়ে মরুভূমিতে নেমে এসে রক্তক্ষয়ী হামলা চালায়, ক্যাম্পের দুঃসাহসী মরুযাত্রীর এসব গল্প শোনার কথাও মনে পড়ছে।

ওদের মধ্যে লালচে লোকগুলোর চেয়ে সাদাগুলোই যেন বেশি নৃশংস বলে স্যাম হার্পের মনে হয়। পাশ ফিরে নিভে আসা আগুনের শেষ চিহ্নটুকুও দ্রুতহাতে বালু ছিটিয়ে বুজিয়ে ফেলল সে। অন্ধকারের আচ্ছাদনে বেশ নিরাপদ বোধ করছে। আবার কম্বলের তলায় ঢুকল ও। পরক্ষণেই আড়ষ্ট হলো, কিছু একটা যে শুনতে পেয়েছে এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত। এখন সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, সব একেবারে নিস্তব্ধ, তবু সে জানে একটা শব্দ ওর কানে এসেছিল। মরুভূমিতে যেকোন শব্দই অর্থবহ।

মনোযোগ দিয়ে কান পেতে রইল স্যাম হার্প। তারপর শব্দটা আবার ওর কানে এল। অস্পষ্ট ভাবে বালুর ওপর যেন অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে এগোনোর শব্দের মত শোনাচ্ছে ওটা। ধীরে ধীরে শব্দটা দূরে মিলিয়ে গেল।

আবার স্তব্ধ হলো মরুভূমি। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে শুয়ে পড়ল সে। ক্লান্তিতে প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল হার্ডি।

কয়েক মাইল দূরে পশ্চিম-যাত্রী একটা ষোলো ওয়্যাগনের একটা কাফেলা রাতে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থেমেছে। ওগুলোর ভিতর দুই চাকার গাড়ি থেকে শুরু করে, চার চাকার সাধারণ ছইওয়ালা ফার্ম-ওয়্যাগন, এমনকি দুটো বড়-বড় স্কুনারও রয়েছে (প্রয়োজনে যেগুলোর চাকা খুলে নিয়ে নৌকোর মতও ব্যবহার করা যায়, লম্বা পাড়ি দিতে নদী পার হতে বিশেষ কাজে আসে ওগুলো)। ওয়্যাগনগুলোকে চক্রাকারে সাজিয়ে ষাঁড়গুলোকে জোয়াল থেকে খুলে চক্রের ভিতরেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ওদের বেরিয়ে যাওয়ার কোন ভয় নেই, কারণ প্রচণ্ড রোদে গরমের মধ্যে সারাদিন ভারী ওয়্যাগন টানার পর ওরা সবাই ক্লান্ত। মাথা নিচু করে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের কাছেই যে গোটাদশেক জিন চাপানো ঘোড়া তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে ওরা মোটেও খেয়াল করছে না। চক্রের মাঝখানে আগুনের চারপাশে যেসব কঠিন চেহারার লোক গল্প করছে তাদের দিকেও ওরা তাকাচ্ছে না।

আগুন ঘিরে যারা রয়েছে তাদের অর্ধেক দাঁড়িয়ে আছে, আর বাকি অর্ধেক

boighar.com

বসে। কিন্তু ওদের প্রত্যেকেরই হাতে বা কোলের ওপর রয়েছে রাইফেল আর প্রত্যেকের কোমরেই ঝুলছে পিস্তল।

একজন কালো চাপদাড়িওয়ালা লোক বালুর ওপর হাঁটুগেড়ে বসে আনমনে আগুনে ছোটছোট কাঠ যোগ করতে করতে মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো, রনি?'

'এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে, জন,' জবাব দিল সে। 'আমার কিন্তু কেন যেন ব্যাপারটা বিশেষ ভাল ঠেকছে না। সবকিছুই যেন একটু বেশি নীরব।'

'ঠিক বলেছ!' বলে উঠল আর একজন। 'আমার তো খুবই অস্বস্তি লাগছে, একটা কিছু ঘটলেই যেন ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হত।'

জন কেবল মুখ দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল।

'বলা যায় না, কিছু একটা ঘটতেও পারে।'

'জানি,' বলে উঠল রনি। 'আমার মন বলছে কিছু একটা ঘটবেই।'

যারা বসে ছিল তাদের দুজন আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল। ওদের রাইফেলগুলো যেন আপনা-আপনি কনুইয়ের ভাঁজে চলে এলো।

জন প্রশ্ন করল, 'তোমরা আবার কোথায় চললে?'

'আমি মলি আর বাচ্চাদের একটু দেখে আসতে যাচ্ছি,' বলল ওদের একজন।

'আমিও একই কাজে যাচ্ছি,' জানাল ওর সঙ্গী। 'আমার বাচ্চার শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। মেরি ওকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় আছে।'

'চলো, প্যাট, দেখে আসি ওরা কেমন আছে।' ওরা দুজন এগিয়ে গেল।

'আমরা মরমন এলাকার কাছাকাছি এসে গেছি বলে মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল রনি।

মুখ দিয়ে আবার ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল জন।

'মরুভূমিতে ঢোকার পর থেকেই আমরা মরমন এলাকায় আছি,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'সেটা আমি বোঝাতে চাইনি,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রনি, 'আমি মরমন শহরটার কথা বলছিলাম।'

'তাই বলো,' আশ্বস্ত হলো জন। 'তুমি পেনফিল্ডের কথা বলছ? ওখানে পৌঁছতে আমাদের এখনও দুদিন সময় লাগবে।'

'তাই?' একটু হতাশ স্বরে বলল রনি।

'জন,' আরেকজন বলল, 'তুমি কি সোজা ওখানেই যাবে, নাকি ওটাকে পাশ কাটিয়ে যাবে?'

আগুনে আরও কয়েকটা কাঠ চাপিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেল্টটা সোজা করে নিল জন।

'আমরা সোজা শহরেই ঢুকব,' দৃঢ় স্বরে জানাল সে। 'মরমনদের ভয় করার কোন কারণ নেই। ঠিক মত টাকা বুঝে পেলে ওরা ব্যবসা করতে প্রস্তুত, এবং আমরা টাকা দিয়েই মাল কিনব। আমাদের যা রসদ লাগবে তা আমরা ওদের

থেকেই কিনব। যদি ভাল ঘোড়া পাই, ভাবছি বাড়তি দুটো ঘোড়াও কিনে নেব।'

উপস্থিত সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথা সমর্থন করল।

'ওদের ব্যাপারে আমিও তোমার সাথে একমত,' বলল একজন।

'খুব ভাল কথা, নেড,' শুষ্ক স্বরে বলল জন। 'আমরা সবাই যখন এই ব্যাপারে একমত, তখন তুমি ওই জায়গা থেকে দয়া করে একটু উঠে চারপাশটা একটু ভাল করে দেখে এসো না! সেই যে একবার থেবড়ে বসেছ তারপর তো একবারও ওখান থেকে নড়তে দেখলাম না! টিম, আমার মনে হয় তোমারও ওর সাথে যাওয়া ভাল। ওর যা আলসে স্বভাব তাতে কেউ সাথে না থাকলে আড়ালে কোথায় গিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে তার ঠিক নেই!'

বিরাট কালো ঘোড়ার পিঠে কালো পোশাক পরে বসা লোকটা ঠিক ভূতের মতই নিঃশব্দে এগোচ্ছে, কারণ বালুর ওপর ঘোড়ার খুরের প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না। লোকটা ধীর গতিতে পশ্চিমে এগিয়ে চলেছে। শক্তিশালী নমনীয় দেহের লোকটা স্বচ্ছন্দ আর সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। সবার মনের গভীরেই মরুভূমি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার একটা তাড়া থাকে, কিন্তু ওই কালো ঘোড়ার আরোহীর যেন কোন তাড়াই নেই। ওই ঘোড়া আর আরোহী দুজনেই জানে মরুভূমির রুক্ষ পরিবেশে তাড়াহুড়া করার পরিণতি আত্মহত্যারই সামিল। অটুট আত্মবিশ্বাস নিয়ে নির্দিষ্ট এক অবিরাম গতিতে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের কাছে মরুভূমি আর প্রখর সূর্যের নির্দয় অত্যাচার ওদের কঠিন শত্রু ছাড়া আর কিছুই নয়। নির্ভীকভাবেই শত্রুর মোকাবিলা করছে ওরা। ওদের এই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি আর ক্ষমতার জোরেই এখনও বেঁচে আছে ওরা। এবং এই লড়াইয়েও ওরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

কালো ঘোড়াটা মৃদু একটা হ্রেষাধ্বনি করে থেমে দাঁড়াল। আরোহী হার্পের কাছে এটা একটা বিপদ সঙ্কেত। চট করে মুখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। কান পেতে কিছুক্ষণ শোনার চেষ্টা করল। অস্পষ্ট হলেও নির্দিষ্ট কিছু শব্দ ওর কানে পৌঁছল। জিনের ওপর সিধে হয়ে বসে সে নিজের ডবল পিস্তলের খাপ দুটো একটু নেড়েচেড়ে সুবিধা মত জায়গায় বসিয়ে নিল। কাজটা আপনা-আপনি নিজের অজান্তেই করল হার্প। যেকোন মুহূর্তে প্রয়োজনে ওগুলো ব্যবহারের জন্যে তৈরি থাকল। নিরাপদে একা রেঞ্জে চলাফেরার রীতিনীতিগুলো সে বহুকাল আগেই শিখেছে। জেনেছে যে সবসময়ে আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি থাকে সেই বেশিদিন বাঁচে। হাঁটু দিয়ে পিঠের কাছে সামান্য চাপ দিয়ে ঘোড়াটাকে ধীরে সামনে এগোবার নির্দেশ দিল হার্প। (পিঠে হাঁটু দিয়ে গুঁতো দিলে ঘোড়া হেঁটে আগে বাড়ে; পেটের নিচে স্পার দিয়ে খোঁচা দিলে লাফিয়ে ছুটে এগোয়। ঘোড়ার গতিবেগ খোঁচার জোরের ওপর নির্ভর করে।) এর প্রায় আধঘণ্টা পর একটা ক্যাম্প-ফায়ারের আলো দেখতে পেল সে। কালো ঘোড়াটাকে সাবধান করার প্রয়োজন হলো না। এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা সে আগেও অনেকবার করেছে। পশ্চিমের রীতিনীতি সেও জানে। সতর্ক ভাবে নজর রেখে

boighar.com

নিঃশব্দে এগোচ্ছে। ক্যাম্পের লোকগুলোকে আগে থেকে সতর্ক না করার জন্যে সামান্যতম শব্দও করছে না।

আরও কিছুটা কাছে আসার পর ওয়্যাগনগুলোর আবছা কাঠামো দেখতে পেল স্যাম হার্প। অল্পক্ষণ পরেই বৃত্তের মাঝখানের আগুন পরিষ্কার দেখতে পেল। ওটার চারপাশে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওদের পিছনেই একটু দূরে তিন-চারজন শাল জড়ানো মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। রান্নার সুগন্ধ এখনও বাতাসে ভাসছে। ঘোড়াটাও যেন আগ্রহের সাথে মুখ তুলে জোরে শ্বাস নিল। লোকগুলো চমকে ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, আর মেয়েগুলো ওয়্যাগনের আড়ালে সরে গেল। স্যাম ঘোড়া নিয়েই ওয়্যাগনের ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

'ইভনিং,' বলল সে।

অনেকগুলো চোখ শত্রুতার ভাব নিয়ে ওর দিকে চেয়ে ওকে যাচাই করে দেখছে। সবারই আধো উঁচানো রাইফেলের মুখ ওর দিকেই তাক করা রয়েছে। ওদের হুমকি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজের হ্যাটটা আঙুল দিয়ে ঠেলে একটু উপরে ওঠাল হার্প। তবে সে সতর্কভাবেই তার হাত দুটোকে পিস্তলের বাঁট থেকে দূরে রেখেছে। ঘোড়ার পাদানি থেকে পা দুটো ছাড়িয়ে নিল সে। প্রত্যেকে ওর চালচলনের দিকে সন্দেহের চোখে লক্ষ রাখছে।

'দূর থেকে তোমাদের ক্যাম্পফায়ার চোখে পড়তেই সোজা চলে এলাম,' বলে চলল সে। 'মরুভূমিতে কথা বলার লোক পাওয়া এতই দুষ্কর যে একা একা মনে হাঁপ ধরে যায়। আশা করি আমার এমন গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসায় তোমরা কেউ কিছু মনে করোনি?'

কোন জবাব এল না। কেউ একটু নড়লও না। শেষে ওদের মধ্যে একজন ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে আগুনে থুথু ফেলল। 'তুমি কোনদিকে যাচ্ছ, স্ট্রেঞ্জার?' প্রশ্ন করল সে।

'পশ্চিমে।'

'পশ্চিমে কোথায়?'

'ক্যালিফোর্নিয়া।'

'হুম। আইনের লোক তোমার পিছনে লেগেছে?'

'না।'

লোকটা ওকে আর এক নজর খুঁটিয়ে দেখল।

'ঠিক আছে।' বলে, শেষে নিজের রাইফেল নামিয়ে নিল সে। 'ঘোড়ার পিঠ থেকে এখন নামতে পারো তুমি।'

'ধন্যবাদ,' কেবল একটা শব্দই উচ্চারণ করল সে।

'ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বেল্টের সাথে আংটায় ঝোলানো পিস্তল দুটোকে হাতের পাশ থেকে ঠেলে কিছুটা পিছনে সরিয়ে রাখল। যে লোকটা এতক্ষণ কথা বলছিল, সে ওকে আরও কিছুক্ষণ লক্ষ করে দেখে নিয়ে মেয়েগুলোর দিকে ফিরে ওদের একজনকে ইশারা করল। মেয়েটা দ্রুত এগিয়ে এল। তারপর একটা টিনের কাপে করে আগুনের ওপর বসানো তোবড়ানো কফি পট থেকে ফুটন্ত এক কাপ

কফি এনে জনের হাতে ধরিয়ে দিল। সোজা হয়ে মুখ তুলে স্যামের দিকে একবার চেয়ে মেয়েটা বক্তার দিকে ফিরে তাকাল। জনকে ভ্রূকুটি করতে দেখে তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে গেল তরুণী।

'এই নাও, স্ট্রেঞ্জার,' বলল জন।

'ওহ, ধন্যবাদ।'

ওর হাত থেকে কাপটা নিয়ে ঠোঁটে ছোঁয়াল হার্প। কফিটা গরম, স্বাদও ভাল। সময় নিয়ে কফি খাচ্ছে ও। একবার লোকটার দিকে তাকিয়ে আড়চোখে মেয়েগুলোকে দেখল সে। যে মেয়েটা টিনের কাপে ওর কফি তুলে দিয়েছিল, সেই মেয়ে তাড়াতাড়ি শালটা ভাল করে নিজের গায়ে পেঁচিয়ে নিল। কফি শেষ করে গম্ভীর ভাবে খালি কাপ ওই লোকটার হাতে ফিরিয়ে দিল। জন কাপটা অদূরেই বালুর ওপর ছুঁড়ে রাখল। ওর চোখ দুটো বারবার হার্পের ভারী কোল্টগুলোর ওপর ঘোরাফেরা করছে।

'তোমরাও কি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছ নাকি?' প্রশ্ন করল হার্প।

'আমরা পেনফিল্ড যাচ্ছি।'

'কোথায়? ও, হ্যাঁ, ওটা তো মরমনদের একটা বসতি, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওখানেই আমরা থাকি।'

'ওহ, বুঝলাম!'

লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে তার ডান হাত নেড়ে ছায়ায় দাঁড়ানো মেয়েগুলোকে ইশারা করল। ওদের মধ্যে দুজন বিনা প্রতিবাদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীর পায়ে হেঁটে চলে গেল, কিন্তু তৃতীয় মেয়েটা জায়গা থেকে নড়ল না।

'অ্যানি!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করল জন।

'প্লীজ,' নিচু স্বরে অত্যন্ত মিষ্টি গলায় সে বলল, 'আমি এখনই শুতে যেতে চাই না। আমি সত্যিই একটুও ক্লান্ত নই।'

লোকটা ভুরু কুঁচকে মেয়েটার দিকে এগোল। ধীরে ঘুরে তরুণী মাথা হেঁট করে পায়ে-পায়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লোকটা থেমে দাঁড়িয়ে মেয়েটার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ফিরে এলো। স্যামের চোখ মেয়েটাকে অনুসরণ করল। সে দেখল মেয়েটা ছায়া ঘেরা একটা ওয়্যাগনের সামনে থেমে ড্রাইভারের সীটে উঠে ক্যানভাসের ছাউনির ভিতরে ঢুকল।

'এই পথে তুমি আগে আর কখনও চলাফেরা করোনি; করেছ?'

লোকটার প্রশ্নে ওর দিকে ফিরল স্যাম।

'না, এই প্রথম।'

'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। মরমনরা তাদের মেয়েদের দিকে কোন স্ট্রেঞ্জারের হাঁ করে তাকিয়ে থাকা পছন্দ করে না।'

'আমি দুঃখিত। কারও অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

লোকটা কেবল ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল।

'মনে হয় তোমার আবার রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল, মিস্টার।'

'বেশ, তাই যাচ্ছি।' ওয়্যাগনের ভিতর থেকে একটা চাপা চিৎকারের শব্দ

boighar.com

শুনে আড়ষ্ট হলো স্যাম। রাইফেলধারী লোকটাও জমে গেল। ওদের চোখাচোখি হলো; ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ল হার্প। ওয়্যাগনের ঘের থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আগুনের ওপাশ থেকে শোরগোল শোনা গেল। ঘোড়ার পিঠ থেকেই ফিরে তাকিয়ে স্যাম দেখল ছায়ার অন্ধকার থেকে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে বেরিয়ে আসছে অ্যানি; ফোঁপাচ্ছে মেয়েটা। আরেকটা মহিলা হঠাৎ বেরিয়ে এসে ওর হাত ধরে ওকে থামাল। একটু ধস্তাধস্তির পর ষণ্ডামার্কা মহিলা অ্যানিকে একটা চড় মেরে ওর কব্জি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

মেয়েটা আবার চিৎকার করে উঠল। জন তার রাইফেল উঁচু করল; ওটার মুখ সোজা হার্পের বুকের দিকে তাক করা আছে। যারা আগুনের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছিল, তারাও জনের কাছে এগিয়ে এল, ওদের রাইফেলও তৈরি। স্যাম তার কালো ঘোড়া নিয়ে ওয়্যাগনের চক্র থেকে বেরিয়ে নীরবেই বেরিয়ে এলো।

তিন

পাহাড়ের পাদদেশে জ্বলন্ত উত্তাপ আর মরুভূমির নরম বালু যেন হঠাৎ করেই শেষ হলো। ঘোড়ার খুরের তলায় শক্ত মাটি, ঘাস ও ফুলের সুবাস একটু বেখাপ্পাই ঠেকছে। ঘাসগুলো ছোট হলেও এর সাথে পাহাড়ের ঢালে ফুটে থাকা চমৎকার দৃশ্য, সত্যিই মনটাকে খুশি করে তোলার জন্যে যথেষ্ট। ঘোড়া আর তার আরোহী দুজনেই ওখানে কিছুক্ষণ থেমে বুক ভরে গভীর তৃপ্তির শ্বাস নিয়ে ট্রেইল ধরে উপরে উঠতে শুরু করল। ট্রেইলের একটা জায়গায় এসে ঘোড়াটা নিজে থেকেই থেমে দাঁড়াল।

ওরা দেখল খাড়া দুটো দেয়ালের ভিতর দিয়ে খুব সরু একটা পথ এগিয়ে গেছে। ওই পথ ধরেই এগিয়ে গেল ওরা। ঘোড়ার খুরে লাগানো লোহার নালের সাথে শক্ত পাথরের আঘাত সরু দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে জোর শব্দ তুলছে। প্রায় চল্লিশ গজ পার হয়ে ওরা আবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। নিচেই দেখা যাচ্ছে সবুজ একটা উর্বর উপত্যকা। উপত্যকার নিচেই একটা গ্রাম।

'পেনফিল্ড,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল হার্প।

জিনের ওপর একটু আয়েশ করে বসে নিচের পুরো শহরটাকে সে খুঁটিয়ে দেখল। পরিকল্পিতভাবে সার বেঁধে তৈরি করা হয়েছে কয়েক সারি বাড়ি। এই শহরের সাথে পশ্চিমের অন্যান্য শহরগুলোর প্রধান পার্থক্য এই যে এই শহরের নতুন রং করা বাড়িগুলো প্রত্যেকটাই পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে করে সাজানো। সবগুলো বাড়ির রুচিসম্মত ফুলের বাগান ছবির মতই সুন্দর।

হাঁটুর হালকা একটা গুতো দিয়ে ঘোড়াটাকে আবার আগে বাড়াল হার্প। সামনের ঢালটা অত্যন্ত ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে। সম্ভবত চমৎকার দৃশ্যে মুগ্ধ

হয়েই ঘোড়াটা বেশ দ্রুত গতিতেই নিচে নেমে এলো। তবে ওটা ব্ল্যাক না হয়ে অন্য কোন ঘোড়া হলে ওদের পিছলে আছাড় খাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কারণ ওটা খুব ঢালু আর বিপজ্জনক একটা ঢাল। কিন্তু কালো ঘোড়াটার কয়েকবার পিছলে পড়ার উপক্রম হলেও পাহাড়ী মাসট্যাং অদ্ভুত কৌশলে নিজেকে সামলে নিল।

সমতল জমিতে পৌঁছে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলল ওরা। চারপাশ থেকেই সতেজ ঘাস আর চমৎকার ফুলের সুগন্ধ আসছে। শহরের কাছাকাছি এসে রোদে শুকোতে দেয়া ধোয়া কাপড়গুলো চোখে পড়ছে এখন।

সবগুলো বাড়ি একেবারে একই ধরনের, এবং আরও একটা বিষয়ে ওদের যে মিলটা হার্পের নজরে পড়ল, সেটা হচ্ছে সবকটা বাড়ির অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা। প্রত্যেকটা বাড়ির জানালার কাঁচগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার, এবং পর্দাগুলোও তাই।

একটা সরু রাস্তা ধরে এগোচ্ছে স্যাম। বাড়ির গেইটে দাঁড়ানো তিন-চার বছর বয়সের একটা ছেলে অবাক চোখে চেয়ে থাকল হার্পের দিকে। তারপর খুদে একটা হাত তুলে হাত নেড়ে স্বাগত জানাল। জবাবে হার্পও হেসে হাত নাড়ল। পরের বাড়িটার সদর-দরজা খুলে এক মহিলা ঝাঁটা হাতে বেরিয়ে এসে ঘোড়ার খুরের শব্দে মুখ তুলে চাইল। হার্পকে ফিরে তাকিয়ে হ্যাট ছুঁয়ে ওকে অভিবাদন জানাতে দেখে সে লজ্জায় একটু রাঙা হয়ে তাড়াতাড়ি আবার ভিতরে চলে গেল।

দুজন ঘোড়সওয়ার বিপরীত দিক থেকে আসছিল, ওকে দেখে লোক দুটো তাদের ঘোড়ার গতি ধীর করে সপ্রশ্ন চোখে ওর দিকে তাকাল। ওকে খুঁটিয়ে দেখে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ঘুরে আবার ফিরে দেখল, তারপর দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হলো। একটা কালো কুকুর নতুন লোক দেখে ঘেউঘেউ করতে করতে ছুটে এল। বড় ঘোড়াটা বিরক্তিতে নাক ঝাড়ল, কিন্তু কুকুরটা পিছন থেকে বারবার ঘোড়ার পা কামড়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, পিছু ছাড়ছে না। এবার ঘোড়াটা রেগে গিয়ে আরও জোরে নাক ঝেড়ে রোষের সাথে পিছন ফিরে চোখ পাকিয়ে তাকাতেই কুকুরটা ভয়ে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে কাঠের ফুটপাতে গিয়ে উঠল। কিন্তু পিছু ছাড়ল না; নিরাপদ দূরত্বে থেকে ফুটপাতের ওপর দিয়ে ঘেউঘেউ করতে করতে আসতেই থাকল। তারপর শেষে একসময়ে নিজে থেকেই ঘোড়ার পিছু ছেড়ে একটা খোলা গেইট দিয়ে ঢুকে অদৃশ্য হলো।

শহরের প্রত্যেকটা রাস্তাই কেন্দ্রীয় চক, অর্থাৎ চার্চের চারপাশ ঘিরে চওড়া রাস্তার সাথে গিয়ে মিশেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই হার্প ওখানে পৌঁছে গেল। গির্জার চারপাশে পরিপাটি করে ছাঁটা সবুজ লন্। চকের দুপাশে দুটো স্কুল। একটা দোকানের সামনে ঘোড়া দাঁড় করাল সে।

ভিতরে ঢুকে দেখল দোকানটা ছোটই, একটাই কাউন্টার, কিন্তু শেলফগুলো সুন্দর করে গুছানো। হাঁটু পর্যন্ত আলখাল্লার মত কোট পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে কউন্টারের পিছনে। ওর কোটের সবগুলো বোতাম আঁটা। কালো পোশাক পরা লোকটাকে সে এক মুহূর্ত যাচাই করে দেখল। দোকানি তার কোটের তলায় কোন শার্ট পরেনি লক্ষ করে মনেমনে একটু হাসল হার্প।

boighar.com

'হাওডি,' বলল সে।

দোকানি কেবল একটা নড করল।

'তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি?' প্রশ্ন করল লোকটা।

কাউন্টারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্যাটটা একটু উপর দিকে ঠেলে দিয়ে হার্প প্রশ্ন করল, 'তোমার কাছে কালো শার্ট আছে? আমার সাইজের?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

কাউন্টারের একপাশে সরে গিয়ে ঝুঁকে নিচে থেকে একটা বাক্স বের করে আনল। কাউন্টারের ওপর রেখে ওটার ঢাকনা খুলে নীরস স্বরে সে বলল, 'এগুলোর প্রত্যেকটার দাম পাঁচ ডলার।'

শার্টগুলোর দিকে আড়চোখে চেয়ে ভুরু কুঁচকাল হার্প। তারপর চোখ তুলে প্রশ্ন করল, 'এগুলোর বোতাম কি সোনা দিয়ে তৈরি, যে একটার দামই পাঁচ ডলার?' ওর স্বরে অবিশ্বাস।

লোকটা কেবল অপারগ ভঙ্গিতে তার কাঁধ উঁচাল।

'না, তা ঠিক নয়, তবে ওটাই শার্টের দাম। ঘটনাচক্রে এটাই এখানকার একমাত্র দোকান। এবং, শুধু তাই নয়, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এটা ছাড়া আর কোন দোকান নেই। কয়টা নেবে তুমি?'

'একটা,' রোষের সাথে বলে পাঁচটা রূপার ডলার সশব্দে সে কাউন্টারের ওপর ফেলল। 'তুমি একটা ডাকাত, মিস্টার। নাও, এটা প্যাক করে দাও।'

লোকটা ঝুঁকে কাউন্টারের নিচে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সোজা হয়ে মাথা নাড়ল।

'মুড়ে দেয়ার মত কোন কাগজ নেই, তাই না?'

'সরি।'

মুখ বাঁকাল হার্প

'ভালই কারবার চালিয়েছ! বড়লোক হয়েই মরবে তুমি!'

দুঃখের সাথে একটু হেসে দোকানি বলল, 'না, বন্ধু, বড়লোক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আমার নেই। এই ব্যবসায় লাভ আমার খুব সামান্যই হয়। সধারণত আমাদের জিনিসপত্রের দাম খুবই যুক্তিসঙ্গত; আমি এইসব শার্ট মাত্র আড়াই ডলারে বিক্রি করি, যার থেকে আমার লাভ সামান্যই থাকে।'

'তাহলে আমার থেকে এর দাম তুমি পাঁচ ডলার রাখলে কেন?'

'স্ট্রেঞ্জারদের আমরা ডবল চার্জ করি, এবং বাড়তি টাকাটা চার্চে যায়।'

'চমৎকার! একেই বলে যথার্থ আতিথেয়তা!' রুষ্ট স্বরে বলে উঠল হার্প।

'অতিথিকে বিশেষ খাতির দেখাবার কোন চেষ্টাই আমরা করি না,' হার্পের মুখের ওপরই জানিয়ে দিল দোকানি। 'আমরা মরমন, এবং আমরা নিজেদের নিয়ম মতই চলতে চেষ্টা করি। বাইরের লোকজন নিজেদের কৌতূহল মেটাতে এখানে আসে। আমরা ইচ্ছা করেই ওদের বেশি চার্জ করি যেন ওদের মনে ফিরে আসার ইচ্ছা আর না জাগে।'

শার্টটা তুলে নিয়ে নির্বিকার দোকানিকে একটা ঠাণ্ডা চাহনি দিয়ে দরজার

দিকে এগোল হার্প।

'ও, হ্যাঁ, আর একটা কথা,' লোকটা ওকে থামাল।

দোকানির কথায় দরজার সামনে থেমে ফিরে তাকাল সে।

'সম্ভবত তুমি বাইরে বেরিয়ে দেখবে তোমার ঘোড়াটা ওখানে নেই,' বলে চলল দোকানি। 'ঘোড়াকে আস্তাবলে না রেখে রাস্তায় রাখা হলে, তার জন্যে মালিককে পাঁচ ডলারের একটা ফাইন দিতে হয়, এবং আস্তাবলে রাখার চার্জ দিনে পাঁচ ডলার। আমার পরামর্শ হচ্ছে টাকাটা তোমার এখনই দিয়ে দেয়া ভাল।'

রাগে হার্পের ঠোঁট একটু বাঁকা হলো। পকেট থেকে একটা ছোট ক্যানভাসের থলে বের করে ওকে জরিমানার পাঁচ ডলার দিয়ে বলল, 'আশ্চর্য একটা শহর বটে! এবার আমার ঘোড়াটা এনে দাও।'

মাথা নাড়ল দোকানি। 'তোমাকে আরও পাঁচ ডলার দিতে হবে আস্তাবলে ঘোড়া রাখার চার্জ।'

রাস্তা ধরে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল হার্প।

'জোচ্চোরের দল,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল সে। 'এরপর কোন মরমনের দেখা পেলে তার পিঠের চামড়া তুলে নিয়ে আমি এর শোধ তুলব।'

সামনের দিক থেকে ঘোড়ার খুর আর ওয়্যাগন হুইলের শব্দে নিজের ক্ষোভ ভুলে সে মুখ তুলে চাইল। দেখল, গতরাতে দেখা সেই ওয়্যাগন ট্রেইনটাই শহরে ঢুকছে। ওদের জন্যে পথ ছেড়ে সরু রাস্তার একপাশে থেমে দাঁড়াল সে। ওয়্যাগনের সারির পাশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে একটা লোক একাকী এগিয়ে আসছে। ওকে দেখেই চিনতে পেরেছে হার্প। ওই লোকটাই তাকে কফির কাপটা এগিয়ে দিয়েছিল, এবং সেই একই লোক পরে তাকে তাদের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ওদের চোখাচোখি হলো। দুজনের চোখেই বিদ্বেষের ভাব ফুটে উঠল, কিন্তু ওরা যে পরস্পরকে চেনে তা কারও চেহারাতেই প্রকাশ পেল না।

'সুযোগ পেলে ওই খটাশটাকে পিটিয়ে লাশ করব আমি,' নিজের মনেই বিড়বিড় করল হার্প।

ঘুরে মরমন লোকটাকে ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ তুলে দূরে চলে যেতে দেখছে সে। ড্রাইভারের চওড়া সীটে বসা লোকগুলো কেবল আড়চোখে হার্পকে একবার দেখল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। আর একটা ওয়্যাগন বাকি, ওটাও পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, এই সময়ে হঠাৎ ওয়্যাগনের পিছন দিকের ক্যানভাসের পর্দাটা সরে গিয়ে একটা সাদা মুখ দেখা দিল। ওটা অ্যানির মুখ। মেয়েটা ওর দিকে কি যেন ছুঁড়ে মারল। সহজাত ক্ষিপ্র হাতে চট করে ওটা ধরে ফেলল হার্প। হাতের জিনিসটার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকাল সে। পরক্ষণেই চোখ তুলে দেখল পর্দাটা আবার যথাস্থানে ফিরে গেছে। তার হাতে ধরা জিনিসটা হচ্ছে মুচড়ে দলা পাকানো এক টুকরো কাগজ। ওটা তখনই খুলে দেখার কৌতূহল দমন করে পকেটে ভরে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল শহরে অনেক কৌতূহলী চোখই গোপনে তার ওপর নজর রেখেছিল।

boighar.com

লোকজনের চোখের আড়ালে এসে সে পকেট থেকে কাগজের দলাটা বের করে খুলে দেখল। একটা বড় মোড়কের ভিতরে আরেকটা ছোট মোড়ানো কাগজ রয়েছে। ওটাও খুলে দেখল দ্রুত হাতে পেনসিলের লেখা খুব সংক্ষিপ্ত একটা আবেদন।

'প্লীজ, আমাকে সাহায্য করো!'

মেসেজটা দুতিনবার পড়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বের করল হার্প।

কোন স্বাক্ষর নেই ওতে। কেবল ওই কয়টা কথাই লেখা আছে।

'প্লীজ, আমাকে সাহায্য করো!'

আরও কিছুক্ষণ ছোট্ট নোটটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ওটা দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। জিনের ওপর ঠিক মত বসে ঘাড়ের উপর দিয়ে আর একবার পেনফিল্ড শহরটার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াটাকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিল সে। কালো ছুটতে শুরু করল। মনে হচ্ছে ঘোড়াটাও হার্পের মতই ওই শহর থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যেতে চাইছে। মাইলের পর মাইল পিছনে চলে যাচ্ছে পেনফিল্ড শহর। জিনের ওপর একটু ঝুঁকে বসে আছে স্যাম হার্প। ওর চেহারাটা কঠিন হয়ে উঠেছে। সে ওই পেনফিল্ড শহরের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। মরমনদের কথা সে ভুলে যেতে চায়, ওদের সাথে তার কোনদিন দেখা হয়েছিল সেটাও ভুলতে চায়। অ্যানি নামে যে কোন মেয়ে আছে, এটাও মনে রাখতে চায় না ও। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যে লোকটা তাকে ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার চেহারাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে। চেহারা বিকৃত করে অন্যদিকে মুখ ফেরাল হার্প, কিন্তু তবু ওদের থেকে নিস্তার পেল না সে। বিশেষ করে অ্যানির চেহারাটাই ওর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, আর সুন্দর একটা কচি অসহায় মুখ।

নিজের চিন্তাধারাকে মনের জোরে ক্যালিফোর্নিয়ার ওপর একত্রিত করে ওইদিকেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল হার্প, কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। নিজের অজান্তে ওইগুলোই বারবার ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকল। অত্যন্ত জেদি মানুষ হার্প, তাই শেষ পর্যন্ত ওর জেদেরই জয় হলো। এর একটা বিহিত না করে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে কিছুতেই শান্তি পাবে না সে। শেষে মাথা নেড়ে সবকিছু নিয়তির ওপরই ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার পেনফিল্ডের পথ ধরল স্যাম। সে ভাল করেই জানে ওখানে ফিরে গেলে তার কি পরিণতি হতে পারে। কিন্তু একটা অসহায় মেয়ের আকুল মিনতি উপেক্ষা করে ওকে সাহায্য করার কোন চেষ্টা না করে চলে গেলে কোথাও গিয়েই হার্পের শান্তি মিলবে না।

'আমি জানি,' নিজের কালো ঘোড়াটাকেই বলল সে, 'তুমি ভাবছ আমার মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু তুমিই বলো, আমি আর কি করতে পারতাম?'

কালো ঘোড়াটা যেন ওকে তিরস্কার করতেই সজোরে একবার নাক ঝাড়ল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,'একটু রুক্ষ স্বরেই বলল হার্প। 'যথেষ্ট হয়েছে। তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, আমারটা আমি নিজেই সামলাব। এতে যদি আমি মারাও যাই, কবরে আমিই যাব, তোমার কিছুই হবে না, তাহলে আর তোমার

চিন্তা কি? এবার পা চালিয়ে আগে বাড়ো।'

কালো ঘোড়াটা নির্দেশ মতই তার গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। চমৎকার উপত্যকা ধরে পেনফিল্ডের দিকে এগিয়ে চলল। শহরের কাছাকাছি এসে মাইল খানেক দক্ষিণে ট্রেইল ছেড়ে একটু সরে গেল হার্প।

'এখন এখানে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো,' ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওর জিন নামাতে নামাতে বলল সে। 'অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। আঁধার নামলেই আমরা এখানকার কাজ সেরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাব। ততক্ষণ শান্ত থাকতে পারবে তো তুমি?'

ঘোড়াটার তরফ থেকে কোন জবাব এলো না।

ওরা যখন পেনফিল্ড শহরে পৌঁছল তখন অন্ধকার ঘনিয়েছে। তবে ক্ষীণ চাঁদ আর তারার আলোয় মোটামুটি ভালই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আবহাওয়া এখন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; রাস্তাগুলো নির্জন, পুরো শহরটা ঘুমন্ত। রাস্তার ধারে দুএকটা বাড়িতে এখনও কমিয়ে রাখা বাতি জ্বলছে, বাকিগুলো পুরোপুরি অন্ধকার। হার্পের সামনের দিকে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল; প্রায় সাথেসাথেই শক্ত ধমক দিয়ে কাউকে ওকে থামানোর আওয়াজ শোনা গেল। চারদিক নিস্তব্ধ হলো আবার। ঘোড়ার গতি ধীর করল হার্প; ঘোড়ার খুরের শব্দ তবু পুরো রাস্তা জুড়েই শোনা যাচ্ছে। চকে পৌঁছল ওরা—চার্চে আলো জ্বলছে—দোকানটাকেও পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল সে। ওটা এখন বন্ধ, দোকানির কথা মনে পড়ায় হার্পের মুখটা একটু বাঁকা হলো। গির্জাটাকে একবার ঘুরে উত্তর দিকে রওনা হলো হার্প। ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে ওদিকেই যেতে দেখেছে সে। ওর ধারণা কাছাকাছিই কোথাও ক্যাম্প করেছে ওরা। শহরের প্রায় শেষ মাথায় এসে ক্যাম্পটা ওর চোখে পড়ল। এবার তীক্ষ্ণ নজরে চেয়ে কালো আকৃতির কিছু মানুষকে সে দল বেঁধে এগিয়ে যেতে দেখল। বুঝল ওরা সবাই চার্চেই যাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে একটা অশুভ আশঙ্কা উঁকি দিল—যদি ওই অ্যানি মেয়েটাও ওদের সাথে চার্চে গিয়ে থাকে? এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে নিজের আগের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করারই সিদ্ধান্ত নিল সে। ঘুরে এগিয়ে শহরের উত্তর সীমানা দিয়ে এবার ভিতরে ঢুকল। ওকে ধরে নিতে হবে যে মেয়েটা এখনও তার ওয়্যাগনেই আছে। যদি তা না থাকে, তবে তাকে অন্য কোন প্ল্যান করতে হবে। কালো ঘোড়াটাকে নিঃশব্দে ওয়্যাগনগুলোর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল হার্প। কাছাকাছি এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

'এখানেই দাঁড়াও,' ঘোড়াটাকে নির্দেশ দিল সে।

ওর কথার জবাবেই যেন ব্ল্যাকি সমঝদারের মত একটা মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল।

ওকে ওখানেই ছেড়ে হার্প এগিয়ে গেল। রাতের অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে এখন। এতে হার্পের সুবিধাই হয়েছে। ওর কালো পোশাক ওকে অন্ধকারের সাথে একেবারে একাকার করে দিয়েছে। হঠাৎ একটা কিছু সামনে দিয়ে ছুটে যাওয়ার শব্দে আড়ষ্ট হয়ে জমে দাঁড়াল সে। একটা খরগোশ! আশ্বস্ত হয়ে আবার আগে

boighar.com

বাড়ল স্যাম। শেষ ওয়্যাগনটার সামনে পৌঁছল সে। আরও একটু কাছে ঘেঁষে কান পাতল, ভিতর থেকে কোন শব্দ শোনা গেল না। চুপিচুপি পাশের ওয়্যাগনের পাশে পৌঁছে আবার কান পাতল। কোন শব্দ নেই। কেউ নেই ভিতরে। হঠাৎ ওর মনে একটা সন্দেহ জাগল—ওরা সবাই একসাথেই চার্চে যায়নি তো? হয়ত এখন সবগুলো ওয়্যাগনই খালি? এই সময়ে সামনের ওয়্যাগনের ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে একটা হলদেটে আলো ওর চোখে পড়ল। পিছিয়ে ওয়্যাগনের সাথে প্রায় সেঁটে ওদিকে এগোল হার্প। ভিতর থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ আসছে। এবার ওয়্যাগনের পিছন দিকটা একটু ককিয়ে ওঠার শব্দ শোনা গেল। বোঝা যাচ্ছে কেউ ওই ওয়্যাগন থেকে নামছে।

একটা নারীর আকৃতি দেখা গেল। ধীর পায়ে মেয়েটা এগিয়ে আসছে। একটু ঝুঁকি ওকে নিতেই হবে। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মৃদু স্বরে ডাকল হার্প, 'অ্যানি!'

চট করে থেমে মুখ তুলে চাইল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, কি?'

নিশ্চিন্ত হয়ে এবার ওর দিকে এগিয়ে গেল হার্প।

'ওহ্!' ওকে চিনতে পেরে বিস্ময় প্রকাশ পেল মেয়েটার স্বরে। এগিয়ে এল সে। 'তুমি তাহলে সত্যিই এসেছ!'

'তুমিই তো সাহায্য চেয়েছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই! উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস করে বলল সে। 'আমি সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'সেটা আমি তোমার জন্যে সত্যিই কিছু করতে না পারা পর্যন্ত স্থগিত রাখো। ওয়্যাগনে তোমার সাথে আর কে আছে?'

'আমার মা।'

'তোমার মা?' অবাক হয়ে পুনরাবৃত্তি করল হার্প। হঠাৎ যে মহিলা অ্যানিকে চড় মেরেছিল, তার কথা ওর মনে পড়ল। তারপর ভাবল ওই মহিলাই হয়ত তার মা। 'তাহলে এসবের কি মানে? তুমি সাহায্য চাইছ কেন?'

'আমি এখান থেকে, অর্থাৎ এই মরমনদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাই।'

'হুঁ, কিন্তু তোমার মা?'

'সে-ও একজন মরমন; মানে ধর্ম পালটে সে এখন মরমন হয়েছে। ওদের সাথেই থাকতে চায়।'

'বুঝলাম।'

'আমি আমার মায়ের সাথে ওহাইও থেকে এখানে এসেছি। মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমরা দুজন এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, আমি মাকে ছাড়া একা কখনও থাকিনি, তাই মায়ের সাথে আমিও এখানে এসেছি। কিন্তু নিজের ধর্ম আমি কখনও ছাড়তে চাইনি।'

'বলে যাও।'

'এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না যে,

আমি মরমন ধর্ম গ্রহণ করতে নারাজ। সে এখানে মরমন বিশপের সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।'

'এবং, তুমি সেটা চাইছ না; এই তো?'

'কিছুতেই না! ওই বুড়োর আরও দুটো বউ আছে!'

'ঠিক আছে, এখন তুমি আমার থেকে কি ধরনের সাহায্য আশা করছ– কেবল তোমাকে এখান থেকে নিয়ে আর কোথাও পৌঁছে দিতে হবে?'

'ব্যস, আর কিছু চাই না,' বলল অ্যানি, 'যে কোন জায়গায় পৌঁছে দিলেই চলবে।'

'তুমি কি এতই মরিয়া হয়ে উঠেছ যে একজন স্ট্রেঞ্জারের সাথে ঝুঁকি নিতেও তোমার আপত্তি নেই?'

'যে করেই হোক আমাকে এখান থেকে বেরোতেই হবে, নইলে আমি–'

'তুমি কি এখনই যেতে প্রস্তুত?'

'এই মুহূর্তে!'

কাঁধ উঁচিয়ে মেয়েটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তকাল হার্প। আগে সে ভেবে দেখেনি এর পরিণতি কি হতে পারে। একটা সদ্য পরিচিত যুবতী মেয়ে, যাকে এই নিয়ে সে মাত্র তিনবার দেখেছে, তাকে নিয়ে এভাবে–

'অ্যানি,' পিছন থেকে মেয়েলী স্বরে কেউ ডাকল।

মেয়েটা হার্পের হাত খামচে ধরল।

'মা,' ফিসফিস করে বলল অ্যানি।

'তাহলে আমাদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া ভাল,' বলল সে। 'চলে এসো!'

একসাথে দুজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

চার

হঠাৎ করেই সকাল এলো। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। অন্ধকার ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে বিদায় নিচ্ছে রাত। ভাল করে দিনের আলো ফোটার আগেই স্যামের ঘুম ভেঙে গেল। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসতেই কালো ঘোড়াটা হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। ঘুরে তাকিয়ে অবিশ্বাসের চোখে দেখল আটজন রাইফেলধারী লোক ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের প্রত্যেকের চেহারার ওপর চোখ বোলাল হার্প, কিন্তু ওদের কাউকেই সে চেনে না। সবথেকে কাছে যে লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে কালো চাপদাড়ি, এবং হিংস্র কালো দুই চোখে বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে। বাকি লোকগুলো ওর থেকে সামান্য পিছিয়ে রয়েছে। লোকটার পাশ দিয়ে অ্যানির দিকে তাকাল হার্প। মেয়েটা নিশ্চিন্তে কম্বল মুড়ি-দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

'উঠে দাঁড়াও!' দাড়িওয়ালা লোকটা আদেশ দিল।

boighar.com

লাথি দিয়ে কম্বল সরিয়ে উঠে দাঁড়াল হার্প। একটা লোক পিছন থেকে এগিয়ে এসে রুক্ষহাতে ওর গানবেল্টটা খুলে নিল। আর একজন আগে বেড়ে ওর কম্বলটা সরিয়ে হার্পের রাইফেলটা তুলে নিয়ে সোজা হলো। পিছনের লোকটা হঠাৎ ওকে খুব জোরে ধাক্কা দিল। আচমকা ধাক্কায় হোঁচট খেয়ে হাঁটু আর দুই তালুতে ভর দিয়ে বেকায়দা অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ল স্যাম। দাড়িওয়ালা লোকটার সম্মতিসূচক ইশারা পেয়ে এবারে তিনজন লোক একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। দুহাতে ঘুসি চালাল হার্প, ওর ঘুসিগুলো জায়গা মতই লাগল, দুজন পড়েও গেল, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন লাভ হলো না। সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি। আক্রমণকারীরা ওকে আবার কাবু করে মাটিতে ফেলে দিল। একজনের রক্তাক্ত মুখে বুট পায়ে লাথি মারল সে। এবারে সবাই মিলে ওর হাত বেঁধে ওকে টেনে দাঁড় করাল। কালো ঘোড়াটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে অনিশ্চিত পায়ে ধীর গতিতে কিছুটা আগে বাড়ল। হার্প এখনও নিষ্ফল ভাবে লড়ে চলেছে আর লাথি ছুঁড়ছে, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। লোকগুলো টেনে-হিঁচড়ে ওর ঘোড়াটার কাছে ওকে নিয়ে গেল। বাঁধা কব্জি দুটো ঘোড়ার স্যাডল-হর্নের সাথেই ঝুলিয়ে দেয়া হলো।

'উইলকিন্স!' দাড়িওয়ালা লোকটা রুক্ষ স্বরে আদেশ দিল।

রুক্ষ হাতে লোকটা হার্পের শার্ট উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ছিঁড়ে ওর পিঠ অনাবৃত করল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা চিৎকার শুনে সে বুঝল, অ্যানির ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু এই অবস্থায় হার্পের ওকে সাহায্য করার কোন উপায় নেই। এবার ওর ফ্ল্যানেলের গেঞ্জিটাও ছিঁড়ে ফেলা হলো। বাতাস কেটে কান্নার মত একটা আওয়াজ তুলে গুলি ফোটার শব্দে হার্পের পিঠে একটা চাবুকের আঘাত পড়ল। নিষ্ঠুর ভাবে চাবুকের মাথাটা ওর পিঠের মাংস কেটে রক্ত বের করে আনল। ওর মাথাটা ঠেকে আছে ঘোড়ার একটা শক্ত পাদানির সাথে। চাবুকটা বারবার সশব্দে বাতাস কেটে ওর পিঠে এসে পড়ছে। অসহ্য ব্যথা পাচ্ছে হার্প, কিন্তু ওর মুখ দিয়ে একটা টুঁ শব্দও বেরোল না। চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আতঙ্কিত ঘোড়াটার সাথে বাড়ি খাচ্ছে হার্প। বিশাল ঘোড়াটা ভয়ে পিছিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। শক্ত হাতে ওর মাথার সাজ ধরে রাখা হয়েছে। পিস্তলের গুলির মত শব্দে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে ওই চাবুক; বারবার চাবুকটা ওর পিঠ আর কোমর জড়িয়ে ধরে যেন রক্তের স্বাদ নিচ্ছে। অস্ফুট একটা চাপা ফোঁপানির আওয়াজ বেরিয়ে এলো ওর গলা দিয়ে। আবার ফুঁসে বাতাস কেটে ওর পিঠের ওপর নেমে এলো আরেকটা শক্ত আঘাত। হাঁটু ভেঙে ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ল হার্পের দেহ।

'যথেষ্ট হয়েছে,' বলে উঠল দড়িওয়ালা লম্বা লোকটা।

শূন্যে উঁচানো চাবুকটা মাঝ পথেই থেমে গেল। ধরাধরি করে স্যামকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়া হলো। পড়ে যাচ্ছিল সে, কিন্তু শক্ত হাতে মরমনরা ওকে উপুড় করে ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে দিল। কালো ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে ওর পাছায় শক্ত একটা চাপড় মারতেই সে ছুটতে শুরু করল।

ওয়্যাগন ট্রেইনে সবার আগে রাইড করছিল হেনরি লুক। কালো ঘোড়াটাকে সেই সবার আগে দেখতে পেল। ওয়্যাগনের ট্রেইনটাকে গিরিপথে না ঢুকিয়ে বাইরে রেখে সে একাই সামনে কি আছে দেখতে এগিয়েছিল। কিন্তু বুঝে দেখল তাদের ভারী ওয়্যাগনগুলোকে ওই সরু পথ দিয়ে পার করা যাবে না। ফিরে গিয়ে হেনরি ওদের ওখানেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে আবার সে পার হওয়ার উপযোগী অন্য কোন পথের খোঁজে দক্ষিণে এগোল। উঁচু টিলার মাথায় উঠে ওয়্যাগন পার করার মত একটা পথের সন্ধান সে পেয়েও গেল। ইশারায় ওয়্যাগনগুলোকে ওই পথেই এগোবার নির্দেশ দিয়ে ওখান থেকেই ভারী প্রেয়ারি ওয়্যাগনগুলোকে নিরাপদে পার হতে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল হেনরি। এটাই ছিল তাদের যাত্রার সবথেকে কঠিন অংশ। মনেমনে খুশি হয়ে উঠল সে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়েই জিনের ওপর সোজা হয়ে বসল হেনরি। যে কালো ঘোড়াটাকে সে আগেও একবার দেখেছিল, সেটা সোজা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। বড় ঘোড়াটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে স্যাডলে বসেই সে নিজের ওয়্যাগন ট্রেইনের উদ্দেশে হাঁকল। টেড আর টোবি কাছেই ছিল, ওরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এলো।

'কি ব্যাপার, হেনরি?' প্রশ্ন করল টেড।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলে আঙুল তুলে কালো ঘোড়াটাকে দেখাল সে। 'তোমার কি মনে হয়?'

ওর সঙ্গী দুজন পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

'নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না,' জবাব দিল টোবি। 'তবে মনে হচ্ছে ওই ঘোড়ার পিঠে যেন একটা মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।'

'আমার কাছেও সেই রকমই দেখাচ্ছিল,' বলল টেড। 'কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনি বলেই কিছু বলিনি।'

'অবশ্যই ওটা একটা লোক,' অধৈর্য স্বরে বলল হেনরি। 'মনে হচ্ছে লোকটা গুলি খেয়েছে।'

'হ্যাঁ,' বলল টোবি। 'হয়ত মরেও গিয়ে থাকতে পারে।'

'হতে পারে, কিন্তু এখানে বসে জল্পনাকল্পনা করার চেয়ে কাছে গিয়ে নিশ্চিত হওয়া অনেক ভাল। চলো, যাই।'

ঘোড়ার তলপেটে স্পারের খোঁচা লাগিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছোটাল লুক। সঙ্গী দুজনও ছুটল ওর পিছনে। কালো ঘোড়াটা থেমে দাঁড়িয়েছিল; সে এবার ঘোড়সওয়ারদের দিকে মুখ তুলে দেখল। ঘোড়া থামিয়ে দুজন নিচে নেমে কাছে এগোল। টেড ঘোড়ার পিঠেই বসে থাকল। কাছে এগিয়ে সাবধানে পিঠের ওপর থেকে ছেঁড়া শার্টটা সরাল হেনরি।

'ঈশ্বর!' বিস্মিত স্বরে বলে উঠল সে। 'দেখেছ, ওর কি অবস্থা হয়েছে?' হেনরির মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। 'কেউ চাবুক দিয়ে পিটিয়ে ওর এই হাল করেছে।'

নিজের ঘোড়াটাকে একটু একটু করে আরও কাছে নিয়ে এসে ঝুঁকে হার্পের

পিঠের অবস্থা দেখল টেড।

'ক্ষতটা থাবার আঁচড়ের মতই দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল সে। 'কোন সাধারণ চাবুকের আঘাতে এটা হয়নি।'

'টেড,' কর্তৃত্বের সুরে বলল হেনরি, 'তুমি ফিরে গিয়ে যেটাকে সামনে পাও সেই ওয়্যাগনটাই এখানে নিয়ে এসো। এই লোককে আমরা ওই ওয়্যাগনেই তুলে নেব। তাড়াতাড়ি যাও, অন্য সবাই আমরা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

হার্পকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ফিরে তাকাল টোবি। 'বেঁচেই আছে লোকটা,' জানাল সে।

'অবশ্যই বেঁচে আছে। প্রথম নজরেই আমি তা টের পেয়েছি,' বলল লুক।

'এক মিনিট,' বলে উঠল টেড। 'লোকটাকে আমার চেনাচেনা ঠেকছে। ওর মুখটা একটু উঁচু করে ধরো তো?'

হেনরিও ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'তোমার ধারণা তুমি ওকে চেনো?'

ওর মাথাটা একটু উঁচু করে ধরল টোবি। 'ওকে চেনো তুমি?'

টেডের ঠোঁট দুটো চেপে বসল। 'আশ্চর্য ব্যাপার!' বিড়বিড় করল সে।

'মানে? তুমি ওকে চেনো?' জানতে চাইল হেনরি।

মাথা ঝাঁকাল টেড। 'ওর নাম হার্প, স্যাম হার্প। সে একজন লম্যান। শুধু তই নয়, ওর মত পিস্তলবাজিতে ওস্তাদ আমি আর দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। ওর সাথে বিজলির ঝিলিকের একটাই তফাত, সেটা হচ্ছে বজ্রাঘাতের বদলে সে তপ্ত সীসার আঘাত হানে।'

'একজন লম্যান, অ্যাঁ?' আপন মনেই বলল হেনরি। 'যাও, জলদি একটা ওয়্যাগন নিয়ে এসো।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওয়্যাগন ট্রেইনের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল টেড।

'এর অর্থ কি হতে পারে?' প্রশ্ন করল টোবি।

'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না,' জবাব দিল হেনরি।

'তোমার কি মনে হয় এতে তোমার প্ল্যান মত সরাসরি মরমন শহরে ঢোকায় আমাদের কোন বিঘ্ন ঘটতে পারে?'

'আমার নিজেরও সেই একই প্রশ্ন মনে জাগছে,' জবাব দিল হেনরি।

'তাহলে এখন কি করবে বলে ভাবছ?'

'আমাদের ওয়্যাগনে যেহেতু নারী আর শিশুরা রয়েছে, আমার মনে হয় না কোন ঝুঁকি নেয়া আমাদের ঠিক হবে। ওদের জীবন নিয়ে খেলা আমাদের কোন মতেই উচিত হবে না। সম্ভবত ওই আহত লোকটার সাথে কথা বলে আসল ঘটনা না জানা পর্যন্ত ওই পেনফিল্ড শহর থেকে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। ওর নামটা যেন কি?'

'টেড তো বলল, ওর নাম হার্প।'

'আমার ধারণা কোন কারণে হার্প মরমনদের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল। মরমনরা সধারণত শান্তিপ্রিয় লোক, কিন্তু ওই হার্প লোকটার পিঠের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কোন কারণে ওরা খুব খেপে উঠেছিল। এখন হয়ত ওরা

যাকে সামনে পাবে তাকেই মারবে। হয়ত আমাদের পিঠের চামড়াও তুলে নিতে পারে। তাই যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত জানছি ওদের শহরে যাওয়া নিরাপদ হবে কিনা, ততক্ষণ ওদের থেকে দূরে থাকাই ভাল। শহরটাকে এড়িয়ে আমরা ঘুরে এগোব।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল টোবি।

'কথাটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। তুমি কি কাছেই কোথাও ক্যাম্প করে অপেক্ষা করার কথা ভাবছ?'

'তাই হয়ত করব। তবে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। হার্প কথা বলার মত সুস্থ হলেই আমরা জানতে পারব এখান থেকে আমাদের ঊর্ধ্বশ্বাসে পালানো উচিত, নাকি পেনফিল্ড শহরে ঢোকা এখনও আমাদের জন্যে নিরাপদ।'

এতক্ষণ যে লোকটা ওয়্যাগনের কম্বলের ওপর অসাড় হয়ে পড়ে ছিল, সে সামান্য একটু নড়ে উঠল। অবশ্য ব্যাপারটা নড়ে ওঠার চেয়ে হাত আর পায়ের পেশীতে সামান্য একটু টান পড়ার মতই দেখাল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে সত্যিই নড়ে উঠল, এবং চোখের পাতা কয়েকবার নেড়ে চোখ খুলল। ওর পাশেই বসে ছিল লুক, সে হেসে বলল, 'এই তো ঘুম ভেঙেছে, এখন একটু হাত-মুখ ধুয়ে নাও—ভাল লাগবে।'

চোখের ইশারায় জবাব দিল হার্প। অত্যন্ত শক্তিশালী হাতে যত্নের সাথে ওকে একটা পানি ভরা বালতির সামনে বসিয়ে দিল হেনরি। পানি তোলার জন্যে একটা মগও এনে দিল সে। পরে কি মনে করে সে নিজেই মগে করে পানি তুলে ওর ঠোঁটের সামনে ধরল। একটু একটু করে পুরোটাই খেল হার্প। কাপড় ভিজিয়ে ওর মুখ-হাত মুছিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'একটু ভাল বোধ হচ্ছে এখন?'

ড্রাইভিং সীটে ওয়্যাগনের ভিতর পা ঝুলিয়ে বসেছে টেড আর টোবি। হার্প কোন জবাব দেয়ার আগেই টেড বলল, 'হাওডি, স্যাম?'

হার্প প্রথমে টোবিকে দেখে পরে টেডের দিকে তাকাল। সাথে সাথে চিনতে পারার চিহ্ন ফুটে উঠল ওর চেহারায়। পাণ্ডুর একটু হাসিতে হার্পের ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হলো।

'হাওডি,' বলল সে।

খুশির হাসিতে টেডের দুপাটি দাঁত বেরিয়ে এলো। হাত বাড়িয়ে পিছন থেকে একটা গান বেল্টে ঝুলানো দুটো ভারী কোল্ট পিস্তল উঁচিয়ে ধরল সে।

'এগুলো তোমার, তাই না?' প্রশ্ন করল টেড। মাথা ঝাঁকাল হার্প। 'ঘুরে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ এগুলো আমার চোখে পড়ল। দেখেই চিনেছি ওগুলো তোমার ছাড়া আর কারও নয়।'

হাত বাড়িয়ে বেল্টটা ওয়্যাগনের ভিতরেই একটা পেগে ঝুলিয়ে রাখল টেড।

'ভাবতে অবাক লাগে, মানুষ একটা বিশেষ ঘোড়া বা অস্ত্রের ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে ঠিক ওগুলোই হাতের কাছে না থাকলে নিজেকে কেমন যেন

boighar.com

অসহায় মনে হয়, তাই না, হার্প?'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথা সমর্থন করল হার্প। কথাটা যে কত সত্যি তা সে নিজেও ভাল করেই জানে। তার কালো ঘোড়াটা যে ওই ওয়্যাগনের পিছনেই দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে সেটা আগেই লক্ষ করেছে সে। এখন তার প্রিয় পিস্তল দুটোও ফেরত পেয়ে নিজের দেহের অবস্থা ভাল না হলেও মনটা সত্যি খুশিতে ভরে উঠেছে।

গল্প করার সুযোগ পেয়ে টেড বলে চলল, 'শাইয়্যানের ওদিকে একজনকে আমি চিনতাম, লোকটার নাম ছিল লেফটি। সেই লোক–'

'টেড,' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন ফিরে বলল লুক।

'তুমি কিছু বলছ, হেনরি?'

'হ্যাঁ, তোমরা দুজনে গিয়ে ক্যাম্পটা একটু ঘুরে দেখে এলেই তো পারো– একটু হাঁটাহাঁটি করা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।'

টেডের চেহারায় পরিষ্কার নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'অও, দেখার মত এই ক্যাম্পে কি আছে?' প্রতিবাদ করল সে। 'এতদিন পরে আমি আমার এক বন্ধুর দেখা পেলাম, তার সাথে মন খুলে একটু আলাপ করব, তোমার জ্বালায় তারও উপায় নেই।' গজগজ করতে করতে ওয়্যাগন থেকে নেমে গেল সে। টোবিও ওর পিছু নিল।

'ওকে এভাবে চুপ করাতে খারাপ লাগলেও আমাকে বাধ্য হয়ে এটা করতেই হয়। ও একবার কথা বলতে শুরু করলে ওকে থামানো অসম্ভব; মনে হয় শ্বাস নেয়ার জন্যেও সে থামে না।'

হার্প কোন মন্তব্য করল না।

'তোমার বুকটা ভারী হয়ে থাকলে সেটা একটু হালকা করার এটাই উপযুক্ত সময়,' বলল হেনরি। 'এতে মনটা ভাল থাকে।'

'আমার দেখাশোনা করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

হেনরি হাসল। 'সেজন্য তুমি স্বাগত। তবে তোমার থেকে ওই কথা শুনতে চাইনি আমি। আমি জানতে চাইছিলাম, তুমি এমন কি করেছিলে যেজন্যে মরমনরা খেপে গিয়ে তোমাকে এমন নির্মম ভাবে পিটাল?'

'ওহ, এমন কিছু অন্যায় আমি করিনি। আমি কেবল একটা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মরমন ধর্ম গ্রহণ করানোয় তাকে ওই শহর ছেড়ে পালাতে সাহায্য করেছিলাম।'

'বুঝলাম, ওদের হাতে ধরা পড়াতেই তোমার এই অবস্থা করেছে ওরা। মেয়েটাও নিশ্চয় তোমার সাথেই ধরা পড়েছিল?'

'ওরা আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করেছিল।'

'তাই? হ্যাঁ, টেডের কাছে তোমার সম্পর্কে যা শুনলাম তাতে ওদেরও অক্ষত থাকার কথা নয়। তা এখন তুমি কি করবে বলে ঠিক করেছ?'

ঠাণ্ডা ভাবে একটু হাসল হার্প।

'তোমার কি মনে হয়?'

নীরবেই কিছুক্ষণ ওকে যাচাই করে দেখল হেনরি।

'বদলা নেবে,' সংক্ষেপে বলল সে। 'তোমার আগেও অনেকে সেই চেষ্টাই করতে গেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভাল হয়নি। হয় তারা আবার মার খেয়ে ফিরেছে, নইলে পেটে গুলি খেয়ে মরেছে।'

'বলে যাও,' বলল হার্প।

'অবশ্য মুরগির ছাল ছাড়ানোর অনেক রকম পদ্ধতি আছে। কিছু মানুষ দেরি সহ্য করতে পারে না; তারা এর পিছনে ছুটোছুটি করে অযথা নাজেহাল হয়; আবার কিছু লোক ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে কাজে এগোয়। তারা জানে একদিন না একদিন তাদের সুযোগ ঠিকই আসবে। এবং প্রায়ই দেখা যায় সুযোগ সত্যিই আসে।'

'আমার জায়গায় তুমি থাকলে কি করতে?'

'অর্থাৎ মুরগি কিভাবে ছিলতাম? নাকি মরমনদের কিভাবে জব্দ করতাম?'

'যেকোনটা, তুমি নিজের খুশি মত একটা বেছে নাও।'

'তাহলে ধরো মুরগির কথাটা আপাতত আমরা ভুলে যাই। ওদের আমি একটুও পছন্দ করি না। কিন্তু মরমনদের ব্যাপারটা আলাদা। আমি কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থকতাম। তারপর এমন কারও সাথে বন্ধুত্ব করে নিতাম যাকে বিশ্বাস করা যায়, অর্থাৎ যে আমার পিছন দিকটা দেখে রাখতে পারবে। আইডিয়াটা বুঝেছ?'

'নিশ্চয়। যোগাযোগ স্থাপন করার পর আমি গেড়ে বসতাম। আমি সব সময়েই কিছু শুরু করার আগে নিজের পা দুটো শক্ত মাটির ওপর রেখে নিতে চাই। তারপর শুরু করে একবারে কোন বড় কাজে হাত দিতাম না। ছোটছোট কাজ করা শুরু করতাম। ছোটছোট কামড়ে একবার এখানে, পরের বার অন্যখানে ওদের ক্ষতি করা আরম্ভ করতাম। এতে কিছুদিন পরেই দেখা যেত ওরা কামড়ে কামড়ে একেবারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।'

'আর কিছু?' প্রশ্ন করল হার্প।

কাঁধ উঁচাল হেনরি।

'জানি না, তবে তুমি যদি জানতে চাও যাকে বন্ধু হিসেবে নেয়া যায়, তেমন কাউকে আমি চিনি কিনা, সেটা ভিন্ন কথা।'

'সেটা আমার জন্যে একটা বিরাট সাহায্য হবে।'

'ঠিক আছে,' বলল হেনরি। 'অ্যানডি মিলার নামে এক লোক আছে, যার র‍্যাঞ্চ এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে; তোমার মত কেউ যদি ওর কাছে গিয়ে একটা চাকরি চায়, তাহলে সে যে কত খুশি হবে সেটা আমি জানি।'

'সত্যি?'

'অবশ্যই। তবে তোমাকে নিয়মিত বেতন দিয়ে রাখার মত ক্যাশ টাকা ওর কাছে নেই। তবে লোকটা অত্যন্ত ভাল, ওর সাথে কাজ করতে তোমার ভাল লাগবে এটা আমি হলপ করে বলতে পারি। একেবারে সহজ সরল মানুষ, কোন

boighar.com

মানুষ বা জন্তুকে সে ভয় পায় না। সে তোমাকে যা কিছু বলবে সেটাকেই তুমি খাঁটি সত্য বলে ধরে নিতে পরো। সবথেকে বড় কথা লোকটা ভাল ভাল খাবার খাওয়ায়। এবং সে তোমাকে পুরো সমর্থন দেবে।'

'শুনে তো মনে হচ্ছে ঠিক এমন লোকই আমার দরকার ছিল। তোমরা কি ওইখানেই যাচ্ছ?'

'ওখানে না গেলেও ওই র‍্যাঞ্চের মাইল দুয়েক দূর দিয়েই আমরা যাব। তোমার ক্ষতে মলম লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, দুদিনেই তুমি সেরে উঠবে। বাকি পথ তুমি একাই যেতে পারবে। আমরা পেনফিল্ডে থামার কথা ভাবছিলাম, কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্যে, কিন্তু আমাদের এমন কিছু অভাব পড়েনি যে পরের শহরে পৌঁছে কিনলে কোন অসুবিধা হবে।'

'ওখানে কিছু না কেনাই তোমাদের জন্যে ভাল হবে, কারণ, বিদেশী খদ্দেরের কাছ থেকে ওরা ডবল দাম আদায় করে। এই শার্টটার জন্যে আমাকে পাঁচ ডলার, আর রাস্তায় ঘোড়া রাখার জন্যে দশ ডলার ফাইন দিতে হয়েছে।'

'তোমার সাথে দেখা হয়ে আমাদের লাভই হয়েছে তাহলে, ওখানে কিছু কিনতে গেলে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যেত।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকো। সুস্থ হলে তুমি যখন খুশি যেতে পারবে, কেউ তোমাকে যেতে বাধা দেবে না।'

'ধন্যবাদ, আশা করি তোমাদের এই উপকারের প্রতিদান দেয়ার সুযোগ একদিন আমি পাব।'

'ওসব কথা ভুলে যাও, তোমার জন্যে আমরা যা করেছি তুমিও আমাদের জন্যে তাই করতে,' জবাব দিল হেনরি। উঠে সে যাওয়ার প্রস্তুতিতে বেল্টটা ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে বলল, 'ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, তাছাড়া তোমারও বিশ্রাম নেয়া দরকার। কাজ শেষ হলে পরে তোমার সাথে আবার কথা হবে।'

বেল্টটা ঠিক করে নিয়ে বেরোতে গিয়েই হেনরির মাথা ঠুকে গেল ওয়্যাগনের আড়াআড়ি বীমের সাথে। বিড়বিড় করে নিজেকেই একটা গাল দিয়ে ঘুরে হার্পের সাথে চোখাচোখি হতেই অপ্রতিভ ভাবে একটু হেসে সে বলল, 'আমি নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। বের হওয়ার সময়ে বাড়ি খাওয়ার আগে কিছুতেই মাথা নিচু করার কথা মনে থাকে না। তাই বাধ্য হয়ে গাল বকেই মনের ঝাল মেটাতে হয়। আবার দেখা হবে।'

ওয়্যাগন থেকে নেমে গেল সে।

পাঁচ

সকালের বাতাসটা ঠাণ্ডা আর প্রাণবন্ত। কালো ঘোড়াটা বেশ তেজের সাথেই ছুটে

এগোচ্ছে। মাঝেমাঝে ওর জোরে নাক ঝাড়ার শব্দে বোঝা যাচ্ছে ছুটতে খুব ভাল লাগছে ওর। হার্প ওর লাগামটা শক্ত হাতে টেনে ধরে ঘোড়ার গতি কমাল। একটু ক্ষুণ্ন মনেই কিছুটা আক্রোশ দেখিয়ে সে শান্ত হলো।

জিনের ওপর ঘুরে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল হার্প। ওয়্যাগন ট্রেইনটার কোন চিহ্নই আর দেখা যাচ্ছে না। একটু ধুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওয়্যাগনগুলোকে দাঁড় করিয়ে টেড, হেনরি আর টোবি ওকে কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর সংক্ষিপ্ত বিদায় জানিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেছে। ওদের সেই প্রথম আলাপের পর অ্যান্ডি মিলার সম্পর্কে আর কোন কথাই ওকে বলেনি হেনরি; আসলে এর পর থেকে মনে হয় যেন হার্পকে লোকটা একটু এড়িয়েই চলেছে। যাক, মিলারকে না চিনলেও যা ঘটার তাই ঘটবে, মারের প্রতিশোধ না নিয়ে এখান থেকে সে নড়তে নারাজ।

নিজের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করে সে নিজেই অবাক হয়ে গেছে। তার জীবনের আগেকার যত ঘটনা, যার ওপর ভিত্তি করে তার জীবন গড়ে উঠেছে—সেইসব লোক আর ঘটনা বর্তমানে তার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় আর আবছা হয়ে গেছে। তার কাছে এখন মনে হচ্ছে যেন পেনফিল্ডে আসার আগে তার জীবনে কোনকিছুই ঘটেনি। এখন তার প্রতিটা চিন্তা কেবল ওই অভিশপ্ত পেনফিল্ড শহরটাকে ঘিরে।

এখন তার মাথায় কেবল একটাই চিন্তা। কেবল মরমন ছাড়া আর কোন ভাবনা তার মাথাতেই আসছে না। নিজের এই তীব্র ঘৃণা দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। ভাবছে আবার কবে সে ওই লোকগুলোর মুখোমুখি হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় হার্পের ঠোঁট দুটো সরু হলো। সে যে প্রতিটা মরমনের বিরুদ্ধে এর শোধ তুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একদিন ওই কলো চাপদাড়িওয়ালা খুদে কালো চোখের লোকটার নাগাল সে ঠিকই পাবে, এবং সেদিন কড়ায়-গণ্ডায় তার সব পাওনা হার্প শোধ করবে। ওটা যে তার জন্যে মনে রাখার মত একটা দিন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন মনের ঝাল মিটিয়ে তার নিজস্ব কায়দায় সে সবকিছু শোধ করে দেবে।

অ্যানির চেহারাটা ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠল। ভুরু কুঁচকে সে একবার ভাবল ওই মেয়েটার ভাগ্যে কি ঘটেছে; মরমনরা কি তাকেও চাবুক দিয়ে পিটিয়েছে? সে ভাবল, তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতিশোধ নেয়ার মাত্রা হবে দ্বিগুণ।

পুব দিকে তাকাল হার্প। ওদিকে চোখের আড়ালে আছে একটা বাসন আকৃতির উপত্যকা এবং পেনফিল্ড। একদিন ওখানে সে ফিরে যাবে। মরমনদের যম হিসেবে ওর নাম আগেই পেনফিল্ড শহরে পৌঁছে যাবে। এবং ওকে দেখে মরমনদের ভয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে সে মনেমনে যথেষ্ট আনন্দ পাবে।

কালো ঘোড়াটা আবার এগোতে শুরু করেছে দেখে হার্পের সংবিৎ ফিরল। দেখল ক্রমাগত উপর দিকে উঠছে সে। একটা সবুজ ঘাসের কার্পেট যেন সিংহাসনের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। দূরে পাহাড়ের পাদদেশে কিছু ছোটছোট

boighar.com

পাহাড়ের সমষ্টি দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা কোরাল ওর চেখে পড়ল। কোরালটা অস্বাভাবিক রকম ছোট, এবং শূন্য। হার্পের মনে পড়ল হেনরির বিবরণ মিলে যাচ্ছে—র‍্যাঞ্চটা খুব ছোট। বাম দিকে একটা চ্যাপ্টা বিবর্ণ ঘর দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের ঘর সে আগেও অনেক দেখেছে। ওদিকে একবার চেয়েই সে আঁচ করল ওটা বাঙ্কহাউস। পঞ্চাশ ফুট সামনেই বাঁক ঘুরে রয়েছে একটা অগোছালভাবে ছড়ানো বাড়ি। সম্ভবত ওটাই র‍্যাঞ্চহাউস। তারপর ওর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হলো। বাঙ্কহাউসের ডজন ফুট দূরেই ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক। কালো ঘোড়াটা আড়ষ্ট হলো। লাগাম টেনে ওকে থামাল হার্প। বাঙ্কহাউসটা এক নজর খুঁটিয়ে লক্ষ করল স্যাম। ওটার দরজাটা খোলা। জানালাটা কাঁচবিহীন, ভাঙাচোরা কিছু কাঁচের টুকরো জানালার কাঠামোর সাথে আটকে আছে। লোকটার শরীরের তলায় ঘাসের ওপর রক্ত এখন লালের বদলে খয়েরি দেখাচ্ছে। ওর ডান উরুর তলা দিয়ে একটা কোল্ট পিস্তলের বাঁট দেখা যাচ্ছে। বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হার্প। লোকটার মৃত্যুর দৃশ্যটা কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। প্রচণ্ড গোলাগুলির পর লোকটাকে পিস্তল হাতে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে ওখানেই ওকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এমন দৃশ্য সে আগেও অনেকবার দেখেছে।

হঠাৎ সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই হার্প ওখানে আরও একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে চট করে মুখ তুলে তাকাল। দেখল পাতলা গড়নের একজন লোক ওখানে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার বয়স হয়েছে, চুল উষ্কখুষ্ক, রোদে পোড়া গায়ের রং। লোকটা সন্দিগ্ধ চোখে হার্পের দিকে চেয়ে রাইফেলটা সামান্য উঁচু করে ধরল।

'তুমি আবার কোন জাহান্নাম থেকে এলে?' জানতে চাইল সে।

'আমি অ্যান্ডি মিলার নামে একজনের খোঁজে এসেছি।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে সে রুক্ষ স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, খুঁজতে এসেছিলে, তোমার খোঁজা শেষ হয়েছে, এবার মানে-মানে ফিরে যাও।'

কিন্তু স্যাম হার্প একটুও নড়ল না।

'হেনরি লুক ওই লোকের অনেক প্রশংসা করেই আমাকে এই র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি সে আমাকে ভুল জায়গায় পাঠিয়েছে। সে যেমন বলেছিল তেমন তুমি নও।'

'কি, কার কথা বললে তুমি?'

'হেনরি লুক,' নামটার পুনরাবৃত্তি করল হার্প।

'আমারও মনে হয়েছিল যেন ওই নামই তুমি বলেছ। আমি খুব দুঃখিত, মিস্টার, না জেনে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমার খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। আমি নিজেকে এখনও সামলে উঠতে পারিনি। নিচে নেমে ভিতরে এসো।'

'ধন্যবাদ।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল হার্প। অ্যান্ডি ওর দিকে এগিয়ে এসে লাশটার

দিকে চেয়ে দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল, তারপর হার্পের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

হার্প মন্তব্য করল, 'মনে হচ্ছে এদিকে বেশ কিছু অঘটন ঘটে গেছে। রেইডাররা কি তোমাদের আচমকা আক্রমণ করেছিল?'

মাথা ঝাঁকাল মিলার। 'মরমনদের কাজ,' কঠিনস্বরে বলল সে। 'ঘুমন্ত অবস্থায় ওরা আমাদের আক্রমণ করেছিল। জেরেমি ঘুম থেকে জেগেই ওদের মোকাবিলায় ছুটে বেরিয়ে এসে ওখানেই ওদের গুলিতে মারা পড়েছে।'

'বেচারার দুর্ভাগ্য।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যান্ডি।

'এটা কি ব্যক্তিগত লড়াই, নাকি যেকেউ এতে যোগ দিতে পারে?' প্রশ্ন করল হার্প।

র‍্যাঞ্চার তীক্ষ্ণ চোখে স্যামকে কিছুক্ষণ যাচাই করে দেখল।

'জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গিয়ে থাকলে, কিংবা পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগলে যেকেউ যোগ দিতে পারে,' জবাব দিল অ্যান্ডি। 'তুমি কি এরই মধ্যে জীবনের মায়া হারিয়ে ফেলেছ?'

'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কিন্তু তুমি আমার জন্যে কোন দুশ্চিন্তা কোরো না; আমি নিজেরটা নিজেই সামলাতে জানি।'

'এই এলাকায় মানুষকে ঠিক তাই করতে হয়, বাছা, এই কঠিন দেশে মানুষকে জীবিত টিকে থাকতে হলে তাই করতে হয়।'

'সেটা তো পশ্চিমের যেকোন এলাকার জন্যেই সত্যি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল স্যাম। 'সব মরমনরাই কি র‍্যাঞ্চারদের সাথে এই রকম ব্যবহারই করে?'

'আর কারও কথা আমার জানা নেই। কেবল জানি ওরা আমার সাথে কি করছে। তুমি জানো এটা মরমন এলাকা—ওরা অন্তত তাই মনে করে। আমি যে এখানে আর সবার থেকে আগে থেকেই আছি তার কোন দামই ওদের কাছে নেই। এখান থেকে আমাকে তাড়াবার জন্যে ওরা অনেক দিন থেকেই আমার পিছনে লেগে আছে। ওরা আমার সব গরু তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, আমার যেসব কর্মচারী ছিল তাদের সবাইকে হত্যা করেছে, আর আমাকে–'

'একা পেয়ে ওরা ভাবছে এবার তোমাকে ঠিক জায়গামত পেয়েছে, এই তো?'

'ঠিক তাই।'

'এখন তুমি কি করবে বলে ভাবছ?'

'ওরা আমাকে তাড়াতে না পারা পর্যন্ত এখান থেকে নড়ব না!'

'সাহস আছে তোমার! সঙ্গী চাও?'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, আমার সাথে যোগ দেয়া আর যেচে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা একই কথা।'

'আমিও তেমনি তোমাকে আগেই জানিয়েছি, অ্যান্ডি, এসব ঝুঁকি নিতে আমি অভ্যস্ত।'

লম্বা লোকটাকে অ্যান্ডি আবার খুঁটিয়ে দেখল। ওর চোখ দুটো হার্পের উরুর

boighar.com

সাথে বাঁধা পিস্তলগুলোর ওপর কিছুক্ষণ থমকাল।

'তোমার কোমরে ঝোলানো কোল্টদুটো যথেষ্ট ক্ষমতাবান বলেই মনে হচ্ছে,' শেষে মন্তব্য করল অ্যান্ডি।

'ঠিক আছে, আমার কথা ভুলে যাও—মনে করো তুমি আমার গানদুটোই ভাড়া করছ। আমি কেবল ওগুলো বয়ে বেড়াই মাত্র।'

'তুমি যদি সেটাই চাও, তাই হবে। ও, হ্যাঁ—তুমি কত টাকা বেতন পাবে বলে আশা করছ?'

'কোন বেতনের আশায় আমি চাকরি নিইনি,' বলল হার্প।

র‍্যাঞ্চারের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

'আমি তোমার প্রস্তাবে খুশি মনেই রাজি, মিস্টার, তবে তোমার এমন শর্তে কাজে যোগ দেয়ার কোন কারণ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'মরমনদের আমি পছন্দ করি না।'

'ভাল কারণ হিসেবে ওই একটাই যথেষ্ট। তোমার নামটা যেন কি বললে?'

'সেটা এখনও বলিনি।'

'ওহ্?'

'আমার নাম হার্প, স্যাম হার্প।'

'ও, হ্যাঁ, আরও একটা কথা, যেটা তোমাকে আমার আগেই জানানো উচিত। সেটা হচ্ছে আজ বিকেলেই মরমনরা আবার আক্রমণ করতে আসবে।'

'ঠিক আছে—ওদের আসতে দাও।'

'জেরেমির ব্যাপারে তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে?' লাশের দিকে এগোবার মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল অ্যান্ডি।

কোমরের বেল্টটা একটু ঠিক করে নিয়ে এগিয়ে গেল হার্প।

দিনটা ধীরে ধীরে কেটে বিকেলের দিকে এগিয়ে চলেছে। র‍্যাঞ্চের কাজ সামান্যই বাকি ছিল, সেগুলো শেষ করে আপাতত আর কিছুই না করে ওরা এখন মরমনদের প্রত্যাশিত আক্রমণের অপেক্ষায় আলসেমি করে সময় কাটাচ্ছে। ওরা কিছুক্ষণ আলাপ চালিয়ে শেষে যার যার আপন চিন্তায় ব্যস্ত হলো।

তারপর আবার ওদের মধ্যে কথা শুরু হলো। র‍্যাঞ্চহাউসের নিচের ধাপে বসে ওরা কথা বলছে। অ্যান্ডি তার বিগত জীবনের একটা মজার ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছে। হঠাৎ কথা থামিয়ে মুখ তুলে চেয়ে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করল সে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল হার্প।

'মনে হলো যেন একটা শব্দ শুনলাম।'

'কিসের শব্দ?'

'ঘোড়ার খুরের মত।'

জায়গা থেকে নড়ল না কেউ, দুজনেই কান পেতে এক মিনিট শুনল, তারপর অ্যান্ডি উঠে দাঁড়াল। ওর চেহারা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

'এটা ওদেরই খুরের শব্দ,' বলল সে। 'শুনতে পাচ্ছ?'

মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'ওঠো, ওদের অভ্যর্থনা জানানোর প্রস্তুতি নিই।'

হার্প উঠে দাঁড়াল। দূর থেকে আসছে দ্রুত ছুটে এগিয়ে আসা অনেকগুলো খুরের প্রতিধ্বনি। অ্যান্ডির পিছন পিছন সে বাড়ির ভিতর ঢুকল। র‍্যাঞ্চার তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বল্টু এঁটে দিল।

'পিছনের দরজাটার কি হবে?' জানতে চাইল স্যাম।

'ওটা গতকাল থেকেই আটকানো আছে,' জবাব দিল অ্যান্ডি। সকালেই সে তার রাইফেলটা গুলি ভরে দরজার পাশে তৈরি করে রেখেছিল। ওটা তুলে নিয়ে হার্পের দিকে ফিরল সে।

'তুমি জানালাটা কাভার করো, আমি দরজা সামলাচ্ছি।'

পাথরের সাথে ঘোড়ার নালের ঠোকাঠুকির শব্দ ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছে। পিস্তল দুটো বের করে ওকে যে জানালাটা দেখানো হয়েছে সেটার পাশেই ঝুঁকে তৈরি হয়ে পজিশন নিল হার্প। ওটা দরজা থেকে সম্ভবত আট ফুট দূরে। ছুটন্ত ঘোড়ার খুর থেকে ওড়া ধুলো ধীর গতিতে আকাশের দিকে উঠছে। জানালার পাশ থেকে ধুলো দেখতে পাচ্ছে হার্প। আড়চোখে সে দেখল অ্যান্ডি রাইফেল হাতে আড়ষ্ট হয়ে কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছে। একজন ঘোড়সওয়ার ঝড়ের গতিতে জানালার পাশ দিয়ে ছুটে পার হয়ে গেল। চট করে ঘুরে হার্প লোকটাকে বাঁক নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখল। একটু পরেই লোকটা আবার ফিরে এলো; ওর সাথে আর একজনকে দেখা গেল। তারপর আরও ছয়জন একসাথেই দেখা দিল। ওরা ঠিক র‍্যাঞ্চহাউসের দরজার মুখোমুখি ঘোড়া থামাল। নিচে নেমে নিজেদের ঘোড়ার পাশেই এক মুহূর্ত দাঁড়াল। হার্পের চোখ একে একে ওদের চেহারা দেখে একটু হতাশ হলো। ওদের কাউকেই সে এর আগে দেখেনি।

'মিলার!' কর্তৃত্বের স্বরে চিৎকার করল ওদের একজন।

র‍্যাঞ্চার কোন উত্তর দিল না। হার্পের দিকে তাকাল সে।

'ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে দাও,' প্রস্তাব দিল স্যাম।

'না,' হ্যাঁকড়ার মত মাথা নেড়ে বলল সে।

মাথা ফিরিয়ে আবার লোকগুলোর ওপর নজর রাখল হার্প। সে ওদের কিছু করার অপেক্ষায় আছে। প্রায় সাথেসাথেই সেটা ঘটল। ওদের ভিতর থেকে একজন টাক মাথা লোক তার শার্টের হাতা গুটিয়ে শক্তিশালী হাতদুটো বের করে ধীর পায়ে হেলেদুলে এগিয়ে এল।

'একটা বড় ভালুকের মত,' বিড়বিড় করল হার্প। কোল্টের বাঁটে ওর হাত শক্ত হয়ে এঁটে বসল।

লোকটা সঙ্গীদের দিকে একবার চেয়ে দেখে সামনে এগোল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে দরজার হাতল ঘুরাল। দরজাটা খুলল না দেখে সে দরজার ওপর প্রচণ্ড একটা লাথি মারল।

'মিলার!' ক্রুদ্ধ স্বরে আবার চিৎকার করল সে।

boighar.com

'মনে হচ্ছে জবাব দেয়াই ভাল,' নিচু স্বরে বলল হার্প।

মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে সে সাড়া দিল, 'কি বলছ?'

'ও, তাহলে তুমি এখনও এখানেই আছ? বেরিয়ে এসো!'

'আমি এখান থেকে নড়ছি না। আমাকে বের করতে হলে সেটা তোমাকেই করতে হবে, ডেভিড!'

'হারামজাদা, তোকে–' একটু পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল বের করেই দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল সে।

হার্প আর দেরি করল না; র‍্যাঞ্চারকে মেরে ফেলাই যে ওদের উদ্দেশ্য এটা বুঝতে ওর আর বাকি নেই। লোকটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিল সে।

বুকে গুলি খেয়ে সিঁড়ির ওপরই মরে চিত হয়ে উল্টে পড়ল ডেভিড। হার্ট ফুটো হয়ে গেছে ওর। বাকি সাতজন মরমনই একসাথে দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করল। র‍্যাঞ্চারের সাথে যে আর কেউ থাকতে পারে এটা ওদের মাথায় আসেনি। হার্পের অব্যর্থ গুলিতে ওদের আরও তিনজন ধরাশায়ী হলো। বাকি দুজন বেগতিক দেখে চট করে ঘোড়ায় চড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে হার্পের পিস্তল রেঞ্জের বাইরে চলে গেল। ওদের যেতে দিল সে।

এতক্ষণে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল আহত মিলার দুহাতে পেট চেপে ধরে মেঝের ওপর পড়ে আছে। দরজাটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে অ্যান্ডির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল স্যাম। ওর হাত সরিয়ে দেখল পেটে গুলি লেগেছে; বাঁচার কোন আশা নেই।

অ্যান্ডিকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল হার্প।

র‍্যাঞ্চার বলল, 'গুলি খেয়ে পড়ে গিয়ে আমি আর কিছু দেখতে পাইনি। লড়াইয়ে কি ঘটল?' জানতে চাইল সে।

'ওদের চারজন মরেছে, বাকি দুজন ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে। পিঠে গুলি করে কাউকে মারি না আমি। তাই ওদের যেতে দিয়েছি।' শুনে খুশিতে র‍্যাঞ্চারের চোখ চকচক করে উঠল।

'জানি মারা যাচ্ছি, কিন্তু দৃশ্যটা নিজের চোখে না দেখলে মরেও শান্তি পাব না আমি। দরজাটা খুলে দাও, প্লীজ।'

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল হার্প। বিছানায় শুয়েই বাইরের সবটা দেখতে পাচ্ছে অ্যান্ডি। ওর চোখে প্রশান্তি।

'তুমি যোগ্য লোকই বটে। তোমার হাতেই এই র‍্যাঞ্চের সমস্ত ভার আমি তুলে দিচ্ছি, তুমি কেবল কথা দাও, এটা মরমনদের হাতে কখনও তুলে দেবে না।'

লোকটার মনের অবস্থা বুঝেই সে বলল, 'আমি কথা দিচ্ছি, সেটা আমার জীবন থাকতে কোনদিনই ঘটবে না।'

লোকটা আশ্বস্ত হলো বটে, কিন্তু মরণ যন্ত্রণায় ওর মুখ বিকৃত হলো। কাবার্ড থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে বেশ কিছুটা নির্জলা মদ অ্যান্ডির গলায় ঢেলে দিল সে। এতে ওর অনেকটা কষ্টের উপশম হবে। পেটে গুলি খেলে মানুষ অনেকক্ষণ কষ্ট পেয়ে ভুগে মারা যায়। বোতলটা অ্যান্ডির পাশেই সাইড-টেবিলে

রেখে আবার দরজার কাছে এগিয়ে গেল হার্প। মরমন দুজনের ছুটে পালানোর খুরের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মৃত লোকগুলোর ঘোড়াগুলোও গোলাগুলির শব্দে আর রক্তের গন্ধে ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়েছে। গোলাগুলির ধোঁয়া ধীর গতিতে উপরে উঠছিল, হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপ্টায় ওটা অদৃশ্য হলো।

ফিরে এসে সে দেখল অ্যান্ডি মারা গেছে। যাক, লোকটাকে বেশি কষ্ট পেতে হয়নি।

ছয়

অ্যান্ডির মৃত্যুর পরে তিনটে নিরানন্দ দিন কেটে গেল। নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না । র‍্যাঞ্চারকে কথা দেয়ার পর ওখানে থেকে একাই র‍্যাঞ্চ চালিয়ে যাচ্ছে সে। সন্দেহ নেই মরমনরা আবার ফিরে আসবে। এবং পরেরবার যখন আসবে দল ভারী করেই আসবে। সে কিছুক্ষণ ওদের ঠিকই ঠেকাতে পারবে বটে, কিন্তু দলে ভারী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ওদেরই জিত হবে। র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়াও কাপুরুষের মত কথার খেলাপ করা হবে; যেটা ওর পক্ষে অসম্ভব। মরমনদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তার চোখের সামনেই লোকটার মৃত্যু ঘটেছে। মরার আগে ওকে সে যে কথা দিয়েছে সেটা ভঙ্গ করা হার্পের পক্ষে অসম্ভব।

যদিও সে জানে মরমনরা যেকোন সময়ে ফিরে আসতে পারে, তবু ঝুঁকি নিয়ে আজ র‍্যাঞ্চ ছেড়ে প্রথমবারের মত বেরোল। কালো ঘোড়াটা এতদিন আবাধ্য থাকার পরে ছোটার সুযোগ পেয়ে মহা আনন্দে ছুটল।

সব থেকে বড় টিলাটার মাথায় উঠে চারপাশে কোথায় কি আছে তা ভাল করে চিনে রাখার জন্যে ঘোড়া থামাল হার্প। নিচের দিকে চেয়ে দেখল দুটো প্রেয়ারি ওয়্যাগন যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। ওরা এত দ্রুত ছুটছে যে ঝুঁকিপূর্ণভাবে এপাশ-ওপাশ দুলছে; ওয়্যাগনগুলো যেকোন সময়ে উল্টে যাওয়ার ভয় রয়েছে। পরক্ষণেই এর কারণ বুঝতে পারল সে। দুপাশ থেকে দুজন রাইডার পিছনের ওয়্যাগনটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। ধুলোর পিছনে লুকানো শত্রুর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে দশ-বারোজনের একটা দলে পরিণত হলো। আগুনের ঝিলিক দেখে বোঝা যাচ্ছে, যাদের তাড়া করা হচ্ছে তারাও পাল্টা গুলি ছুঁড়ছে। অ্যান্ডির রাইফেলটা হার্পের ডান পায়ের কাছে খাপে ভরা ছিল। ওটা মসৃণ গতিতে ওর হাতে উঠে এল। গোলাগুলির লড়াই দেখে অভ্যস্ত কালো ঘোড়াটাকে হার্পের কোন নির্দেশ দিতে হলো না। স্যামকে রাইফেল হাতে নিচে নামতে দেখে সে নিজে থেকেই ঢালের ওপাশে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

ওয়্যাগন দুটো এখন হার্পের থেকে মাত্র দুশো ফুট দূরে; মাথা থেকে হ্যাট খুলে অনবরত ওটা নেড়ে ওদের দ্রুত এগিয়ে আসতে ইশারা করছে সে। দেখল সামনের ড্রাইভার তার ঘোড়াগুলোকে আরও জোরে ছুটাবার চেষ্টায় চাবুকটাকে

boighar.com

ঘুরিয়ে ঘোড়ার মাথার কাছে পিস্তলের গুলির মত আওয়াজ তুলে ফোটাল। ওরা এগিয়ে আসছে, বোঝায় ভারী ওয়্যাগনগুলো বারবার বিপজ্জনকভাবে কাত হয়েও এগিয়ে আসছে। টিলার ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে এলো ওরা। ঘোড়াগুলো টিলার মাথায় উঠে একটু বিশ্রাম নিতে থামল। সামনের ওয়্যাগন ড্রাইভারের পাশে দুজন বনেট পরা মেয়ে বসে আছে। দুজনের চেহারাই ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। আতঙ্কিত চোখে ওরা সাহায্যের আশায় হার্পের দিকে চেয়ে আছে।

'সোজা ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাও,' র‍্যাঞ্চহাউসটা দেখিয়ে ড্রাইভারদের নির্দেশ দিল হার্প। 'ওয়্যাগন দুটোকে ঘুরিয়ে বাড়ির পিছনে নিয়ে রেখো। জলদি করো!' তাড়া দিল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রাইভার দুজন অর্ধেক দূর ব্রেক টেনে দিয়ে হার্পকে সাহায্য করতে রইফেল হাতে নিচে নামল। এখন আর বেশি দ্রুত নিচে নেমে ওয়্যাগন উল্টে যাবার ভয় থাকল না। এখন মেয়েরা নিজেরাই ওয়্যাগন চালিয়ে নিচে নেমে যেতে পারবে। এতক্ষণে ধাওয়াকারী লোকগুলোও ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। ওরা থেমে দাঁড়িয়ে হার্পের দিকে তাকাল। ওকে একা দেখে আবার এগোল। ওরা জানে না যে ড্রাইভার দুজন আগেই ঢালের আড়ালে পজিশন নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে। হার্পও একটা পাথরের আড়াল নিয়ে শুয়ে তৈরি থাকল।

'ওরা ঢাল বেয়ে অর্ধেক পথ না আসা পর্যন্ত তোমরা কেউ গুলি ছুঁড়ো না,' নিচু স্বরে নির্দেশ দিল স্যাম। 'আমি গুলি ছোঁড়ার আগে তোমরা কেউ গুলি ছুঁড়তে যেয়ো না।'

'ঠিক আছে,' ওদের একজন জবাব দিল। 'তোমার কথা মতই কাজ হবে।'

ওরা স্পারের খোঁচায় ঘোড়া দাবড়ে উপরে উঠে আসছে। ওরা ঠিক তিরিশ ফুট দূরে থাকতে সঙ্গী দুজনের উদ্দেশে বলল, 'ঠিক আছে, এবার ওদের ভাল মত একটা শিক্ষা দিয়ে দেবে!'

কথাটা শেষ করেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল হার্প। একই সাথে ড্রাইভাররাও ওর সঙ্গে যোগ দিল। রাইফেল নামিয়ে এবার নিজের কোল্ট দুটো বের করল হার্প। বিদ্যুৎ গতিতে গুলি ছুঁড়ে চলেছে সে। টেড একটুও বাড়িয়ে বলেনি; পিস্তলে ওর হাত সত্যিই অত্যন্ত চালু। প্রথম বর্ষণেই অগ্রগামী চারজন ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে নিচে পড়ল; দুটো ঘোড়াও আহত হলো। আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর এই মরণ ফাঁদ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টায় খুরের তলায় লোকগুলো থেঁতলে গেল। কোনদিকে পালালে যে বাঁচা যাবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ওরা। বাকি চারজন প্রতিশোধ নিতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এগিয়ে আসছে। এবার পিস্তল দুটো খাপে ভরে, আবার পাশেই মাটিতে-রাখা রাইফেলটা তুলে নিল হার্প। ওর সঙ্গীরাও গুলি ছুঁড়ছে বটে, কিন্তু একটাও টার্গেটে লাগছে না। আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল স্যাম। ওদের একজন স্যাড্‌ল্ থেকে উল্টে নিচে পড়ল; বাকি তিনজন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।

'হোল্ড ইট!' ড্রাইভার দুজনকে থামাল হার্প। 'যারা পালাচ্ছে, তাদের যেতে দাও। পিছন থেকে কাউকে গুলি করে হত্যা করাটা ঠিক হবে না।'

গোলাগুলি বন্ধ করল ওরা। বাতাসে গোলাগুলির ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর সামনের দৃশ্যটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুটো ঘোড়া আর পাঁচটা লাশ পড়ে আছে ঢালের ওপর। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে তিনটে লোক আর তিনটে সওয়ারবিহীন ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়াবার পর থেকে সামনা-সামনি দাঁড়িয়েই লড়েছে হার্প। এবার ঢালের আড়াল থেকে বেরিয়ে লোক দুজন নীরবেই ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

ওদের একজন বলল, 'ওই লোকগুলোকে কবর দেয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ত আমাদের করা উচিত।'

'না,' কঠিন স্বরে বলল স্যাম। 'ওই ঘোড়া দুটোকে আমরা কবর দেব, কিন্তু ওরা ওখানেই পড়ে থাকবে। যারা মেয়েদের বিরুদ্ধে লড়তেও দ্বিধা করে না, আমার কাছে তাদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই। ওরা শকুনের জন্যেই উপযুক্ত খাবার।'

কেবল ঘোড়া দুটোকে পাথর চাপা দিয়ে কবর দিয়ে ওরা র‍্যাঞ্চের পথ ধরল। কালো ঘোড়াটার কাঁধ চাপড়ে ওকে একটু আদর জানাল হার্প। সে লক্ষ করল বাঙ্কহাউস পার হওয়ার সময়ে ওটার গুলিতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে একটা বিব্রত দৃষ্টি বিনিময় হলো। ব্যাপারটা লক্ষ করার পর সে বুঝল যে অ্যান্ডির সব কথা ওই লোকগুলোকে জানানো একান্ত প্রয়োজন। একটা মেয়ে র‍্যাঞ্চের দরজায় এসে দাঁড়াল। ওর চেহারা শঙ্কিত; চোখে প্রশ্ন।

'সব ঠিক আছে তো?' উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল সে।

মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'ওদের যারা বেঁচে ছিল তারা পালিয়ে বেঁচেছে,' জানাল সে।

মেয়েটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?'

হার্পকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ড্রাইভারদের একজন বলে উঠল,'আমাদের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। গুলি ছোঁড়ায় এমন ওস্তাদ আমি আর দেখিনি। সে একাই দুহাতে পিস্তল চালিয়ে ওদের চারটে লোক আর দুটো ঘোড়াকে আমাদের চোখের সামনেই নিমেষে মেরে ফেলল; তারপর রাইফেল তুলে নিয়ে ওদের আরও একজনকে মারতেই বাকি তিনজন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে পালাল।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল মহিলা।

'আমরা তো মনে করেছিলাম আজই আমাদের সবাইকে মরতে হবে। তোমার সাহায্য না পেলে সত্যিই আজ আমাদের মরতে হত। তোমাকে আমি অন্তর থেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'আমার জায়গায় আর কেউ থাকলে সেও তাই করত,' জবাব দিল হার্প।

'হয়ত। যাক সে কথা, তোমাকে কিন্তু আমাদের আরও কিছু উপকার করতে হবে।'

'আমার সাধ্যে কুলালে আমি নিশ্চয় তা করব।'

boighar.com

'কয়েকটা দিন আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতেই হবে। আমাদের সাথে দুটো পোয়াতি মেয়ে রয়েছে যাদের যেকোন সময়ে বাচ্চা হয়ে যেতে পারে, এই অবস্থায় ওদের পক্ষে ওয়্যাগনে ট্র্যাভেল করা অসম্ভব। তুমি যদি দয়া করে কয়েকটা দিন আমাদের এখানে থাকার অনুমতি দাও, তাহলে ওরা বেঁচে যাবে। ওদের একজনের তো তোমার বৈঠকখানাতেই বাচ্চা হয়েছে! অন্য মেয়েটারও দু-তিনদিনের মধ্যেই বাচ্চা হবে।'

অ্যান্ডির ফুরিয়ে-আসা ভাঁড়ার আর জিমি কেমেরোর ওয়্যাগন থেকে যথেষ্ট খাবার এনে সাপার তৈরি করে খাওয়া হলো। জিমি তার স্ত্রী আর নবজাত শিশুকে সঙ্গ দিতে অ্যান্ডির পরিত্যক্ত ঘরে ঢুকল। আপাতত ওটাই ব্যবহার করছে ওরা। তিনটে কামরার মধ্যে দ্বিতীয়টায় ল্যারি জুড আর তার স্ত্রীর জন্য ছেড়ে দিয়েছে হার্প। প্রচণ্ড উত্তেজনাময় একটা দিন কাটাবার পর ওরাও বিশ্রাম নিতে বিছানায় গেল। ওয়্যাগনের বাকি দুজন রাইডার, জেরি লেক আর পিট লেস্টার কোরালের সবথেকে উঁচু বারের ওপর হার্পের সাথে যোগ দিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সেইসাথে অন্ধকার ছায়াগুলোও লম্বা হচ্ছে।

'আমরা মরুভূমির পথে রওনা হওয়ার সময়ে শুনেছিলাম এটা অ্যান্ডি মিলারের র‍্যাঞ্চ,' মন্তব্য করল জেরি। নড়েচড়ে নিচের রেইলে আংটার মত করে বুট আটকে একটু আরাম করে বসল সে। 'তারপর মরমনরা যখন আমাদের আক্রমণ করল, তখন আমি কেমেরোকে সোজা এই র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে ছুটতে বললাম। কিন্তু এটা যে ঠিক কোথায় তা আমাদের কারও জানা ছিল না। ভাগ্যিস তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল, নইলে এটা হয়ত আমরা সময় মত খুঁজেই পেতাম না।'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল পিট, 'আমরা এটা খুঁজে পাওয়ার আগেই ওরা আমাদের গুলি মেরে ঝাঁঝরা করে ফেলত।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবছে পিট।

'জানো, জেরি?' বলল সে, 'আমি ভাবছি, আমরা আমাদের পিছন দিকে যাদের ওয়্যাগনের ট্র্যাক দেখেছিলাম তাদের কি হলো। ওই ওয়্যাগন ট্রেইনটা তো আমাদেরই পিছন পিছন ট্রেইল করে এগোচ্ছিল। কিন্তু পরের দিকে ওদের ট্রেইল আমি আর খুঁজে পাইনি।'

'তাহলে কি তোমার মনে হয়, হয়ত মরমনরাই ওদের শেষ করে ফেলেছে?'

'হুম, বলা যায় না, হয়ত তাই ঘটেছে,' জবাব দিল সে। ওকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে।

'আচ্ছা, শান্তিপ্রিয় ধর্মের মরমনরা হঠাৎ করে এভাবে ওয়্যাগন ট্রেইনের ওপর হামলা চালাতে শুরু করল কেন?' প্রশ্ন করল হার্প।

'ও, তুমি খবর পাওনি? ওদের মধ্যে এখন দুটো ভাগ হয়ে গেছে। ওদের একটা দল দাঙ্গাপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ওরা জিম ব্রিজারের দলকে যুদ্ধ করে হারিয়ে ফোর্ট ব্রিজার দখল করে নিয়েছে।'

'আমরা এটাও শুনেছি,' বলে উঠল পিট, 'যে ওদের ধর্ম প্রচারক যাজকদের ওহাইও আর আরকেনসও শহরে পাইকারি হারে ফাঁসিতে ঝোলানো হচ্ছে। হয়ত এর বদলা নিতেই ওরা এমন জুলুম শুরু করেছে।'

'হতে পারে,' বলল হার্প। 'কিন্তু এজন্যে মেয়েদের ওপর ওরা হামলা চালাবে এটা আমি কিছুতেই সহ্য করব না! এখনও আমার আসল কাজ আমি শুরুই করিনি। ওদের ভাল মত একটা শিক্ষা দিতে না পারলে আমার শান্তি নেই।'

নিচে নেমে দাঁড়াল হার্প। 'অন্ধকার হয়ে আসছে,' বলল সে, 'মনে হয় র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি থাকাটাই আমাদের উচিত। বলা যায় না আজ রাতেও ওরা আবার হামলা চালাতে পারে।'

মাঝরাতের দিকে র‍্যাঞ্চহাউসের তৃতীয় কামরায় হঠাৎ চমকে জেগে উঠল হার্প। বাঙ্কহাউসে শোয়া জেরি আর পিটেরও একই সময়ে ঘুম ভাঙল। দূর থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল হার্প। চাঁদের আলোয় দেখতে পেল বাঙ্কহাউস থেকে পিট আর জেরিও বেরিয়ে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

'ওই রাইফেলের গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ?' প্রশ্ন করল পিট।

'ওই শব্দেই আমার ঘুম ভেঙেছে,' বলল হার্প। 'ওদিকে কি ঘটছে বলে তোমার ধারণা?'

'জানি না। কিন্তু জেরি সন্দেহ করছে, যে ওয়্যাগন ট্রেইনটা আমাদের পিছন পিছন আসছিল, তাদেরই কোন বিপদ ঘটেছে। ওটা হঠাৎ আমাদের চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছিল।'

'আমার তো মনে হয় তাই ঘটেছে,' বলল জেরি।

'এখন আমাদের কি করা উচিত, হার্প?' প্রশ্ন করল পিট।

'ঘোড়ায় জিন চাপাও। আমি র‍্যাঞ্চহাউসে গিয়ে কেমেরো আর জুডকে জাগিয়ে দিচ্ছি। আমরা বেরিয়ে গেলে ওরা পাহারায় থাকবে।'

দুমিনিটের মধ্যেই র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল ওরা তিনজন।

'আমাদের প্ল্যানটা কি হবে?' প্রশ্ন করল পিট।

'আমরা ওদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করব। অন্ধকারে ওরা বুঝতে পারবে না আমরা সংখ্যায় কতজন। আমার বিশ্বাস ওরা আমাদের আচমকা আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়ে দ্রুত চম্পট দেবে।'

'হ্যাঁ, তোমার আইডিয়াটা ভাল। আমার মনে হয় এতে কাজ হবে,' স্বীকার করল জেরি।

'ওখানে এখনও গোলাগুলি চলছে,' মন্তব্য করল পিট।

'আমরা কি সোজা এগিয়ে যাব?' জানতে চাইল জেরি।

'আমার মনে হয় প্রথমে ওই বড় টিলাটার ওপর ওঠাই আমাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। হয়ত ওখান থেকে নিচে কি ঘটছে তার কিছুটা আমরা দেখতে পাব,' প্রস্তাব দিল হার্প।

boighar.com

ওরা দুজনেই মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানাল।

টিলার মাথায় ওঠার সময়ে স্বভাবতই ওদের চলার গতি কিছুটা ধীর হলো। টিলার মাথায় উঠে রাতের ক্ষীণ আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল।

'ওই যে ওইখানে দেখো,' আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করল হার্প। 'বামদিকে গুলির ঝিলিকগুলো দেখতে পাচ্ছ?'

জেরি লেক তার ঘোড়াটাকে হার্পের কাছে এনে নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি আমি!'

'ঘটনা বেশ অনেকটা দূরে ঘটছে,' বলল পিট, 'তাই না?'

'হ্যাঁ, এখান থেকে প্রায় মাইল দুই দূরে হবে,' আঁচ করল হার্প। স্যাম তার ঘোড়ার লাগাম শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

হার্পের মতলবটা আগে থেকেই জেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে জেরি প্রশ্ন করল, 'তোমার প্ল্যানটা কি?'

'আমরা ডান দিক দিয়ে ঘুরে ওদের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করব। প্রথম দিকে আমরা যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগিয়ে পরে প্রচণ্ড বেগে ধাওয়া করে হামলা চালাব। প্রথম চোটেই আমরা যদি ওদের চার-পাঁচজনকে ঘায়েল করতে পারি তাহলে ভাববে ওরা ফাঁদে পা দিয়েছে। এবং ক্রস-ফায়ারে পড়ে এবার সবাইকেই মরতে হবে। তখন ওদের লেজ তুলে ছুটে পালানো ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না।'

'আমার কাছে তো বুদ্ধিটা ভাল বলেই মনে হচ্ছে,' বলল পিট। 'তোমার কি ধারণা, জেরি?'

'কৌশলটা আমার কাছেও যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। চলো আর দেরি না করে এগোই।'

ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ওরা। হার্পই লীড করছে। হঠাৎ সে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের আরোহী দুজনকে সাবধান করল। 'তোমরা কিন্তু একটু দেখেশুনে নিচে নেমো, তোমাদের আমি বলতে ভুলে গেছিলাম সামনেই কিছু মরমনের লাশ পড়ে আছে।'

কালো ঘোড়াটা সামনে লাশ দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু স্যামের হাঁটুর গুঁতোয় আবার লাশের ফাঁক গলে এগোতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা টিলার নিচে পৌঁছে গেল। হার্প পিছন ফিরে তাকাল, সঙ্গীরাও ওর পাশে পৌঁছে গেল। এবার ওরা ঘোড়ার গতি কিছুটা বাড়াল। ওখানে পৌঁছতে বেশি দেরি করে মৃত লোকগুলোকে উদ্ধার করার কোন মানেই হয় না। দূরত্ব যতই কমে আসছে গোলাগুলির শব্দও ততই জোরালো হয়ে উঠছে। ওরা এখন যুদ্ধক্ষেত্রের বেশ কাছে চলে এসেছে। বিরাটাকার প্রেয়ারি ওয়্যাগনগুলোর আকৃতি বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে কিছু কালো আকার স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'পিট!' চিৎকার করে বলল হার্প, 'গুলি করে ওদের ঝাঁঝরা করে দাও!'

তিনজনের অস্ত্র এক সাথে গর্জে উঠল। তবে হার্পের কোল্ট জোড়াই

সবথেকে জোর আওয়াজ তুলে গুলি বর্ষাচ্ছে। আতঙ্কগ্রস্ত লোকগুলো একে একে ঘোড়ার জিন খালি করে পড়ে যাচ্ছে। যাত্রীশূন্য ঘোড়াগুলো আতঙ্কিত হয়ে এদিক-ওদিক পালাবার চেষ্টা করে অন্য ঘোড়ার সাথে বাড়ি খেয়ে আক্রমণকারী দলটার মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করল। বিরাট দলটার থেকে মাত্র তিনজন প্রাণ নিয়ে ছুটে পালাতে সক্ষম হলো। এক মিনিটের মধ্যেই লড়াই থেমে গেল।

ওয়্যাগনের পিছন থেকে রাইফেল হাতে লোকজন একে একে বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

'হাওডি,' ওদের মধ্যে থেকে উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠল একজন। লম্বা একটা লোক এগিয়ে এল। কনুইয়ের ভাঁজে রয়েছে ওর রাইফেল। 'তোমরা হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হলে? যাক, তোমাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। নইলে আমরা অনেকেই আজ মারা পড়তাম।'

পিস্তল দুটোই গুলি ছুঁড়ে খালি করে ফেলেছিল হার্প। ওগুলোতে আবার গুলি ভরে খাপে রাখতে রাখতে সে বলল, 'ওই মরমন লোকগুলোকে কিছুটা শায়েস্তা করার সুযোগ পেয়ে আমিও খুশিই হয়েছি।'

'এখন আমাদের কি করা উচিত?' লম্বা লোকটা প্রশ্ন করল। 'তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে পড়া দরকার?'

'তার কোন প্রয়োজন নেই,' জবাব দিল হার্প। 'আজ রাতে আর মরমনরা তোমাদের সাথে লাগতে আসবে না। এক রাতের জন্যে ওদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু তবু চোখকান খোলা রাখা ভাল। সকালে আবার রওনা হলেই চলবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু এখান থেকে আমরা কোন দিকে রওনা দেব? সোজা পশ্চিমে?' প্রশ্ন করল সে।

'না, ঠিক ওদিকে নয়। হয়ত তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এখানে আমার একজন লোক রেখে গেলেই তোমার সুবিধা হবে। পশ্চিমে যেতে হলে তোমাদের অ্যান্ডির র‍্যাঞ্চ পেরিয়েই যেতে হবে, এবং আমরা ওখানেই থাকি, তাই এতে ওর কোন অসুবিধাই হবে না।'

'তোমাকে আবারও ধন্যবাদ, মিস্টার।'

হার্প ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই কালো ঘোড়াটা ওর কাছে এগিয়ে এলো।

'আমি চলে যাওয়ার আগেই বলো, আর কিছু তোমার দরকার আছে?'

লোকটা অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে বলল,' ওই রকম একটা প্রশ্ন করে তুমি নিজের ওপর মিছে ঝামেলা টেনে আনছ।'

'হয়ত, কিন্তু মনে কিছু থাকলে বলে ফেলো, শুনতে কোন খরচ লাগে না।'

লোকটা তার রাইফেল নিচু করল।

'তোমার ওখানে থাকার বাড়তি কোন কামরা আছে?'

'তেমন সুবিধের কোন ব্যবস্থা নেই। কেন?'

'আমাদের কিছু মহিলার যেকোন সময়ে বাচ্চা হতে পারে।'

boighar.com

'তাই নাকি? এমন কয়জন আছে?'

একটু লজ্জিত সুরেই সে বলল, 'চারজন।'

'চারজন, না?' আপন মনেই বিড়বিড় করল হার্প। 'তারমানে মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাঁচজন। আমার ওখানে আশ্রিতদের মধ্যে একজনের ইতোমধ্যে আমার বৈঠকখানাতেই বাচ্চা হয়েছে, আরও একজনের দুএকদিন দেরিতে হবে।'

লোকটা জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে।

'ওহ্, আমার বিশ্বাস একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে,' বলল হার্প। 'অন্তত অল্পদিনের জন্যে হলেও একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে।'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল এবং ওর হাসিটাও বিশদ হলো।

'আমার আরও একটা আবদার আছে।'

'আরও গর্ভবতী মেয়ে নয় তো?'

'হ্যাঁ, এবং নাও বটে। কথা হচ্ছে, তোমার ওখানে অন্য মেয়েটা যে অবস্থায় আছে, ওদের অবস্থাও তাই। লড়াই চলার মাঝেই ওদের বাচ্চা হয়েছে। কিছু বিশ্রাম না পেলে ওদের পক্ষে এই অবস্থায় যাত্রা করা অসম্ভব।'

ওদের অপারগ অবস্থা বুঝে মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'তাহলে তোমরা আমাদের সাথেই ধীর গতিতে এগিয়ে চলো। যদিও তোমাদের জন্যে বেশি কিছু করার মত সাধ্য আমার নেই, তবু আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব তা আমরা করব।'

'লেষ্টার,ডাকল হার্প। পিট তার ঘোড়াটিকে হাঁটিয়ে স্যামের দিকে এগিয়ে এলো। 'তুমি কি আজ রাতটা এদের এখানে থাকতে পারবে?'

'তুমি বললে তাই থাকব।'

'এদের সাথে কিছু অসুস্থ মহিলা রয়েছে, তাদের বিশ্রাম দরকার। ওদের যদি এখানেই একা ছেড়ে যাই, তাহলে ওরা হয়ত পথ ভুল করে পেনফিল্ডেই গিয়ে হাজির হবে। ওরা আগামীকাল সকালে আমাদের র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হবে, তুমি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে?'

'নিশ্চয়।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে হার্প সবাইকে বিদায় জানিয়ে বলল, 'কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

কালো ঘোড়াটা ছুটে এগিয়ে আঁধার রাতের অন্ধকারে মিশে গেল। জেরি লেকও ঘোড়ায় চড়ে ওকে অনুসরণ করল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ক্যাম্পফায়ারের ধারে আর সবার সাথে যোগ দিল পিট।

সাত

ভোরের আকাশটা নিরানন্দ আর ধূসর রঙ ধারণ করেছে। পশ্চিম দিগন্তের শেষ

সীমা পর্যন্ত পুরো আকাশে রঙবিহীন একটা ধূসর শূন্যতা বিরাজ করছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে জোর হাওয়া বইছে। বাতাসের সাথে ছোটছোট ঘূর্ণিতে ধুলো আর ঝরা পাতা উড়ছে।

কোরালের দুই ঘোড়ারই ঘুমের ভাবটা বাঙ্কহাউসের দরজা প্রচণ্ড আওয়াজে টপকে যাওয়ায় কেটে গেল। কালো ঘোড়াটা পুরো কোরাল জুড়ে ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছে। জেরির ঘোড়ার চোখ দুটো ওকে অনুসরণ করছে বটে, কিন্তু সে নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ ছুটোছুটি করার পর কোরালের উপরের বারে বসা হার্পের কাছে এসে থেমে দুই বারের ভিতর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল সে। আদর করে হার্প ওর ঘাড়ে কয়েকটা চাপড় মেরে দিতেই ঘোড়াটা খুশি মনে কোরালের ভিতর সরে গেল।

হঠাৎ করেই আকাশে একটা আলোর ঝিলিক দেখা দিল। ভোর হয়ে আসছে। শূন্য বাঙ্কহাউসের দরজাটা বাতাসে ককাচ্ছে। জেরিও আজ বাঙ্কহাউসে না শুয়ে কোরালের কাছে খোলা আকাশের নিচেই ঘুমাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটতেই সে নড়েচড়ে চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। কিছুক্ষণ গায়ে জড়ানো কম্বল সরাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত সরাতে সক্ষম হয়ে পাশ থেকে হ্যাটটা তুলে নিয়ে মাথায় পরে কম্বলটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াল। কোরালের বারে বসা হার্পের দিকে চোখ পড়তেই সে আবাক হয়ে প্রশ্ন করল,'কাল সারারাত কি তুমি ওখানে বসেই কাটিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হার্প।

'রাতে তাহলে একটুও ঘুমাওনি?' অবাক হলো জেরি।

'না, কেন যেন ঘুম মোটেও আসছিল না ,' বলল হার্প। 'কালো আকাশে চকচকে রুপালি চাদ, আর অসংখ্য তারার অপরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতেই রাতটা কেটে গেল। এর চেয়ে বেশি মানুষ আর কি চাইতে পারে?'

'সেটা ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে,'হেসে বলল জেরি।

'অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও একটা মেয়ে পাশে না থাকলে একা একা কোন মানুষের আকাশের চাঁদ দেখাটা অস্বাভাবিক? মেয়ে পাশে না থাকলে চাঁদ দেখাটা অর্থহীন?'

'দৃশ্যটা কারও সাথে শেয়ার করতে না পারলে ওটা কি নিরর্থক নয়? অবশ্যই! পাশে একটা মেয়ে না থাকলে, চাঁদ কি?'

'নিছক একটা চাঁদই বটে।'

'ঠিক। এই আমার কথাই ধরো, না, মিথ্যা বড়াই করছি না–'

'বুঝলাম,' বাধা দিয়ে বলে উঠল হার্প। 'আমার ধারণা ছিল তুমি একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষ।'

আবার হাসল জেরি।

'আমি ঠাট্টা করছি না,' বলে চলল জেরি, 'অবশ্য এখন এই কথা তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়–যদিও আমার বয়স এমন বেশি কিছু হয়নি যে লোকে বুড়ো বলবে, সেটা তুমি নিজেই জানো–কিন্তু আরও কম বয়সে

boighar.com

আমি চাঁদের আলোয় বসে ভালই কাজ বাগিয়ে নিতে পারতাম।'

'তোমার কথা সত্যি বলে স্বীকার করে নিতে আমার কোনই আপত্তি নেই, জেরি।'

'ধন্যবাদ। যাক, এটা সত্যিই খুব আশ্চর্য একটা ব্যাপার।'

'কেন?'

'চাঁদ আমার জন্যে যা করত। আমার তো মনে হয় মেয়েরা ভাবত আমার সাথে চাঁদের একটা গোপন চুক্তি আছে। আমি কোন মেয়েকে বাইরে নিয়ে গেলে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে উঁকি দিত চাঁদ।'

'তাহলে তো স্বীকার করতেই হবে যে মেয়ে-মহলে তুমি সত্যি খুব জনপ্রিয় ছিলে।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'কখনও বিয়ে করোনি?'

'অবশ্যই করেছিলাম– তিনবার!'

'তা তুমি কি প্রমাণ করতে চাইছিলে?'

সশব্দে হেসে উঠল জেরি। 'সেটা আমি নিজে আজও বুঝিনি। হয়ত আমার ধরনটাই তাই।'

'তিনবার! প্রথমবার কেন, কি ঘটেছিল?'

'তেমন কিছুই না। বলতে পারো বিয়েটা ওর ধাতে সয়নি।'

'এবং তৃতীয়বার?'

দুহাত শূন্যে তুলল জেরি। 'হ্যাঁ, ওটা একটা মেয়ে ছিল বটে। মেয়েটা ছিল বিধবা, চেহারা এবং গড়নে ছিল অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু বিয়ের আগে সে আমাকে বলতে ভুলে গেছিল যে আগেরই পাঁচটা সন্তান তার ঘরে রয়েছে। ওরা সবাই মিলে দুই কামরার একটা ছাপরায় গাদাগাদি করে থাকে। আমার খুন হতেই কেবল বাকি ছিল। এবং তুমি জানো, হার্প, ওই মেয়েটার জিভ, জিভ তো নয় যেন শানানো ছুরি। সে কি চ্যাঁচাতে পারত!'

'তুমি কি আমাকে জিজ্ঞেস করছ,নাকি বলছ?'

'বলছি, হার্প! ওই মেয়ে অ্যাপাচিদের চেয়েও জোরে চিৎকার করতে পারে!'

'তাহলে ওই বিয়েটাও শেষ পর্যন্ত টেকেনি?'

'নাহ্, পরে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে একটু নীরবতা আর শান্তি খুঁজতে আমাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হত। কিছু দিনের মধ্যেই এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ওই হৈ-হল্লার মধ্যে বাড়ি ফিরতে আর আমার মন চাইত না। একটা চাকরি নিয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর থেকে বারবার নতুন চাকরি নিয়ে আমি আরও দূরে সরে যেতে শুরু করলাম। এখন একদল ঘোড়া দিয়ে টেনেও কেউ আমাকে ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।'

'ওদের তুমি শেষ কবে দেখেছ?'

চিবুকের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকে একটু ভেবে সে বলল,'তা এগারো-বারো

বছর হবে।'

'তাহলে তো ওরা এতদিনে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। জানো, জেরি,ওদের কেউ যদি এখন তোমার নাগাল পায়, তাহলে ওদের মাকে ছেড়ে পালিয়ে আসার জন্যে ওরা তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে।'

'তাই নাকি? তাহলে তুমিও একটা কথা জেনে রাখো, হার্প, তা কখনও ঘটতে দেব না আমি। ওদের গন্ধ আমার নাকে এলেই ঘোড়া নিয়ে আমি এত জোরে ছুটে পালাব যে আমার পিছনে কেবল ধুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না।'

ভারী ওয়্যাগনের চাকা ঘোরার শব্দ ওদের কানে পৌঁছল। ঘোড়ার নালের পাথরের সাথে ঠোকাঠুকির ধাতব আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকাল জেরি।

'ওয়্যাগনগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে পিট,' বলল সে। কম্বলের রোলটা কাঁধে চাপিয়ে সে আবার বলল, 'ওরা এখানে এসে পৌঁছার আগেই এগুলো নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

ঘুরে বাঙ্কহাউসের দিকে চলে গেল জেরি। হার্প ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল। টিলার মাথা থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে ঘুরে ওদিকে চাইল স্যাম। দেখ'ল টিলার মাথা থেকে হ্যাট নেড়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে পিট। জবাবে সেও নিজের হ্যাট নাড়ল। জিনের ওপর ঘুরে বসে পিছন ফিরে চাইল সে।

'উঠে এসো!' ওয়্যাগনগুলোর উদ্দেশে চিৎকার করল পিট।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়ার দল একটা ভারী ওয়্যাগনকে টিলার মাথায় টেনে তুলল। ড্রাইভারের দুপাশে দুটো মেয়ে বসে আছে। সে সরাসরি ওয়্যাগনটাকে ঢাল বেয়ে নামাতে শুরু করল। প্রেয়ারি ওয়্যাগনটা মাতালের মত দুপাশে দুলতে দুলতে দ্রুত নিচে নেমে আসছে। একবার উল্টে যেতে গিয়েও ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেল। নিচে থেকে ড্রাইভারকে চিৎকার করে ব্রেক টেনে ধরার নির্দেশ দিল হার্প। চাকার ওপর কর্কশ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ব্রেক চেপে বসল। ওয়্যাগনটা ঢালের ওপর থেমে দাঁড়াল। এবার ব্রেকে অল্প ঢিল দিতেই ওটা ধীর গতিতে আবার নিচে নামতে শুরু করল।

টিলার মাথায় পিট হাত তুলে ইশারা করায় একে একে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম ওয়্যাগন টিলার মাথায় এসে সার বেঁধে থেমে দাঁড়াল। ওগুলোর ড্রাইভারদের ব্রেক টেনে ধরে এক একটা করে ওয়্যাগন নিচে নামানোর নির্দেশ দিল পিট। প্রথমটা এরই মধ্যে সমতল জমিতে পৌঁছে গেছে। ল্যারি জুড তার ঘোড়া নিয়ে ওটাকে পথ দেখিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে নিয়ে আসার জন্যে এগিয়ে গেল। ওয়্যাগনগুলো নিচে নামার পর টিলার মাথায় আরও চারটে সার বেঁধে দাঁড়াল। ওগুলোও নিচে নামার পর পিট আর সেই লম্বা লোকটা ঘোড়ার পিঠে করে নিচে নেমে এল।

হার্প তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে মাঝপথে ওদের সাথে যোগ দিল।

'মর্নিং,' বলল লোকটা।

'মর্নিং,' জবাব দিল হার্প। 'তোমাদের সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?'

boighar.com

'এখন পর্যন্ত।'

'ভাল,' বলল হার্প। 'তোমার ট্রেইনের মেয়েদের জন্যে একটা মোটামুটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এক এক কামরায় দুজন করে থাকতে হবে, তবু ওয়্যাগনে থাকার চেয়ে অনেক ভাল থাকবে ওরা। তুমি ওদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে পরো। ও, হ্যাঁ, তোমাদের সাথে কোন বাচ্চা আছে?'

'মাত্র গুটিকয়েক।'

'তাহলে তুমি ওদেরও বাড়ির ভিতরেই রাখতে পারবে। পুরুষ সবাইকে ওয়্যাগনেই রাত কাটাতে হবে। আমাদের একটা বাঙ্কহাউসও আছে, তুমি ইচ্ছা করলে ওটাও ব্যবহার করতে পারো।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ওয়্যাগনগুলোর সাথেই থাকব। ওগুলো নিয়ে আমি যখন এতদূর এসেছি, শেষ পর্যন্ত আমার ওদের সাথে থাকাই ভাল।'

'তোমার যেমন খুশি। তুমি তোমার কাজ করো, আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই আসছি। এর মাঝে যদি তোমার কিছু প্রয়োজন হয়, একটা হাঁক দিয়ো।'

লোকটা নড করে হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়া আগে বাড়াল। প্রথম ওয়্যাগনটার পাশে পৌঁছে ঘোড়া থামিয়ে নিচে নামল সে। কোরালে ঘোড়া রেখে বেরিয়ে এলো পিট। পিস্তলের খাপটা ঠিক জায়গা মত বসিয়ে নেয়ার জন্যে ক্ষণিক থেমে দাঁড়িয়ে আবার সে হার্পের দিকে এগোল।

'গতরাতে আমরা ফিরে আসার পর মরমনরা কি আবার হানা দিয়েছিল?' জানতে চাইল হার্প।

মাথা নাড়ল পিট। 'না;' বলল পিট, 'তোমরা চলে আসার পরে ওদের কোন সাড়া পাইনি আমরা।' আঙুল দিয়ে হ্যাটটা একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে সে মন্তব্য করল, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, অ্যান্ডি মিলারের র‍্যাঞ্চে এর আগে আর কখনও এত লোকের সমাগম হয়নি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

জেরি ধীরপায়ে এগিয়ে ওদের সাথে যোগ দিল।

'হাই,পার্টনার,' হাসি মুখে বলল পিট। 'তোমার কারবার কেমন চলছে?'

বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়ল জেরি।

'কেন, তোমার আবার কি হলো?' চট করে প্রশ্ন করল পিট।

'ওই মেয়েগুলো,' বলে আবার মাথা নাড়ল সে।

দাঁত বের করে হাসল পিট। 'এই প্রথম তোমার থেকে মেয়েদের বিষয়ে নালিশ শুনলাম।' হার্পের দিকে চেয়ে চোখ টিপল পিট। 'ওদের কোন বিধবা মেয়ের কি এরই মধ্যে তোমার ওপর চোখ পড়েছে নাকি?'

'বেশি চালাক হয়ে উঠেছ, না?' খেপে উঠল জেরি।

'ওদের মধ্যে তোমার প্রাক্তন কোন বউকে দেখতে পাওনি তো?' প্রশ্ন করল পিট।

চোখ রাঙিয়ে ওর দিকে তাকাল জেরি। মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি আকাশের দিকে তাকাল পিট।

'জানো, হার্প ?' বলে চলল জেরি, 'যতবারই আমি মুখ তুলে চেয়েছি, দেখেছি ওই লম্বা লোকটা–'

'ওর নাম ম্যাক আর্থার,' বলল পিট।

রাগে ঠোঁট বাঁকা করল জেরি। 'ঠিক আছে, ম্যাক আর্থার, কিন্তু কথাটা কে বলছে, অ্যাঁ– তুমি না আমি?'

'তুমি,' বলে আবার দাঁত বের করে হাসল পিট।

'ম্যাক আর্থারের ব্যাপারে কি বলছিলে?' প্রশ্ন করল হার্প।

'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ। যতবার আমি চোখ তুলে দেখেছি ততবারই দেখেছি সে একজন গর্ভবতী মেয়েকে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকতে সাহায্য করছে। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হলো যেন আমিই চোখে ধাঁধা দেখছি। তাই ওখান থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম। আমার সারা জীবনেও আমি এতগুলো গর্ভবতী মেয়ে একসাথে দেখিনি।'

'ওই ম্যাক আর্থার লোকটা,' বলল পিট, 'শুনলাম সে নাকি ওহাইও থেকে এসেছে।'

'তাতে কি?' আক্রমণাত্মক সুরে জানতে চাইল জেরি।

'কিছুই না,' জবাব দিল পিট। 'অনেকেই ওই এলাকা থেকে আসে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে ওর ড্রাইভারের কাছে শুনলাম, ম্যাকের বউ নাকি এক মরমন লোকের সাথে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছিল।'

জেরির চোখ দুটো কৌতূহলে বিস্ফারিত হলো।

'ঠাট্টা করছ না তো?'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল পিট।

'শুনলাম ম্যাক আর্থার ওদের ধাওয়া করে মরমনটার নাগাল পেয়ে ওকে গুলি করে হত্যা করেছে।'

'ওর বউয়ের কি হলো?' প্রশ্ন করল জেরি।

'ওর কপালে কি ঘটেছে তা আমি জানি না।'

আবার ঠোঁট বাঁকাল জেরি। 'ঠিক তোমার মতই কাজ করেছ। এমন অর্ধেক গল্প বলায় তোমার জুড়ি নেই! অর্ধেক ছাড়া কোনদিনই পুরো ঘটনা তোমার থেকে আমরা জানতে পারিনি।'

'আমি পুরোটা জানার চেষ্টা কেবল তখনই করি, যখন বিষয়টা আমার পরিচিত কারও ব্যাপার হয়,' পাল্টা জবাব দিল পিট। 'যদি অপরিচিত কারও ব্যাপার হয়, তার কোন গুরুত্ব আমি দিই না।'

ভুরু কুঁচকাল জেরি; তারপর ওর মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। উত্তেজিত ভাবে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এমনও তো হতে পারে, যে তার বউয়ের খোঁজেই সে এদিকে এসেছে, এবং এখানে তার দেখা পেয়ে গেল? তাহলে বেশ হয়, তাই না?'

'সে যদি সত্যিই এখানে থাকে, তাহলে আমি ঠিকই তাকে খুঁজে বের করব,' পিছন থেকে একটা স্বর শোনা গেল। ওরা চট করে ঘুরে তাকাল। লোকটা ম্যাক

boighar.com

আর্থার, ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুল গান-বেল্টের ফাঁকে ঢুকানো। লজ্জা পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল জেরি।

'তোমার দলের মেয়েদের সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়ে এসেছ তো?' প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল ম্যাক। 'এবং তোমরা আমাদের জন্যে যা করেছ তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। এমন একটা উপকারের কথা আমরা সহজে ভুলব না।'

'ও কিছু না,' বলল হার্প। 'ওদের জায়গা করাটা যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, এতেই আমরা খুশি।'

গান-বেল্ট থেকে হাত নামিয়ে নিল ম্যাক। তারপর ওদের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল।

'একটা ব্যাপারে আমি তোমার সাথে আলাপ করতে চাই,' আবার শুরু করল সে।

'বলে যাও।'

'বাড়ির পিছন দিয়ে ঘুরে আসার সময়ে আমার মাথায় কিছু চিন্তা এসেছে, এবং যতই ভাবছি, আমার কাছে আইডিয়াটা ততই ভাল ঠেকছে।'

'ঠিক আছে, তোমার প্রস্তাবটা শোনাই যাক,' ওকে উৎসাহ দিয়ে হেসে বলল হার্প।

'এই পিট লেস্টার কথায় কথায় আমাকে বলেছিল,' বলে চলল ম্যাক। 'সে বলেছিল যে এই র‍্যাঞ্চটার মালিক ছিল মিলার নামে একজন লোক। সে মরমনদের গুলিতে মারা যাওয়ার সময়ে এটা তোমাকে দিয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে এর উত্তরের এবং পশ্চিমের জমি কার? কেউ কি ওগুলোর টাইটেল কিনে নিয়েছে?'

'মিলার আমাকে যা বলেছে,' জবাব দিল হার্প, 'ওর কথামত ওগুলো ওপেন রেঞ্জ। যে ওর দখল রাখতে পারবে ওই জমি সেই ভোগ করবে। অবশ্য তুমি হয়ত জানো যে মরমনরাই ওই জমির মালিক বলে ওরা দাবি করে। কিন্তু ওটার টাইটেল ওরা নেয়নি বলে দখলি সত্ত্বে যেকেউ ওটা নিজের বলে দাবি করতে পারে। কি, তোমার আর কিছু জানার আছে?'

'তোমার কাছে অনেক তথ্যই জানা গেল,' বলল ম্যাক। ঘুরে র‍্যাঞ্চের উত্তর দিকে পাহাড়ের পাদদেশ খুঁটিয়ে দেখল সে। তারপর বলল, 'এই র‍্যাঞ্চের উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বেশ কিছু ভাল জমি রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'আমি ঘোড়া নিয়ে দুদিন আগে ওদিকটা একটু দেখে আসতে গেছিলাম,' জানাল স্যাম। 'এখান থেকে যেমন দেখাচ্ছে, ওদিকে তারচেয়েও ভাল আর উর্বর জমি আছে।'

ওর দিকে ঘুরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ম্যাক।

'তোমার মাথায় কি ধরনের চিন্তা খেলছে?' প্রশ্ন করল হার্প।

'আমি ভাবছি ওই জমিকে লাভজনক চাষের জমিতে পরিণত করা সম্ভব

কিনা।'

'সেটা না পারার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আমি দেখি না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু মরমনদের ব্যাপারে তোমরা কি করবে?' বলে উঠল জেরি। 'যে মুহূর্তে ওরা টের পাবে ওখানে কি ঘটছে তখনই ওরা তোমাদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করবে।'

'ও ঠিকই বলেছে,' জেরিকে সমর্থন করল পিট। 'হার্প বলেছে মরমনরা ওই রেঞ্জটা ওদের এলাকা বলে মনে করে। সুতরাং ওরা ওটার দখল রাখার জন্যে জান দিয়ে লড়ে আর সবাইকে দূরে রাখতে চেষ্টা করবে।'

ম্যাক আর্থার ওদের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মৃদু হেসে জবাব দিল, 'হয়ত, কিন্তু কাজটা অত সহজ হবে না। ওদের খুব ভাল করেই বুঝিয়ে দেয়া হবে যে আমরাও লড়তে জানি। ওদের আমি যেটুকু দেখেছি তাতেই বুঝেছি যে জমির অধিকার নিয়ে লড়ে মরতে ওরা রাজি নয়।'

'তা ঠিক, কিন্তু–' যুক্তি দেখাল জেরি– 'ওরা সংখ্যায় তোমাদের জন প্রতি একশো গুণ বেশি। এটাও চিন্তা করে দেখার মত একটা বিষয়।'

'তুমি এক মিনিট চুপ করো,' বলল হার্প, 'ম্যাক আর্থারকে তার কথা শেষ করার একটা সুযোগ দাও। আমার ধারণা তার কথা এখনও পুরো শেষ হয়নি।'

'তুমি বলতে চাও তার আরও কিছু আইডিয়া আছে?' হেসে জিজ্ঞেস করল পিট।

'তুমি কি ঠাট্টা করছ?' প্রশ্ন করল জেরি।

'না,' জবাব দিল ম্যাক। 'আমি এখানে একটা শহর গড়ে তুলব,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমার সাথে যারা এসেছে তারা সবাই চাষী, এবং এটা একটা ভাল চাষের জমি। আমরা একটা ভাল চাষের জমির খোঁজেই বেরিয়েছিলাম। আমরা এখানে বসতি প্রতিষ্ঠিত করে এখানেই বসবাস করতে চাই।'

জেরি আর পিট নীরবেই মাথা ঝাঁকাল, কোন মন্তব্য করল না।

'তোমার প্ল্যানটা ভালই,' বলল হার্প।

'হ্যাঁ, সেটা আমিও স্বীকার করছি,' বলে উঠল জেরি। 'মরমনদের আক্রমণ ঠেকাতে পারলে এটা সুন্দর একটা প্ল্যান। কিন্তু মরমনদের আমি যতটা চিনি তাতে মনে হয় ওরা তোমাদের জীবন অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

কঠিন চেহারা করে একটু হাসল ম্যাক।

'ওরা যত অত্যাচার করবে, আমরাও যে তার সমুচিত জবাব দিতে পারব, এটা আমি নিশ্চিত প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি। ওরা যে আমাদের তৈরি মিলারভিলকে ম্যাপের বুক থেকে কখনও নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না, এ সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো!'

boighar.com

আট

তেলের বাতির হলদেটে আলো কামরাটা আলোকিত করেছে। তবে বিশাল টেবিলের মাঝখানে রাখা আলোর চক্রটা টেবিল ঘিরে বসা পাঁচজনকে পার হয়েই আলোটা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। ছায়া ঘেরা অন্ধকারে কামরার চার দেয়াল আর ছাদে ভৌতিক আর বিদঘুটে সব আকৃতির ছাপ ফেলেছে।

আর সব মরমন বাড়ির মত এখানকার বাতাসটাও বাড়িতে তৈরি সাবানের গন্ধে ভারী। বাতাসে একটা ভেজা ভাবও রয়েছে, এর কারণ সারাক্ষণ বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টায় ঘর ধোয়া-মোছা এবং গরম থেকে বাঁচার জন্য সূর্যদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দরজা জানালা বন্ধ রেখে মোটা পর্দা দিয়ে ঢেকে সূর্যের আলো ঘরে ঢোকা ঠেকানো হয়।

কামরাটায় নীরবতা বিরাজ করছে। একজন দৃঢ়চেতা লোকের উত্তেজিত বক্তৃতার পর সবাই চুপ করে আছে, কারণ ওই লোকের বিরোধিতা করার সাহস ওখানে উপস্থিত কারও নেই। টেবিলে বসা কেউ নড়ছে না। পাঁচজনের মধ্যে কেবল একজন টেবিলের এক পাশে বসেছে, বাকি চারজন উল্টো দিকে ঘন হয়ে কাছাকাছি বসা। একা বসা লোকটা বুকের ওপর হাতদুটো ভাঁজ করে সিধে হয়ে বসেছে। কালো দাড়িওয়ালা লোকটা তার খুদে কালো চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে উপস্থিত লোকগুলোর দিকে চেয়ে আছে। কেউ তার কথার ওপর কথা বলে কিনা এটা দেখাই তার উদ্দেশ্য।

কেউ কোন কথা বলছে না। একটু অধৈর্য এবং রুক্ষ স্বরেই সে প্রশ্ন করল, 'কারও কিছু বলার আছে?'

চার জোড়া চোখ খুব ধীরে ধীরে উঠে ওর খুদে চোখ দুটোর সাথে মিলিত হলো।

'বার্ক?'

একজন পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক লোক চট করে জিভ দিয়ে চেটে ঠোঁট ভিজিয়ে কিছু বলতে গিয়েও কঠিন দৃষ্টির সামনে মিইয়ে গিয়ে চুপ হয়ে গেল।

'জেসাপ?' একে একে সবার নাম ধরে ডেকে ওদের মতামত জানতে চাইছে ওদের দলপতি।

কোন জবাব এল না। ওর একটা গাল কেবল নার্ভাস খিঁচুনি দিয়ে একটু কেঁপে উঠল। ওর পাশে বসা বার্ক হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে একটু কাশল।

'রবিন?'

তৃতীয় লোকটা অস্বস্তি ভরে একটু নড়েচড়ে বসে চোখ নামিয়ে নিল।

'রনি?'

জবাবে লোকটা চোখ তুলে চেয়ে মাথা নাড়ল। কালো দাড়িওয়ালা দলপতি

ভর্ৎসনা ভরে শীতল একটা হাসি দিল।

'কাপুরুষের দল!' খোঁচা দিয়ে বলল সে। 'তোমাদের একজনেরও আমাদের সব থেকে প্রিয় জিনিসের জন্য লড়ার সাহস নেই। ঠিক আছে, দায়িত্বটা আমিই নিচ্ছি। আমিই লড়ব।'

চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

'তোমাদের চারজনকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, নিজেদের কাজ এবং কথাবার্তায় খুব সাবধান থাকবে। তোমরা যদি আমার কাজে কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করো, তাহলে আমি শত্রুর সাথে যত কঠিন, তোমাদের সাথেও তেমনি কঠিন হব। এখন বেরিয়ে যাও!'

বাকি চারজনও উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে সরে হ্যাট-র‍্যাক থেকে নিজেদের হ্যাট তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। শেষ লোকটা বেরিয়ে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দিল। দাড়িওয়ালা লোকটা কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে দরজাটা আবার খুলে দিল।

'বাওডি!' হাঁকল সে।

বাইরে থেকে কারও দ্রুত এগিয়ে আসার পদশব্দ শোনা গেল। আবার টেবিলে ফিরে এসে অপেক্ষায় থাকল সে। একজন রাইফেলধারী বলিষ্ঠ লোক দরজার মুখে এসে দাঁড়াল।

'তুমি আমাকে ডেকেছিলে, বিশপ?'

'হ্যাঁ।'

দরজা বন্ধ করে দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল বাওডি।

'ওই চারজনের কেউ যেন শহর ছেড়ে বেরোতে না পারে এটা খেয়াল রেখো,' নির্দেশ দিল বিশপ। 'পরিষ্কার বুঝেছ তো?'

রাইফেলধারী লোকটা মাথা ঝাঁকাল।

'ওদের পরস্পরের সঙ্গে বা অন্য কারও সাথে গোপনীয় আলাপ একেবারে নিষিদ্ধ।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ যে তুমি যা করার প্ল্যান করেছ সেটা ওরা সল্ট লেক সিটিকে জানিয়ে দিতে পারে?'

'ঠিক ধরেছ।'

বাওডি অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়ল। 'ওরা কি তোমার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করেছে? যার আগুন তাইতে টেস্লাসে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, তাই তো দেখা যাচ্ছে।'

'তুমি বলতে চাও ওরা তোমার প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি?'

'তাই ঘটেছে। এলাওরা ক্রেসাপ্ত এই ব্যাপারে বাকি সবার মতই দৃঢ়। ক্ষমতার চেয়ে ধর্মটাই ওদের কাছে বেশি প্রিয়।'

'আমি তো ওকে সব সময়েই কঠিন মানুষ বলেই জানতাম। এখন মনে হচ্ছে সেটা আমারই মনের ভুল। ঠিক আছে, এখন আমাদের প্রথম কাজ কি হবে?'

boighar.com

হাসল বিশপ।

'ইউটাতে আর কোন ওয়্যাগন ট্রেইনকে আমরা ঢুকতে দেব না।'

'ভাল কথা। এর পরে কি করব?' প্রশ্ন করল বাওডি।

'বিধর্মী সবাইকে মরমন এলাকা থেকে উচ্ছেদ করব।'

'বুঝলাম, কিন্তু...'

'কিন্তু কি? তুমি যদি রবিন আর তার মিলিশিয়ার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকো তাহলে নিশ্চিন্ত হও, ওরা আমাদের কোন কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না। আমি ওর মিলিশিয়ার দলটাকে আজই ভেঙে দিচ্ছি। তার বদলে তুমি একটা নতুন মিলিশিয়া দল গঠন করবে।'

'বুঝেছি, বিশপ। ঠিক আছে, তুমি যখনই বলবে আমার দলের সব লোকজন ঘোড়া নিয়ে রাইড করার জন্যে তৈরি থাকবে। ও, হ্যাঁ–আর একটা কথা।'

'বলো।'

'যদি সল্ট লেকের ওরা টের পায় এদিকে আমরা কি করছি, তাহলে কি হবে?'

হাসল বিশপ।

'আমার পিছনে তোমার মিলিশিয়ার দল থাকলে ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না।'

সাত ওয়্যাগনের ট্রেইনের একটা দল রাতের জন্যে মরুভূমির শেষ এক মাইলের মধ্যেই ক্যাম্প করল। ওদের ক্লান্ত ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে একসাথে জড়ো করে চক্রাকারে রাখা ওয়্যাগনের নিরাপত্তায় এনে রাখা হয়েছে। লোকজনও ক্লান্ত, ওরা নিজেদের মেয়েদের আগলে নিয়ে নিজ নিজ ওয়্যাগনে বিশ্রাম নিতে ঢুকল। পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করলেই ওরা আবার রওনা হবে। ওদের যে কোন ক্ষতি না দিয়ে অক্ষত অবস্থায় সবাই মরুভূমি পার হতে পেরেছ, এতে ওদের সাহস আর মনের জোর দুটোই বেড়েছে। ওরা এখন ওদের সামনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত। মরুভূমির মত কঠিন বাধা যখন ওরা নির্বিঘ্নে পার হতে পেরেছে তখন কোন বাধাই আর এখন ওদের ঠেকাতে পারবে না। নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে কাউকে পাহারায় রাখার প্রয়োজন ওরা বোধ করেনি। তবে ওরা প্রত্যেকেই কঠিন মানুষ, এবং ওদের সবার কাছেই পুরো লোড করা রাইফেল রাখা আছে। ওরা সবাই নিশ্চিন্ত যে ওদের ওপর মরুভূমির চেয়ে বেশি কঠিন আক্রমণ চালানো কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ওদের মধ্যে যারা সদা-সতর্ক তারাও আজ যেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। অল্পক্ষণের মধ্যেই পুরো ক্যাম্পটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো।

চক্রের মধ্যে কেবল একটা ক্যাম্পফায়ার উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। সকালে উঠেই ওরা আবার রওনা হবে। আগুনের শিখা পটপট শব্দে জ্বলছে। ওয়্যাগনের চক্রের বাইরে অন্ধকারের আড়ালে কিছু ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে গুটিগুটি সবার অলক্ষ্যে ওয়্যাগন ট্রেইনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চিকন আকৃতির কিছু লোক ওয়্যাগনের তলা দিয়ে পিছলে চক্রের ভিতর ঢুকে পড়ল। ওদের কয়েকজন ঘোড়া আর

খচ্চরগুলোর দিকে এগিয়ে গেল যেন ওরা আতঙ্কিত হয়ে শব্দ করে ওয়্যাগনের কাউকে আগে থেকে সাবধান করতে না পারে। বাকি লোক আগুন ধরাবার কাঠ হাতে আগুনের দিকে এগোল। কাঠ আগুনে গুঁজে ওগুলো ধরে ওঠার পর জ্বলন্ত কাঠগুলো তুলে নিয়ে ওরা সেগুলো ওয়্যাগনের দিকে ছুঁড়ে মারল।

এক মিনিটের মধ্যেই ওদের সবগুলো ওয়্যাগনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ভিতরের মানুষগুলোর জন্যে এখন ওগুলো এক একটা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ভিতর থেকে আতঙ্কিত আর্তনাদ আর চিৎকারের শব্দ উঠল। পুরুষ, নারী এবং বাচ্চারা কাঁচা ঘুম থেকে সদ্য জেগে উঠে এই অপ্রত্যাশিত বিপদের মুখে দিশেহারা হয়ে ক্যানভাসের ঢাকনা সরিয়ে লাফিয়ে নিচে নামছে। আগুনের হাত থেকে বেঁচে যারা নিচে নামতে পারল, তারা রাইফেলধারী হামলাকারীর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মারা পড়ল।

দুমিনিটের মধ্যেই গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেল। মাটিতে পড়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে একজন একটু নড়ে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সতর্ক প্রহরীর গুলিতে তার নড়াচড়া চিরদিনের মত থেমে গেল। ওয়্যাগনের যাত্রীদের কেউ রেহাই পেল না। নারী, পুরুষ, বা ছোট বাচ্চা, সবাইকেই মেরে ফেলল নিষ্ঠুর মিলিশিয়ার দল।

মরুভূমির তাপে খটখটে শুকনো ওয়্যাগনগুলোর লকলকে আগুনের শিখা অনেক উঁচু হয়ে খোলা প্রান্তরে জ্বলতে দেখা গেল। আগুনের গণ্ডি পেরিয়ে আক্রমণকারীরা দূরের অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

মাত্র কয়েক মাইল দূরেই মরমনদের পেনফিল্ড শহর ঘুমিয়ে আছে। শহরে প্রবেশ পথের মুখে কালো হ্যাট পরা এক দাড়িওয়ালা লোক ঘোড়ার পিঠে নিশ্চল হয়ে বসে আছে। ওর খুদে চোখ দুটো দূর থেকে ওয়্যাগনগুলো জ্বলার দৃশ্য উপভোগ করছে। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে একটা নিষ্ঠুর হাসি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে শেষবারের মত দৃশ্যটা আবার একবার দেখে লাগামে ঝাঁকি দিয়ে দলটাকে লীড করে নিয়ে সে বীর দর্পে শহরে ঢুকল। আগুনের শিখার সাথে এখন ধোঁয়াও উঠছে আকাশে।

নিজের বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থামাল বিশপ। তারপর নিচে নেমে ওটাকে হাঁটিয়ে বাড়ির পিছনের উঠনে নিয়ে গেল।

ওর উল্টো দিকের বাসাতেই থাকে রবার্ট জেসাপ। লোকটা জেগেই ছিল। নিজের দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে পুরো ঘটনাই সে লক্ষ করল। পরে পিছনদিকের একটা জানালা খুলে পাহাড়ের পাদদেশের খোলা প্রান্তরে জ্বলন্ত আগুন আর ধোঁয়ার চিহ্ন দেখে সে দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল।

'ঈশ্বর, আমাদের ক্ষমা কোরো,' বিড়বিড় করে কথাটা উচ্চারণ করে জানালা থেকে সরে এল রবার্ট।

ধীর পায়ে হেঁটে দরজা আর আলমারির মাঝামাঝি দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল সে। ওখানে অন্ধকারে হাতড়ে একটা মোমবাতি খুঁজে বের করে ওটা ধরাল। তারপর আলমারির ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি বের করে মোমবাতির

boighar.com

আলোয় আবেগ মেশানো নিচু স্বরে ওটা তৃতীয়বারের মত পড়ল।

প্রিয় ভাই রবার্ট,

আমি মরমন ধর্ম টেক্সাসে প্রচার করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার যাত্রার শুরু থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কথার কোন মূল্যই কেউ দিচ্ছে না। প্রথম থেকেই প্রতিকূল কুসংস্কার, আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাকে হামলার হুমকিও দেয়া হচ্ছে। দেশের যতই ভিতরে ঢুকছি, ধর্ম প্রচারের কাজে আমাকে তত বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও আমি অটল ভাবে আমার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি। যদি আমার এই বিশ্বাসের জন্য আমার মরণও হয়, সেটা আমি হাসি মুখেই মেনে নেব, কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস আমি কিছুতেই বিসর্জন দেব না।

যারা আমাদের ওপর আঘাত হেনে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চাইছে তারা কোনদিনই সফল হবে না। আমার কানে আমাদের এলাকায় যেসব রেইডের খবর এসেছে তাতে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, অন্যান্য আর সব গোষ্ঠীর লোকজনের পাশাপাশি আমাদের টিকে থাকতে হলে সব কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার ওপর আস্থা রেখেই তা করতে হবে। আমি নিজে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কখনও কারও গায়ে হাত তুলব না।

কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি আমাকে মৃত্যুও বরণ করতে হয় তাহলে তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে, তুমি এটা নিশ্চিত করবে আমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের ওপর যেন কোন প্রতিশোধ নেয়া না হয়। মরমনদের যদি টিকে থাকতে হয়, তাহলে দুঃখ-কষ্ট তাদের সহ্য করতেই হবে। মরমন ধর্মে প্রতিহিংসার কোন স্থান নেই। আমাদের পুরোপুরি সহিষ্ণু আর ক্ষমাশীল হতে হবে। এই নীতিতে যদি আমরা অটল থাকতে পারি সেটাই হবে আমাদের সবথেকে বড় পাওয়া।

তোমার ভাই,
লুথার।

চিঠিটা যত্নের সাথে ভাঁজ করে ড্রয়ারে রেখে মোমবাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল রবার্ট। ধীর পায়ে আবার জানালার কাছে ফিরে বাইরে তাকাল সে। আগুনের শিখাটা এখন কেবল একটা লালচে আভায় পরিণত হয়েছে।

জানালার চৌকাঠে মাথা রেখে হাঁটুগেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বসল রবার্ট।

'হে, দয়াময় ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বলে চলল সে, 'আজ আমরা যাদের বিরুদ্ধে পাপ করে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি, তুমি সেই আত্মাদের শান্তি দিয়ো।'

তারপর হাতদুটো বুকের সামনে একত্রে জড়ো করে আঙুলগুলোকে পরস্পরের সাথে আঁকড়ে ধরে থুতনিটাকে প্রায় বুকের সাথে ঠেকিয়ে প্রায় পনেরো মিনিট নীরবে প্রার্থনা করল।

এর পরবর্তী দিনগুলো হার্পের জন্যে অত্যন্ত নীরস আর অলস ভাবে কাটল। কিন্তু ম্যাক আর্থার আর তার লোকজনের জন্যে খুব ব্যস্ততার মধ্যেই দিন কাটল।

প্রতিদিনই তারা উত্তর দিকের জমিতে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের শহর, খামার, আর বাড়ি তৈরি করে জমি চাষের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করল।

মিলারের র‍্যাঞ্চে নিজেদের কাজে লাগাবার মত প্রচুর যন্ত্রপাতি তারা খুঁজে পাওয়ায় তাদের কাজ অনেকটা সহজ হলো। মিলারের খামারে লাঙল থেকে শুরু করে চাষাবাদের উপযোগী অনেক রকম সরঞ্জামই পাওয়া গেল। পিট লেস্টার রেঞ্জের পশ্চিমে রাইড করার সময়ে নয়টা গরু দেখতে পেয়ে ওগুলো নিয়ে এলো। হার্প রায় দিল ওগুলো সম্ভবত মিলারেরই গরু, কারণ, কথায় কথায় লোকটা উল্লেখ করেছিল তার কিছু গরু মরমনরা তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

হার্পের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গরুগুলো ম্যাককেই দিয়ে দেয়া হলো, কারণ ওগুলো কৃষকদেরই বেশি কাজে আসবে।

নতুন দখল নেয়া জমির ওপর দ্রুত কেবিন তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। কেবিনগুলো বাসের উপযোগী হওয়ামাত্র নতুন বাচ্চা সহ মেয়েদের ওখানে ওঠানো হলো।

বিশাল প্রেয়ারি ওয়্যাগন থেকে আসবাবপত্র আর অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় জিনিস নামিয়ে দেয়ায় খুব অল্প সময়েই মেয়েলি হাতের ছোঁয়া পেয়ে কেবিনগুলো মনোরম হয়ে উঠল। জানালায় চমৎকার পর্দা টাঙানো হয়েছে। বাইরে কাপড় শুকানোর দড়ি ধোয়া কাপড়ের ভারে ধনুকের আকার নিয়ে ছোট্ট বসতিটাতে একটা পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশ এনে দিল। কেউ উত্তরে রাইড করে গেলে দেখতে পেত ওখানে আবাসকারী একজনের বউ উঁচু একটা টিলার মাথায় পাশে রাইফেল রেখে কোলে সেলাইয়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে তন্ময় হয়ে নিচের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছে। আসলে মহিলা ওখান থেকে পুব দিক থেকে সম্ভাব্য মরমন আক্রমণ আসছে কিনা দেখার জন্যে পাহারা দিচ্ছে। মহিলাকে ওখানে পাহারায় বসিয়ে পুরুষরা নিচে অসম্ভব দ্রুততার সাথে জমি চাষের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে উত্তরের যে জমি এতদিন নিষ্ফলাভাবে পড়ে ছিল তা এখন পরিশ্রমী পুরুষদের হাতে পড়ে সুফলা বসতিতে পরিণত হয়েছে। কেবিনগুলোর চিমনি দিয়ে প্রশান্ত নীল আকাশে ধীর গতিতে ধোঁয়া ওঠার দৃশ্য নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী। সীমানা পার হয়ে সভ্যতা তার হাত আরও একটু বাড়িয়েছে।

কয়েকদিন পরে এক বিকেলে হার্প আর জেরি নতুন বসতির অগ্রগতি নিজের চোখে পরখ করে দেখতে উত্তরে রওনা হলো। ওরা যে পথে এগোচ্ছে সেটা একটা টিলার পাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। টিলার মাথা থেকে পুবের এলাকাটা যতদূর চোখ যায় তা পুরোটাই পরিষ্কার দেখা যায়। জেরিই আগে আগে চলছিল, তার ঘোড়ার গতি টিলার মাথায় উঠে আপনা আপনি ধীর হলো।

'এই দেশটা সত্যিই সুন্দর,' মন্তব্য করল সে।

হার্পের কাছ থেকে কোন জবাব এলো না। জিনের ওপরই বসে ঘুরে তাকাল জেরি। অবাক হয়ে সে লক্ষ করল কালো ঘোড়াটা থেমে দাঁড়িয়েছে।

'কি ব্যাপার?' জেরি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

হার্পের চেহারাটা গম্ভীর দেখাচ্ছে।

boighar.com

'দেখো!' আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করল হার্প।

নির্দেশিত দিকে তাকাল জেরি। পশ্চিমে তিন চার মাইল দূরে আগুনের শিখা শান্ত আকাশের দিকে উঠছে।

'সর্বনাশ!' অবাক স্বরে মন্তব্য করল জেরি। 'মরমনরা আবার আক্রমণ করেছে!'

কালো ঘোড়াটা বাতাসের বেগে ছুটল। জেরি তার ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওর পেটে জোরে স্পার দাবিয়ে হার্পের পিছু নিয়ে চিৎকার করল, 'আমার জন্যে অপেক্ষা করো, আমিও আসছি।'

স্পারের খোঁচায় ব্যথা পেয়ে প্রতিবাদে ঘোড়াটা জোরে একটা নাক ঝাড়া দিয়ে দ্রুত কালো ঘোড়াটার পিছু নিল।

নয়

কালো ঘোড়াটা শ্বাসরুদ্ধকর গতিতে জমির উপর দিয়ে ছুটছে। জেরি এত পিছনে পড়ে গেছে যে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো সে যেন থেমে দাঁড়িয়ে আছে। তেতো বিরক্ত হয়ে জেরি ঘোড়ার পাছায় লাগামের আঘাত হেনে আবার স্পারের খোঁচা দিল ওকে আরও বেগে ছোটানোর উদ্দেশ্যে। দৌড়ানোর বদলে ওকে উড়ে চলতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে বুঝে ক্ষিপ্ত ঘোড়াটা জেরিকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টায় যতরকম লাফানোর কৌশল তার জানা আছে সেসব প্রয়োগ করতে শুরু করল। পুরো এক মিনিট ওদের মধ্যে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তুমুল প্রতিযোগিতা চলল। ঘোড়াটা ওকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা আর জেরি ওর পিঠে কোনমতে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। তবে এর ফলাফল সম্পর্কে জেরি নিশ্চিত। এর আগেও ওদের মধ্যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা বহুবার হয়েছে এবং প্রতিবার জেরিরই জিত হয়েছে। সে জানে, খুব নম্র প্রকৃতির ঘোড়াও যেকোন সময়ে বেয়াড়া হয়ে উঠতে পারে। তাই সে ঘোড়াকে বশে রাখার সবরকম কৌশলই আয়ত্ত করেছে।

ঘোড়াটা বাগে আসার পর ওর গলা চাপড়ে একটু আদর করে ঘোড়ার সাথে আবার বন্ধুত্ব করে নিল জেরি। তারপর লাগাম দিয়ে একটা হালকা বাড়ি দিতেই ঘোড়াটা প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন উদ্যমে দ্রুত ছুটতে শুরু করল।

মুখ তুলে জেরি দেখল কালো ঘোড়াটা তার গতি কমিয়েছে। এবং হার্প ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় তাকে তাড়াতাড়ি এগোবার তাগাদা দিচ্ছে। মালিকের তাগাদায় ঘোড়াটা এবার আরও জোরে ছুটল। খুব কম সময়ের মধ্যেই জেরির ঘোড়া হার্পের পাশে পৌঁছে গেল।

'ওখানে কি ঘটেছিল?' প্রশ্ন করল হার্প।

'একটু মতবিরোধ ঘটেছিল,' হেসে জবাব দিল জেরি। 'পরে আবার আপস হয়ে গেছে।'

বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হার্প।

'তুমি চক্কর দিয়ে ঘুরে জায়গাটার পিছন দিক দিয়ে এগোও, নির্দেশ দিল হার্প। 'তোমাকে পৌঁছে যাওয়ার মত সময় দিয়ে আমি সোজা সামনের দিক দিয়ে এগোব। এতে সম্ভবত আমরা ওই শয়তানগুলোকে দুদিক থেকে ফাঁদে ফেলার সুযোগ পাব।'

কোনরকম প্রশ্ন না তুলে জেরি দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল। চোরাচোখে সে একবার চেয়ে দেখল আগুনের শিখা এখনও জ্বলছে। কঠিন চেহারা করে সে দ্রুত তার নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলল। প্রতি মিনিটে তার সাথে আগুনের দূরত্ব কমে আসছে। যে কেবিনে আগুন লেগেছে সেটা চারদিকে আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে। পঞ্চাশ ফুট দূর দিয়ে ওটার পিছনে চলে এলো জেরি। পঞ্চাশ ফুট দূর দিয়েই অর্ধচক্র সম্পূর্ণ করে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। এবার পিস্তল হাতে সামনে এগোল। জ্বলন্ত কেবিন আর ওর মাঝে একটা বিশাল প্রেয়ারি ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে। ওই ওয়্যাগনের দিকেই ছুটল সে। ওটার আড়ালে দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড দম নিয়ে একটু এগিয়ে কোনা দিয়ে উঁকি দিল। বিশ ফুট দূরে দাঁড়ানো লোকগুলোর কেউই ওর দিকে চেয়ে নেই দেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওকে এখনও কেউ দেখতে পায়নি। আড়চোখে জ্বলন্ত কেবিনটার দিকে তাকিয়ে সে আঁচ করল কেবিনের কাঠগুলো জ্বলার পটপট্ শব্দে তার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ ওরা শুনতে পায়নি। কেবিনের সামনে একটা দৃশ্যের দিকে চোখ পড়তেই ওর চোখ সরু হলো। সে দেখল একটা লোক হাতপা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে। পাশেই একটা মেয়ে হাঁটুগেড়ে ওর ওপর ঝুঁকে বসে ফোঁপাচ্ছে। মাত্র দশ ফুট দূরেই বারোজন রাইফেলধারী লোক নির্লিপ্ত চোখে ওদের দিকে চেয়ে মজা দেখছে। জেরির ঠোঁটদুটো চেপে বসে পাতলা হলো। পিস্তলের বাঁটের ওপর ওর মুঠি শক্ত হয়ে চেপে বসল। এই সময়ে হার্পকে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে আসতে দেখে ওর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোকগুলো দ্রুত ঘুরে রাইফেল বাগিয়ে ধরল। রাইফেল পিঠে ঝুলানো একজন লম্বা-চওড়া লোক কর্তৃত্ব দেখানো ভঙ্গিতে দল ছেড়ে বেরিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। কালো ঘোড়াটা ওর সামনে এসে থামল।

'তুমি কে?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমিও তোমাকে একই প্রশ্ন করছি,' জবাব দিল হার্প। 'কি হচ্ছে এখানে?'

এক ঝটকায় ষণ্ডা লোকটা তার কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে ফেলল।

'ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামো,' আদেশ দিয়ে ঘোড়ার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

'নিশ্চয়,' সহজ সুরে জবাব দিয়ে হালকা পায়ে লাফিয়ে নিচে নেমে দাঁড়াল হার্প। লোকগুলোর মধ্যে একটা মৃদু নড়াচড়া লক্ষ করে জেরির পিস্তলের সাথে ওর সতর্ক দৃষ্টিও ওদের ওপর রইল। কিন্তু দেখল শঙ্কিত হওয়ার মত কিছুই ঘটেনি, কয়েকজন দেহের ভর অন্য পায়ে রেখেছে মাত্র। আবার সে হার্পের দিকে চোখ ফেরাল। দেখল ঘোড়ার মাথার কাছে লাগাম ধরার জন্যে লোকটা হাত

boighar.com

বাড়াতেই হার্প বিদ্যুৎ বেগে হাঁটুর গুঁতো মারল ওর তল পেটে। ষণ্ডা মার্কা লোকটা ব্যথায় দুভাঁজ হয়ে গেল। ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিটকে পড়ল। মুহূর্তে কাঁধ দুলিয়ে দেহের সমস্ত ওজন দিয়ে এবার সরাসরি ওর মুখে ঘুসি মারল হার্প। বিস্ফারিত চোখে জেরি দেখল লোকটা টলতে টলতে পিছিয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ল। এবার ওর সাথের লোকগুলো নড়ে উঠল।

'কেউ নড়বে না!' চিৎকার করে হুমকি দিয়ে ওদের মাথার ওপর দিয়ে দুটো গুলি ছুঁড়ে পিছন থেকে লাফিয়ে এগিয়ে এল জেরি। সঙ্গে সঙ্গে সব নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল।

'তোমাদের সবাই অস্ত্র ফেলে দাও,' কড়া সুরে নির্দেশ দিল সে। সামনে আর পিছনে দুদিক থেকেই আক্রান্ত হওয়ায় নিরুপায় মরমনরা অস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য হলো। এগারোটা রাইফেল আর অনেকগুলো পিস্তল মাটিতে পড়ল। জেরি স্থির দাঁড়িয়ে চোখ তুলে হার্পের দিকে তাকাল।

'তোমার চালাকিতে চমৎকার কাজ হয়েছে পার্টনার, এবার বাকিটা তুমি সামলাও,' বলল সে।

হার্প একটু হেসে ষণ্ডা লোকটার রাইফেল লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিল। তারপর ওকে টেনে তুলে ওর বেল্টের নিচে গোঁজা পিস্তলটা বের করে নিয়ে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিল।

'এবার–' শুরু করেছিল হার্প।

দূর থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার ছুটে আসার খুরের শব্দ শোনা গেল। মাটিতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটার কাছ থেকে দুপা পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল দুটো বের করে বাকি মরমনদের কাভার করে দাঁড়াল হার্প। এবার জেরি তার পিস্তল খাপে ভরে মাটি থেকে ওদের কিছু রাইফেল আর পিস্তল তুলে নিয়ে একসাথে ওয়্যাগনের পাশে জড়ো করে রাখল। তারপর ফিরে এসে বাকিগুলোও সংগ্রহ করে একই জায়গায় রেখে কিছুটা এগিয়ে সে পিছন থেকে ওদের কাভার করে দাঁড়াল। ওদিকে ঘোড়াগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। হার্প তৈরি হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আরোহীদের চিনতে পেরে পিস্তল দুটো খাপে ভরে রাখল।

ছয়জন আরোহী ঝড়ের বেগে ধুলো উড়িয়ে এসে ওর পাশে থামল। 'এখানে কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করল ম্যাক। 'আগুনের শিখা দেখে কিছু লোক জড়ো করে আমরা হন্যে হয়ে ছুটে এসেছি।'

'মরমন,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল হার্প।

'বুঝলাম–আমিও সেই রকমই সন্দেহ করেছিলাম।'

হার্পের পিছনে জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে তাকাল ম্যাক আর্থার। পুড়ে শেষ অবস্থায় এসে ওটা থেকে এখন কেবল ধোঁয়া উঠছে। হাঁটুগেড়ে বসা মেয়েটার সাথে মাটিতে শোয়া লোকটাও এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা দুজনেই ধীর পায়ে ওয়্যাগনটার দিকে এগিয়ে গেল।

'ওরাই কি এর জন্যে দায়ী?' মরমনদের দিকে নড করে প্রশ্ন করল ম্যাক।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল হার্প। 'টিম্বারের ওয়্যাগনটা কোথায়?'

'ওটা রুবেনের ওখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু তুমি একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ম্যাক।

দাঁত বের করে হাসল হার্প।

'আমি ভাবছিলাম, আমাদের হাতে যখন সাহায্য করার মত এতগুলো লোক রয়েছে, তখন ওই কাঠ দিয়েই পুড়ে ছাই হওয়া কেবিনের জায়গায় আর একটা নতুন কেবিন খুব সহজেই তৈরি করিয়ে নেয়া যায়।'

'তুমি বলছ–'

'নিশ্চয়, এগারোজন মরমন–'

'আর ওই বিচ্ছুটার কি হবে?' মাথা ঝাঁকিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখাল ম্যাক।

'হ্যাঁ, ওর কথা তো আমি ভুলেই গেছিলাম। বারোটা মরমনকে যদি আমরা বুঝিয়ে দিতে পারি যে আমাদের সাথে সহযোগিতা করলেই কেবল ওদের বেশিদিন বাঁচার আশা থাকবে, তাহলে মনে হয় ওরা খুশি মনেই আমাদের সাহায্য করবে।'

ম্যাক আর্থারের চোখে খুশির ঝিলিক দেখা দিল।

'তোমার বুদ্ধিটা নেহাত খারাপ নয়, হার্প,' বলল ম্যাক। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হাঁকল, 'ব্যারি!'

একজন ঘোড়সওয়ার তার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো।

'ব্যারি,' একটু নিষ্ঠুর হাসির সাথে বলল ম্যাক, 'হিগিনের এখন একটা নতুন কেবিন দরকার। হার্পার একটা চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছে, যারা কেবিনটা পুড়িয়েছে তাদের দিয়েই ওর জন্যে আমরা একটা নতুন কেবিন তৈরি করিয়ে নেব।'

ব্যারি হোহো করে হেসে উঠল।

'ওটা একটা চমৎকার আইডিয়া,' বলল সে। 'মরমনদের ভাল একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যে এর চেয়ে ভাল উপায় আর হয় না। এখন কি করতে হবে আমাকে?'

'কাঠের ওয়্যাগনটা রুবেনের ওখানে আছে। তুমি ওটা এখানে নিয়ে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়। ওই শয়তানগুলো কারও অনিষ্ট করার বদলে কাউকে কিছু গড়ে দিচ্ছে; এই দৃশ্যটা দেখে আমি খুব আনন্দ পাব। মোটেও দেরি হবে না আমার–কেবল যাব আর আসব।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ব্যারি। ম্যাককে পাশ কাটিয়ে বাওডির কাছে গিয়ে দাঁড়াল হার্প। জ্ঞান ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

'ঠিক আছে, মিস্টার, কঠিন সুরে বলল হার্প। 'এবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াও।'

চেষ্টা করে কোনমতে উঠে বসল বাওডি। এখনও ওর নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, ঠোঁটও থেঁতলে গেছে। মুখ তুলে হার্পের দিকে তাকাল সে। চোখের দৃষ্টি দিয়েই হার্পকে ভস্ম করে দিতে চাইছে।

'ওঠো,' কঠিন স্বরে বলল হার্প। হৃষ্টপুষ্ট লোকটা ধীরেধীরে উঠে দাঁড়িয়ে

boighar.com

নিজের প্যান্টটা একটু তুলে নিয়ে কোমরে গোঁজা পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল।

'ওটা আমি আগেই বের করে নিয়েছি,' বলল হার্প। 'অযথা তুমি নিজে নিজেই ওটা দিয়ে জখম হও, এটা আমি চাইনি।'

জ্বলন্ত চোখে হার্পের দিকে চাইল বাওডি।

'যাও,' আদেশ দিল হার্প। 'ওখানে গিয়ে তোমার দলের আর সবার সাথে দাঁড়াও।'

ধীরে ঘুরে ঘাড় ফিরিয়ে খুনে দৃষ্টিতে হার্পকে দেখল সে।

'এগোও,' ধমক দিল হার্প।

ক্লান্ত ভাবে পা ঘেঁষটে এগোল সে।

একটা ঠাণ্ডা, ধূসর, নীরস সকালে বিশপ ধীর গতিতে রাস্তা ধরে রাইড করে এগোচ্ছে। সে যখন রাস্তার মাথায় পৌঁছল ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ঘোড়া বাঁক নিয়ে দ্রুতবেগে শহরে ঢুকল। লোকটা বিশপকে দেখে তৎক্ষণাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। ওই ক্লান্ত ঘোড়াটার মুখ থেকে ফেনা উঠছে।

'মর্নিং, বিশপ।'

'গুড মর্নিং। বাওডি কোথায়?'

লোকটা ঘোড়ার পিঠে একটু নড়েচড়ে বসল।

'দুঃখের বিষয় বাওডি বা তার সঙ্গীদের দেখা পেতে তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

বিশপের ভুরু ধনুকের মত বাঁকা হলো।

'তাই? কিন্তু এমন কি ঘটেছে যে তারা এখনই আসতে পারবে না?'

'কারণ তারা এখন বন্দি অবস্থায় আছে।'

ভুরু কুঁচকাল বিশপ।

'আমরা মিলার র‍্যাঞ্চের পশ্চিমে প্রায় পাহাড়ের পাদদেশে কিছু বিধর্মী লোককে বসবাস শুরু করতে দেখেছিলাম।'

'তাই নাকি!'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল।

'এটা বাস্তবিকই সত্যি ঘটনা, বিশপ। ওরা ওখানে কেবিন তুলে জমি চাষ করাও শুরু করেছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেই ওরা এসেছে। ওরা সংখ্যায় এত ভারী যে বললেও তোমার বিশ্বাস করতে মন চাইবে না। যাহোক, দেখতে পেয়ে আমরা ওদের উচ্ছেদ করার কাজে নামলাম। একটা কেবিন ঘেরাও করে দেখলাম ওতে কেবল একটা লোক আর তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। কাজটা খুবই সহজ ছিল।'

অস্থিরতা প্রকাশ করল বিশপ।

'অযথা কথা বাড়িও না,' বলল সে। 'তাড়াতাড়ি তোমার বাকি কথা শেষ করো।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কেবিনটা ঘেরাও করে ওদের আমরা বের করে

আনলাম। তারপর কেবিনে আগুন ধরিয়ে দিলাম। লোকটা প্রতিবাদ করায় বাওডি ওর মাথায় রাইফেলের বাড়ি মেরে ওকে অজ্ঞান করে ফেলল।'

একটু থেমে লোকটা আঙুল দিয়ে ঠেলে চোখের ওপর থেকে তার হ্যাটটা ঠেলে উঁচু করল।

'কেবিনটা পোড়ানো শেষ হলে বাওডির ইচ্ছা ছিল লোকটার খেতের শস্য পোড়াবে। কিন্তু হঠাৎ ওখানে ওদের আরও লোকজন এসে হাজির হয়ে গেল। ওদের লীডার ছিল এক বিশাল লোক, তার কালো ঘোড়াটাও ছিল বিশাল, এত বড় ঘোড়া আমি আর কখনও দেখিনি। লোকটা বাওডির পেটে হাঁটুর গুঁতো মেরে এমন এক ঘুসি মারল ওর মুখে যে প্রায় মারাই গেছিল সে।'

'এটাই কি পুরো ঘটনা?'

'না, আরও একটু বাকি আছে। ওরা আমাদের সবাইকে অস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য করে একটা বড় লাম্বারে ভরা ওয়্যাগন নিয়ে এসে আমাদের একটা নতুন কেবিন গড়ে দিতে আদেশ করল–এবং হুমকি দিল, নইলে আমাদের বাঁচার কোন রাস্তা নেই। কাজের সুবিধার জন্যে আমাদের চারপাশে ওরা অনেকগুলো আগুন জ্বেলে দিল, আমরা কি করছি দেখতে যেন কোন অসুবিধা না হয়। বাওডি আবার অবাধ্যতা করায় লম্বা লোকটা ওকে দুহাতে এমন মার মারল যে, ওর পুরো চেহারাই পালটে গেছে। মনে হয় যেন এক দল গরুর স্ট্যাম্পিডে থেঁতলে গেছে ও।'

'বলে যাও।'

'মনে হয় নতুন কেবিন তৈরি এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিশ্বাস করো, বিশপ, আমরা যেটা পুড়িয়েছিলাম সেটার চেয়ে ওটা অনেক বড় আর সুন্দর হয়েছে।'

'তুমি ওখান থেকে কিভাবে পালালে?'

'পালাইনি আমি,' লোকটা সরাসরি স্বীকার করল। 'ওরাই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

আবার ভুরু উঁচাল বিশপ।

'সত্যিই কি তাই?'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি যে বিশাল লোকটার কথা বলছিলাম, সে বলল তুমি নাকি তাকে চেনো, স্যার। ওর নাম হার্প।'

'হার্প?' পুনরাবৃত্তি করল বিশপ। তারপর মাথা নাড়ল। 'আমার মনে হয় সে ভুল বলেছে। যাক, ওকে সামনা-সামনি দেখার আগ্রহ রইল আমার।'

'বলেছিল তুমি যদি ওকে নামে চিনতে না পারো, তাহলে সে তোমাকে বলতে বলেছিল ওকেই নাকি তুমি তোমার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একদিন চাবুক পেটা করেছিলে।'

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, মিচেল। ওকে সত্যিই আমি চিনি।'

'সেও তাই বলেছিল।'

বিশপের চেহারা একটা থমথমে ভাব নিল।

boighar.com

'তোমাকে দিয়ে সে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে, তাই না?'

বিশপের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি ভরে মিচেল জিনের ওপর একটু নড়েচড়ে বসল।

'সে তোমাকে জানাতে বলেছে বাওডি আর অন্যান্যরা কোথায় আছে, এবং তুমি যদি ওদের ফেরত চাও, তাহলে তোমাকে নিজেই গিয়ে ওদের ফেরত আনতে হবে।'

'কেবল এটুকুই বলেছে সে?'

'মোটামুটি। সে একটা মেয়ে সম্পর্কেও কিছু বলতে শুরু করেছিল, মেয়েটার নাম অ্যানি–'

'অ্যানি? মানে যে মেয়েটা ধর্ম পালটেছে?'

'জানি না, বিশপ।'

'ওর সম্পর্কে সে কি বলেছে?'

'বলল, তুমি ওই কালো দাড়িওয়ালা শয়তানটাকে বোলো যদি ওই মেয়ের কিছু হয়, তাহলে আমি–'

'কি করবে?'

'ওখানেই সে তার কথা শেষ করে আমাকে রওনা হতে বলল। বিশ্বাস করো, বিশপ, যদি সে তার মত পালটায় সেই ভয়ে আমি আর দাঁড়াইনি–সোজা রওনা হয়ে গেছি।'

বিশপের ভুরুতে আরও গভীর ভাঁজ পড়ল।

'আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। এখন সোজা বাড়ি ফিরে কিছু খেয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমানো আমার খুবই দরকার।'

বিশপ কিছু বলার আগেই সে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আড়চোখে একবার বিশপকে দেখে নিয়ে নিজের বাড়ির পথে ঘোড়া ছোটাল। রবার্ট তার জানালায় দাঁড়িয়ে মিচেলকে যেতে দেখল।

'বিশপের পোষা গুণ্ডা দলের একজন,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'ভাবছি এত সকালে কোন্ দুষ্কর্ম করে ফিরল তা ঈশ্বরই জানেন।'

ঘুরে রাস্তার শেষ মাথায় তাকিয়ে দেখল ঘোড়ার পিঠে একটা লোক স্থির বসে আছে। রবার্টের ঠোঁট নড়ে উঠল।

'মানুষের রূপে স্বয়ং শয়তান,' আপন মনেই বলল সে। 'যার বিরুদ্ধে লোকটা মনেমনে ষড়যন্ত্র আঁটছে ঈশ্বর তার সহায় হোন।'

বিশপকে ধীর গতিতে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখে মাথা নেড়ে জানালার পাশ থেকে সরে গেল রবার্ট।

দশ

পেনফিল্ড থেকে তিরিশ মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে থাকে নোংরা চেহারার লম্বা গড়নের আধা-ইন্ডিয়ান রুফাস ক্রদার্স। তার ছাপরার দাওয়ায় বসে অলস ভাবে সময় কাটাচ্ছে সে। এই সময়ে বিশপ ওখানে গিয়ে হাজির হলো। ওকে দেখে রুফাসের ঘন ভুরু কুঁচকে উঠল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওই লোককে সে দেখবে বলে মোটেও আশা করেনি। নেহাত জরুরী কাজেই যে লোকটা এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ময়লা শার্টের হাতায় মুখ মুছে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সে।

'মর্নিং, বিশপ,' একটা হতবুদ্ধি হাফ-স্যালিউট জানিয়ে বলল রুফাস। 'তোমার দেখা পেয়ে খুশি হলাম।'

'গুড মর্নিং, রুফাস,' বলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে গিয়ে পাদানিতে বিশপের পা বেকায়দা ভাবে আটকে গেছে দেখে তাড়াতাড়ি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল রুফাস। পা ছাড়িয়ে দিয়ে সে একটু পিছিয়ে বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের ফাঁকে গুঁজে বিশপের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

'নিজের পথ ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়েছ তুমি, তাই না? এর আগে কখনও তোমাকে নিজের পথ থেকে এত দূরে সরে আসতে দেখিনি,' বলল সে।

বিশপের চোখ রুফাসের পিছনে ওর ছাপরার ওপর পড়ল।

'আমি তোমাকে ঘরের ভিতরেই নিয়ে যেতাম, কিন্তু আমি জানি তোমাদের মরমন জাতের লোকেরা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কি ভীষণ রকম খুঁতখুঁতে। তাই তোমাকে ভিতরে নিতে চাইছি না। হয়ত কথাটা উল্লেখ না করে এখানে দাঁড়িয়ে কথা সারাই ভাল।'

দাড়িওয়ালা লোকটা ওর দিকে ফিরল।

'রুফাস, তোমার সাহায্য আমার খুব দরকার হয়ে পড়েছে।'

দাঁত বের করে হাসল রুফাস।

'আমি জানতাম, তুমি তিরিশ মাইল পথ ঘোড়া ছুটিয়ে খামোকা বেড়াতে আসোনি,' জবাব দিল সে।

চোখ নামাল বিশপ। কোটের ভাঁজ করা কলারে সামান্য ধুলো ওর নজরে পড়ল; মুখ বাঁকিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে ধুলোটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে রুমালটা আবার পকেটে ভরে, চোখ তুলে তাকাল সে।

'রুফাস,' শুরু করল সে, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী, সম্ভবত এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এর আগে আর কখনও বিশ্বাস করে তোমার ওপর চাপাইনি আমি।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল রুফাস

boighar.com

'এই কাজের গুরুত্ব বিচার করে এবার তোমাকে সেই হারে আগের চেয়ে অনেক বেশি টাকাও দেয়া হবে।'

'এখন পর্যন্ত তো তোমার প্রস্তাবটা ভালই শোনাচ্ছে।'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল বিশপ।

'আমি খবর পেয়েছি,' বলে চলল সে, 'পেনফিল্ড থেকে দুশো মাইল দূরে যে ওয়্যাগন ট্রেইনটা এদিক দিয়েই মরুভূমি পার হতে চলেছে সেটায় প্রচুর টাকা পার করা হচ্ছে। কয়েক দিনের ভিতরেই ওটা আমরা দেখতে পাব।'

'বুঝলাম, কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?'

'আমি খবর পেয়েছি যে, ওই ওয়্যাগন ট্রেইনে একটা বড় ট্রাঙ্কে করে নগদ নব্বই হাজারেরও বেশি ডলার বয়ে আনা হচ্ছে। এর সাথে যাত্রীদের সাথে নিজস্ব যা গয়না আর হীরা আছে তার মূল্য কম করে হলেও চল্লিশ হাজার ডলার হবে।'

হালকা একটা শিস দিল রুফাস।

'সন্দেহ নেই ওটা সত্যিই বিরাট অঙ্কের অর্থ,' বলল সে।

'এর থেকে দশ হাজার তোমার হবে,' চট করে প্রস্তাব দিল বিশপ। তারপর একটু হেসে বলল, 'রুফাস, তুমি কি দশ হাজার ডলার একসাথে কখনও দেখেছ?'

'এর আগে একসাথে একশো ডলার পর্যন্ত কামাই করেছি,' বলে সে আবার দাঁত বের করে হাসল।

'ওই টাকায় তোমার সময়টা ভালই কেটেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, চমৎকার!'

'ভাল, তাহলেই বুঝে দেখো দশ হাজারে তোমার কেমন সময় কাটবে!'

'আমি ঠিকই ভাবছি!'

'কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সম্পূর্ণ ওয়্যাগন ট্রেইনটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু তুমি এর জন্যে মতলবটা কি এঁটেছ?'

বিশপ একটু হাসল।

'আমি চাই পাইয়ুটিরা এই কাজটা করুক,' শান্ত স্বরে বলল বিশপ 'এই কারণেই আমি তোমার কাছে এসেছি।'

রুফাসের হাসি মিলিয়ে গেল।

'পাইয়ুট, না?' চিন্তাযুক্ত ভাবে পুনরাবৃত্তি করল সে।

'হ্যাঁ,' বলল বিশপ। 'ইন্ডিয়ানরা ওখান থেকে তাদের যা খুশি নিতে পারবে, পিয়ানো থেকে শুরু করে আসবাবপত্র আর—'

'আর কি?'

'চাইলে স্ক্যাল্পও নিতে পারবে।'

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল রুফাস।

'সেটাই স্বাভাবিক। ইন্ডিয়ানরা এই ধরনের কোন কাজ করলে স্ক্যাল্প অবশ্যই নেবে,' জবাব দিল রুফাস। 'এবং কেউ ভাবতেই পারবে না এর সাথে কোন সাদা

মানুষ জড়িত থাকতে পারে।'

'ঠিক তাই।'

'এমন একটা কাজ মরুভূমির ভিতর যতটা সম্ভব দূরে ঘটাই ভাল,' বলে চলল রুফাস। নোংরা নখ দিয়ে নিজের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকাল সে। ধৈর্য ধরে ওর ওপর নজর রেখেছে বিশপ। 'তাই যদি হয়, তাহলে আমি যদি পাইয়ুটদের রাজি করাতে পারি তবে কাজটা আজ রাতেই সেরে ফেলা দরকার।'

'এটা তাদের করতেই হবে।'

'বুঝতে পারছি, বিশপ। সাধারণত আমি ওদের যা বলি তাই ওরা করে।'

'এতে ওদের অনেক লাভ হবে, রুফাস।'

'ঠিক আছে, বিশপ, তুমি আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দাও, আমি এখনই গিয়ে ওদের সাথে কথাবার্তা বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলছি।'

'কাজটা যেন ওরা কিছুতেই পণ্ড না করে বসে।'

বাঁকা হাসি হাসল রুফাস।

'পাইয়ুটরা নিখুঁতভাবেই কাজ করে। পণ্ড করা কাকে বলে তা ওরা জানে না। আমি ওদের সাথে অনেককাল কাটিয়েছি, সুতরাং ওদের আমি ভাল করেই চিনি। ওরা যখন কোন কাজ করে তা সুষ্ঠুভাবেই করে।'

ঘোড়ার লাগামের দিকে হাত বাড়াল বিশপ। তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠে জাঁকিয়ে বসল।

'ও, আর একটা কথা, রুফাস।'

'বলো?'

'তোমাকে কথা দিয়ে আমি সব সময়েই আমার কথা রেখেছি, তাই না?'

'তুমি আমাকে কখনও আপত্তি তুলতে দেখেছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রুফাস।'

'না। তাই আমি আশা করছি এবারেও তোমার কাছ থেকে আমি সৎ ব্যবহারই পাব।'

মুখ তুলে তাকাল রুফাস।

'টাকার বাক্সটা তুমি ছাড়া আর কাউকে খুলতে দেয়া হবে না, মনে হচ্ছে সৎ বলতে তুমি ওটাই বোঝাতে চাচ্ছ।'

ঘোড়ার মুখ ঘোরাল বিশপ।

'ওহ্, আর একটা কথা, রুফাস –'

'আমি কান খুলেই শুনছি।'

'এর মধ্যে তুমি আমার সাথে দেখা বা যোগাযোগ করার কোন চেষ্টা করবে না। বুঝেছ?'

'পরিষ্কার। তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করার অপেক্ষায় থাকব আমি।'

দাড়িওয়ালা লোকটা লাগাম ধরে স্পারের খোঁচায় ঘোড়া আগে বাড়াল। রুফাস ক্রদার্স গোড়ালির ওপর ঘুরে ধীর গতিতে নিজের ছাপরার দিকে এগোল। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে সে আবার বেরিয়ে দরজা টেনে দিয়ে ছাপরার পিছনে চলে গেল। এর এক মিনিট পরেই ওকে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে চড়ে

boighar.com

উত্তর দিকে পাহাড়ের উঁচুনিচু এলাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল সে।

ওয়্যাগন ট্রেইনটার যেন আর কোন শেষ নেই। ওটার একটা বিরাট আঁকাবাঁকা লাইন লম্বা হয়ে যতদূর চোখ যায় চলে গেছে। বিশাল আর ভারী ভারী প্রেয়ারি স্কুনারের সাথে বিরাট চাকাওয়ালা উঁচু ফার্ম ওয়্যাগনের রেখাটা যেন দিগন্তের সাথে গিয়ে মিশেছে। ওটা এক মাইলেরও বেশি লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লান্ত ষাঁড় আর ঘোড়াগুলো বালুর ওপর ধীর গতিতে কোনমতে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা চাবুক বিস্ফোরণের মত শব্দ তুলে বাতাসে ফুটল। ওটার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে একটা শিশু কেঁদে উঠল; একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল। এর পরে আবার নীরবতা। এখন কেবল একঘেয়ে চাকা ঘোরার শব্দ।

ওখানে সত্তরটা ওয়্যাগন লাইন ধরে ছে। পুরুষ, নারী, আর বাচ্চা মিলিয়ে ওয়্যাগনে মানুষের সংখ্যা দুশোরও বেশি। ওই ওয়্যাগনগুলোর পাশে মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে নয়শো গরু ড্রাইভ করে নিয়ে চলেছে ওরা। ওদের বেশিরভাগ লোকই আরকেনসও থেকে এসেছে; বাকি লোক মিসৌরি থেকে রওনা হয়েছে। সংখ্যায় কম হলে কি হবে ওদের গলার জোর এত বেশি যে দলের আর কেউ ওদের কাছে পাত্তাই পায় না। তাই রাতে ক্যাম্প করে আগুন ঘিরে বসে ওরাই বেশি কথা বলে, আর বাকি সবাই বাধ্য হয়ে চুপচাপ বসে ওদের কথাবার্তা শোনে। সমস্ত দিন গরমের জন্যে ওদের গাড়ির ছাউনির ভিতর বসেই কাটাতে হয়। সন্ধ্যা নামার পর যখন আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে বাতাস বইতে শুরু করে তখনই কেবল ওরা বাইরে বেরোয়।

ট্রেইনের লীডার একজন পাতলা গড়নের লম্বা মানুষ–ক্যাপটেইন ডেভ কোলম্যান। লোকটা টেক্সাস আর ওকলাহোমা রেঞ্জ বহুবার চষে বেড়িয়েছে। ওর কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই খুব অবাক হয়। সারাটা দিন সে তার ঘোড়ার পিঠে দলের আর সবার আধমাইল আগে থেকে সামনের দিকটা স্কাউট করে বেড়ায়। তার ঘোড়াটাও যেন ডেভের মতই ক্লান্তিহীন। রাতেও তার কাজের শেষ নেই মরুভূমিতে ক্যাম্প করার জন্যে ভাল জায়গা বলে কিছু নেই, সব জায়গাই এক রকম। ডেভ যখন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আর সবার জন্যে অপেক্ষা করে, তখন দলের সবাই বুঝে নেয় যে ক্যাম্প করার সময় হয়েছে। মাঝখানে চারকোন একটা জায়গা রেখে ওয়্যাগনগুলো একের পিছনে এক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে জোয়াল থেকে ঘোড়া আর ষাঁড়গুলো খুলে মাঝের ফাঁকা জায়গায় একসাথে জড়ো করে ডেভ ঘোড়ার পিঠে একমাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত চারপাশ ঘুরে ঘুরে তদার করে, দেখে কোন ফাঁক না রেখে ওগুলো ঠিকমত সাজানো হয়েছে কিনা জন্তুগুলোকে রেশন মত পানি আর খাবার খাওয়ানো নিশ্চিত করে সে প্রত্যেকটা লোকের সাথে ঘুরে ঘুরে দেখা করে, তাদের জিজ্ঞেস করে তাদের কোন অসুবিধা আছে কিনা। সবার খাওয়া শেষ হলে বাচ্চাদের নিয়ে ক্লান্ত মেয়েরা তাদের ওয়্যাগনে ফিরে গিয়ে বাচ্চাদের অর্ধেক গোসল করিয়ে ওদের ঘুম পাড়ানোর

ব্যবস্থা করে। প্রতিবাদে ওদের কান্নার রোল ওঠে; এদিকে পুরুষরা আগুন ঘিরে বসে গল্প করতে করতে একটা শেষ ধূমপান উপভোগ করে। যারা কম কথা বলে, তারা সম্ভবত নীরবে তাদের সামনের লম্বা যাত্রার কথা ভাবে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছানোর পর নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আপন মনেই জল্পনা-কল্পনা করে। রাতের অন্ধকারে একটা কুকুর উত্তেজিত স্বরে ঘেউঘেউ করা শুরু করল। কার যেন জোর ধমকে সে চুপ করল।

ক্যাপটেইন কোলম্যান জনি সায়মনের ওয়্যাগনের পাশে তার ঘোড়া থামাল। সায়মন তার ওয়্যাগনের ড্রাইভিং সিটে অলসভাবে বসে পাইপ ফুঁকছিল।

'আর কতদূর, ডেভ?' প্রশ্ন করল সে।

'আমার বিশ্বাস আর দুদিন পরেই আমরা পৌঁছে যাব,' জবাব দিল ডেভ। একটু হাসল সে। 'লোকে মরুভূমিটাকে যত বড় বলে ধারণা করে, আসলে এটা তত বড় নয়।'

'আমার জন্যে এটা যথেষ্ট বড়,' অসন্তোষ প্রকাশ করল জনি।

মৃদু হেসে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আগে বাড়ল ক্যাপটেইন। সারির শেষ মাথায় কোট পরা পাতলা গড়নের কাউকে দুটো স্কুনারের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল সে। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ওদিকে এগোল ডেভ। মেয়েটা থেমে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকাল। লাগাম টেনে ক্যাপটেইনও থামল।

'গুড ইভনিং, মিস লরা নেলসন,' তর্জনী তুলে হ্যাট ছুঁয়ে বলল সে।

'গুড ইভনিং, ক্যাপটেইন।'

'বেশি দূরে যাওয়াটা ঠিক হবে না, মিস,' পরামর্শ দিল সে। 'জানো তো, এটা এখনও মরুভূমি, এখানে যেকোন সময়ে অনেক কিছুই অপ্রত্যাশিতভাবে মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে।'

'আমি দূরে কোথাও যাচ্ছি না,' বলল লরা। তারপর ঠাণ্ডা বাতাস ঠেকাতে কোটের কলার তুলে গলা ঢেকে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে আবার মুখ তুলে তাকাল। 'আচ্ছা, তুমি হার্প নামে কাউকে চেনো?'

'হার্প?' চিন্তামগ্ন ভাবে পুনরাবৃত্তি করল ডেভ। 'ওই নামের কাউকে চিনি বলে মনে পড়ছে না। ওর প্রথম নাম কি?'

'স্যাম, কিন্তু সেটা খুব কম লোকই জানে। বেশিরভাগ মানুষ ওকে শুধু মাসট্যাং মার্শাল নামেই চেনে।'

'তাই?—ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারো?'

'ওহ, লোকটা লম্বা, অত্যন্ত শক্তিশালী আর সুদর্শন।'

হালকা ভাবে হাসল ক্যাপটেইন।

'তোমার চোখে হয়ত তাই—ওর আর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য?'

'শোনা যায় কোল্টে তার হাত মারাত্মক।'

'তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো সে রীতিমত সমীহ করে চলার মত লোকই বটে, মিস নেলসন।'

'ওর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, সে সবসময়ে কালো পোশাক পরে। এবং

boighar.com

কেবল একটা বিশাল কালো ঘোড়াতেই চড়ে সে।'

'এক মিনিট,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ডেভ, 'আবছাভাবে কিছু কথা যেন মনে আসছে। একটা সেলুনে একদিন আমি দুজনকে ওর সম্পর্কে আলাপ করতে শুনেছিলাম–কিন্তু ওরা কোন্ জায়গার কথা বলছিল তা ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'কি বলছিল ওরা?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল লরা।

মাথা নাড়ল ক্যাপটেইন।

'এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, আমি সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। জায়গাটার কথা মনে করতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে আসছে না। যাহোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে ওরা কোন একটা শহরের কথা বলছিল, ওই শহরে সে নাকি শেরিফ হয়ে সব খারাপ লোককে প্রায় একাই দাবড়ে দেশ ছাড়া করে ছেড়েছিল। " 'ওই যে, সে যাচ্ছে," জানালা দিয়ে তাকিয়ে ওদের একজন বলল। আর সবার মত আমারও ওই কিংবদন্তির লোকটাকে দেখার কৌতূহল হলো, তাই সবার সাথে আমিও জানালা দিয়ে ওকে দেখলাম।'

'তুমি ওকে দেখেছ?'

'চেহারা দেখতে পাইনি, কেবল পিছন থেকে দেখেছি। চওড়া কাঁধের লোকটা বিশাল এক কালো ঘোড়ার ওপর বসে ছিল। এতবড় ঘোড়া আমি আর কোথাও দেখিনি!'

'ওর নাম কি ওরা উল্লেখ করেছিল?'

'হ্যাঁ, ওকে মাসট্যাং নামেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। মনে হয় ওকে ওই শহরের মার্শাল হিসেবে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সে রাজি হয়নি। বলেছিল সে নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে যাচ্ছে। অনেক কথা হলো, ওদিকে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। যাওয়ার আগে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ক্যাম্প ছেড়ে বেশি দূর যেয়ো না কিন্তু।'

ঘোড়া নিয়ে নিজের কাজে চলে গেল ক্যাপটেইন।

মেয়েটাও অন্ধকার মরুভূমির দিকে এগোল। একটা নিচু শিস শুনে চট করে ঘুরে তাকিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল লরা। একটা ছায়ামূর্তি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেয়েটা চিৎকার করে উঠতে গেল কিন্তু লোকটা একহাতে ওর মুখ চেপে ধরায় চিৎকারটা মাঝপথেই থেমে গেল। জোরাজুরি করতে গিয়ে সে পা পিছলে পড়ে গেল। ওর চোখের সামনে ডজন ডজন ছায়ামূর্তি মরুভূমির ভিতর থেকে গজিয়ে উঠল। রক্ত হিম করার মত বিকট হুঙ্কার দিল ওরা। প্রায় ওর কানের পাশ থেকেই কানের পর্দা ফাটানো প্রচণ্ড শব্দ তুলে একটা রাইফেল গর্জে উঠল।

ভয়ে চোখ বুজে মেয়েটা ফুঁপিয়ে উঠল। আক্রমণকারীর হাত দ্রুত একবার উপরে উঠে আবার নেমে এলো। মাথায় শক্ত কিছুর আঘাতে বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ল লরা।

রাইফেল হাতে একটা লম্বা গড়নের লোক ওয়্যাগন ট্রেইনের দিক থেকে ছুটে

এগিয়ে এল। জনাছয়েক ছায়ামূর্তি লম্বা ছুরি হাতে ওর দিকে এগিয়ে গেল; ছুরির চকচকে ফলাগুলো তারার আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল। ওয়্যাগন ট্রেইনের লম্বা লোকটা নল ধরে গদার মত মাথার ওপর রাইফেল ঘোরাল। ছুঁড়ে মারা একটা ছুরি সোজা গিয়ে ওর বুকে বিঁধল। হাঁ করে শ্বাস নিয়ে টলতে টলতে সে পিছিয়ে গেল। ছায়ামূর্তিগুলো মুহূর্তে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল। তারপর ধাক্কা দিয়ে ওকে চিত করে ফেলে অনেকগুলো ছুরির আঘাতে লোকটাকে একেবারে শেষ করে ফেলল। অন্তিম একটা চিৎকার দিয়ে অনড় হয়ে পড়ে রইল ক্যাপটেইন ডেভ কোলম্যান। আক্রমণকারীরা এবার ওয়্যাগন ট্রেইনের দিকে ছুটল। ওদের সঙ্গীরা আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে।

এগারো

ভোর হওয়ার অনেক আগেই লরা নেলসনের অচেতন দেহ কোলে নিয়ে রুফাস ক্রদার্স পেনফিল্ডে বিশপের বাড়িতে পৌঁছল। বিশপ নিজেই দরজা খুলল। ওর পরনের লম্বা নাইট শার্ট বুটের ভিতর গোঁজা প্যান্টটা প্রায় পুরোই ঢেকে রেখেছে। সে রুফাসের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল; ওর ঠোঁট জোড়াও চেপে বসল। মনে হলো ওর দাড়িও যেন কিছুটা খাড়া হয়ে উঠেছে।

'তুমি এখানে কি করছ?' গর্জে উঠল বিশপ।

হাতের ওপর বয়ে আনা অসাড় দেহটার ভর পরিবর্তন করল রুফাস।

'সারা শহর তোমার চিৎকারে জেগে ওঠার আগেই আমাকে ভিতরে আসতে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রুফাস।

ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে দরজাটা পুরো খুলে সরে দাঁড়াল বিশপ। ঘরে ঢুকে ওকে পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে ওর চোখ পড়ল রুফাসের কোলে মেয়েটার ওপর। মেয়েটাকে নিয়ে রুফাস সোজা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

'ওই মেয়েটা আবার কে?' প্রশ্ন করল বিশপ।

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে কেবল কামরাটা ঘুরে দেখল আধা-ইন্ডিয়ান। দরজা বন্ধ করে দিল বিশপ।

'মেয়েটা কে?' আবার প্রশ্ন করল সে।

'প্রথমে ওকে কোথাও নামিয়ে রাখার সুযোগ দাও,' শান্ত স্বরে বলল রুফাস, 'তারপর তোমাকে সব বলছি। মেয়েটা আহত, ওর কিছু সেবা দরকার।'

'আমার সাথে এসো,' আদেশ করল বিশপ।

রান্নাঘর পেরিয়ে একটা দরজা খুলল। রুফাস ওকে অনুসরণ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠল। ওকে ওখানেই দাঁড়াতে ইশারা করে একটা বন্ধ দরজায় নক করল বিশপ।

'অ্যানি!' নিচু স্বরে ডাকল সে।

কোন জবাব এল না দেখে আবার নক করে আরেকটু জোর গলায়

boighar.com

ডাকল,'অ্যানি!'

এবার দরজার ওপাশ থেকে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। কেউ দ্রুত এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

বিশপ ঘুরে তাকিয়ে রুফাসকে নির্দেশ দিল, 'ওকে ভিতরে নিয়ে এসো।'

রুফাস মাথা ঝাঁকিয়ে লরাকে নিয়ে এগিয়ে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল। অ্যানি মেয়েটাকে কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিয়ে ঘুরে হতবুদ্ধি চেহারায় বিশপ আর আধা-ইন্ডিয়ানের দিকে তাকাল।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' রুফাস মেয়েটাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল। 'মেয়েটার একটু যত্ন নিলেই ও ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কেবল ওর ওপর একটু চোখ রাখলেই চলবে।' বিশপের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল রুফাস। 'আমার বিশ্বাস আপাতত এখানে আর কিছু করার নেই আমার।'

'চলে এসো,' ধমকের সুরে রুফাসকে বলল বিশপ।

রুফাস ঘুরে অ্যানির দিকে চেয়ে নড করে দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজাটা টেনে দিয়ে বিশপের সাথে রান্নাঘরে ফিরে এলো সে।

'ঘটনাটা কি?' কড়া সুরে কৈফিয়ত দাবি করল বিশপ। 'এর মানেটা কি? এখানে আসতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম আমি।'

টেবিলের কোনার ওপর চড়ে বসল রুফাস। বিশপের দাড়ি অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে নড়ে উঠতে দেখে সে চট করে মেঝের ওপর নেমে দাঁড়াল।

'ওকে আমি ওয়্যাগন ট্রেইনের কাছেই অচেতন অবস্থায় দেখতে পাই,' শুরু করল রুফাস। 'কেউ ওর মাথায় শক্ত আঘাত করেছে।'

বিশপের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

'তাই তুমি ওকে এখানে নিয়ে এলে!'

কাঁধ উঁচাল রুফাস।

'ওকে ওখানে ফেলে আসার চেয়ে এটা অনেক ভাল; কারণ ওকে ওখানেই ফেলে এলে কেউ না কেউ অবশ্যই ওকে দেখতে পেত, এবং ওর জ্ঞান ফিরলে ওই রেইড সম্পর্কে সে যা জানে সব গড়গড় করে বলে দিত।'

'তাই বলত?'

'অবশ্যই। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে এখানে নিয়ে আসাটাই সবদিক থেকে নিরাপদ; কারণ এখানে তোমার চোখের সামনে থাকলে সে কারও কাছেই মুখ খোলার সুযোগ পাবে না।'

বিশপ পায়চারি করা শুরু করল।

'ইন্ডিয়ানরা ওকে শেষ করেনি কেন?' কাঁধের উপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করল। 'তাহলে আর আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণই থাকত না।'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকল রুফাস।

পায়চারি থামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিশপ। 'ওখানে আর কেউ জীবিত ছিল?' জানতে চাইল সে।

'না।'

জবাব শুনে বিশপের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো।

'ভাল। ওই টাকার বাক্সের কি খবর?'

দাঁত বের করে বিশদ একটা হাসি দিল রুফাস।

'ওটা আমি ঠিকই বের করে নিয়েছি। টাকার কথা আমি ইন্ডিয়ানদেরও কিছু জানাইনি। তাই ওরা ওটার জন্যে কোন খোঁজই করেনি।'

অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বিশপ।

'ওটা এখন কোথায়?' জানতে চাইল সে।

'আমি ওটা এমন জায়গায় পুঁতে রেখেছি যে কারও সেটা খুঁজে পাওয়ার সাধ্য নেই। তুমি যখন বলবে তখনই আমরা গিয়ে ওটা খুঁড়ে বের করব,' ব্যাখ্যা করল রুফাস। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে কিছু অলঙ্কার বের করল। 'এইযে নেও।'

এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ওগুলো নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশপ ওকে জরিপ করে দেখল।

'বাকি সব গয়না পাইয়ুটরা নিয়ে গেছে,' আবেগহীন স্বরে জানাল রুফাস।

ভুরু কুঁচকাল বিশপ।

'আমি ওখানে পৌঁছার আগেই ওরা ওগুলো নিয়ে ফেলেছিল, তাই আমার আর কিছু করার উপায় ছিল না। হয়ত আমি ওদের সাথে ঝগড়া করতে পারতাম কিন্তু ওরা যেসব স্ক্যাল্প নিয়েছে তার সাথে আমার নিজেরটাও যোগ করার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। যাহোক, যা ক্যাশ আমাদের হাতে আছে তা ওরা যা নিয়েছে তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি।'

বিশপ কোন মন্তব্য করল না। রুফাস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতের বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের তলায় গুঁজল।

'বিশপ–' শুরু করল সে।

'বলো?'

'এই কাজে আমার কত টাকা পাওয়ার কথা?'

সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে ওকে দেখল বিশপ।

'দশ হাজার ডলার,' কঠিন স্বরে জানাল সে।

দাঁত বের করে হেসে ধীরে মাথা নাড়ল রুফাস।

'এই কাজের জন্যে অঙ্কটা যথেষ্ট নয়,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'তাই নাকি!'

'আমরা এটাকে সমান সমান দুই ভাগে ভাগ করব।'

বিশপের চোখদুটো সরু হলো।

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে দশ হাজার নিয়েই খুব সন্তুষ্ট থাকতাম,' শান্ত স্বরে বলল বিশপ।

'নব্বই হাজারের অর্ধেক হচ্ছে ঠিক পঁয়তাল্লিশ হাজার,' রুফাসের স্বরটাও অত্যন্ত শান্ত শোনাল। 'এবং তাই আমি চাই।

'আর কিছু?'

'না। তাহলে এইরকমই কথা রইল। রাজি?'

boighar.com

শান্ত ভাবে হাসল বিশপ। 'অবশ্যই, রুফাস।'

বিশপের জবাব শুনে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো রুফাসের চোখ।

'তুমি তাহলে ভাবছ না যে আমি তোমাকে ফাঁদে ফেলে, বা বাটপাড়ি করে তোমার থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করছি?'

'অবশ্যই না। আমরা বহুদিন থেকে পরস্পরের বন্ধু। এবং তুমিই যখন সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করিয়েছ, তখন সমান ভাগ তুমি নিশ্চয়ই দাবি করতে পারো। পুরো পঁয়তাল্লিশ হাজারই তোমাকে দেব আমি।'

রুফাস নিজের ঠোঁট কামড়াল।

কোমল স্বরে একটু হাসল বিশপ।

'আবার কি হলো? আমি তো তোমার শর্তেই রাজি হলাম, অথচ এতে তুমি খুশি হওয়ার বদলে বরং দ্বিধাই প্রকাশ করছ।'

রুফাসের চোখে একটা অদ্ভুত দীপ্তি দেখা দিল।

শান্ত স্বরেই সে বলল,'তুমি না বললেই সেটা আমার কাছে বেশি স্বাভাবিক মনে হত।'

বিশপের ভুরু ধনুকের আকার নিল।

'তোমার কথার মানেটা আমি ঠিক বুঝলাম না।'

'আমার কথার মানে তুমি ঠিকই বুঝেছ। তুমি আমাকে যতটা বোকা ভাবছ, তত বোকা আমি নই। আমি তোমাকে ভালভাবেই চিনি, বিশপ।'

'ওই কথায় তুমি কি বোঝাতে চাইছ?'

'যখন তুমি আমার প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গেলে সেই মুহূর্তেই আমি বুঝে নিয়েছি তোমার মাথায় কি চিন্তা চলছে। আমি যদি পুরো নব্বই হাজারই চাইতাম তাতেও তুমি সম্মত হতে। কিন্তু তুমি আমাকে ধোঁকা দিতে পারোনি, বিন্দুমাত্র না। এরই মধ্যে তুমি স্থির করে ফেলেছ কিভাবে এবং কখন আমি গুলি খেয়ে মরব। আমার ধারণা ওই দশ হাজারে রাজি হলেও হয়ত আমার কপালে একই পরিণতি ঘটত। বেশি দাবি করার পরেও তুমি রাজি হওয়ায় এখন আমি নিশ্চিত। তুমি যেমন জানো, আমিও ঠিক তেমনি জানি, এক কথায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ছেড়ে দেয়ার মানুষ তুমি নও। তোমার হাসি আর মিষ্টি কথায় ভোলার মানুষ এই ঝানু রুফাস নয়। যেকোন শর্তে তোমার রাজি হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, টাকাটা এখন আমার কাছে, এবং তুমি জানোই না ওটা কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছে। কিন্তু একবার জানতে পারলে–'

'কি হবে?'

'সেটাই হবে আমার কাল। কেবল ওই একটা তরুপের তাস আমার হাতে রয়েছে, যার কারণে আমার বিরুদ্ধে বেপরোয়া কিছু করার আগে তোমাকে দুবার ভাবতে হবে।'

'বলে যাও, আমি শুনছি।'

'তুমি যদি এমন কিছু করো, যেটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়, তাহলে ওই টাকার একটা সেন্টের দেখাও তুমি পাবে না। আরেকটা কথা, যেটা

আমি ঠিক করেছিলাম তোমাকে জানতেও দেব না– আমি একটা চিঠিও লিখেছি।'

বিশপের চোখদুটো ইস্পাত কঠিন হয়ে উঠল।

'একটা চিঠি, রুফাস?'

ক্রুদার্স শয়তানির হাসি হাসল।

'ঠিক তাই, ওটা সল্ট লেক সিটির একজন বন্ধুকে লেখা হয়েছে। আমার কিছু হলেই সে ওই চিঠিটা জায়গা মত পৌঁছে দেবে। ওতে আমি তোমার জন্যে প্রথম কাজ থেকে শুরু করে এই ওয়্যাগন ট্রেইনের কাজ পর্যন্ত সবকিছুর কথাই লেখা আছে। বিশ্বাস করো, ওই চিঠিটা যেকোন মানুষের মনোযোগ কেড়ে নেয়ার মতই একটা চিঠি হয়েছে বটে! পাইয়ুটদের সাথে দেখা করে ফিরেই আমি চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

নিজের বেল্টটা একটু তুলে নিয়ে একটু নড করে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে দরজা খুলল সে।

'তোমার দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম, বিশপ,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল সে।

'এক মিনিট অপেক্ষা করো, রুফাস,' ওকে থামাল বিশপ।

'হ্যাঁ, বলো?'

বিশপ ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকল, তারপর হেসে মাথা নাড়ল।

'সেকথা এখন থাক,' বলল সে। 'তুমি এখন যাও, কয়দিনের মধ্যেই আমি তোমার সাথে দেখা করব।'

'নিশ্চয়, তাড়াটা আমার নয়, তোমার,' বলে বেরিয়ে গেল সে।

সন্ধ্যার দিকে অ্যানির দরজায় হালকা টোকা দিল বিশপ। প্রায় সাথে সাথেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে মেয়েটা ওকে জোরে শব্দ করতে নিষেধ করল।

'ও কি ঘুমাচ্ছে?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল বিশপ।

অ্যানি নীরবে মাথা ঝাঁকাল।

'নিচে চলো,' আদেশ করল সে। 'তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ।'

গোড়ালির ওপর ঘুরে রান্নাঘরে ফিরে এলো বিশপ। কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যানিও নিচে নেমে এলো।

'বোসো, ডিয়ার,' বলল বিশপ। ওখানে টেবিলের চারপাশে চেয়ার পাতা রয়েছে; ওগুলোরই একটা বেছে নিয়ে ঠিক উল্টো পাশে বসল অ্যানি। মেয়েটা বসার পর নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল বিশপ। তারপর মুখ তুলে অ্যানির দিকে চেয়ে অমায়িকভাবে একটু হাসল সে। 'তুমি সত্যিই সুন্দরী, অ্যানি।'

লজ্জা পেয়ে বিশপের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল মেয়েটা।

'অ্যানি,' মুখ খুলল বিশপ, 'সবকিছুই খুব সুন্দরভাবে আগে বাড়ছে; আমি

boighar.com

যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি ভাল। এই শহর এবং এর আশপাশের সব এলাকা এরই মধ্যে আমার দখলে এসে গেছে। শীঘ্রি সম্পূর্ণ ইউটার ওপর আমি আঘাত হানব। আমিই থাকব সমস্ত মরমন গির্জার শীর্ষে। একবার জমে বসতে পারলে, পরে একে একে আশপাশের অন্যান্য স্টেটগুলোও কব্জা করে নেব। ওগুলোর দেখাশোনা করবে আমারই নিজস্ব লোক। আমার ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে এক সময়ে এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে আমার কথাই হবে আইন। আমি এমন একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলব, যেখানে আমি হব রাজা আর তুমিই হবে আমার রানী।'

মেয়েটা মাথা তুলে কঠিন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। বিশপ মৃদু শব্দ করে হাসল।

'আমার কথাগুলো তোমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে, কিন্তু যখন আমার কথাগুলো ফলতে শুরু করবে তখন তুমি বুঝবে বিশপ জেরল্ডের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা কি। তুমি একাই সব পাবে, যা পাওয়ার স্বপ্ন সব মেয়ের মনেই থাকে, অথচ কোনদিনই পায় না—ক্ষমতা, পর্যাপ্ত টাকা আর অলঙ্কার। সারা পৃথিবী তোমার পায়ের তলায় থাকবে। তোমার যেকোন ইচ্ছা আর আদেশ পালন করতে সবাই ছুটাছুটি করবে। অ্যানি, তুমি স্বেচ্ছায় মরমন ধর্ম গ্রহণ করবে আশা করে আমি অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আগামী রোববারই আমরা বিয়ে করছি।'

অ্যানির চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো। দামী পাথর বসানো একটা ব্রোচ টেবিলের ওপর দিয়ে ওর দিকে ঠেলে দিল বিশপ। 'আমার তরফ থেকে এটা তোমার জন্যে একটা ছোট্ট উপহার; ওটা পরে নাও।'

চেয়ারটা পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল বিশপ। অ্যানিও উঠল।

' ব্রোচটা,' বলল সে। 'ওটা নিয়ে যাও, পরতে ভুলো না যেন।'

ভুরু কুঁচকে ওটার দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিয়ে ধীরে দরজার দিকে ফিরল। বিশপের মুখে একটা মৃদু সাফল্যের হাসি ফুটে উঠল।

'অ্যানি,' পিছন থেকে বিশপের ডাক শুনে থামল সে।

দ্রুত ওর পাশে পৌঁছে গেল জেরল্ড। বাহুমূল ধরে নিজের দিকে ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে জড়িয়ে চুমো খাওয়ার জন্যে ঝুঁকল সে। মুখটা একপাশে সরিয়ে ওকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে অ্যানি। বুনো আনন্দে মৃদু শব্দে হাসল বিশপ। তরপর আবার মুখ নামাল। অ্যানির ডান হাত দ্রুত উপরে উঠে বিশপের গলায় খামচি বসাল। মুহূর্তে ওকে ছেড়ে দিয়ে নিজের গলায় হাত বোলাল সে। আঙুল সামনে এনে দেখল ওতে রক্ত লেগে আছে। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে। দোতলায় ওঠার পদশব্দের পর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ ওর কানে পৌঁছল।

তাড়াতাড়ি দরজার বল্টু আটকে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরে দাঁড়াল সে। লরা জেগেই

আছে, এবং ওর চোখ অ্যানির ওপর স্থির হয়ে রয়েছে।

'ওহ!' দুঃখ প্রকাশ করল অ্যানি। 'এভাবে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার ইচ্ছা আমার ছিল না!'

বিছানার কাছে এগিয়ে গেল অ্যানি।

'এখন তুমি একটু ভাল বোধ করছ?' প্রশ্ন করল সে।

ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল লরা।

'হ্যাঁ,' বলল সে। 'মাথাটা কেবল একটু দপদপ করছে, এছাড়া ভালই আছি।'

অ্যানি এগিয়ে এসে বিছানার ওপর ওর মাথার কাছে বসল।

'আমি তোমার মাথা বারবার ধুয়ে দিচ্ছিলাম,' বলল সে। 'হয়ত সেটাই আমার চালিয়ে যাওয়া উচিত।'

'এক মিনিট,' বলে উঠল লরা। 'তোমার হাতের ওই ব্রোচটা আমি একটু দেখতে পারি?'

'নিশ্চয়,' বলে ব্রোচটা ওর হাতে তুলে দিল অ্যানি।

ওটা একটু উল্টেপাল্টে দেখে সে প্রশ্ন করল, 'এটা কবে থেকে তোমার কাছে আছে, এবং এটা তুমি কোথায় পেয়েছ জানতে পারি?'

'বিশপ জেরল্ড এইমাত্র এটা আমাকে দিল, কিন্তু তুমি হঠাৎ এসব কেন জানতে চাইছ?'

ওর কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলল, 'তুমি ওই বাতির আলোটা একটু বাড়িয়ে দেবে?'

'বিশপের ডাকে নিচে যাওয়ার আগে আমি আলোটা জ্বেলেছি। তোমার অসুবিধা হতে পারে ভেবেই কমিয়ে রেখেছিলাম।'

দরজা আর বিছানার মাঝামাঝি জায়গায় রাখা টেবিলের কাছে গিয়ে আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার বিছানার কাছে ফিরল অ্যানি। 'এখন ঠিক আছে তো?' হাসিমুখে প্রশ্ন করল সে।

'অনেক ভাল, ধন্যবাদ।' বলে ব্রোচটা আরেকটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে ফিরিয়ে দিল। 'আমার নাম লরা নেলসন। ওই ব্রোচটার পিছনে লেখা অদ্যাক্ষরগুলো তুমি পড়তে পারো?'

'আমি চেষ্টা করে দেখছি,' বলল অ্যানি। এক সেকেন্ড খুঁটিয়ে দেখে সে বলল, 'হ্যাঁ–এল.এন.।'

'লরা নেলসন', শান্ত স্বরে বলল মেয়েটা।

'তাহলে– তাহলে এটা তোমার!'

'ওটা দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম,' ব্যাখ্যা করল লরা। 'তাই নিশ্চিত হওয়ার জন্যে দেখতে চেয়েছিলাম।'

'আমি বুঝতে পারছি না। এটা বিশপের হাতে কিভাবে পৌঁছল।'

'সেটা আমি জানি না। তবে কেবল এটাই জানি, যে রাতে ওই ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম সেদিন ওটা আমার ব্লাউজে পিন করা ছিল। তুমি যদি আমার ব্লাউজ খুঁটিয়ে দেখো তবে ওটার সূক্ষ্ম ফুটোগুলো তোমার

boighar.com

নজরে পড়বে। ছেঁড়া অংশটা দেখেই বুঝতে পারবে, আমার জামা থেকে কেউ জোর খাটিয়ে ওটা ছিঁড়ে নিয়েছে।

বারো

কোরাল গেটের সামনে ঘোড়া থামাল হার্প। ওর নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনে সে জিনের ওপর বসেই ঘুরে তাকাল। বাড়ি থেকে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে জেরি ওর পাশে এসে থামল।

'তোমার সাথে জরুরী কথা আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে।

'একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, জেরি, আগের মত সেই ছুটাছুটি করার জোয়ান বয়স এখন আর তোমার নেই,' বলে দাঁত বের করে হেসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল হার্প।

'ওই বিশাল ওয়্যাগন ট্রেইনটা যেটা আমাদের পিছন পিছন আসছিল,' উত্তেজিত স্বরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জেরি,' ইন্ডিয়ান হামলা ওটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল হার্প।

'তাই নাকি? কিন্তু এই খবর তোমাকে কে দিল?' প্রশ্ন করল সে।

'কেবল একটা লোকই ওদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে,' জবাব দিল জেরি। 'এই মুহূর্তে লোকটা র‍্যাঞ্চহাউসে আছে।'

'আর কিছু?'

'পিট আর আমি আজ সকালে পেনফিল্ডের দিকে গেছিলাম,' বলে চলল জেরি। 'নিছক কৌতূহল বশেই।'

'কপাল ভাল পথে তোমাদের সাথে মরমনদের দেখা হয়নি,' শুষ্ক স্বরে বলল হার্প। 'নাকি আরও কিছু ঘটেছে?'

'না, যা ঘটেছে সেটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কিছু।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে– যা ঘটেছে সেটাই বলো শুনি।'

'আমাকে বলার সুযোগ না দিলে কিভাবে বলব? যাহোক, আমরা শহরটাকে দূর থেকে একটা চক্কর দিয়ে ফিরছি, এই সময়ে হঠাৎ পিটের চোখে পড়ল মিউলের পিঠে একটা লোক মরুভূমির দিক থেকে শহরে ঢোকার পাসের দিকে এগোচ্ছে। আমরা লুকিয়ে লোকটাকে আরও কাছ থেকে দেখার অপেক্ষায় থাকলাম। লোকটা কিছুটা কাছে আসার পর লক্ষ করলাম কোথায় যেন কিছু একটা গোলমাল আছে; লোকটা মাতালের মত খচ্চরের ওপর বসে এপাশ-ওপাশ দুলছে। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখার জন্যে আমরা ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।'

হার্প এখন ওর কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটার সারা শরীর রক্তাক্ত। পরের মুহূর্তেই সে নিচে

পড়ে যাচ্ছিল; পিট আর আমি ওকে না ধরলে সে নির্ঘাত পড়ে যেত। শেষে আমরা দুজনে মিলে ওকে ধরাধরি করে আমার ঘোড়ার সামনে বসিয়ে এখানে নিয়ে এলাম।'

'বুঝলাম; এখন সে কেমন আছে?'

'আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব সবই আমরা করেছি। ভাবলাম একমাত্র বিশ্রামই ওর জন্যে ভাল হয়ে ওঠার সবথেকে ভাল উপায়, তাই ওকে আমরা বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তুমি ফেরার একটু আগে সে মোটামুটি ভালই ছিল। দেখলাম সে বিছানার ওপর বসে আছে, আর পিট ওকে কিছু নরম মণ্ড খাওয়াচ্ছে। তুমি ওকে দেখতে চাও, স্যাম?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'এখনই, নাকি তুমি ঘোড়াটাকে আগে জিন খুলে কোরালে ছেড়ে দিয়ে আসবে?'

'ঘোড়ার যত্ন একটু পরে নিলেও চলবে।'

দুজনে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল। বৈঠকখানা আর রান্নাঘর পেরিয়ে পিছনের ছোট কামরার দরজায় পৌঁছল ওরা। দরজাটা খোলাই ছিল; দেখল আহত লোকটা বিছানার ওপরই বসে আছে, ওর পিঠের বালিশ ঠিকঠাক করে দিচ্ছে পিট। পট্টি বাঁধা মাথা তুলে একটু হাসল লোকটা। কম বয়সী হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ওর।

'তোমরা আমাকে আদর দিয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলছ,' বলল সে। 'এরপর থেকে আমার আর নিজের হাতে খেতে ভালই লাগবে না। আমাকে তোমাদের আর কাউকে খাইয়ে দিতে হবে।'

হার্পকে পেরিয়ে জেরি দাঁত বের করে হেসে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আসলে তোমার মরমনদের সাথে যোগ দেয়া উচিত, তাহলে তুমি ঘরভর্তি বউ রাখতে পরবে এবং ওরাই তোমাকে পুরো আদর-যত্ন দিয়ে তোমার সব কাজ করে দেবে। ব্রায়েন, এর নাম স্যাম হার্প; এটা ওরই র‍্যাঞ্চ।'

'হাওডি,' বলল যুবক। 'আমি তোমার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। তোমার এখানে তুমি ঠাঁই তো দিয়েছই, আর এরা দুজন আমার জন্যে অনেক করেছে।'

হার্প কামরায় ঢুকল।

'এখানে আসার পর থেকে কাজের মধ্যে এই একটাই ওরা করেছে,' হেসে বলল সে। 'এছাড়া আর যা ওরা করেছে, সেটা হচ্ছে কেবল খাওয়া আর ঘুমানো। শুধু নিজের ছাড়া আর কারও দেখাশোনা করা ওদের জন্যে নেহাত জরুরী হয়ে উঠেছিল।'

'ওকথা সে কিছুতেই বলতে পারে না,' প্রতিবাদ করে উঠল জেরি। 'কেবল ওকে সঙ্গ দেয়ার জন্যেই আমাদের কাজ দিয়েছিল ও, আর কোন কাজ করার জন্যে নয়। এখনই হয়ত সে দাবি করে বসবে যে আমরা খেয়েই ওকে ফকির করে দিয়েছি!'

ব্রায়েনের দিকে চেয়ে চোখ টিপে হার্প বলল, 'আগামী হপ্তা থেকে আমরা

boighar.com

চেয়েচিন্তে বা যা পাই তা খেয়েই কাটাতে হবে।'

'ব্রায়েন,' জেরি বলল, 'আমি হার্পকে জানিয়েছি যে, ইন্ডিয়ানরা তুমি ছাড়া ওয়্যাগন ট্রেইনের আর সবাইকেই শেষ করে ফেলেছে। এটাই তো ঠিক, তাই না?'

একটু আমতা আমতা করে সে বলল, 'না, মানে কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক বলা যায় না।'

'তাহলে বলতে চাও তুমি ছাড়া আরও কেউ বেঁচে গেছে?' প্রশ্ন করল জেরি।

'সেটাই ঠিক,' জবাব দিল যুবক। 'আসলে কথাটা হচ্ছে, একাকী যাত্রা করছে এমন একটা মেয়ের ওয়্যাগন চালাবার জন্যে আমাকে ভাড়া করা হয়েছিল। মেয়েটা অত্যন্ত ভাল। আসলে এত সুন্দর আর রূপসী মেয়ে আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।'

'বলে যাও,' তাগিদ দিল জেরি।

'যেদিন ইন্ডিয়ানরা আমাদের আক্রমণ করল, সেই রাতে আমি ওয়্যাগনের তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। মেয়েটা ওই ওয়্যাগনের ভিতরই ঘুমাত। ক্লান্ত থাকায় ওই রাতে আমি একটু জলদিই ওয়্যাগনের তলায় ঢুকেছিলাম; মেয়েটা বাইরে আমাদের ট্রেইন লীডার ক্যাপটেইন কোলম্যানের সাথে কথা বলছিল। মেয়েটা লীডারকে একটা লোককে চেনে কিনা জিজ্ঞেস করল, ওই লোকের খোঁজেই নাকি মেয়েটা পশ্চিমে যাচ্ছে। ক্যাপটেন জানাল ওই কালো পোশাক পরা লোকটাকে সে একবারই মাত্র পিছন থেকে একটা বিশাল কালো ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছে। বাইরে যাচ্ছে শুনে ক্যাপটেন ওকে বেশি দূরে যেতে নিষেধ করল। সে বেশি দূরে যাবে না বলে কথা দিয়ে চলে গেল। আমি হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠেই দেখলাম চারপাশে নারকীয় কাণ্ড ঘটছে।'

'ওই মেয়েটার কি হলো?' প্রশ্ন করল হার্প। 'ওকে দেখেছ?'

'আজ সকালের আগে আর দেখা পাইনি। আমি যখন দেখলাম কি ঘটছে তখন আর অপেক্ষা করিনি। একসাথে এত ইন্ডিয়ান আমি সারা জীবনেও দেখিনি; যত জলদি সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল বুঝে আমি ওয়্যাগনের তলা দিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেইনের শেষ মাথার দিকে এগোলাম; ওখানে পৌঁছে দেখলাম একটা ঘোড়া একাকী দাঁড়িয়ে আছে। লাফিয়ে উঠে আমি ওটার দিকে ছুটলাম। হঠাৎ দুজন ইন্ডিয়ান আমাকে আক্রমণ করল।'

পিটের চোখদুটো উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'তুমি কি করলে?' চট করে প্রশ্ন করল সে।

'আমার সামনে কেবল একটা পথই খোলা ছিল,' জবাব দিল সে। 'আমিও ওদের পাল্টা আক্রমণ করে ওদের একজনের পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসালাম। লোকটা দুভাঁজ হয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। অন্য ইন্ডিয়ানটা ছুরি হাতে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার মুখ লক্ষ্য করে কোপ মারল। মাথা নিচু করে ওটা কাটিয়ে ওর চোয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে আমি ঘুরেই ঘোড়ার পিঠে ওঠার জন্যে ঝাঁপ দিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, দেখলাম ওটা ওখানে নেই। অদৃশ্য হয়েছে ওটা।'

'হায় কপাল!' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল জেরি। 'তারপর?'

ব্রায়েন ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হলো।

'আর একটা ইন্ডিয়ান কোথা থেকে যেন মুগুর হাতে ওখানে এসে হাজির হলো। সে আমাকে কয়েকটা এলোপাতাড়ি বাড়ি মেরে শেষে মাথার ওপর একটা মোক্ষম বাড়ি বসাল। বেহুঁশ হয়ে আমি পড়ে গেলাম। আমার ধারণা প্রায় ভোরের দিকে আমার জ্ঞান ফিরে এলো। কান পেতে শুনলাম চারদিক নিস্তব্ধ। চোখ খুলে ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম ওখানে কোন ইন্ডিয়ান নেই। ওরা চলে গেছে বটে, কিন্তু চারপাশে রেখে গেছে অসংখ্য নারী-পুরুষ আর বাচ্চার লাশ। বিভৎস একটা দৃশ্য। থেঁতলানো মুখগুলোর মাথা থেকে চামড়া সহ চুল কেটে নেয়া হয়েছে।'

পিট মুখ ফিরিয়ে নিল; জেরি আড়ষ্ট হলো।

'নরকের শয়তান ওরা,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সে।

'তুমি বলেছিলে ওই মেয়েটাকে আবার দেখেছ,' মনে করিয়ে দিল হার্প।

'হ্যাঁ, ওর কথা আমি প্রায় ভুলেই গেছিলাম। যাহোক, আমি যখন ওখানে শুয়ে ছিলাম তখন দেখলাম দুদিক দিয়ে নিচের দিকে ঝুলানো গোঁফওয়ালা একটা লম্বা লোক ওখানে ঘুরেঘুরে লাশগুলো পরীক্ষা করে– '

'সাদা লোক?' ওর কথায় বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ। সে প্রত্যেকটা পকেট হাতড়ে যার কাছে যা পেল সব নিজের পকেটে ঢোকাল। সে যখন আমার থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে তখন দেখলাম একটা লাশের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিল লোকটা।'

'আমি যদি কোনদিন ওই খটাশটার মুখোমুখি হই,' রাগে ঠোঁট পাতলা করে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জেরি বলল, 'তাহলে শয়তানটার কলজে কেটে নেব আমি!'

'তুমি আর আমি দুজনেই,' সায় দিল পিট।

'আমার ইচ্ছা তোমাদের আগে আমার সাথেই ওর দেখা হোক,' কঠিন স্বরে বলল ব্রায়েন। 'ওর চেহারা আমার চিরদিন মনে থাকবে, এবং একদিন না একদিন ওর দেখা আমি নিশ্চয়ই পাব। তখন আমি–'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল জেরি।

'অবশ্যই,' বলল সে।

'বারবার তোমাকে জিজ্ঞেস করতে খারাপ লাগছে, ব্রায়েন,' হার্প এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেল।

'ওহ, তুমি ওই মেয়েটার কথা বলছ? আমি এখন আবার ওর কথাতেই ফিরে আসছি। মাথা থেকে রক্ত বেয়ে আমার চোখে পড়ছিল বলে ওই অচেনা লোকটা কি করছে দেখার জন্যে আমাকে বারবার চোখ মুছে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নিতে হচ্ছিল। তবু কিছুক্ষণের জন্যে সে আমার চোখের আড়াল হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে আবার দেখতে পেলাম। লোকটা ঘোড়ার পিঠে ছিল; ওর দুহাতে পাঁজাকোলা অবস্থায় ছিল মেয়েটার অসাড় দেহ। সে পশ্চিম দিকে রওনা হলো। লোকটা বা মেয়েটাকে তখনই আমি শেষ দেখেছি, এরপর আর দেখতে পাইনি।

boighar.com

প্রায় এক ঘণ্টা পরে দেখলাম একটা মিউল মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে আসছে। আমি ওটাকে ধরে কোনমতে ওর ওপর চড়ে বসলাম। ব্যস এইটুকুই আমার মনে আছে।'

'তাহলে তোমার ওপর দিয়ে অনেক ঝামেলা গেছে,' মন্তব্য করল পিট।

'তা ঠিক। কিন্তু ধরো তোমরা যদি ওই সময়ে ওখানে হাজির না হতে, তাহলে আমার অবস্থা কি হত সেটা ভেবে দেখেছ?'

'মেয়েটার কপালে কি ঘটেছে বলে তোমার ধারণা, হার্প?' প্রশ্ন করল জেরি। 'ওই খটাশটা যদি মেয়েটাকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে থাকে তাহলে নির্ঘাত পেনফিল্ডেই গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওর কথা সমর্থন করল হার্প। 'তবে মরমনরা যত খারাপই হোক, মেয়েটা ইন্ডিয়ানদের হাতে পড়ার চেয়ে এটাই বরং ওর জন্যে ভাল হয়েছে,' বলল সে। 'এটা আমি বুঝতে পারছি না, ইন্ডিয়ানরা হঠাৎ ওই ওয়্যাগন ট্রেইনটা আক্রমণ করতে গেল কেন। বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর কি এমন ঘটল যা ওদের এভাবে খেপিয়ে তুলল?'

'এটা বোঝা তো পানির মত সহজ। পাইয়ুটদের সম্পর্কে যেসব গল্প আমি শুনেছি তাতেই বুঝেছি, ওরা অত্যন্ত চতুর এবং ধৈর্যশীল। আমার তো মনে হয় ওরা একটা ভাল দাঁও মারার অপেক্ষায় এতদিন চুপচাপ বসে ছিল। যেই দেখেছে বড় একটা ওয়্যাগন ট্রেইন যাচ্ছে তখনই ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে।'

'হতে পারে।'

'ইন্ডিয়ানদের কথা কিছুই বলা যায় না,' মন্তব্য করল ব্রায়েন। 'আমার এটুকুই সান্ত্বনা যে মিস নেলসন ওদের হাতে নেই। আমি অবশ্য জানি না মরমনরা ওর সাথে কেমন ব্যবহার করবে।'

'মেয়েটার পদবি কি বললে? নেলসন?' উত্তেজিত স্বরে চট করে প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ, ওর প্রথম নাম লরা। ওকে তুমি চেনো?'

'লরা নেলসন?' পুনরাবৃত্তি করল হার্প। 'তাই বলেছ না তুমি?'

'হ্যাঁ, কেন?'

সঙ্গেসঙ্গে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল হার্পের চেহারা। একটা কথাও না বলে সোজা ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

ওরা তিনজন অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে চাইল।

'এর মানে কিছু বুঝলে?' পিটের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল জেরি।

'ওর চেহারাটা লক্ষ করেছিলে?' জিজ্ঞেস করল ব্রায়েন।

'তুমি ব্রায়েনের সাথে এখানে থাকো,' পিটকে বলল জেরি। 'হার্পকে ধরতে যাচ্ছি আমি। জানতে চাই হঠাৎ ওর কি হলো।'

ছুটে বেরিয়ে গেল সে। দেখল হার্প দ্রুতপায়ে ঘোড়ার দিকে এগোচ্ছে। 'স্যাম!' চিৎকার করল জেরি। 'একটু দাঁড়াও!'

কালো পোশাক পরা লোকটা ওর চিৎকার শুনতে পাওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ

করল না। সে সোজা অপেক্ষমাণ কালো ঘোড়াটার কাছে গিয়ে থামল। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে কোরাল ছেড়ে বেরিয়ে উত্তর দিকে ছুটল সে। ছুটে কোরালে ঢুকে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল জেরি। ঘোড়াটা খেলার ছলে ওকে কাটিয়ে দূরে সরে গেল। জেরি হাত তুলে ওকে শাসিয়ে ধরার জন্যে ওর পিছু নিল। শেষ পর্যন্ত ওকে ধরে গালাগালি করতে করতে ওর পিঠে জিন চাপাল। ঘোড়াটা ধৈর্য ধরে ওর বকাঝকা নীরবেই সহ্য করল। ঘোড়া সাজা হলে জিনে চেপে জেরিও ছুটল উত্তর দিকে কালো ঘোড়াটার পিছনে।

বাওডির সাথে অন্যান্য মরমন বন্দীকে একটা বাঙ্কহাউসে বেড়া দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ওটাও ওদেরকে দিয়েই তৈরি করানো হয়েছে। বেড়াটা ছিল ম্যাক আর্থারের আইডিয়া এবং মরমনরাও এতে বরং খুশিই হয়েছে যে ম্যাক বেশ বড় একটা এলাকা ঘিরেই ওটা খুব উঁচু করে তৈরি করিয়েছে। ওটা এত উঁচু যে রাইফেল হাতে গার্ডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেড়া বেয়ে উঠে কেউ পালাতে পারবে না; বাঙ্কহাউসের উঁচু ছাদে বাতাস চলাচলের জন্যে কিছু ফাঁক ফোকর রাখা হয়েছে, কিন্তু ওদিক দিয়ে বেরিয়ে পালাবার কোন উপায় নেই। বেড়া দেয়া এলাকাটা বেশ বড় হওয়ায় ওরাও খুশি, কারণ সারাদিন একটা বন্ধ ঘরে না কাটিয়ে এতে একটু খোলা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করার সুযোগ ওরা পায়।

রুবেনের মাঠে বেশ কিছু খাটাখাটনির কাজ শেষ করে মরমনরা বিশ্রাম নিচ্ছিল, এই সময়ে ঘোড়ার খুরের এগিয়ে আসার শব্দে কৌতূহলী হয়ে ওরা কয়েকজন বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। হার্পকে আসতে দেখে ওরা আবার ফিরে গেল। প্রথমে র‍্যাঞ্চ থেকে উত্তরে রওনা হলেও পরে দিক পাল্টে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়েছে সে। ঘোড়া থামিয়ে নিচে নেমে রাইফেলধারী গার্ডের নডের জবাবে সেও গম্ভীর চেহারায় নড করল। তারপর নিজের গান বেল্টটা একটু উঁচিয়ে নিয়ে গার্ডকে পাশ কাটিয়ে গেইট খুলে ভিতরে ঢুকল হার্প। প্রায় একই সময়ে মুখে ফেনা ওঠা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ওখানে পৌঁছল জেরি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেই ওর পিছনে ছুটল। ওদের পিছন পিছন ম্যাকও বেড়ার ভিতরে ঢুকল।

'ব্যাপারটা কি? কি ঘটেছে?' জেরির পাশে পৌঁছে জানার দাবি জানাল ম্যাক।

'জানি না। জানতে হলে হার্পকে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

ঘুরে বাঙ্কহাউসের দরজার সামনে এসে থামল ওরা। হার্প তার বুড়ো আঙুল দুটো গান বেল্টে গুঁজে বাওডির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বাওডির চেহারায় ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এরই মধ্যে সে দুবার হার্পের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। আরও একটা মার খেতে হবে এই আশঙ্কাতেই ওর চেহারা এমন হয়েছে।

'আমি তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি,' কঠিন স্বরে বলল হার্প। বাওডি একটু যেন আশ্বস্ত হলো। 'গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে ঝোলানো একটা পাতলা গড়নের লোককে তোমরা কেউ চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল বাওডি।

'ওই লোকটা কি মরমন?'

boighar.com

ষণ্ডামার্কা লোকটা মাথা নাড়ল।

'লোকটার নাম কি?'

'ক্রদার্স–রুফাস ক্রদার্স,' বলল সে।

'ভাল, কিন্তু লোকটা থাকে কোথায়?'

'ওর ছাপরা পেনফিল্ডের প্রায় তিরিশ মাইল উত্তরে।'

'অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশে; ওখান থেকেই তো পাহাড়ের উঁচু জমি শুরু হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওখানেই সে থাকে।'

'এই ক্রদার্স লোকটা কি করে?'

'জানি না, আমি শুধু এটুকু জানি যে মাঝেমাঝে সে বিশপ জেরাল্ডের জন্যে এটা-ওটা কাজ করে দেয়।' এতক্ষণে লোকটার চেহারা থেকে পাণ্ডুর ভাবটা বিদায় নিয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। আশ্বস্ত হয়ে বাওডি এবার বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। জেরি আর ম্যাককে দেখে থেমে দাঁড়াল হার্প।

'কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করল ম্যাক। 'কি নিয়ে আলাপ হলো?'

হার্প মাথা নেড়ে ওদের পাশ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। জেরি ওর পিছন পিছন ছুটে বেরিয়ে এসে হার্পের হাত ধরে ওকে থামাল।

'হয়ত এর মধ্যে আমার নাক গলানো ঠিক হচ্ছে না,' রাগের সুরে বলল জেরি, 'কিন্তু যদি তুমি স্বেচ্ছায় কোন ঝামেলায় জড়াতে রওনা হয়ে থাকো, তাহলে আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।'

ম্যাক আর্থারও বেরিয়ে এসে ওদের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে দ্রুতপায়ে কোথাও গেল।

'তোমার কি জীবনের প্রতি এতই বিতৃষ্ণা এসে গেছে?' প্রশ্ন করল হার্প।

'তোমার চেয়ে মোটেও বেশি নয়,' পাল্টা জবাব দিল জেরি।

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল হার্প। জেরিও দেরি না করে নিজের ঘোড়ায় চাপল। ব্ল্যাকি এগোতে শুরু করল; জেরির ঘোড়াও ওর সাথে তাল মিলিয়ে পাশাপাশি এগোচ্ছে। পিছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দে ওরা ফিরে তাকাল। দেখল বাম দিক থেকে ম্যাক তার ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসে হার্পের পাশে ভিড়ল।

'তুমি আবার কোথায় চলেছ?' জানতে চাইল হার্প।

সহজ ভাবে হেসে ম্যাক আর্থার জবাব দিল, 'তোমাদের সাথেই যাচ্ছি।'

স্পারের খোঁচায় কালো ঘোড়াটাকে জোরে ছুটাল হার্প। পিছনে পড়ে থাকতে নারাজ ওর সঙ্গী দুজনও ঘোড়ার বেগ বাড়াল।

ঘাড় ফিরিয়ে হার্প বলল, 'আমি পেনফিল্ডে ঢুকতে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে!' চিৎকার করে বলল জেরি। 'আমরাও যাচ্ছি তোমার সাথে!'

কালো ঘোড়াটা এবার সঙ্গী দুজনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করল। কিন্তু ওরাও নাছোড়বান্দার মত ঘোড়ার পিঠে রেসের জকির মত ঝুঁকে হার্পের পিছনে আঠার মত লেগে থাকল।

মাইলের পর মাইল ওদের পিছনে পড়ে রইল। বিস্তৃত রেঞ্জে এখন কেবল একই গতিতে ছোটা ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

তেরো

বিশপ জেরল্ড তার বাড়ির সামনে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে লাগাম ছুঁড়ে দিয়ে চাকা লাগানো গেইট ঠেলে ভিতরে ঢুকে বাড়ির পিছন দিকের সুরক্ষিত বাগানের দিকে ক্ষণিক গৌরবের সাথে তাকিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সে বাড়ি ঢোকার সাথে সাথে পিছন দিকে কোথাও একটা দরজা সশব্দে বন্ধ হলো।

রাস্তার ওপাশে রবার্ট জেসাপ তার দোতলার জানালার পাশে বসে ছিল।

'কালো দাড়িওয়ালা শয়তানটা!' বিড়বিড় করে বলে সে মাথা নাড়ল।

রাস্তার উল্টো দিক থেকে দুজন লম্বা কালো কোট আর কালো হ্যাট পরা লোককে এগিয়ে আসতে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হলো। ওদের চিনতে পেরেছে সে।

'রবিন আর রনি,' আপন মনেই বলল সে।

আগ্রহের সাথে ওদের ওপর নজর রাখল রবার্ট। ওরা বিশপের বাড়ির সামনে এসে থেমে ঘুরে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে কোন কথা হলো না; কিন্তু ওরা দুজনেই রাস্তা পার হয়ে সোজা রবার্টের বাড়ির দিকে এগোল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে নিচে নেমে এলো। দরজার ওপর জোরে নক করার শব্দ শুনতে পেল সে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল রবার্ট। রবিন নড করে শুভেচ্ছা প্রকাশ করল।

'বিশপ আমাদের ডেকে পাঠিয়েছে,' জানাল সে।

'তাই নাকি!'

রনির চেহারা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর আর চিন্তিত দেখাচ্ছে।

'আমাদের কাছে সে আবার কি চায়?' জানতে চাইল রবার্ট।

কাঁধ উঁচাল রবিন।

'আমাদের সাথে তোমার যাওয়াই ভাল,' বলল সে। 'জানোই তো কেউ তাকে অসন্তুষ্ট করলে সে কেমন খেপে ওঠে।'

'তুমি আমাদের সাথে যাচ্ছ তো?' প্রশ্ন করল রনি।

'আমি আমার হ্যাটটা নিয়ে আসছি,' বলে রবার্ট ঘরের ভিতরে ঢুকে পর মুহূর্তেই হ্যাট মাথায় বেরিয়ে এলো। 'চলো যাই।'

নীরবে রাস্তা পার হয়ে ওরা গেইট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ওরা এক লাইন করে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, এই সময়ে পিছন থেকে রনির ডাকে বাকি দুজন থামল।

'আমাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া উচিত যে আমরা শক্ত থাকব,' নিচু

boighar.com

স্বরে বলল সে।

সবার আগে ছিল রবার্ট। রনির দিকে চেয়ে সে হেসে বলল, 'সেটা আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি, যে কারও কোন অযৌক্তিক প্রস্তাবই আমরা মেনে নেব না।'

আবার নিঃশব্দে এগিয়ে ওরা বাড়ির পিছনের দরজায় হাজির হলো। ওখানে থেমে রবার্টই দরজায় নক করল। আড়চোখে চেয়ে সে দেখল, রবিন আর রনি দুজনের চেহারাই এখন ফেকাসে হয়ে গেছে। ভিতর থেকে ভারী পায়ের শব্দ শোনা যাওয়ার পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল। মিচেল ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ওরা এসে গেছে, বিশপ।'

'ওদের ভিতরে নিয়ে এসো,' ওদিক থেকে বিশপের রুক্ষ স্বর ভেসে এলো

'তোমরা ভিতরে এসো,' বলে, দাঁত বের করে হেসে দরজা পুরো খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল মিচেল।

নিজেদের হ্যাট হাতে নিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকল। বিশপ ওদের জন্যে রান্নাঘরের বিশাল টেবিলে অপেক্ষায় বসে ছিল। মুখ তুলে চেয়ে সে কেবল একটা নড করল। পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ওরা শুনতে পেল।

'তোমরা বোসো,' রুক্ষ স্বরে বলল বিশপ।

ঘরের কোনায় রাখা একটা ছোট টেবিলের ওপর হ্যাট রেখে ওরা বিশপের উল্টো দিকে রাখা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বিশপের খুদে চোখ দুটো ওদের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে গেল। রবিন আর রনি বিশপের কঠিন নিরীক্ষার সামনে নিজেদের চোখ সরিয়ে রেখে সেটা এড়িয়ে গেল। রনি নার্ভাস ভাবে কেশে উঠল, কিন্তু রবিনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ওর কাশি সাথে সাথে থেমে গেল।

'বার্ক কোথায়?' জানতে চাইল বিশপ।

কেউ ওর কথার জবাব দিল না। কেবল রবার্টই তার চোখ সরিয়ে নেয়নি; বিশপের দিকেই ধৈর্যের সাথে চেয়ে আছে সে, কিন্তু ওর চোখে ভয়ের কোন চিহ্ন নেই। ভুরু কুঁচকাল বিশপ।

'মিচেল!' সে তীক্ষ্ণ স্বরে হাঁকল।

'বলো, বিশপ?'

'তুমি বার্ককে খবর দিতে ওর বাসায় যাওনি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়, কিন্তু সে বাসায় ছিল না।'

'একথা তুমি আমাকে আগে জানাওনি কেন?'

'আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু—'

'এখন আর বলে কোন লাভ নেই। বেরিয়ে যাও তুমি!'

আর একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। বিশপের রাগান্বিত চোখ লোকটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করে আবার সামনে বসা লোকজনের দিকে ফিরল।

'রবার্ট!'

'বলো?'

'বার্কের এই অদৃশ্য হওয়ার বিষয়ে তুমি কিছু জানো?'

'কিছুই না,' শান্ত স্বরে জবাব দিল সে। একটু নড়েচড়ে রবার্ট চেয়ারের আরও ভিতরে ঢুকে বসল। 'গতবার তোমার এখানে ওকে দেখার পর ওর সাথে আমার আর দেখা হয়নি।'

চোখ পাকিয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল বিশপ।

'বার্ক যে অদৃশ্য হয়েছে,' শান্ত স্বরে বলে চলল রবার্ট, 'এতে তোমার অবাক হওয়ার কিছুই নেই। তাছাড়া এই অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে অদৃশ্য কথাটা ঠিক খাটে না।'

'তাই নাকি!'

'ওর অনুপস্থিতিতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। আমি এটাই আশা করেছিলাম। এবং আমার ধারণা, তুমিও তাই আঁচ করেছিলে। কোন সন্দেহ নেই যে, সে সল্ট লেক সিটিতেই গেছে।'

'হুম, বুঝলাম!'

'তোমার মনে রাখা উচিত, বিশপ জেরল্ড,' বলে চলল রবার্ট, 'আমরা যারা চার্চের বিভিন্ন পদে নিযুক্ত আছি, তারা প্রত্যেকেই গির্জার অত্যন্ত অনুগত–কোন মানুষের প্রতি নয়। সুতরাং, তুমি জানো আমরা সবাই কেবল সল্ট লেক সিটির কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য; তোমার কাছে নয়। যখন আমাদের কোন সদস্যের কারও কাছে গির্জার কোন আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে ধরা পড়ে, তখন সেই সদস্যের জন্য ব্যাপারটা সল্ট লেক সিটিকে অবগত করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আমার বিশ্বাস ব্রাদার বার্ক ওই কাজেই সিটিতে গেছে।'

ক্ষিপ্ত বিশপ জেরল্ড রাগে আড়ষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারছে না।

'তাহলে তুমি নিজে কেন কথাগুলো ওদের জানাতে যাওনি? আমার কাপুরুষ বন্ধু?' বিশপের স্বর বিষাক্ত তিক্ততায় ভরা।

রবার্ট কেবল একটু নড়েচড়ে বসল; কোন জবাব দিল না।

'জবাব দাও!' গর্জে উঠল জেরল্ড।

ওর দিকে চোখ তুলে অকম্পিত স্থির দৃষ্টিতে তাকাল রবার্ট।

'এর কারণ, বিশপ জেরল্ড,' শান্ত স্বরে বলল সে, 'আমি মনে করি নিজের নিরাপত্তার চেয়ে চার্চের প্রতি আমার কর্তব্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

শীতলভাবে একটু হাসল বিশপ।

'তোমার এই কর্তব্যবোধ সত্যিই মনকে স্পর্শ করে বটে,' ঠাট্টার সুরে বলল সে।

ওর কথায় রবার্টের কোন ভাবান্তর হলো না। সে শান্ত স্বরেই বলল, 'উপরন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এইভাবে চললে তোমার এই প্রচণ্ড নৃশংসতাই একদিন তোমার পতন ঘটাবে। সেক্ষেত্রে এখানে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন অনেক বেশি জরুরী। কারণ, চার্চে পদমর্যাদায় এখন তোমার পরেই আমার স্থান।'

আবার আড়ষ্ট হলো বিশপ।

boighar.com

'সময়ে যদি সত্যিই কখনও আমার পতন ঘটে,' আবেগহীন স্বরে বলল সে, 'তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে, আমার পক্ষে বহাল হওয়ার জন্যে সেদিন তুমিও জীবিত থাকবে না।'

কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল রবার্ট।

'ধর্মের জন্যে আমার ভাই নিজের জীবন দান করেছে। বিশ্বাস করো, প্রয়োজন হলে আমিও তাই করব। একটুও কুণ্ঠা বোধ করে ভয়ে কুঁকড়ে যাব না। তারই মত ভাগ্যকে আমি নির্দ্বিধায় মেনে নেব।'

প্রচণ্ড রাগে বিশপের ঠোঁট কুঁকড়ে উঠল।

'বেরিয়ে যাও!' গর্জে উঠল সে। 'তোমাদের কাউকেই আমার দরকার নেই।'

তিনজন ধর্মযাজকই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীর পায়ে পিছিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে নিজেদের হ্যাট সংগ্রহ করে দরজার দিকে ফিরল। বিশপ হঠাৎ উঠে ছুটে ওদের পেরিয়ে গিয়ে দুহাতে দরজা আগলে দাঁড়াল।

'আমার কথা শোনো!' চিৎকার করে বলল সে। 'আজ থেকে আমিই হচ্ছি পেনফিল্ডের একমাত্র কর্তা। এতে কারও কোনরকম হস্তক্ষেপ করা আমি সহ্য করব না। যেসব আইন আমি বেঁধে দেব সেগুলোর একটাও লঙ্ঘন করা হলে তোমাদের তিনজনকে দায়ী করা হবে। এবং যে সাজা একজনকে দেয়া হবে সেই একই সাজা বাকি দুজনও ভোগ করবে! এখন যাও! দূর হয়ে যাও!'

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজাটা পুরো খুলে দিল। ফেকাসে মুখে রনি একটু ইতস্তত করে সামনে পা বাড়িয়ে আবার থেমে দাঁড়াল। জেরল্ড ওর হাত ধরে ওকে ঠেলে বের করে দিল। রবিন পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ক্ষিপ্র হাতে ওর কোটের কলার ধরে ওকেও ঠেলে বের করে ওকে লাথি মারল। হ্যাট হাতে ধীর পায়ে আগে বাড়ল রবার্ট। নিজের অজান্তেই সে হ্যাটের প্রান্ত শক্ত করে ধরেছে। ঘুরে দাঁড়াল বিশপ। ওর চোখে চোখ রাখল রবার্ট।

'রবার্ট,' এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল বিশপ, 'আর দুজনের সাথে আমি যে ব্যবহার করেছি তোমার সাথে একই ব্যবহার আমি করব না এখন। কারণ তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে–একটা কর্তব্য তোমাকে পালন করতে হবে।'

ধর্মযাজকের ভুরু সামান্য একটু কুঁচকাল।

'এই রোববার,' বলে চলল বিশপ, 'তোমাকে আমার জন্যে শেষ একটা কাজ করতে হবে। আমি দুটো স্ত্রী গ্রহণ করব, ওদের একজন হচ্ছে অ্যানি হল্ আর অন্যজন লরা নেলসন। তুমি এর সব কাগজপত্র ঠিক করে বিয়ে পড়িয়ে ওগুলো সই করবে।'

'ওই দুটো মেয়ে, ওরা কি মরমন ধর্ম গ্রহণ করেছে?'

'ওই নিয়মটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরা হবে না।'

'তাই যদি হয়, তবে তোমার ইচ্ছা পুরোন করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বিশপ জেরাল্ড। তুমি তো জানো যে, মরমন বিয়ের আইনে–'

বিশপের চোখদুটো জ্বলে উঠল।

'আমি যা বলব সেটাই এখানকার আইন!'

অটল থাকল রবার্ট। 'হয়ত,' শান্ত স্বরে বলল সে,'তুমি হয়ত এখানকার আইন হতে পারো, শুধু এখানে কেন, হয়ত সবখানেই তুমি তোমার নিজস্ব আইন খাটাতে পারো, কিন্তু গির্জায় কেবল একজনের আইনই চলে–ঈশ্বরের। এর কোন বিকল্প নেই।'

জেরল্ডের ঠোঁট জোড়া চেপে বসল। অন্ধ রাগে সে রবার্টকে এলোপাতাড়ি ভাবে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করতে শুরু করল। টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল রবার্ট। ওর হাত থেকে হ্যাটটা ফস্কে মেঝের ওপর পড়ল। মাথা তুলল যাজক; ওর ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। ধীরে নিজেকে জোর করে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। রক্ত দেখে মোহিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিশপ। রবার্টের চিবুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়া দেখছে সে। রক্তের ধারা অনুসরণ করে বিশপ দেখল রক্ত যাজকের শার্টের বুকের কাছে একটা ছোট গোল লাল দাগ জ্বলজ্বল করছে। ওদিকে আরও খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে নিজের ডান হাত চোখের সামনে তুলে ধরে অবাক হয়ে সে চেয়ে দেখল ওর হাতের গাঁটে লম্বা সুতার মত একটা লাল দাগ দেখা যাচ্ছে। রবার্ট আড়ষ্টভাবে ঝুঁকে নিজের হ্যাটটা তুলে নিয়ে সাবধানে ওটা কোটের হাতায় ঘষে পরিষ্কার করে মাথায় চাপাল। এগিয়ে দরজার সামনে এসে সে একটু থামল। নীরবেই ওদের চার চোখ আবার মিলল। তারপর দ্রুতপায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলো সে।

বিশপ জেরল্ড রান্নাঘরে পায়চারি করছে; আর মাঝেমাঝে অস্থির ভাবে মাথা নাড়ছে।

'বোকা,' বিড়বিড় করে গালি দিল সে। 'ও যা চেয়েছিল আমি ঠিক সেটাই করেছি । এর বদলে সে যদি আমাকে আঘাত করত সেটা অনেক ভাল হত।'

প্রচণ্ড শব্দ তুলে কয়েকটা ঘোড়া ছুটে আসার খুরের আওয়াজ ওর কানে পৌঁছল। রাস্তা ধরেই ওরা এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

'বিশপ!' রাস্তা থেকে মিচেলের চিৎকার শোনা গেল। 'বিধর্মী আসছে!'

জেরল্ডের চেহারা বিবর্ণ হলো। ছুটে এগিয়ে দরজার পাশে ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা ক্লসিটের পর্দা সরিয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে সে একটা শক্তিশালী রাইফেল বের করে আনল। তারপর ঘুরেই রাস্তার দিকে ছুটল। সরু রাস্তা ধরে ছুটে এগোবার সময়ে গেইটের কাছে মিচেলের সাথে জোর একটা ধাক্কা খেল।

'ওটা ওই হার্প লোকটাই আসছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'ওকে আমি এক মাইল দূর থেকেও চিনতে পারব। সে তার বিশাল কালো ঘোড়ায় চড়েই আসছে! রাস্তার শেষ মাথায় কোনার দিকে তাকাও। ওকে দেখতে পাচ্ছ?'

বিশপের চোখ ওর আঙুলের নির্দেশিত দিক অনুসরণ করে তাকাল। ক্ষণিকের জন্যে তিনজন অশ্বারোহীকে রাস্তা ধরে ছুটে এগিয়ে আসতে দেখল। শক্ত হাতে রাইফেল আঁকড়ে ধরল বিশপ।

'আমার পাশে তোমার শুয়ে পড়া ভাল,' মিচেল বলল ওকে।

খোলা গেইটের পিছনে শুয়ে রাইফেল উঁচিয়ে ওরা তৈরি থাকল; মিচেল বলে

boighar.com

উঠল, 'ওদের অন্তত দুজনকে আমরা ঘায়েল করতে পারব। ওরা আর একটু কাছে এলেই আমরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করব।'

মাথা সামান্য একটু তুলে উঁকি দিল বিশপ। একটা পরিচিত আকৃতি ওর চোখে পড়ল; রবার্ট জেসাপ তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যাজকের দৃষ্টি রাস্তার ওপর নিবদ্ধ বলেই মনে হলো। এখন বাইরে রাস্তার ওপর রেখে আসা বিশপের ঘোড়াটা বাঁকা হয়ে ঘুরে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। ওটা ছুটে আসা খুরের প্রচণ্ড শব্দে ভয় পেয়েছে। ঘোড়াটা এবার ফুটপাতের ওপর উঠে মাটিতে গাঁথা বেড়া ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে একটা চক্কর দিয়ে বাগানটাকে খুরের তলায় তছনছ করে সে গেইটের দিকে ছুটল।

একটা গালি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভয় দেখাতে ঘোড়াটার দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রাইফেল তাক করল মিচেল। ওটা থেমে দাঁড়িয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে ছুটে এক লাফে বেড়া টপকে অদৃশ্য হলো। এখন তিনজন আরোহীর ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত এগোনোর শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠল।

'ওরা এসে গেছে!' চিৎকার করে জানাল মিচেল।

দুজনেই রাইফেল উঁচাল। ঘোড়াগুলো বিশপের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে।

'ওদের শেষ করে ফেলো!' উত্তেজিত স্বরে চেঁচাল মিচেল।

একসাথে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ওরা পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো। দুজনের রাইফেল একই সাথে বিস্ফোরিত হলো, কিন্তু ওরা দুজনই লক্ষ্যে গুলি লাগাতে ব্যর্থ হলো। একটা বুলেটে বেড়ার খুঁটি ভেঙে চৌচির হয়ে নিষ্ফল ভাবে তছনছ করা বাগানে ছড়িয়ে পড়ল; রবার্টের নিচের তালার একটা কাঁচের জানালা ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। ততক্ষণে ঘোড়সওয়ার তিনজন বিশপের বাড়ি পেরিয়ে এগিয়ে গেছে।

'ড্যাম!' খেপে বলে উঠল মিচেল।

বিশপকে পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো সে। জেরল্ডও ওর পিছু নিল। রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে দুজনেই আবার গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু মিস করল। কালো ঘোড়ার আরোহী জিনের ওপর ঘুরে বসে ওদের লক্ষ্য করে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল। একটা মিস হলো, কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা মিচেলের বাম কাঁধে লাগল। বিশপ সাবধানে তাক করে গুলি ছুঁড়তে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার আগেই ওরা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো।

'আমাদের কপালটাই খারাপ!' রাইফেল ফেলে কাঁধ চেপে ধরে আক্ষেপ প্রকাশ করল মিচেল।

বিশপ কোন কথা বলল না। ধীরে ঘুরে আড়ষ্ট হলো মিচেল। বিস্ফারিত চোখে স্থির দাঁড়িয়ে রাস্তার উল্টোপাশে চেয়ে রইল সে।

'বিশপ!' বলে ঢোক গিলল মিচেল।

'কি হলো? বেশি আহত হয়েছ?'

'ধর্মযাজক!' আবার ঢোক গিলে আঙুল তুলে দেখাল। 'রবার্ট, ওই দেখো!'

আড়চোখে মিচেলের দিকে একবার চেয়ে রবার্টের বাড়ির দিকে তাকাল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রবার্ট; এখন হাত-পা ছড়িয়ে সে দরজার কাছে সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর অদ্ভুত রকম ভারী স্বরে মিথ্যা বলল বিশপ, 'হ্যাঁ, ওরা রবার্টকে মেরে ফেলেছে!'

কাজটা যে সে নিজেই করেছে তা সম্পূর্ণ চেপে গেল বিশপ।

'বেচারা রবার্ট,' মন্তব্য করল মিচেল, 'খুব সৎ ছিল সে।' শোক প্রকাশ করে মাথা নাড়ল লোকটা।

বিশপের ঘোড়াটা এতক্ষণে রাস্তা ধরে ফিরে এলো। ওদের সামনে থেমে, মৃদু একটা চিঁহি ডাক দিয়ে বিশপের বাহুতে নাক ঘষল ওটা। ভীষণ ভয় পাওয়ার পর একটু আদর আর সান্ত্বনা খুঁজছে।

আদর করে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করে হাতের রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো খাপে ভরে রেখে লাগাম ধরে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল বিশপ। হাঁটুর চাপে ওকে আগে বাড়ার নির্দেশ দিয়ে রাস্তা ধরে ধীর গতিতে এগোল সে। বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে পুরো এক মিনিট চেয়ে থাকার পর রাইফলটা তুলে নিয়ে কাঁধ উঁচিয়ে গেইট দিয়ে ধীর পায়ে রবার্টের দিকে এগোল মিচেল। ওর নিজের কাঁধের জখমটা মারাত্মক না হলেও ওটার পরিচর্যা দরকার। কিন্তু তার আগে যাজকের কি অবস্থা সেটা জানা প্রয়োজন।

বিশপ জেরল্ড ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছনে ঘুরে তাকিয়ে দেখল রবার্টের নিথর দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মিচেল। দেহটাকে সে চিত করল। সন্তুষ্টির একটা ক্ষীণ নিষ্ঠুর শীতল হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে সোজা উত্তরে রওনা হলো সে।

মাঝপথে একটু থেমে কোটের পকেট থেকে তাজা কার্তুজ বের করে রাইফেলে ভরে নেয়ার সময়ে আবার একটু হাসল।

মিচেল তার হ্যাটটা আঙুল দিয়ে উপরে ঠেলে দিয়ে লাশটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে ভুরু কুঁচকে ওর রক্তাক্ত শার্টের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। শার্টের ওপর দুটো রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে। রক্তের নতুন দাগটা এখনও ধীরেধীরে বড় হচ্ছে। মাথা নেড়ে সে তার চিবুক চুলকাল।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'রাইফেলের গুলিতে নিহত হয়েছে রবার্ট। আমাদের দিকে যারা গুলি ছুঁড়েছিল তারা সবাই পিস্তল ব্যবহার করছিল। রাইফেল কেবল বিশপ আর আমার কাছেই ছিল।'

ধীরে উঠে দাঁড়াল মিচেল।

'আমাদের দুজনের কারও হাতেই মারা পড়েছে রবার্ট। আমার কাজ এটা নয়, কারণ আমি রাস্তার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছিলাম। তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াচ্ছে? বিশপই বুদ্ধিমানের কাজ করেছে; সময় থাকতে সরে পড়েছে। আমারও তাই করা উচিত। আর কেউ যাজকের জন্যে যা করার করুক।'

উঠে দাঁড়িয়ে সে রাস্তা দিয়ে সোজা হাঁটা শুরু করল।

boighar.com

চোদ্দ

রুফাসের ছাপরার কাছাকাছি এসে বিশপ জেরল্ড তার ঘোড়া থামাল। ছাপরার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে খুশি হয়ে উঠল সে। যাক, লোকটা তাহলে বাড়িতেই আছে–মনেমনে ভাবল ও।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে রাইফেলটা বের করতে গিয়েও ওটা আবার খাপেই রেখে দিল বিশপ। কোটের বোতামগুলো খুলে দিল সে; কালো বেল্টের তলায় গোঁজা পিস্তলের মাথাটা এখন দেখা যাচ্ছে। পিস্তলের বাঁটটা একবার ছুঁয়ে আশ্বস্ত হয়ে ধীর পায়ে ছাপরার দিকে এগোল ও।

তিরিশ ফুট দূরে থাকতেই সে লক্ষ করল যে ছাপরার দরজাটা বন্ধ। থেমে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে আবার আগে বাড়ল। কিন্তু দরজার দিকে না গিয়ে ঘুরে ঘাসের ওপর দিয়ে ছাপরার পিছন দিকে এগোল। বাড়ির কোনায় পৌঁছে নিঃশব্দে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে জানালার কাছে পৌঁছে সাবধানে ভিতরে উঁকি দিল। কামরাটা খালি, ভিতরে কেউ নেই। একপাশে স্টোভে পানি গরম হচ্ছে। ঘুরে সামনের দরজায় পৌঁছে হাতল ঘুরিয়ে দেখল দরজাটা খোলাই আছে। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ঠেলে দরজা আরও ফাঁক করল।

'রুফাস,' দরজার কাছ থেকেই ডাকল সে।

কোন জবাব এলো না। ভিতরে ঢুকল বিশপ। চারদিকে চেয়ে দেখল কোনায় দেয়ালের কাছে রাখা বাঙ্কের ওপর নোংরা একটা দুমড়ানো কম্বল পড়ে আছে; কামরার মাঝখানে একটা টেবিলের পাশে একটাই মাত্র চেয়ার রয়েছে। দরজার উল্টো দিকের এক কোনায় একটা বাক্সের ওপর খোলা ব্যারেল রাখা হয়েছে। সামনে এগিয়ে দেখল ওতে আধব্যারেল পানি ভরা আছে। শুঁকে দেখে নাক সিঁটকে মুখ ফিরিয়ে নিল বিশপ। বাঙ্কের কাছে গিয়ে কম্বল তুলে দেখল ওটার তলায় কিছু নেই। ঝুঁকে বাঙ্কের তলায় অন্ধকারে হাতড়ে একজোড়া পুরোনো বুট বের করে মুখ কুঁচকে ওটা আবার ঠেলে আগের জায়গায় রেখে দিল। সোজা হয়ে ঘুরে বাইরে বেরিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এবার সে আবার বাড়ির পিছন দিকে চলল। ওখান থেকে তিরিশ ফুট দূরে বড়বড় গাছের একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। একটা শব্দ কানে যেতেই বিশপ আড়ষ্ট হলো। কেউ ওখানে বেলচা দিয়ে খুঁড়ছে; তারই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওর চোখদুটো উত্তেজনায় চকচক করে উঠল।

আবার নিঃশব্দে আগে বাড়ল সে। খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে মোটা একটা গাছের নিরাপত্তায় পৌঁছে থেমে কান পাতল। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে আরেকটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। এইভাবে প্রতিটা গাছের আড়ালে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। প্রতি পদক্ষেপের সাথে বেলচার শব্দ

জোরালো হচ্ছে। একটা উঁচু কটনউড গাছের আড়ালে থেমে উঁকি দিল জেরল্ড। সামনেই একটা ছোট্ট পরিষ্কার জায়গা দেখা গেল। লম্বা গড়নের একটা লোককে সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখে আড়ষ্ট হলো বিশপ। লোকটা রুফাস ক্রদার্স; এবং ওর বগলের তলায় রয়েছে একটা ছোট লোহার সিন্দুক।

বিশপ জেরল্ডকে হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল রুফাস।

'হ্যালো, রুফাস,' হাসি মুখে বলল বিশপ।

রুফাসের চেহারা একটু ফেকাসে হলো।

'হ্যালো, বিশপ,' জবাব দিল সে।

'কোন গুপ্তধন খুঁড়ে বের করছিলে?' হালকা স্বরে প্রশ্ন করল বিশপ।

কোন জবাব দিল না রুফাস।

'কি ব্যাপার, জবাব দিচ্ছ না যে?' বলে চলল জেরল্ড। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কেমন যেন অস্বস্তিতে আছ, রুফাস। তুমি আর কোন মতলব–'

'আমি এটা খুঁড়ে তুলেছি, কারণ এটাকে আমি আরও নিরাপদ কোন জায়গায় পুঁতে রাখতে চেয়েছিলাম,' জবাব দিল সে।

'তাই নাকি?'

নীরবতার মধ্যে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত।

'তালাটা ভাঙা হয়নি দেখছি,' মন্তব্য করল বিশপ। 'তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে, তুমি– '

'না, আমি ওটা খুলিনি,' রুক্ষ স্বরে বলল রুফাস। 'খোলার জন্যে পরেও অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

সহজ ভাবে হাসল বিশপ।

'তা বটে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জেরল্ড।

আবার অল্পক্ষণের জন্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো ওদের মাঝে। বগলের তলার বাক্সটা একটু সরাল রুফাস। বিশপ এখনও হাসছে; কিন্তু ওর চোখে একটা শীতল আলো জ্বলে উঠেছে।

'রুফাস,' হঠাৎ বলে উঠল বিশপ, 'আমি তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে আমি অনেক ভেবে দেখেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বোঝাতে চাইছ–'

'বোঝাতে চাইছি আমি তোমাকে অনেক বেশি দেয়ার অঙ্গীকার করে ফেলেছি।'

রুফাসের চেহারা মেঘাচ্ছন্ন হলো।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তোমাকে কিছুই দেয়ার প্রয়োজন নেই আমার,' শান্ত স্বরে বলল বিশপ। 'আমার কাছে আর তোমার জীবনের কোন মূল্যই নেই। এমনিতেই তুমি অনেকদিন বেঁচেছ।'

রুফাসের খোঁচাখোঁচা দাড়িতে ভরা ডান চোয়ালটা থিরথির করে একটু

boighar.com

কাঁপল। নিচের দিকে ঝোলানো গোঁফের তলায় ওর ঠোঁটজোড়া চেপে বসল।

'তুমি যখন টাকাটা আধাআধি ভাগ করার দাবি জানিয়েছিলে,' বলে চলল বিশপ, 'তখনই আমাদের সম্পর্ক অন্যদিকে মোড় নিল। আমি বুঝে নিলাম আমাদের সম্পর্ক শেষ; যাহোক– '

'হ্যাঁ, বলে যাও।'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এর সাথে আরও আনেক কথা আছে। যেমন ধরো আমাদের ব্যবসার যে ধারা– '

'এই প্রথম আমি কাউকে খুন আর জ্বালানো-পোড়ানোকে ব্যবসা বলতে শুনলাম,' বলল রুফাস।

বিশপের মুখ কুঁচকানো দেখেই বোঝা গেল রুফাসের মন্তব্যে সে বিরক্ত হয়েছে।

'আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে এই ধরনের ব্যবসায়ে কেবল "গুড বাই" বলে শেষ করার বদলে চূড়ান্ত একটা শেষ থাকা দরকার।'

'তুমি বলতে চাইছ যে তোমার সম্পর্কে আমি এত বেশি জানি যে তুমি ঘটনার এখানেই ইতি টানতে চাইছ না– ঠিক?'

'ঠিক তাই, রুফাস।'

'তাহলে?'

'আমি দুঃখিত, রুফাস।'

'ওহ্, তাতে কোন ক্ষতি নেই, বিশপ।'

'তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারোনি।'

'ঠিক আছে, তাহলে তুমিই না হয় একটু বুঝিয়ে বলো?'

অমায়িক ভাবে একটু হাসল বিশপ।

'রুফাস, নিজেকে রক্ষা করাই প্রকৃতির আদি নিয়ম। এখানে প্রত্যেক মানুষই তার নিজের নিরাপত্তার কথাই প্রথমে ভাবে এবং যেহেতু আমার জীবন আর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা তোমার পুরোপুরি নীরবতার ওপর নির্ভর করছে, আমাকে একেবারে নিশ্চিত করতে হবে যেন তুমি আমার সম্পর্কে যা জানো তা কোনদিন কাউকে না বলতে পারো।'

'এবং তুমি সেটা কিভাবে নিশ্চিত করবে বলে ভাবছ?'

'আমার ধারণা একটা উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি।'

ভুরু উঁচাল রুফাস।

'তাই নাকি? তাহলে তুমি এবার নিজেই কিছু হত্যা করবে?'

'হ্যাঁ।'

কয়েকটা মুহূর্ত আবার নীরবতার মধ্যে কাটল। এই সময়টা ওরা দুজনে পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। শেষে বিশপ হঠাৎ এক ঝটকায় তার কোট সরিয়ে দ্রুতহাতে বেল্টের তলা থেকে পিস্তল বের করল। বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল সে; ধীর গতিতে পিস্তলের নল লক্ষ্যের ওপর স্থির হলো

'বিদায়, রুফাস!' বলল বিশপ।

প্রচণ্ড শব্দে পিস্তলটা গর্জে উঠল। রুফাসের বগলের ফাঁকে ধরা লোহার সিন্দুকটা খসে পড়ল। টলে উঠে হাঁটু গেড়ে দুহাতের ওপর পড়ল সে। আবার গর্জে উঠল বিশপের পিস্তল। এবারে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রুফাস। লোকটা যন্ত্রণায় মাটি খামচাচ্ছে। ধীরে নিজেকে মাটি থেকে তুলে হাঁটুর ওপর উঠে বিশপের দিকে ফিরল সে। তৃতীয়বার ওকে গুলি করল জেরল্ড। মুহূর্তকাল আড়ষ্ট হয়ে থেকে আবার মাটিতে পড়ল আধা-ইন্ডিয়ান লোকটা। পিস্তলের ধূমায়িত নলটা একটু সামনে বেড়ে থামল। কিছুক্ষণ ক্রদার্সের অসাড় মেদহীন দেহটার দিকে চেয়ে থেকে পিস্তলটা আবার বেল্টের তলায় গুঁজে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে লোহার বাক্সটা তুলে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

'বিশপ!'

পিছন থেকে ডাক শুনে আড়ষ্ট হয়ে থেমে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। যা দেখল তাতে বিস্ফারিত হলো ওর চোখ। রুফাস এক হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসেছে। বিস্ময়ে ওর পা যেন মাটির সাথে সেঁটে গেছে। অবাক চোখে চেয়ে সে দেখল যে রুফাসের ডান হাত একটু পিছন দিকে গিয়ে বিদ্যুত বেগে কি যেন সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল। যখন রুফাসের লম্বা ফলার ভারী ছুরিটা বাতাস কেটে ঘুরতে ঘুরতে ওর দিকে ছুটে এলো তখন লম্বা চকচকে ছুরির ঝিলিক দেখতে পেল বিশপ। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভারী ছুরির ফলাটা ওর পিঠের বাম দিকে বাঁট পর্যন্ত গেঁথে গেল। ব্যথায় চিৎকার করে বাক্সটা সে ফেলে দিতে গিয়েও আঁকড়ে ধরে থাকল। কিন্তু মারাত্মক জখম অবস্থায় টলতে টলতে সে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার এগিয়ে পরের গাছে হেলান দিল। মুখ হাঁ করে টেনেটেনে শ্বাস নিচ্ছে বিশপ।

বাক্সটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে আগে বাড়ার সময়ে একটা লতার সাথে পা বেধে পড়ে গেল সে। প্রচণ্ড আছাড় খেয়ে এবার ওর হাত থেকে বাক্সটা পিছলে দূরে গিয়ে পড়ল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখল হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে রুফাস। রাগের সাথে ওর দিকে মুঠো করা হাত তুলে ঝাঁকাল জেরল্ড।

'ব্লাডি বাস্টার্ড,' ফুঁপিয়ে শ্বাস নিয়ে গালি দিল সে।

টলতে টলতে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল বিশপ। গোটা ছয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়েও কেবল মনের জোরেই উঠে আবার এগোল। ছাপরা পর্যন্ত পৌঁছে বিশ্রাম নিতে কিছুক্ষণ দেয়ালে ঠেস দিয়ে থাকল।

'ধীরেধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছি,' আপন মনেই বিড়বিড় করল।

অন্ধের মত আগে বাড়ল সে; কোনমতে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে ওটার গায়ে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'বাড়ি,' ভাবছে বিশপ, 'আমাকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে।'

হাত বড়িয়ে লাগামের নাগাল পেয়ে ওটা মুঠো করে ধরল সে। তারপর স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরে নিজেকে কোন মতে টেনে তুলে ঘোড়ার জিনে চেপে বসল।

boighar.com

'বাড়ি,' ফিসফিস করে বলে, ঘোড়াটাকে দুর্বল একটা গুঁতো দিতেই ওটা ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

রুফাসের ছাপরার সামনে পৌঁছে ঘোড়া থমাল হার্প। একটু পরে ওরাও হার্পের পাশে এসে থামল। ওদের ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গিয়ে দরজার হাতল ঘুরাল স্যাম। ম্যাক থামলেও জেরি ওর পিছন পিছন এগোল। পিস্তল বের করে তৈরি হয়েই ভিতরে ঢুকল হার্প, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার বেরিয়ে এলো।

পানি গরম হতে দেখেই সে বুঝেছে লোকটা দূরে কোথাও যায়নি। ছাপরার পিছনে কোথাও থাকতে পারে ভেবে ওদিকেই এগোল সে। এবার জেরি আর ম্যাকও ওর সাথে গেল।

কিন্তু পিছন দিকে বড় বড় গাছ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না বলে জেরি মন্তব্য করল, 'মিছেই আমরা এতটা পথ এলাম;ওই লোকটা বলেছিল ছাপরাটা পেনফিল্ড থেকে তিরিশ মাইল উত্তরে, কিন্তু আমার কাছে মনে হলো অন্তত পঞ্চাশ মাইল পথ পাড়ি দেয়া হয়েছে।'

'ভিতরে কফির পানি ফুটতে দেখলাম,' বলল হার্প। 'তাই মনে হচ্ছে হয়ত লোকটা বেশি দূরে কোথাও যায়নি। এসো আমরা ওই গাছগুলোর পিছনে খুঁজে দেখি।'

মুখ দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে অসন্তোষ প্রকাশ করে জেরি বলল, 'ওই গাছগুলোর পিছনে কি আছে বলে তোমার মনে হয়?'

'আরও গাছ,' হার্পের বদলে জবাব দিল ম্যাক।

'তবু এতদূর যখন এসেছি, ভাল করে খুঁজে দেখতে ক্ষতি কি?' বলল হার্প।

'তবে চলো দেখেই যাই।'

একটু ছড়িয়ে পড়ে জঙ্গলের দিকে এগোল ওরা। গাছের ভিতর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল জেরি।

'স্যাম!' চিৎকার করে উঠল সে।

হার্প আর ম্যাক ওর কাছে পৌঁছে দেখল একটা লোহার বাক্সের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে সে। বাক্সটা তালা বন্ধ।

ওটার দিকে ইঙ্গিত করে জেরি প্রশ্ন করল, 'এটার এখানে পড়ে থাকার অর্থ কি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল হার্প। 'এই ধরনের সিন্দুক সাধারণত স্টেজ কোম্পানিতে ব্যবহার করা হয়।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জেরি।

ওদের কথার মাঝেই ম্যাক কিছুটা এগিয়ে গেছিল। সে হঠাৎ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হার্প! এদিকে এসে দেখে যাও।'

কালো পোশাক পরা লোকটার পিছন পিছন জেরিও ওদিকে এগোল। আঙুল তুলে মাটিতে পড়া লোকটাকে দেখাল ম্যাক।

ওরা তিনজনই এগিয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে উল্টাল। নিচের দিকে ঝোলানো গোঁফ দেখে ওদের কারও মনে আর সন্দেহ থাকল না যে ওই লোকটাই রুফাস।

'লোকটা কি বেঁচে আছে?' প্রশ্ন করল ম্যাক।

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে এই লোকটাই যে রুফাস তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল হার্প। 'মাটিতে গর্ত আর ওই সিন্দুকে মাটি লেগে আছে দেখে মনে হচ্ছে এই লোকটাই ওয়্যাগন ট্রেইন থেকে সিন্দুকটা এনে এখানে পুঁতে রেখেছিল; ওটা খুঁড়ে ওঠাবার পর কেউ ওকে গুলি করে সিন্দুক নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন কারণে শেষ পর্যন্ত ওটা ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে।'

হয়ত কথাবার্তার আওয়াজেই রুফাস হঠাৎ নড়ে উঠল। ওর চোখের পাতা কয়েকবার কেঁপে উঠে খুলে গেল।

'লোকটা এখনও বেঁচে আছে!' অবাক হয়ে বলে উঠল জেরি।

'তোমরা কে?' ওদের ওপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করল রুফাস।

'সেটা জেনে এখন তোমার আর কোন লাভ হবে না,' বলল হার্প। 'কেবল তোমাকে কে গুলি করেছে বলো।'

রুফাসের চোখ ম্যাকের ওপর ঘুরে এসে আবার হার্পের ওপর পড়ল। ওকে ঠেলা দিল জেরি।

'তুমি মারাত্মক রকম জখম হয়েছ– হয়ত আর বেশিক্ষণ তুমি বাঁচবে না; সুতরাং জরুরী কিছু বলার থাকলে সময় থাকতেই বলে ফেলা ভাল।'

দুর্বলভাবে একটু হাসল রুফাস।

'আমার জন্যে তোমাদের আর কিছুই করার নেই।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,'বলল হার্প। 'কিছু বলার থাকলে বলো।'

রুফাস আবার একটু হাসল।

'বিশপ আর আমি অনেকদিন যাবৎ ব্যবসা করছি,' দুর্বল স্বরে বলল সে।

'কি ধরনের ব্যবসা?' জানতে চাইল হার্প।

'নানান ধরনের ব্যবসা; যেসবে আমাদের কিছু টাকা রোজগার হয়। বেশির ভাগ সময়েই পোড়ানো বা মানুষ খুন করা থেকেই তা আসত। শেষ কাজটা ছিল ওয়্যাগন ট্রেইন লুট করা।'

'চমৎকার একটা টীমই বটে,' রুক্ষ স্বরে বলল জেরি। 'চার্চের এক বিশপের সাথে এক ভাড়াটে খুনী! বলে যাও।'

যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকাল রুফাস; তারপর ব্যথাটা যেন একটু কমল। সে আবার বলে চলল, 'বিশপের পরামর্শে আমি পাইয়ুটদের সাথে কথা বলে ওদের দিয়েই ওটা অ্যামবুশ করাই। ওরা সফলভাবেই কাজটা শেষ করে। কথা ছিল কেবল সিন্দুকটা ছাড়া বাকি সবকিছুই ওরা নেবে। টাকার বাক্সটা আমি নিয়ে আসি।'

জেরি আর হার্প পরস্পরের দিকে চাইল।

'নব্বই হাজার টাকা,' দুর্বল স্বরে ফিসফিস করে বলে চলল সে। বিশপ চেয়েছিল আমাকে দশ হাজার দিয়ে বাকি টাকা সেই রাখবে। আমি তাকে সরাসরি

boighar.com

জানিয়ে দিলাম যে আমাকে অর্ধেক না দিলে একটা সেন্টের মুখও সে দেখতে পাবে না। সে বলল আমাকে কোন টাকাই ও দেবে না এবং আমাকে গুলি করল। আমি মরে গেছি মনে করে টাকার বাক্সটা নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি পিছন থেকে ছুরি ছুঁড়ে ওকে গেঁথে ফেলেছি। এখন ওরও বাঁচার আশা খুব কম।'

'এতকিছু করে তোমার কি লাভটা হলো?' প্রশ্ন করল জেরি। 'পেলে পেট ভরা কিছু বুলেট।'

হার্প ওর ওপর ঝুঁকে বলল, 'তোমার কাছে আরও একটা কথা আমি জানতে চাই–'

চোখ বুজে আছে রুফাস।

'ক্রদার্স!' কড়া সুরে ডাকল হার্প।

আহত লোকটা অনেক কষ্টে আবার চোখ খুলল।

'ক্রদার্স, ওই ওয়্যাগন ট্রেইনে লরা নেলসন নামে একটা মেয়ে ছিল। আমি জেনেছি রেইডের পরদিন সকালে তুমি নাকি তাকে কোলে করে কোথাও নিয়ে গেছিলে; কথাটা ঠিক?'

জবাবে রুফাস কেবল একবার চোখের পাতা ফেলল।

'ওকে কোথায় নিয়ে গেছিলে তুমি?'

'বিশপের বাসায়।' বলার সাথে সাথে ওর মাথাটা ডানপাশে হেলে পড়ল। মারা গেছে রুফাস।

হার্প উঠে দাঁড়াল, ওর সাথে জেরিও উঠল।

ম্যাক মন্তব্য করল, 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, লোকটা তিনটে বুলেট হজম করেও এতক্ষণ টিকে থাকল কিভাবে।'

'আমি ভাবছি, ওই বিশপ লোকটা কোথায় গেল। ছুরি বেঁধা অবস্থায় নিশ্চয় বেশিদূর যেতে পারেনি সে,' বলল জেরি।

'তোমার তাই মনে হচ্ছে?' জবাব দিল ম্যাক। 'আমি একটা লোকের কথা জানি, যে পেট পুরো কাটা অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে পনেরো মাইল দূরে তার বাড়িতে পৌঁছেছিল।'

'এবং বাড়ি পৌঁছানোর পরে ওকে নিশ্চয় কবর দিতে হয়েছিল?' বলে উঠল জেরি।

'না,' শান্ত স্বরে বলল ম্যাক। 'তেমন কিছুই ঘটেনি। এক বছর পরে ওকে দেখলাম বারে দাঁড়িয়ে হুইস্কি তো নয়, যেন পানি গিলছে।'

আবার ঝুঁকে ওর নাড়ি পরীক্ষা করে হার্প জানাল যে লোকটা সত্যিই মারা গেছে।

'হয়ত ওকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া আমাদের উচিত,' বলল ম্যাক।

মাথা নাড়ল হার্প। 'না, সেটা করলে ওকে এখানে ফেলে রাখার মতই কাজ হবে। জেরি, তুমি বরং ওর ছাপরা থেকে একটা কম্বল নিয়ে এসো ওর খোঁড়া গর্তেই আমরা ওকে কবর দেব।'

'হ্যাঁ,' সম্মতি জানাল ম্যাক। 'ওই গর্তটাই একটু খুঁড়ে নিলে ওটা স্বাভাবিক

একটা কবর হয়ে যাবে।'

কবর দেয়া শেষ হলে জেরি এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকটা তুলে নিল। 'এটার কি হবে? নব্বই হাজার টাকা এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'তুমিই ওটা সামলাও,' বলল হার্প। 'ওতে দুশো পুরুষ, নারী আর শিশুর রক্ত লেগে আছে। পরে অবসর মত ওটা ওদের ন্যায্য উত্তরাধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

পনেরো

বাওডি প্রায় ছুটতে ছুটতে বিশপের বাড়ির শরু পথ ধরে পিছনের দরজায় এসে হাজির হলো। দরজায় করাঘাত করার পুরো এক মিনিট পরে মিচেল দরজা খুলল।

'বাওডি!' মিচেল বিস্মিত স্বরে বলল।

ষণ্ডা লোকটা একটু হেসে ওকে ঠেলে সরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

'তুমি ছাড়া পেলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল মিচেল।

'খুব সহজ উপায়ে,' জবাব দিল বাওডি। 'যখন দেখলাম রুবেন তার ঘোড়াটা বেড়ার খুব কাছেই রাখল, আমি গার্ডকে ডাকলাম। সেও আমার ডাক শুনে বোকার মত গেইট খুলে ভিতরে ঢুকল। আমার এক ঘুসিতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে।'

'তারপর?' কৌতূহল প্রকাশ করল মিচেল।

'তরপর আর আমাকে পায় কে? গার্ডের পিস্তলটা বের করে কোমরে গুঁজে রুবেনের ঘোড়াটা নিয়ে এক ছুটে হাওয়া।'

'কেউ তোমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি?'

'না, কেউ না। এই বুদ্ধিটা যে কেন আমার মাথায় আগে খেলেনি সেজন্যে নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে।'

'বিশ্বাস করো, তুমি ফিরে আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি।'

ওর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল বাওডি। 'তাই? কিন্তু এর কারণ?'

'ওহ্, এদিকে অনেক কিছু ঘটে চলেছে, যার কিছুই আমার ভাল লাগছে না,' বলল মিচেল। 'যাজক রবার্ট মারা গেছে, বার্ক সল্ট লেক সিটিতে গছে, কেবল রনি আর রবিনই আছে।'

'দুজনই মেরুদণ্ডহীন লোক,' মন্তব্য করল বাওডি। 'কিন্তু বিশপ থাকতে ওরা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। কি ব্যাপার, তুমি বিশপ সম্পর্কে একটা কথাও বলছ না কেন?'

'ওর কথাতেই আসছিলাম আমি।'

'অর্থাৎ? বিশপের কিছু হয়েছে নাকি?'

boighar.com

বিষণ্ন মুখে মাথা ঝাঁকাল মিচেল।

'একটু আগেই আমি রাস্তা ধরে ফেরার সময়ে দেখি বিশপ রাস্তার ধারে পড়ে আছে। ওর পিঠে বাঁট পর্যন্ত গেঁথে আছে বিশাল একটা ছুরি। ওকে তুলে নিয়ে ওর বিছানায় উপুড় করে শুইয়ে রেখে আমি ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার বিশপকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল যে ওকে কোনমতেই বাঁচানো যাবে না; ছুরিটা ওর হার্ট ফুটো করে দিয়েছে। ওটা বের করতে চেষ্টা করলে বিশপ সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবে। তারচেয়ে বরং ওকে উপুড় করেই শুইয়ে রাখা ভাল, এতে সে কতক্ষণ বাঁচে সেটা ওর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে।'

'তাহলে এই হলো এদিককার ঘটনা?'

'হ্যাঁ, বিশপ যে মরতে বসেছে এতে মনে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশপ মরার পর এখানকার অবস্থা কোন দিকে মোড় নেবে, সেটা নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।'

নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকল বাওডি।

'সামনের রোববারেই বিশপের বিয়ে করার কথা ছিল,' বলে চলল মিচেল। 'উপরের কামরায় রয়েছে অ্যানি– '

'ও, মরমন ধর্ম গ্রহণকারী মায়ের সাথে যে মেয়েটা এসেছে?'

'হ্যাঁ, শুধু তাই না, উপরে আরও একটা মেয়ে আছে, ওদের দুজনকে একই সাথে বিয়ে করার প্ল্যান করেছিল বিশপ। অন্যজন দেখতে অ্যানির চেয়েও সুন্দরী।'

'দাড়িয়াল শয়তান!' বলে, মৃদু হাসল বাওডি। পরমুহূর্তেই সে আবার গম্ভীর হয়ে মিচেলের দিকে তাকাল। 'তাহলে অন্য মেয়েটা দেখতে অ্যানির চেয়েও ভাল?'

'হ্যাঁ, মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী।'

'তাহলে মনে হচ্ছে আমি ঠিক সময়েই ফিরে এসেছি,' বলল বাওডি। 'রবার্ট বা বার্ক নেই, বিশপও পটল তুলতে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতি যেন আমার জন্যেই অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মিচেল। 'একথার মানে?'

'আমিই এখন থেকে সবকিছুর ভার নিচ্ছি,' শান্ত স্বরে বলল সে

'অ্যাঁ?'

'আমার কথা তুমি ঠিকই শুনেছ। বিশপের জায়গা এখন ওর বদলে আমিই নিচ্ছি।'

'তার মানে তুমি–' বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল মিচেল।

একটা ঠাণ্ডা হাসি ফুটে উঠল বাওডির ঠোঁটে।

'ওই মেয়েদুটোকে যদি বিশপের পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমারও ওদের পছন্দ হবে,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'বিশপ যেমন প্ল্যান করেছিল ঠিক সেই মতই কাজ হবে, কেবল বিশপের বদলে ওদের বিয়ে আমার সাথে হবে।'

'কিন্তু– '

'কিন্তু কি?'

'তোমার মাথা বিগড়ে গেছে, বাওডি–এটা তুমি করতে পারো না!'

বাওডির চেহারা কঠিন হলো। 'পেনফিল্ডে এমন কেউ আছে, যে আমাকে বাধা দিতে পারে?'

মিচেলকে অভিভূত দেখাচ্ছে; অসহায় ভাবে মাথা নাড়ল সে।

'আমি অন্তত এতে বাধা দিতে যাব না।'

'আমি যেমন বললাম ওইভাবেই কাজ চলবে। এখন থেকে আমিই এখানে সর্বেসর্বা এবং আমি যা বলব তাই হবে; বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

'তাহলে ঠিক আছে,' পিস্তলের বাঁটের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল বাওডি। 'বিয়ে পড়াবার জন্যে কাকে বলেছিল বিশপ?'

'আমার ধারণা যাজক রবার্টকে বলেছিল।'

'তুমি তো বললে রবার্ট মারা গেছে এবং বার্ক এখানে নেই, তার মানে বর্তমানে রবিনই যাজকদের প্রধান।'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে,' চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার সুরে বাওডি বলল, 'তাহলে রবিনকে গিয়ে বলো আমি এখনই ওর সাথে দেখা করতে চাই।'

মিচেল ইতস্তত করছে।

'এখনই যাও!' কঠিন সুরে ধমকে উঠল বাওডি।

সে মিচেলকে পেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল। হুমকির মুখে বাধ্য হয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল মিচেল দরজা বন্ধ করে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। তারপর একটু হেসে হ্যাট খুলে জিভের ডগা দিয়ে আঙুলের মাথা ভিজিয়ে নিজের চুল ঠিক করে নিয়ে এগোতে গিয়ে লক্ষ করল ওর বুটজোড়া ধুলোময়, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে ওগুলো পরিষ্কার করল এক মিনিট পরেই সিঁড়িতে ওর ভারী পদশব্দ শোনা গেল।

৩

অন্ধকার হয়ে এসেছে। পেনফিল্ডে ঢোকার মুখে তিনটে ছায়ামূর্তি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল ওরা নিজেদের মধ্যে একটু পরামর্শ করে দুজন রাস্তা পার হয়ে ফুটপাত ধরে এগিয়ে চলল। একজন লম্বা আকৃতির লোকটা উল্টোদিকের ফুটপাত ধরে এগোল। পরনে কালো পোশাক থাকায় ওকে আরও কালো দেখাচ্ছে। মাঝেমাঝে জানালার ভারী পর্দার ওপর হলুদ টিমটিমে বাতির আলো দেখা যাচ্ছে; কিন্তু বেশিরভাগ বাড়িতেই আলো নেই ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

একটা কুকুর দৌড়ে ছুটে এসে এগিয়ে আসা লোকগুলোকে চিনতে না পেরে মাথা তুলে ঘেউঘেউ করা শুরু করল একটা কাঠি ফুটপাত ঘেঁষে কুকুরটার দিকে ছুটে এলো। ওটা সামনের জন্যে কুকুরটাকে মিস করে ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভয় পেয়ে সে লেজ গুটিয়ে অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটে পালাল। লোকটা বিশপের বাড়ির সামনে এসে থেমে দাঁড়াল। ওর সঙ্গী দুজন রাস্তা পার হয়ে এসে

boighar.com

হার্পের সাথে যোগ দিল।

'এটাই কি ওর বাড়ি?' নিচু স্বরে প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ, এটাই বিশপের বাড়ি,' জবাব দিল জেরি। 'আজ সকালে এই পথে যাওয়ার সময়ে আমি লক্ষ করেছিলাম বেড়াটা ভাঙা।'

'দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন মিউল বাগানটা তছনছ করেছে,' মন্তব্য করল ম্যাক। 'এখন আমাদের প্ল্যান কি হবে? সোজা ঢুকে পড়ব?'

'না,' জবাব দিল হার্প। 'স্বভাবতই ভিতরে বিশপের কিছু লোকজন থাকবে। আমরা বেশিদূর এগোবার আগেই হয়ত ওরা আমাদের কাবু করে ফেলবে। আমি ঘুরে পিছনের দরজায় যাচ্ছি, তোমরা সামনের দিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে দেখো।'

'ঠিক আছে,' বলল ম্যাক।

'প্রথমে আমাকে পিছনের দরজায় পৌঁছার জন্যে কিছু সময় দিয়ে তারপর তোমরা ভিতরে ঢোকার চেষ্টা কোরো।'

খোলা গেইট দিয়ে ভিতরে ঢুকে সরু রাস্তা ধরে বাড়ির পিছন দিকে চলে এলো হার্প। দরজার কাছে পৌঁছানোর আগেই হঠাৎ পিছনের দরজাটা খুলে গেল। ভিতর থেকে হলুদ আলো বাইরে এসে পড়তে দেখে দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল সে। একটা লোক দরজা টেনে দিয়ে রাস্তা ধরে এগোল। রাস্তাটা এখন আবার অন্ধকার হয়েছে। বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে; শব্দটা কাছাকাছি পৌঁছতেই হার্প ওর পাশে এগিয়ে কানের কাছে বলল, 'থামো!'

একই সাথে হার্পের পিস্তলের নল লোকটার শিরদাঁড়া স্পর্শ করল। একটা ম্যাচ ওর মুখের সামনে জ্বালিয়ে সাথে সাথেই নিভিয়ে বলল, 'আবারও তুমি?'

মিচেল মুহূর্তের জন্যে কালো পোশাক দেখে ওকে চিনতে পেরে ভয়ে চোখ বুজল।

'গলার স্বর নিচু রাখো,' মৃদু স্বরে আদেশ করল হার্প 'এখন বলো, বিশপ কোথায়?'

'সে–সে দোতালার বিছানায় আছে।'

'ভিতরে আর কে আছে?'

'বাওডি।'

'ওহ, তাই?'

'হ্যাঁ, সে সুযোগ বুঝে আর সবাইকে ফেলে একাই একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছে।'

'এই ঘটনা?' বিড়বিড় করল হার্প। 'হয়ত সে পালিয়ে না এলেই ভাল করত। শোন, মিস্টার, আমি একটা মেয়ের খোঁজে এখানে এসেছি, ওর নাম লরা নেলসন। সেও কি এই বাড়িতেই আছে?'

মাথা ঝাঁকাল মিচেল।

হাত বাড়িয়ে ওর পিস্তলটা বের করে নিয়ে ওরই পেটে ঠেসে ধরল হার্প।

'ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে চলো,' নির্দেশ দিল সে।

নির্দেশ মতই আবার বাড়ির দিকে ফিরে চলল মিচেল।

'আমরা বাড়ির ভিতর ঢুকব,' জানাল হার্প। 'তুমি আমার আগে আগে চলো।'

পিস্তলের ঠেলা খেয়ে আগে বাড়ল মিচেল। দশ কদম দূরে পিছনের দরজায় এসে থামল সে।

'দরজা খোলো।'

লোকটা হাতল ঘুরাতেই দরজা খুলে গেল।

'দাঁড়াও।'

খোলা দরজার মুখে থামল ওরা। হার্প ভাল করে ঘরটা খুঁটিয়ে দেখল। কামরাটা শূন্য, ওখানে বাওডি বা বিশপকে দেখা গেল না। আবার পিস্তলের ধাক্কায় আগে বাড়ল সে।

নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করল হার্প। মিচেল স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। স্যামও তৈরি হয়ে কান পেতে শুনছে। পর্দাটা অল্প একটু নড়ে উঠল, পিস্তল উঁচিয়ে পর্দা ফাঁক করে সাবধানে কামরায় উঁকি দিল জেরি। ওর পিছনেই ম্যাককে দেখা গেল।

'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো,' বলল হার্প, 'আমি দোতালায় যাচ্ছি।'

'আমিও তোমার সাথে আসব?' প্রস্তাব দিল জেরি।

মাথা নাড়ল হার্প। 'দরকার হবে না, ও আমি একাই সামলাতে পারব।'

'নিশ্চয়,' মন্তব্য করল জেরি।

হেসে পিছিয়ে গেল সে। ওকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছল হার্প। এই সময়ে দোতালার দরজায় জোর করাঘাতের শব্দ কানে যাওয়ায় ওরা উপর দিকে তাকাল।

'দরজা খোলো!' উপর থেকে ভারী স্বরে কারও আদেশ শোনা গেল।

একেকবারে কয়েক ধাপ করে সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে গেল হার্প। জোর লাথির শব্দে দরজা ভেঙে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। একই সাথে নারীকণ্ঠে চিৎকার। মুহূর্তের একটু অদ্ভুত স্তব্ধতার পরেই কানের পর্দা ফাটানো শব্দে একটা পিস্তল গর্জে উঠল। লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল জেরি।

দেখল দরজার কড়িকাঠের কাছে পিস্তল হাতে চিত হয়ে পড়ে আছে বাওডি। ওর বুকের বাম পাশ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। হার্পের পিস্তলের মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে।

'আশ্চর্য একটা লোক বটে!' বিড়বিড় করে বলল জেরি।

নিচে চলে আসার জন্যে ধীরে ঘুরতে গিয়েও হালকা পায়ের শব্দে আবার ফিরে তাকাল সে। একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ভাঙা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। মেয়েটা হার্পকে দেখে থমকে দাঁড়াল, তারপর 'স্যাম' বলে চিৎকার করে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'ওহ, লরা!' বলে ওকে জড়িয়ে ধরল হার্প।

ওখানে আর দাঁড়াল না জেরি। সোজা নিচে নেমে এলো সে।

লরা ফোঁপাতে ফোঁপাতে স্যামের বুকে মুখ ঘষে চোখ মুছছে; স্যাম তার মুক্ত

boighar.com

হাত মেয়েটার পিঠে বুলিয়ে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এখন আর কোন ভয় নেই তোমার। তুমি এখন নিরাপদ। আমি থাকতে কেউ আর তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

ম্যাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখ তুলে জেরির দিকে তাকাল।

দাঁত বের করে হেসে জেরি বলল, 'সব ঠিক আছে। এসো আমরা রান্নাঘরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। আর তুমিও আমাদের সাথে এসে স্থির হয়ে বসে থাকো, মরমন!'

লরা আর অ্যানিকে নিয়ে ফিরে ওরা দেখল র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো ওয়্যাগন। জোয়াল থেকে সব ষাঁড় আর খচ্চরগুলোকে খুলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। জিন খুলে নেয়া ঘোড়া র‍্যাঞ্চহাউস থেকে কোরাল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

দাঁত বের করে হেসে জেরি বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে তোমার এখানে অনেক লোক বেড়াতে এসেছে। ভাবছি এদের সাথে যারা এসেছে তাদের ভিতর গর্ভবতী মেয়ের সংখ্যা কত।'

দরজা খুলে প্রথমে বেরিয়ে এলো পিট। ওর পিছন পিছন বের হলো হেনরি লুক, টেড আর টোবি। পিটকে পাশ কাটিয়ে ওরা তিনজন হার্পের দিকে এগিয়ে গেল।

'হ্যালো, হার্প,' চেঁচিয়ে উঠল টোবি। 'তুমি ওই ঘোড়ার পিঠ থেকে নামো, নইলে একজন তোমার সাথে হাত মেলাবে কিভাবে?'

'শুধু একজন নয়, হার্প, তিনজন,' বলল হেনরি।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে প্রথমে লরার দিকে দুহাত তুলে ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে পরে অ্যানিকেও নামাল।

এবারে নবাগত তিনজনের সাথেই হাত মিলিয়ে হার্প বলল, 'এসো, তোমাদের সাথে মহিলা দুজনের পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম লরা নেলসন–আমার প্রেয়সী। আর অন্যজন হচ্ছে অ্যানি হল্–মরমনদের হাত থেকে ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে ধরা পড়ে আমাকে নির্মম ভাবে চাবুক পেটা খেতে হয়েছিল। তোমাদের সেবা আর সাহায্য না পেলে যে আমার কি দুর্গতি হত সেটা বলা মুশকিল।'

মাথা থেকে হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে হেনরি বলল, 'তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমি খুব খুশি হলাম ম্যাম। আমার নাম হেনরি লুক; আর এরা দুজন হচ্ছে টোবি আর টেড।'

'স্যাম আমাকে তোমাদের কথা আগেই বলেছে। তোমরা সবাই খুব ভাল লোক। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

টেড কথা বলার সুযোগ পেয়ে একটু মিষ্টি হেসে মাথার টুপি নামিয়ে বলল, 'এই দুজন লম্বা আহাম্মক আর আমার তরফ থেকে তোমাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার তুমি একটু ওদিকে যাও, হার্পের সাথে আমার কিছু কথা আছে,' কর্তৃত্বের সুরে বলল হেনরি।

জেরির দিকে ফিরে হার্প বলল, 'তুমি লরা আর অ্যানিকে নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসটা একটু ঘুরিয়ে দেখাও; ওরা হয়ত মুখ-হাত ধুয়ে একটু ফ্রেশও হতে চাইবে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল জেরি। 'আমি এখনই ওদের নিয়ে যাচ্ছি,' বলে ওদের নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল সে।

চট করে ওর হাত ধরে ফেলল হার্প। 'মনে রেখো, লরা আমাকে বিয়ে করবে। সুতরাং চতুর্থ বউয়ের জন্যে তোমাকে আর কারও কোথাও খোঁজ করতে হবে। বুঝেছ?'

অপ্রতিভ চেহারায় একটু হাসল জেরি।

'আমার বয়স যদি আর কয়েক বছর কম হত,' বলল সে, 'তাহলে ওকে পেতে হলে তোমাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হত।'

লরা আর অ্যানি ওর সাথে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল। ম্যাকও বিদায় নিয়ে নিজেদের আস্তানার দিকে রওনা হলো।

'প্রথমে আমি যতটুকু জানি সেটা তোমাকে বলে নিই,' হার্পের দিকে ফিরে শুরু করল লুক। 'তারপর তুমি আমাকে বোলো তুমি কতটা জানতে পেরেছ। তাহলে আমরা দুজনের খবর মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটার একটা মোটামুটি ধারণা পাব। প্রথমত পেনফিল্ড থেকে বার্ক নামের একজন যাজক সল্ট লেক সিটিতে পালিয়ে যায়। সে ওখানে গিয়ে জানিয়েছে এদিকে বিশপ জেরল্ড কিরকম স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে। আমি ওখানকার মরমন গির্জার হেডের সাথে আলাপ করে তাকে সব কথা জানালে সে বিশপের অপকর্মের কথা শুনে রীতিমত খেপে উঠল। লোকটা অত্যন্ত ভাল, এবং সে ওর এইসব খুনখারাবি মোটেও সমর্থন করে না।'

'এগুলো কি সব সত্যি?' প্রশ্ন করল হার্প।

বিষণ্ন মুখে মাথা ঝাঁকাল হেনরি।

'হ্যাঁ, এর সবই সত্যি,' বলে চলল সে, 'হেড ধর্মযাজক বলল মরমন ধর্ম একটা শান্তিকামী ধর্ম। শুধু নিজেদের জন্যে নয়, ওরা সবার জন্যেই শান্তি চায়। ওরা বিশ্বাস করে যে মরমন এবং অন্য যেকোন ধর্মের লোকের পাশাপাশি শান্তিতে বাস করা সম্ভব, যদি একে অন্যের ওপর অন্যায় অত্যাচার না করে।'

'কিন্তু বিশপের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন,' মন্তব্য করল পিট।

'পাইয়ুটরা পিছনের ওই ওয়্যাগন ট্রেইনটার কি অবস্থা করেছে সেই খবর কি তুমি পেয়েছ?' প্রশ্ন করল হার্প।

'হ্যাঁ, তোমাদের পিট লেস্টার আর আহত ব্রায়েনের কাছে এর বিবরণ শুনলাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ইউ.এস.ক্যাভেলরি কিছুদিনের মধ্যেই এদিকে আসছে, ওরা ওই ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাই নেবে। তোমার কি আর কোন খবর জানা আছে যেটা আমাকে বলোনি?'

'হ্যাঁ, নতুন খবরের মধ্যে একটা হচ্ছে, বিশপ জেরল্ড মারা গেছে। আমি

boighar.com

নিজে ওকে ওর বিছানায় পিঠে ছুরি বেঁধা অবস্থায় মৃত দেখে এসেছি। আর একটা খবর হচ্ছে বিশপই রুফাস নামে এক আধা-ইন্ডিয়ানের সাথে চুক্তি করে পাইয়ুটদের দিয়ে ওই কাজ করিয়েছিল। ওই ওয়্যাগন ট্রেইনে ক্যাশ নব্বই হাজার টাকা একটা সিন্দুকে ছিল। ওই টাকার বখরা নিয়ে বিবাদেই বিশপ ওকে গুলি করে হত্যা করেছিল। কিন্তু সেও রুফাসের হাত থেকে বাঁচতে পারেনি–ছুরি ছুঁড়ে রুফাসও ওকে আহত করে এবং সেই ক্ষত থেকেই বিশপের মৃত্যু ঘটেছে।'

'তাহলে তো এটা একটা সুখবর। এখন সল্ট লেক সিটির হেড নিজে বাছাই করে একজন ভাল লোককে পেনফিল্ডের বিশপ নির্বাচিত করে পাঠাবে। আমাদের আর কোন সমস্যাই থাকবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল হার্প।

'এই খবরে আর্থারের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না,' বলল সে।

'কি নাম বললে তুমি? আর্থার, মানে ম্যাক আর্থার নয় তো?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'অবাক কাণ্ডই বটে। সল্ট লেক সিটির ট্রেডিং পোস্টে ওর নামে অনেকগুলো চিঠি জমা হয়ে পড়ে ছিল। আমি ওহাইওতে ফিরে যাচ্ছি শুনে ওরা চিঠিগুলো ম্যাকের ওহাইওর ঠিকানায় পৌঁছে দিতে অনুরোধ করল। আমি যে ওর দেখা এখানেই পেয়ে যাব তা আমি ভাবতেই পারিনি।'

'বুঝলাম, এতে তো তোমার একটা সমস্যার সমাধান হলো, কিন্তু আমার সমস্যার কি হবে?'

'তোমার আবার কিসের সমস্যা?' প্রশ্ন করল হেনরি।

'সমস্যা নয়? ওই বিলুপ্ত ওয়্যাগন ট্রেইনের নব্বই হাজার ডলারের সিন্দুক এখন আমাদের কাছে রয়েছে। শুনলাম ওটা ছিল জন সায়মনের টাকা। ওই ডলারগুলো ওর উত্তরাধিকারী কারও কাছে পৌঁছে না দেয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।'

'ওহ, এই কথা?' বলল হেনরি। 'ওরাও ওহাইওরই বাসিন্দা। ওরা ওখানকার বিত্তশালী একটা পরিবার। আমি ওদের সবাইকে ভাল করেই চিনি। ওটাও আমিই ওদের কাছে পৌঁছে দিতে পারব, তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।'

'তাহলে তো আমার আর কোন সমস্যাই থাকল না।'

'আমি শুনলাম তোমরা এখানে মিলার টাউন নামে একটা শহর গড়ে তুলতে যাচ্ছ?'

'ওটা ম্যাক আর্থারের আইডিয়া, আমার নয়। আমি যখন আমার প্রেমিকাকে পেয়েই গেলাম, তখন আমি ভাবছি ওকে নিয়ে আমি ক্যালিফোর্নিয়াতেই চলে যাব। এই র‍্যাঞ্চটা আমি ম্যাকের নামেই লিখে দিয়ে যাব। তাহলে আর এর মালিকানা নিয়ে কোন ঝঞ্ঝাট হবে না। তুমি তো জানো, আমি ওই দিকেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার ওপর মরমনদের অত্যাচারের শোধ নিতেই কেবল এখানে রয়ে গেছিলাম। এখন আমার আর এখানে থাকার কোন মানে নেই।'

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল হেনরি। 'আর কিছু?'

'আচ্ছা, তোমাদের ওয়্যাগন ট্রেইনে কি কোন বাড়তি জায়গা আছে?' জিজ্ঞেস করল হার্প।

'শুধু বাড়তি জায়গা কি বলছ, পুরো একটা খালি ওয়্যাগনই আমাদের সাথে আছে। কিন্তু কেন, বলো তো?'

'আমি অ্যানি আর ব্রায়েনের পুবে ফেরার কথা ভাবছিলাম। অ্যানি মরমনদের কবল থেকে আমার সাথে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে বলেছিল তাকে যেকোন খ্রীষ্টান শহরে পৌঁছে দিলেই সে খুশি। কিন্তু সে পুবের মেয়ে–আমার মনে হয় পুবের কোন শহরেই ওর যাওয়া ভাল।'

'কিন্তু আমার কাছে কোন চালক নেই। ওয়্যাগনটাকে লাইনে রাখার জন্যে আমাকেই নিজের কাজ ফেলে বারবার ফিরে এসে ওটাকে সামলাতে হয়।'

'যদি তোমার আরও একটা দিন এখানে বিশ্রাম নিতে আপত্তি না থাকে, তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকবে না–ব্রায়েনই ওই ওয়্যাগনটা চালিয়ে নেয়ার মত সুস্থ হয়ে উঠবে। লরার ওয়্যাগন চালক হিসেবেই সে ব্রায়েনকে কাজে নিয়েছিল। লরার কাছে যা শুনলাম, তাতে মনে হয় ছেলেটা সত্যিই ভাল। সে সুদর্শনও বটে। চলার পথে যদি ওদের ভাব জমে ওঠে, মন্দ কি?'

'এমনিতেও আমাকে একদিন এখানে অপেক্ষা করতেই হবে, কারণ রওনা হওয়ার আগে ম্যাক আর্থারের চিঠি পৌঁছানো ছাড়াও ওয়্যাগন মেরামতের টুকিটাকি কিছু কাজ আমার সামলাতে হবে।'

'তাহলে তোমার সাথে আমার ওই কথাই রইল?'

পরদিন সকালে জেরি, পিট আর ব্রায়েন হার্পকে ছেঁকে ধরল। জেরি বলল, পিটের কাছে শুনলাম, তুমি আর লরা নাকি আমাদের ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছ? আমরা জানি তোমার ওপর আমাদের কোন ন্যায্য দাবিই নেই, এবং এটাও জানি, তোমাদের দুজনের জুড়ির মধ্যে পাঁচজন হলে একটা পুরো আর্মি হয়ে দাঁড়াব আমরা, কিন্তু তোমার সাথেই আমরা কাজ করতে চাই। কোন আপত্তিই আমরা শুনব না।'

ব্রায়েন যুক্তি দেখাল, 'এখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝে বহু বিপদ-আপদ আসতে পারে, সুতরাং একটা বাড়তি রাইফেল অনেক কাজে আসবে।'

ওদের আকুতি শুনে হার্প হেসে বলল, 'জেরি আর পিট আমার সাথে যেতে পারবে বটে, কিন্তু ব্রায়েনের আমাদের সাথে যাওয়া হবে না। ওর জন্যে একটা জরুরী কাজ আছে। সে লরাকে যেমন ওয়্যাগন চালিয়ে পুব থেকে নিয়ে এসেছিল, তেমনি এবার অ্যানিকে তোমার পুবের কোন শহরে পৌঁছে দিতে হবে।'

হার্পের মনে হলো, অ্যানির সঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনায় ক্ষুণ্ন না হয়ে একটু যেন খুশিই হলো ব্রায়েন।

'কোন প্রয়োজন হলে তুমি আমাদের লস অ্যানজেলেস স্টেজ স্টেশনে চিঠি লিখতে পারো।'

boighar.com

পরদিন সকালেই হেনরি লুক তার ওয়্যাগন ট্রেইনে করে অ্যানি আর ব্রায়েনকে নিয়ে পুবে রওনা হয়ে গেল। এদিকে লরা, পিট আর জেরিকে নিয়ে হার্প পশ্চিমে রওনা হলো। রাতেই লিখে রাখা র‍্যাঞ্চ ট্রান্সফারের দলিলটা ম্যাককে বুঝিয়ে দিয়ে ওদের থেকে বিদায় নিয়ে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে লস অ্যান্‌জেলেসের পথ ধরল ওরা। তিনদিন পরে শহরে পৌঁছে প্রথমেই গির্জায় গিয়ে লরার সাথে বিয়েটা সেরে নিল হার্প।

তারপর শহর থেকে দশ মাইল দূরে ভাল একটা জমি দেখে র‍্যাঞ্চ করার জন্যে ওটার ওপর ক্লেইম ফাইল করল। তিনজনে মিলে বাস করার উপযুক্ত একটা র‍্যাঞ্চহাউস, বাঙ্কহাউস আর বড় একটা কোরাল তৈরি করতে ওদের একমাস সময় লাগল। অবশ্য লরাও এতে ওদের যথাসাধ্য সাহায্য করল।

চারশো গরু আর চারটা ষাঁড় কিনে ওরা র‍্যাঞ্চের কাজ শুরু করে দিল। এর দুমাস পরে শহরে কিছু রসদ কিনতে গিয়ে ফেরার পথে স্টেজ স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল হার্পের নামে ওখানে একটা চিঠি এসেছে।

খুলে দেখা গেল ওটা ব্রায়েনের চিঠি। বক্তব্যটা সংক্ষিপ্ত। পুবে যাওয়ার পথে ওর সাথে অ্যানির বেশ ভাব জমে উঠেছিল। এরপর ওর এক চাচা মারা যাওয়ায় সে এখন ভাল একটা মাঝারি র‍্যাঞ্চের মালিক–কারণ, সেই ছিল আঙ্কেলের একমাত্র উত্তরাধিকারী। অ্যানিকে বিয়ে করে ওরা এখন বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

চিঠিটা পড়ে একটু হাসল হার্প। তার অনুমানই তাহলে শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো!

***

জাতশত্রু

কাজী শাহনূর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

সে রাতে মৃদু বাতাস বইল। ধীর লয়ে এসে, ব্লু রিজ মাউন্টেনের ফাঁক-ফোকর গলে ঢুকে, বাতাস ছড়িয়ে পড়ল নিচে উপত্যকায়, প্রকাণ্ড বাড়িটার বাইরে জমে থাকা ঝরা পাতায় মর্মরধ্বনি তুলল। ক্ষীণ ঝির্‌ঝির্‌ শব্দটা একবার শোনা গেল, থেমে গেল, আবার হলো।

জন বেনসন, বয়স এখনও যার সাত পোরেনি, সজাগ শুয়ে আছে–কান পেতে।

ওর বাবা ওয়াশিংটনে গেছে প্রেসিডেন্ট গ্রান্টের সঙ্গে দেখা করতে, শীঘ্রিই ফিরবে। উৎকর্ণ হয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করছে জন, এই বুঝি তার গলার আওয়াজ শোনা গেল।

বাবাকে বড্ড ভালবাসে জন, ইউনিফর্ম পরুক আর নাই পরুক লম্বা মানুষটা সব সময় সুদর্শন ওর চোখে, আর দুর্দান্ত হর্সম্যান। এবং শুধু কি তাই, প্রতিবেশীরা তো বলে পিস্তলে তার মত চালু হাত নাকি বড় একটা দেখা যায় না। এসব কথা শুনলে গর্বে বুকটা দশ হাত ফুলে ওঠে জনের।

পাতার শব্দ স্তব্ধ হলো ক্ষণিকের জন্যে, এবং নিশ্ছিদ্র নীরবতায় জনের কানে ভেসে এল একাধিক ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট ধ্বনি, হাইরোড থেকে গলিতে ঢুকেছে। এই ঘোড়াগুলো খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছে, ওর বাবা এলে তো এমন হওয়ার কথা নয়। আর এত ঘোড়াই বা আসবে কেন বাবার সাথে?

জানালার পর্দা তোলা, ফিকে আলোয় ঘড়ির কাঁটাগুলো দেখতে পাচ্ছে জন। ঘড়ি সবে দেখতে শিখেছে, এবং প্রতিটি ঘণ্টা সম্পর্কে সে দারুণ সচেতন। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। শব্দটা আবার শোনার চেষ্টা করতে আবিষ্কার করল থেমে গেছে ওটা। অস্বস্তির সঙ্গে আলগোছে বিছানা থেকে নামল জন, ইন্ডিয়ান ও রেনিগেডদের নিয়ে শোনা গল্পগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে, উঁকি দিল ইয়ার্ডে।

এক মুহূর্ত কিছুই চোখে পড়ল না, তারপর ধরা পড়ল একটা চকচকে শূন্য স্যাডল, পরমুহূর্তে একটা গাছের ছায়ায় কার যেন গোপন নড়াচড়া।

আতঙ্কিত জন হলের ও মাথায় মার ঘরে গেল। দরজাটা খুলে, ত্বরিত ঢুকে পড়ল ভেতরে, স্পর্শ করল মার বাহু।

'মা···বাইরে কারা যেন এসেছে। আমি আওয়াজ পেয়েছি।'

'ভুল শুনেছিস, জন। তোর বাবা কাল আসবে।'

'বাবা না, মা। কারা যেন এসেছে, চোরের মতন চলাফেরা ওদের। আমার ভয় করছে।'

লিন্ডা বেনসন বিছানা থেকে উঠে চেয়ার থেকে তার রোবটা তুলে নিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ভার্জিনিয়ায় বলার মত তেমন কোন সমস্যা নেই। জে বেনসন যুদ্ধের সময় রেনিগেডদের গ্রেপ্তারে ব্যস্ত ছিল।

'ভয়ের কিছু নেই, জন। আমাদের কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। ওরা তোর বাবাকে ভাল করেই চেনে। তাছাড়া, টিম তো গেট হাউজে আছেই। কিছু হলে ও শুনতে পেত।'

'মা, আজকে শুক্রবার। শুক্রবারে টিম ওখানে থাকে না, সরাইখানায় যায়।'

কারও একথা জানার কথা নয়, কিন্তু জন একদিন শুনে ফেলেছিল টিমকে সাবধান করে দিচ্ছে ওভারসীয়ার, মেজর জানতে পারলে চাকরি চলে যাবে।

কাঠ হয়ে গেল লিন্ডা বেনসন, চিন্তামগ্ন। সবচাইতে কাছের বাড়িটাও এখান থেকে চার মাইল। রয় ল্যাঙ্কাস্টার, ওদের ওভারসীয়ার, কালপেপারে বোনের বাড়ি বেড়াতে গেছে। ফিল্ড হ্যান্ডরা পেছনে পাহাড়ে জ্বালানী কাঠ কাটছে, এবং টিম চলে গিয়ে থাকলে গোটা বাড়িতে ওরা এখন একা, সঙ্গী বলতে কেবলমাত্র নিগ্রো মেইড জিনি উড।

'ভয় পাস না, জন। নিচে যাই চল।'

নরম কার্পেটে পায়ের শব্দ হলো না ওদের। জে বেনসন তার স্টাডিতে একটা ক্যাবিনেটে অস্ত্র-শস্ত্র লক করে রাখে, কিন্তু সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতে থমকে দাঁড়াল লিন্ডা, দরজার দিকে দৃষ্টি তার। দরজা খোলার চেষ্টা করছে কে যেন, আলতো হাতে নব ঘুরাচ্ছে। শব্দটা জনও শুনতে পেয়েছে, এবং মার হাতে আরও শক্ত করে চেপে বসল ওর হাত।

দু'মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল লিন্ডা, ভয়ের একটা শীতল স্রোত এই প্রথম উঠে এল ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। হঠাৎই বুঝে গেল সে কারা হতে পারে এরা—ভার্জিনিয়ায়, এই সময়ে, ওরা ছাড়া আর কেউ না। এখন শান্তির সময়। গেরিলা ব্যান্ড নিয়ে জে বেনসনের রেইড শেষ হওয়ার পর বেশি নয়, খুব সামান্যই আইন বহির্ভূত কাজ কারবার চলেছে।

দু'বছর গেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও লিন্ডার স্পষ্ট মনে আছে সেই কোর্টরুম আর ম্যাক্স বেরীর ওই অশুভ, ঘৃণামাখা কুৎসিত মুখ—ওর স্বামী মেজর জে বেনসনকে কী মারাত্মক সব হুমকিই না দিচ্ছিল লোকটা।

বেরী—মিসৌরী ত্যাগের পর এ নামটাই গ্রহণ করেছে ওরা—রেনিগেড পরিবারের নাম, যুদ্ধের আগে যারা ছিল ছিচকে চোর-ছ্যাঁচড়, যুদ্ধের ছত্রছায়ায় তারাই পরিণত হয়েছে খুনে ডাকাতে।

কয়েক খুনের আসামী, ম্যাক্স বেরীকে ধাওয়া করে গ্রেপ্তার করে মেজর বেনসন। ট্রায়ালে বেনসনের সাক্ষ্য ফাঁসিয়ে দেয় ওকে, বিচারক দেন ফাঁসির রায়।

চেয়ার ছেড়ে তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল বেরী। 'ওরা তোমাকে ছাড়বে না, বেনসন! আমার ভাইরা তোমাকে খুন করবে!' তারস্বরে চিৎকার করছিল লোকটা। 'তোমাকে পুড়িয়ে মারবে ওরা! আগুনে পুড়ে মরবে তুমি, এই বলে দিচ্ছি!'

লিন্ডা বেনসন মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ওরা এসে গেছে, ওর

এতদিনের আশঙ্কা এবার বাস্তবে পরিণত হলো। জে অবশ্য বেরীর কথাগুলো সবসময় উড়িয়ে দিয়েছে ক্রোধোন্মাদের হুমকি বলে।

বেরীরা এসে থাকলে জে-র খোঁজ করবে। কোন সন্দেহ নেই ওকে এখানে পাবে আশা করেছিল ওরা, এবং খুব সম্ভব টিমকে পানশালার দিকে যেতে লক্ষ করেছে, নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে বাড়িতে আর কেউ নেই।

ওরা এখন অন্যান্য দরজা-জানালাগুলোর পিছে লাগবে। ডাইনিংরুমের জানালাটা ওরা খোলাই পাবে, গরম লাগছিল তাই লিন্ডা ওটা বন্ধ করেনি–পাহাড়ী ঠাণ্ডা বাতাস খেলার জন্যে প্রায়ই ওটা খুলে রাখে সে। ডিনারের পর জিনিও বাড়ির এদিকটাতে সাধারণত আসে না, অবহেলার জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে এখন লিন্ডার।

'জন,' শান্ত সুরে বলল ও, 'তুই সেলারে নেমে যা। রুট-সেলার দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যাবি। তোর গুহায় গিয়ে চুপচাপ বসে থাকগে। যাই ঘটুক না কেন, যাই শুনিস না কেন, তোর বাপ অথবা আমি তোকে নিতে না আসা পর্যন্ত বেরোবি না।'

'মা, আমি–'

'যা বলা হচ্ছে করো, জন। তোমার বাপ থাকলেও একথাই বলত।'

মার মুখে তুমি শুনেও দ্বিধা যাচ্ছে না জনের। 'যাও,' আবারও বলল লিন্ডা। 'শিগ্‌গির যাও।'

আর একটা মুহূর্ত ইতস্তত করল জন–মাকে কাঠ-পুতুলের মতন বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাল লাগল না ওর। কিন্তু তার কথা অমান্য করতেও সাহসে কুলোল না। কাজেই ঘুরেই দৌড় দিল ও।

স্টাডির জানালা দিয়ে বাইরে এক ঝলক চাইতে গাছের জটলার নিচে বেশ কয়েকটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল লিন্ডা···মোট সাতটা গুণল ও, তবে আরও বেশিও থাকতে পারে।

ক্যাবিনেটের তালা খুলে শটগানটা তুলে নিল ও। বন্য বরাহ শিকারে এটা ব্যবহার করে জে। ভারী বাকশটে ভর্তি শটগানটা। এবার পিস্তলটা বের করল সে, ফিলাডেলফিয়ায় তৈরি খুদে একটা ডেরিঞ্জার। বিয়ের পরপর জে-র কাছ থেকে এটা উপহার পেয়েছিল ও। দুই ব্যারেল ওটার, একটার নিচে আরেকটা।

ডাইনিংরুমের ও স্টাডির দরজা দুটোই প্রশস্ত এন্ট্রান্স হলটার দিকে মুখ করে খোলে। ছয় ধাপ ভেঙে ল্যান্ডিঙে উঠে এল লিন্ডা। এখান থেকে চওড়া একটা সিঁড়ি উঠে গেছে তিনতলায়। ল্যান্ডিঙে আছে একটা স্ট্রেটব্যাকড চেয়ার।

সাবধানে ওটায় বসে, রোবের ভাঁজগুলো ঠিকঠাক করে নিল লিন্ডা, গাউনের একটা ভাঁজের নিচে কোলের ওপর ছোট পিস্তলটা লুকিয়ে রাখল ও। শটগানটা হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি রাখা। ধুপধাপ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, বসে বসে অপেক্ষা করছে লিন্ডা।

এটা ওর নিজের বাড়ি। বৌ হয়ে এখানে এসেছিল ও, এবং লিন্ডা বেনসন শক্ত ধাতের মেয়ে। এ বাড়িতে, নিজের হাতে সাজানো সংসারে, সুখী জীবন

boighar.com

যাপন করেছে ও। এবাড়িতেই জন্মেছে ওর আদরের ধন একমাত্র সন্তান জন।

উত্তরাধিকারসূত্রে লিন্ডা শিখেছে একটা বাড়ির মালিকানা হালকা কোন বিষয় নয়। বাড়ি থাকলেই শুধু হবে না সেটাকে রক্ষা করতেও জানতে হবে। এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে লিন্ডা। কিন্তু আজ যে ওকে বাড়ি প্রতিরোধের কাজে নামতে হবে ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি ও, যদিও ওর দাদী একবার নিজেদের কাঠের কেবিনটা রক্ষা করেছিল ইন্ডিয়ানদের হামলার বিরুদ্ধে লড়ে। না, এটা কখনোই ভাবেনি লিন্ডা, কিন্তু সময় যখন এসেছে সম্পূর্ণ তৈরি সে।

কাজটা যে খুব একটা সহজ হবে না জানে লিন্ডা। আক্রমণকারীদের ভয় দেখাতে পারবে সে, আশা করছে। স্থৈর্য ও জেদ যদি এ কাজ না-ও পারে, শটগান নিশ্চিত পারবে। তবে যা-ই হোক না কেন, জনকে নিয়ে চিন্তা নেই। পুরানো রুট সেলারের গলিটা–পাইওনীয়ার হাউজ হিসেবে বহু বছর আগে যেটা তৈরি করা হয়েছিল–জনকে পৌঁছে দেবে ওর নদী-তীরের গুহাটায়। শত্রুরা গলিটা খুঁজেও যদি পায়, বুড়ো ওকের শেকড়ের নিচে, জনের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার গুহাটার ওরা হদিস পাবে না।

এক মুহূর্ত পরে ও উঠে দাঁড়াল। একটা মোমবাতি হাতে ঘুরে ঘুরে সবকটা মোমদানি জ্বেলে দিল। হল-এ এখন পার্টির সময়কার মতন আলোকসজ্জা। এবার আবারও ফিরে গিয়ে চেয়ারটায় বসল ও।

শত্রুপক্ষ অনুপ্রবেশের জন্যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলে ওদের ঠেকানো অসম্ভব, কিন্তু লিন্ডা আশা করছে শটগান কাজটা পারবে, বাধ্য করবে ওদেরকে পিছু হটে যেতে। তারপরও অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করছে লিন্ডা কোর্টরুমের ওই হুমকিদাতা এলে তাকে ভয় দেখানো অত সোজা হত না। একই কথা খাটে ওর ভাই আর কাজিনদের বেলাতেও।

সৌভাগ্যক্রমে, বাগানের পেছনে নিজের ঘরে বাস করে জিনি উড, ওর সম্ভবত বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। ওর স্বামীও গেছে কাঠুরেদের সঙ্গে, এবং ও-ও একা।

পদশব্দটা ক্ষীণ শোনাল, আলগোছে খুলে গেল ডাইনিংরুমের দরজা, এক লোক দাঁড়িয়ে ওখানে। বিশালদেহী এক লোক, মাথার চুল বেশিরভাগই সাদা, তবে শক্তিশালী যুবক সে। বুকের ও হাতের পেশিগুলো ফুলে ফুলে আছে, মাটি লাগা শার্টটা বহু ব্যবহারে জীর্ণ, ওপরে পরা ভেস্টটারও ওই একই দশা।

আস্তে আস্তে, চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল ও, খুব আমোদ পাচ্ছে যেন। দ্বিতীয় আরেকজন লোক উদয় হলো এবার স্টাডির দরজায়। একহারা গড়ন লোকটার, পরনের কাপড়চোপড় প্রথমজনের চাইতেও নোংরা। লিন্ডাকে দেখতে পেল এই দ্বিতীয় লোকটাই।

সামনে ঝুঁকে এল ও, একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে, নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'আরিহ্, একটা মেয়েমানুষ দেখি!' হতবাক কণ্ঠে বলল। 'ঘাপটি মেরে বসে আছে!'

রিকি বেরী ঘরের ভেতর আরেকটু ঢুকে এল। সিঁড়ির গোড়ায় নিউয়েল

পোস্টটা নুয়ে পড়ল চাপ খেয়ে।

'মেজর বেনসনের কাছে এসেছ তোমরা,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল লিন্ডা। 'সে বাড়ি নেই। এটা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর সময় নয়। তোমরা পরে এসো, সে খুশি হবে তোমাদের দেখে।'

'এই না হলে খাঁটি ভদ্রমহিলা,' সত্যিকার প্রশংসা ঝরে পড়ল রিকির কণ্ঠে। 'ওদের সম্পর্কে অনেক কৌতূহল ছিল আমার। মনে হচ্ছে এবার একজনের দেখা পেয়েছি।'

'তোমাদের এখন'–লিন্ডা বেনসনের গলা হিম হয়ে আসছে– 'চলে যাওয়া উচিত।'

রিকি বেরী ইচ্ছে করেই মুখের ভেতর থেকে জিভ দিয়ে খইনি ঘুরিয়ে এনে, পারসী কার্পেটে তামাকের রস থুঃ থুঃ করে ফেলল। 'মেজর নেই যখন জিনিসপত্রগুলোর একটা সদ্‌গতি করতে হয়।' অন্য লোকটির দিকে মুখ ফেরাল ও। 'ছেলেদের বলো যার যা মনে ধরে নিয়ে যেতে। একবার আগুন ধরিয়ে দিলে আর কিছুই পাবে না। আমি এখানে এখন ব্যস্ত থাকব।'

'তুমি বলোগে যাও,' কৃশ লোকটা বলল। 'আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না।'

বেরী খুব হুঁশিয়ার রইল যাতে লিন্ডার ও তার মধ্যে নিউয়েল পোস্টটা বজায় থাকে। শটগানটা এখনও দেখতে পায়নি সে, হাঁটুর পাশে ওটাকে খানিকটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছে লিন্ডা। মহিলার হাতের পাশে কালো মত কিছু একটা শুধু লক্ষ করেছে রিকি, বসে থাকা ভঙ্গিটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল ওর চোখে।

দ্বিতীয় লোকটা অত সতর্কতার ধার ধারল না। চোখের সামনে পরিষ্কার ধরা দিল সে। ওপরে ক্যাঁচ করে মৃদু একটা শব্দ করল দরজাটা। তারমানে পেছনের সিঁড়িটাও ব্যবহার করেছে এরা।

ঠিক সে মুহূর্তে ধেয়ে এল দুঃসাহসী লোকটা। গুড়ুম! লিন্ডা বেনসন শটগানটা তুলে গুলি চালিয়ে দিয়েছে।

হলওয়েতে গুলির শব্দটা যেন কানের কাছে বজ্রপাত ঘটাল। পুরো নয়, আধকদম ফেলতে পারল কেবল লোকটা, ভয়ার্ত মুখভঙ্গিটা তার দেখতে পেল লিন্ডা, চিত হয়ে দড়াম করে মেঝেতে পড়ল ঘটনা মৃতদেহটার।

ব্যানিস্টারে ভর দিয়ে লাফ দিল রিকি বেরী, বেড়ালের মত নিঃশব্দে ল্যান্ড করল লিন্ডার পাশে। ওপর থেকে আরেকজন লোক ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়তে বেহাত হয়ে গেল শটগানটা। মাথা নীচু রেখে, ডেরিঞ্জারে হাতটা ফেলে দিল লিন্ডা, ওটা তাক করে ফায়ার করল রিকির উদ্দেশে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা, এবং পরমুহূর্তে ট্রিগার টিপে দিল লিন্ডা বেনসন নিজের হৃৎপিণ্ড বরাবর।

ব্যালকনিতে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা জন পুরো ঘটনাটার সাক্ষী হয়ে রইল, মাকে একা ফেলে চলে যেতে পারেনি ও কিন্তু কি যে করবে তাও বুঝতে পারেনি। পারবে কি করে? বয়স এখনও যে সাত হয়নি ওর। মাকে আত্মহত্যা করতে দেখে অস্ফুট আর্তধ্বনি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে, হয়তো দৌড়েই যেত

boighar.com

মার কাছে।

ঠিক সে মুহূর্তে বেরী দেখে ফেলল ওকে। 'ওই যে বাচ্চাটা!' গর্জে উঠল। 'ধরো ওটাকে।'

জীবনের সেরা দৌড়টা দৌড়ল এবার জন। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, খাড়া ধাপগুলো ভেঙে হারিয়ে গেল নিকষ কালো সেলারের ভেতরে, রুট সেলারে যাওয়ার জন্যে প্রাচীন গলিটায় ঢোকার দরজাটা খুঁজে পেতে এক বিন্দু আলোর প্রয়োজন হলো না ওর। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পালাল ও, গাছ-পালার নিচে দিয়ে বেরিয়ে এসে চকিতে পেছনে চাইল নিজেদের বাড়িটার উদ্দেশে, দেখতে পেল এক লোক জানালার পর্দায় মোমের আগুন ছোঁয়াল। এই লেস পর্দাগুলো ওর মা কত শখ করেই না অ্যালেনকন থেকে আনিয়েছিল। লকলক করে বেড়ে উঠল অগ্নিশিখা।

তীর ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল জন, সারা শরীর কাঁপছে ওর। আতঙ্কিত। শেকড়ের পেছনে গুহাটা ওর। গুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে নিথর শুয়ে রইল ও, আকস্মিক মানসিক আঘাতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সর্বাঙ্গ।

জ্বলন্ত বাড়িটা থেকে ছুটে পালাচ্ছে বেরীরা, হুইস্কির ও ব্র্যান্ডির বোতল হাতে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ফটাফট শব্দ ছাপিয়ে আবছাভাবে ওদের মাতাল চিৎকার চেঁচামেচি কানে আসছে জনের। দীর্ঘক্ষণ বাদে ঘুমে ঢলে পড়ল ও, রিকি বেরীর ও জোনাথনের–যে লোকটা ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়েছিল–দুটো মুখ এতক্ষণ জমাট বাঁধা ভয় হয়ে চেপে বসে ছিল বুকের মধ্যে।

শেকড়ের নিচে, মেজর জে বেনসন ও জিনি উড পরদিন সকালে খুঁজে পেল জনকে, কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে ছিল বাচ্চাটা।

দুই

টেবিলের ওপাশ থেকে ছেলের দিকে এক ঝলক নজর বুলিয়ে নিল মেজর জে বেনসন।

'যতটা পারো খেয়ে নাও, জন। শিগ্‌গিরিই আমার পচা রান্না তোমার হজম করতে হবে।'

'তোমার রান্না আমার ভাল লাগে, বাবা।'

কেমন যেন দমে গেছে ছেলেটা। মা মারা যাওয়ার পর চার মাস কেটেছে, একদম শান্ত হয়ে গেছে সে ঘটনার পর থেকে জন–ছটফটে ভাবটা তার একেবারেই নেই। ওর সঙ্গে কথা বলা হলে ও-ও বলে, নয়তো নয়, মুখে কোন প্রশ্ন নেই, বাবার সঙ্গে লেগে থাকে ছায়ার মতন, যেন ভয় পায়, এই বুঝি তাকেও হারাবে।

অল্প অল্প করে সে রাতের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছে ও–জানিয়েছে মার

অদম্য সাহসের কথা এবং মাকে দেখে হতচকিত রেনিগেডদের কথা। দরজার কাছে তখন দাঁড়িয়ে থেকে পালাতে ইতস্তত করছিল জন, জে বেনসন ওর কথা থেকে বুঝে নিয়েছে বাড়িতে লিন্ডাকে আশা করেনি রেনিগেডরা।

কদাচ এগুলো বলেছে জন, এবং জে বেনসন কখনোই ওকে এসব কথা বলার জন্যে চাপ দেয়নি। এস্টেটে ফেরার চিন্তা একবারের জন্যেও মাথায় ঠাঁই দেয়নি মেজর বেনসন, জায়গাটা যদিও ভীষণ ভালবাসত সে। ছেলেটার মনে সমস্ত স্মৃতি এখনও দগদগে ঘায়ের মত। ওর এখন প্রয়োজন, চেনা মানুষ-জনের, চেনা পরিবেশের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া–সোজা কথায় নিখাঁদ পরিবর্তন।

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সে জায়গাটা খুব নিরিবিলি, জন। সাপ্লাইয়ের জন্যে যখন যাব শুধু তখনই লোকজনের দেখা পাওয়া যাবে। তবে আমার ধারণা শহরটা খুবই ছোট হবে।'

জে বেনসন চওড়া কাঁধের, দীর্ঘদেহী পুরুষ, তেত্রিশ বছর বয়স তার। চোখা মুখটা রোদ-বাতাসের ঝাপটা সয়ে কালচে হয়ে গেছে। অসম্ভব ব্যক্তিত্বশালী লোক, কঠোর পুরুষ মানুষ চিনতে যাদের ভুল হয় না তারা জে বেনসনের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাবেই।

'স্টীম গাড়িতে কয়েকটা দিন থাকতে হবে আমাদের, জন। অনেক নতুন নতুন জায়গা দেখতে পাবে তুমি।'

'ইন্ডিয়ানরাও থাকবে?' জনের প্রশ্ন।

এটাই প্রথম প্রশ্ন, এই প্রথম আগ্রহের প্রতিফলন লক্ষ করা গেল ওর মধ্যে।

'অল্প কিছু, আমার মনে হয়। আশা করি তাদের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন কেউ থাকবে না।'

হঠাৎ এক ইউনিফর্মধারী লোককে ওদের টেবিলের পাশে দেখা গেল।

'মেজর? জেনারেল ওপরে আছেন। তোমাকে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।'

'আমরা লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছি, কর্নেল ডেভিড, ভীষণ ক্লান্ত।' কণ্ঠ থেকে অসহিষ্ণু ভাবটা সরিয়ে রাখতে রীতিমত বেগ পেতে হলো বেনসনকে। 'জেনারেলের সহৃদয়তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, কিন্তু ও ব্যাপারে আর নতুন কিইবা বলবেন উনি।'

ডেভিড ধপ করে বসে পড়ল। 'তোমাকে তাঁর প্রয়োজন, জে। আবারও নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন তিনি এবং আশপাশে তাঁর সৎ, ভাল লোক চাই। তুমি জানো আমিও জানি তাঁর চারপাশে অনেক চাটার দল জুটে গেছে। এসব আগাছা ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হলে তোমার মত একজন লোক দরকার।'

'এমন একজন, যাকে বিশ্বাস করা যায় না। তাই তো বলতে চাইছ?'

ডেভিড পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করে বেনসনের দিকে এগিয়ে দিতে সে একটা তুলে নিল।

'তোমার ছেলেটা খুব ভাল, জে,' বলল ডেভিড। 'ওকে ওই বিশ্রী মরুভূমিতে পচিয়ে মারতে চাও?'

boighar.com

'পচে মরবে কেন, কর্নেল,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেও কাঠিন্যের রেশটুকু কান এড়ায় না। 'অনেক কিছু শিখতে পারবে ও ওখানে। আমার জন শক্ত ছেলে। এলাকাটাও শক্ত মানুষের, ওর বেড়ে উঠতে বরং সাহায্যই হবে।'

'জে, জেনারেলের তোমাকে প্রয়োজন,' পুনরাবৃত্তি করল ডেভিড। 'কাজ বেছে নেবে তুমি, উনি চাপাবেন না। এইড হিসেবে তোমাকে চাইবেন উনি, কিন্তু চাইলে তুমি ক্যাবিনেট জবও করতে পারো···তোমার যা খুশি। তোমার জাজমেন্ট আর অভিজ্ঞতার তাঁর দরকার আছে।'

'তোমার যা খুশি বলতে পারো, ডেভিড। তাঁর আসলে একটা কুড়াল মার্কা লোক চাই। যাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করে, যখন যাকে প্রয়োজন সাইজ করা যায়।'

বেনসন একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ঘরের একটা বিশেষ কোণের দিকে, ভাবছে মাত্র ক'মাস আগেও ওর ও লিন্ডার মনে কী বিপুল উদ্দীপনাই না সৃষ্টি করতে পারত এই প্রস্তাব। অথচ এখন?

ওর সম্পর্কে গ্রান্টের কি ধারণা খুব ভাল করেই জানে বেনসন। প্রেসিডেন্টের অল্প ক'জন ঘনিষ্ঠের মধ্যে ও-ও একজন, যার কেবল আমেরিকার পশ্চিম কেন, বিদেশ সম্পর্কেও প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওর পরিচালিত বেশ কটা তদন্ত ওকে এমন এক শক্ত অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে, যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ওকে ভয়ানক প্রয়োজন পড়বে।

'জবাব হচ্ছে, না,' আবারও বলল ও। 'আর্মিতে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে বারোটা বছর চাকরি করেছি আমি। তার ফলাফল হচ্ছে ছেলেটাকে ছাড়া আর সবই হারিয়েছি–আমার বউ, ঘর-বাড়ি সব। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি এবং তার জন্যে মনে কোন দুঃখও নেই, কিন্তু ওসব আর না। কমিশন থেকে ইস্তফা দিয়েছিলাম ছেলেটাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যে।···তাছাড়া নিজের জন্যেও আমার সময় চাই। এখন একটু বই-পত্র পড়ব, আপন মনে নানা বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করব, ছেলেটাকে চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখব, আমার এটুকুই চাওয়া।'

'গ্রান্টের সঙ্গে দেখা করছ?' শুধাল ডেভিড। 'যত যাই বলো, সে কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।'

'নিশ্চয়ই তাঁর চেয়ে পরিপূর্ণ সৈনিক কিংবা বেটার জেনারেলের আন্ডারে আমি কখনও কাজ করিনি। দেখা করব, কিন্তু জবাব হবে ওই না-ই।'

চুরুট চিবোচ্ছে ডেভিড। গ্রান্টের বেনসনকে প্রয়োজন, কিন্তু বিষয়টা তার চাইতেও গভীর। স্বয়ং বেনসনের জন্যেই চিন্তা হচ্ছে ডেভিডের। এই লোকের গোঁয়ার মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত সে, এবং সেটা তার নিজের জন্যেই মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে। এখন ওর নিজেকে সবার কাছ থেকে গুটিয়ে নেয়ার সময় নয়, অন্তত স্ত্রীর মৃত্যুর পর এত জলদি তো নয়ই।

'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, জে। সিন্ডি তোমার জন্যে খুব চিন্তিত।'

বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে গেল বেনসনের। 'কর্নেল, আমার চলে যাওয়ার সেটাও অন্যতম কারণ। কারও করুণা, সহানুভূতি, কৌতূহলের আমার প্রয়োজন নেই। আমি এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে কেউ আমাকে চেনে না, কারও কোন

বাড়তি কৌতূহলও থাকবে না আমাদের প্রতি। মানুষের সহানুভূতির ঠেলায় আমার নাভিশ্বাস উঠে গেছে। সিন্ডি খুবই ভাল মানুষ, কিন্তু তুমিও জানো ওর প্রথম কাজটাই হবে আমার গলায় কাউকে না কাউকে ঝুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা। মেয়েমানুষদের তো চেনোই। ও কান পচাতে থাকবে, আমার বউ দরকার আর জনের মা দরকার এই কথা বলে বলে।'

বিষণ্ন হাসল ডেভিড। দু'ঘণ্টাও হয়নি একথাগুলোই বলেছে ওকে সিন্ডি।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আলাপ চলল ওদের–আসন্ন প্রেসিডেন্সিয়াল প্রচারাভিযান কেমন হবে; এখানে, অর্থাৎ সেন্ট লুইতে কি অবস্থা, যে হোটেলে ওরা উঠেছে তার মান কিরকম এইসব আরকি। শেষমেশ, ডেভিড ওপরে গ্রান্টের ও অন্যান্য অনুগামীদের কাছে চলে গেল।

একা হলে পর ছেলের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলল জে বেনসন, তারপর ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। ও কি ঠিক কাজ করছে? পরিবর্তন হলেই কি সব ক্ষত চিহ্ন মুছে যাবে? সবচেয়ে বড় কথা এটা আদৌ কি কোন সমাধান?

রাতের পর রাত আর্তচিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে গেছে জন। জিনির জিম্মায় ওকে রেখে কিছুতেই এদিক সেদিক চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না, রেনিগেডরা আবারও আসবে সর্বক্ষণ এই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত ছেলেটা।

তন্নতন্ন করে সে রাতে ওকে খুঁজেছে জালিমগুলো, এবং জন ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিখুঁত মনে রেখেছে। কখনও কখনও ওরা এত কাছ দিয়ে গেছে যে ওদের গম্ভীর, অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে জন। ও দেখেছে লোকগুলোকে, চিনে রেখেছে, এবং তারা যাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে সেই লোকেরই ছেলে সে।

শিলটন হোটেলের সুবিশাল ডাইনিংরুমটা এ তল্লাটের অন্যতম সেরা, খাবারের মানও যথেষ্ট উন্নত সেন্ট লুই ব্যস্ত এলাকা; পশ্চিমের দ্বারপ্রান্ত বলা যেতে পারে এটাকে। এখানকার লোকজন বেনসনকে চেনে, চেনে ডেভিডকেও: এবং তারা জানে ডেভিড যার তার সঙ্গে কথা বলে না, প্রেসিডেন্টের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী সে।

'বাবা? আমার নিজের একটা পনি থাকবে?' জন প্রশ্ন করল।

'আস্ত একটা ঘোড়াই পাবে তুমি, জন। বড়দের যেমন থাকে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে অনেক রাইড করব কেমন? আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোন রাস্তা নেই, শুধু ইন্ডিয়ানদের ট্রেইল, আর আছে অল্প কিছু ইন্ডিয়ান।'

প্রথমটায়, ছেলেকে অক্ষত ফিরে পাওয়ার পর প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল বেনসন তার নেতৃত্বে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে তল্লাশি চালানো হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকা স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, এবং যার ঘোড়া আছে সে-ই রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বেরীদের খোঁজে।

পর্বতে গা ঢাকা দিয়েছে দুর্বৃত্তদল, কিন্তু ওরা এখন এমনকি ওখানেও বন্ধুহীন। যে হাইড-আউটগুলো ওরা একসময় ব্যবহার করত, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সেগুলো, কঠোর মনোভাবাপন্ন প্রাক্তন গেরিলাদের পক্ষেও এই নির্মম হত্যাকাণ্ড মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি।

boighar.com

বেনসনের সঙ্গে লড়াই করেছে ওরা, এবং তাকে একজন দুঃসাহসী লোক হিসেবে সমীহও করে। বেনসনের স্ত্রীকেও জানত ওরা, মহিলাদের ক্ষতি করে এমন লোকেদের গেরিলারা চরম ঘৃণার চোখে দেখে। এর ফলে শোনা গেছে, পুরানো আশ্রয় ছেড়ে মিসৌরীতে ফিরে গেছে বেরীরা।

বেনসন অবশ্য একথা মানতে রাজি হয়নি। উগ্রমূর্তি ধারণ করে এমন সব জায়গাতেও সে একাকী হানা দিয়েছে, যেসব জায়গায় ক্যাভলরি দলও যাওয়ার আগে দু'বার ভাববে। বুকের মধ্যে আগুন নিয়ে, যার কথা ডেভিড জানে, চারদিক চষে বেড়িয়েছে বেনসন, নিজেকে নিঃশেষ করে ছেড়েছে। প্রাক্তন শত্রুরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওর প্রতি, কিন্তু বেরীদের পাত্তা পাওয়া যায়নি। শেষটায় বেনসন উপলব্ধি করেছে ওর দায়িত্ব ধাওয়া করা নয়, ছেলেটাকে পরিপূর্ণভাবে মানুষ করে তোলা।

'আমরা যেখানে যাচ্ছি জায়গাটা তুমি চেনো, বাবা?'

'অল্প-স্বল্প, বাপ। অচেনা, নির্জন, বুনো এক এলাকা ওটা। একবার জায়গাটাকে আপন করে নিতে পারলে দেখবে আর কোনদিন ভুলতে পারবে না। চারদিকে ইয়া বড় বড় সব পাথর···সে না দেখলে বিশ্বাস করবে না···মাথার ওপর এত বড় আকাশ যেমনটা তুমি কখনও দেখোনি। অবিশ্বাস্য!'

একটু বিরতি নিয়ে, অতীত রোমন্থন করল বেনসন। 'তোমার বয়সে নিউ কান্ট্রিতে গেছিলাম আমি, জন। জানোই তো, আমার জন্ম কানাডায়, ছেলেবেলায় ফ্রেঞ্চ ছাড়া আর কিছু বলতে পারতাম না। সাত বছর বয়সে ভার্জিনিয়ায় খালার কাছে থাকতে গেছিলাম, মাঝেমধ্যে কানাডা আর ফ্রান্সে বেড়াতে যেতাম।

'ব্লু রিজ মাউন্টেনে শিকার আর রাইডিং করতে যেতাম, লেখাপড়ার হাতেখড়ি ভার্জিনিয়ায়। বড় হয়ে ভর্তি হলাম ভার্জিনিয়া মিলিটারি ইন্সটিটিউটে, আর পরে ফ্রান্সের সেন্ট সিরে এক বছর কাটাই।'

জনের আগ্রহ ধরে রাখার জন্যে উত্তেজনাকর কাহিনীটার বয়ান দিল বেনসন। কমিশন পেয়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হয়ে, কিভাবে পশ্চিমে ইন্ডিয়ান এলাকায় যেতে হয়েছিল তাকে।

সঠিক সময়ে ওখানে পৌঁছে, ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসের সঙ্গে শেইয়েনদের পিছু ধাওয়া করেছিল সে। শেইয়েনদের দলটা একটা মেইল পার্টির ওপর হামলা করেছিল। চব্বিশটা ঘোড়া ও খচ্চর উদ্ধার করতে পেরেছিল ওরা, দশজন শেইয়েন ওদের হাতে খুন হয়েছিল। পরে, কর্নেল ট্যাভারের সঙ্গে রাইড করে, সলোমনস ফর্কে শেইয়েনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেনসন, এবং তারপর ধাওয়া করে প্রতিপক্ষদের।

পরবর্তী ক'বছরে প্রায় দু'ডজন অভিযানে সে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অংশ নেয়, নেব্রাসকা, কলোরাডো, ওয়াইয়োমিং আর উটাহর ইন্ডিয়ান অঞ্চলগুলো চষে ফেলে। কিন্তু এরপর সাদা পোশাকে তাকে পাঠানো হয় ইউরোপে; ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে নিযুক্ত কনফেডারেট এজেন্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে।

অফিসারদের ঘাটতি পড়ায় স্টেটসে ফিরিয়ে আনা হয় ওকে, এখানে এসে পশ্চিমে গ্রান্টের পক্ষে প্রচারাভিযানে অংশ নেয় সে, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার আশ্চর্য এক ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতা রয়েছে তার। পদোন্নতি পেয়ে প্রথমে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট, তারপর ক্যাপ্টেন ও সবশেষে মেজর পদে উন্নীত হয়। ট্রুপ ও সাপ্লাই চালান দিতে রেইল রোডের প্রয়োজনীয়তার কথা যারা প্রথমে ভেবেছিল বেনসনও তাদের একজন। কিন্তু যুদ্ধের শেষার্ধে আবারও ইউরোপে পাঠানো হয় তাকে, এক বা একাধিক ইউরোপীয়ান জাতি কনফেডারেটদের পক্ষ নিচ্ছে এই আলামত পেয়ে। ফ্রেঞ্চ ভাষায় ওর দক্ষতা এবং সেন্ট সিরের দিনগুলোয় নানা জনের সঙ্গে গড়ে তোলা বন্ধুত্ব সে সময় খুব কাজে আসে। যুদ্ধ শেষে, ভার্জিনিয়ার ওয়ারেনটনে নিজের পুরানো বাসায় ফিরে আসে ও, নিজের সময় দু'ভাগে ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটনের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

'পশ্চিমে আমরা কি কি করব, বাবা?' জানতে চাইল জন।

'ওহ্, একটু আধটু প্রসপেক্ট করব, বুনো ঘোড়া দাবড়াব, এমনকি কিছু ক্যাটলও চড়াতে পারি। তবে নতুন নতুন জায়গা, বুনো এলাকা দেখাটাই মূল কাজ হবে।'

চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল জে বেনসন। 'আমাকে এখন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে যেতে হবে, জন।'

'বাবা, সেন্ট লুই কোন রাজ্যের মধ্যে পড়েছে?'

গ্রান্টের সামনে কি কি যুক্তিতর্ক খাড়া করবে ভেবে নিচ্ছিল বেনসন, তাই ফস করে বলে বসল, 'মিসৌরীর মধ্যে, জন। এটা সেন্ট লুই, মিসৌরী।'

মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল জন, ওর বিস্ফারিত চোখের দিকে চাইতে হঠাৎ উপলব্ধি করল ব্যাপারটা বেনসন। 'কোন ভয় নেই, জন। হাজারে এক ভাগও সম্ভাবনা নেই বেরীদের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হবে। আর দেখা যদি হয়ও, ভয় কি, আমি তো আছি। আমি থাকব তোমার সাথে, ওদের বাপেরও সাধ্য হবে না ধারে কাছে ঘেঁষে।'

ছেলেটাকে ঘরে একা রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হবে, ভাবছে বেনসন, শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিল জনকে সঙ্গে নিয়েই গ্রান্টের কাছে যাবে। এতে উপকারও হতে পারে, কেননা জেনারেল বাচ্চা-কাচ্চাদের ভালবাসেন।

সিঁড়ির উদ্দেশে এগোচ্ছে এসময় কাকে যেন বলতে শুনল, 'ওই ভদ্রলোক মেজর বেনসন। প্রেসিডেন্ট গ্রান্টের বন্ধু।'

সিঁড়ির কাছে চেয়ার পেতে বসে থাকা এক লোক ঝট করে মুখ তুলে চাইল, তার নীলাভ কঠোর চোখজোড়া নিবদ্ধ হলো বেনসনের চোখে।

এক পলকের জন্যে, পরক্ষণে মুখ ফেরাল লোকটা, যেন বেনসন ওকে চিনে ফেলবে, ভয় পাচ্ছে। থমকে দাঁড়াল বেনসন এবং লোকটা চট করে উঠে দাঁড়িয়ে, হাতের কাগজটা ভাঁজ করতে করতে পা বাড়াল লবির দিকে। লবি পেরিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে গেল।

ইতস্তত করছে বেনসন। পুরানো কোন সৈনিক বন্ধু? না···বেনসন চাইল

boighar.com

আবারও, দেখতে পেল লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। এবার চোখাচোখি হতে লোকটা আর দাঁড়াল না, হনহন করে হাঁটা দিল।

বলাবাহুল্য, গ্রান্টের বন্ধু শুনলে লোকজন কৌতূহলী হবে। বেনসনও জানে সে কথা, কিন্তু এ লোকটার চোখে ও যা দেখেছে তা কৌতূহল নয়; তীব্র ঘৃণার ও ভীতির মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেমন একটা সন্দেহ জাগল বেনসনের মনে। কর্নেল ডেভিড সম্ভবত ঠিকই বলে। প্রশিক্ষণ ও প্রবৃত্তি ওকে সবার প্রতি সন্দীহান করে তুলেছে।

'এসো, বাবা!' ডাকল জন।

লোকটার ভাবভঙ্গি উত্তেজিত করে তুলেছে বেনসনকে, অবচেতন মনে ওর কুডাক দিচ্ছে। কিন্তু যতই মনে করার চেষ্টা করল স্থির নিশ্চিত হলো এমুখ সে আগে কখনও দেখেনি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে, দামী কার্পেট মোড়া হল ধরে জেনারেলের স্যুইটের উদ্দেশে পা বাড়াল ও। দু'জন গাঁট্টাগোঁট্টা গার্ড পাহারায় রয়েছে। দু'জনই চেনে ওকে।

'ইভনিং, মেজর,' একজন বলল। 'জেনারেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

গ্রান্ট একটা ডেস্কের পেছনে বসা, চুরুটের নেভা ছোট্ট একটা টুকরো দাঁতের ফাঁকে নিয়ে। কোটের বোতাম খোলা প্রেসিডেন্টের, টাইটা খানিকটা তেরছা হয়ে আছে।

ছোট্ট করে নড করলেন তিনি। 'কেমন আছ, বেনসন? একটা চেয়ার টেনে বসো।' তারপর জনের উদ্দেশে উজ্জ্বল হেসে বললেন, 'আরে, তুমিও এসেছ? বাহ্, বসো, বসো।'

তিন

ঘটাং ঘট। ঘটাং ঘট। রাতের আঁধারে প্রবেশ করল ট্রেন। জানালার বাইরে, বিস্তীর্ণ, ফাঁকা প্রান্তরে এক ফোঁটা আলো দেখা যাচ্ছে না। বেনসনের পাশে, জানালা সংলগ্ন আসনটাতে গভীর ঘুমে মগ্ন জন।

বগিটা একরকম খালিই প্রায়। দু'সীট সামনে এক যুবক আইলে পা রেখে সীটে শুয়ে আছে; বুটজোড়া তার গোড়ালি পর্যন্ত নামানো, মেক্সিকান কিংবা ক্যালিফোর্নিওসদের মতন প্রকাণ্ড কাঁটাওয়ালা চাকতি লাগানো ওর স্পারে।

ওমাহার পশ্চিমে ছোট্ট এক স্টেশনে এ লোককে ট্রেনে উঠতে দেখেছে বেনসন। দীর্ঘদেহী যুবকটির মাথায় গোছা গোছা হলদে-সাদা চুল, চালচলনে কেমন এক শুকনো রসিকতার ছোঁয়া। জনের উদ্দেশে চোখ টিপেছিল লোকটা, মাথা নেড়েছিল বেনসনকে উদ্দেশ্য করে, এবং প্রায় একই সঙ্গে একটা সিগারেট

জ্বেলেছিল; তার ফলে সহজেই তাকে টেক্সাসের সীমান্তবর্তী কোন এলাকার লোক হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছে বেনসন। মেক্সিকানদের কাছ থেকে স্বভাবটা রপ্ত করে ওরা।

তোবড়ানো একটা হেনরী রাইফেল বহন করছে যুবক; কিন্তু বেনসনের অভিজ্ঞ চোখ লক্ষ করল চকচকে, পরিষ্কার রাইফেলটার নিয়মিত যত্ন নেয়া হয়। লোকটার গান বেল্টে ভারী একটা ওয়াকার কোল্ট, মডেলটা দুষ্প্রাপ্য প্রায়।

আরও জনা ছয় যাত্রী আছে বগিতে, ওই যুবতীটি সহ। বেশভূষা ফ্যাশনদুরস্ত তার, তবে খানিকটা মলিন। কাজল কালো চোখ মেয়েটির, মুখটা মায়ায় ভরা। কে মেয়েটা, ভাবল বেনসন, পশ্চিমে যাচ্ছেই বা কেন?

গ্রান্ট নিঃসন্দেহে ঠিকই বলেছিলেন। হ্যাঁ, পালাচ্ছে বেনসন, শুধু যে স্ত্রীর মৃত্যুশোক ভুলতে তাই নয়, পরিচিত পরিপার্শ্ব থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিতে। ওয়াশিংটন, বন্ধু-বান্ধব, নিজের এলাকা সবই পরিত্যাগ করছে সে। যাচ্ছে সে··· কোথায়? কোন্ দিকে?

কেবল জনের দোহাই দিলেই চলবে না, নিজেও সেটা ভাল করে জানে বেনসন। ও স্বয়ং পালাতে চাইছিল। এমন এক অঞ্চলের উদ্দেশে চলেছে ও, বহু বছর আগে যেটা একবার মাত্র দেখেছে, কিন্তু তারপর থেকে আর ভুলতে পারেনি। এখনও মনে পড়ে ওর সেই খাঁ খাঁ নির্জনতা, ইয়া বড় বড় পাথরের স্তূপ, মাথার ওপরে আদিগন্ত আকাশ, ঝকঝকে নক্ষত্রের চাঁদোয়া।

অন্য কোন অঞ্চল ওকে এই পরিমাণ স্পর্শ করেনি; জনমানবশূন্য মরুভূমি, অদ্ভুত সব ক্যানিয়ন, সুদৃঢ় রিজ, ধ্বংসপ্রাপ্ত রেঞ্জের ভাঙা পাথরের নিচের সুগভীর উপত্যকায় খসে পড়া–এসব আকৃষ্ট করেছে যতখানি। অন্তরের গভীরে কোথায়, কোনখানে যেন অঞ্চলটার জন্যে একটা আকুতি, একটা হাহাকার রয়ে গিয়েছিল ওর।

এক বিকেলের কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। এক দল ঘোড়া-চোর ইন্ডিয়ানকে খুঁজতে সদলবলে বের হয়েছিল ও। হঠাৎ করে ছোট একটা টিলার চূড়ায় উঠে গিয়েছিল ওরা, দূরবর্তী এলাকাগুলোর অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল ওখান থেকে। রাশ টেনে ধরেছিল ও, স্তম্ভিত, এবং ওর লোকেরা ধীরে ধীরে চারপাশে এসে জড় হয়েছিল, বাক্যহারা হয়ে পড়েছিল ওরা প্রত্যেকে।

ওদের সামনে খাড়া নেমে গেছে একটা উপত্যকা, তৃণ শ্যামল সরু এক করিডর, গভীর ছায়ায় কালচে দেখাচ্ছিল ওটাকে, দুটো প্রকাণ্ড জলপ্রপাত সশব্দে নেমে যাচ্ছে ওটার দু'পাশ দিয়ে; ঝড়ে-বৃষ্টিতে, উড়ন্ত বালি মেখে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করেছে স্তূপাকার পাথরের বিশালকায় চাঁইগুলো।

উপত্যকায় এসে ফুরিয়ে গিয়েছিল ট্রেইল, আর রাইড করার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু ফিরে আসতেও মন চাইছিল না বেনসনের। প্রকৃতির সেই অপরূপ শোভা কতক্ষণ দু'চোখ ভরে দেখেছে নিজেও জানে না। সঙ্গী সার্জেন্টের কথায় সংবিৎ ফিরেছিল ওর। 'লেফটেন্যান্ট,' বলেছিল সার্জেন্ট, 'কোন ইনজান ওখানে মরতে যাবে না, আর আঁধার লেগে আসছে এখন তো প্রশ্নই ওঠে না।'

boighar.com

অগত্যা ঘোড়ার মুখ ঘোরাতে বাধ্য হয়েছিল বেনসন, কিন্তু এরপর থেকে জায়গাটা কথা বলত ওর সঙ্গে, ফিসফিস করে গান শোনাত কানে কানে, ডাকত হাতছানি দিয়ে।

ট্রেন আচমকা থেমে গেল। বগিগুলো ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রতিবাদ জানাল, ঝাঁকুনি খেল, তারপর একদম চুপ মেরে গেল। ক্লান্ত এঞ্জিনের বাষ্প হাঁসফাঁস করছে, এছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

টেক্সান কাউবয়টি ধড়মড় করে উঠে বসল, ইতিউতি চাইছে। চোখাচোখি হয়ে গেল বেনসনের সঙ্গে। 'হঠাৎ কি হলো?'

'জানি না,' জনের দিকে এক পলক চেয়ে বলল বেনসন। 'যাই, দেখে আসি।'

সটান উঠে দাঁড়াল কাউবয়। 'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

দ্বিধা করল এক মুহূর্ত জে বেনসন, ছেলের দিকে চাইল। কাজল-আঁখি মেয়েটি মৃদু হাসল। 'যাও,' বলল। 'আমি ওকে দেখে রাখব। জেগে গেলে বলে দেব তুমি কাছেই আছ।'

বগির শেষ প্রান্তে চলে এল বেনসন, পা রাখল দুই বগির মাঝের ফাঁকা জায়গাটায়।

দু'পাশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, গিয়ে মিশেছে ছোট ছোট টিলার গায়ে। রেলের সিঙ্গল লাইনটা পেছনে বহুদূরে অদৃশ্য হয়েছে। বগির মাথার হ্যান্ডরেইলটা ধরে এঞ্জিন দেখার জন্যে ঝুঁকে পড়ল বেনসন। দুটো ছায়ামূর্তিকে কথা বলতে এবং কন্ডাকটরকে ট্রেনের পাশ দিয়ে লণ্ঠন দুলিয়ে ফিরে আসতে দেখতে পেল ও; বগিগুলো পরীক্ষা করছে লোকটা।

দোল খেয়ে নেমে এল বেনসন, তার পাশে কাউবয়টি। 'কি ব্যাপার?' মৃদু স্বরে শুধাল বেনসন।

'আগুন,' জবাব দিল কন্ডাকটর। 'আগুনের গন্ধ পেয়েছি। কোন একটা বগিতে মনে হচ্ছে হঠাৎ আগুন ধরে গেছে। ছাদে হয়তো কয়লার একটা টুকরো পড়েছে।'

কাউবয়টি একটু দূরত্ব বজায় রেখেছিল। 'আমার নাক গলানো ঠিক না, মিস্টার কন্ডাকটর,' মৃদু কণ্ঠে বলল ও। 'কিন্তু তোমার জায়গায় আমি হলে সময় নষ্ট না করে ট্রেন ছেড়ে দিতাম। গন্ধটা কিন্তু ঘাস পোড়ার। প্রেইরীতে আগুন লেগেছে এবং ওটা এদিকেই আসছে।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইল কন্ডাকটর। 'ঠিক বলেছ। এটা ঘাস পোড়ার গন্ধ ছাড়া আর কিছু না।'

ঘুরেই পড়িমরি ছুটল লোকটা এঞ্জিনের উদ্দেশে, কিন্তু সে ওখানে পৌঁছনোর আগেই দৃশ্যমান হলো আগুনের শিখা, আকাশের পটভূমিতে লাল রঙের নিষ্প্রভ একটা আভা।

'এটাকে এড়ানোর উপায় নেই,' বলল বেনসন। 'আমাদের ব্যাকফায়ার

করতে হবে।'

'এখানে না।' পিস্তল ড্র করল কাউবয়। 'পেছনদিকে একটা জলাভূমি আছে। আমাদের পানি দরকার হবে।' ফাঁকা একটা গুলি করল ও, এবং ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল কন্ডাকটর।

'পিছাও!' চেঁচিয়ে উঠল কাউবয়। 'জলাভূমিটার কাছে ফিরে চলো।'

পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল এঞ্জিনিয়ার, এবং কন্ডাকটর এক লাফে সবচাইতে কাছের বগিটায় উঠে পড়ল। বেনসন দোল খেয়ে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ওঠার সময় হাত ধরে টান দিল কাউবয়টির।

এঞ্জিনের হুইল ঘুরে গেল উল্টো দিকে, এবং নড়তে আরম্ভ করল ট্রেন। দিগন্তে ইতোমধ্যেই লকলকে অগ্নিশিখা নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে। কতদূরে ওটা? এক মাইল–আধ মাইল? ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ঠাহর করা কঠিন।

লাইনে চাকার ঘর্ষণের ফলে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে পিছিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। দোলায়মান বগিটার ভেতর প্রবেশ করল বেনসন। উঠে বসেছে জন, ভীত। চোখ বিস্ফারিত তার। যুবতী মেয়েটি ওর পাশে বসে।

'ঘাসে আগুন লেগেছে, জন,' ওর বাপ বলল। 'তুমি এই ভদ্রমহিলার দিকে লক্ষ রেখো। উনি হয়তো ভয় পাচ্ছেন। বগি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না, কেমন?'

চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল বেনসন। 'আমাদের যে কোন ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।' সৈনিকের ইউনিফর্মধারী এক যাত্রী চোখ রগড়ে ঘুম তাড়াচ্ছিল, উঠে বসল একথা শুনে। বেনসন ওকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'প্রাইভেট, যাও, প্রতিটা কামরার লোকেদের জাগিয়ে তোলো। পানি ধরে এমন যা কিছু আছে জোগাড় করো। শুকনো তক্তা আর বার্নিশে তৈরি এই বগিগুলো। ভালমতন এগুলোকে পানিতে ভেজাও!'

ও গায়ের কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাড়ির পেছন দিক লক্ষ্য করে দৌড় দিল এবং ট্রেনের গতি কমামাত্র লাফিয়ে পড়ল নিচে। জলাভূমিটার অবস্থান গাড়ির যে দিকটাতে থাকলে সুবিধা হত তার উল্টোদিকে, তবে পানির সরবরাহ যথেষ্ট এখানে, এবং প্রয়োজন পড়লে আগুনের কবল থেকে বাঁচতে একটা আশ্রয়ও পাওয়া যাবে।

ট্রেনের ওপাশ দিয়ে আগুনের উদ্দেশে দৌড় দিল বেনসন। 'ট্র্যাকের কাছেরটা দিয়ে শুরু করো,' কাউবয়টিকে বলল ও, 'ঘাসে সবচেয়ে আগে যে আগুনটা ধরবে এবং আমরা যেটাকে নেভাতে পারব। আমি আরও দূরে যাচ্ছি।'

আগুন এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে, প্রেইরীর ওপর দিয়ে সগর্জনে ধেয়ে আসছে সুউচ্চ অগ্নিশিখা। বড়জোর পঞ্চাশ গজের মতন গিয়ে থমকে দাঁড়াল ও, হাঁটু গেড়ে ঘাসের বুকে বসে দু'হাতে দু'মুঠো ঘাস ছিঁড়ে নিল। ওগুলো এক করে আগুন জ্বালল বেনসন, আগুন ঠিকমত ধরলে পর ওটা ছুঁইয়ে দিল ঘাসে। লাফিয়ে উঠল একটা লেলিহান শিখা, দৌড়চ্ছে বেনসন, যতক্ষণ সম্ভব ধরে রেখে মশালটা ঘাসে স্পর্শ করে যাচ্ছে, তারপর ছিঁড়ে নিল আরেক মুঠো ঘাস। ট্রেনের আকৃতির সমান একটা আগুন ধরানো হয়ে গেলে, ঘুরে পেছন দিকে ফিরে আসতে লাগল

boighar.com

ও, বাইরের আগুনটার ভেতরদিকে আরও নতুন নতুন জায়গায় আগুন জ্বালল। বুদ্ধিটা হচ্ছে, কোন আগুনকেই বেশি বাড়তে দেবে না, কিন্তু ট্রেনের কাছেপিঠের ঘাস পুড়িয়ে দেবে, প্রকাণ্ড আগুনটাকে যাতে থামিয়ে দেয়া যায়।

অন্যরা সাধ্যমত সাহায্য করছে। ট্র্যাকের পাশে, কালো কালো শরীর বগিগুলো লক্ষ্য করে পানি ছুঁড়ে দিচ্ছে। কেউ কেউ ঘাস পোড়াচ্ছে, কোন শিখার অতিরিক্ত বাড় বেড়ে গেলে বা কোনটা বেশি কাছিয়ে এলে নিভিয়ে দিচ্ছে।

সবাই মরিয়ার মতন কাজ করে চলেছে। কাউকে বলে দিতে হচ্ছে না, বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রত্যেকে। বেনসনকে ব্যাকফায়ার জ্বালার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে প্রাণপণ যুঝতে হচ্ছে।

কাউবয়টি জানে কি করণীয় এবং তার হাতও চলছে সমানে। ট্র্যাকের মাত্র ছ'ফিটের মধ্যে একটা আগুন জ্বেলেছে সে, সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন একটা বর্ডার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল এবং শীঘ্রি নিভেও গেল। ধিকিধিকি সামান্য একটু আগুন শুধু বেনসনের পোড়ানো বড় এলাকাটার সঙ্গে বাতাসে ভেসে এসে মিশল।

কিন্তু এবার তেড়ে এল আগুনের প্রকাণ্ড দেয়ালটা; ওটা এখন আর মাত্র কয়েকশো গজ দূরে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে পোড়া এলাকাটার ও জলাভূমিটার মাঝখানে। ব্যাকফায়ারের বাইরের কিনারা যখন ধীরে ধীরে জ্বলছে অগ্নি দেয়ালটার সঙ্গে মোলাকাত করতে, এবং ওদেরকে রক্ষা করতে যখন সামান্য এক ফালি পোড়া জমি বাকি, এসময় সব কটা হাত কাঠের বগিগুলোকে ভেজানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কামরাগুলোর ছাদে চড়েছে কয়েকজন, এবং অন্যরা পানি ভর্তি বালতি তুলে দিচ্ছে তাদের হাতে। অনেকে বগির বার্নিশ করা দেয়ালে পানি ঢালছে। ধোঁয়া নাকে-মুখে যেতে বেদম কাশছে সবাই; ঘাস-পাতা উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, জ্বলন্ত টাম্বলউইড গড়িয়ে যাচ্ছে গা ঘেঁষে। সে যে কি প্রচণ্ড উত্তাপ, কহতব্য নয়।

অগ্নিশিখা এখন গড়িয়ে এসে, ব্যাকফায়ারের সঙ্গে মিলে চরম ক্রোধে দাউদাউ জ্বলছে, কিন্তু ছড়াতে পারছে না। ব্যাকফায়ারের প্রান্তগুলো ঘিরে কিছু শিখা পোড়া জমিটার আর জলাভূমির মাঝ দিয়ে ট্রেনের দিকে পথ করে নিয়ে এগোতে চাইছে, কিন্তু যাত্রীরা সহজেই এগুলোকে বশ করে ফেলতে পারছে।

শীঘ্রিই বোঝা গেল আর ভয় নেই, ট্রেনটা নিরাপদ। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এক দল পুরুষ নীরবে ওখানে দাঁড়িয়ে রইল দু'মুহূর্ত।

কাউবয়টি কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জানে না বেনসন। 'ভয়ঙ্কর আগুন,' শুকনো কণ্ঠে বলল যুবক।

'হ্যাঁ। তবে আমি এরকম আরও কয়েকবার দেখেছি। মারাত্মক বিপদ হতে পারত।'

কন্ডাকটর এগিয়ে এল ওদের দিকে। 'তোমাদের ধন্যবাদ জানাতে এলাম,'

বলল। 'তোমরা না থাকলে ট্রেনটা বাঁচানো যেত না।'

খলখল করে হাসল কাউবয়। 'এতদূর এসে প্রেইরীর আগুনে পুড়ে মরলে ভাল দেখাত না। বাবা সব সময় বলে আমি নাকি জন্মেছিই ফাঁসিতে ঝোলার জন্যে।' বেনসনের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল ও। 'তুমি খুব ফাস্ট নড়াচড়া করো,' বলল। 'আমি ওয়ালি। ওয়ালি মিটফোর্ড।'

ওর হাত ঝাঁকিয়ে দিল বেনসন। 'জে বেনসন,' বলল। 'ছেলেকে নিয়ে পশ্চিমে, উটাহ্ যাচ্ছি,' এবার জুড়ে দিল, 'কিংবা হয়তো নেভাদায়।'

'আমি নিজেও ওদিকেই যাচ্ছি,' বলল ওয়ালি। 'ট্রেন থেকে নামছ কোন্‌খানে?'

'প্রোমোন্টরী,' বলল বেনসন। 'ওটার দক্ষিণে একটা জায়গা লোকেট করার ইচ্ছে আছে, আর এলাকাটা ঘুরেও দেখব।'

তির্যক চাহনি হানল ওর প্রতি ওয়ালি। 'দেখে তোমাকে নরম লোক মনে হয় না,' বলল, 'কিন্তু ওসব জায়গায় একটু সাবধানে রাইড কোরো।'

ট্রেনের কাছে ধীর পায়ে হেঁটে এসে কামরায় উঠে পড়ল ওরা। আকস্মিক বিপদ যাত্রীদের হঠাৎ করে অচেনা মানুষ থেকে সহযোদ্ধায় পরিণত করেছে। একে একে সবার কালচে, ঘর্মাক্ত মুখগুলো দেখে নিল বেনসন। 'খানিকটা পানি আমাদের নিজেদের জন্যেও রাখা দরকার ছিল,' বলল ও, এবং একজন বিশালদেহী সুইডিশ ফার্মার হাসল ওর উদ্দেশে। আবার রওনা দিতে নড়েচড়ে উঠল ট্রেন।

এধরনের আচমকা বিপদাপদের ফলে যাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, ভাবল বেনসন, তারা অনেক বছর পরও কেউ কাউকে চিনতে ভুল করে না। দশে মিলে যে মারাত্মক বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ওরা, এর ফলে প্রত্যেকেরই মনে মনে বিজয়ীর অনুভূতি হচ্ছে, সবাই আত্মতৃপ্তি বোধ করছে।

জন বাবার দিকে মুখ তুলে চাইল; চোখজোড়া বিস্ফারিত ওর। 'আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম,' বলল। 'কিন্তু পামেলা দেয়নি।'

'ধন্যবাদ,' যুবতীর উদ্দেশে সহজ কণ্ঠে বলল বেনসন। 'আমি জে বেনসন।'

'আমি পামেলা হপার। খুব সাহসী কিন্তু তোমার ছেলেটা। আমি ওকে কি সান্ত্বনা দেব ও-ই বরং আমাকে সাহস দিয়েছে।'

'কদ্দূর যাচ্ছ?'

শীতল হয়ে গেল যুবতীর চোখ দুটো। 'বেশি দূর না, মিস্টার বেনসন। মোটেই বেশি দূর না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল ও।

'ও না খুব ভাল,' মন্তব্য করল জন।

জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করল বেনসন। আলো ফুটি ফুটি করছে। নিভে গেছে আগুনের শেষ স্ফুলিঙ্গগুলো।

ভারী মেঘের পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে ভোরের সূর্য, জানালায় তবলা বাজাচ্ছে বৃষ্টি। গতি কমে এসেছে ট্রেনের, একটা খাড়া গ্রেড বাইতে হচ্ছে এমুহূর্তে। বেনসন সহসা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, উঠে দাঁড়িয়ে আইল ধরে মন্থর

boighar.com

পায়ে এগোল, জনকে বৃষ্টি দেখার জন্যে রেখে।

বিশালদেহী সুইডিশ দাঁত বের করে হাসল এবং আরও দু'জন কথা বলল ওর সঙ্গে, আগুন ও আবহাওয়া বিষয়ে। বেঁটেখাট, গাঁট্টাগোঁট্টা এক লোক আগুয়ান বেনসনকে দেখে তার লাল মুখটা তুলে ধরল। 'প্রোমোন্টরীতে নেমে যাচ্ছ শুনলাম। ওখানে একটা স্টোর আছে আমার। কোন ধরনের প্রয়োজন হলে চলে এসো, দ্বিধা কোরো না।'

'ধন্যবাদ।'

'ওখানে দাঁতের ফিলিংস ফেলে রাখলে চুরি করবে এমন লোকও আছে। আবার আরেকদল আছে যারা গুলি করে ফিলিংস কেড়ে নিতেও দ্বিধা করবে না।'

ট্রেনের গতি এখন আরও কমে এসেছে। ঝুঁকে পড়ে, বৃষ্টিস্নাত জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল বেনসন। ট্রেনটাকে ঘেরাও করেছে কালো রঙের দোলায়মান পশমের এক সমুদ্র।

'বাফেলো!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

থেমে গেছে ট্রেন। স্টোরকীপার ঝুঁকে পড়ল বাইরেটা দেখার জন্যে। 'সেবারের মত না হলেই বাঁচি। বাফেলোদের পার হওয়ার সময় দিতে প্রায় পুরোটা দিন বসে থাকতে হয়েছিল...তা প্রায় বিশ ত্রিশ লক্ষ তো ছিলই।'

বেনসন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। দু'জন লোক বগির ওমাথায় দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ করছে। এদের একজন দীর্ঘদেহী, গোলাকার কাঁধ, দুটো পিস্তলের জন্যে চওড়া নিতম্ব আরও চওড়া দেখাচ্ছে তার। হ্যাটটা দোমড়ানো লোকটার, ধুলো-ময়লায় তেল চিটচিটে শার্টের কলার, ঝোলা গোঁফে তামাকের দাগ।

কিন্তু সে নয়, বেনসনের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল পাশের লোকটা। সেন্ট লুইয়ের শিলটন হোটেলে এই লোকটিকেই দেখেছিল ও।

ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে লোক দুটো ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

স্টোরকীপারটি বেনসনের দৃষ্টি অনুসরণ করল। 'ওদিকে কয়েকটা ঘোড়া আছে ওদের...ওরা ব্যাগেজকারের যাত্রী।'

'আগুন নেভানোর সময় এরা কোথায় ছিল তাই ভাবছি,' মন্তব্য করল বেনসন। 'ওদেরকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আমারও না।'

কন্ডাকটর ওদের পাশে এ সময় থমকে দাঁড়াল। 'আজ রাতে শেইয়েন পৌঁছে যাব,' বলল ও। 'শহরটা ভাল লাগবে তোমাদের।'

'ব্যাগেজকারে ঘোড়া যাচ্ছে শুনলাম,' বলল বেনসন।

সায় জানাল লোকটা। 'গত রাতে চারজন লোক উঠেছে,' বলল। 'পুরো বগিটা ভাড়া নিয়েছে ওরা। ছটা ঘোড়া আর প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে। বুনো ঘোড়া ধরবে নাকি।'

চারজন লোক...

নিজের আসনে ফিরে এল বেনসন। জন ঘুমোচ্ছে এবং আশপাশে কেউ

নেই। কার্পেট ব্যাগটা খুলে গানবেল্ট ও পিস্তল বের করল ও। লোড পরীক্ষা করে পরে নিল বেল্টটা।

এবার সীটে, ট্রেনের সামনের দিকে মুখ করে বসল ও, পেছনে হেলান দিল আরাম করে। এখান থেকে সামনেটা পরিষ্কার দেখতে পাবে।

ট্রেন এ মুহূর্তে খানিকটা জোরে ছুটছে, বাফেলোর ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে কিছুটা। হুইসেল বাজল বেশ ক'বার, এবং প্রতিবারই জানোয়ারগুলো অল্প কয়েক কদম দৌড়ে, তারপর আবার হাঁটতে লাগল আপন মনে।

আইলে থেমে দাঁড়াল এসময় ওয়ালি। গানবেল্টটা লক্ষ করলেও কোন মন্তব্য করল না ও।

'ট্রেনে তীর্থযাত্রী বেশি নেই,' বলল। 'থাকলে মোষগুলোকে গুলি করত। একবার পঁচিশ-ত্রিশজনকে দেখেছিলাম একসঙ্গে গুলি চালাতে। স্রেফ খুনের জন্যে খুন–জিভ কলিজা কিছুই নিতে পারেনি। অদ্ভুত মানুষের মনমানসিকতা।…তবে এটার মত এত বড় দল আর দেখিনি।'

'মোষের পাল খুব খামখেয়ালী হয়। যখন খুশি ছুট লাগায়,' বলল বেনসন, 'ইন্ডিয়ানদের দেখেছি তখন শিকার করতে।'

'বাকশট,' বলল ওয়ালি। 'আমার পছন্দ বাকশট। ভাল শটগান বেছে নিতে পারো তুমি…ওয়েলস ফার্গোর মত এক্সপ্রেস গান পাবে প্রোমোন্টরীতে। দুর্দান্ত জিনিস।'

ওয়ালি চলে গেলে ফের হেলান দিয়ে বসল বেনসন, হ্যাটের কানা নামিয়ে দিল চোখের ওপর…এসব কথার অর্থ কি? মোষ বিষয়ক নিছক আলোচনা? নাকি এর পেছনে গূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছে?

চার

ট্রেন শেইয়েনের ইয়ার্ডে এসে ঢুকতে, কন্ডাকটর বেনসনের পাশে আবারও থেমে দাঁড়াল। 'দেড় ঘণ্টা লাগবে শহরে পৌঁছতে,' বলল। 'ছেলেকে নিয়ে মুখে কিছু দিয়ে নাও। লাইনের ধারে কাছে থামার মতন কোন জায়গা নেই। অন্তত তোমার মত ভদ্রলোকদের উপযোগী।

'শেইয়েন বোর্ডিংও আহামরি কোন জায়গা নয়,' বলে চলল সে। 'ক্যানভাসের পার্টিশন, এক বিছানায় দু'জন শোয়। খাবারের মানও যা তা। কেপলারের পিলগ্রিম হাউজ থাকার জন্যে সেরা জায়গা, কিন্তু খাওয়ার জন্যে যেতে হবে ন্যান্সি মর্গ্যানের ওখানে। ট্র্যাকের কাছাকাছিই হোটেলটা ওর। আর বাচ্চাদের মহিলা ভালও বাসে।'

ন্যান্সি মর্গ্যানের রান্না সত্যিই চমৎকার, এবং শশব্যস্ত, হাসিখুশি আইরিশ মহিলাটি এমনভাবে জনকে হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল যেন সেই জন্মের পর

boighar.com

থেকেই ওকে লালন পালন করছে। বেনসনকে ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ করল মহিলা। শেষপর্যন্ত টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে, কোমরে দু'হাত রেখে বলল, 'মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না, মিস্টার, কিন্তু তোমাকে ঠিক মেলাতে পারছি না। তুমি জুয়াড়ী নও, হলে এখানে না, রাস্তার ধারে কোনখানে ঢুকতে।'

ঘড়িতে একবার নজর বুলিয়ে নিল বেনসন, জবাব দিল না। অনেকদিন পর যেন ঘরের খাবার পেটে পড়ল। পেট পুরে খেয়েছে ওরা, এবং ট্রেন ছাড়ার সময়ও হয়ে এল প্রায়। চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল বেনসন, আর ঠিক সে মুহূর্তে কাঁচ চুরমার করে দিয়ে একটা বুলেট ঘরে ঢুকল। পেট ফুটো হয়ে গেল রান্নাঘরের দরজার কাছে ঝুলিয়ে রাখা ডাচ আভনটার।

এক হাতে জনকে মেঝেতে ঠেলে দিয়ে অন্য হাতে পিস্তল বের করল বেনসন। ঘরটির অনেকখানি ভেতরে অবস্থান করছে ওরা, গুটিসুটি মেরে বসে একটা টেবিলের কিনারা দিয়ে জানালার বাইরে চোখ রাখল বেনসন। আঁধারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পিস্তলের অগ্নি-ঝলকানির জন্যে অপেক্ষা করছে ও···কিন্তু দ্বিতীয়বার আর গুলি এল না।

কঠোর চোখে ন্যান্সি চেয়ে ওর দিকে। 'এটা কোন মাতাল পাঞ্চারের কাজ নয়, মিস্টার। তোমাকে ওপারে পাঠানোর জন্যেই গুলিটা করেছিল।'

পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বেনসন। মহিলার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। 'আমার তা মনে হয় না, মিসেস মর্গ্যান। গুলিটার দিক-নিশানা ঠিক ছিল না।'

'যা ইচ্ছে ভাবোগে তুমি,' কঠিন গলায় বলল মহিলা। 'তোমার না হয় প্রাণের মায়া নেই, কিন্তু এই বাচ্চা ছেলেটার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ কেন?'

কথা জোগাল না বেনসনের মুখে, কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'এক কাজ করো,' কণ্ঠস্বর নরম করল এবার ন্যান্সি মর্গ্যান। 'পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আগে চারপাশটা একটু দেখে নাও। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়ো।'

অমত করল না বেনসন। পা টিপে টিপে পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত, শেইয়েনের রাতের শব্দ শুনল কান পেতে।

অন্তত গোটা দুই মিউজিক বক্স ঝনঝন শব্দে তাদের উপস্থিতি জাহির করছে রাতের আঁধারে। কোথায় জানি দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হলো এবং খোনা চিৎকার দিয়ে চালু হলো একটা পাম্প। উচ্চকিত গলায় কোন্ এক মাতাল যেন বেসুরো গান ধরেছে। রেস্তোরাঁর সামনের দিকে, বোর্ডওয়কে স্পারের ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ।

হাতছানি দিয়ে ছেলেকে কাছে ডাকল বেনসন। গোড়ালির ওপর বসে পড়ল তারপর। 'জন, গুলিটা আমাদের দিকে করা হয়েছে আমার তা মনে হয় না, কিন্তু শহরে কিছু খারাপ লোকও আছে। আমাদের তাই টুঁ শব্দটাও করা চলবে না, বুঝতে পেরেছ···কাজটা কঠিন কিছুই না, আমরা একটু ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান খেলব, কেমন?'

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল জন।

'এসো তবে। এই গলি দিয়ে আমরা সোজা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ব। কেউ গুলি করতে চাইলে এখানেই করবে, যাতে লোকে টের না পায় কাজটা কার। কাজেই খুব সাবধান থাকব আমরা, ঠিক আছে?'

জন সঙ্গে না থাকলে এতটা সতর্কতার প্রয়োজন পড়ত না, ভাবল বেনসন। সেক্ষেত্রে গুলিটা কে করেছে জানার চেষ্টা করত ও। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন, যত জলদি সম্ভব ট্রেনের নিরাপদ আশ্রয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে ফিরে যেতে হবে।

আবর্জনা ভর্তি কয়েকটা পিপের কোণ ঘেঁষে পথ করে নিয়ে গলিতে ঢুকল বেনসন। এখানে একটু ইতস্তত করল সে, ছায়াগুলো পরখ করতে অপেক্ষা করছে। দু'মুহূর্ত বাদে পা বাড়াল আবার, গভীরতম ছায়াগুলোর আড়াল নিয়ে এগোচ্ছে, ক্ষীণতম শব্দের জন্যেও উৎকর্ণ। পেছনের রাস্তায় এসে পড়েছে এখন ওরা।

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আলো এখানে ওখানে আয়তক্ষেত্র তৈরি করেছে। আঁধারে ইতোমধ্যে চোখ সয়ে এসেছে বেনসনের, ছায়া ছায়া অন্ধকারগুলো নিরীখ করছে ও। গোড়ালির ওপর বসে জনের উদ্দেশে ফিসফিস করে বলল, 'দরজাগুলোর সামনেটা আর ছায়াগুলোর দিকে নজর রেখো, জন। কোন নড়াচড়া দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

রাস্তার ওপারে কোনাকুনি আরেকটা গলি রয়েছে যেটা চলে গেছে রেল লাইনের দিকে। বেনসন যেখানে গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে সেখান থেকে এঞ্জিনের ভারী শোঁ শোঁ শব্দ এবং প্ল্যাটফর্মে কর্মরত লোকেদের হাঁক ডাক শুনতে পাচ্ছে। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে প্রায়।

ওরা এতক্ষণে জেনে গেছে বেনসন রেস্তোরাঁর পেছন দরজা দিয়ে সটকে পড়েছে। ওর পিছু লেগে থাকলে লোকগুলো স্টেশনে ফেরার প্রতিটি রাস্তা তল্লাশি করবে, কিন্তু এত লোক কি আছে ওদের? এখন পর্যন্ত সবচাইতে সোজা রাস্তা ধরে চলেছে বেনসন, এবং এখান থেকে সবচেয়ে সিধা রুট হচ্ছে রাস্তার ওপাশের গলিপথটা···ওরা এটার কথা ভাববে না।

জনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝাল বেনসন। রাস্তাটার দিক থেকে ইচ্ছে করেই মুখ ফিরিয়ে, সন্তর্পণে বিল্ডিংগুলোর পেছনে ছড়ানো ছিটানো আবর্জনার মধ্য দিয়ে সে পথ করে এগোল। ইতস্তত পড়ে আছে বোতল, ক্যান, পুরানো কাঠের টুকরো। এবং প্রায়ই টপকাতে হচ্ছে ফেন্স।

ওরা হঠাৎ এসে পড়ল একটা সরাইখানার খিড়কি দরজায়, এবং বেনসন এগিয়ে গিয়ে মেলে ধরল দরজাটা। এক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরটা খুঁটিয়ে দেখে নিল ও।

বেশ কটা জুয়ার টেবিল ব্যস্ত, জনা ছয়েক বার্টেন্ডারকে দেখা গেল, রাত যদিও তেমন একটা হয়নি। লাল স্কার্ট ও সাদা ঝালরওয়ালা টপস পরা এক নর্তকী ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ানো।

সামনের জানালাটার পাশে, শিলটন হোটেলে দেখা সেই লোকটাও ওদের

boighar.com

দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। গভীর মনোযোগে চেয়ে আছে রাস্তার দিকে।

লোকজনের ভিড় ঠেলে ঘরের ভেতর দিয়ে পা চালাল বেনসন, তখনও জনের হাত ধরে আছে। জানালার লোকটার পেছনে এসে পৌঁছতেই সে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল। পলকে বেনসনের হাতে উঠে আসা পিস্তলটার মাজ্‌ল ঠেকল তার পিঠে। লোকটা ঘুরে চাইল, পেছনে কে দাঁড়িয়ে আবিষ্কার করে মুখের চেহারা বিস্ময়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর।

'স্টেশনে যাবে না?' নম্র বেনসনের কণ্ঠ। 'এটা গুণ্ডা-পাণ্ডাদের শহর। আমরা একসাথে গেলে হয়তো বিপদের ঝুঁকি কম থাকবে।'

প্রতিবাদ করতে চাইল লোকটা। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'সোজা হাঁটা ধরো,' এবার হুমকির সুরে বলল বেনসন। 'আমাকে আজ রাতে একবার গুলি করা হয়েছে, আবার করতে চাইলে দু'জনকেই করুক না হয়।'

মন্থর পায়ে লোকটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। 'আমি ডেড শট, দোস্ত,' বলল বেনসন। 'কাজেই সাবধানে হেঁটো। হোঁচট-টোঁচট খেতে দেখলে বলা যায় না, ভুল করে গুলিও করে বসতে পারি।'

সেলুনের কেউ এদিকে নজরই দেয়নি, বেনসনের পিস্তলটা এমনভাবে ধরা ছিল যারা তাকিয়েছে তারাও কিছু টের পায়নি। মাঝ রাস্তা ধরে, ট্রেনে ওদের ফিরে আসার পথে কোন বাধা পড়ল না। ট্রেনের কাছে এসে বেনসন বলল, 'ঘোরো, বন্ধু। আমাদের পাহারা দিয়ে আনার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তুমি সঙ্গে না থাকলে কি হত কে বলতে পারে। বুঝতে পারছি না, কে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়···কোন ধারণা আছে তোমার?'

'আমি কেমন করে বলব?'

কন্ডাকটর শশব্যস্তে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু বেনসনকে দেখে ইতস্তত করতে লাগল। 'উঠে পড়ো শিগ্‌গিরি। এখুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

'সবাই উঠেছে?' বেনসন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ···প্রায়। তবে কয়েকজন এখনও বাকি আছে।'

'তারা কি ব্যাগেজ কারের যাত্রী?'

'অ্যাঁ···'

'জলদি একটা পরীক্ষা করে নেব আমরা। তুমি আগে, কন্ডাকটর।'

দুটো বগি হেঁটে পার হতে এক মিনিট লাগল ওদের। সবাই আছে। ওয়ালি মিটফোর্ড সিটে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে ঘুমানোর আয়োজন করছিল, ওদেরকে বগির এমাথা-ওমাথা হাঁটাহাঁটি করতে দেখল কৌতূহলী চোখে।

'সবাই যখন উঠেছে,' খোশমেজাজে মন্তব্য করল বেনসন। 'তখন আর দেরি কিসের, কন্ডাকটর? সিগন্যাল দাও না কেন?'

'এখন কথা হচ্ছে···' বলতে শুরু করে থেমে গেল কন্ডাকটর। পিস্তল উঠে এসেছে বেনসনের হাতে।

'সিগন্যালটা দিয়ে দাও, কন্ডাকটর, কেউ অভিযোগ করলে তার দায়-দায়িত্ব আমার। আমি মেজর জে বেনসন, তোমার বসেরা আমাকে চিনবে।'

'ঠিক আছে। এখন তুমি যদি জোর করো–'

'জোর করছি, কন্ডাকটর। এমনিতেই অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কন্ডাকটর নিচে নেমে সঙ্কেত দিল। হুইসেল বাজল। এঞ্জিন দোল খেলে বিশ্রী শব্দ করে উঠল বগিগুলো। শহরের দিক থেকে এসময় কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে বেনসন ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের উদ্দেশে ছুটে আসতে দেখল। কন্ডাকটরও দেখতে পেয়েছে।

'খুব খারাপ কথা,' আমুদে গলায় বলল বেনসন। 'ওরা উঠতে পারবে না।'

চলতে লেগেছে ইতোমধ্যে ট্রেন, গতি এমুহূর্তে বাড়িয়েছে আরেকটু, হুইসেল বেজে উঠল আরেকবার। ট্রেনের নিচে, রেলের প্রান্তগুলো ক্ষণস্থায়ী খট্‌খট্ শব্দ করতে বগিগুলো ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল।

লোকগুলো গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করলে কি হবে, ট্রেন তার আপন গতিতে তখন ছুটে চলেছে। একটা হাত তুলে ওদের উদ্দেশে নাড়ল বেনসন।

'কন্ডাকটর, এ লোক হয়তো তোমার পরিচিত,' বন্দীকে ইঙ্গিতে দেখাল বেনসন। 'একে বলে দাও আমাকে না ঘাঁটাতে। আমি ছুরি ধার দিচ্ছি না, কিন্তু তাই বলে গুলি খেতেও রাজি নই। এর পরের বার গোলাগুলি শুরু হলে একে যদি কাছেপিঠে দেখি আগে একেই গুলি করব।'

'আমার ট্রেনে কোন গোলমাল চাই না,' আপত্তির সুরে বলল কন্ডাকটর।

'আমিও চাই না। ছেলেকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছি, শান্তি চাই বলেই।'

'আর, কন্ডাকটর, ব্যাগেজ কারের যাত্রীদের সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক সেটার একটা জুতসই ব্যাখ্যা আগেভাগেই তৈরি করে রেখো।'

দরজাটা ইশারায় দেখাল সে, এবং ওরা প্রবেশ করল কোচটায়। কন্ডাকটর ও অন্য লোকটি সামনে হেঁটে যেতে জনের পাশে সিটে ধপ করে বসে পড়ল বেনসন।

'বাবা, পেছনের ওই লোকগুলো কি আমাদের গুলি করেছিল?'

'তাই ধারণা করছি, জন।'

'কিন্তু কেন?'

শ্রাগ করল বেনসন। 'হয়তো অন্য কেউ ভেবে ভুল করেছে। কিংবা হয়তো ভাবছে আমি কোন সরকারী তদন্তে চলেছি। লোকে জানে আমি গ্রান্টের বন্ধু, আর সরকারের মধ্যে চোর-বাটপাড়ের তো অভাব নেই, তাদের কেউ কেউ হয়তো ভাবছে আমি ওদের কুকীর্তি ফাঁস করে দেব···তবে গুলি করতে আর সাহস পাবে না আশা করি।'

'লোকগুলো কি করবে,.বাবা?'

'মনে হয় পরের ট্রেন ধরবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, কেমন? সামনে লম্বা রাস্তা।'

রেলরোডমুখী এক গাদা তাঁবুর ও আবহাওয়া-বিপর্যস্ত শ্যাকের সারি হচ্ছে প্রোমোন্টরী। একটা সাইনবোর্ড দেখা গেল হিলসন হোটেল: সোডা পানি।

boighar.com

পরেরটাই হচ্ছে টেস্টি বেকারী ও রেস্তোরাঁ, চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। আরেকটু এগিয়ে গেলে রয়্যাল সেলুন ও সানডে হোটেল, এটি একটি তাঁবু।

'আমরা থাকব না এখানে,' বলল বেনসন।

ওয়ালি মিটফোর্ড এসময় ওদের পাশে এসে থেমে দাঁড়াল। 'ঘোড়া খুঁজছ? কাছেই একটা লিভ্যারী স্টেবল আছে, এদের স্টকে সাধারণত ভাল ঘোড়া থাকে। আমি ওদিকেই যাচ্ছি।'

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ওরা। রাস্তাটা যেমন ধুলোময় তেমনি জনবহুল। সেলুন ও হোটেলগুলোর সামনে হিচিং রেলে কয়েক ডজন ঘোড়া দাঁড়িয়ে। রাস্তায় ভবঘুরে আছে কিছু, কিন্তু মহিলারা সংখ্যায় খুবই কম। ওরা কাছিয়ে আসতে হসলার মুখ তুলে চাইল। ওয়ালির উদ্দেশে কঠোর চাহনি হানল লোকটা। 'তুমি আবার এসেছ? তোমার মতন ছোটাছুটি করতে বাপের জন্মে কাউকে দেখিনি।'

দেঁতো হাসল ওয়ালি। 'ভয় পেয়ো না, সিমো। এবার আর বেশি নড়াচড়া করছি না। একটা ঘোড়া দরকার। এদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে এলাম–আমার বন্ধুমানুষ, ঘোড়া নেবে।'

সিমো উঠে দাঁড়িয়ে ওদের নিয়ে গেল পেছনের করালে। বেনসন এগিয়ে যেতে জানোয়ারগুলো নড়েচড়ে উঠল। ঘোড়াগুলোকে এক মিনিট পরীক্ষা করল ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। 'আর নেই?'

'একজন মানুষের রাইড করতে কয়টা ঘোড়া লাগে?' পাল্টা বলল সিমো। 'আর নেই। যা আছে এখানেই।'

'বেশ। কালো কেশরের বাকস্কিনটা আর ওই ছোট ডানটা নেব আমি।'

বেনসন ঘোড়ার পাশাপাশি তার ছেলেটিকেও লক্ষ করছিল। ডানটার দিকে জন কেমন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল এবং নিজের অজান্তেই এগিয়ে গিয়েছিল দৃষ্টি এড়ায়নি ওর। ডানটাও অস্বস্তি বোধ করবে কি, উল্টো কান খাড়া করে কৌতূহলী নাক বাড়িয়ে দিয়েছে জনের উদ্দেশে।

বেনসন আরও দুটো শক্তসমর্থ বয়স্ক ঘোড়া বাছাই করল মাল বোঝাই দেয়ার জন্যে।

'কালোটার জন্যে কত দিতে হবে?' প্রশ্ন করল ওয়ালি। 'ওই যে কালো বড়টা।'

ভেতর-ঘরে এসে চুক্তি সম্পন্ন করার পর, ডেস্কের ওপাশে সিমোর দিকে তাকাল বেনসন। 'তুমি আমাকে দেখোনি, আমার সম্পর্কে কিছু জানো না, বুঝতে পেরেছ?'

বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে রইল সিমো। 'পালিয়ে আছ? দেখে তো মনে হয় না।'

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ও খুনী-বদমাশ নয়,' বলল ওয়ালি। 'কিন্তু কালকের ট্রেনে কেউ কেউ আসতে পারে যারা নানা প্রশ্ন করবে।'

'আমি তোমার সম্পর্কে কিছু জানি না,' সায় জানাল সিমো। 'তোমাকে দেখিনি, কিছু শুনিওনি।'

রাস্তায় ফিরে এল ওরা, স্টেবলে ঘোড়া রেখে। কাছের স্টোরটা থেকে কয়েকটা আইটেম কিনল বেনসন–কিছু গোলাবারুদ, বেকন, ময়দা, কফি, চিনি ও ক্যানড ফুড; কয়েক দিনের হিসেবে। সদাইপত্র নিয়ে লিভ্যারী স্টেবলে এসে, ওগুলো বেঁধেছেঁদে দ্বিতীয় আরেকটা দোকানে গিয়ে, ঠিক সেই জিনিসগুলোই একই পরিমাণে কিনল ও।

স্টোর থেকে যেই বেরিয়েছে দেখতে পেল পামেলা হপারকে। দু'জন লোককে সামনে নিয়ে ক'গজ দূরে দাঁড়ানো সে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আটকানো হয়েছে যুবতীকে, এবং এ-ও স্পষ্ট, লোক দুটো মদে চুর হয়ে রয়েছে।

ভারী বস্তা দুটো বোর্ডওয়কে নামিয়ে রাখল বেনসন। 'এগুলো দেখো, জন। আমি এখুনি আসছি।'

গদাইলশকরী চালে লোক দুটোর উদ্দেশে হেঁটে গেল ও। 'দেরি হয়ে গেল, দুঃখিত,' মৃদু কণ্ঠে বলে, মেয়েটির কনুই ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা দিল।

লোক দু'জন একপাশে সরে দাঁড়াল, কিন্তু পরক্ষণে ওদের একজন, অপেক্ষাকৃত বেয়াড়া মাতালটা, আচমকা বেনসনের বাহু চেপে ধরল। 'অই মিয়া! কি, ব্যাপার কি–'

'হাত সরাও,' শীতল স্বরে বলল বেনসন, কাটা কাটা কথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করেছে।

'আমি এই মহিলার সাথে কথা বলছিলাম–'

'যাঁর কথা বলছ সেই ভদ্রমহিলা তোমাকে চেনেন না। যে অবস্থায় আছ তাতে চিনতে চাইবেনও না। আরেকবার বলছি, বন্ধু। হাতটা সরাও।'

মাতাল লোকটার চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। 'তোর হাতের আমি–'

জে বেনসন, তাকে যারা চেনে তারা জানে, অল্পতেই জ্বলে ওঠে। বাঁ হাতে ঝটকা মেরে হাতটা ফেলে দিল সে, তারপর বিরাশি সিক্কার একটা ডান হাতি ঘুসি ঝাড়ল প্রতিপক্ষের চোয়াল লক্ষ্য করে। পাথরটা ছোট্ট হলে কি হবে, চোয়ালে চমৎকারভাবে মানিয়ে গেছে। কাটা কলাগাছের মত মাটিতে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা।

ভূপাতিত লোকটার দিকে একবার ঠাণ্ডা চাহনি হেনে, দ্বিতীয় লোকটার উদ্দেশে আমুদে কণ্ঠে বলল বেনসন, 'কোন বক্তব্য? বলো তো তোমাকেও ওখানে পাঠিয়ে দিই।'

এ লোকটার পেটে পাগলাপানি কম পড়েছে, মাথা দোলাল সে। 'আমাকে না, মিস্টার। কিন্তু ওর যখন জ্ঞান ফিরবে তখন থেকে সঙ্গে পিস্তলটা রেখো।'

ওকে বোলো ব্যাপারটা ভুলে যেতে,' জবাব দিল বেনসন। 'এই ভদ্রমহিলাকে আরেকবার যদি বিরক্ত করতে দেখি তোমার দোস্তকে গাছে ঝুলতে দেখবে···আর তোমাকে দেখবে অন্যরা। বোঝা গেছে?'

লোকটার মুখে রক্ত উঠে এসেছে। 'আমি দুঃখিত, ম্যাম। আমি আর মাইক ভুল করে ফেলেছি।' কঠোর চোখে বেনসনের দিকে একনজর চাইল। 'তোমার জন্যে বলছি মনে কোরো না, মিস্টার। আমাদের সত্যিই ভুল হয়ে গেছে।'

boighar.com

পামেলার কনুই ধরে ফিরতি পথ ধরল বেনসন। 'ওই লোকটা···মরে যায়নি তো?' প্রশ্ন করল পামেলা। 'নড়াচড়া করছিল না।'

'মাথাব্যথা হবে ওর, আর কিছু না।' প্রসঙ্গ পাল্টাল বেনসন। 'মিস হপার, কি প্ল্যান করলে? কোথায় যাচ্ছ?'

'আ-আমি এখনও ঠিক করিনি রাতে কোথায় থাকব। ভেবেছিলাম এখানে বুঝি···নাহ্, হোটেলগুলো পছন্দ হয়নি আমার।'

মৃদু হাসল বেনসন। 'ওগুলো পুরুষমানুষদের জন্যে, ম্যাম, কঠিন লোকেদের জায়গা। তোমার জন্যে অন্য জায়গা দরকার। চলো দেখি, সিমোর সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

বোর্ডওয়ক থেকে বস্তা দুটো তুলে নেয়ার পর বেনসন, জন ও পামেলা ফিরে এল লিভ্যারী স্টেবলে।

'আমার বৌ তোমার থাকার একটা ব্যবস্থা করে দেবে, মিস,' সব শুনে বলল সিমো। 'ও তোমাকে কোথাও যেতে দেবে না। খুব খুশি হবে তোমাকে পেলে।'

পামেলাকে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল বেনসন। 'মিস হপার, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

মেয়েটি সায় জানাতে বলল ও, 'তুমি কেন এখানে এসেছ বলবে? তুমি তো প্রোমোন্টরীতে আসার মত মেয়ে নও।'

'উত্তরাধিকারসূত্রে একটা খনি পেয়েছি আমি—রূপার খনি।'

বেনসনের দিকে চকিতে চাইল সিমো। 'রূপার খনি?' পামেলাকে শুধাল। 'প্রোমোন্টরীর কাছে?'

'আসলে ওটা আরও দক্ষিণে। খুবই সমৃদ্ধ খনি। মামা শেষবার যখন পুবে এল তখন বলে গেছে ওটার কথা, তার কিছুদিন পরই অবশ্য আমার মা মারা যায়।'

'আশপাশে কোন রূপার খনি আছে বলে তো জানা নেই আমার,' সিমো বলল। 'তোমার মামার নামটা একটু বলবে?'

'নাইটিঙ্গেল···কার্লোস নাইটিঙ্গেল। লোকে কার্লোস বলে ডাকত।'

একটা দড়ি কুণ্ডলী পাকাতে লাগল সিমো, সময় নিচ্ছে। শেষমেশ চোখ না তুলে বলল, 'মিস, তুমি বুড়োমানুষের উপদেশ শোন তো বলি, পুবের প্রথম ট্রেনটাতেই উঠে পোড়ো।'

'কিন্তু সেটা তো বোকামি হবে,' বলল পামেলা। 'কার্লোস মামা খনিটা আমাকে দিয়ে গেছে। খনি সম্বন্ধে আমার তেমন কোন আইডিয়া না থাকলেও ব্যবসা সম্বন্ধে সামান্য হলেও আছে। ওটা দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব, রাখব নাকি বেচে দেব।'

সিমোকে লক্ষ করছিল বেনসন, ও কি ভাবছে আন্দাজ করতে পারছে সে। পশ্চিমে খনির কোন অভাব নেই, কিন্তু এগুলোর মধ্যে অল্প কটাই সমৃদ্ধ, বাকিগুলোর পেছনে কেবল সময় ও অর্থ ব্যয়ই সার। মেয়েটা বুক ভরা আশা নিয়ে এসেছে, নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে ওকে আশাহত করলে। 'মাইনিং পুরুষমানুষের কাজ,'

শান্ত সুরে বলল ও, 'আর ব্যবসা এখানে পুবের চাইতে অনেক আলাদা। অনেক সময় ক্লেইম হোল্ড করাটাই খনি খুঁজে পাওয়ার চাইতে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।'

মৃদু হাসি ফুটল পামেলার ঠোঁটে। 'জানতাম, তুমি একথাই বলবে, কিন্তু কার্লোস মামা খনিটা সম্পর্কে আমাকে সবই বলেছে–কতজন কর্মচারী নিয়োগ করেছে, কয়টা খচ্চর আছে ওখানে সব।'

'খনিটা কোথায় তা বলেনি?' সিমো জবাব চাইল।

পুরুষ দু'জনকে একে একে দেখে নিল মেয়েটি, হঠাৎ অবিশ্বাস জন্মাল ওর মনে–প্রায় অচেনা লোক দুটোকে বিশ্বাস করা যায় কি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল, 'বলেছে। সেলিনার কাছে নাকি।'

সিমো সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠে একটা হাত রাখল। 'মিস,' বলল নরম সুরে, 'সেলিনায় দুটোর বেশি বাড়ি আছে কিনা সন্দেহ আছে আমার···আমি অবশ্য ওখানে কখনও যাইনি। আর ওখানে কোন খনি আছে বলেও জানি না। তোমাকে বলতে না চাইলেও বলি, কার্লোসকে চিনতাম আমি, তার এক টুকরো রূপা আছে কখনও শুনিনি।'

উজ্জ্বলতর হলো মেয়েটির চোখ দুটো। ঠোঁটজোড়াও কি কাঁপল একটু? 'তাহলে পুবে যখন এল আমাদের টাকা দিল কোত্থেকে?' প্রশ্নটার পেছনে যুক্তি আছে। 'বাবা প্রচুর দেনা রেখে মারা যান। কার্লোস মামা তখন সাহায্য না করলে পথে বসতে হত আমাদের।'

'ওর পুবে যাওয়ার কথা মনে আছে আমার,' অনিচ্ছার সঙ্গে বলল সিমো। 'কিন্তু সঙ্গে করে রূপা নিয়ে গেছে জানি না তো। সত্যি বলতে কি, ওর যে একটা খচ্চর আর স্যাডল ছাড়া আর কিছু আছে তাই-ই তো জানতাম না।'

'তোমার তারমানে জানা নেই,' পামেলা হপার তার ড্রেসের ভাঁজ ঠিকঠাক করল। 'আমি খনিতে গিয়ে নিজের চোখে দেখব।'

'ওখানে ট্রাবল চলছে, মিস, ইনজান ট্রাবল। আর ইন্ডিয়ানদের কথা বাদ দিলেও ওটা বড় কঠিন মুল্লুক। শুনেছি, যারা সেটল করেছিল তারা ফেরত গেছে।'

'যাক, তবু আমি যাচ্ছি। তোমাদের ধন্যবাদ, জেন্টলমেন, তোমরা আমার ভাল চাও সে ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।' সিমোর দিকে চোখ ফেরাল এবার সে। 'তোমার বাড়িতে এখন যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।' আঙুল তাক করে দেখাল সিমো। 'সোজা ওই দরজাটা দিয়ে চলে যাও, মিস, হাতের বাঁয়ে।'

ও চলে গেলে বলল সিমো, 'বোকা মেয়েটার ভীষণ বিপদ হবে। ইন্ডিয়ানরা খুব উগ্র হয়ে উঠেছে ইদানীং। আর কিসের মাইন? থাকলে আমি জানতাম না?'

'তাহলে অত টাকা পেল কোথায় ওর মামা?'

শ্রাগ করল সিমো। 'সৎ পথে কামিয়েছে বলে তো মনে হয় না। কার্লোস বেশ অনেকদিন ছিল রেল লাইন বসানোর তদারকির কাজে, কিছুদিন সল্ট লেকেও স্টেজ ড্রাইভ করে নিয়ে গেছে, তারপর সব ছেড়েছুড়ে পাহাড়ে গেছে প্রসপেক্ট করতে। কিন্তু সব সময় ও ফিরে এসেছে প্রোমোন্টরী আর করিনে।

boighar.com

করিনে এক পিস্তলবাজ মার্শালের সাথে দোস্তী হয় ওর। লোকটার নাম টনি পোলস্টার, যুদ্ধের সময় আর্মির অফিসার ছিল। মেয়েটার উচিত তার সাথে দেখা করা। তবে হলফ করে বলতে পারি, কার্লোস দু'একদিন মদ-টদ খেত, জুয়া খেলত, ব্যস, তারপরই পকেট ফক্কা, আবার হাওয়া হয়ে যেত।'

একটা সিগার বের করে ধরাল বেনসন। এখান থেকে ব্যস্ত রাস্তাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। সব ধরনের মানুষের ভিড়ে জনারণ্যে পরিণত হয়েছে জায়গাটা: স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কিংবা জার্মান ফার্মাররা থাকার উপযোগী জায়গা খুঁজছে, ফ্রেইট ওয়াগনের টীমস্টার, কাউবয়, রেলরোডের কর্মী আর ভবঘুরে সবাই আছে ওখানে। দক্ষিণে যাত্রার জন্যে একটা স্টেজে যাত্রী বোঝাই হচ্ছে। রেলরোড এখনও স্টেজ তুলে দেয়নি, জায়গায় জায়গায় যদিও রাস্তার পাশাপাশি ট্র্যাক চলে গেছে··· কিন্তু দক্ষিণে এখনও পর্যন্ত ট্র্যাক বসেনি।

'আমার বাসায় চলো,' আমন্ত্রণ জানাল সিমো, 'আমাদের সঙ্গে খাবে।'

খানিক দ্বিধার পর রাজি হলো বেনসন। জনকে কেন কে জানে খুশি খুশি দেখাল। বাবার হাতের রান্না কি অতই অখাদ্য, ভীতিকর তার কাছে? নাকি ক্লান্তি বোধ করছে বাচ্চাটা?

'ধন্যবাদ, সিমো,' বলল বেনসন। '···আচ্ছা,' একটু বিরতি নিয়ে বলল, 'ওয়ালি মিটফোর্ডের কি হলো?'

'ওয়ালি? গেছে হয়তো এদিক ওদিক কোথাও।' কেমন অস্পষ্ট লাগল বেনসনের চোখে সিমোর আচরণ।

'অনেকদিনের পরিচয়?'

'বেশিদিন হবে না। যখন খুশি আসে যায়, অন্যান্য আর সব ছন্নছাড়ার মতই।'

ওয়ালি মিটফোর্ড সম্পর্কে এতে বিশেষ কিছুই জানা হলো না। সিমোর হাবভাবে ওর ধারণা হলো, লোকটার কাছ থেকে এর বেশি জানতে পারবেও না।

ওয়ালি মিটফোর্ড তখন কোথায় ছিল ওকে লক্ষ্য করে যখন গুলিটা ছোঁড়া হয়?

পাঁচ

জে বেনসনের বৈশিষ্ট্যই এই, কাউকে কিছু না বলে তাৎক্ষণিকভাবে মনস্থির করা।

পামেলা হপার রয়েছে ওখানে, সঙ্গে সিমোর ছোট্ট পরিবারটি আর প্রোমোন্টরীতে ওদের সঙ্গে নামা ট্রেনের দুজন কর্মচারী। কর্মচারীদের একজন কথায় কথায় জানাল প্রায় ফাঁকা ট্রেন নিয়ে পুবে যাচ্ছে তারা।

সাপার শেষে, ট্রেনম্যানকে অনুসরণ করে বাইরে তাজা বাতাসের জন্যে বেরিয়ে এল বেনসন। লোকটাকে সিগার সাধল ও।

'গাড়ি খালি যাচ্ছে বলছিলে…'

'হ্যাঁ?'

'আমি আর আমার ছেলে চারটে ঘোড়াসহ করিন বা তার আশপাশে কোথাও নামতে চাই, কত খরচা পড়বে? কাজটা গোপনে সারতে চাইছি।'

'তুমি সিমোর বন্ধু হলে কিছুই লাগবে না।'

'একটা ব্যাপার…রাতে লোড আপ করতে চাই আমি।' লোকটার চোখে সন্দেহ ফুটে উঠতে দেখে ব্যাখ্যা করল ও। 'শেইয়েনে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। জানি না কেন, কিন্তু আমার ধারণা ওরা পিছু নিয়ে এখানেও এসেছে। বাচ্চা সাথে নিয়ে আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু বলা হলে পর, ভেতরে গেল ওরা। দু'কদম ঢুকেই বলল বেনসন, 'কার্লোস নাইটিঙ্গেলকে নিশ্চয়ই চিনতে তুমি–বিরাট টাকা-পয়সার মালিক ছিল, না?'

'কার্লোস?' ব্রেকম্যান হাসল খলখল করে। 'ওর পকেটে দুটো টাকা থাকলেও সে টাকা বার্টেন্ডারের ট্যাঁকে যেত…আর নয়তো ওর বন্ধুদের পেটে। এই এত্তবড় ছিল লোকটার কলিজাটা। বন্ধুদের জন্যে কি না করত। যখনই দেখা হত দেখতাম বুড়ো স্মিথের সঙ্গে বাজি ধরেছে। ওর বেতনের দিন বুড়ো প্রতিবার ঠিকই হাজির থাকত বেতনের একটা অংশ বুঝে নেয়ার জন্যে।'

এর এক ঘণ্টা বাদে করিনের ট্রেনে দেখা গেল বেনসনকে ও জনকে, এবং ভোরের ঠিক আগ দিয়ে শহরের ক'মাইল বাকি থাকতে নেমে পড়ল ওরা। ঘণ্টা দুয়েকের ঘুম দিয়ে ও চটজলদি নাস্তার পর দক্ষিণে রওনা হলো বাপ-বেটা। জনের জন্যে শুরুটা সুখকর হলো না, কিন্তু বেনসন নিজের ও আততায়ীর মাঝে দূরত্ব গড়তে চাইছে। যুদ্ধের সময়কার কোন শত্রু হয়তো দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল ওকে, কিংবা হয়তো অন্য লোক ভেবে ভুল করে ছুঁড়েছিল গুলিটা। তবে যাই হোক না কেন, ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে ওদের সঙ্গে আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই-ই বলা চলে।

পরপর কয়েক দিন ওরা বাপ-ছেলে রাইড করল, তাঁবু ফেলল, ট্রেইল ধরে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাফেরা করল, মাছ ধরতে বসল পছন্দসই নদীতে, অর্থাৎ যা মনে চায় সবই করল। দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে সহজেই; রাতে শরীরে দাঁত ফোটায় ঠাণ্ডা বাতাস। অল্প-স্বল্প শিকার করল বেনসন, নির্দিষ্ট কোন ট্রেইল ধরে চলেনি সে। জনের গাল গোলাপী থেকে রোদে পোড়া তামাটে রং ধরল, তারপর গাঢ় বাদামী–রোদ ও বাতাস তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

জনমানুষের দেখা পায়নি ওরা, পাওয়ার কথাও নয়, কারণ পায়ে চলা প্রতিটি পথ এড়িয়ে চলেছে বেনসন। এন্টেলোপ, হরিণ ও বীভার চোখে পড়ল ওদের। একবার একটা ভালুকেরও দেখা পেল। রাতের আঁধারে পাহাড়ী সিংহ দু'বার হানা দিয়েছে। দু'বারই নড়াচড়া করে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছে ওদেরকে বেনসন, তবে ঘোড়াগুলোকে সব সময় কাছাকাছি রেখেছে।

'বাবা, ইন্ডিয়ান কই? একজনকেও তো দেখলাম না। তুমি না বলেছিলে

boighar.com

এখানে অনেক ইন্ডিয়ান আছে,' একদিন সাঁঝে ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে বলল জন।

'ওরা আমাদের ঠিকই দেখতে পেয়েছে, বাপ। আমাদের ওপর নজর রাখছে ওরা, আমরা কি করি দেখছে। শিগ্‌গিরই ওরা নেমে আসবে কথা বলার জন্যে, দেখো তুমি।'

'এটা কি ওদের জমি, বাবা?'

'ওরা সাদামানুষদের আগে এখানে এসেছে, জন। কিন্তু ইন্ডিয়ানরা সাধারণত নির্দিষ্ট কোন এলাকাকে নিজেদের বলে দাবি করে না। কোন কোন এলাকায় হয়তো বিশেষ কোন উপজাতি বাস করে, কিন্তু অন্য গোত্রগুলো আবার কখনও কখনও তাদের তাড়িয়েও দেয়, জোর যার মুল্লুক তার, এখানে এই হচ্ছে নিয়ম।

'মাঝেমধ্যে শস্যখেতের দখলদারি নিয়ে ওরা নিজেরা নিজেরাও মারামারি করে। আবার কখনওবা খামোকা খামোকা মাথা জোগাড়ের নেশাতেও যুদ্ধ করে। ভয়টা সেখানেই। বয়স্ক জ্ঞানী ইন্ডিয়ানরা জানে সাদামানুষদের সাথে লড়াই করে পারা যাবে না, তাই মিলে মিশে বাস করতে চায়; কিন্তু যুবক ব্রেভরা তো আর অতশত বোঝে না, ওরা খুলি শিকার করে ইন্ডিয়ান মেয়েদের তাক লাগিয়ে দিতে চায়, ওদের বাড়াবাড়ির কারণে অনেকসময় গোটা গোত্রটাকেই হয়তো বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়।'

পাথরে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে অগ্নিশিখা, ফলে তৈরি হচ্ছে নাচুনে ছায়া। ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটায় কিছু খড়ি যোগ করে আঁধারে কান পাতল বেনসন। ও ইন্ডিয়ানদের যতটুকু চেনে তাতে ওদের এখন আসার সময় হয়ে গেছে।

এবং সহসা দেখা দিল ওরা, অগ্নিশিখার ঠিক ওপ্রান্তে উদয় হলো তিনজন ইন্ডিয়ান। পাথরে ঠেস দিয়ে বসে ছিল বেনসন, হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি রাখা রাইফেলটা।

'খাবার আছে এখানে,' শান্ত সুরে বলল ও, জনের সঙ্গে কথা বলছে যেন এমনিভাবে।

ইন্ডিয়ানরা নিথর দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে ওকে। এবার একজন কাছিয়ে এল, অনুসরণ করল ওকে বাকি দু'জন। 'একা একা বহু দূর চলে এসেছ তুমি,' বলল একজন। চোখামুখো লম্বা এক ইন্ডিয়ান সে, গালে পুরানো একটা দীর্ঘ ক্ষত।

'আমি একা নই। সঙ্গে রাইফেল আছে।' এবার মৃদু হেসে আরও বলল বেনসন, 'বাচ্চাকে নিয়ে রাইড করছি। তোমাদের এলাকায় নতুন ও। আমি চাই ও মস্ত যোদ্ধা হোক, তোমাদের মত।'

'ও বেশি ছেলেমানুষ।'

'কিন্তু ছোট হলেও এরমধ্যেই নেকড়ে আর বীভারের স্বভাব-চরিত্র জেনে গেছে।'

ওদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছে বেনসন। ওর সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করছে লোকগুলো, কেন ও দক্ষিণে চলেছে বুঝতে চাইছে। এরা ইউটস গোত্রের

লোক, এবং এদের গোত্রভুক্তরা দক্ষিণে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এ প্রসঙ্গে মুখ খুলল না বেনসন, বরঞ্চ বারবার হাঁটু বদলে রাইফেলটা তাক করে রইল যে কোন একজন বরাবর।

পাত্র থেকে খাবার নিল ওরা, পান করল কফি। এই খানিক আগেই খেয়ে এসেছে ওরা, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের সাধারণ নীতি হচ্ছে কেউ খাবার সাধলে না কোরো না, কেননা কখন আবার পেটপূজার সুযোগ পাবে কে বলতে পারে।

'দাঁড়ানো পাথরের দেশে থাকতে যাচ্ছি আমরা,' বলল বেনসন। 'এক চাঁদ, হয়তো দু'চাঁদ থাকব। বন্ধু-বান্ধব জুটে গেলে বেশিদিনও থেকে যেতে পারি।'

ইন্ডিয়ানরা নীরবে খেয়ে গেল কিছু সময়, তারপর চোখামুখ যোদ্ধা ফস করে প্রশ্ন করে বসল, 'তুমি কি পনি সোলজার?'

'ওদের চীফ ছিলাম আমি, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি। ছেলের জন্যে সময় দিতে পারতাম না। আমাকে খুব মিস করছিল ও।'

লোকটা সঙ্গীদের কি যেন বলতে তারা বেনসনের দিকে চাইল।

'ঠিকই ধরেছ,' বলল বেনসন, 'তোমরা তখন আমার নাগাল এড়াতে পেরেছ, কিন্তু আমার তখন বয়সও অবশ্য কম ছিল।'

বেনসনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওরা, সে ওদের ভাষা জানে দেখে চমক খেয়ে গেছে। শ্রাগ করল বেনসন। 'সে অনেক আগেকার কথা। আমি এখন বন্ধু হিসেবে তোমাদের এলাকায় এসেছি।'

'জানব কিভাবে?'

'যাচাই করলেই জানতে পারবে। যেভাবে খুশি পরীক্ষা নাও।'

'তোমার অন্য আরও শত্রু আছে?' কাটা দাগ খোঁচাচ্ছে বেনসনকে, শুধু যে কৌতূহল তাই নয়, লোকটার কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটাও জানতে আগ্রহী সে।

'আমার বেশিরভাগ শত্রুই দুনিয়া ছেড়েছে, কিন্তু কিছু সাদামানুষ এখনও রয়েছে···আমার জাতশত্রু।'

একটা হাড় চিবোচ্ছিল কাটা দাগ, ছুঁড়ে ফেলে দিল একপাশে। 'তোমাকে বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে,' বলল। 'তোমার কথাবার্তা ভাল।'

ইন্ডিয়ান উঠে দাঁড়ালে বেনসনও সটান হলো। বাঁ হাতে রাইফেল ধরে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল ও।

দু'মুহূর্ত ওকে নিরীখ করে, তারপর হাতটা মুঠোয় ধরে দ্রুত, তীক্ষ্ণ ঝাঁকুনি দিল ইন্ডিয়ান। পরমুহূর্তে ছায়ার মতন মিলিয়ে গেল লোকগুলো, এবং বেনসন ত্বরিত আগুনের আলো থেকে সরে এল।

'এসো, জন,' বলল, 'আমরা ক্যাম্প সরিয়ে নেব।'

'আজ রাতেই?'

'হ্যাঁ।' বাকস্কিনটার পিঠে একটা ব্ল্যাঙ্কেট ছুঁড়ে দিল ও। 'আমি একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম ওর দিকে হাত বাড়িয়ে। ও হাতটা ধরে রেখে অন্যদের আমাকে গুলি করার সুযোগ দেয়ার কথা ভেবেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মত পাল্টেছে।'

'কেন, বাবা?'

boighar.com

'জানি না ঠিক, কিন্তু আমিও ওর ডান হাতটা ধরে রেখেছিলাম, আর তুমি তো জানোই বাঁ হাতেও গুলি খারাপ চালাই না আমি।'

'তুমি ওদের বললে আমি বড় যোদ্ধা হই তাই চাও,' জন বলল।

ছেলের দিকে চাইল বেনসন। 'তুমি যাতে খুশি হবে আমি তাতেই রাজি,' বলল। 'তবে যা-ই করো না কেন, আমি চাইব নিজের সেরাটাই করবে তুমি, সেটার পেছনে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

'যোদ্ধা হওয়ার কথা ওকে বললাম যাতে সহজে ব্যাপারটা বুঝতে পারে ও। জীবনে যেটা ভাল মনে করবে, ন্যায্য মনে করবে তার জন্যে ফাইট করবে তুমি সেটাই চাই আমি।'

কথা বলার ফাঁকে প্যাকিঙের কাজটাও সেরে নিচ্ছে ও, অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখছে। 'আমরা এখন সরে পড়ব, জন। ওরা ফিরে আসতে পারে।'

'ওদেরকে তুমি বিশ্বাস করো না, বাবা?'

'বরং ঘুরিয়ে বলা যাক ওদেরকে আমি লোভী করে তুলতে চাই না।'

নিভু নিভু আগুনটাকে পেছনে ফেলে, ওটা যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্যে চারদিকে বৃত্তাকারে মাটি জড় করে, ঘোড়াদের হাঁটিয়ে ভূতের মতন ক্যাম্প ত্যাগ করল ওরা। দু'মাইল যাওয়ার পর, আগুন না জ্বেলে শুকনো একটা ক্যাম্প তৈরি করল দু'জনে।

অস্থিরতা অনুভব করছে বেনসন। লিন্ডাকে আজ রাতে বড্ড বেশি মনে পড়ছে, ইদানীং প্রায়ই ওর কথা মাথায় ঘুরপাক খায়, এই নির্জন বন্য অঞ্চলে জনকে নিয়ে ওর চলে আসাটা বেঁচে থাকলে কিভাবে গ্রহণ করত ও? বেনসনের বেশিরভাগ কাজেই সায় থাকত ওর, এবং কোন বিষয়ে মতের অমিল হলে আলোচনা করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলত স্বামী-স্ত্রী। তবে বেনসন জানে এ অঞ্চলে এসে কোন ভুল করেনি সে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন পরিবেশ প্রয়োজন ছিল জনের, এবং তারও।

তাহলে অস্বস্তি বোধটা কিসের?

প্রশ্নটা সহসা উদয় হয়ে বিদ্ধ হলো চেতনার মর্মমূলে, দাবি করল সদুত্তর। ওর অস্বস্তির কারণ···ওর উদ্বেগ।

ইন্ডিয়ানদের জন্যে উদ্বিগ্ন নয় ও। যাদের সঙ্গে দেখা হলো তারা সমস্যা করতে পারে। বিপদের কারণ হতে পারে যাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে তারাও। কিন্তু এসব জেনেশুনে, মেনেই তো এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও। না···অন্য কোন ব্যাপার রয়েছে।

শেইয়েনের সেই রহস্যময় গুলিটা···কে করল ওটা? এবং কেনইবা?

পুরোটা ঘটনা ঠাণ্ডা মাথায় উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল বেনসন।

সরকারী কোন মিশনের সঙ্গে জড়িত নয় ও। কোন ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গেও তার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। কারও বিরুদ্ধে ছুরি শান দিচ্ছে না সে।

ওর কোন শত্রুর কথা মনে পড়ছে না, বেরীরা রয়েছে, কিন্তু ওদেরকে তো

পুবে ফেলে রেখে এসেছে। যুদ্ধকালীন কোন শত্রুর কি মাথা খারাপ হলো? না, নিজেই উড়িয়ে দিল ভাবনাটা।

বেনসনের ধারণা, ব্যাগেজ কারের যাত্রীদের মধ্য থেকে কেউ একজন গুলিটা করেছিল, অর্থাৎ কন্ডাকটরের বন্ধু, নিদেনপক্ষে পরিচিত সেই লোকগুলো। সেলুনে পাকড়াও-করা লোকটা ছিল ওদের একজন, কিন্তু সে যে বেনসনের জন্যেই অপেক্ষা করছিল তার নিশ্চয়তা কি?

একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল মনে, গ্রান্টের সঙ্গে ও দেখা করেছে জেনেছে লোকগুলো, এবং আশঙ্কা করেছে পশ্চিমে তদন্তের স্বার্থে পাঠানো হয়েছে বেনসনকে···কিন্তু কিসের তদন্ত?

ধ্যেত, খামোকা এসব ভেবে কোন লাভ নেই, ভাবল বেনসন। যা হয় দেখা যাবে।

প্রান্তরে এখন পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে, উপলব্ধি করা যায় অন্যরকম এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি। অভিনব এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে, অদ্ভুত বৈপরীত্য পরিচিত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে। একে স্বাগত জানাল বেনসন, এবং কৌতূহলী চোখে সন্তানকে লক্ষ করল। শেষমেশ বলল জন, 'বাবা, বাতাসে অন্যরকম গন্ধ। কিসের গন্ধ ওটা?'

'পাইন···পাইনের গন্ধ, জন। কিন্তু এটা একটা মাত্র অংশ। আসলে তোমার কাছে অন্যরকম লাগছে চারপাশের নিঃসঙ্গতা, নির্জনতার জন্যে। আমরা লোকালয় ছেড়ে বহু দূরে চলে এসেছি, বাপ। একেই বলে নির্জন প্রান্তর।'

'আমার খুব ভাল লাগছে, বাবা।'

'আমারও,' নদীর ওপারে পর্বতসারির উদ্দেশে আঙুল দেখাল বেনসন। পুব-পশ্চিমে বিস্তার ওগুলোর। 'আজ রাতে ওখানে ক্যাম্প করব আমরা, কাল রাস্তা খুঁজে বেরিয়ে যাব। ওপাশে আরও অনেক পাহাড় আছে, শিকার মিলবে।'

হরিণ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর ট্র্যাক চোখে পড়েনি ওর। মাঝেমধ্যে এক-আধটা মহিষের দেখা পেয়েছে।

বুক ক্লিফের একটা ছাউনিঅলা গুহায় ক্যাম্প করল বেনসন। জ্বালানী কাঠ জড় করার ফাঁকে থেমে দাঁড়িয়ে জন কথা বলল তার সঙ্গে। 'বাবা, এটা কয়লার মতন না?'

জনের হাত থেকে পাথরের টুকরোটা নিল বেনসন। 'কয়লাই এটা,' বলল। 'আরও আছে নাকি? চলো তো দেখি।'

গহ্বরটা যথেষ্ট প্রশস্ত। প্রসপেক্টরস পিক দিয়ে কয়েকটা চাঁই খসিয়ে ফেলল বেনসন, বয়ে আনল আগুনের কাছে।

একটা গুপ্ত গর্তে জ্বেলেছে ওরা আগুনটা, চারপাশের পাথরগুলো টপকানোর আগেই মিহি হয়ে আসবে ধোঁয়ার রেখা। একটা পাহাড়ী মোরগ শিকার করেছিল বেনসন দিনের বেলায়, কয়লার আগুনে ওটাকে সেঁকল ওরা। প্রায়ই গুহা ছেড়ে বাইরে বেরোল বেনসন রাতের গান শোনার জন্যে। চারদিক নিথর, অস্বাভাবিক

boighar.com

কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপরও কেন জানি উসখুস করতে লাগল ও।

করিনের উনিশটি সেলুনের একটিতে, পেছনদিকে একটা টেবিলে, সামনে একটা বোতল নিয়ে বসে রয়েছে রিকি বেরী। হুইস্কির ও ক্রোধের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় লালচে মুখটা ওর আরও লাল দেখাচ্ছে।

'ওকে পেয়েও ছেড়ে দিলে? বাতাসে নিশ্চয়ই মিলিয়ে যায়নি ও! ওর ওপর নজর রাখোনি কেন?'

'রেখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে লোকটা উধাও হয়ে গেল।' কথাগুলো বলল শিলটন হোটেলের সেই লোকটা। 'কুইনেলকে জিজ্ঞাসা করো।'

কুইনেল বেরী হচ্ছে চওড়া নিতম্বের লোকটি, ঘোড়াগুলোর সঙ্গে যাত্রা করছিল যে।

'ক্রনিন ঠিকই বলেছে। বেনসন লোকটা শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত। ওকে বোকা বানানো সোজা কাজ নয়। ও আর ওর ছেলেটা, ওরা–'

'ওই বাচ্চাটা!' বিস্ফোরিত হলো রিকি বেরী। 'ও আমাদের দু'জনকেই চেনে, তা জানো? আমাকে তো চেনেই, জোনাথনকেও চিনে রেখেছে, ভুলে যাবে সে গুড়ে বালি!'

'একটা কথা আমার মাথায় আসছে না,' কুইনেল বেরী বলল, 'আমাদের কোথায় পাবে জানল কি করে বেনসন ব্যাটা? আমরা তো কাউকেই পেছনে ফেলে আসিনি–কাউকেই না। জানার কোন চান্সই দেইনি!'

রিকি রাগত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে। 'ও তাহলে এখানে এল কিভাবে? বাই চান্স? ও জানে···কিভাবে সেটা জানি না, কিন্তু জানে ঠিকই!'

'ওকে খুঁজে বের করতে হবে,' বলল জোনাথন। 'খুন করতে হবে, সঙ্গে ওই বিচ্ছুটাকেও, নইলে আমাদের খবর বের করে ফেলবে লোকটা।'

'এখন মনে পড়ছে,' ক্রনিন বলল। 'কার্লোস নাইটিঙ্গেলের ভাগ্নী ছিল ট্রেনে। রূপার খনি না কিসের খনির কথা যেন বলছিল মেয়েটা।'

'কার্লোস মারা গেছে,' বলল জোনাথন। 'ওর আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে আমাদের চিন্তা না করলেও চলবে। তাও আবার মেয়ে আত্মীয়।'

'বেনসনের সাথে কথা বলছিল মেয়েটা,' কুইনেল জুগিয়ে দিল। 'লোকটা যখন আগুন নেভাচ্ছিল ও তখন বাচ্চাটাকে আগলে বসে ছিল।'

বিষয়টা ভেবে দেখল রিকি বেরী, ঝাঁকি দিয়ে পিস্তলটা কোলে নিয়ে এল। মোটেই পছন্দ হচ্ছে না ওর এসব। প্রোমোন্টরীতে কাকতালীয়ভাবে আবির্ভূত হয়নি বেনসন, নিশ্চিত সে। এর পেছনে গভীর কোন ষড়যন্ত্র আছে।

'লোকটা কোথায় গেছে না জানা পর্যন্ত সবখানে ঢুঁ মারব আমরা,' সিদ্ধান্ত দিল ও। 'কেউ না কেউ তো জানবেই।'

'হয়তো কালোসের খনির সন্ধানে গেছে,' বাতলে দিল কুইনেল। 'মেয়েটার সাথে অত মাখামাখি করছিল যখন।'

'কার্লোসের খনি ছিল বিশ্বাস করি না আমি। থাকলে বলত আমাদের। অত

অত্যাচারের পরও না বলে পারত না মনে করো তোমরা? কখনোই না।'

'রূপা দেখেছি আমি,' বলল ক্রনিন। 'রূপা ছিল ওর কাছে, কোন সন্দেহ নেই–বড়সড় কয়েকটা খণ্ড।'

'ও মাইনিঙের কিছুই জানত না। তুমি নিজেই বলেছ সে কথা।'

'মাইনিঙ জানে এমন কাউকে হয়তো চিনত। ওই বুড়োটা, যেটার সাথে খালি বাজি ধরত সেটা জানতে পারে না? শেট লোগান না ব্যাটার নাম?'

চিন্তামগ্ন হলো বেরী। 'হুঁ,' বলল, 'ওই ছুঁচোটা বলেছিল লোগান নাকি এখানকার পুব আর দক্ষিণের পাহাড়গুলোয় প্রচুর সময় কাটাত।'

ভোঁতা চোখ তুলে, ক্রনিনের দিকে নিষ্ঠুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ও। 'তোমার কন্ডাকটর দোস্তের সঙ্গে কথা বলো। বেনসন ট্রেনে করে শহর ছেড়ে থাকলে জেনে দিতে পারবে ও। আর কুই, স্টেবলের ওই আইরিশ লোকটার কাছে যাও তুমি। ওর কাছ থেকে কিছু না কিছু জানা যাবে।'

ক্রনিন মুখ খুলল। 'ট্রেনে আরেকটা লোক ছিল। দেখে টেক্সিকানদের মতন লাগল। বেনসন আর ওকে কথা বলতে দেখেছি।'

'বাদ দাও। অত লোকের খোঁজ করতে গেলে আসল পাখিটাই ভাগলবা হয়ে যাবে।'

'আমার কিন্তু ধারণা ওই মেয়েটার ওপর নজর রাখা উচিত। ও খামোকা খামোকা এতদূর আসেনি। খনিটা কোথায় ঠিকই জানে ও।'

'খনি যদি আদৌ থেকে থাকে।' ভাবুক এখন রিকির চোখজোড়া। 'বেশ, চোখ রাখা হবে ওর ওপর। কিন্তু মনে রেখো, ছোঁড়াটাকে সরিয়ে দিতে হবে। বড় হওয়ার পর মায়ের যা সাহস ছিল তার অর্ধেকও যদি পায় বাঁদরটা…' বিরতি নিয়ে স্মরণ করল ও। 'মেয়েলোকটার সাহস ছিল বলতে হবে। বসে বসে অপেক্ষা করছিল…ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।'

বাইরে, ক্রনিন তখন হাঁটা দিয়েছে রাস্তা দিয়ে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। 'সাবধান থেকো, কুই,' বলল। 'এখানকার শেরিফটা বড় কঠিন চীজ।'

কথাটা কানে গেছে মনে হলো না কুইনেলের। 'ওই মেয়েমানুষটার কথা ভুলতে পারে না রিকি,' বলল ক্রনিনকে। 'আমার জানা মতে পঁচিশ-ত্রিশজন লোক মারা পড়েছে ওর হাতে–তাদের নয়জন মুখোমুখি বন্দুক যুদ্ধে–চার-পাঁচজন মেয়েলোকও খুন করেছে ও, কিন্তু কারও ব্যাপারেই দুবার মাথা ঘামায়নি সে। শুধু এই বেনসন মেয়েছেলেটা।'

'জোনাথনকে ওই মহিলার কথা বলতে শুনেছি। রিকি চায় না মহিলার সন্তান বড় হয়ে ওর পেছনে লাগুক। আমার বিশ্বাস বেনসনের চাইতে বাচ্চাটাকে খসাতেই বেশি আগ্রহ ওর।'

'তা হলে ভুল করবে। বেনসন লোকটার পিস্তলে নাকি অদ্ভুত হাত।'

পাশাপাশি হাঁটার ফাঁকে ক'মুহূর্ত নীরব রইল ওরা। তারপর কুইনেল ফের জিভ চালু করল, 'আমাদের মধ্যে রিকির হাতই সবচাইতে চালু, জোনাথনও খুব একটা পিছিয়ে নেই অবশ্য…'

boighar.com

'বেনসনকে খুঁজে পাব মনে করো?'

'নিশ্চয়ই! যত বড় মুল্লুকই হোক না কেন, কোন চিহ্ন না রেখে আপসে কেউ বেরিয়ে যাবে এখান থেকে ব্যাপারটা অত সহজ নয়।'

'আরেকটা কথা,' মুহূর্ত পরে মন্তব্য করল ক্রনিন, 'বেনসন রিকিকে চেনে না···জোনাথনকেও না। কখনও সে ওদেরকে দেখেনি।'

'দেখেছে শুধু ওই বাচ্চাটা।'

'আমার ভাল্লাগছে না,' আওড়াল ক্রনিন, 'বাচ্চা-কাচ্চা কখনও খুন করিনি আমি।'

'সবেরই তো শুরু আছে, ঠিক কিনা?'

কর্নারে এসে বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। ক্রনিন ইতস্তত করল, ভাবছে, এবার পা চালাল সিলভার স্পাইকের উদ্দেশে। ওর দোস্ত কন্ডাকটরটা ওখানেই উঠেছে। বেনসন রেলরোড ব্যবহার করে থাকলে নিশ্চয়ই তার কিছু জানা থাকবে এ বিষয়ে।

একজন টেক্সান কাউবয়, ট্রেনে থাকাকালীন সময়ে আগুন নেভাতে সাহায্য করেছিল যে যুবকটি, উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে মোড়ের কাছে। আরেকজন ভবঘুরে। এ শহরে অভাব নেই এদের।

ছয়

সিমোর বাসায়, নিজের ঘরে পামেলা হপার তার টাকা-পয়সা গুনতে বসল।

মোট চুয়াত্তর ডলার পঞ্চাশ সেন্ট···ব্যস, এই-ই। বাবার সোনার হাতঘড়ি আর মায়ের রুবি ও হীরের আঙটিটা অবশ্যি আছে।

সিমোর এখানে দিনে মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট লাগছে থাকা-খাওয়ার জন্যে। চাইলে দিনে এক ডলার কড়ারে সিমোর কাছ থেকে মাথা পিছু একটি করে ঘোড়া ভাড়া করতে পারে ও। কিন্তু একবার যাত্রা করলে পর খাবার, ব্ল্যাঙ্কেট, এবং অস্ত্রপাতির প্রয়োজন পড়বে।

খনিটাতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে জানে না পামেলা, কতখানি রাস্তা পেরোতে হবে কোন ধারণা নেই সে ব্যাপারেও, এবং কাউকে যে জিজ্ঞেস করবে সেই সাহসও পাচ্ছে না বেচারী। ইস, ওই লোকটাকে যদি বিশ্বাস করতে পারত···বাচ্চা নিয়ে জার্নি করছে যে লম্বা লোকটা। লোকটার আত্মবিশ্বাস দেখার মতন, কোথায় যাচ্ছে, কি করতে যাচ্ছে এসব ব্যাপারে সামান্যতম দ্বিধা লক্ষ করেনি পামেলা তার মধ্যে।

কিন্তু বাচ্চা ছেলেটার জন্যে চিন্তা হয় পামেলার। বাপটা কেমন, ওইটুকু একটা ছেলেকে বুনো এলাকার বিপদাপদ আর কঠোর বাস্তবতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

কার্লোস মামার খনি আছে কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। না করুক, কিন্তু পামেলা মামাকে কোনদিন মিথ্যে বলতে শোনেনি।

খনিটা কোথায়, কিভাবে যেতে হবে বলে গেছে মামা। নিজের সর্বস্ব ওদেরকে দিয়ে পশ্চিমে রেলরোডের চাকরিতে ফিরে গিয়েছিল সে। মামা হয়তো, মনে মনে স্বীকার করল পামেলা, খনিটার গুরুত্ব বোঝাতে একটু বাগাড়ম্বর করেছে, বাড়িয়ে বলেছে কর্মচারীর সংখ্যাও। ওদেরকে অর্থ সাহায্য করতে মোটেই কোন অসুবিধে হচ্ছে না, সেটা বোঝানো মামার নিশ্চয় বাড়িয়ে বলার অন্যতম কারণ। নিজের আপন মামাই তো, তাকে তো ভাল করেই চেনে পামেলা।

কিন্তু অবাক লাগছে পামেলার, এখানে কেউই জানে না মামার খনিটার কথা। কিন্তু কেন? মামা আড্ডাবাজ লোক ছিল, পেটে কথা রাখতে পারত না। মুখ ফস্কেও কি খনিটার কথা কোনদিন বলেনি কাউকে?

আঙটিটা বেচে দিলে কেমন হয় ভাবছে ও। ঘোড়া ভাড়া করতে ও সাপ্লাই কিনতে পয়সা দরকার। কিন্তু তারপরও অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকে টের পায় পামেলা। মার স্মৃতি হাতছাড়া করতে মন সরে না।

ঠোঁট কাঁপছে ওর, বিছানার কিনারে আড়ষ্ট দেহের ভর চাপাল···খনিটা যদি সত্যিই না থাকে? এমন যদি হয় মামা অন্য কোনভাবে টাকাটা রোজগার করেছিল, ওরা যাতে সাহায্য নিতে অস্বস্তি বোধ না করে সেজন্যে বলেছিল খনিটার কথা?

কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে পই পই করে মামা ওটার অবস্থান নির্দেশ করবে কেন?

যা হবার হবে, আগে খনিটা খুঁজে বের করার চেষ্টা তো করতে হবে, মনস্থ করল পামেলা। টাকা-পয়সা, আবেগ-অনুভূতি সমস্ত বিসর্জন দিয়ে খনিটার সন্ধানে নামবে ও। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাওয়া গেল তো ভাল, নইলে হাল ছেড়ে দেবে, তখন ঘরে ফেরার পয়সাও আর থাকবে না ওর।

ঘর! দুঃখের হাসি হাসল পামেলা। ওটাকে আর ঘর বলার উপায় আছে? আর সব শহরের মতন ওটাও একটা···আছে শুধু ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি আর ওর মায়ের কবরটা। আর কিছু নেই, কেউ নেই···কথা বলা যায় এমন কিছু পরিচিত লোক ও মার জনা কয় বান্ধবী ছাড়া। ওকে আকৃষ্ট করবে কিংবা ওর অভাব অনুভব করবে, নাহ্, তেমনও কেউ নেই সেখানে।

এই দুনিয়ায় বড্ড একা, নিঃসঙ্গ ও।

ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছে, কিন্তু ল্যাম্প জ্বালল না ও। কাঠ হয়ে যেমন ছিল তেমনি বসে রইল, অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাত-পা সেঁধিয়ে যেতে চাইছে পেটের মধ্যে।

হ্যাঁ, একমাত্র খনিটাই বাঁচাতে পারে ওকে। ওটা ছাড়া পথের ফকির সে। করিনে মেয়েদের জন্যে কাজ বলতে কেবল ড্যান্স হল ও তার পেছনের নিষিদ্ধ গলি। লোকের বাড়িতে কাজ নেয়া যায়, কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হলে সে পথ মাড়াবে না পামেলা। মাড়ালেও অবশ্য অন্য শহরে পাড়ি জমাতে হবে ওকে, গৃহস্থালী কাজের জন্যে লোকের প্রয়োজন আছে এমন জায়গায় যেতে হবে।

boighar.com

আজ রাতে সিমোর সঙ্গে কথা বলবে ও। ঘোড়ার বন্দোবস্ত করবে, এবং ওর পরামর্শ চাইবে সঙ্গে কি কি নেবে সে বিষয়ে।

'তোমার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে একটা লোকের ব্যবস্থা করব আমি,' প্রতিবাদের সুরে বলল সিমো। 'সেজন্যে সময় লাগবে।' পামেলা আগামী পরশুদিন রওনা হতে চায় শুনে কথাটা বলল সিমো।

আঙটিটা গচ্ছিত রেখে ঘোড়া ভাড়া নিতে চেয়েছিল পামেলা, কিন্তু সিমো সে কথা শুনলে তো। পামেলা যতই বলুক না কেন, সে ফিরতে পারবে কিনা তার ঠিক কি, আঙটিটা সিমোর রাখা উচিত, কিন্তু সিমোর এক কথা–এ শহরে নাকি ব্যবসা চলে বিশ্বাসের ওপর, কোন সিকিউরিটি, টাকা-পয়সা প্রয়োজন নেই।

সিমো অনেক করে বুঝিয়েছে কার্লোসের খনির সন্ধান সোনার হরিণের পিছে ছোটার সামিল, কিন্তু পামেলা গোঁ ছাড়েনি। সিমোর বউ ডোরা এমনকি এ-ও বলেছে, তাদের সন্তান-সন্ততি নেই, পামেলা তাদের মেয়ের মতন থেকে যাক। এ শহরে অনেক সুদর্শন যুবকের আনাগোনা আছে, তাদের কারও হয়তো মনে ধরে যেতে পারে পামেলাকে, তার সঙ্গে সে সংসার পাততে পারে। পামেলা জবাবে বলেছে, বিয়ে সে করবে ঠিকই, কিন্তু করবে নিজের পছন্দ মত, মাথার ওপর একজন মুরুব্বী দরকার সেজন্যে না। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছে স্বামী-স্ত্রী।

'তোমার জন্যে সবচেয়ে ভাল হত মেজর জে বেনসনের সঙ্গে যেতে পারলে,' বলেছে সিমো।

'মেজর বেনসন? মেজর জে বেনসন? এ-ই কি সেই লোক?' পামেলা হতভম্ব।

'কেন, চেনো নাকি তাকে? ওর গিয়ারে নামটা দেখেছি তাই বললাম,' বলেছে সিমো।

কাগজে পড়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটার কথা স্বামী-স্ত্রীকে খোলসা করে জানিয়েছে পামেলা। 'খুব বিখ্যাত লোক,' বলেছে অবশেষে।

'কাগজপত্র বড় একটা আসে না কিনা এদিকে,' সব শুনে বলেছে ডোরা করুণ, চিন্তান্বিত সুরে।

আহারে, বাচ্চা ছেলেটার জন্যে বুকটা টনটন করে ওঠে পামেলার। এজন্যেই প্রথম থেকে অত চুপচাপ ছিল জন! আগুন কাছিয়ে আসতে ওর গা ঘেঁষে কেমন গুটিসুটি মেরে বসেছিল মনে পড়ল। সে মুহূর্তে নিশ্চয়ই নিজেদের বাড়ি পুড়ে যাওয়ার স্মৃতি কল্পনায় ভেসে উঠেছিল বাচ্চাটার। শিউরে উঠে ভাবনাটা দূর করে দিয়েছে পামেলা। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না···তবু কেন জানি অদ্ভুত এক শূন্যতা গ্রাস করে ওকে।

সঙ্গে লোক নেয়ার জন্যে সিমো পীড়াপীড়ি করতে ওয়ালি মিটফোর্ডের বর্ণনা দিয়েছে পামেলা। বলেছে, আগুন নেভাতে বেনসনকে প্রচুর সাহায্য করেছিল লোকটা। তার বিশেষ কোন কাজ রয়েছে তেমনটাও মনে হয়নি পামেলার, তাকে পাওয়া গেলে– লোকটাকে যোগ্য মনে হয়েছে ওর দৃষ্টিতে।

কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি সিমোর মুখের চেহারায়। 'আমি চিনি লোকটাকে,' বলেছে সে, 'আচ্ছা, কথা বলব ওর সাথে।'

বাইরে বেরিয়ে এসে, অন্ধকারে থেমে দাঁড়িয়ে পাইপটা জ্বেলে নিল সিমো। এত লোক থাকতে কিনা ওয়ালির কথা মনে পড়ল মেয়েটির।

আঁধারের মধ্য দিয়ে স্টেবলের উদ্দেশে এগোল সিমো। প্রতিদিন রাতে একবার করে টহল মেরে যায় ও এখানে। ওর নাইট হসলার ভাল লোক, কিন্তু বুড়ো, এবং শহরে কারা এল কারা গেল এদিকে একটা চোখ রাখা সিমোর দীর্ঘদিনের অভ্যেস।

স্টেবলের কাছাকাছি এসে গেছে, এ সময় একাধিক কণ্ঠস্বর কানে যেতে হাঁটার গতি কমাল ও, রাত বিরেতে কারও মুখোমুখি পড়ে যাওয়া বিলক্ষণ অপছন্দ ওর।

তিনজন লোক, কথা বলছে গলা খাদে নামিয়ে, কিন্তু তাদের কথা শুনতে বেগ পেতে হলো না সিমোকে।

'করিন পেরিয়ে নেমেছে ওরা। ওখান থেকে বাচ্চাকে নিয়ে দক্ষিণের দিকে গেছে।'

'সল্ট লেক?'

'মনে হয় না। যাত্রার প্রস্তুতি ছিল ওর। আমার ধারণা ইউয়িনটাহর দিকে গেছে।'

'সে তো আমাদের এলাকা। বেশ, বেশ, নিজেই সেধে ধরা দিয়েছে ব্যাটা। সকাল হোক, পাত্তা লাগাব আমরা।'

গলিটা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল ওরা, এবং মুহূর্তের জন্যে স্পষ্ট দেখতে পেল ওদেরকে সিমো। তিনজনই অপরিচিত, তবে এদের একজনকে আগেও দেখেছে সে। বিশালদেহী লোক, প্রকাণ্ড বুকের ছাতি, মাথা ভর্তি হলদে-সাদা চুল। সমতল, বিপজ্জনক মুখের চেহারা তার, এদিকে ওকে আরও কয়েকবার দেখেছে সিমো। একে রিকি বলে ডাকা হয়।

স্টেবলে সব চুপচাপ। হসলার জানাল শহরে নতুন লোক কেউ আসেনি, শহর ত্যাগও করেনি কেউ। ওয়ালি মিটফোর্ড? তাকে ও দেখেনি।

রাস্তা ধরে গদাইলশকরী চালে হাঁটছে এখন সিমো, ঢুঁ মারল কয়েকটা সেলুনে। অবশেষে, রাস্তার প্রায় শেষ মাথার কাছে, সিগারেটের ক্ষীণ আলো চোখে পড়ল ওর, এগোল ওটার দিকে। অনুমান অভ্রান্ত ওর।

চাঁদোয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওয়ালি, সিগারেটটার ওপাশ থেকে কথা বেরোল তার। 'কি হে, সিমো, এত রাতে রাস্তায় যে?'

মনে মনে ত্বরিত সাজিয়ে নিল সিমো পামেলা হপারের প্রস্তাবটা। ওর মুখ থেকে পুরোটা নীরবে শুনে গেল ওয়ালি, বিরত থাকল মন্তব্য করা থেকে। শেষ পর্যন্ত বলল, 'কার্লোস নাইটিঙ্গেলের এক রত্তি রূপা ছিল না বলছ?'

'আমার জানা মতে। কিভাবে থাকে? সর্বক্ষণ মুখ চলত তার, থাকলে আমরা

boighar.com

জানতাম না? তাছাড়া প্রসপেক্টিংই বা করল কখন?'

'স্টেজ চালাত যখন, বহুত লোকের সাথে নিশ্চয় পরিচয় ছিল।'

'তা তো থাকবেই।'

'ওরা বলে, ভাল লোক ছিল। মানুষের আপদে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত নাকি।'

'কারও কাছে কিছু চাইত না,' বলল সিমো। 'কিন্তু কেউ বিপদে পড়েছে শুনলেই হাত বাড়িয়ে দিত, চাইতে হত না।'

'আর এই মেয়ে বলছে তার মামা কখনও মিথ্যে বলেনি?'

'হ্যাঁ···ওকে সাহায্য করবে তুমি?'

ধুলোয় নিক্ষেপ করল সিগারেটের টুকরোটা ওয়ালি। নিভন্ত দীপ্তিটা দু'মুহূর্ত নিরীখ করল ও। 'না,' বলল অবশেষে।

'বেশ,' বলল সিমো, 'আমার চেষ্টা করার করলাম।' যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল। 'আচ্ছা, বেনসন কি তোমার বন্ধু?'

'ভালমানুষ। কেন?'

পামেলার মুখে শোনা কথাগুলো আওড়াল সিমো। শুনে গেল মন দিয়ে ওয়ালি, আরেকটা সিগারেট ধরাল। 'নাম কি বললে, রিকি? দৈত্যের মতন শরীর?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

নীরবে ধূমপান করে চলেছে ওয়ালি। 'তোমার চিন্তার কারণ নেই। বেনসন চালু তো বটেই, কঠিন লোকও। কারও যুদ্ধ করার ইচ্ছা থেকে থাকলে ওকে বাছাই না করাই ভাল।···মরবে।'

ঘুরে দাঁড়াল সিমো। 'শুভরাত্রি, ওয়ালি। যাই, ঘুম পেয়েছে।'

'সিমো?'

থমকে দাঁড়াল সিমো।

'ভদ্রমহিলাকে বোলো আমি যাচ্ছি। কার্লোস নাইটিঙ্গেলের খনি সত্যিই থেকে থাকলে খুঁজে বের করব আমরা।'

সিমো চলে গেল এবং ওয়ালি শেষ করল তার সিগারেটটা। হয়তো চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ করল ও। হয়তো সেধে আপদ ডেকে আনল, কিন্তু আগাম একটা ধারণা পাচ্ছে সে, এবং নিজের মনে কখনও কোন ধারণার উদয় হলে সেটাকে গুরুত্ব দেয় ও। তাছাড়া, মেয়েটাকে ফালতু মনে হয়নি ওর কাছে, অদ্ভুত এক দৃঢ়তা লক্ষ করেছে ওয়ালি যুবতীর মধ্যে···দেখাই যাক না।

ধারণাটা একটু বাজিয়ে দেখা যাবে এই সুযোগে, গত ক'দিনে ছোট্ট দুটো তথ্যসূত্রের ওপর ভিত্তি করে সম্ভাবনাটা এসেছে ওর কাছে। সুতো দুটো আদৌ হয়তো জোড় খাবে না, কিন্তু যদি খায়–এবং ওর ধারণা খাবে–তাহলে নরকের একটা অংশ ওর ঘাড়েও ভেঙে পড়বে।

'ওয়ালি,' স্বগতোক্তি করল ও। 'বিপদ ডেকে এনেছ তুমি, কিন্তু এ আর নতুন কি? আর কবেই বা বিপদ দেখে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছ তুমি?'

একটা বিষয় কিন্তু স্থির রইল। মেজর জে বেনসনের উচিত তার পিঠের দিকে লক্ষ রাখা।

সাত

পাথরের ওপর দিয়ে কলকল ধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছে ঝর্ণাটা, পানিতে রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। ভাটির মুখে, স্বচ্ছ পানিতে নুয়ে পড়া একটা মরা ডালের আশপাশ দিয়ে নিঃশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে জলধারা।

গাছের ডাল-পাতার ইকড়ি-মিকড়ির নিচে, ঝর্ণার তীরে বসে রয়েছে জন বেনসন। মাছ ধরছে সে, তবে গা লাগাচ্ছে না তেমন। বসে থাকতে হয় আছে, চোখ আধবোজা, ধ্যানমগ্ন কিশোর উপভোগ করছে সময়টা। সত্যি বলতে কি, বেজায় সন্তুষ্ট এখানে এসে জন।

পানির কুলুকুলু ধ্বনি, গাছের পাতার ফাঁকে বাতাসের শিস ওকে বহু দূরে ছুটে চলা ট্রেনের আওয়াজের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। পানির ধারাটার ওপাশে, মাত্র ক'ফুট দূরে দুটো কাঠবেড়ালি পাতায় খসখস শব্দ তুলে খেলা করছে।

গাছ-পালার ওপাশে, ত্রিশ গজও হবে না, বাবা কাজ করছে ক্যাম্পের বাইরে শুনতে পাচ্ছে জন। মাঝেমধ্যে আপন মনে গানও গেয়ে উঠছে।

প্রোমোন্টরী ছেড়েছে ওরা তিন হপ্তা, এবং এখন ওরা অবস্থান করছে ইউয়িনটাহর পর্বতমালার পাদদেশে। আরও দক্ষিণে যাবে ঠিক করেছিল বেনসন, কিন্তু পরে হঠাৎ মত পাল্টে তাঁবু গেড়েছে পাহাড়ের আরও গহীনে। ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছে জন।

বাবার নাকি অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল উটাহর বিশেষ একটা এলাকায় ফিরে আসবে, কিন্তু আচমকা তাহলে সিদ্ধান্ত পাল্টাল কেন? তাতে অবশ্যি ও খুশিই হয়েছে। এত সুন্দর এলাকা কোনদিন দেখেনি জন, এখানে সারা দিনমান ঘুরে বেড়াতে কী ভালই না লাগে। কিন্তু বাবার আচার-আচরণ কেমন জানি অদ্ভুত ঠেকছে ওর চোখে।

এই যেমন, ক্যাম্প সরানোর ব্যাপারটা। যখনই ভাল একটা ক্যাম্প খুঁজে পাচ্ছে অমনি কথা নেই বার্তা নেই, কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই, সেটা ত্যাগ করছে ওরা। এবং প্রতিবারই গভীর থেকে গভীরতর বনভূমির ভেতরে প্রবেশ করছে। জন লক্ষ করেছে, বাবা ওকে শুইয়ে দিয়ে একবার করে নৈশ-টহল দিয়ে আসে আশপাশে, আর তার পরদিনই তাঁবু গুটোয় ওরা। বোঝে না জন, কিন্তু নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে এর পেছনে। কখনও কখনও ভোরের দিকে কোমরে পিস্তল বেঁধে বেরিয়ে যায় বাবা, ঘুমের ভান করে তখন চুপটি করে পড়ে থেকে লক্ষ করেছে জন।

প্রোমোন্টরী ছেড়ে আসার হপ্তা খানেক বাদে এ ঘটনার শুরু, যে রাতে তিনজন প্রসপেক্টরের সঙ্গে ক্যাম্প করে ওরা। রাতের আঁধার চিরে বেরিয়ে এসেছিল লোকগুলো, নিজেদের আগমন সংবাদ জানান দিয়েছিল ক্যাম্পফায়ার

লক্ষ্য করে।

'এটাই নিয়ম,' বাবা পরে বলেছে ওকে। 'না জানিয়ে কারও ক্যাম্পফায়ারের দিকে এগিয়ে আসলে গুলি খাওয়ার ভয় থাকে।'

লোক তিনটেকে তাৎক্ষণিকভাবে ভাল লেগে গিয়েছিল জনের। ওদের মধ্যে একজন ছিল যুবা বয়সী, এক মাথা হলদেটে চুল, মুখে ফুটকি ফুটকি দাগ তার, রসিক, হাস্যপ্রিয় লোকটার অ্যাডামস অ্যাপলটা ইয়া বড় ছিল। অন্য দু'জন বয়স্ক হলেও প্রত্যেকেই গল্পের ডিপো, এবং আসতে না আসতেই ক্যাম্পের চারধারে নানা টুকিটাকি কাজে লেগে পড়েছিল ওরা।

মন দিয়ে ওদের কথা শুনেছে বেনসন। আর তার দেখাদেখি জনও। এলাকাটা সম্পর্কে আলোচনা করছিল লোকগুলো। শীঘ্রিই জন টের পেল ওর বাবা নানা প্রশ্ন করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আলাপচারিতা। জন নিজেও যে শুধু হাঁ করে কথা গিলেছে তা নয়, কথোপকথনের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তুলে নেয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। বাবার কাছ থেকে শিক্ষাটা পেয়েছে ও—চোখ-কান খোলা রাখলে বহু কিছু শেখা যায় এবং সে সঙ্গে এড়ানো যায় জীবনের অন্তত অর্ধেকটা সমস্যা।

এলাকাটা ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে নানান প্রশ্নের উত্তর জেনে নিল বেনসন লোকগুলোর কাছ থেকে। কারা ঘোরাফেরা করে এখানে, কাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে, এখানকার ইন্ডিয়ানরা কেমন এসব আরকি।

লোক তিনজন হচ্ছে গ্রেগ রিচি, লালচুলো লেন প্যাসকো আর জেফ টমসন। দীর্ঘদেহী, একহারা গড়নের টমসন তিনজনের মধ্যে সবচাইতে শান্ত-শিষ্ট। সহজ-স্বচ্ছন্দ হাঁটা চলার ভঙ্গি ওর, শরীর ঢিল করে বসে যখন মনে হয় না জীবনে কোন চিন্তা আছে তার।

গ্রেগ রিচি বকবকানির ওস্তাদ। 'লোগানের মত,' বলেছে সে, 'আর কেউ এ অঞ্চলটাকে অত ভালভাবে চেনে না, নাইন মাইলে ক্যাম্প করতে ভালবাসত ও। আমাকে বলেছে সমস্ত শিলালিপি আর দেয়ালচিত্র নাকি পড়তে পারে ও।'

'আমার ধারণা মিথ্যে কথা বলেছে,' মন্তব্য করল প্যাসকো। 'ওগুলো নিছক ইনজানদের হিজিবিজি···হাতে সময় আর পেন্সিল থাকলে অমন সবাই আঁকতে পারে।'

'লোগান বেঁচে থাকলে একমত হত না তোমার সাথে,' বলে রিচি। 'ও বলে একদিন না একদিন এগুলো ঠিকই ওর কপাল খুলে দেবে। বেশিরভাগে যদিও দেবতাদের প্রশংসা, হান্টিং চার্মসের কথা লেখা কোন কোনটায় নাকি কিসব কাহিনিও লেখা আছে। রূপার একটা বাজুবন্ধ দেখাত আমাদের।

'রূপাটা কোত্থেকে এসেছে আমরা জানি কিনা প্রশ্ন করত। তারপর নিজেই বলত, গুহার মধ্যে কিংবা নাইন মাইলে ইনজানদের বাসার আশপাশে কিভাবে ভাঙা পাথরের ছোট ছোট কিছু টুকরো খুঁজে পায় সে। ও বলত পাথরটা নাকি ওখানকার না, রূপা যে জমি থেকে এসেছে ওটা নাকি সেখানকার, ইনজানরা ওটার গা থেকে রূপা খসিয়ে নিত। বাজি ধরে বলত একদিন নাকি রূপার খনিটা

আবিষ্কার করবে সে।'

টমসন গম্ভীর, ভাবুক গোছের মানুষ, এবং একদিন সন্ধেয় লোগানের প্রসঙ্গ উঠলে পর বলে সে, 'লোগান আমার বিশ্বাস, সত্যি কথাই বলেছে। ও কিছু না কিছু খুঁজে পেয়েছিল।'

চকিত চাহনি হানে বেনসন। 'সত্যি?'

মুচকি হাসে টমসন, বেনসনের দিকে চাইতে ওর চোখে কৌতুকের ঝিলিক দেখা যায়। 'সত্যি,' বলে, এবং তারপর জুড়ে দেয়, 'ওর পেছনে খাবার-দাবার দিয়ে সাহায্য করতে আরেকজন কেউ ছিল। আমার ধারণা, ও করিনে গিয়ে আরও কিছু সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে তারপর আবার কপাল ঠুকতে বেরিয়েছিল।'

'কিন্তু ঠুকতে গিয়ে কপালটা ফেটে যায়, ওর নিজের কোন লাভ হয়নি,' শুকনো কণ্ঠে বলে প্যাসকো। 'মরে ভূত হয়ে গেছে।' এবং তারপর হঠাৎ বলে ওঠে ও: 'আমরা যদি ওর ট্রেইল অনুসরণ করে ওখানে যাই? লোকটা ক্লেইম স্টেক করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন তো আর সে বেঁচে নেই।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে বেনসন।

'লোগানের যা-ই থাক না কেন, সেটা ওর পরিবার পাবে, যদি সত্যি থেকে থাকে কিছু, আর পাবে ওকে যে খাবার দিয়ে সাহায্য করছিল সে।'

'ওরা রূপা পেয়ে থাকলে তবে তো,' রিচি সায় জানিয়ে বলে। 'আমি কোন চান্স দেখি না।'

সে রাতের কথা স্পষ্ট মনে আছে জন বেনসনের, কারণ তার পর থেকেই যাত্রার ধরন তাদের সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। শুধু যে ওরা আচমকা ক্যাম্প গুটিয়েছে রাতের আঁধারে তাইই নয়, বেশ কয়েকবার গতিপথও পরিবর্তন করেছে।

বাবার পরামর্শে পেছনে ফেলে আসা ট্রেইল পরখ করতে শিখেছে জন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে-ও হয়তো কোনখানে থেমে দাঁড়িয়ে চোখ রাখে পেছনে, কিন্তু আজ অবধি বিশেষ কিছুই নজরে আসেনি তার।

মোদ্দা কথা, জে বেনসন স্থির নিশ্চিত অনুসরণ করা হচ্ছে ওদের।

আচমকা গতিপথ পরিবর্তন করছে ও দুটো কারণে। প্রথমত, অনুসৃত হচ্ছে কিনা দেখা, এবং দ্বিতীয়ত, হলে ট্রেইল থেকে অনুসরণকারীদের খসানো। প্রথমটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছে সে, এবং টের পেয়েছে প্রতিপক্ষের গতি অক্লান্ত চেষ্টার পরও সামান্যতম মন্থর করানো যায়নি। ওস্তাদ ট্র্যাকার তার মানে লোকগুলো। হুঁ, বোঝার ওপর শাকের আঁটি চেপেছে।

কাজেই আজ রাতে ভোরের আগে উঠে পড়ল ও এবং প্যাক করে নিল ত্বরিত হাতে, জন ঘুম থেকে যখন উঠল ওর বিছানা বাদে আর সবকিছুই প্যাক করা হয়ে গেছে দেখতে পেল। কফি পটটা চুলোয় তখনও। এবারের ভ্রমণের আগে জনের কফি পানের অনুমতি ছিল না, কিন্তু এখানে দুধ পাবে কই? নিভন্ত কয়লার আগুনে কাঠিতে এক টুকরো ঝলসানো মাংস ছিল। ওটা খেয়ে, কফি পান করে, বাবার সাহায্যে ঘোড়ায় চাপল জন।

ক্যাম্পটা থেকে সরে গেল ওরা, একটা পাথুরে লেজ-এ বেরিয়ে এসে ওটাকে

boighar.com

পাক খেয়ে ঘুরে, আবারও লেজ বরাবর চলে পানিতে নেমে পড়ল। উজানে আধ মাইলটাক রাইড করার পর, অনুরূপ আরেকটি লেজের দেখা মিলল, গাছের ঘন জটলার মধ্য দিয়ে এগোল ওরা, জঙ্গলের মেঝে এখানে পাতা পড়ে ছেয়ে রয়েছে এবং মাঝ দুপুরকেও আবছায়ার কারণে দেখাচ্ছে গোধূলিবেলার মতন।

সারাটা দিন আগে-পিছে করল ওরা। খাড়া একটা চড়াই বেয়ে ওঠার পর ঘোড়াগুলোকে দম নেয়ার ফুরসত দিতে কিছুক্ষণের জন্যে থামল ওরা, এবং ছেলেকে পেমিকেনের একটা বড়সড় টুকরো খাওয়ার জন্যে ভেঙে দিল বেনসন। একদম শেষ বিকেলে এসে ঘোড়াগুলোর চরে বেড়ানোর মওকা মিলল।

এখন আর ব্যাক ট্রেইল পরখ করার উপায় নেই। অরণ্যের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে হচ্ছে ওদের, এবং এমনকি গাছ-পালার চরিত্রও এখানে কেমন পাল্টে যাচ্ছে। যতই উঁচুতে উঠছে, চির শ্যামল বৃক্ষের দেখা মিলছে। এখানেও পেমিকেন খেল ওরা। ঠাণ্ডা পানি পান করে, তারপর ঘোড়ায় চড়ল আবার।

জমির স্বভাবের কারণে গতিপথে প্রায়ই পরিবর্তন এলেও, অবিরাম চড়াই বেয়ে চলেছে ওরা। এক ঝাড় অ্যাসপেনের পেছনে যখন কোল্ড ক্যাম্পটা করল ওরা তখন গাঢ় হয়ে ভিড় করেছে আঁধার। অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জন, ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে এমনিসময় বাবা ধরে ফেলল ওকে।

জনের বিছানা করে দিল বেনসন, ওর বুট ও প্যান্ট খুলে, খাবার খাইয়ে দিল। এর ফাঁকেও তীক্ষ্ণ নজর ছিল ওর ঘোড়াগুলোর দিকে, কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে চরে বেড়াচ্ছে জানোয়ারগুলো, বিশ্রাম পেয়ে মহা খুশি যেন ওরা। একবারও ইতিউতি চাইল না কিংবা কান খাড়া করল না।

সমস্যা চিরকাল ভালবাসে বেনসন, এবং এ মুহূর্তে সমস্যা একটা রয়েছেও তার হাতে। আচ্ছা, শেট লোগান তো বহু বছর আশপাশে ঘুরঘুর করেছে, রূপার খনির হদিস দেয় এমন কোন ম্যাপ কি হাতে পড়েছিল তার? ইন্ডিয়ানরা হয়তো ব্যবহার করত ম্যাপটা।

ম্যাপ তো নানা পদের হয়। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যেমন কাঠিতে কাছিমের-শামুকের খোলা বাঁধা দেখলে বুঝতে হবে দ্বীপের কথা বলা হচ্ছে, কাঠি শক্তিশালী বাতাস বা স্রোত নির্দেশ করে; কিন্তু অনেক প্রাচীন মানচিত্রে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবহমান পানির ধারার জন্যে এক ধরনের চিহ্ন রয়েছে, পাহাড়চূড়ার জন্যে আরেক রকম···এমন যদি হয় রূপার অবস্থান নির্দেশ করে বিশেষ কোন সঙ্কেত?

বুড়োর নখদর্পণে ছিল এসব এলাকা, এবং সে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু খুঁজেও পেয়েছিল। টাকা দিয়ে কেউ একজন সাহায্য করছিল তাকে, এবং সেই লোক কার্লোস নাইটিঙ্গেল নয়তো আর কে? সেক্ষেত্রে পাহাড়ে কার্লোসের যাওয়ার কোন দরকারই হত না। কার্লোসের নুন খেয়ে কাজ করত লোগান; কিছু রূপা অবশ্যই এনেছিল সে যেগুলো পরিণত করা হয় তরল টাকায়। লোগান যেহেতু মারা যায়, খনিটার ন্যায়সঙ্গত মালিকানা আসে কার্লোসের কাছে–যদি অমন কোন খনি আদৌ থেকে থাকে আরকি।

আলাপ-আলোচনা থেকে জানা ছোটখাট তথ্যগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিল বেনসন। লোগানের যাত্রাপথ ও খনিতে পৌঁছতে সময় কত লেগেছে সে সম্পর্কে আবছা একটা ধারণা পাচ্ছে ও।

অ্যাসপেনে ঢাকা ছোট্ট একটা গুপ্ত গহ্বরে আগুন জ্বেলেছে ওরা, বেনসন এ মুহূর্তে একটু উস্কে দিল আগুন, তারপর রাইফেলটা তুলে নিয়ে, পাহাড়ের পাশ থেকে বেরনো একটা পাথরের উদ্দেশে এগোল। আগেই লক্ষ করেছিল এখানে উঠতে বেগ পেতে হবে না, এবং ওখানে উঠে চারধারের এলাকা জরিপ করার জন্য বসে পড়ল।

নিচে চোখ রাখতে, ক্যাম্পফায়ারটা ও জনের খুদে আকৃতি দেখতে পেল। চারপাশে যেদিকেই তাকাও চোখে পড়বে শুধু অনন্ত-অসীম ঘন কালো অরণ্যের বিস্তার, নীলচে-কালো নক্ষত্রখচিত আকাশ, আর পর্বতসারির সুবিশাল উচ্চতা।

দীর্ঘক্ষণ রাতটিকে পর্যবেক্ষণ করল বেনসন—তারাদের দিকে নয়, লক্ষ্য তার অন্ধকার জঙ্গল। ডান চোখের কোণায় ধরা পড়ল ওটা। বহু দূরে এবং অনেক নিচে…একটা আগুনের আভা।

তীক্ষ্ণ চোখে নিরীখ করছে ওটাকে বেনসন…ক্যাম্পফায়ার। উঁচু এই পাথরটা মস্ত উপকার করল ওর। বাতাস এখানে স্বচ্ছ, এবং চারধারে বহু দূর দৃষ্টি চলে। আগুনটা দশ মাইল তফাতে হতে পারে, কিন্তু তারচাইতে কম হওয়াও বিচিত্র নয়।

মাঝের জমিটার কথা বিবেচনা করল বেনসন, পেছনে কতখানি ট্রেইল ফেলে এসেছে চেষ্টা করল মনে করতে। পাথর ছেড়ে উঠতে যাবে এসময় নজরে এল আরেকটা আলো, এটা অতটা দূরে নয়, এবং পাহাড়ের খানিকটা ওপরদিকে।

গ্লাস ব্যবহার করে ওটাকে জরিপ করল বেনসন, কিন্তু তাতে উপকার হলো না কিছুই। দূরত্বটা বড্ড বেশি, এবং স্রেফ অপেক্ষাকৃত বড় একটা আলো হিসেবে ধরা দিল ওটা, আগুন বলে চিহ্নিত করাও সম্ভব হলো না। কে হতে পরে ওটা?

ক্যাম্পে ফিরে এসে, ব্ল্যাঙ্কেট ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ল ও, হাতের আঙুল পরস্পর জড় করে মাথার নিচে রেখেছে। বহুক্ষণ ধরে ভাবনা-চিন্তা করল ওর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না। সে রাতে লিন্ডাকে স্বপ্নে দেখল ও…

দ্বিতীয় আলোটা ওয়ালি মিটফোর্ড ও পামেলা হপারের।

গন্তব্য জানা থাকায় বেনসনের চাইতে দ্রুত গতিতে এগোতে পেরেছে ওরা। কাউকে অনুসরণ করছে না ওরা, এবং অনুসৃত হবে সে আশঙ্কাও নেই। ট্রেইলে পাখোয়াজ লোক ওয়ালি, এবং উপযুক্ত স্টক বাছাই করেছে সে। বেরীদের চাইতে পাহাড়ের অনেকটা উপরে অবস্থান করছে তারা, আর এগিয়েও রয়েছে প্রায় তিন মাইল পথ।

শিকার চলাচলের পুরানো, প্রায় বুজে আসা একটা ট্রেইল অনুসরণ করছে ওরা, মাঝেসাঝে ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করত এটা। দু'দিন আগে বেরীদের আর

boighar.com

ওদের ট্রেইল একই ছিল, এবং তাজা চিহ্নটা চোখে পড়তে ওয়ালি সময় নিয়ে দুটো ঘোড়ার ট্র্যাকই পরখ করেছে। এই ট্রেইলে পড়তে না পড়তেই বুঝে গেছে ওয়ালি লোকগুলোর একজন হচ্ছে রিকি বেরী।

এরপর পামেলার নির্দেশিত ট্রেইল ওদেরকে চড়াইয়ের আরও ওপরে তুলে এনেছে। যুবতীর দিকে ফিরে তার রাইফেলটার উদ্দেশে এমুহূর্তে ইশারা করল ওয়ালি।

'ওটা ব্যবহার করতে পারো?'

'হ্যাঁ।'

'ওটা ছাড়া কোথাও যেয়ো না। এই এলাকায় তো প্রশ্নই ওঠে না। আর আমি লাফ দিতে বললে লাফ দেবে–কেন জানতে চেয়ো না। সময় নষ্ট করলে জীবন দিয়ে তার খেসারত দিতে হতে পারে, বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল পামেলা।

'তোমার খনি আর কতদূরে?'

'পাহাড়ের মাথায়···লেকগুলোর মাঝে। আর তিনদিন, যদি বাধা না পড়ে।'

আগুনটা নিভিয়ে দেবে কিনা ভাবল একবার ওয়ালি, কিন্তু তার বদলে উস্কে দিয়ে ব্ল্যাঙ্কেটের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

'ঘুমোও,' বলল পামেলাকে। 'সামনে কঠিন সময়। তিনদিনকে দু'দিনে নামানোর চেষ্টা করব আমরা।'

যুবতীর চোখে প্রশ্নবোধক চাহনি দেখে আরও বলল, 'আমরা এখানে একা নই, বেনসন এগিয়ে আছে আমাদের চেয়ে।'

চমকিত হয়ে পামেলা তাকাল ওর দিকে।

'রূপার খোঁজ করছে? না, না!'

শ্রাগ করল ওয়ালি। বিদ্রূপ খেলা করছে তার চোখে।

'কেন নয়?'

'আ-আমি বিশ্বাস করি না।'

খলখল করে হাসল ওয়ালি।

'এমনি মজা করলাম। ও রূপা খোঁজ করলে বলতে হবে তুমি যা ভাবছ ওকে তার চাইতে বেশি বলে ফেলেছ।'

স্মৃতি হাতড়াতে লাগল পামেলা।

'না···না, ওকে আমি কিছুই বলিনি। কিছুই না।'

'ও তো আর একা নয়,' ব্ল্যাঙ্কেটটা গায়ে টেনেটুনে নিয়ে বলল ওয়ালি। 'বেরীরা খুঁজছে ওকে, ওরাও আছে আশপাশে।'

উঠে বসল তড়াক করে পামেলা।

'তুমি ঠিক জানো?'

'হুঁ···ও-ও জানে। বেরীদের মাথায় এক ছটাক বুদ্ধি থাকলে ওকে অনুসরণ করা উচিত না। হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে।'

আট

ভোরের ধূসর আলো ফুটলে, বেনসনকে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটার পাশে জবুথুবু হয়ে বসে কফি পান করতে দেখা গেল, সামনের খাড়া ঢালটা পরখ করছে সে।

কোন ট্রেইল ওঠেনি ওটার গা বেয়ে। এখানে ওখানে পাথুরে চাতাল; ঘন ঝোপ-ঝাড়, পতিত গাছের গুঁড়ি, ভাঙা পাথর বিছানো উতরাই, আর বিক্ষিপ্ত অ্যাসপেন চোখে পড়ে। একটা প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু পাথুরে দেয়ালে গিয়ে মিশেছে এসবগুলো। পাহাড়টির মুখ বরাবর প্রায় আধ মাইলটাক প্রসার পেয়েছে প্রাচীন এক ফল্ট লাইন।

রুটটা সাবধানে ছকে নিল বেনসন, পাথরের ফাটলটার দিকে লক্ষ্য তার, ঘুরপথ এড়িয়ে চূড়ায় পৌঁছনোর সম্ভাব্য রাস্তা হতে পারে এটা।

ফাটলটা, যদি আগের মতই থাকে আরকি, এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় না, কিন্তু স্যাডলে একবার বসার পর আর পেছন ফিরে চাইল না ও, পাহাড়ের পার্শ্বদেশের বাধাগুলো ডিঙিয়ে বিপজ্জনক হলেও রাস্তা একটা ঠিকই বের করে নিল।

দু'বার থামল বেনসন, জনকে ও প্যাক হর্সগুলোকে এগোতে দিয়ে, রাস্তার ওপর পাথর ফেলার ব্যবস্থা করল, অনুসরণ করলে যাতে বাধা পায় প্রতিপক্ষের ঘোড়ারা। যারাই অনুসরণ করুক না কেন, জানে বেনসন, ওর ট্রেইল খুঁজে পেতে সময় নষ্ট হবে তাদের, এবং এর প্রতিটি মিনিট মহামূল্যবান প্রমাণিত হবে বেনসনদের জন্যে। সামনে কোথাও না কোথাও থামতে হবে, এবং একটা জুতসই পজিশন খুঁজে বের করতে তখন সময়টুকু কাজে লাগবে বেনসনের।

সহসাই ফাটলটার দেখা মিলল। বড়জোর একটা ঘোড়া গলতে পারবে ওটার ফাঁক দিয়ে, এবং চূড়ায় ওঠা মুশকিল হবে বুঝতে বেগ পেতে হয় না। ঘোড়া থেকে নেমে, গজগজ করতে করতে ওটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল বেনসন, রীতিমত কসরত করে শীর্ষে উঠতে হলো তাকে। জানোয়ারটাকে বেঁধে, দম ফিরে পেতে দু'মুহূর্ত জিরিয়ে নিয়ে, নেমে এল আবার, ছেলেকে নিয়ে এবার উঠে এল চূড়ায়। তারপর একে একে মালবাহী ঘোড়াগুলোকে তুলে নিয়ে এল ওপরে।

চারধারে দৃষ্টি বুলাতে, বহু আগে পতিত পাইন গাছের একটা গুঁড়ি আবিষ্কার করল বেনসন। ওটার পেছনে এসে, একটা ডালকে লিভারের মতন ব্যবহার করে, ভারী গুঁড়িটাকে ফাটলের মুখে ডিগবাজি খাইয়ে ফেলে দিল। কাজটা করতে প্রাণান্ত পরিশ্রম গেল ওর। অমসৃণ একটা মালভূমিতে এখন অবস্থান করছে ওরা, ইউয়িনটাহ রেঞ্জের চূড়া বলা যেতে পারে এটাকে। সুবিশাল, এবড়োখেবড়ো অধিত্যকা মত জায়গাটাকে এখানে সেখানে ভেঙেছে ক্যানিয়ন ও রিজ। অসংখ্য হ্রদও রয়েছে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ঢালসমৃদ্ধ সবুজ বনানী যেমন রয়েছে,

তেমনি রয়েছে ঘাসে মোড়া উন্মুক্ত চারণভূমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিগহর্ন শীপ, মিউল ডীয়ার ও বুনো ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল বেনসনের।

এত উঁচুতে অ্যাসপেন ও ব্লু স্প্রুসের সারি পাতলা হয়ে এসেছে, তবে সামনের রিজগুলোতে আলপাইন ফার ও উচ্চভূমির উপযোগী এক জাতের স্প্রুস দেখা গেল। ওদের চারপাশে যেদিকে চোখ যায় কেবল তুষার-শুভ্র পর্বতচূড়া।

'বাবা, কত ওপরে আছি আমরা?' কৌতূহলী জন জানতে চাইল।

'আট থেকে ন'হাজার ফিট।'

ঘোড়াগুলোকে জিরানোর ফুরসত করে দিল বেনসন। বেশ কিছুটা সময় হাতে পেয়েছে ও, এবং সামনের রিজটা নিরাপদ তাঁবুর নিশ্চয়তা দিতে পারে মনে হলো ওর।

শত্রুপক্ষ কারা কোন ধারণা নেই বেনসনের, অবশ্য অনুসরণকারীরা শত্রু হয়ে থাকে যদি। কারা লাগল পিছে? এখানে বলতে গেলে অপরিচিত সে। নাকি ওই ইন্ডিয়ান যোদ্ধাটির মতন আরও কেউ যুদ্ধের জন্যে মনে করে রেখেছে ওকে? তবে এটা নিশ্চিত, ওকে বিপদ হিসেবে গণ্য করছে কেউ না কেউ, হয়তো ভাবছে গোপন কোন তথ্য জানা আছে ওর।

আচ্ছা, পামেলা হপারের সঙ্গে ওকে জড়াচ্ছে না তো? যুবতীটি যে ওর সদ্য পরিচিতা সেটা হয়তো জানে না লোকগুলো।

কিন্তু এটা তো সত্যি, যুবতীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলিয়েছে ও। মেয়েটির বিনা অনুমতিতে, এবং নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে, রূপার খনির সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে বেনসন।

কেন?

জে বেনসন একজন যুক্তিবান মানুষ, এবং এই প্রথমবার গুরুত্ব সহকারে নিজের মনকে প্রশ্নটা করল সে। সত্যিই তো, কেন? একটা কিছুকে অনুসরণ করতে হয় সেজন্যে? নাকি সারাজীবন এক লক্ষ্য থেকে আরেক লক্ষ্যে ছুটে বেড়িয়েছে বলে? গন্তব্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া ও কি অসহায় বোধ করে? নাকি এর কারণ মেয়েটির একাকীত্ব, এবং সে একজন ভার্জিনিয়া ভদ্রলোক?

নাকি—প্রশ্নটা মনে ঠাঁই দিতেও ইতস্তত করছে ও—এজন্যে দায়ী মেয়েটির সৌন্দর্য? পামেলা হপার একজন আকর্ষণীয় যুবতী তাতে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

'বেশি বেশি স্যার ওয়াল্টার স্কট পড়ার কুফল,' মনে মনে শাসাল নিজেকে ও।

হঠাৎ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল বেনসন। ওদের অনুসৃত রাস্তাটা থেকে ত্রিশ ফিটও হবে না, একটা গাছের কাটা গোড়া বেরিয়ে আছে মাটি থেকে। কুঠারের চিহ্ন। মালবাহী জানোয়ারগুলোর কাছে জনকে রেখে, নিজের ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে স্টাম্পটার কাছে নিয়ে এল বেনসন। এবার গলা চড়িয়ে ডাকল, 'জন···দেখে যাও।'

অশ্বারোহী জন বাবার পাশে এসে থামলে, কাটা গোড়াটা ইশারায় দেখাল

বেনসন। বড়জোর চার ইঞ্চি ব্যাস, মাটির ফুটখানেক ওপর থেকে কাটা হয়েছে ওটাকে।

'কুড়াল ব্যবহার করা হলে,' বলল ও, 'কাটা দাগটা বেশ কিছুদিন সাদা থাকে। কেউ হয়তো খুঁটি বানাতে কিংবা জ্বালানী হিসেবে কাজে লাগাতে কেটেছে এটা। আমার ধারণা জ্বালানী, কারণ বড় বড় টুকরোগুলোও তুলে নিয়ে গেছে সে।'

বড় একটা চক্র কেটে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে আনল ও, এবং ছোট্ট চালাঘরটা ও আগুনের অবশিষ্টাংশ কিছুক্ষণের মধ্যেই নজর কাড়ল ওর। পড়ে থাকা কয়লার টুকরোগুলো রোদে-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে মসৃণ হয়ে গেছে···আগুনটা বেশ পুরানো, কোন সন্দেহ নেই।

এত ওপরে অনেক লোক এসেছে মনে করে না বেনসন, তবে শেট লোগান অবশ্যই এসেছিল। চারপাশে কিছুক্ষণ তল্লাশি করলেই লোকটা কোথায় গিয়েছিল বেরিয়ে পড়বে ধারণা করল সে।

ক্যাম্পটাকে কেন্দ্র করে বড় বৃত্তে চক্কর কাটল বেনসন, কিন্তু কোন ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া গেল না। দূরবর্তী রিজগুলো পরখ করল ও, গোমড়া-নিথর পাথরে প্রতিফলিত হচ্ছে উজ্জ্বল রোদ, সেদিকে রওনা দিল সে। সুবিশাল এই মালভূমির চারদিকে, ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া, নির্জনতা বিরাজ করছে চরাচরে। উদাসী বাতাস এখানে কেমন যেন নিজের সম্পর্কে অনিশ্চিত, গাছ-গাছালির ফাঁকে ফোকরে হারানো কি যেন খুঁজে মরছে।

বারবার লাগাম টেনে ধরে চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল বেনসন, কান খাড়া করল, চোখ রাখল পেছনের ট্রেইলে—সব নিস্তব্ধ, সুনসান। এত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্ত্বেও মালভূমিটির মধ্যে গা ছমছমে কিছু একটার অস্তিত্ব অনুভব করছে বেনসন, প্রয়োজন বোধ করছে সতর্কতার। কেন জানি মনে হচ্ছে ওর, একজোড়া চোখ লক্ষ করছে ওকে, এবং চোখ দুটোর সামনেই তাক করে ধরা একটা রাইফেলের নল।

গতিপথ পাল্টাল বেশ ক'বার বেনসন। আচমকা দিক্ পরিবর্তন করে গাছ-পালার, ঝোপ-ঝাড়ের কিংবা পাথরের আড়াল নিচ্ছে। কোন মার্কসম্যান ওত পেতে থাকলে তাকে টার্গেট প্র্যাকটিসের কোন সুযোগ দেবে না বেনসন, হঠাৎ সরে গিয়ে ওর ট্রেইল অনুসরণ করা কঠিন করে তুলছে সে প্রতিপক্ষের জন্যে। সবচেয়ে কম চিহ্ন পড়বে এমনি একটি রাস্তা বেছে নিল সে। কারণ, জানে ও, এখন না হলেও শীঘ্রিই অনুসরণ করা হবে ওকে।

অনেকটা আচমকাই, সামনে একটা হ্রদ পড়ে গেল ওদের, নীল পানি ওটার বাতাসের দোলায় ভাঁজ খেয়ে খেয়ে বয়ে চলেছে। হ্রদটার কিনারা ধরে মন্থরগতিতে রাইড করছে বাপ-বেটা, পানি অগভীর লক্ষ করে এবার জানোয়ারগুলোকে তীর ঘেঁষে প্রায় আধ মাইলের মতন হাঁটিয়ে নিল। যে রিজটির উদ্দেশে যাত্রা করছিল ওরা, সেটি থেকে নেমে আসা ছোট্ট ঝর্ণাধারাটার পাশে লেকটাকে ছেড়ে এল ওরা।

boighar.com

রিজের এক কোণে ঘনায়মান আঁধারে তাঁবু করল ওরা, জড় করল খসে পড়া শুকনো ডাল–প্রায় ধোঁয়াহীন একটা আগুন জ্বালতে পারবে।

ভাগ্যগুণে দারুণ একটা জায়গা মিলেছে ক্যাম্প করার জন্যে। সামনের জমির চাইতে উঁচু এই শেল্টারটার চারদিকে প্রায় সিকি মাইল অবধি চমৎকার দৃষ্টিগোচর হয়। ক্যাম্পটা করা হয়েছে এক ঝাঁক ফার গাছের নিচে, ঈষৎ নিচু একটা গর্তের মধ্যে, এতে সুবিধে হলো ধোঁয়ার রেখা ওপরে ওঠার আগেই মিলিয়ে যাবে।

'দিন দুয়েক এখানে থাকব আমরা,' ছেলেকে বলল বেনসন। 'ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম দরকার, আমাদেরও।'

পেট পুরে সাপার খেয়ে বিছানা পাতল ওরা, পেছনে বেঁধে রেখেছে জানোয়ারগুলোকে।

শোয়ার ঠিক আগ দিয়ে, গোপন একটা লুক-আউটের কাছে এল বেনসন, বড়সড় ক'টা পাথরের ও গাছ-গাছালির ডাল-পালার নিচে জায়গাটা। ওখানে কান পেতে শুয়ে রইল সে খানিকক্ষণ, তারপর ফিরে এল তাঁবুতে। আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলছে, এক-আধটা কয়লার টুকরো কেবল ম্লান আলো বিলাচ্ছে।

সাত মাইল দূরে, এক ঝাড় গাছের নিচে, একটা হ্রদের তীর থেকে অনেকখানি পেছনে, ক্যাম্পফায়ারের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে ওয়ালি মিটফোর্ড। আগুনের ওপাশে, পামেলা হপারের দিকে চাইল সে। 'কি, ম্যাম, কেমন বুঝছ? খুব একটা আরামের জায়গা না, কি বলো?'

মৃদু হাসল ওর উদ্দেশে পামেলা। 'খনির কাছে এসে পড়েছি আমরা।'

তীক্ষ্ণ চাহনি হানল ওয়ালি। 'কি করে বুঝলে? কোন ল্যান্ডমার্ক চোখে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'খোদা জানে কি দেখেছ,' আগুনে একটা কাঠি খোঁচা দিয়ে জ্বেলে, সিগারেট ধরাল যুবক। 'হয় ঠিক ঠিক জায়গা মত নিয়ে এসেছ, আর নয়তো মারাত্মক কোন ভুল করছ।'

'ভুল করছি না। এসে গেছি···আর একদিন–বড়জোর দুদিন।'

চোখে সমীহ নিয়ে তাকাল ওয়ালি। নিশ্চয়ই একাধিক ল্যান্ডমার্ক আবিষ্কার করেছে পামেলা এবং সেগুলো দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখেছে। ইতিপূর্বে হ্রদটার পাশ ঘেঁষে চলতে চেয়েছে যুবতী, এবং গতিপথটা স্বাভাবিক বলে ওয়ালিও আপত্তি করেনি।

'রাইফেলটা সাথে রেখো,' হুঁশিয়ার করল ওয়ালি, তাঁবুর চারপাশে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। জুতসই জায়গা বাছা হলেও ওয়ালি একজন খুঁতখুঁতে লোক, এবং হাড়ে হাড়ে চেনে সে বেরীদের। এই ফাঁদে নিজেকে ফেলল কিভাবে ও? এক ভদ্রমহিলাকে এখন পাহারা দিতে হচ্ছে তার, অথচ দলে-বলে ভারী হয়ে নিজেরাই এমুহূর্তে অবস্থান করতে পারত এখানে

'জ্যাক ক্যালিসের নাম শুনেছ কখনও?' সহসা প্রশ্ন করল ও।

দ্বিধা করে দুটো মুহূর্ত পার করল পামেলা; তারপর ভেবেচিন্তে জবাবটা দিল। 'হ্যাঁ।'

'এদিকে কোথাও তারও একটা খনি আছে। তবে ওরটা সোনার।'

'দুটো খনি ছিল তার,' শুধরে দিল পামেলা। 'একটা সোনার আরেকটা লোহার।'

'তোমার মামা তারমানে অনেক কথাই বলেছে,' শুকনো শোনাল ওয়ালির কণ্ঠ।

'তোমার কি ধারণা, লোকটা এখন কোথায়?' হঠাৎ জানতে চাইল পামেলা।

'কোন্ লোকটা? জ্যাক ক্যালিস?'

ঈষৎ রক্তিমাভা ফুটল মেয়েটির গালে, এবং হাসি চাপল ওয়ালি।

'মেজর বেনসনের কথা বলছি···আর কে এসেছে এই পাহাড়ে?'

'কেন, বেরীরা এসেছে না?' নিরীহ মুখ করে বলল ওয়ালি। কফিটুকু শেষ করে সিগারেটটা ফেলে দিল কয়লার আগুনে। 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরিই তার সাথে দেখা হবে আমাদের।'

মেয়েটির দিকে চাইল ও, গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে কোনমতে চোখের তারার নাচন ঠেকাল। 'ওকে বিয়ে করছ না কেন তুমি? চমৎকার মানাবে কিন্তু দু'জনকে।'

'ধ্যাত!' নীরস কণ্ঠে বলে উঠলেও, নিজেই টের পেল পামেলা, তার কান লাল হয়ে গেছে। একবারও এসব কথা মাথায় ঠাঁই দেয়নি ও···কিন্তু তাহলে এমন বিচলিত বোধ করছে কেন?

'কথাটা ভেবে দেখো,' মুখখানা গম্ভীর করে রেখে বলল ওয়ালি। 'তোমাদের দু'জনেরই কিন্তু দু'জনকে প্রয়োজন। ওর বউ নেই আর তুমি অভিভাবক ছাড়া একা একা ঘুরে মরছ। এটা ঠিক নয়।'

'আমার মনে হয় এখন ঘুমানোর সময় হয়েছে,' বলল পামেলা। 'খুব ক্লান্ত আমি।'

'লোকটা এখন মনের দিক দিয়ে দুর্বল অবস্থায় আছে, ম্যাম,' বলে চলেছে ওয়ালি। 'ছেলেটাও মার অভাবে অসহায়। বাচ্চাটাকে যদি ছায়া দিতে পারো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে মেজর।'

'শুভরাত্রি, মিস্টার ওয়ালি!'

'শুভরাত্রি, ম্যাম।'

ব্ল্যাঙ্কেটে ঢোকার আগে একটা সিগারেট ধরাল ওয়ালি মিটফোর্ড। এমুহূর্তে নক্ষত্রখচিত আকাশে চোখ রেখে গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'খুব ভালমানুষ, ওই বেনসন লোকটা। আর্মিতে ছিল। জেনারেল গ্রান্টের খুব পেয়ারের লোক।'

ঘুমানোর আয়োজন করছে পামেলা। ওয়ালি হাস্যকর একটা প্রস্তাব রেখেছে। ওই মানুষটার সঙ্গে মাত্র দু'তিনবার কথা হয়েছে ওর। ওয়ালি মিটফোর্ড এমন একটা আইডিয়া কোথায় পেল?

boighar.com

ওয়ালির ব্ল্যাঙ্কেটের কাছ থেকে চাপা বিদ্রূপের হাসি ভেসে এল। মুচকি হাসি খেলে গেল পামেলার ঠোঁটের কোণেও। জনের নিষ্পাপ মুখখানা ভেসে উঠল কল্পনায় ওর। খুব ভদ্র বাচ্চাটা, আর কী শান্ত-শিষ্ট···

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানল না ও, জানল না গাছের ফাঁকে বয়ে গেছে বাতাস, নাকে এল না ওর পাইনের অদ্ভুত সুগন্ধ, ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে দেখল না ও তারাদের···

তুষারমোড়া চূড়াগুলো থেকে ভেসে আসছে হিম বাতাস। দু'পাড়ে মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ভাঙছে হ্রদের পানি।

দু'মাইল পুবে প্রকাণ্ড এক গ্রিজলি সিধে হলো আড়মোড়া ভেঙে, গাছের বাকলে দাবিয়ে দিল তীক্ষ্ণ নখর, খাঁজ কেটে দিল আঁচড়ে, দুনিয়াবাসীকে জানান দিল নিজের উপস্থিতি। নিজের শক্তিমত্তার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা আছে ওটার, চ্যালেঞ্জ করল সে আসলে সবাইকে।

দিনের বেলা এলে ও দেখতে পেত বাকলে রয়েছে আরও কার যেন নখর-চিহ্ন, ওর সৃষ্ট খাঁজের চাইতে গভীর এবং গুঁড়ির আরও অন্তত আট ইঞ্চি ওপরে।

মৃদু দোলা দিল বাতাস, নাকে এসে লাগল মানুষের গায়ের হালকা গন্ধ, এবং একটা অনুসন্ধিৎসু হুঙ্কার ছাড়ল জানোয়ারটা। বাতাসে বিপদের গন্ধ ভেসে এসেছে, অবশ্য সে সঙ্গে পুরস্কারের গন্ধও। পুরানো কথা মনে পড়ল ওর, বছর দুয়েক আগের এক গ্রীষ্মে, একটা ক্যাম্প লুট করেছিল ও। বেকনের পাশটার কথা এখনও স্মরণে আছে, আর চিনি; ওফ, কোন জবাব ছিল না।

এমুহূর্তে ক্ষুধার্ত নয় ও, হেলতে দুলতে ট্রেইল বেয়ে উঠে যাচ্ছে ভালুকটা, ঝড়ে-পড়া গাছটার নিচের ওই গহ্বরটার উদ্দেশে। ওখানে ঘুমাবে সে আজ রাতে।

ক্লান্ত জানোয়ারটা থমকে দাঁড়াল একবারের জন্যে, ক্ষীণ একটা নড়াচড়ার শব্দ কানে এসেছে ওর। কিছু একটা অথবা কেউ একজন আসছে এদিকে···এবং একা নয় ওটা কিংবা সে।

মানুষের গন্ধ নাকে এল আবারও, সঙ্গে ঘোড়াও আছে, রাতের আঁধারে নড়ছে-চড়ছে ওরা।

নয়

সে রাতে সগর্জনে ধেয়ে এল বাতাস মিশমিশে কালো পাহাড়সারির ওদিক থেকে, তার ফলে সজোরে আন্দোলিত হলো বড় বড় গাছ-পালা, পাথরের ফাঁক-ফোকরে উঠল শোঁ শোঁ শব্দ, নুড়ি আর ছোট ছোট পাথরের টুকরো নড়ে উঠে গড়াতে শুরু করল।

বাবার গা ঘেঁষে এল জন, বিস্ফারিত চোখে রাতের তাণ্ডব লক্ষ করছে,

পাহাড়-হ্রদ পেরিয়ে তেড়ে আসা বাতাসের দাপট ওকে হতচকিত করে দিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা আগে ছিল না ওর। শুয়ে শুয়ে কাঁপছে ও, অবশ্য বাবা পাশে থাকায় স্বস্তি বোধ করছে অনেকখানি।

মাথার ওপরে প্রকাণ্ড মহীরুহগুলো নুয়ে পড়েছে বাতাসের ঝাপটায়, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের কাঁথা ঢেকে দিয়েছে এবড়োখেবড়ো পাহাড়-চূড়াগুলোকে, আড়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ওগুলো, কিন্তু একটু পরেই আবার ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আঁধারের গাঢ় সমুদ্রে।

'বাবা?'

বাবা জেগে ছিল। ওর গায়ে একটা হাত রেখেছে।

'ভয় পেয়ো না, জন। ঝড় হচ্ছে। পাহাড়ে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এটা।'

নিশ্চুপে শুয়ে রইল জন, ইস, ও-ও যদি বাবার মত এত নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিত হতে পারত! বাবা যেন পরোয়াই করছে না ঝড়টাকে। বাবাকে জন বললও সে কথা।

'কেউই নিশ্চিত হতে পারে না, জন। তবে চাইলে শান্ত থাকতে শিখে নেয়া যায়। যেটা তোমার হাতে নেই, যার ওপর তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই তা নিয়ে ভেবে কোন লাভ আছে, বলো? পাহাড়গুলোকে দেখো। ওরা কেমন চুপ করে আছে। ঝড়ঝাপ্টা ওদের আঘাত করে, আবার চলেও যায়, আর মানুষের বিপদ-আপদও ওই একই নিয়মে বিদায় নেয়। সেজন্যেই তো তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, যাতে এগুলো দেখে শিখতে পারো। যখনই অতিরিক্ত কোন চাপ অনুভব করবে নিজের ওপর, সোজা পাহাড়ে কিংবা মরুভূমিতে চলে যাবে–প্রকৃতি তোমার দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।'

কিছুক্ষণ বিরতির পর জন কথা বলল আবার।

'বাবা, ওই লোকগুলো কোথায়? যারা আমাদের বাড়িতে আগুন দিয়েছিল?'

'জানি না, বাপ। এখনও হয়তো পাহাড়ে আছে ওরা···কিংবা হয়তো মিসৌরীতে।'

'ওরা যদি এখানে আসে? তোমাকে কি ওরাই গুলি করেছিল?'

চমকে গেল বেনসন, ভাবনায় পড়ে গেল। চিন্তাটা মাথায় যে আসেনি তা নয়, তবে গুরুত্ব দেয়নি ও। বেরীরা তাদের পাহাড়ী আশ্রয় আর আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করবে তেমন সম্ভাবনা কম। এখানে ওদের আসাটাকে ছোটখাট নয়, বড় ধরনের কাকতালীয় ব্যাপার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

তারপরও ভাবনাটা অনবরত খোঁচাতে লাগল ওকে। রেলরোড অনুসরণ করে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছে অসংখ্য আউটল, এবং প্রোমোন্টরীতে শেষ খোঁটাটা গোঁজার পর চারপাশের এলাকাগুলোতে পিলপিল করে এসে জুটেছে।

'তেমন সম্ভাবনা কম, জন,' বলল বেনসন। 'কিন্তু সতর্ক থাকব আমরা।' এবার সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'ওদের ক'জনকে চিনতে পারবে তুমি আবার যদি দেখো?'

'মনে হয় দু'জন। তিনজনও হতে পারে।'

boighar.com

দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে বেনসন চেহারায় ওদেরকে চেনে না। পরিবারের দু'একজন মাত্র হাজির হয়েছিল বিচারের সময়, এবং তারা ছিল গুরুত্বহীন লোক, আইনের চোখে নিরপরাধ।

জনকে এ ব্যাপারে আর কিছু বলল না ও। একটু পরেই স্বাভাবিক তালে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছে শুনে বুঝতে পারল ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা। আলগোছে ব্ল্যাঙ্কেট ছেড়ে, নিত্যসঙ্গী মোকাসিনজোড়া পায়ে গলাল বেনসন, এবং চেক করল ঘোড়াগুলোকে। কোভটা ছাউনির মতন নিরাপত্তা দান করেছে বাতাসের দাপটের বিপরীতে, এবং ঘোড়াগুলোকে দেখে সন্তুষ্ট মনে হলো।

ব্ল্যাঙ্কেটে গিয়ে সেঁধিয়ে পড়ল বেনসন, পরদিন উঠে পড়ল পুবাকাশ রাঙা হওয়ার আগে দিয়ে। দ্রুত নাস্তা সেরে জনকে বলল, 'কোভে থাকো। আমি আশপাশটা একটু ঘুরে দেখে আসি। ভয় পেয়ো না, আমরা এখানেই থাকছি।'

তিন-চারদিনের উপযোগী ঘাস রয়েছে এখানে, রয়েছে সুপেয় পানি, এবং ওদের অবস্থানও যথেষ্ট সংহত–কেউ সহজে কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এখানে স্রেফ অপেক্ষা করবে ওরা। কিছু ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন বোধ করছে বেনসন।

ওর অবচেতন মনে উঁকি দেয়া ভাবনাটা সামনে বেরিয়ে এসেছে জনের কথায়। বেরীরা পিছু লাগেনি তো?

পশ্চিমে আসার জন্যে রেলরোড মাত্র একটা, ইউনিয়ন প্যাসিফিক। ওটার কাজ এই অল্প কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে। ওর স্ত্রীর মৃত্যুর পরপরই চালু হয়ে গেছে রেলরোডটা।

পলায়মান বেরীরা ট্রেনে চেপে প্রোমোন্টরীতে কিংবা করিনে এসে হাজির হয়নি তো?

শিলটন হোটেলের লোকটা হয়তো বেরীদের গুপ্তচর ছিল, ওদের সাবধান করে দিয়েছে; অথবা ওরা হয়তো বেনসনকে অনুসরণ করে পশ্চিমে এসেছে। আবার এমনও হতে পারে ওই গুপ্তচর লোকটা, পশ্চিমে সঙ্গীদের সঙ্গে যোগ দেয়ার পথে, চিনে ফেলে বেনসনকে ব্যাগেজ কারে ঘোড়াগুলো বেশিক্ষণ ছিল না। অনেক প্রশ্নের জবাব জানা বাকি, কিন্তু এ ধরনের একটা কিছু হওয়া বিচিত্র নয়।

তারমানে বেরীরা এখানে থাকতে পারে। যদি তাই হয়, তবে ওর কথা ইতোমধ্যে জেনেও গেছে তারা। বেনসন যে দৈবক্রমে এসেছে এখানে মানবে কেন তারা; ওরা দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নেবে, পিছু নিয়ে এসেছে বেনসন। এবং দুর্বৃত্তগুলো হত্যা করার চেষ্টা করবে ওদেরকে

এদিকে শেট লোগানের রূপার খনির সমস্যাটা তো রয়েইছে। শেট লোগান ও কার্লোস নাইটিঙ্গেল সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা ওর। মারা গেছে কিভাবে লোক দুটো? সত্যিই কি মারা গেছে ওরা? মানুষের কথা শুনলে মনে হয় দু'জনই এখন পরপারে, কিন্তু খুঁটিনাটি বিবরণ তো জানা নেই বেনসনের।

শেট লোগান ট্রেইলের সূত্র, নাইন মাইল ক্যানিয়নের ইন্ডিয়ানদের দেয়াল থেকে পেয়ে থাকলে, দক্ষিণ দিক থেকে এসেছিল সে কিন্তু শুধু এটুকু জানলে

তো আর খনির অবস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তারমানে আরও কিছু শনাক্তকরণ চিহ্ন রয়েছে।

শেট লোগান নিঃসন্দেহে নদী, চূড়া ও ট্রেইল এমনি ধরনের সাধারণ সব সঙ্কেত দেখেছিল। হয়তো ওখানে রূপা চিহ্নিতকরণ কিংবা অন্য কোন ধাতব সঙ্কেতও ছিল। ওগুলো দেখে এলাকাটাতে পৌঁছেছে সে, এবং তারপর থেকে সম্ভবত স্থানীয় চিহ্ন লক্ষ্য করে এগিয়েছে।

ক্যাম্প থেকে খানিকদূর সরে এসেছে, এসময় পেছনে ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল বেনসন। জন। একাকী হয়ে পড়ায় ছেলেটা ভয় পেয়ে চলে এসেছে বাবার কাছে।

'বসো,' ওকে বলল বেনসন।

নীরবে বসে থেকে অঞ্চলটা পর্যবেক্ষণ করছে বাপ-বেটা। বেশ অনেকক্ষণ বাদে বেনসনের চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে, ঘুরে চাইল ও।

'নোড়ো না, জন। চুপ করে বসে দেখতে থাকো। কারা যেন এসেছে।'

দু'জন রাইডার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। যে ট্রেইলটা ধরেছে তাতে ওদের কোভের কাছাকাছি এসে পড়বে আশঙ্কা করল বেনসন। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রাইড করছে ওরা, লীড করছে মালবোঝাই কিছু ঘোড়া।

'দেখো তো, জন, দ্বিতীয় রাইডারটার ব্যাপারে কোন বৈসাদৃশ্য ধরতে পারো কিনা?'

'মহিলা না?...'

'ঠিক ধরেছ, জন। সাইড-স্যাডল রাইড করছে ও। মনে হচ্ছে তোমার বান্ধবী পামেলা হপার।'

ফিল্ড গ্লাস চোখে তুলে জরিপ করল সে।

'ওয়ালি মিটফোর্ড আছে ওর সাথে। কি ব্যাপার বলো তো?'

ওদেরকে কাছিয়ে আসতে দেখল ও, এবং জন উঠে দাঁড়াতে যাবে, এসময় হাত রাখল ওর কাঁধে। 'নোড়ো না...ওদেরকে যেতে দাও।'

'কিন্তু ওরা না আমাদের বন্ধু!'

'হয়তো, এখন চলে যাক না, পরে ইচ্ছে হলে আমরা নিজেরাই দেখা করব।'

ছেলের হতাশা উপলব্ধি করতে পারছে বেনসন। পামেলাকে পছন্দ করে ফেলেছে জন, এবং তাকে চোখের সামনে দিয়ে এভাবে চলে যেতে দেখাটা মোটেই ভাল লাগছে না তার। যুবতী আন্তরিকভাবেই রূপার খনির সন্ধান করছে এতে কোন সন্দেহ নেই বেনসনের। কিন্তু ওয়ালি মিটফোর্ডের ব্যাপারে নিশ্চিত নয় সে।

লোকটা ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়িয়েছে প্রোমোন্টরীর চারপাশে, কাজ খোঁজার কোন চেষ্টা করেনি, অথচ তারপরও দেখে মনে হয় যে কোন ভবঘুরে কাউহ্যান্ডের চাইতে বেশি পয়সা আছে তার কাছে। এবং লোকটা সঙ্গে অস্ত্র রাখে...পিস্তল ঝোলানোর কায়দাটাও নিপুণ। ব্যবহারে অভ্যস্ত লোকের মতন করে পিস্তল বাঁধে সে, প্রয়োজন পড়লেই ড্র করতে পারবে দ্রুত। এলোক নতুন প্রজন্মের

boighar.com

গানফাইটার না হলে, ওকে বিচার করতে মস্ত ভুল করেছে বেনসন।

ওদেরকে অতিক্রম করতে দেখল বেনসন, দলটার স্টক ছোট্ট, চলনভঙ্গি মেপে নিল ওর চোখ; সূর্যাস্তের আগ দিয়ে সম্ভাব্য কতখানি দূরত্ব পাড়ি দিতে পারবে ওরা বিবেচনা করার চেষ্টা করল।

দলটা চলে যেতে আবারও উঠে দাঁড়াতে চাইল জন, এবং বাবা হাত রাখল ওর বাহুতে। 'এখন না…'

ক'মিনিট পেরিয়ে গেল, বেনসন তবু অপেক্ষা করছে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর জনের বাহুতে শিথিল হলো ওর হাত।

গাছ-গাছালির আড়াল ফুঁড়ে উদয় হলো জনা কয় অশ্বারোহী। চমকে বাবার দিকে চাইল জন। বাবা কি জানত এরা আসছে? বেনসন লক্ষ করছে, গুণছে লোকগুলোকে।

'চার…পাঁচ…ছয়,' ফিসফিস করে বলল ও। ছয়জন লোক, কিন্তু এতদূর থেকে ওদের চেহারা দেখা সম্ভব হলো না। চলার গতি অলস ওদের, যেন গতিজড়তায় ভুগছে। একবার সবাই কথা বলার জন্যে ঘোড়া থামাল। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে পামেলাকে ও ওয়ালিকে বাগে পাওয়ার কোন তাড়া এদের নেই।

'সামনে বিপদ, জন,' মৃদু স্বরে বলল বেনসন। 'ওদের-আমাদের দু'তরফেরই।'

'কারা এরা, বাবা?'

'জানি না। কিন্তু এরা তোমার বান্ধবীদের পিছু লেগেছে। মনে হচ্ছে রূপার খনিটার হদিস চায়।'

'আমরা এখন কি করব?'

'ক্যাম্পে গিয়ে, রান্নাবান্না করে পেট ভরে খাব।'

ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটার পাশে খাওয়া সেরে, পিস্তলগুলো পরীক্ষা করে নিল বেনসন। পরবর্তী ক'দিনে, এবং এমনকি পরবর্তী ক'ঘণ্টায় কি ঘটতে যাচ্ছে এব্যাপারে কোন মোহ অথবা ভ্রান্ত ধারণা নেই ওর।

গা বাঁচাতে পারে সে ইচ্ছে করলেই। এখুনি তল্পি-তল্পা গুটিয়ে, পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে নেমে, এ তল্লাট ত্যাগ করা যায়, পামেলাকে ও ওয়ালিকে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে নিয়তির হাতে। কিন্তু এতে করে কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। পিছু ছাড়বে না ওর বেরীরা, এবং সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে ওদের ভয়ে। বিপদকে মোকাবিলা করতে হলে, জানে বেনসন, ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় বিপদের মুখে।

বেনসন এ-ও জানে, পামেলা হপারকে সে একা ছেড়ে দিতে পারে না ওয়ালি মিটফোর্ডের হাতে। গানফাইটারটি–ওয়ালি যদি সত্যি সত্যিই তাই হয়ে থাকে আরকি–কঠিন, যোগ্য লোক আপাতদৃষ্টিতে, কিন্তু বেরীদের সামর্থ্য সম্পর্কে বেনসনের চেয়ে বেশি আর কে জানে।

বিকেল নাগাদ কোভটা থেকে বেরিয়ে এল ছেলেকে নিয়ে বেনসন। ফ্ল্যাটে ঘোড়ার ট্র্যাক পরীক্ষা করতে বসল ওরা, তার কিছুক্ষণ পর ট্র্যাক অনুসরণ করল

দুলকি চালে।

ছেলেকে বিপদে জড়িয়ে ফেলতে যাচ্ছে বেনসন, কিন্তু যে দুনিয়ায় ওদের বাস তাতে বিপদকে জয় করেই এগিয়ে যেতে হবে, এবং সীমান্তের অনেক শিশু-কিশোর ইন্ডিয়ান এলাকায়, সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই তো বেড়ে উঠেছে।

ঘণ্টা খানেক বাদে ট্রেইল থেকে সরে এসে আরও সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগল বেনসন। প্রায়ই দেখতে পেল যাদের অনুসরণ করছে তারাও গতি মন্থর করেছে। পামেলা হপার বাহ্যত এখন আর তার ট্রেইল সম্বন্ধে আগের মতন নিশ্চিত নয়, এবং সেজন্যে সময়ও নিচ্ছে প্রচুর।

হিমগিরির চূড়াগুলো থেকে ঠাণ্ডা, তাজা বাতাস ধেয়ে আসছে। ঝর্ণাধারা, ঘন ঘন দেখা পাচ্ছে ওরা যেগুলোর, এখানে বেজায় ঠাণ্ডা আর স্বচ্ছ।

ভোঁতা হয়ে আসা সেই পুরানো অনুভূতিটা আবারও টের পাচ্ছে বেনসন। শহরে, ডেস্কে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করতে কখনোই ভাল লাগত না ওর। বুকের গভীরে কঠোর আদিমতার প্রতি সুপ্ত এক আকাঙ্ক্ষা তার রয়েই গিয়েছিল।

'চোখ-কান খোলা রেখো, জন,' ছেলেকে বলল ও। 'তুমি হয়তো কিছু দেখতে পাবে কিংবা শুনতে পাবে, আমি যেটা মিস করেছি। আমরা কিন্তু বিপদে জড়াতে যাচ্ছি।'

'কি করব আমি?'

'দেখতে থাকো। দেখা মানেই শেখা। এই বয়সে এটুকুই যথেষ্ট। আর, ভয় পেয়ো না। সবচেয়ে বড় কথা, আড়ালে থাকবে। কাদের পেছনে লেগেছি আমরা ভুলে যেয়ো না···এদের বিশ্বাস করবে না—এক সেকেন্ডের জন্যেও না।'

'পামেলা হপার আর ওয়ালি মিটফোর্ডও কি খারাপ লোক, বাবা?'

'আমার তা মনে হয় না, জন। কিন্তু আমরা ওদের কতটুকুই বা চিনি বলো? এত তাড়াতাড়ি কাউকে বিশ্বাস করে বসা ঠিক না।' বিরতি নিল ও 'মানুষ মাত্রই ভুল করে। আশপাশে একটা রূপার খনি আছে; এবং টাকা-পয়সা অনেক সময় ভালমানুষদেরও মাথা খারাপ করে দেয়, লোভী করে তোলে।'

'ওরাও কি তোমার সম্পর্কে একই কথা ভাবছে?'

মৃদু হাসল বেনসন।

'না ভাবলেও ভাবা উচিত। আমাকে ভাল মত চিনলে বুঝতে পারত আমাকে বিশ্বাস করা যায়। টাকা-পয়সা কখনোই সেভাবে চাইনি আমি, কিন্তু ওরা তো সেটা জানে না। আমি এখন কেবল একটা জিনিসই চাই···তোমাকে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে। তোমার যারা ক্ষতি করতে চেয়েছিল তাদের সাথে একটু ঝামেলা হতে পারে আমার···নাও, এগোই আমরা, আর কোন কথা নয়, কেমন?'

পাহাড়শীর্ষগুলো ছায়া বিস্তার করতে শুরু করেছে। এমুহূর্তে উত্তর-পুবমুখো রাইড করছে ওরা এবং বেশ কিছু রিজ পেছনে পড়ে গেছে ওদের। পাহাড়ী অরণ্যের গহীনে আবারও প্রবেশ করেছে ওরা, এবং ঘোড়াগুলোও যেন অমঙ্গল আশঙ্কা করে কেমন ঝিম মেরে গেছে; স্যাডলের ক্যাঁচকোঁচ ছাড়া আর কোন সাড়া-শব্দ নেই।

boighar.com

বেনসন বারে বারে লাগাম টেনে ধরছে; এবার চকিতে গা ঢাকা দিল গাছ-পালার আড়ালে। ওদের সামনে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে, এবং হ্রদের তীরে জ্বলছে ছোট্ট একটি অগ্নিকুণ্ড।

গ্লাস ভেদ করে দৃশ্যটা অবলোকন করল বেনসন। ওয়ালি ও পামেলা। আগুনটা ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে জ্বলছে, আশপাশে কোন আচ্ছাদন চোখে পড়ল না। মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল বেনসন। সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আগুনটা।

ঘোড়া চালু করল আবার ও, এবং বাবাকে অনুসরণ করল জন। গাছ-গাছালির আড়াল পাবে এমন একটা পথ ধরল বেনসন, এবং অর্ধবৃত্তে এগোল যাতে আগুনটার কিনারা দিয়ে ধীরে ধীরে হ্রদের পাড়ে পৌঁছতে পারে। হ্রদের একটা শাখার জন্যে একবার গভীরতর জঙ্গলে ঢুকতে বাধ্য হলো ওরা।

রক ক্রীকের ক্যানিয়ন যেখানটায় ডানে, ও পাহাড়ের একটা রিজ বাঁয়ে পড়ে সেখানে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল বেনসন।

'ওদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করব আমরা,' বলল।

'কাদের জন্যে, বাবা?'

'ওয়ালি আর তোমার বান্ধবী। শিগ্‌গিরই এসে পড়বে ওরা, আমার হিসেবে যদি কোন ভুলচুক না হয়ে থাকে।'

অপেক্ষা করছে ওরা···বাতাস শীতল থেকে শীতলতর হচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া গা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। প্রায়ই ক্যানিয়নের নিচে নড়াচড়া লক্ষ করল ওরা। ঘোড়াগুলো এর ফলে অস্থির হয়ে উঠল।

'পাহাড়ী সিংহ,' ফিসফিসিয়ে ছেলেকে বলল জন, 'আর নয়তো ভালুক।'

অস্পষ্ট, ক্ষীণ শব্দটা এসময় কানে এল ওদের। এবার মৃদু অথচ নিশ্চিত একটা শব্দ এক ঝটকায় সতর্ক করে দিল বাপ-বেটাকে–হাঁটা-পায়ে চলা ঘোড়ার খুরধ্বনি।

শব্দটা নিকটবর্তী হতে মৃদু স্বরে গান ধরল বেনসন, 'আমরা আজ পুরানো ক্যাম্পগ্রাউন্ডে তাঁবু ফেলব, গাও, গাও আনন্দ-সঙ্গীত···'

থেমে গেছে আওয়াজটা।

'···ক্লান্ত মন মোদের, মনে পড়ে তোমাদের, বন্ধুরা···'

'গুলি খাওয়ার কায়দা করেছে লোকটা,' গলা খাদে নামিয়ে, আলোচনার ভঙ্গিতে সঙ্গিনীকে বলল ওয়ালি। 'স্রেফ মারা পড়বে।'

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে অশ্বারোহী জে বেনসন।

'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম,' বলল, 'ভাবলাম ট্রেইলে বেরনোর আগে তোমাদের একটু সাবধান করে দিই।'

'জানলে কিভাবে আসছি আমরা?'

'আগুন দেখেছি, তাই ধরে নিলাম শিগ্‌গিরই দেখা পেয়ে যাব।'

'কিন্তু আমরাই যে এসেছি বুঝলে কি করে?' পামেলার প্রশ্ন। 'মিস্টার ওয়ালি নিশ্চিত ছিল আমরা ধোঁকা দিতে পেরেছি–পেছনের ওই লোকগুলোকে।'

'তা বোধহয় পেরেছ। ওয়ালি আছে এখানে জানে না ওরা, আর আগুনটাও

যা জেলেছ তোমার মত রোমান্টিক মেয়ের পক্ষেই সেটা মানায়। ওরা এখন আরামসে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে, সকালের আগে নড়বে-চড়বে না।'

'রোমান্টিক মানে?' গলা খানিকটা চড়ে গেছে পামেলার। 'রোমান্টিক বলতে কি বোঝাচ্ছ তুমি?'

আঁধারে হাসল বেনসন।

'কিছু মনে কোরো না, বেশি বেশি স্যর ওয়াল্টার স্কট পড়ার এইই দোষ।'

'আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না,' শুকনো কণ্ঠে বলল ওয়ালি। 'টি-পার্টির খোশ গল্পের জায়গা এটা নয়।'

এব্যাপারে কারও দ্বিমত লক্ষ করা গেল না। কাজেই রাতের আঁধারে এগিয়ে চলল চারজনের দলটা, ওয়ালির নেতৃত্বে। নীরব রইল বেনসন, কোন প্রশ্ন কিংবা মন্তব্য করল না।

পামেলাকে অত্যন্ত আস্থাশীল মনে হলো নিজের ওপর। হয়তো সঙ্কেতচিহ্নগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে ঠিক মতই এগোচ্ছে।

এমুহূর্তে সবার পেছন পেছন চলেছে বেনসন, ক্লান্ত সন্তানটিকে চোখের সামনে আড়াল দিচ্ছে।

বেনসনের স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তবে ডেডহর্স পাস সামনেই কোথাও পড়বে, সম্ভবত পুবদিকে। ওরা কি পাসটা অতিক্রম করে যাবে? নাকি খনিটার অবস্থান এদিকেই? তাই যদি হয়, তাহলে কাছিয়ে এসেছে ওরা।

কাল···আগামীকাল সব কটা নরক মাথায় ভেঙে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে টের পাচ্ছে ও।

দশ

রিকি বেরী ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ছোট্ট ফাঁকা স্থানটায় থেমে পড়ল। ক্রনিন, কুইনেল, জোনাথন ও অন্যান্যরা ওকে ঘিরে ধরলে, ট্রেইলটা ইঙ্গিত করল সে।

'ওরা একসাথে মিলেছে,' বলল। 'বেনসন, মেয়েটা এবং ওর সাথে আর যে আছে।'

'ছেলেটাও?'

'অবশ্যই। তুমি কি ভেবেছ ছোঁড়াটাকে পাহাড়ে একা রেখে যাবে?'

পাহাড়চূড়াগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রিকি বেরী, প্রায় গায়ের কাছে এখন ওগুলো। 'এত উঁচুতে খনি থাকতে পারে জন্মেও শুনিনি।'

নেভা চুরুটটা জ্বালল ও।

'ওদের মুঠোয় পেয়ে গেছি আমরা। বাঁচার কোন চান্স পাবে না।' দড়ির মতন পাকানো দেহের ছোটখাট এক লোকের দিকে ঘুরে চাইল সে। ছাগুলে দাড়ি লোকটার মুখে।

boighar.com

'টেনিস, ওরা পার হবে মনে করো?'

'সন্দেহ আছে। সামনে যদিও ডেডহর্স পাস।' চূড়াগুলোর দিকে চেয়ে থেকে, তারপর থুথু ফেলল ও ভেজা মাটিতে।

'মেয়েটা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জানে, রিকি। নিশ্চয়ই জানে। ওর ট্রেইলটার কথাই ধরো–আমরা দেখেছি অর্ধেকের বেশি সময় সে-ই গাইড করেছে–আগে থেকে জানা না থাকলে এমনি এমনি ট্রেইল খুঁজে পায় কেউ?'

'ওখানে সত্যি সত্যিই খনি একটা আছে বলছ?'

'ও তো আর শখ করে এখানে বেড়াতে আসেনি। ওই ব্যাটা কার্লোস অবশ্যই কিছু বলে গেছে ওকে। কিংবা হয়তো কোন ম্যাপ-ট্যাপ দিয়ে গেছে। আমি এত বছর ধরে আছি এখানে, সেই আমার পক্ষেও এরচেয়ে ভালভাবে ট্রেইল খুঁজে এগোনো সম্ভব হত না। ছেমড়ি এ যাবৎ কোন ভুলচুক করেনি।'

'এখন কি করবে ভাবছ, রিকি?' জোনাথন জিজ্ঞেস করল।

দাঁতের ফাঁকে চুরুটটা ঘোরাল রিকি।

'কি আবার, ওপরে উঠব। বেনসন আর ওই ছন্নছাড়াটাকে খতম করে ছুঁড়িকে মুখ খুলতে বাধ্য করব।'

'আর ওই বাচ্চাটা?'

শ্রাগ করল রিকি।

'মেয়েমানুষরা বাচ্চাদের প্রতি দুর্বল হয়। ছেমড়ি মুখ খুলতে না চাইলে অত্যাচার করব বিচ্ছুটার ওপর, তখন যাবে কই?'

'আমি কখনও বাচ্চা-কাচ্চাদের খুন করিনি।' আওড়াল ক্রনিন। 'ব্যাপারটা আমার ভাল্লাগছে না।'

রিকি তার সাপের মতন হিমশীতল দৃষ্টি স্থাপন করল ক্রনিনের মুখের ওপর, এবং লোকটা কপালের ঘাম মুছে, স্যাডলে অস্বস্তির সঙ্গে নড়াচড়া না করা পর্যন্ত চেয়েই রইল একদৃষ্টে।

'তুমি কাজের লোক,' বলল রিকি, চুরুটের পাশ দিয়ে। 'তোমাকে আমাদের প্রয়োজন, ট্রেনের ব্যাপার-স্যাপার সবার চাইতে ভাল বোঝো তুমি; আর ক্যালিফোর্নি থেকে সোনার চালান আসতে থাকলে তোমাকে তখন আরও বেশি দরকার পড়বে। কথাটা আমাদেরকে ভুলে যেতে দিয়ো না, ক্র। যা বলছি করবে তুমি। ছোঁড়াটার সাথে আমরা যখন গল্প করব তখন তুমি না হয় জঙ্গল থেকে ঘুরে এসো। কিন্তু,' বরফশীতল চাহনি না সরিয়ে আরও বলল রিকি, 'এর বেশি ছাড় পাবে না। আমরা মনে করতে চাই না পালাচ্ছ তুমি দল ছেড়ে।'

অরণ্যের বুক চিরে এগোতে আরম্ভ করল ওরা আবার। ট্রেইলটা অনুসরণ করা কঠিন, কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ, কারণ এখন সিধে রাস্তা ছাড়া অভিযাত্রীদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

আশপাশে স্প্রুস ও আলপাইন ফারের সারি। কালেভদ্রে কোন টিলার ওপর উঠে আসতে গাছ-পালার মাথা ছাড়িয়ে পাহাড় চূড়া ও রিজ দৃষ্টিগোচর হলো ওদের। নগ্ন পাথরে শ্বেত তুষারের আঁকাবাঁকা দাগ প্রতিফলিত হচ্ছে, ওপরে

চূড়াগুলো প্রাচীন হিমশৈলের অবশিষ্টাংশ, অসংখ্য শীতের ঝড়-ঝাপটা সওয়া বরফ ও তুষার। এদিকে সেদিকে নজরে আসে বামণ ফার কিংবা এক-আধটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট একাকী স্প্রুস।

'ওরা গিরিখাতের কাছে পৌঁছার আগেই ধরে ফেলা যাবে,' বলল টেনিস। 'আর বেশিদূর নেই।'

সবার শেষে চলেছে ক্রনিন। আতঙ্কিত বোধ করছে সে। বেরীদের আর ওর দেশ একই জায়গায়, সেই শৈশবকাল থেকেই চেনে এদেরকে, রেলরোডের পক্ষে কাজ করেছে বলে ওকে দলে টেনেছে দুর্বৃত্তদলটি।

প্রথমটায় স্টেজ লাইনের ঘোড়া চুরি করত ওরা। বেশ কিছু রেলরোড বগি লুট করেছে ওরা, ওগুলোতে রাইফেল, গোলাবারুদ, খাবার ও মদ পাওয়া যাবে—আগেভাগেই টিপে দেয় ওদেরকে ক্রনিন। আরেকবার সে সিন্দুক ভর্তি সিলভার ডলারের সন্ধান দেয়। একদল ইন্ডিয়ানের পাওনা মেটাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল টাকাগুলো। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সোনার চালান কবে, কিভাবে যাবে সেটাও আগাম জানিয়ে দেয়ার দায়িত্ব বর্তেছে তার ওপর। কন্ডাকটরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, সে সঙ্গে হাতে অল্প কিছু গুঁজে দিয়ে, ব্যাগেজ কারে ঘোড়াগুলো তুলেছিল সে, কিন্তু তাই বলে নিষ্পাপ শিশু হত্যা?

বেনসনকে খুন করলে সাড়া পড়ে যাবে বলাইবাহুল্য, কিন্তু তাও সামাল দেয়া যাবে। নির্জন পাহাড়ে যেহেতু ঘটবে ঘটনাটা। কিন্তু শিশু ও নারী হত্যা···নাহ্, মোটেই সমর্থন করে না সে ব্যাপারটা। ওদিকে আবার ষোলো আনা ভয়ও পায় রিকি বেরীকে।

'আমাদের থামা উচিত,' সহসা সুপারিশ করল টেনিস। 'শিগ্‌গিরিই খোলা জায়গা পড়বে সামনে। আগে একটু নজর বোলাতে চাই।'

'বসে থাকো তুমি,' আদেশ করল রিকি। 'আমি দেখছি।'

ভেতরের পকেট থেকে একটা চুরুট বের করল বেনসন, শেষ প্রান্তটা ছিঁড়ে জ্বালল ওটা, তারপর ধোঁয়ার ঝাঁঝে চোখ পিটপিট করে, কাঠিটার পাশ দিয়ে ফেলে আসা পথের দিকে চাইল। দিন যতই গড়িয়েছে গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়েছে ওর মুখের চেহারা। বারবার যাত্রা বিরতি দিয়ে ট্রেইল পরীক্ষা করেছে সে, টের পেয়েছে ভেতর ভেতর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পুরানো ক্রোধ, যুদ্ধ থামার পর এমন অনুভূতি দু'একবারের বেশি হয়নি ওর।

স্ত্রীর মৃত্যুর ভয়ঙ্কর সেই রাতের পর উন্মাদ হয়ে উঠেছিল বেনসন, উন্মত্তের মত আচরণ করেছিল দায়ী লোকগুলোর সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সেই দিনগুলোতেও।

এখন আবার সেই পুরানো শত্রুরাই লেগেছে পেছনে। আসছে ওরা, বেনসনের ট্রেইল অনুসরণ করে। ছিনিয়ে নিতে চাইবে ওরা বেনসনের বুকের ধনকে। জীবন থাকতে কোন বাপ কি তা হতে দিতে পারে? অনিবার্য সংঘাতের জন্যে মানসিকভাবে তাই সম্পূর্ণ তৈরি এখন বেনসন।

boighar.com

বেনসনের প্রচণ্ড-প্রবল ক্রোধের কথা জানা আছে বলেই ভয় পাচ্ছিল ওর বন্ধু ডেভিড। এবং প্রেসিডেন্ট গ্রান্টও।

চুরুটের ধোঁয়ায় বুক ভরে নিল বেনসন। ওকে বাগে পেতে চাইলে খুঁজে বের করতে হবে শত্রুদের। আরও কিছুটা এগিয়ে একটা জুতসই জায়গা বেছে নেবে সে, ওখান থেকে আর নড়াচড়া করবে না।

বিশেষ দেরি নেই ওদের এসে পড়তে···হয়তো আজ বেলা শেষে, কিংবা আগামীকাল সকাল নাগাদ হাজির হয়ে যাবে।

ট্রেইলের পাশে ধূসর, সমতল একটা পাথুরে ফলক। ঘোড়া থেকে নেমে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, প্রাচীন একটা গাছের অবশিষ্টাংশের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে কয়লা খুঁজতে লাগল বেনসন। পেয়ে গিয়ে ভোঁতা পাথরটার ওপর ঝুঁকে পড়ল।
কিছুক্ষণ বাদে ঘোড়ার পিঠে বসে স্পার দাবাল।

রিকি বেরীর কাছে পৌঁছনোর একটু আগে সঙ্গীরা তাকে খিস্তি-খেউড় করতে শুনল, এবং ওর পাশে এসে ঘোড়া থামানোর পর দেখতে পেল চ্যাপ্টা পাথুরে ফলকটা।

ট্রেইলটার মধ্যখানে চৌকোভাবে ঠেকনো দেয়া আছে ওটা, এবং তাতে লেখা: 'তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি আমি।'

অস্বস্তিভরে দেখল ওটা জোনাথন।

'কি বলতে চায় ও?'

'আবার কি,' বলল ক্রনিন। 'আমরা আসছি জানে।'

'আমার এসব ভাল লাগছে না, রিকি,' বলল কুইনেল। 'একটুও ভাল লাগছে না।'

পাথরে লেখা শব্দগুলোর দিকে চাইল রিকি, তারপর চোখ রাখল সামনের ট্রেইলে। উচ্চারণ না করলে কি হবে, ব্যাপারটা ওরও পছন্দ হচ্ছে না। এখন আর আকস্মিক হামলা করে চমকে দেয়ার উপায় রইল না। প্রতিপক্ষ সচেতন, লড়াইয়ের জন্যে তৈরি। এবড়োখেবড়ো ঢাল, দুরারোহ পর্বতশৃঙ্গ, উঁচু পাহাড়ের ঢালু তলদেশ, ছড়ানো ছিটানো পাথুরে স্ল্যাব জরিপ করে নিচ্ছে ওর চোখ। ওরা ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে ওপরের যে কোন জায়গায়···অপেক্ষমাণ।

'এর মানে কি?' জোনাথন বলল আবারও। 'কোথায় অপেক্ষা করবে ও? আর করবেই বা কেন?'

'বেশি বাড় বেড়ে গেছে,' কঠোর গলায় বলল কুইনেল। 'ভয়-ডর বলতে কিছু নেই শয়তানটার।'

'দু'জন লোক, এক মহিলা আর একটা বাচ্চা আছে ওপরে কোথাও,' কথার কথা বলার ভঙ্গিতে বলল রিকি। 'এবং ওরা বেশি দূর যেতে পারছে না।'

'বেনসন খুবই দুঃসাহসী লোক,' বলল ক্রনিন। 'যুদ্ধের আগে ইন্ডিয়ান ফাইটার ছিল।'

'ভয় করছে? টিট্‌কিরি দিল কুইনেল। 'জেনে রেখো, গেছো কুনের বাঁচার

চান্স যতটা থাকে এরও তাই।'

লেখাটা পড়ে নিল আরেকবার রিকি। 'বেশ, চলো,' বলল, 'ওকে আর বসিয়ে রাখা ঠিক হবে না।'

রওনা হলো ওরা, ট্রেইল থেকে যেটুকু কভার পাচ্ছে গ্রহণ করছে। সাবধানে রাইড করছে ওরা, ঢালে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ওদের অস্বস্তির সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে। অসহায় একটা দলকে বেকায়দা মত অ্যামবুশ করা এক জিনিস; আর ওত পেতে থাকা সশস্ত্র শত্রুর পিছু নেয়া আরেক।

পিছিয়ে পড়ছে ক্রনিনের ঘোড়া। পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁধিয়ে গেছে ওর। যোদ্ধা লোক সে নয়, যদিও আর সব পশ্চিমার মতন তাকেও কুচিৎ কদাচিৎ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ে সামিল হতে হয়েছে। জে বেনসন লোকটার যা নাম-ডাক শুনেছে তাতে ভরসা পাচ্ছে না সে মোটেই।

এক সারে চলেছে দলটা। গিরি পথের চূড়া অভিমুখে চলে-যাওয়া আঁকাবাঁকা ট্রেইলটা দেখতে পাচ্ছে ওরা।

বেনসনের লেখাটা খোঁচাচ্ছে রিকিকে। সময় খরচা করে খামোকা কেউ ওসব লেখে কখনও? এর অর্থ বুঝে পাচ্ছে না ও।

পর্বতশৃঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিল রিকি। অসংখ্য জায়গা আছে ওখানে লুকিয়ে বসে থাকার উপযোগী, এবং রাইফেলে পাকা হাত এমন লোককে কাবু করা বড়ই কঠিন হবে।

কিন্তু কোন গুলি আসেনি এপর্যন্ত। ট্রেইলটা আরও খাড়া হয়ে এমুহূর্তে সংকীর্ণতর হয়েছে। সামনেটা এখন আর দৃষ্টিগোচর নয়, কিন্তু ওরা একটা অবতলে প্রবেশ করতে সামনে খাড়াভাবে ঝপ করে নেমে গেছে দেখতে পেল ট্রেইলটা।

মাত্র দু'মাইল সামনে, রাশ টেনেছে পামেলা হপার। মামার দেয়া পথচিহ্নগুলো, যেগুলো সে পেয়েছিল শেট লোগানের কাছ থেকে, এই প্রথম ঘোল খাওয়াল ওকে।

এ অবধি সহজেই খুঁজে পেয়েছে চিহ্নগুলো···কিন্তু ক্যানিয়নগুলো মালভূমিটিকে বিদীর্ণ করতে অভিযানের সম্ভাব্য রাস্তাগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

বেনসন যখন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পেছনে পাহাড়ের নিচের দিকে লক্ষ রাখছে তখন পামেলার পাশে এল ওয়ালি। এ জায়গাটা থেকে উন্মুক্ত, বিস্তৃত প্রান্তর নজরে আসছে ওদের, কিন্তু নিচের ওই ধূসর, সাদা আঁকাবাঁকা ঢাল আর গাছপালার আশপাশে কোথাও কোন নড়াচড়ার লক্ষণ নেই, সব কেমন থম ধরে রয়েছে। তবে দৃষ্টিসীমার আড়াল, এমন অনেক জায়গাই রয়ে গেছে ট্রেইলে একথাও সত্যি। পরিস্থিতি উল্টেপাল্টে বিবেচনা করে সন্তুষ্ট হতে পারল না বেনসন।

এই দেরিটুকু ওদের নয়, বেরীদের পক্ষে যাবে, এবং এখন পর্যন্ত নিরাপদ একটা ঘাঁটি স্থাপন করতে পারেনি সে। প্রথম, পামেলাকে ও জনকে বেনসন গানফায়ারের আওতার বাইরে নিরাপদ কোনখানে লুকিয়ে রাখতে চায়।

boighar.com

খনিটার খুব কাছে এসে গেছে ওরা নিশ্চিত সে। হাতে সময় থাকলে ওটা খুঁজে বের করাও মুশকিল হত না।

হঠাৎ মনে হলো বেনসনের, বহু নিচে ওই ঢালটার ওপর নড়ে উঠল কি যেন, তারপর তেমনি আচমকা মিলিয়ে গেল।

'মেজর,' এসময় বলল ওয়ালি। 'মিস হপার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। চারপাশে খোঁজ করার জন্যে সময়ের দরকার।'

'গিরিপথের ঠিক নিচে ছোট্ট একটা হ্রদ আছে,' বলল পামেলা। 'ওটার তীরে পাথরের দেয়ালের মতন আছে। একটা দেয়ালের ওপর ঝরে পড়ছে ঝর্ণার পানি। প্রচুর কুয়াশা তৈরি করে ঝর্ণাগুলো। ক্যাম্প করার মত জায়গাও আছে ওখানে।'

এগোল ওরা, ওয়ালি সবার আগে, এবং পেছনে জনের কাছাকাছি পামেলা। মেয়েটার সহ্য ক্ষমতা দেখার মত, ভাবল ওয়ালি, কঠিন এই যাত্রাপথে একবারের জন্যেও অভিযোগ করেনি ও।

ওদেরকে আগে থাকতে দিল বেনসন, এবার ট্রেইলের গা বরাবর পাথুরে দেয়ালে কিছু একটা লক্ষ করে মুচকি হাসল।

চোখা মত একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে আড়াআড়ি, ছোট্ট একটা পাথর জায়গা মত আটকে রেখেছে ওটাকে। গুঁড়িটার সামনে-পেছনে ভাঙা পাথর ও স্ল্যাবের জঞ্জাল গাদা হয়ে রয়েছে, স্তূপটার ওজন তা প্রায় কয়েক টন তো হবেই।

সাবধানে বেনসন বামণ গাছগুলোর একটা থেকে মরা ডাল ভেঙে নিল একটা এবং আড়াআড়ি করে ট্রেইলে গুঁড়িটার পাশে এমনভাবে স্থাপন করল, ওটা তুললেই যাতে গুঁড়িটা নড়ে ওঠে এবং ধসে পড়ে সমস্ত স্তূপ। মাত্র ক'মিনিট লাগল কাজটা সারতে, এবার সঙ্গীদের অনুসরণ করল ও।

ট্রেইলটা নিম্নগামী হয়ে জঙ্গলে ফের ফিরিয়ে এনেছিল ওদের, কিন্তু এখন আবার গাছ-পালা পেছনে ফেলে এগোল। বেনসন বার দুয়েক থেমে পড়ে সম্ভাব্য ফাঁদ পাতল। এর ফলে মন্থর হবে অনুসরণকারীদের গতি এবং বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য হবে তারা।

হ্রদটার কাছে পৌঁছে দেখতে পেল ওরা দুটো পাথুরে পাহাড়ের মধ্যখানে চাপা পড়েছে ওটা। ঝর্ণাধারাগুলোর সৃষ্ট বাষ্প ভেজা সেঁতসেঁতে করে রেখেছে বাতাস, কিন্তু নিজেদের ও ঘোড়াগুলোর জন্যে অফুরন্ত পানির সরবরাহ দেখে খুশি হয়ে উঠল বেনসন।

পাথরস্তূপের কোণে একটা খাঁটি হাইড-আউট আবিষ্কার করল ও, ওপর থেকে এই গ্লেডটার উদ্দেশে এগোনোর কোন উপায় নেই এবং সমতলে সংযোগ রক্ষা করছে একটিমাত্র রাস্তা। জায়গাটার চারপাশে পাথরখণ্ড ছড়ানো, একাধিক লুকানোর স্থান সংকুলান হবে না পাথরগুলোর আকার বেশি ছোট বলে, আবার অশ্বারোহী কারও ধেয়ে আসার পক্ষেও পাথরগুলো যথেষ্ট বড়।

গ্লেডটার পেছনে, পাথুরে দেয়ালে সরু একটা ফাটল, ওটার ওপাশে বিশটা ঘোড়া স্টেবল করার উপযোগী একটা ছাউনি রয়েছে। বালুময় মেঝে ছাউনিটার। সংকীর্ণ একটা পায়ে চলা পথ ধরে পৌঁছনো যায় ঝর্ণাগুলোর কাছে, এবং ওখান

থেকে পাথর খণ্ডের মাঝখান দিয়ে গিরিপথের উদ্দেশে চলে গেছে অস্পষ্ট একটা ট্রেইল।

প্রাচীন একটা ক্যাম্পফায়ারের চিহ্ন চোখে পড়ল ওদের, কোন কোনখানে কালের প্রবাহে খয়ে সমান হয়ে গেছে কয়লা, কিন্তু বিশেষ একটি আগুন ক'সপ্তাহ বড়জোর মাস দুয়েক আগে জ্বালা হয়েছিল, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এ ব্যাপারে।

রাইডিং ও প্যাক স্যাডল খুলে গুহামত জায়গাটায় ঢুকিয়ে দেয়া হলো পরিশ্রান্ত ঘোড়াগুলোকে, নিজেরাই পথ খুঁজে নিয়ে পানির ব্যবস্থা করে নেবে জানোয়ারগুলো। ওদিকে, প্রবেশপথের কাছে আরও কটা পাথর গড়িয়ে আনল বেনসন, উঁচু করে দিল দেয়ালটিকে, বুজে দিল কিছু ফাঁক-ফোকর।

'জন, তুমি পামেলার কাছে কাছে থাকবে,' ছেলেকে বলল ও। নিজের অজান্তেই কখন যেন যুবতীকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে সে। মেয়েটি ঝট করে ওর দিকে চাইল, কিন্তু বেনসনের মন তখন অন্য চিন্তায় বিভোর। 'ওর সাথে থাকবে,' পুনরাবৃত্তি করল ও। 'দু'জনেই ওই ছাদটার নিচে চোখের আড়ালে থেকো।'

প্যাকগুলো খুলে খাবার বের করছে পামেলা হপার। আগুন জ্বালার জন্যে খড়ি জড় করে রেখেছে ইতোমধ্যে ওয়ালি, তবে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। পূর্ববর্তী যাত্রীদের বহন করে আনা লাকড়ি পেয়েছে কিছু, এবং বাকিটা সংগ্রহ করেছে জঙ্গলের কিনারে, ঢালের কাছ থেকে।

'তোমার খনিটা খুব কাছেপিঠেই কোথাও আছে,' বেনসন বলেছে পামেলাকে। 'আমার ধারণা কার্লোসের জন্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন সঙ্কেত রেখে গেছে লোগান। এসব এলাকায় নিঃসঙ্গ লোক একবার বিপদে পড়লে তার আর রক্ষে নেই। সাহায্য করবেটা কে, মানুষ থাকতে হবে তো আশপাশে।'

'ও হয়তো সাহায্য আশা করেওনি,' বলল ওয়ালি। 'আমাদেরই মত।'

পাথরস্তূপের কাছে চলে গেল বেনসন এবং একটু পর কফি ও একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে এল ওর জন্যে পামেলা। বেনসন খাচ্ছে এসময় উসখুস করতে লাগল যুবতী, লক্ষ করছে ট্রেইলটা।

'খুব সাহসী ছিল তোমার বউ, তাই না?' হঠাৎ কথা বলল পামেলা। 'তা নাহলে কেউ ওভাবে আত্মহত্যা করতে পারে?'

ঝটিতি চাইল একবার ওর দিকে বেনসন। তারপর সন্ধানী চোখ রাখল আবার সামনের চরাচরে।

'হ্যাঁ, খুব সাহসী ছিল,' পুনরাবৃত্তি করল বেনসন। 'ওদের একজনকে খুন করে লিন্ডা। তারপর আত্মহত্যা করে। আর শুধু সাহসীই বা বলি কেন, অসম্ভব বুদ্ধিও রাখত ও।'

'আর কারও পক্ষে ওর জায়গা নেয়া কঠিন হবে।' অটল মন্তব্যের মত শোনাল পামেলার কথাগুলো।

'কেউ কখনও কারও জায়গা নিতে পারে না। নেয়ার দরকারও পড়ে না,

boighar.com

সবারই নিজস্ব দোষ-গুণ, ধ্যান-ধারণা থাকে, সবাই আলাদা মানুষ, যার যার সত্তা আলাদা।'

নীরব এখন ওরা, বেনসনের দৃষ্টি নিচে। কোন নড়াচড়া চোখে পড়ে না, পড়বে আশাও করছে না ও। বেরীরা সতর্ক, দুঃসাহসী লোক। হুট করে একটা কিছু করে বসবে না। যা করার ভেবেচিন্তে করবে।

পামেলা হপার পাশে বসে আছে এমুহূর্তে, এবং বেনসন উপলব্ধি করল মেয়েটির উপস্থিতি ভাল লাগছে ওর। চুপ করে রয়েছে পামেলা, বেনসন এজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। মেয়েটি আবেগপরায়ণ, মূল্য দেয় মানুষের সূক্ষ্ম, একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির। মেয়েটির অনুভবনশীলতা চাপা থাকে না, পরিস্ফুট হয়ে ওঠে মানুষের প্রতি সহমর্মিতা।

সন্ধেটা স্থির, কিন্তু আঁধার ঘনিয়ে এসেছে এরইমধ্যে। মাথার ওপরে আকাশ অবশ্য এখনও স্বচ্ছ নীল। অস্তরাগ ছড়িয়ে বিদায় নিয়েছে সূর্য।

'তুমি কেন এসেছ এখানে?' সহসা প্রশ্ন করল পামেলা। সে আর বেনসন ইতোমধ্যে ফিরে এসেছে অগ্নিকুণ্ডটার কাছে।

'ছেলেটাকে নিয়ে আসলে দক্ষিণে যাচ্ছিলাম। মনের ওপর মারাত্মক চাপ পড়েছিল বাচ্চাটার। তবে এখন সামলে উঠছে আস্তে আস্তে। ওই ঘটনার পর তোমার সাথেই প্রথম স্বাভাবিক দেখলাম ওকে। যাকগে, ব্যস্ত থাকতে পারব প্রতি মুহূর্ত এমন একটা বুনো এলাকায় যেতে চাইছিলাম আমরা। মনের দুঃখ ভোলার জন্যে পাহাড়-প্রকৃতি আর আকাশ প্রয়োজন ছিল আমাদের। যেখানে শহুরে কোলাহল নেই, আজেবাজে লোক নেই, বুক ভরে নিতে পারব নির্মল তাজা বাতাস।'

'খুব মিষ্টি তোমার ছেলেটা। আর খুব লক্ষ্মী,' বলল পামেলা। আগুনের কাছে ব্ল্যাঙ্কেটে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা জনের দিকে চাইল একবার। 'তারপর?' বেনসনকে কথার খেই ধরিয়ে দিল ও।

'কিন্তু তারপর তোমার কথা ভাবলাম। একা মানুষের জ্বালা অনেক, বিশেষ করে যদি মহিলা হয় আর তার বাড়ি-ঘর বা টাকা-পয়সা যদি না থাকে।

'পাহাড়ী এলাকা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখি আমি, তাই ভাবলাম, আমাকে তোমার কাজে লাগতে পারে, তো চলে এলাম এখানে এই ইউয়িনটায়।'

'যাই বলো,' বলল পামেলা। 'খুব সুন্দর কিন্তু জায়গাটা।' চোখ বুলাল চারধারের প্রকৃতিতে। 'সব মিটে গেলে এখানে যদি থাকতে পারতাম।'

বেনসন জবাবে কিছু বলতে যাবে, ওয়ালিকে হন্তদন্ত হয়ে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল এসময়।

'বেনসন, জলদি এসো। মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছি।'

পামেলার দিকে চকিতে চাইল বেনসন।

'সঙ্গে পিস্তল আছে?'

'আছে।'

'গুড···আর শোনো, ওই লোকগুলোকে এক বিন্দু বিশ্বাস নেই। ওরা যা-ই

বলুক বা করুক না কেন, বিশ্বাস করবে না, বুঝতে পেরেছ?'

হেঁটে চলে যেতে দেখল ওকে পামেলা, দীর্ঘদেহী, ঋজু লোকটার কী স্বচ্ছন্দ চলাফেরার ভঙ্গি, হাতের রাইফেলটা যেন ওর শরীরেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জনের কাছে ঘন হয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল ও।

এগারো

ছড়িয়ে থাকা বোল্ডারগুলোর মাঝে ঘাপটি মেরে বসে আছে ওয়ালি মিটফোর্ড। মাথার ওপর সামান্য আলো বিলাচ্ছে কেবল আকাশ; নিচে ক্রমেই আরও জমাটবদ্ধ হচ্ছে অন্ধকার, এবং বিরাজ করছে নৈঃশব্দ।

'পাহারা দেয়ার কোন উপায় নেই,' ফিসফিস করে বলল ওয়ালি। 'আর বেশি ওপরে উঠলেও দেখে ফেলতে পারে। আঁধারের মধ্যেই আসবে ওরা।'

কথা সত্যি, নিঃসন্দেহে, ভাবল বেনসন, কিন্তু এখন আর পিছ-পা হওয়া সম্ভব না, পিছালে বোল্ডারগুলোর অধিকার চলে যাবে শত্রুপক্ষের হাতে। এখান থেকে পাথরখণ্ডগুলোর আড়াল নিয়ে হ্রদের তীরবর্তী যে কাউকে গুলি করে শুইয়ে দিতে পারবে ওরা।

'যাও, একটু ঘুমিয়ে নাওগে,' পরামর্শ দিল ও। 'তোমার বিশ্রাম দরকার।'

ওয়ালি ওর পরামর্শ গ্রহণ করলে, উপত্যকার দিকে ইচ্ছে করেই পিঠ ফেরাল বেনসন, ভরসা রাখল কানের ওপর। লেকটা নিরীখ করল ও, এবং গিরিপথটা, সন্দেহ নেই কড়া পাহারা বসানো হয়েছে ওখানে। এখান থেকে বেরিয়ে পালানোর উপযোগী অন্যান্য রাস্তাগুলোও বন্ধ বলাইবাহুল্য।

গলিত তুষার মিশেছে হ্রদের পানিতে, এবং সম্পূর্ণ অববাহিকা এখন টৈ টম্বুর ওটার। বরফশীতল ওই হ্রদের পানিতে সাঁতরানোর প্রশ্নই ওঠে না।

গোটা পরিস্থিতিটা আবারও বিবেচনা করতে বিষিয়ে উঠল মনটা ওর। ছেলেকে নিয়ে শান্তিতে এ অঞ্চলে বাস করতে এসেছিল সে, পামেলা এসেছে রূপার খনির খোঁজে এবং তাকে সাহায্য করছে ওয়ালি মিটফোর্ড। অর্থাৎ ওদের চারজনের কারোই অশান্তি সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য নেই। অথচ একদল দুর্বৃত্ত···

বেরীদের নাগাল পেতে চায় বেনসন, তাহলে ওরা কখন আসবে সে আশায় হাপিত্যেশ করে বসে থাকা কেন? লড়াইটা তার পরিবর্তে ওদের কছে নিয়ে যায় না কেন ও? আক্রমণকারীর একটা বাড়তি সুবিধা আছে–যুদ্ধের সময়টা নিজের ইচ্ছে মত বেছে নিতে পারে সে।

নিচে থেকে টুঁ শব্দটিও কানে আসছে না। বেনসনকে সদলে ফাঁদে ফেলেছে মনে করে আরামসে সম্ভবত নিদ্রা যাচ্ছে শত্রুপক্ষ।

'ঠিক হ্যায়,' আওড়াল মনে মনে বেনসন। 'ঘুমাও তোমরা।'

ঘণ্টাখানেক বাদে, নিচে ক্যাম্পে নেমে এসে ওয়ালিকে ডেকে তুলল ও।

boighar.com

সংক্ষেপে ইতিকর্তব্য বুঝিয়ে দিল তাকে।

ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তারপর মাটিতে থুথু ফেলল যুবক।

'বেনসন, তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। স্রেফ ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

'আমি তা মনে করি না। প্রতিপক্ষ আগে মুভ করুক কখনোই চাই না আমি।'

'তোমার গায়ের চামড়া।'

'পরে দেখা হবে তোমার সাথে।'

বোল্ডারের দিকে নয়, পাহাড়ের উদ্দেশে পা বাড়াল বেনসন; গভীরতর ছায়ায় প্রবেশ করে এবার দ্রুত গতিতে পৌঁছল এসে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে। সামনে ঝপ করে নেমে গেছে খাড়াই, এবং নিচে কোথাও অবস্থান করছে প্রতিপক্ষ।

মোকাসিন পায়ে ভূতের মতন নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে বেনসন, একেক কদম ফেলছে পরম সতর্কতায়, এড়াতে চেষ্টা করছে আলগা পাথর। এ ধরনের রাতে, বাতাস যেখানে পরিষ্কার, শব্দ কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে ভাল করে জানা আছে ওর।

মারাত্মক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাও সত্যি, চমকে দিয়ে হয়তো উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হতে পারে। রিকি বেরীদেরকে আক্রমণের প্রথম সুযোগ দিলে নিশ্চিতভাবেই ওরা ফাঁদে ধরা পড়ে যেত।

ঢাল বেয়ে পঞ্চাশ গজের মতন নামার পর, পাথরগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কান পাতল ও।

কিছুই শোনা গেল না···একদম সুনসান।

ক'মিনিট বাদে পাথরখণ্ড এড়িয়ে নামতে শুরু করল ও। আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ এখন নাকে আসছে ওর; কিন্তু গুড়ি মেরে ও বুকে হেঁটে চলতে হচ্ছে যেহেতু, পনেরো থেকে বিশ মিনিট লেগে গেল ওটার কাছে পৌঁছতে।

বোল্ডারের মাঝে ছোট্ট একটা ফাঁপা জায়গায়, গাছ-পালার ঠিক কিনার ঘেঁষে জ্বালা হয়েছিল আগুনটা। ধিকি ধিকি জ্বলছে এখন; ধূসর ছাই, ধোঁয়া ওঠা কিছু কয়লা, আর ঈষৎ দগ্ধ কটা খড়ি চোখে পড়ল।

চলে গেছে শত্রুপক্ষ!

হাতে রাইফেল, এক হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল বেনসন, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অসংখ্য ভাবনা। সরে গেছে লোকগুলো, এবং এমুহূর্তে তারা ক্যাম্প আক্রমণ করে যাকে যা খুশি করতে পারে। এখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পাহাড়ে গিয়ে চড়াও হওয়ার অর্থ স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করা, এবং কোন গোলাগুলির শব্দ যেহেতু শোনা যায়নি, সম্ভবত এখনও হামলা শুরু করেনি বেরীরা।

এখন মাথা গরম করা মানে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া। ওয়ালির ওপর ওকে আস্থা রাখতে হবে।

অস্ত্র ছাড়াও লড়াই করার আরও অনেক রকম কায়দা আছে, এখন সেসবের কথাই ভাবছে বেনসন। বেরীরা ক্যাম্প করেছিল এখানে···ওদের ঘোড়া ছিল কোথায়? সাজ-সরঞ্জাম?

কয়লার নিভু-নিভু আলোয়, দেখা গেল ক্যাম্পের চারপাশে বালিতে যথেচ্ছ

ঘোরাফেরার চিহ্ন, আর বেশিরভাগ ট্র্যাকই আগুনের কাছ থেকে দুই বোল্ডারের মাঝখানের ফাঁকটার উদ্দেশে চলে গেছে।

কাউকে যদি পাহারায় রেখে গিয়ে থাকে, তাই সন্তর্পণে ক্যাম্পের ওপাশ ঘুরে এগিয়ে গেল বেনসন। মাঝেমধ্যে সামনের বালি আঙুলের আলতো ছোঁয়ায় পরীক্ষা করে দেখছে, এবং শেষ পর্যন্ত গাছের জটলায় যে ট্র্যাকটা প্রবেশ করেছে সেটা খুঁজে নিতে পারল। বেশিদূর যায়নি, কানে এল ঘোড়ার খুর দাপানোর ও বাতাসে নাক টানার শব্দ।

একটু পরই আবিষ্কার করল বেনসন ঘোড়াগুলোকে একা রেখে যাওয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষের খাবার-দাবার, হাঁড়ি-পাতিল, বাসন-কোসন সবই রয়েছে ওখানে। তিনটে ঘোড়াকে দ্রুত হাতে প্যাক স্যাডল পরিয়ে সমস্ত মালামাল বোঝাই দিল ও। এসময়ের মধ্যে ওপর থেকে কোন সাড়া-শব্দ আসেনি।

এবার আরেকটি ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে যেই চড়তে যাবে– খচমচ! শুকনো ডাল-পাতা মাড়িয়ে কে যেন এদিকেই আসছে।

শব্দটার উৎস লক্ষ্য করে, রাইফেল হাতে ঘুরে দাঁড়াল ও।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল লোকটা।

'ক্রনিন? তুমি নাকি?'

'গানবেল্ট ফেলে দিতে পারো, বন্ধু–আর নয়তো মরতে পারো।'

বিজলির মতন একটা মুভমেন্ট দেখা গেল। চামড়ায় হাতের চাপড় পড়তে শুনল বেনসন, পিস্তলটা রেরিয়ে আসার সময় হোলস্টারে ঘষা লেগে খস করে একটা শব্দ করল, কিন্তু ততক্ষণে তাক করা রাইফেল কোমরের কাছ থেকে চালিয়ে দিয়েছে বেনসন।

তলপেটে গুলিটা লাগতে ধুপ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ হলো, শত্রুর পিস্তল-নিক্ষিপ্ত বুলেটটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তুলে বালিতে গেঁথে যাওয়ার আগে দুটো গুলির শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

বালি ছিটকে এসে লেগেছে বেনসনের চোখে-মুখে, এবার এল একটা অনুচ্চকণ্ঠের গোঙানি। পরক্ষণে লোকটার ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে এল। ক্ষণিকের জন্যে শব্দটা থেমে যেতে লোকটা মারা গেছে মনে হলো ওর, কিন্তু তারপর আবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালু হতে শুনল। কিন্তু এবার কাঁপা কাঁপা ও বিচিত্র এক ধরনের ঘরঘর আওয়াজ হচ্ছে।

'ওরা এতক্ষণে তোমার ছেলেকে ধরে ফেলেছে,' বলল লোকটা। রুক্ষ ও দুর্বল এখন তার কণ্ঠস্বর।

'বাজে কথা। উপযুক্ত একজনের জিম্মায় রেখে এসেছি ওকে। লোকটা টেক্সাস থেকে এসেছে।'

'কার কথা বলছ! ওয়ালি মিটফোর্ড নয় তো?'

'চেনো ওকে?'

'আমাকে খুঁজছে ও। মানে যাদের খুঁজছে আমি তাদের একজন। ওকে বলে দিয়ো রিওয়ার্ড পোস্টারটা ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কারণ টেডি ওয়েনকে এইমাত্র

boighar.com

সাবাড় করেছ তুমি।'

জে বেনসনের কান খাড়া। কেউ কি তদন্ত করতে নেমে আসবে? কিছুক্ষণ উৎকর্ণ থেকেও কোন শব্দ শুনতে পেল না ও।

চিন্তাটা আচমকা ঘাই মারল মাথায়। ওয়েনের সঙ্গে একা নয় সে—আরেকজন কেউ আছে এখানে! ওয়েন কথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চাইছে ওকে, তার সঙ্গী যেন জুতসই পজিশন নিয়ে বেনসনকে পেড়ে ফেলতে পারে।

'একটা কাঠি জ্বালবে?' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ওয়েন। 'জখমটা দেখে মরতাম।' শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে আসছে ওর।

'সেটি হচ্ছে না,' বলল বেনসন। 'আমি কাঠি ধরাই আর তোমার দোস্ত আমাকে ফৌত করে দিক।'

ওদের পেছনে এসময় মৃদু ডাক ছাড়ল একটা ঘোড়া, ভয় পেয়েছে যেন। জে বেনসন শরীরের ভর চাপাল এক পায়ের ওপর, তারপর প্রসারিত করল ওটাকে, দ্বিতীয় পা-টাকে দেহের নিচে এনে। এই ভঙ্গিতে মৃতপ্রায় লোকটার দিকে এগিয়ে গেল ও, যেখানে ছিল আট-ন'কদম সরে গেল সেখান থেকে।

আবারও মুভ করবে এমনিসময় কাছেই ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনল, এবং সত্যিকারের তপ্ত শ্বাস অনুভব করল এরপর। ধাঁই করে রাইফেলের বাঁট ঘুরিয়ে মেরে বসল বেনসন, কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল সে চিতপাত হয়ে; এবং গুলির শব্দটা কানে তালা লাগিয়ে দিল ওর। পাথরের ওপর পড়েছিল সে, ওখান থেকে এক গড়ান দিয়ে, ঝট করে তাক করে ধরল রাইফেলটা।

পিস্তলটা গর্জে উঠল আবারও এবং বুলেটটা বালি ছেটাল বেনসনের মাথার দু'ইঞ্চি ওপরে। ও ফায়ার করলে মিস হলো গুলিটা, রাইফেলের লেভার টানছে এসময় আরেকটি বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো অল্পের জন্যে। গালে ছ্যাঁকা দিয়ে পেছে ওটা।

লোকটা ঠিক ওর গায়ের কাছে সটান উঠে দাঁড়াতে, রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা মারল বেনসন তলপেটে। নলটা চেপে ধরে ওপর দিকে গায়ের জোরে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছে লোকটা, এই ফাঁকে ট্রিগার টিপে দিল বেনসন।

লাল অগ্নিঝলক মুহূর্তের জন্যে আলোকিত করে তুলল একজোড়া বিস্ফারিত চোখ আর ক্রুদ্ধ মুখের চেহারা, এবং এবার লোকটা মুখ থুবড়ে ঢলে পড়ল বেনসনের ওপর।

উষ্ণ, চটচটে রক্ত মুখে লেপ্টে যেতে এক ধাক্কায় পাশে ফেলে দিল বেনসন লোকটাকে। ঝটিতি উঠে দাঁড়াল ও, এবং বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় আরেকটা পিস্তল, কিন্তু গুলিটা গেছে বেশ কয়েক ফুট দূর দিয়ে।

'কপাল বটে তোমার,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল ওয়েন। 'তবে বারবার তিনবার···মারা ঠিকই পড়বে।'

মুখ থেকে রক্ত মুছে নিল বেনসন। বেল্ট হাতড়ে রাইফেলে ঢুকিয়ে রাখল গোটা দুই কার্তুজ। এবার প্যাক হর্সগুলোর লীড রোপ তার স্যাডল হর্নে বেঁধে, রওনা দিল রাতের আঁধারে, বাড়তি ঘোড়াগুলোকে ড্রাইভ করে নিয়ে চলেছে

সামনে।

যে ট্রেইল ধরে এসেছিল ওরা সেটা খুঁজে নিতে কষ্ট হলো না। একটা অবতল আছে এখানে। গাছ-পালার ফাঁকে আছে ছোট্ট একটা চারণক্ষেত্র। ঘোড়াগুলোকে ওখানে খুঁটিতে বেঁধে খাবার-দাবার ও গুলি-বারুদ লুকিয়ে রাখল ঝোপের নিচে।

বেরীদের জন্যে সাপ্লাই নিয়ে এসেছিল টেডি ওয়েন, জেনে নিয়েছে বেনসন। হয়তো একাই এসেছে সে, যদিও এই পরিস্থিতিতে তার সম্ভাবনা কম। বেনসনের বিশ্বাস, শক্তি জোরদার করেছে বেরীরা।

কিন্তু গেল কোথায় ওরা? পাহাড়ের ওপরে কোথাও রয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তো লেক ক্যাম্পের দিক থেকে গোলাগুলির কোন শব্দ আসেনি। আচ্ছা, ওয়ালি মিটফোর্ড কি বেঘোরে মারা পড়ল না ধরা পড়ল? জনের আর পামেলার কি অবস্থা?

ট্রেইলে ফিরে এসে, পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল বেনসন। হিম বাতাস গায়ে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে। গতি বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না ও, কারণ ট্রেইলের যে কোন স্থানে শত্রুপক্ষ ওত পেতে বসে থাকতে পারে।

বেরীদের ক্যাম্প-এলাকা এড়িয়ে চলেছে সে। মাথায় এখন ওর একটাই চিন্তা–হ্রদের কাছে ফিরে গিয়ে দেখতে হবে ঘটনাটা কি।

কতক্ষণ হবে নেমে এসেছে সে, ভাবল বেনসন, এক ঘণ্টা? দুই? ঘড়িটা দেখতে পারলে হত, কিন্তু আলো নেই, এবং দিয়াশলাই জ্বালার সাহসও হলো না।

মোকাসিনজোড়া পরে থাকায় নিঃশব্দে পথ চলতে পারছে সে। গতি এখন একটু বাড়িয়েছে ও, মাঝেমধ্যে থেমে দাঁড়িয়ে সাড়া-শব্দ শোনার চেষ্টা করছে কান পেতে। এতে দম ফিরে পেতেও সুবিধে হচ্ছে, কারণ খাড়াই বেয়ে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়।

বোল্ডারগুলোর প্রান্তে এসে, হ্রদের উদ্দেশে চাইতে কোন আগুন-টাগুন চোখে পড়ল না বেনসনের। শুধু তাইই নয়, চারদিক নিস্তব্ধ। প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। আঁধারে ইস্পাতের লম্বা একটা পাতের মতন পড়ে আছে হ্রদটা; আর সব অন্ধকার।

মুখের ভেতরটা শুকনো ঠেকছে ওর, ধড়ফড় করছে হৃৎপিণ্ড, শুয়ে শুয়ে লেকটা নিরীখ করছে সে, কিন্তু ক'মিনিট পরে বুঝে গেল সাবধানতার প্রয়োজন নেই। এখানে সম্পূর্ণ একা ও।

পাথুরে দেয়ালের দিকে কাছিয়ে এসে, পেছন দিক দিয়ে ঢুকল ও ঘোড়াগুলোকে আশ্রয় দেয়া ছাউনিটায়। নেই, ঘোড়া নেই, প্যাক নেই। ওর ছেলে, পামেলা কিংবা ওয়ালি কারোই চিহ্নমাত্র নেই।

ওয়ালি কি তুলে দিল ওদের বেরীদের হাতে? ও কি আসলে বেরীদেরই লোক?

গোলাগুলি চলেনি বলাবাহুল্য। চললে কান এড়াত না ওর কিছুতেই। ধস্তাধস্তির কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। বালি একদম ফকফকে সাদা, এবং ঘোড়ার ও মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছে ও–ওদের নিজেদের ট্র্যাক।

boighar.com

একাকী দাঁড়িয়ে রইল বেনসন অন্ধকারের মধ্যে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও ভ্রূ ভিজে উঠেছে ঘামে টের পাচ্ছে।

এর অর্থ, জন এখন ওদের হাতে। জনকে ও পামেলাকে অপহরণ করেছে ওরা।

নিজের ওপর প্রচণ্ড ক্ষোভ হলো বেনসনের।

মারাত্মক বোকামির পরিচয় দিয়েছে সে···ক্যাম্প ত্যাগ করে।

বারো

বালির বুকে রক্তের দাগ নেই।

এর মানেটা কি? বেঈমান ওয়ালি মিটফোর্ড কি আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে ওদেরকে দুর্বৃত্তদের কাছে? নাকি–যদিও এর সম্ভাবনা সবচেয়ে ক্ষীণ–বেরীদের আগমনী বার্তা আগাম পেয়ে গিয়ে সটকে পড়েছে ওরা নিরাপদ কোন স্থানে?

পালিয়েছে···কিন্তু কিভাবে? আর যদি ধরাই পড়ে থাকে, তবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের?

পুরোটা সময় আঁধারে দাঁড়িয়ে উল্টেপাল্টে ভেবে দেখেছে বেনসন বিষয়টা। এতটুকু ঘাবড়ে যায়নি ও। সামরিক কন্ডিশনিং এসব অনুভূতি কেড়ে নিয়েছে ওর। পরিষ্কার মাথায় ভাবতে চেষ্টা করছে, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় আলাদা করে বিবেচনা করতে চাইছে।

এ অঞ্চলে আগে কখনও আসেনি ওয়ালি। হয়তো মিথ্যে কথা বলেছে সে, কিন্তু ট্রেইলে তার কাজে কর্মে পূর্ব অভিজ্ঞতার কোন ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়নি। পামেলার কি হঠাৎ করে কিছু মনে পড়ে গেছে? নাকি কোন তথ্য গোপন করেছিল সে? হয়তো ধোঁয়াটে কোন ব্যাপার এখন স্পষ্ট হয়েছে ওর মনে। খনির উদ্দেশে চলে যায়নি তো ওরা?

এখন অপেক্ষা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু অপেক্ষার জন্যেও এজায়গাটা নিকৃষ্টতম। রিকি বেরী ও তার সাঙ্গ পাঙ্গরা, জনদের বাগে পেয়ে না থাকলে, এখানেই খুঁজতে আসবে। এমনকি ওর জন্যেও আসতে পারে লোকগুলো। ধবধবে সাদা বালিতে বেনসনের প্রতিটি মুভমেন্ট সহজেই দৃষ্টি কাড়বে ওদের।

ঝর্ণা থেকে আকণ্ঠ পানি পান করে, পাথরখণ্ডগুলোর ওপাশে, গিরিপথের উদ্দেশে চড়াই বাইতে লাগল বেনসন।

রিজের চূড়ার কাছাকাছি, একটা তেরছা পাথুরে চাতালের নিচে, বাতাস থেকে বাঁচবে এমনি একটা গুপ্তস্থান আবিষ্কার করল ও। ভাঙা পাথরের ও শ্যাওলার মধ্যে শরীর মুচড়ে প্রবেশ করে, শীত তাড়াতে কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল সে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন লেগে এল চোখের পাতা।

ভোর নাগাদ ঘুম ভাঙল বেনসনের।

ধূসর মেঘের নিচে কনকনে ঠাণ্ডা সকালটা, জনের ও পামেলার জন্যে উৎকণ্ঠায় অধীর বেনসনকে আবিষ্কার করল। ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল সে, গুহা ছেড়ে যেন বেরোল কোন জানোয়ার, চারটা ধার স্টাডি করে নিল। কোন বিপদ ওত পেতে নেই নিশ্চিত হয়ে তল্লাশি শুরু করল ও কোন ট্র্যাক পাওয়া যায় কিনা।

এমুহূর্তে, জানে বেনসন, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে ওকে; আর নয়তো সর্বস্ব হারাবে। পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা ছাড়া এখন বিজয়ের কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। কথাটা বারে বারে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে ও।

বেরীরা নিশ্চয়ই ওকেও খুঁজে মরছে হন্যে হয়ে। দু'জন লোক ওদের মারা পড়েছে, এবং ঘোড়াগুলো ও আউটফিটও যে গায়েব জানতে নিশ্চয়ই বাকি নেই।

অনেকক্ষণ ধরেই বাতাসে কিসের যেন একটা গন্ধ টের পাচ্ছিল বেনসন, ঠিক পছন্দ করতে পারছিল না। এখন উপলব্ধি করল গন্ধটা আগুয়ান ঝড়ের। প্রতিপক্ষ এখন তারমানে দুটো– দুর্বৃত্তদল, যাদেরকে ওর খুঁজে বের করতে হবে, আর বিরুদ্ধ প্রকৃতি। তবে বলা যায় না, ঝড়টা হয়তো শত্রু না হয়ে বন্ধুও প্রমাণিত হতে পারে।

পাহাড়ে কোন চিহ্ন ফেলে গেছে কিনা ওরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে বেনসন। খুবই মন্থর ও কষ্টকর অনুসন্ধান।

চরম সহিষ্ণুতার স্বাক্ষর রেখে অবিচলভাবে পাহাড়ে আগু-পিছু করছে বেনসন। সরাসরি ওরা নিচে নেমে গিয়ে থাকলে আওয়াজ পাওয়া যেত। কিন্তু তা নামেনি, হয় পাহাড়ের কিনার ঘেঁষে নেমেছে কিংবা ওপরে উঠে গেছে।

আচমকা ওদের ট্র্যাকের দেখা পেয়ে গেল বেনসন।

একক কোন ট্র্যাক খুঁজে নেয়া দুষ্কর–এক ঝাঁক ঘনবদ্ধ ট্র্যাক, একটা লেপ্টে রয়েছে আরেকটার গায়ে, এবং পেছনেরগুলো দলিত-মথিত করেছে সামনেরগুলোকে।

হাতে রাইফেল, এগিয়ে চলল ও, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ ওর, প্রতিটি মুভমেন্ট ওকে নিয়ে যাচ্ছে পুরু, ঘন কালো মেঘের রাজ্যে। গায়ে হুল ফোটাচ্ছে যেন পাহাড়ী শীত। বিজলীর খোঁচা টের পাওয়া যাচ্ছে বাতাসে। ব্যাপারটা চুলের মধ্যে অনুভব করল বেনসন, হ্যাট খুলে মাথায় আঙুল বুলোতে গিয়ে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলে মাথায় হাত বুলানোর অভ্যেস ওর।

বাঁয়ে কালচে, ভাঙাচোরা একটা পাহাড় ওর, নিচে জঙ্গলের দিকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়টা, এবং ওখানে বহু আগে মৃত গাছ-পালার দীর্ঘ, ধূসর এক দেয়াল দেখা যায়, ওগুলোর কিছু এখনও দাঁড়িয়ে, কিছু নুয়ে পড়েছে, শাখা-প্রশাখাগুলোর কোনটা হাতড়ানোর ভঙ্গিতে প্রসারিত, আবার কোনটা খাড়া উঠে গেছে ঊর্ধ্বমুখী–গাছের গুঁড়িগুলো দেখে মনে হয় সুপ্রাচীন কোন যুদ্ধক্ষেত্রের মমিকৃত দেহ যেন।

বেনসন চেয়ে আছে একদৃষ্টে, একটা পাথর হঠাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল বুলেট লেগে, ওর চোয়াল ঘেঁষে গেছে গুলিটা, এবং পাঁই করে আধপাক ঘুরল ও,

boighar.com

কোণঠাসা জানোয়ারের মতন জবুথুবু হয়ে, পাল্টা গুলি করল ক্ষণিকের জন্যে দেখা ওই অগ্নিঝলকটা লক্ষ্য করে।

এবার ত্বরিত তিন কদমে সামনে বেড়ে, কাঁধে রাইফেল ঠেকাল ও এবং দ্বিতীয়বার গুলি চালাল পলায়মান মূর্তিটিকে লক্ষ্য করে। পড়ে গেল লোকটা, লাগেনি যদিও, কিন্তু আলগা পাথরে ওর পা গেছে পিছলে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল ও, ভীতিমাখা দৃষ্টিতে কাঁধের ওপর দিয়ে চাইল একবার, এই বুঝি দু'কাঁধের মাঝখানে গুলি লাগল। কিন্তু বেনসন মিস করল এবারও, এবং উন্মাদপ্রায় দৌড়বাজ দ্বিতীয়বারের মতন হড়কে গেল পাথরে। মরিয়ার মতন আঁকুপাঁকু করে সিধে হয়ে, এক লাফে সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

পাহাড়ী পাতলা বাতাসে আকুল হয়ে শ্বাস নিচ্ছে বেনসন। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ওকে, এবং হিমশীতল গভীর কুয়াশায় এমুহূর্তে হারিয়ে গেছে ও।

মারাত্মক বিপদের কথা এটা। এমনও হতে পারে, নিজের অজান্তেই শত্রুদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে সে।

কুয়াশা ওকে আচ্ছন্ন করার আগে বাঁয়ে পাথরের মুখে একটা ফাটল লক্ষ করেছিল বেনসন। ওটার কাছে গিয়ে এখন চার হাতে-পায়ে কসরৎ করে উঠতে লাগল ওপরে, যতটা পারে নিঃশব্দে। প্রতি কদমে বুক নিংড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস। বাতাসের জন্যে রীতিমত যুঝছে ওর ফুসফুস, এবং মাত্র ক'ফুট উঠেই থামতে বাধ্য হলো ও, পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে বিশ্রাম নিচ্ছে।

ওরা সামনেই কোথাও রয়েছে। যাকে গুলি করল সে লোকটা কি দলছুট হয়ে পড়েছে? এখন ক'জন আছে তাহলে সামনে?

বুকে হেঁটে পাথরটার সমতল চূড়ায় উঠে এসে শুয়ে পড়ল ও, হাঁফাচ্ছে দস্তুরমত, কিন্তু কান খাড়া রাখতে চাইছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে, রাইফেল রিলোডেড করে নিল বেনসন। এবার সটান উঠে দাঁড়িয়ে, দ্রুত ও নিঃশব্দে পাথরটার চূড়া ধরে পা চালাল।

সামনে কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা শব্দ হলো, একটা ফিসফিসানি, তারপর চুপচাপ। কেউ কি আছে ওর আগে? দু'মুহূর্ত বাদে, রাইফেল বাগিয়ে ধরে এগিয়ে চলল বেনসন।

পাথুরে শৈলশিরাটা, ও যেটা ধরে এগোচ্ছে, স্যাঁতসেঁতে ও পিছল, তবে মোকাসিন পায়ে থাকায় ভেজা চাতালে স্বচ্ছন্দে হাঁটা যাচ্ছে, এবং শব্দও তেমন একটা হচ্ছে না। ঘন মেঘ প্রতি মুহূর্তে আরও ভারী হয়ে মাত্র কয়েক ফিটের মধ্যে নিয়ে এসেছে দৃষ্টিসীমা; চারপাশে এখন অল্প কিছুদূর মাত্র দৃশ্যমান।

কেমন গা ছমছমে এক অনুভূতি হচ্ছে বেনসনের, কুয়াশাচ্ছন্ন উদ্ভট এক দেশে যেন পথ হারিয়েছে সে। কয়েক কদম সামনেই হয়তো ওত পেতে আছে ভয়াল গিরিচূড়া কিংবা শত্রুপক্ষ। প্রতি পদক্ষেপের পর থেমে দাঁড়াচ্ছে বেনসন, যদি কিছু শুনতে পায়···পেলও, আবার সেই ফিসফিসানি।

কিছু একটা একই শৈলশিরার ওপর দিয়ে পথ চলেছে।

কোন মানুষ? পাহাড়ী সিংহ? গ্রিজলি? এর যে কোনটার মুখোমুখি হওয়ার অর্থ মরণ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

এ জায়গাটা অবশ্য সিংহের শিকার খোঁজার নাগালের বাইরে; নিঃসঙ্গ এসব চূড়ায় উড়ে বেড়ায় ঈগল পাখির ঝাঁক, বিগ হর্নরা ঘুরে বেড়ায় দুরারোহ পর্বতচূড়ার আনাচে কানাচে। আকস্মিক ঝড়-ঝাপটা ছাড়া এখানে বিরাজ করে অটুট নিস্তব্ধতা। কখনও সখনও নীরবতা ভঙ্গ হয় পাথর ধসের, কিংবা গ্লেসিয়ারের গোঙানির ফলে।

দিনটা এ মুহূর্তে স্থির। বেনসন যেখান দিয়ে হাঁটছে, মেঘের রাশি তার বহু নিচে ঘেরাও করেছে পাহাড়কে, তীব্র অন্ধকার ও তীক্ষ্ণ শৈত্য কেবল অনুভূত হয় এখানে।

প্যাকগুলো সঙ্গে আছে তো ওদের, ভাবছে বেনসন। ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে না তো জন? ওর ছেলের মাশাল্লা স্বাস্থ্য ভাল, কিন্তু এরকম ভেজা ঠাণ্ডার মধ্যে, এই উচ্চতায়…

আবারও ক্ষীণ শব্দটা কানে এল ওর, পাথরে মোটা কাপড় ঘষা খেলে ঠিক যেমনটা হয় তেমনি। মুহূর্তের জন্যে গতি রুদ্ধ হলো বেনসনের, হাতে তৈরি রয়েছে রাইফেল, দ্রুত ও স্বচ্ছন্দে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ও যে কোন দিক লক্ষ্য করে।

সামনে এগোতে, আবিষ্কার করল পাথুরে তাকটা নিচে মেঘের কুয়াশায় অদৃশ্য হয়ে গেছে…আর কতদূর? অপেক্ষা করছে ও, উৎকর্ণ হলো আবার। ঘন কুয়াশায় যে কোন শব্দ বিকৃত শোনাবে, এবং প্রতিপক্ষের গতিপথ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারবে না সে।

কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের অন্ধকার ঘুটঘুটে জগতের দিকে চেয়ে রইল বেনসন।

ঢাল বেয়ে নামতে গেলে নুড়ি-পাথর খসে পড়বে, তার ফলে সতর্ক হয়ে যাবে নিচে বা ওপরে অবস্থানরত শত্রুপক্ষের লোকজন। কাজেই ঘুরপথে একটা রাস্তা খুঁজে নিতে হবে ওকে।

ডানদিকে পাহাড়ের মুখ…খাঁ খাঁ শূন্যতা ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই। বাঁয়ে ঘুরে বেড়ালের মতন নিঃশব্দে হাঁটা দিল ও, কেউ নড়লে চড়লে শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া।

এক মাইল তফাতে, একটা ঝর্ণার পাশে জবুথুবু হয়ে বসে তার শূন্য কফি কাপটার দিকে চেয়ে রয়েছে রিকি বেরী। চেলা-চামুণ্ডারা ওর সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করছে, কিন্তু কি সিদ্ধান্ত দেবে বুঝে উঠতে পারছে না সে। জীবনে কখনও কোন মানুষকে হত্যা করার এমন উদগ্র বাসনা অনুভব করেনি ও, জে বেনসনকে খুন করতে যেমনটা করছে।

রিকি ঘৃণা করে বেনসনকে, কারণ লোকটা ওর ভাইকে ফাঁসিতে চড়িয়েছিল,

boighar.com

ঘৃণা করার আরেকটা কারণ বেনসনের স্ত্রী, ওই লিন্ডা বেনসনের নির্লিপ্ত আচরণ। কত সহজে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল মহিলা, কিন্তু তবু শরীর স্পর্শ করার সুযোগ দেয়নি রিকিকে।

মহিলার দু'চোখে যে ঘৃণা, যে তাচ্ছিল্য লক্ষ করেছিল সে, তার স্মৃতি এজীবনে ভুলবার নয়। শিরশির করে উঠল শরীরটা।

ওর স্বামীকে আর সন্তানকে হত্যা করতে পারলেই একমাত্র মোক্ষম প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ভাবতে পারবে রিকি। খালি কাপটার দিকে চাইল আবারও সে, মুখ খারাপ করে একটা খিস্তি ঝেড়ে, আবার ভরে নিল ওটা। তেতো, বিস্বাদ ঠেকল কফিটা জিভে।

জোনাথন কথা বলল অবশেষে। 'কি ভাবলে, রিকি? বসে থাকব এখানে? লোকটা পাহাড়ে ঘুরঘুর করছে। অন্যগুলোও তাই। তবে ওই টেক্সিকানটাকে খতম করতে পেরেছি মনে হয়।'

'মনে হয়!' ওর দিকে অবজ্ঞার চাহনি হানল রিকি। 'যার কথা বলছ তার নাম ওয়ালি মিটফোর্ড। ওর মত লোকেরা অত সহজে মরে না। কিন্তু আমি ভাবছি ওয়েনের কি হলো? সে তো তীর্থযাত্রী নয়। পিস্তলে তার হাত ভালই চালু।'

'হয়তো কুয়াশা সরার জন্যে অপেক্ষা করছে,' ক্রনিন বলল দ্বিধান্বিত কণ্ঠে। 'আমাদের খুঁজে পায়নি।'

ঝট করে চোখ তুলে চাইল রিকি। 'বেনসন গুলি করেছিল তোমাকে ঠিক জানো? ওয়ালি নয়?'

উদ্বিগ্ন দেখাল ক্রনিনকে। সঠিক জবাবটা দিতে চায় সে, কিন্তু ভয় পাচ্ছে ভুলটা না দিয়ে বসে। 'আমার ধারণা বেনসনই ওটা। ভাল করে দেখতে পাইনি।'

আগুনে কফিটুকু ছুঁড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল রিকি। 'তারমানে কেউ জানে না, ও বেঁচে আছে, না মরেছে।'

'মেয়েলোকটাকে ধরতে পারলে,' কুইনেল বলল সহসা, 'মেয়েলোকটা আর বাচ্চাটাকে হাতে পেলে, ও আসতে বাধ্য হত। তাছাড়া, আশপাশে একটা মেয়েছেলে থাকলে মনেও ফুর্তি থাকে।'

রিকি নিরুত্তর। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে সে। পাহাড়ে আসার পর থেকে শীতে কাবু হয়ে পড়েছে ও, কিন্তু শুধু শরীরটায় নয়, মনেও জেঁকে বসেছে হিমভাব···ও ভয় পাচ্ছে না তো? প্রশ্নটা খেপিয়ে তুলল ওকে। আর কেউ এ প্রশ্ন করলে চড়িয়ে তার দাঁত ফেলে দিত সে···কার ঘাড়ে কটা মাথা এসব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করবে?

'ওরা এখন দু'ভাগ হয়ে গেছে,' কর্কশ স্বরে বলল সে। 'হয়তো দু'জনেই সামান্য আহত, কিংবা একজন। ওদের ঘোড়া আমাদের কাছে এবং ঘোড়া ছাড়া কোথাও যেতে পারছে না ওরা। কুয়াশা না কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা, তারপর বেরোব ওদের সন্ধানে।'

'রিকি,' পরামর্শ বাতলানোর সুরে বলল ক্রনিন, 'এটা নিছক কুয়াশা নয়। আমরা এখন পাহাড়ের অনেক উঁচুতে বসে আছি এবং এগুলো হচ্ছে মেঘ। ঝড়ের মেঘ।'

'তো?' জবাব চাইল কুইনেল।

'যদি তুষার ঝড় শুরু হয়? তাই আমি বলি কি–'

'তুমি চুপ থাকো, তোমাকে কেউ কিছু বলতে বলেনি,' ওর কথা কেড়ে নিয়ে রুক্ষ স্বরে বলল রিকি।

ভাইয়ের দিকে চকিতে চাইল কুইনেল, এবং সোজা ব্ল্যাঙ্কেটের নিচে গিয়ে ঢুকল। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, রিকিকে এমুহূর্তে ঘাঁটালে মারাত্মক বিপদ হয়ে যেতে পারে···তার মেজাজ-মর্জি বিশেষ সুবিধের ঠেকছে না।

দিনকে দিন কেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে রিকি। বেনসনদের বাড়িটা পোড়ানোর পর থেকে কেমন বদলে গেছে সে। ওকে এখন ভয় পায় কুইনেল।

আগুনে খড়ি জুগিয়ে, অবতলের কিনারে গেল জোনাথন কোন শব্দ হয় কিনা শুনতে।

পাহাড়-টাহাড় মোটেই পছন্দ নয় তার। নিচে, গাছ-পালার মাঝে কোথাও এমুহূর্তে অবস্থান করতে পারলে স্বচ্ছন্দ বোধ করত সে। ক্রনিন তুষার ঝড়ের কথা তোলায় আরও ভড়কে গেছে ও।

অগ্নিকুণ্ডটার কাছ থেকে জোনাথন বিশ গজও দূরে হবে না, একাকী দাঁড়িয়ে, চেয়ে রয়েছে নিচের খাদের দিকে, এসময় আবির্ভূত হলো জে বেনসন।

হেঁটে আসতে কেউ দেখেনি বা শোনেনি তাকে; কুয়াশা আর নয়তো মেঘ যেন ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে ওকে এখানে, রাইফেল হাতে অশরীরী আত্মার মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'মেয়েটা কই? আর আমার বাচ্চাটা?'

কণ্ঠস্বর খাদে নামানো ওর, এবং অবচেতন মনে জোনাথনও একই রকম লঘু স্বরে জবাব দিল। 'আমি জানি না। ওদের আউটফিট আমাদের দখলে, কিন্তু ওরা পালিয়ে গেছে।'

'আমার বউ যখন মারা যায় তুমি তখন ছিলে?'

'হ্যাঁ, ছিলাম। তাকে কেউ মারেনি, সে নিজেই নিজেকে গুলি করেছিল।'

রাইফেলের মাজল নিচু হলো। ভাঙা দাঁত বের করে হাসল জোনাথন। 'তুমি আমার হাতে মারা পড়েছ শুনলে মূর্ছা যাবে রিকি।'

'জোনাথন?' রিকির উচ্চকিত কণ্ঠ। 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

'বেনসন,' বলল জোনাথন, 'আমার হাতে খুন হচ্ছে সে।'

পিস্তলে চালু হাত জোনাথনের। রিকির মতন না হলেও অব্যর্থ লক্ষ্যের সঙ্গে গতির চমৎকার মিশেল ঘটেছে তার। এ মুহূর্তে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী সে। ডান হাতটা ওর ঝপ করে পড়ে পেছনে চলে গেল। সহজ-স্বচ্ছন্দ একটা ড্র করবে। পিস্তলের বাঁটে তালুর চাপড় যখন পড়ল জোনাথনের মুখে তখন মুচকি হাসি। রাইফেলের বুলেটটা ওর বেল্টের বকলসের কিনারায় একটা ব্যাঙের ছাতা তৈরি করল, এবং পেটটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল বেচারার। মুখে মৃদু হাসিটা তখনও লেগে রয়েছে জোনাথনের।

হাসতে হাসতেই পিস্তলটা টেনে প্রায় বের করে ফেলেছিল সে, তবে এমুহূর্তে

boighar.com

হাঁটুর ওপর শরীরের ভর চাপানো ওর, এবং অদ্ভুত এক অসাড়তা-আড়ষ্টতা গ্রাস করেছে ওকে। পিস্তলের ওজন অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়েছে ওর আঙুলগুলো।

জোনাথনের পেটের মস্ত ফুটোটা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে।

গুলিটা বিস্ফোরণ ঘটানো মাত্র মাটিতে গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল রিকি, পিস্তল হাতে। কিন্তু কোথায় টার্গেট? ছোট্ট দলটার একটু আগে ঘিরে-রাখা অগ্নিকুণ্ডটা চোখের পলকে ফাঁকা হয়ে গেছে।

থোকা থোকা মেঘ ইতোমধ্যে জমাট বেঁধেছে দৃশ্যপটে, ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ছে অকুস্থল। সূচিভেদ্য অন্ধকার। হাঁটুর ওপর বসা জোনাথন পর্যন্ত জ্বলজ্বলে চোখ মেলে, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে এতক্ষণ বেনসনের দাঁড়িয়ে থাকা জায়গাটার দিকে। মেঘ ছাড়া এখন অস্তিত্ব নেই ওখানে আর কিছুর।

ক্যাম্পের দিক থেকে গুলি আসবে আশঙ্কা করে, হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে এ মুহূর্তে বেনসন, একটু আগেই নিচু হয়ে দৌড়ে সরে গেছে ডানদিকে।

সহসা আরেকটু ডান পাশে, চূড়ার কাছ থেকে, ঝলসে উঠতে দেখল ও একটা উজ্জ্বল আলো। বিদ্যুৎ! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর, ঘাড়ের কাছে চুল খাড়া হয়ে গেল সড়সড় করে। মুহূর্ত পরে কান ফাটানো শব্দে বাজ পড়ল। রাইফেল হাত থেকে ছেড়ে, গড়িয়ে গিয়ে দুই বোল্ডারের মাঝের নিচু জায়গাটায় আশ্রয় নিল ও।

আচমকা দমকা বাতাসে মাথার ওপর এসময় পাক খেতে লাগল পুঞ্জীভূত মেঘ; এবং মুখ তুলতে, যেনতেনভাবে আঁকা একটা ছুটন্ত কুকুরের ছবির দিকে নিজেকে চেয়ে থাকতে দেখল বেনসন। পাথুরে দেয়ালে খোদাই করা ছবিটা, ইঙ্গিত করছে ডানে রিজের উদ্দেশে।

আকস্মিক এক তাগিদ অনুভব করল বেনসন, রাইফেলটা তুলে নিয়ে কুকুরের নাক লক্ষ্য করে পা বাড়াল। ইন্ডিয়ানরা মাঝেমধ্যে এ ধরনের ছবি আঁকে; কিন্তু এটা, নিশ্চিত ও, ইন্ডিয়ান ড্রইং নয়। প্রসপেক্টররা এজাতীয় সঙ্কেত চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে; এবং কাছেই কোথাও, দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল ওর, কার্লোস নাইটিঙ্গেলের জন্যে নির্দেশিত শেট লোগানের সেই জায়গাটা পেয়ে যাবে।

রিজটা দিয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে, আরেকটা কাঁচা হাতের অঙ্কন লক্ষ করল ও, দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করছে এই কুকুরটা। রিজটা এগিয়ে নিয়ে চলেছে ওকে, এবং বেনসন যে জায়গাটা খুঁজছে সেটা রিজের বাইরে। অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে নেমে যেতে চাইছে ও, বিদ্যুৎ আঘাত হানার সম্ভাবনা কম থাকে ওখানে।

আধ মাইলটাক মতন যাত্রা করার পর আরেকটি ড্রইং চোখে পড়ল ওর, এবারেরটা ঘোড়ার, এবং সেটা ছাড়িয়ে অল্প একটু গেলে আরেকটি দেয়ালচিত্র। ধনুক হাতে তৈরি এক ইন্ডিয়ান, তীরটা কেবল ছাড়ার অপেক্ষায়।

সামনে সহসা একটা ফাটল নজরে এল, আধমাইলের মত চওড়া দেখাল ওটা বেনসনের চোখে।

নিচের দিকে জমির কিছু অংশ মেঘের কারণে অস্পষ্ট, কিন্তু সুবিধাজনক এ জায়গাটা থেকে সবুজ, তৃণ-শ্যামল অরণ্য ছাওয়া উপত্যকা, কোন কোনখানে ঘাস

জমি এবং একাধিক হ্রদ দেখতে পেল সে। বেসিনটির বুক চিরে, ও যেখানে দাঁড়িয়ে তার বেশি দূর দিয়ে নয়, বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা নদী।

উতরাই বেয়ে নেমে এল ও বেসিনটায়, সাবধানে নামল জমি পরখ করতে করতে। অল্প একটু যেতেই একটা বুট জুতোর ছাপ আবিষ্কার করল—ছোট্ট ও অসম্পূর্ণ। গোড়ালির একাংশ স্পষ্ট দেখা যায় কেবল, কিন্তু দেখলে মনে হয় ছাপটা সম্প্রতি তৈরি হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে শিকার চলাচলের উপযোগী ট্রেইলটা ধরে এগিয়ে গেল বেনসন, এবং ক'মুহূর্ত পরই কুঠার দিয়ে খানিকটা কাটা ছোট্ট এক ফার গাছের দেখা পেল, ওটাকে পরে ভেঙে দিয়ে ট্রেইল নির্দেশ করা হয়েছে। কাজটা নতুন নয়, বেশ কয়েক মাসের পুরানো। আরও কিছুদূর সামনে, দুটো জীবন্ত ডালের মাঝে, আড়াআড়ি ভাবে শুইয়ে রাখা একটা মরা ডালও সেই একই দিক নির্দেশ করল।

পুরানো এক ক্যাম্পফায়ারের অবশিষ্টাংশ হঠাৎ করেই সামনে পড়ে গেল ওর, এবং আবারও এখানে ট্র্যাকের মতন আবছা কি যেন আবিষ্কার করল সে, দেখা যায়ই না বলতে গেলে—ক্যাম্পফায়ারের এক প্রান্তে চেটাল অল্প একটু জায়গার মতন।

জমিটুকু খুঁটিয়ে লক্ষ করল বেনসন। কাছেই গাছের একটা শাখায় পট ঝুলিয়ে রাখার জন্যে পেরেক ঠোকা হয়েছে, বেনসন নিজেও কায়দাটার সঙ্গে পরিচিত। এ জায়গাটাকে ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহারের আলামত পাওয়া গেল, হয়তো শেট লোগানের একাধিক ক্যাম্পের এটাও ছিল একটা।

ছোট্ট একটা লেক জমিটার লাগোয়া, ঝর্ণার পানি তিরতির করে ওটার মধ্যে গিয়ে পড়ছে। তীরটা পাথুরে, কিন্তু গাছ-গাছালির ডাল-পালা পানির প্রায় কিনার পর্যন্ত দখল নিয়েছে।

গাছের বন্ধনীর ভেতরে থেমে দাঁড়িয়ে, পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে নিল বেনসন। খাড়া পাহাড় তিনদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে বেসিনটিকে, ব্যতিক্রম শুধু ও যে রাস্তাটা দিয়ে এল, এবং ছোট নদীটা যেখান থেকে প্রবাহিত হচ্ছে।

ক্যাম্পফায়ারটার কাছে ফিরে এসে চারধারে দৃষ্টি বুলাল বেনসন। ট্রেইলটা ফুরিয়েছে এখানে এসে, পানির জন্যে হ্রদের তীরে যাওয়ার রাস্তাটুকু বাদ দিয়ে ধরলে। লোগান কি তবে ক্যাম্প ত্যাগ করে প্রবেশ করেছিল লেকে, চলে গিয়েছিল তীর ধরে?

গুড়গুড় করছে আকাশ, ক্ষণে ক্ষণে চমকাচ্ছে বিজলী। এই জঙ্গলে, রিজের দেয়ালের কল্যাণে, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ করছে বেনসন।

শৈলশিরাটায় শোনা ফিসফিসে শব্দটার দিকে মনটা এবার ফিরে গেল ওর। বেরীরা কেউ ছিল ওখানে বিশ্বাস করে না বেনসন, কারণ দলবদ্ধ ছিল দস্যুদল, এবং যারা নিখোঁজ তাদের কথা তো সে নিজেই জানে।

তাহলে কি? কোন জানোয়ার? অন্য কোন লোক? নাকি বাতাসে মরা ডাল নড়ে ওঠার শব্দ?

boighar.com

এই পাহাড়েরই কোথাও না কোথাও রয়েছে ওর ছেলে, এমন এক যুবতীর জিম্মায় এসব পাহাড়ী এলাকা সম্পর্কে যার জ্ঞান খুবই সীমিত, নেইই বলতে গেলে। আশ্রয়হীন এখন জন ও পামেলা। সঙ্গে ওদের খাবার নেই, আউটফিট নেই। জোনাথন বলছিল বেরীরা ওদের আউটফিট কেড়ে নিয়েছে।

একটা ঝড় তৈরি হচ্ছে, ধীর, ক্ষতিকর একটা ঝড়–অবিশ্বাস্য উন্মত্ততায় যেটা বিস্ফোরিত হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। সবচেয়ে বড় কথা, বেরীরা রয়েছে পাহাড়ে, ওর ছেলেকে বাগে পেলে দ্বিধা নয়, হত্যা করবে সঙ্গে সঙ্গে।

এই পাহাড়েরই কোন একখানে রয়েছে ওয়ালি মিটফোর্ড–ভাল লোক সে, ওকে বিশ্বাস করত বেনসন, কিন্তু এখন অত নিশ্চিত হয় কি করে?

কে এই ওয়ালি মিটফোর্ড? কেন এসেছিল সে প্রোমোন্টরীতে? পামেলার সঙ্গে পাহাড়ে এলই বা কি মনে করে? সে-ও কি রূপার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে? ওরা জানে না এমন কিছু কি জানা আছে তার?

ঝড়ে ওপড়ানো একটা গাছের ওপর বসে পড়ল বেনসন, কাঁধ দুটো ভারী হয়ে আছে ওর অবসাদে।

কাছেই আছে ওরা···কিন্তু কোথায়? ঝড় আঘাত হানার আগে ওদেরকে খুঁজে পাবে তো?

তেরো

ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঝড় এল, সংকীর্ণ ক্যানিয়নগুলো দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বিস্ফোরণের শব্দ তুলছে পাহাড়ের গায়ে। আকাশে ডোরাকাটা বিদ্যুতের ঝলকানি, সমতলের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না সে কী ভয়ানক চোখ ধাঁধানো আলো। মাথার ওপরে জ্বলন্ত, সুবিশাল এক নতুন জগতের যেন উন্মোচন ঘটেছে।

বৃষ্টির দেখা নেই। আবহাওয়ায় সঞ্চারিত হয়েছে বিদ্যুৎ, চিড়বিড়ে অগ্নিশিখা ওপরে, পাহাড়ের চূড়াগুলোয় বাড়ি খেয়ে ফিরে ফিরে আসছে যেন।

জে বেনসন উঠে দাঁড়িয়ে লেকটার কাছে হেঁটে গেল আবারও।

ওটা ওখানে কেন? দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে?

লেকের পাড় ধরে হাঁটছে বেনসন, প্রায়ই থেমে শুনতে চেষ্টা করছে কোন শব্দ হয় কিনা। হঠাৎই দেখতে পেল গ্র্যানিটের ফাটলে বেলে পাথরের একটা বল্লম খাড়া করে রাখা–জিনিসটা অস্বাভাবিক কোন সন্দেহ নেই। দু'ফুটী পাথুরে বর্শাটা সামান্য হেলে আছে দক্ষিণ দিকে।

ট্রেইলটা চোখে পড়ল বেনসনের, মানুষের তৈরি কিছু একটার ইঙ্গিত, যেখানে মানুষ চলাচল করেছে বোঝা যায়। সামনে এগিয়ে গেল বেনসন, গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে একটা ন্যাড়া টিলার চূড়ায় এসে উঠল, এবং সহসা মেঘ ফুঁড়ে উড়াল

দিতে দেখল একটা ঈগলকে, নীড়হারা পাখিটা ঝড়ের কিংবা বাজের কারণে বিভ্রান্ত, হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে।

ঈগলটার গতিপথ ওর চোখ টেনে নিল পশ্চিম দিকে, এবং ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফোকর দিয়ে, পলকের জন্যে বেসিনের দেয়াল দেখতে পেল বেনসন, এই কাছেই।

স্বাভাবিক বুদ্ধিতে বলে, এহেন দুর্যোগের মুহূর্তে আপন নীড়ের নিরাপদ আশ্রয়ে গুটিসুটি মেরে বসে থাকবে ঈগল পাখিটা। ঝড়ের পূর্বাভাস জানান দেবে না ঈগলের প্রবৃত্তি? আচ্ছা, কোন কারণে ওটা কি নীড় ছাড়তে বাধ্য হয়েছে? খুব কাছাকাছি কি এসে গেছিল কিছু?

পাখিটাকে প্রথম কোথায় দেখেছিল, ভেবে বের করে পেছনে ফিরে চলল বেনসন। ক'মিনিট হাঁটতেই ট্রেইলে এসে পড়ল সে আবারও, মানুষের তৈরি সেই চলাচলের রাস্তাটায়।

ফার গাছের শেষ দঙ্গলটার মাঝ দিয়ে বেরোতেই, চোখে পড়ল ওর লগ কেবিনটা। পাথরের কাঁধের বিপরীতে নির্মিত ওটা, পাথরটাকে ব্যবহার করছে পেছনের দেয়াল হিসেবে।

বিদ্যুৎ চমকাল, গুড়ুগুড় শব্দ করল বাজ। কেবিনটা কতদূর? পঞ্চাশ গজ? একশো? ছুটতে শুরু করল ও।

ঝেঁপে বৃষ্টি এল এবার। আচমকা আছড়ে পড়ে চাবকে, ধারাল তীর বিঁধিয়ে, দুরমুজ পিটিয়ে কাহিল করতে চাইছে বেনসনকে, সেই সঙ্গে শুরু হলো বাতাসের ঝাপটা ও শিলাবৃষ্টি। ছুটছে বেনসন, খাড়া ঢালের জন্যে গতি শ্লথ হলো খানিকটা। দরজাটার কাছে পৌঁছে গিয়ে দুমাদুম কিল মারতে লাগল।

কেউ দরজা খুলল না দেখে, কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে দড়াম করে হাঁ হয়ে গেল পাল্লা। এক পা রেখেছে ভেতরে, স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইল রিকি বেরীর পিস্তলের মুখে।

চারজন লোক সঙ্গে তার, শিলটন হোটেলে, ও পরে শেইয়েনে দেখা সেই লোকটিও রয়েছে। এক কোণে, পামেলার গা ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসে থাকতে দেখা গেল জনকে।

মেজর জে বেনসন, বৃষ্টির পানিতে খুলির সঙ্গে সেঁটে রয়েছে তার চুল, অবিরল ধারায় পানি গড়াচ্ছে মুখ বেয়ে, সর্বাঙ্গ ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু রিকি বেরীর মুখোমুখি রাইফেল বাগিয়ে ধরে দাঁড়ানো।

'রাইফেলটা ফেলে দাও,' বলল রিকি। 'তোমাকে দারুণ একটা জিনিস দেখাব।'

প্রতিক্রিয়াটা ত্বরিত ও তাৎক্ষণিক হলো। সেন্টসিরে জুয়াভ প্রশিক্ষণ পেয়েছে বেনসন, সে সঙ্গে জটিল আরও নানা ধরনের রাইফেল ড্রিল, এবং এমুহূর্তে তারই একটি কাজে লাগাল ও। রাইফেলটা সামনে টুস্‌কি মেরে, পাঁই করে ঘুরিয়ে দিল বাঁট এবং ছিটকে পড়ল পিস্তলটা রিকির হাত থেকে। এবার কুঁদোটা ধাঁই করে মেরে দিল ও আরেকজনের তলপেটে, এক কোণে উল্টে পড়ল লোকটা।

boighar.com

কুইনেল ঝাঁপিয়ে পড়তে টলমল পায়ে এক পাশে সরে গেল বেনসন, পড়ে গেল দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে। ওর গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল কুইনেল, কিন্তু তার আগেই তড়াক করে খাড়া হয়ে গেছে বেনসন, ইতোমধ্যে রিকি বেরীও হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে পিস্তল হাতে।

পিস্তল উঠে এসেছে বেনসনের হাতেও, রিকির দিকে চাইল সে। 'তুমি তো গানফাইটার,' বলল। 'লাগবে আমার সাথে?'

'পিস্তলে?' হাসছে দাঁত বের করে রিকি, নারকীয় হাসি।

'নিশ্চয়ই। সেটাই তো নিয়ম। তবে তার আগে, আমার ছেলে আর মিস হপারকে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে দিতে হবে। আমি চাই না বাই চান্স গুলি লেগে যাক ওদের।'

'যেতে দাও ওদের,' বলল রিকি। 'ওরা কোথাও পালাতে পারবে না, আর আমিও চাই না ওই মেয়েটার কিছু একটা হয়ে যাক, একটু পরেই ওকে দরকার হবে আমার,' খ্যাক খ্যাক করে অশ্লীল হাসল লোকটা।

জন ও পামেলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পিস্তল উদ্যত রাখল বেনসন। ওদের অনুসরণ করল অন্যরা।

কেবিনের দেয়ালে ড্রাম পেটাচ্ছে বৃষ্টি, ছাদেও। ফুটো আছে ঘরের কোণে ও ছাদের মাঝখানে।

'বেশ,' বলল রিকি। 'হোলস্টারে পিস্তল ঢুকাব আমরা, হাত ওঠাব, তারপর রিচ করব, ঠিক আছে?'

'ফাইন।' বলল বেনসন। উত্তেজনার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। পিস্তল তখনও উদ্যত তার হাতে। জুয়া খেলছে ও, এবং ভরসা করছে দুটো তাসের ওপর। তার একটা হচ্ছে ওর পিস্তলটা।

'আচ্ছা,' বলল রিকি। 'হোলস্টার করো।' পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসী সে। ফাস্ট ড্র-র খেলায় আজ অবধি নিজের চাইতে দ্রুত কাউকে দেখেনি ও, এবং স্থিরনিশ্চিত এবারও দেখবে না।

প্রতিপক্ষ কোন বদ মতলব এঁটেছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে, পিস্তলটা ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিল বেনসন। ড্র-তে বেরীকে হারানোর চিন্তা করছে না সে। নিজে যেটা সবচাইতে ভাল পারে সেটার দিকেই সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ওর। ড্র করবে ও, পিস্তল লেভেল করে, ফায়ার করবে। হিপের কাছ থেকে, সম্ভবত, সময় যদি বেশি নাও পায়, তবু লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করতে হবে ওকে।

বেনসনের ঠাণ্ডা, সতর্ক অন্তর জানিয়ে দিচ্ছে গুলি ওকে ঠিকই হজম করতে হবে। সত্যটা মেনে নিল সে। এখন কথা হচ্ছে, সব গুলি তো আর আঘাত হানে না মোক্ষম জায়গায়, সেটাই সান্ত্বনা। অন্যদিকে, নিজের বুলেটটার কার্যকারিতা যাতে সর্বোচ্চ হয় লক্ষ্য রাখতে হবে সেদিকে। বেনসন জানে একটার বেশি দুটো গুলি করার সুযোগ সে পাবে না।

কানে আসছে মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, কেবিনের ভেতর আগুন জ্বলার গন্ধ আসছে নাকে, দেখতে পাচ্ছে বেনসন রিকি বেরীর হিংস্র মুখটা, এ লোকই

ভস্মীভূত করে দিয়েছিল ওর সাজানো সংসার। বাইরে অপেক্ষমাণ ওর ছেলে, বাপের দ্বিতীয় কিংবা এই জুয়াটা ব্যর্থ হলে মারা পড়তে হতে পারে যাকে।

হোলস্টারের নিচে স্পর্শ করল পিস্তলের নল, টের পেল ও। হাত তুলে নিল বেনসন, এবং দেখতে পেল রিকি তখনও আঁকড়ে ধরে রয়েছে পিস্তল।

'অ, তারমানে তুমিও একটা ভীরু-কাপুরুষ,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল বেনসন। 'নিজেকে সেরা মনে করো, অথচ কোন ঝুঁকি নেবে না।'

রাগে দপ করে জ্বলে উঠল রিকির চোখজোড়া। স্বেচ্ছায় হাতটা তুলে নিল ও; এবং তারপর 'ড্র!' চেঁচিয়ে উঠেই থাবা মারল পিস্তলে।

বাঁটে হাতের চাপড় পড়ল অনুভব করল বেনসন, টের পেল উঠে আসছে পিস্তলটা। হোলস্টার মুক্ত হতে লেগেছে রিকির পিস্তল, মুখের চেহারা ঘৃণার ও বিজয়ের দ্বৈত প্রতিক্রিয়ায় বিকৃত।

'এটা লিন্ডার নামে,' বলল বেনসন, এবং নামটা শোনামাত্র নিমেষের জন্যে জমে গেল রিকির হাত।

এবার ঝাঁকি খেয়ে উঠে এসে ফায়ার করল ওর পিস্তল। প্রবল ঝাঁকুনিতে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল যেন বেনসনের। পেছনে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল ও। দোরগোড়ায় হোঁচট খেয়ে এক পাশে চিত হয়ে পড়তে, দ্বিতীয় দফা গুলির শব্দ উঠল, এবং শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে, কেবিনের বাইরে, বৃষ্টির মধ্যে ভেজা মাটিতে চিতপাত হয়ে পড়ল ও।

এক হাঁটুতে ভর দিয়ে নিজেকে তুলল বেনসন, তারপর দাঁড়াল পায়ের ওপর। শরীরের ডান পাশটা গেছে ওর, কোন সাড় নেই ওখানে। রিকি দরজার বাইরে পা রাখতে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে গুলি করল আবার ও। রীতিমত টলছে বেনসন, তাল রাখতে যুঝছে দস্তুরমত, ভয় পাচ্ছে পড়েই যায় নাকি।

রিকির মুখের চেহারায় এখন নেকড়ের হিংস্রতা, দাঁত খিঁচিয়ে আবারও পিস্তল তাক করল ও। চরকির মতন দেহ ঘুরিয়ে নিল বেনসন, সিধে হলো, হজম করল আরেকটি বুলেট, কিন্তু তারপরও স্থির রাখল নিজেকে। রিকি খতম করবে ওকে সন্দেহ নেই বেনসনের, কিন্তু লোকটাকে নিয়ে মরতে চায় ও।

পিস্তলটা নিচু করে, বেনসন নল বরাবর এক দৃষ্টে চেয়ে রইল রিকির দিকে, ধক ধক করে জ্বলছিল লোকটাব দু'চোখ, কিন্তু নিজের দিকে পিস্তল তাক হতে দেখে আচমকা বীভৎস ভীতি ফুটে উঠল মুখের চেহারায়। রিকি ফায়ার করল আবার, এবং ট্রিগারে এবার চেপে বসল বেনসনের আঙুল। অবিচল মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে বেনসন, মৃত্যুর পরোয়া করছে না, যেন টার্গেট প্র্যাকটিস করছে এমনিভাবে হাত স্থির রেখে ফায়ার করল, এবং রিকি বেরীর দু'চোখের ঠিক মাঝখানে গিয়ে লাগল বুলেটটা।

এবার কুইনেলের উদ্দেশে তাক করে ধরল পিস্তল। 'তুমিও ছিলে সেদিন,' বলে, লোকটাকে পিস্তল তোলার সুযোগ দিল না। এক গুলিতে বুক ফুটো হয়ে গেল ওর।

'আর কেউ আছ?' শান্তস্বরে বলল।

boighar.com

হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়িয়ে ওরা, কিন্তু দৃষ্টি ওদের বেনসনের দিকে নয়।

ফিরে চাইতে ওয়ালি মিটফোর্ডকে দেখতে পেল বেনসন। ভাঙা ডাল ব্যবহার করছে যুবক ক্রাচ হিসেবে, এবং ওর একটা পায়ে রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা, কিন্তু হাতে ধরা একটা সিক্স-শূটার। লোকগুলোকে কভার করছে।

'এসে গেছ,' বলল বেনসন।

'কি ভেবেছিলে, পারব না?'

ক্রনিন ও অন্যান্যদের উদ্দেশে ইঙ্গিত করল ও। 'যার যার পিস্তল ফেলে দাও। ওপরের টানেলে গাঁইতি আর বেলচা পাবে। নেমে এসে এই লোক দুটোকে দাফনের ব্যবস্থা করো।'

এক পা নড়েনি জে বেনসন। অসুস্থ ও ভারী অদ্ভুত এক মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে ওর, কিন্তু চোখ জনের দিকে, ছুটে যেতে মন চাইছে বাচ্চার কাছে। শরীরটা পরিচালিত করতে চেয়ে ব্যর্থ হলো সে, ভয়ানক দুর্বল বোধ করছে।

জন ও পামেলা আচম্বিতে দৌড়ে এল ওর কাছে। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে রাখতে রীতিমত কসরত করতে হলো বেনসনকে।

সযত্নে বেনসনকে বসিয়ে দিল ওরা খনির প্রবেশপথে এবং ওর কোটটা খুলে দিল পামেলা। রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে শার্টটা। কাঁধের হাড়ে আঘাত হেনেছে বুলেট, তারপর পেছনের মাংসপেশী ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

'দুটো গুলি লেগেছে। আরেকটা নিচের দিকে।'

বেল্টের পেছন থেকে শার্টের নিচের অংশ আলতো হাতে খুলে ফেলল পামেলা, এবং প্রায় একই সঙ্গে হেসে উঠল স্বস্তিতে। বুলেটটা ওর কার্তুজ বেল্টে লেগে, গতি পরিবর্তন করে ওপরে উঠে, চ্যাপ্টা হয়ে গেছে মানি বেল্টে ধাক্কা খেয়ে–সোনার কয়েনে বোঝাই মানি বেল্টের দুটো পকেটই।

'ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি,' বলল পামেলা, 'পিস্তলটা যখন হাত থেকে ফেললে না।'

'এছাড়া আমাদের বাঁচার আর কোন চান্স ছিল না। আমাদেরকে খুন ওরা করতই, আর আমি পণ করেছিলাম রিকিকে অন্তত মারবই, পারলে আরেকটাকেও নিয়ে যাব। ওয়ালি আসবে নিশ্চিত ছিলাম। দ্বিতীয় জুয়াটা ওটাই ছিল আমার। পরে বুঝতে পেরেছিলাম শৈলশিরায় ছায়ার মতন আমাকে অনুসরণ করেছে ওয়ালি। অস্পষ্ট শব্দ, ফিসফিসানি কিসের তখন ধরতে পারিনি।'

আগুন জ্বালতে ক্রনিনকে নির্দেশনা দিচ্ছে ওয়ালি। 'আমার চাইতে দেখি তোমারই বেশি আত্মবিশ্বাস ছিল,' বলল। 'কখনও কখনও আমার নিজেরই মনে হচ্ছিল পারব না বুঝি।'

একটু হেলান দিয়ে বসল জে বেনসন, আগুনের উত্তাপটুকু প্রাণ ভরে গ্রহণ করল। 'ভরসা না করার কোন কারণ আছে, বলো? পুরুষমানুষের কাজ ছেলে-ছোকরা দিয়ে করায় না গ্রান্ট।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওয়ালি মিটফোর্ডের। 'বুঝলে কিভাবে? ডেভিড বলেছিল সঙ্গে পাহারাদার দেয়া হয়েছে জানলে নাকি তুলকালাম কাণ্ড করবে তুমি।'

'জেনারেল গ্রান্ট আমার বন্ধু, আর ডেভিড তার বন্ধুদের জন্যে সর্বদাই উদ্বিগ্ন। প্রথমটায় গোণায় ধরিনি তোমাকে, কিন্তু পামেলার সঙ্গে পাহাড়ে দেখে সন্দেহ হলো।'

খলখল করে হাসছে ওয়ালি। 'আমার তো ভয়ই হচ্ছিল, তোমাকে ফলো করছি জানলে না আবার গুলি করে বসো। তবে বুঝতে পারছিলাম পাহাড়ে একা ছাড়তে চাইছ না তুমি মিস হপারকে। সেরকম লোকই নও তুমি।

'সিমোর কাছে জানলাম রূপার খনির ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছ। ব্যস, সুযোগ পেয়েই জুটে পড়লাম মিস হপারের সঙ্গে।'

আগুন উস্কে দিচ্ছিল ক্রনিন, মুখ তুলে চাইল এবার। মুখ শুকনো ওর, রক্তশূন্য। 'আমাদের ব্যাপারে কি ভাবছ তোমরা?'

ওয়ালির দিকে চকিত দৃষ্টি বুলাল বেনসন। 'কি বলো, ঝুলিয়ে দেব? এখানে এটাই নাকি নিয়ম। নাকি হার্কারের হাতে তুলে দেব? এসব লোকেদের নিয়ে কি করতে হবে তার চেয়ে ভাল আর কে বুঝবে?'

প্রতিবাদ করতে গেল ক্রনিন।

'এরা অত্যন্ত খারাপ লোক,' বলল ওয়ালি। 'এদের লম্বা হাঁটা মারানো হলে উচিত সাজা পাবে।'

'তবে তাই হোক,' বলল বেনসন, সিধে হয়ে বসেছে হাঁটুর ওপর রাইফেল ধরে। 'ট্রেইল ধরে সোজা নেমে যাবে, কোথাও থামাথামি চলবে না। পথে যদি দেখা হয়ে যায় তবে কিন্তু–'

'আমাদের ঘোড়াগুলোর কি হবে?' আপত্তির সুরে বলল পামেলা। 'ওগুলো তো নিয়ে যাবে।'

'ওগুলোকে খুঁজে পেয়ে সরিয়ে ফেলেছি আমি,' বলল ওয়ালি। 'একটা রাইড করেছি···এভাবেই অনুসরণ করে আসতে পেরেছি এখানে।'

ওরা চলে গেলে আগুনে খড়ি জোগান দিল ওয়ালি। 'ঝড় পুরোপুরি কাটেনি। যাই, কিছু জ্বালানীর ব্যবস্থা করে ফেলি।'

'ঠ্যাঙটাকে আরাম দাও,' বলল বেনসন। 'আমি আনছি।' সটান উঠে দাঁড়াল ও। মাথাটা একটু ঘুরে উঠলেও, আগের চাইতে সুস্থ বোধ করছে। কেটে গেছে বিপদ।

বাইরে বৃষ্টিতে বেরিয়ে এসে ক্ষণিকের জন্যে থেমে দাঁড়াল বেনসন, বৃষ্টি পড়ে পড়ুক, ভাল লাগছে ওর। পুবের ক্যানিয়নগুলোকে হুমকি দিচ্ছে বজ্রনির্ঘোষ; বেসিনের গা ছুঁই ছুঁই করছে ভারী মেঘ। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে টের পেল বেনসন, গত ক'মাসের সমস্ত উত্তেজনা ধীরে ধীরে ধুয়ে মুছে নেমে যাচ্ছে, ওর ভেতরে রেখে যাচ্ছে আশ্চর্য শান্ত-সমাহিত এক অনুভূতি।

এক হাতে খড়ি জড় করে, অন্য হাতের বাহুতে তুলে নিল ও, সতর্ক রইল জখমী কাঁধটায় যাতে চাপ না পড়ে। বেল্টের কাছে লাগা দ্বিতীয় গুলিটা বিশ্রী কালসিটে ফেলেছে, ব্যথা ব্যথা করছে জায়গাটা। কিন্তু জন তো অক্ষত আছে। ওই তো, পামেলার সঙ্গে বসে আছে বাচ্চাটা।

boighar.com

ওয়ালি মিটফোর্ড আহত পা-টাকে আরাম দিল, দরজা দিয়ে বাইরে চেয়ে বেনসনকে কাঠ কুড়োতে দেখছে। 'লোকটা খুব ভাল। আমি একজন পিঙ্কারটন ম্যান; আমি বলছি, লোক তো কতই আসল-গেল দেখলাম। এলোক হচ্ছে সেরাদের একজন।'

চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পামেলাকে এক ঝলক দেখে নিল। মেয়েটির কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে জন। 'ওর ওপর থাবা মারছ তো?' শুধাল ওয়ালি।

'খনিটা ছেড়ে দিতেও রাজি আছি কিন্তু ওকে নয়,' বলল পামেলা, লাজুক এক টুকরো হাসি ওর ঠোঁটের কোণে।

জে বেনসনকে এ সময় কেবিনের দিকে ফিরতে দেখা গেল। মরা একটা গাছ থেকে ভেঙে এনেছে এক গুচ্ছ ডাল। দরজার কাছে, ভেতরদিকে খড়িগুলো ফেলে দিল ও।

'বৃষ্টি ধরে এসেছে,' বলল বেনসন। 'যাই, ঘোড়াগুলো নিয়ে আসি।'

***

পরিবর্তন

সায়েম সোলায়মান

প্রথম প্রকাশ: ২০০৬

এক

পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্য। প্রকৃতিতে দিন শেষের লালচে আলো। কারসন সিটি থেকে বহু মাইল দূরের এই জনমানবহীন উপত্যকায় নির্জনতা আর নীরবতা একঘণ্টা আগে ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছিল শটগানের আওয়াজে, আবার জমাট বেঁধেছে নিজের নিয়মেই।

হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে লোকটা। শটগান তাক করে ওর সামনে এসে দাঁড়াল বুড়ো থিওডর রোল্যান্ড। ভূপতিত লোকটার দিকে একবার তাকিয়েই নামিয়ে নিল ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা। গুলি করার দরকার নেই আর। অনেক আগেই মারা গেছে অচেনা লোকটা।

মুখে লেগেছে ভারী বুলেট। দু'ফাঁক হয়ে গেছে কপাল, বেরিয়ে এসেছে ঘিলু; উড়ে গেছে একটা চোখ, আরেকটা ঢেকে গেছে কালচে রক্ত আর হলদেটে মগজে। নাক আর ডানদিকের চোয়াল উড়ে গেছে, দু'ঠোঁট উধাও, বেরিয়ে পড়েছে মাড়ি। পাঁচশো ফুট উঁচু থেকে পড়ে হাড়-মাংস সব ভর্তা হয়ে গেছে। বীভৎস! স্বয়ং স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ লোকটাকে চিনতে পারবে না এখন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল রোল্যান্ড। লোকটাকে মারতে চায়নি সে। অন্তত এভাবে তো নয়ই। আত্মরক্ষার তাগিদে করতে হয়েছে কাজটা, কিন্তু লাশটা দেখার পর নিজেকে খুনি বলে মনে হচ্ছে এখন।

হতাশ হয়ে লাশের পাশে মাটিতে বসে পড়ল সে। আকাশ-পাতাল ভাবনা পেয়ে বসল ওকে।

সে ঠিকই টের পেয়েছিল ফলো করা হচ্ছে ওকে। পাত্তা দেয়নি খুব একটা। কারণ চল্লিশ বছরের প্রসপেক্টিং জীবনে কম করে হলেও তিনশোবার কেউ-না-কেউ পিছু নিয়েছে ওর। অকর্মা তো আর কম নেই দেশে; পিছনে লেগেই থাকে সবসময়, জানার চেষ্টা করে হাঁড়ির খবর। রোল্যান্ডের গীবত গায় ওরা: বুড়ো একটা হাড়-কিপটা। ঘুরে বেড়ায় ফকিরের মতো। দেখায় আমার মাত্র দুটো প্যাকহর্স, কয়েকপ্রস্থ পোশাক, আর মাইনিং-এর সামান্য যন্ত্রপাতি। চল্লিশ বছর ধরে সোনা খুঁজছে অথচ জিজ্ঞেস করলে বলে একটা টুকরোও নেই আমার কাছে। কেন, এতিম ফিলকে পালেনি সে? কখনও কি কোনও কিছুর অভাব হয়েছে ওদের দু'জনের?

ওরা ভাবে রোল্যান্ড আসলে কাঁড়ি কাঁড়ি সোনার মালিক; নিউ মেক্সিকোর হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত পাথুরে উপত্যকা আর ধু-ধু মরুভূমির কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সব সোনা।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রোল্যান্ড। বিড়বিড় করে বলল, 'হায় রে বোকার দল! আমি সোনা খুঁজি মনের আনন্দে, কোটিপতি হওয়ার জন্য না।'

কিন্তু ভাগ্যের খেলা বড়ই বিচিত্র। চাইলে কোটিপতি হয়ে যেতে পারে রোল্যান্ড। সে-সুযোগ আছে ওর হাতে। কাছের এক নাম না জানা অপরিচিত উপত্যকায় এমন এক মাদারলোডের সন্ধান পেয়েছে সে, যেটা ক্লেইম করলে টাকা রাখার জায়গা থাকবে না ওর।

ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরল রোল্যান্ড। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিক-ওদিক। আঁধার নামছে। একটু একটু করে অদৃশ্য হচ্ছে এই বেনামী, বুনো, পানিহীন আর গোলকধাঁধাপূর্ণ উপত্যকা। রোল্যান্ডের দৃষ্টি ফিরে এল সামনে পড়ে থাকা লাশটার উপর।

এই লোকটার সঙ্গে আরও একজন ছিল। দু'জন মিলে রোল্যান্ডের পিছু নিয়েছিল দু'দিন আগে। কিন্তু থিওডর রোল্যান্ড বুড়ো হলেও পাকা ঘুঘু– অবচেতন মনে শুনতে পায় সতর্কসঙ্কেত। যে-জায়গায় কাজ করছিল, বিপদ টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে-জায়গা ছেড়ে রওয়ানা হয়ে যায় পিনোয়া রিমের উদ্দেশে। টানা দশ ঘণ্টা চলেছে; নিজে খায়নি, ঘোড়া দুটোকেও দানাপানি দেয়নি।

অচেনা লোকদুটোও টের পেয়ে যায়, পালাচ্ছে ঘুঘু। দু'দিক থেকে দু'জন ছুটে আসে। বাধ্য হয়ে একটা পাহাড়ি-ট্রেইল বেছে নেয় রোল্যান্ড। পাঁচশো ফুট ওঠার পর সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নেয়, প্যাকহর্স আর মালসামানসহ আড়াল করে নিজেকে। স্যাডলবুট থেকে বের করে ওর একমাত্র অস্ত্র– ভয়ালদর্শী এক শটগান। বের করে বুলেটের থলেটাও। অপেক্ষা করতে থাকে অনুসরণকারীদের জন্য।

প্রথমে ধোঁকা খেলেও রোল্যান্ডের ট্র্যাক ঠিকই খুঁজে পায় ওরা। একঘণ্টা পর দু'হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে পায়ে হেঁটে উপরে উঠে আসে একজন। লোকটাকে খুব কাছে চলে আসতে দেয় রোল্যান্ড। দূরত্বটা যখন মাত্র পনেরো ফুট, তখন শীতল কণ্ঠে বলে সে, 'কী চাও তোমরা?'

জবাব না দিয়ে পাঁই করে ঘোরে লোকটা। একই সঙ্গে টান দেয় পিস্তলের ট্রিগারে। উত্তপ্ত সীসা আঁচড় কাটে যে-বোল্ডারের আড়ালে রোল্যান্ড লুকিয়েছিল, সে-বোল্ডারের গায়ে। এসব ক্ষেত্রে দেরি করা মানে মৃত্যু, জানে রোল্যান্ড, তাই বাধ্য হয়ে সে-ও চাপ দেয় শটগানের ট্রিগারে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে নলটা উঠে যায় উপরের দিকে, অচেনা লোকটার বুকের বদলে মুখে আঘাত হানে বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় সে; প্রথমে কাটাগাছের মতো পাথুরে মাটিতে, তারপর পাথরের টুকরোর মতো ড্রপ খেয়ে পাহাড়ের কিনারা থেকে নীচে পড়ে যায়।

অপেক্ষা করতে থাকে রোল্যান্ড। শটগানে বুলেট ঢোকায়। ঘোড়া দুটোর সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলে। বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দেয়। ক্ষীণতম শব্দ শোনার আশায় খাড়া করে কান। ব্যর্থ হয়ে তাকায় ঘোড়া দুটোর দিকে। পিছনদিকে কান ঘুরাচ্ছে না জন্তুদুটো। তার মানে ট্রেইল ধরে উঠে আসছে না

দ্বিতীয় লোকটা।

ভরসা পায় রোল্যান্ড। ডুবন্ত সূর্যের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই নামিয়ে নেয় চোখ। ছায়া লম্বা হচ্ছে, কমছে আলো। দ্বিতীয় লোকটা নীচে ঘাপটি মেরে বসে থাকলেও অসুবিধা নেই– বোল্ডারের আড়ালে আড়ালে ছায়ায় গা ঢেকে লোকটার কাছে ঠিকই হাজির হতে পারবে রোল্যান্ড। টুঁটি চেপে ধরবে প্রয়োজন হলে। স্যাডলব্যাগ থেকে মোকাসিন বের করে সে। বুট খুলে নিয়ে পরে সেগুলো। ক্যান্টিন নামিয়ে এনে পানি গেলে দু'ঢোক।

তারপর আরেকবার চোখ তুলে তাকায় আকাশের দিকে। নিঃসঙ্গ একটা শকুন হাজির হয়েছে কখন যেন। ধীর গতিতে চক্কর দিচ্ছে। নীচে নামছে না কেন? দ্বিতীয় লোকটা কি এখনও রয়ে গেছে নীচে?

দিনের আলোটা মরে গেল হঠাৎ করেই। জায়গা ছেড়ে ওঠে রোল্যান্ড। গুড়ি মেরে এগোয়। আগে শটগান, পিছনে সে; কান খাড়া, চোখ চঞ্চল। কিন্তু কিছুই ঘটেনি। পাহাড়ি ট্রেইলটার পাদদেশে পৌঁছে আরেকটা বোল্ডারের আড়ালে লুকায় রোল্যান্ড। দূরে দেখতে পায় লাশটা।

দ্বিতীয় লোকটার পাত্তা নেই। প্রথম লোকটার ঘোড়াও উধাও। তার মানে যাওয়ার সময় দুটো ঘোড়াই নিয়ে গেছে লোকটা। আপনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে শটগান উঁচিয়ে লাশের সামনে এসে থামে রোল্যান্ড।

'কপালের লিখন,' লাশটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে বিড়বিড় করল রোল্যান্ড। শটগান রেখে পকেট থেকে বের করল সস্তা চুরুট। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, লোকটা মরে পড়ে আছে এখানে– জানতেও পারল না কেউ। চিল-শকুন ছিঁড়ে খাবে একে। কবর দেওয়ারও কেউ নেই। আমি মরলে কী হতো? কে কী করত আমার জন্য? ফিল কি কাঁদত? ও যেরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, ছন্নছাড়া...

পঁচিশ বছর আগের কথা। এই অচেনা উপত্যকা থেকে অনেক দূরে, টেক্সাসের এক রেড ইন্ডিয়ান এলাকায় প্রসপেক্টিং করছিল রোল্যান্ড। সে-এলাকা থেকে বছরখানেক আগে উচ্ছেদ করা হয়েছে ইন্ডিয়ানদের। বসতভিটা হারিয়ে ওরা প্রতিশোধ নেওয়ার নেশায় উন্মত্ত। সাদা চামড়ার লোক দেখলেই চোরাগোপ্তা হামলা চালায়; কখনও মেরে ফেলে, আবার কখনও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

একদিন বিকেলে ইন্ডিয়ানরা ধাওয়া করল রোল্যান্ডকে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ঘোড়ায় চড়ে ছুটল সে। কোনদিকে জানে না, ওর তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। জ্বলন্ত একটা রানশের সামনে হাজির হয় সে।

কেবিন, বার্ন, আস্তাবল– সব পুড়ছে। আগুনটা কারা লাগিয়েছে বুঝতে পারে রোল্যান্ড। দিক পাল্টানোর জন্য লাগামে টান দেয় সে। ধাওয়াকারী ইন্ডিয়ানরা কত দূরে আছে দেখার জন্য ঘাড় ফেরায়। আশ্চর্য হয়ে দেখে, কখন যেন চলে গেছে ইন্ডিয়ানরা। হয়তো কুসংস্কার– যে-জায়গায় একবার হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে সে-জায়গায় একই দিনে দ্বিতীয়বার আসতে চায় না।

পালাবার দরকার নেই বুঝতে পেরে রাশ টানে রোল্যান্ড। একটা বাচ্চার

boighar.com

কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় তখনই। কৌতূহলী হয়ে ওঠে সে। ঘোড়ার পেটে আবার গুঁতো দেয়। জ্বলন্ত কেবিন ছাড়িয়ে এগোয় কিছুটা সামনে। দেখতে পায় অক্ষত একটা শ্যাক। দরজার বাইরে মরে পড়ে আছে শ্বেতাঙ্গ এক মহিলা– বুকে, পিঠে, কপালে ডজনখানেক তীর গেঁথে আছে। একটু দূরে শ্বেতাঙ্গ এক পুরুষ। এর দেহেও প্রাণ নেই, কারণ ধড়ে মুণ্ডু নেই। এমন সময় আরেকবার কেঁদে উঠে অস্তিত্বের জানান দেয় বাচ্চাটা। ঘোড়া থেকে নেমে শ্যাকে ঢোকে রোল্যান্ড। এদিক-ওদিক তাকায়।

সবকিছু সাজানো-গোছানো। একটা খাট, কাঠের একটা আলমারি, ছোট্ট একটা গোল টেবিল ও দুটো চেয়ার। অসঙ্গতি মাত্র একটা– এককোনায় এলোমেলোভাবে জড়ো করে রাখা আছে কয়েকটা কাঠের বাক্স। নিজেরা মরার আগে সেগুলো দিয়ে আড়াল করে বাচ্চাটাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে গেছে বাপ-মা।

সেদিকে পা বাড়ায় রোল্যান্ড। কাছে গিয়ে সাবধানে সরায় একটা একটা করে বাক্স। দেখতে পায় বাচ্চাটাকে।

বাচ্চাটা শ্বেতাঙ্গ। ছ'মাস বয়সী। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হাত-পা ছুঁড়ছে। কিন্তু কাঁদছে না আর। ডান তর্জনী বাড়িয়ে দেয় রোল্যান্ড, মুঠো করে ধরে বাচ্চাটা। মায়া মায়া চোখে তাকিয়ে থাকে রোল্যান্ডের দিকে।

রোল্যান্ড জাত প্রসপেক্টর– প্রসপেক্টিং ওর নেশা, প্রসপেক্টিং ওর পেশা। বউ-বাচ্চা কিছুই নেই ওর, কোনওদিন হবেও না। তাই বলে নিজের বুকটা পাথরে বাঁধেনি সে। দয়া-মায়া-স্নেহ-ভালোবাসা সবই আছে সেখানে। এতিম বাচ্চাটার করুণ দু'চোখের দিকে তাকিয়ে ওর চোখে পানি এসে গেল। বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল সে।

পাহাড়ে, উপত্যকায়, মরুভূমিতে, অরণ্যে পালক-পিতা থিওডর রোল্যান্ডের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বড় হতে লাগল ফিল রোল্যান্ড।

আজ, থিওডর রোল্যান্ডের আঙুল ধরার পঁচিশ বছর পর, বুনো পশ্চিমের এক বুনো শহর কারসন সিটির ডেপুটি শেরিফ ফিল রোল্যান্ড। বয়সে সে যুবক, কিন্তু মানসিকতায় দামাল কিশোর– যত বড় দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, সবকিছুতেই বেফিকির।

থিওডর রোল্যান্ড নিজে ভবঘুরে হলেও ছেলের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল, কিন্তু পায়নি এখন পর্যন্ত। নাম-কা-ওয়াস্তে কারসন সিটির ডেপুটি শেরিফ হয়েছে ফিল, ওর স্বভাব-চরিত্র পাল্টায়নি একটুও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোল্যান্ড, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। 'একদিন বুঝবি, ফিল,' যাকে বলল কথাটা, সে এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে, 'ভবঘুরেমিতে সুখ আছে, স্বস্তি নেই। কথাটা আমার চেয়ে বেশি কে জানে? ওরকম হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে, ওরকম বেপরোয়া আর নিশ্চিন্ত থাকলে খুব বড় বিপদে পড়বি তুই।'

কারসন সিটি জায়গাটা সুবিধার নয় মোটেও। ওখানে নিরীহ গরু-ব্যবসায়ীরা

প্রতিদিন নাকাল হয় রাসলারদের হাতে। যখন-তখন যার-তার বুঁক ফুটো হয়ে যায় সীসার ধাক্কায়। অভিধানের সব শব্দ আছে সেখানে, কেবল আইন শব্দটা নেই। শেরিফ বুকে তারা ঝোলায় ঠিকই, কিন্তু হাবেভাবে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়, কাজটা না-করতে হলেই খুশি হতো সে। গেল বছর একদল রাসলারকে ধরতে গিয়ে ডেপুটি শেরিফ অ্যামবুশে মরল, কেউ রাজি হলো না ওর চাকরিটা নিতে, গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়ানো যার স্বভাব, সেই ফিল গিয়ে হাজির হলো শেরিফের অফিসে। দশ মিনিট পরই দেখা গেল ওর বুকেও ঝুলছে একটা তারা, ঠোঁটের কোণে ঝুলছে দুষ্টুমির হাসি।

ছেলে ডেপুটি-শেরিফ হয়েছে শুনে রোল্যান্ড প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি কোথায় যাওয়া উচিত ওর– ফিলের বাড়িতে, নাকি গোরখোদকারের আস্তানায়। একমাস কাটল, গোরখোদকারের দরকার পড়ল না। কারসন সিটির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হলো। ছেলের সঙ্গে দেখা করল রোল্যান্ড।

'তোকে কীসের জন্য ডেপুটি বানিয়েছে? বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আউট-লরা, আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিস তুই?'

'বাবা, এক পিস্তলবাজ আরেক পিস্তলবাজের গুলিতে মরবে– এটাই নিয়তি। আমাকে কিছুই করতে হবে না। ওরা খুনোখুনি করে মরুক, আমি থাকি আমার মতো।' পাইপ টেনে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জবাব দিয়েছিল ফিল। আরও বলেছিল, 'মহিলা আর শিশুরা যতক্ষণ নিরাপদে আছে ততক্ষণ আমি কিছুই করবো না। পৈত্রিক প্রাণটার দাম আছে না আমার?'

লাশটার দিকে তাকিয়ে ছিল বুড়ো রোল্যান্ড, ভাবছিল ফিলের ব্যাপারে; হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়।

সামনে পড়ে থাকা মানুষটা আকার-আকৃতিতে, শারীরিক গঠনে ওর মতো– হালকা-পাতলা, রোদেপোড়া বাদামি চামড়া, মাথায় ধূসর চুল। একে নিজের কাপড় পরিয়ে দিলে, প্যান্টের পকেটে প্রসপেক্টিং-এর কিছু কাগজপত্র ঢুকিয়ে দিলে, শার্টের পকেটে সোনার-গুঁড়োর একটা থলে রেখে দিলে সবাই ভাববে ও-ই মরেছে গুলি খেয়ে।

আরও একবার ভাবল রোল্যান্ড। উঁহু, ফাঁকিবাজিটা ধরার সাধ্য নেই কারও। গুলিতে সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে অচেনা লোকটার চেহারা। আগে থেকে না-জানলে রোল্যান্ডের সঙ্গে ওর পার্থক্য করা অসম্ভব। যে দেখবে লাশটা, সে-ই ধোঁকা খাবে।

উঠে দাঁড়াল রোল্যান্ড। সূর্য ডুবে গেছে, অন্ধকারে লাশ ছিঁড়তে আসবে না শকুনের পাল। কাল সকালে হামলা চালাবে ওরা। একটা দুটো নয়, ডজন ডজন। মাইল তিনেক দূর দিয়ে একটা ট্রেইল চলে গেছে ইউনিয়ন রানশের দিকে, সকালেই সেটা দিয়ে যাতায়াত করবে রাইডাররা। শকুনের তাণ্ডব চোখে পড়বে কারও-না-কারও। ছুটে আসবে এখানে, খুঁজে পাবে লাশটা। দুপুর হওয়ার আগেই কারসন সিটির সবাই জেনে যাবে, নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে বুড়ো থিওডর রোল্যান্ডকে।

boighar.com

জানবে ফিল রোল্যান্ডও।

তারপর কী হবে? যে-আউট-লদেরকে এতদিন ছাড় দিয়েছে, সে-আউট-লদের হাতেই মরেছে ওর বাবা শোনার পর কী করবে সে? শোধরাবে নিজেকে? শক্ত হাতে দমন করবে অপরাধীদের? নাকি আগের মতোই...

মাদারলোডটা ক্লেইম করার জন্য যথেষ্ট সময় আছে রোল্যান্ডের হাতে। এসময়ে যদি সে ভিন্ন পরিচয়ে লুকিয়ে থাকে কারসন সিটির আশপাশে কোথাও, যদি নিয়মিত খোঁজখবর পায় ছেলের, তা হলেই বুঝে যাবে পালক-পিতার জন্য কতটুকু মায়া আছে ফিলের মনে।

'আমাকে খুন করা হয়েছে শুনেও যদি কিছু না-করে ফিল ' বিড়বিড় করল রোল্যান্ড। 'তা হলে একটা কেন একশোটা সোনার খনি পেলেও কোনও লাভ হবে না আমার। কার জন্য রেখে যাবো এত টাকা? একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন অমানুষের জন্য?'

চাঁদ উঠল আকাশে। একাকী চাঁদকে সঙ্গ দিল অগুনতি তারা। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে সেই বোল্ডারের কাছে হাজির হলো রোল্যান্ড। ঘোড়া দুটো নিয়ে নেমে এল নীচে। এক তা কাগজ বের করল স্যাডলব্যাগ থেকে। চাঁদের আলোয় সেটাতে মনগড়া কিছু হিসাব লিখে লোকেশন পেপার বানাল। তারপর উলঙ্গ করল লাশটাকে, কাপড় ছাড়ল নিজেও। স্যাডলব্যাগ থেকে বের করে পরে নিল নিজের আরেকপ্রস্থ পোশাক। লাশটাকে পরাল ওর খুলে ফেলা কাপড়গুলো। মাপমতো এঁটে গেল, কোনও সমস্যা হলো না। লোকটার শার্ট প্যান্ট বুট আর হোলস্টার পুঁটুলি বেঁধে নিল, পরে দূরে নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে ছাই করবে।

সামান্য পরিমাণ সোনার-গুঁড়োর একটা থলে ঢুকিয়ে দিল লোকটার পরনের শার্টের পকেটে। নকল লোকেশন পেপারটা ঢুকাল জিন্সের পিছনের পকেটে। তারপর তাকাল নকল থিওডর রোল্যান্ডের দিকে। চাঁদের আলোয় মূর্তির মতো দেখাচ্ছে লাশটাকে। স্যাডলে উঠে বসল এবার রোল্যান্ড, গুঁতো দিল ঘোড়ার পেটে।

ইউনিয়ন রানশে যাওয়ার ট্রেইলটা ছাড়িয়ে আরও তিন মাইল দূরের একটা পরিচিত ট্রেইলে হাজির হলো সে মাঝরাতে। ক্যান্টিন থেকে হ্যাটে পানি নিয়ে ঘোড়া দুটোকে খাওয়াল একে একে। তারপর কষে চড় লাগাল জন্তু দুটোর পাছায়। ইউনিয়ন রানশের উদ্দেশে ছুট লাগাল ওরা। আজ হোক বা কাল, কেউ-না-কেউ দেখবেই ওগুলোকে। মার্কা আর মালসামান দেখে বুঝে যাবে ঘোড়া দুটো কার।

হাতে শটগান নিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে থিওডর রোল্যান্ড। বুলেটের থলেটা কোমরে বেঁধেছে সে। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা পুঁটুলি। তাতে অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র।

হাঁটতে আরম্ভ করল সে। এলাকাটা রুক্ষ হলেও একেবারে শুকনো নয়, সামনে দুয়েকটা ওয়াটার হোল পাওয়া যাবে। কপাল ভালো থাকলে শিকার মিলতেও ঝামেলা হবে না।

'তা হলে, ফিল,' বিড়বিড় করল রোল্যান্ড, 'খেল শুরু হলো। দেখা যাক কতটা পরিবর্তন হয় তোমার।'

দুই

বিচিত্র এক শহর কারসন সিটি। হাজার পদের লোকের বাস এখানে। প্রসপেক্টর বা পাঞ্চার থেকে আরম্ভ করে গরু-র‍্যাবসায়ী বা পেশীশক্তিবাজ। ওদের কেউ আইন মানে, আবার আইন ওদের কাউকে মানে। কাউকে দেখা যায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়, আবার কেউ রাস্তায় বের হওয়ার আগে দশবার ভাবে।

শহরের সবচেয়ে বড় সেলুনের নাম "ফাইভ স্টার"। দিন বা রাত, জুয়া বা মদ, বেশ্যা বা মারামারি– কিছু-না-কিছু নিয়ে সবসময় ফূর্তি করে সেলুনের খদ্দেররা। এখনও করছে।

এক কোনার একটা টেবিলে তাস খেলছে চারজন লোক। আর সবার সঙ্গে এদের পার্থক্য– এরা জুয়া খেলছে না, কিছু করার নেই বলে সময় কাটাচ্ছে। এদের একজন আবার সবার চেয়ে আলাদা। সুদর্শন ক্লিনশেভ্ড্ চেহারা, মুখে চুরুটের বদলে পাইপ, শার্টের বুকে ডেপুটি শেরিফের তারা। এর নাম ফিল রোল্যান্ড।

হঠাৎ খুলে গেল সেলুনের ব্যাটউইং দরজা। ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকল একজন লোক। চঞ্চলদৃষ্টিতে প্রথমে বার, পরে জুয়ার টেবিলগুলো দেখল সে। ফিলকে খুঁজে পেতে সময় লাগল না খুব একটা। গিয়ে দাঁড়াল সে কোনার টেবিলটার সামনে।

'কথা আছে তোমার সঙ্গে, ডেপুটি,' বলার ভঙ্গিতে অস্থিরতা, নিঃশ্বাসে মদের দুর্গন্ধ।

নির্ভেজাল কৌতুকের দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকাল ফিল। ওকে চেনে সে। বেঁটেখাটো, নোংরা এক পাঞ্চার। নাম বোতল গাস। বেশিরভাগ সময় মদের বোতল নিয়ে পড়ে থাকে বলে শহরবাসী ব্যঙ্গ করে ওই নামে ডাকে।

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরাল ফিল। 'বলে ফেলো।'

'এখানে বলা যাবে না। বাইরে চলো।'

খেলা থামিয়ে উঠতে হলো ফিলকে। বোতল গাসের সঙ্গে সেলুনের বাইরে বোর্ডওয়াকে এসে দাঁড়াল সে।

'এবার হাতেনাতে ধরেছি কুত্তাটাকে,' বলল গাস।

ভ্রূ কুঁচকাল ফিল। 'কার কথা বলছ?'

'জোসেফ অস্কার। গতরাতে বোতল নিয়ে গেলাম কোরালের পেছনে। কতক্ষণ পর জানি না, দেখি ছ'টা ঘোড়া নিয়ে সটকে পড়ছে হারামির বাচ্চাটা। নিজের চোখে দেখেছি।'

boighar.com

'ক'টা বোতল নিয়েছিলে সঙ্গে?' ঘোড়াচুরির ব্যাপারে গাসের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ নেই ফিলের।

কিছুক্ষণ ফিলের দিকে তাকিয়ে থাকল গাস। ডেপুটি ঠাট্টা করছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। একটু পর বলল, 'আমি কিন্তু নিজের চোখে দেখেছি।'

'মানুষ নিজের চোখেই দেখে। ...তা, কী করতে হবে আমাকে?'

'কী করতে হবে মানে! ঘোড়া চুরি করার শাস্তি কী জানো না তুমি?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ফিল, 'আর কে দেখেছে অস্কারকে চুরি করতে?'

'কেউ না। কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?'

'না,' ভদ্রতা করার প্রয়োজন বোধ করল না ফিল। 'নিয়ম হচ্ছে, দু'জন সাক্ষ্য দিলে ঘোড়াচোরকে ফাঁসি দেয়া যেতে পারে। তুমি এসেছ একা, তা-ও আবার মাতাল অবস্থায়। তোমার কথার কোনও দাম নেই।'

লাল হয়ে গেল গাসের চেহারা। কী বলবে ভেবে পেল না।

ফিল বলে চলল, 'ছ'টা ঘোড়া তো পকেটে ভরে নিয়ে যাওয়ার জিনিস না। একবারে নেওয়াও সবার পক্ষে সম্ভব না। কমপক্ষে দু'বার কোরালে ঢুকতে হয়েছে অস্কারকে। তখন গুলি করলে না কেন? নেশার ঘোরে ভুলে গিয়েছিলে পিস্তলের কথা?' গাসের কোমরের দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'হোলস্টার তো ঠিকই ঝুলিয়েছ।'

'হ্যাঁ, ওকে খুন করি, আর ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াই এক শহর থেকে আরেক শহরে– এটাই চাও নাকি তুমি?'

'তা হলে আর কী?' কাঁধ ঝাঁকাল ফিল। 'সেলুনে দেখা হলে অস্কারের মুখের ওপর বোলো: তুই ঘোড়াচোর। তারপর দু'জনে দাঁড়িয়ে যেয়ো রাস্তায়। হিসাবটা সোজা– যে আগে পিস্তল বের করে গুলি চালাবে, সে বাঁচবে। ...শোনো, আমার নাক টিপলে দুধ পড়ে না– ঠিকই বুঝতে পারছি অস্কারকে ফাঁসাতে চাচ্ছ তুমি।'

রাগ সামলাতে চোয়াল শক্ত করল গাস। বিষদৃষ্টিতে তাকাল ফিলের দিকে। 'কাজটা ভালো করলে না, ফিল। গতকাল রোল্যান্ডের ঘোড়া দুটো কিন্তু আমিই ফিরিয়ে এনেছি। আমাদের ইউনিয়ন রানশের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছিল ঘোড়া দুটো, চাইলে ও-দুটো বেচে ভালো কামাই করতে পারতাম...'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ফিলের। 'আর কিছু বলার আছে তোমার?'

'আছে,' মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে মাতাল গাসেরও। 'ডেপুটির তারাটা বুক থেকে খুলে পাছায় ঝোলাও তুমি। এটা কারসন না-হয়ে অন্য কোনও শহর হলে কবে লাথি মেরে বের করে দিত তোমাকে...'

শান্ত থাকার জন্য নিজের উপর জোর খাটাতে হলো ফিলকে। হাত তুলে রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'যাও, সময় থাকতেই ভাগো। নইলে...'

ফিলের কোমরের দিকে তাকাল গাস। হোলস্টার পরেনি ডেপুটি। 'নইলে?' হাসল গাস, হাত রাখল নিজের পিস্তলের বাঁটে। 'নাস্তা খেয়েছ সকালে? নাকি একটা সীসা খেতে চাও এখন? ঈশ্বরের শপথ, সহ্য করতে পারবে না...'

হঠাৎ নড়ে উঠল ফিল। ক্ষিপ্রগতিতে সর্বশক্তিতে ঘুসি মারল গাসের

চোয়ালে। একদিকে কাত হয়ে গেল গাস, হাত থেকে ছুটে গেল পিস্তলের বাঁট। ওর তলপেটে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারল ফিল। সামনে ঝুঁকে পড়ল গাস। কিছুটা পিছিয়ে গেল ফিল, বুটের গোড়ালি দিয়ে লাথি মারল গাসের নাকেমুখে। উড়ে গিয়ে বোর্ডওয়াকের উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল গাস, নড়ল না আর। অসম লড়াইটা শেষ হয়ে গেল পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই।

দু'কোমরে হাত রেখে কিছুক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল ফিল। কী করা যায়, ভাবছে। সেলুনে ফিরে গিয়ে কোনও লাভ নেই। তাস খেলা এখন বিষের মতো লাগবে। নিজের অফিসের উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে। হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল ওর বাবার কথা।

থিওডর রোল্যান্ডের ঘোড়া দুটো গাসই ফিরিয়ে এনেছে, কথাটা ঠিক। কিন্তু ঘটনাটা আসলে কী? কতবার প্রসপেক্টিং করতে কতদিকে গেছে রোল্যান্ড, কিন্তু এমন তো হয়নি কখনও! ঘোড়া আছে, মালসামান আছে, মানুষটা নেই। খারাপ কিছু ঘটল না তো?

গাস ঘোড়া দুটো ফিরিয়ে আনার পর থেকে দুশ্চিন্তাটা পেয়ে বসেছে ফিলকে। বিষণ্নতামুক্ত থাকার জন্য সেলুনে যাতায়াত বাড়িয়ে দিয়েছে সে। কখনও তাস খেলেছে অন্যমনস্কভাবে এবং হেরেছে, কখনও হুইস্কির গ্লাস সামনে নিয়ে বসে থেকেছে কিন্তু চুমুক দেয়নি, আবার কখনও গেছে ক্যাথির সঙ্গে গল্প করতে, কিন্তু আড্ডা জমাতে পারেনি।

ফিলের প্রথম এবং একমাত্র প্রেম ক্যাথি। ফিলের ভবঘুরে সত্তা যতবার ছুটে যেতে চায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে, ততবার ওর মানসপটে ভেসে ওঠে মেয়েটার অপূর্ব সুন্দর চেহারা, কোনও এক অদৃশ্য শক্তি গলা টিপে মারে ওর ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছাকে। শুধু ক্যাথির কথা ভেবেই এই ডেপুটি-শেরিফের চাকরিটা নিয়েছে সে। মেয়েটার দৃষ্টিতে নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে চেয়েছে। পেরেছে কি না জানে না।

ফিল বুকে তারা ঝোলানোর পর থেকে ওর দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকায় ক্যাথি। কিন্তু ওই পর্যন্তই, মুখ ফুটে কিছু বলে না। বলার কথাও নয়– মেয়েরা ভালোবাসার কথা কখনোই আগে বলে না।

নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দেয় ফিল– সবার সঙ্গে সব কথা বলতে পারো, অথচ একটা মেয়েকে, যাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসো, ভালোবাসার কথাটা জানাতে জিভ শুকিয়ে যায়? বুক কাঁপে? কেন? কোন্ জাতের পুরুষ তুমি?

জানে না সে। ভয় হয় ওর। প্রত্যাখ্যানের ভয়। ক্যাথি যদি বলে অন্য কাউকে ভালোবাসে, তখন কী করবে ও?

দিক পাল্টে কারসন হাউসের উদ্দেশে পা বাড়াল সে।

নাম যদিও হাউস, বাড়িটা আসলে হোটেল-কাম-রেস্টুরেন্ট। শহরের নামের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রেখেছেন ক্যাথির খালা। তিনিই মালিক। ভদ্রমহিলা বিধবা, নিঃসন্তান। ক্যাথি দু'বছর বয়সে এতিম হওয়ার পর দত্তক নেন ওকে। সবাই জানে, একদিন এই হোটেলের মালিক হবে ক্যাথি।

boighar.com

একটা হোটেলের ভাবী মালিক, কিন্তু একটুও ডাঁট নেই মেয়েটার। বরং রেস্টুরেন্টের জন্য খুব খাটে ও। কখনও রাঁধে, কখনও ওয়েইট্রেসের কাজ করে। ওর চমৎকার রান্নার কারণে হোক, কিংবা ওকে একনজর দেখার জন্য হোক, খদ্দেরদের ভিড় সবসময় লেগেই থাকে কারসন হাউসে।

ভিতরে ঢুকল ফিল।

আরেক কোনায় দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল ক্যাথি, ঢোকামাত্র ফিলকে দেখতে পেল। ফিলের উদ্দেশ্যে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। জবাবে ফিলও হাসল, নড করল। জানালার ধারের একটা টেবিলে গিয়ে বসল সে।

মেয়েটাকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে এল ক্যাথি। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, চোখে কৌতুক আর কৌতূহল। ফিলের মুখোমুখি বসল সে। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? আজ এত জলদি খিদে লেগে গেছে?'

মাথা নাড়ল ফিল। আপাদমস্তক দেখল ক্যাথিকে। মেয়েটার পরনে শার্ট, জিন্স আর রাইডিং বুট; মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। বলল, 'ঘুরতে যাচ্ছ মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'রেস্টুরেন্ট সামলাবে কে?'

'কে আবার? আমি না থাকলে যে সামলায় সে– খালা।'

'একা যাচ্ছ?'

'কেন?' একটা ভ্রূ উঁচু করল ক্যাথি। 'সঙ্গে যাবে নাকি?'

'ইয়ে...' হ্যাঁ বলতে গিয়েও বলতে পারল না ফিল, 'বলছিলাম শহরের অবস্থা ভালো না, একা গেলে দেখেশুনে যেয়ো...'

গম্ভীর হলো ক্যাথি। 'শহরের অবস্থা ভালো না কেন? তুমি কিছু করতে পারো না?'

'অবশ্যই পারি, কিন্তু আমার নীতিটাই অন্যরকম।'

'কীরকম? দেয়ালে পিঠ না-ঠেকলে থাবা দাও না?'

কথাবার্তা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে প্রসঙ্গ পাল্টাল ফিল, 'যেখানেই যাও, ফিরতে বেশি রাত কোরো না। গতকালও মারামারি হয়েছে শহরে। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছে এক মহিলা।'

ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না ক্যাথি। 'এত ভেবো না আমার জন্য। আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে এড, আবার ফিরিয়েও দিয়ে যাবে।'

এডের নাম শুনে মুখ কালো হয়ে গেল ফিলের। সারা কারসন সিটিতে মাত্র একটা লোককে হিংসা করে সে– এড উইলিয়ামস। শহরের বাইরে, ইসাবেলা নামের এক মাইনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট লোকটা। ঠাণ্ডা মাথা, ভদ্র ব্যবহার, চেহারাসুরত চলনসই, কামাই করে যথেষ্ট– বিয়ের বয়সী মেয়েরা ওর দিকে কেমন কেমন দৃষ্টিতে তাকায়। অন্য মেয়েরা যতবার খুশি এডের দিকে তাকাক, যত খুশি ভাব করুক ওর সঙ্গে, কিন্তু ক্যাথি একবার তাকালে, হেসে হেসে এডের সঙ্গে দুটো কথা বললে ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে ফিলের মনে।

'শোনো ক্যাথি, বাবার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে,' আবারও প্রসঙ্গ পাল্টাল ফিল।

'বলো।'

'শুনেছ নিশ্চয়ই, বাবার ঘোড়া দুটো পাওয়া গেছে, কিন্তু বাবা নিখোঁজ। দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার।'

'দুশ্চিন্তা! তোমার? সূর্য পশ্চিম দিকে উঠল নাকি?'

'এরকম কখনও হয়নি আগে,' খোঁচাটা এড়িয়ে গেল ফিল। 'একজন প্রসপেক্টরের জন্য ঘোড়া কী জিনিস ভালোমতোই জানো। মালপত্রসহ পাওয়া গেল ঘোড়া দুটো, কিন্তু বাবা...'

'তোমার বাবা ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন সম্ভবত।'

চুপ করে থাকল ফিল।

'তোমার উদাসীনতার ফল কী হলো দেখলে?' বলে চলল ক্যাথি। 'বুকে তারা ঝুলিয়েছ, কিন্তু দায়িত্ব পালন করো না। তোমার কারণেই আউট-লরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়ায় কারসন সিটির রাস্তায়। সেই আউট-লদেরই কেউ-না-কেউ তোমার বাবাকে...'

কথা শেষ করতে পারল না ক্যাথি। হুড়মুড় করে রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েছে এক লোক, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে এক ওয়েইট্রেসকে। হই-চই বেধে গেছে। ওয়েইট্রেসকে হাত ধরে তুলল লোকটা, বিনীত ভঙ্গিতে ক্ষমা চাইল। তারপর চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাল এদিক-ওদিক। ফিলকে দেখতে পাওয়ামাত্র এগিয়ে আসতে লাগল।

লোকটার নাম জ্যাক শেফার। এই এলাকার সবচেয়ে বড় রান্‌শ্‌ "ইউনিয়ন"-এর পাণ্ডার। কাজেকর্মে পটু, স্বভাব-চরিত্রে ভালো; তা ছাড়া শক্তিশালী এবং সাহসী। একে পছন্দ করে ফিল।

'কী ব্যাপার?' জ্যাক কাছাকাছি হওয়ামাত্র উঠে দাঁড়াল সে। 'কী হয়েছে?'

ক্যাথির উদ্দেশে একবার নড করেই ফিলের দিকে তাকাল জ্যাক। 'খারাপ খবর আছে।'

মুখ শুকিয়ে গেল ফিলের। খবরটা অনুমান করতে পারছে সে। তবুও বলল, 'কী?'

'রোল্যান্ডের লাশ পেয়েছি আজ সকালে।'

একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না ফিল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্যাকের দিকে।

'কেউ শটগান দিয়ে গুলি করেছে ওর মুখে। তারপর ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে। লোকেশন পেপার, সোনার-গুঁড়োর একটা থলে আর পরনের কাপড় দেখে ওকে চিনতে পেরেছি আমরা।'

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল ফিল। এখনও একদৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিন্তু কিছু শুনছে বা বুঝতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। ওর দু'চোখের কোণে পানি জমছে।

boighar.com

ঢোক গিলল ক্যাথি। 'তোমার ভুল হয়নি তো?'

ক্যাথির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল জ্যাক। 'ভুল হলে খুশিই হতাম। আমি একা না, আরও অনেকেই দেখেছে লাশটা।'

ক্যাথি কিছু বলল না। ফিল আগের মতোই নিশ্চুপ।

'মনে হয়...' একবার ইতস্তত করে বলতে লাগল জ্যাক, 'ডাকাতরা সোনা লুট করার জন্য হামলা চালিয়েছিল রোল্যান্ডের ওপর। সে বাধা দেয়। ডাকাতরা তখন গুলি করে ওকে। তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় পাহাড় থেকে নীচে...'

'লাশের সঙ্গে কী কী পাওয়া গেছে বললে?' গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রুর ধারা মুছতে মুছতে ভাঙা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ফিল।

একটা ঢোক গিলল জ্যাক। বলতে কষ্ট হচ্ছে ওরও। 'রোল্যান্ডের পাইপ। চ্যাপ্টা স্টেটসন হ্যাট, যেটা সবসময় পরত সে। লোকেশন পেপার আর সোনার-গুঁড়োর থলের কথা তো আগেই বলেছি।'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠল ফিল। কী করবে বুঝতে পারছে না। ধীর পদক্ষেপে হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে, শূন্যদৃষ্টিতে তাকাল বাইরে। যে-মানুষটা একদিন ওকে খুঁজে পেয়েছিল জ্বলন্ত এক রানশে, যে-মানুষটা একইসঙ্গে বাবা আর মায়ের ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছে ওকে, যে-মানুষটা নিজের কথা না-ভেবে ওকে খেতে দিয়েছে পরতে দিয়েছে, সে-মানুষটা আজ মৃত। অন্যায়ভাবে মারা হয়েছে মানুষটাকে– খুন করা হয়েছে। খুনি হয়তো নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই কারসন সিটিতেই। হয়তো... হয়তো ফিলের কারণেই খুনটা করার সাহস পেয়েছে খুনি।

কে খুন করেছে থিওডর রোল্যান্ডকে? নাম-না-জানা অচেনা কোনও আগন্তুক? নাকি রোল্যান্ডেরই পালক-পুত্র ফিলিপ রোল্যান্ড?

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে...

আগুন জ্বলে উঠল ফিলের বুকে। আবার ঝাপসা হয়ে গেল ওর দু'চোখ। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে দাঁতে দাঁত পিষল সে। ঘুরে ক্যাথির দিকে তাকাল। ওকেই দেখছে মেয়েটা। ক্যাথির বিষাদময় দু'চোখ ছলছল করছে। অবাধ্য দু'ফোঁটা অশ্রু আরেকবার নেমে এল ফিলের গাল বেয়ে, মুছে ফেলল সে। জ্যাককে জিজ্ঞেস করল, 'ব্রেকফাস্ট করেছ?'

'সময় পাইনি...'

'ক্যাথি, ওকে কিছু খেতে দাও। আমি যাচ্ছি কেস্টারের সঙ্গে কথা বলতে।... জ্যাক, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়নে যাবো। তোমার খাওয়া হলে সোজা চলে যেয়ো কোরালে। তোমার জন্য অপেক্ষা করবো আমি।'

কারসন সিটির শেরিফের নাম গর্ডন কেস্টার। বয়স ষাট, কিন্তু শক্তসমর্থ। ওর সাদা চুলগুলো এ-বয়সেও ঘন, চওড়া মুখটায় বলিরেখা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। ওর সবচেয়ে বড় দোষ– গা বাঁচিয়ে চলে, আইন যারা মানে এবং যারা মানে না, দু'দলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে।

কারসন সিটির কপাল খারাপ– ডেপুটি শেরিফ যেমন উদাসী, শেরিফও তেমনই ঢিলা।

এ-মুহূর্তে নিজের ডেস্কের পিছনে আরামদায়ক চেয়ারে বসে কতগুলো ওয়ান্টেড পোস্টার ঘাঁটাঘাঁটি করছে কেস্টার। মেজাজটা খারাপ ওর। কারণ দাগী আসামিদের দেখলে বা ওদের নাম শুনলে একটা কর্তব্যবোধ মাথাচাড়া দিতে চায় মনের ভিতরে। ন্যায়নীতি নিয়ে এখন আর ভাবতে চায় না সে। জানে সময় ফুরিয়েছে ওর, জীবনের শেষ দিনগুলো নিশ্চিন্তে আর আরামে কাটাতে চায়।

দরজা দিয়ে ফিলকে হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে ওর ভ্রূজোড়া আপনা থেকেই কুঁচকে গেল। বলল, 'জানি কী বলবে। তোমাকে খুঁজতে প্রথমে এখানেই এসেছিল জ্যাক, শুনিয়ে গেছে খবরটা।'

'এখন কী করবো আমরা?' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কেস্টারের মুখোমুখি বসে পড়ল ফিল।

'বলতে খারাপই লাগছে– কিছুই করার নেই আমাদের। শত শত স্ট্রেঞ্জার আছে এ-শহরে, ওদের যে-কেউ করে থাকতে পারে কাজটা। আবার এমনও হতে পারে, খুন করে অন্য কোনও শহরে পালিয়ে গেছে খুনি। রোল্যান্ডের সঙ্গে এবার ভালো মাল ছিল মনে হয়...'

'আবার অন্য কিছুও হতে পারে।'

'যেমন?'

'হয়তো বাবা কোনও খনি খুঁজে পেয়েছিল। কেউ চায়নি বাবা ক্লেইম করুক খনিটা, তাই মেরে ফেলেছে।'

ফিলের কথাটা ভেবে দেখল কেস্টার। তারপর মাথা ঝাঁকাল আনমনে।

'ঘোড়ার ব্যাপারটা খেয়াল করেছ?'

অন্যমনস্ক থাকায় প্রশ্নটা বুঝতে পারল না কেস্টার। 'কীসের ঘোড়া?'

'বাবার ঘোড়া দুটোর কথা বলছি। ইচ্ছে করলেই ওদুটোকে আটকে রাখতে পারত খুনি। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। মালসামানেও হাত দেয়নি। বাবার পকেটে পাওয়া গেছে সোনার-গুঁড়োর থলে। এটাও নেয়নি। এমনকী লোকেশন পেপারও ঠিক আছে। ...এসবের মানে কী?'

'মানে ডাকাতটা হয় বোকা, না-হয় ভদ্র।'

'দুটোর কোনটাই না হলে?'

ঠোঁট উল্টাল কেস্টার। 'জানি না।'

'বাবার কাছ থেকে এমন কিছু একটা নিয়েছে খুনি, যা খুবই মূল্যবান মনে হয়েছে তার কাছে।'

'যেমন?'

'এমন কোনও কাগজ, যা দুটো ঘোড়া অথবা এক থলে সোনার-গুঁড়োর চেয়ে দামি।'

'সোজা কথায় লোকেশন পেপার, নাকি? কিন্তু সেটা তো পাওয়া গেছে রোল্যান্ডের পকেটে!'

boighar.com

'আরও যে ছিল না নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল কেস্টার। 'সোনার খনিটা পেলে কোটিপতি হয়ে যেত রোল্যান্ড!' মাথা নাড়ল সে, তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কিন্তু এখানে, এই কারসন সিটিতে একটুকরো সোনাও বেচতে পারবে না খুনি। টের পেয়ে যাবে সবাই, শুরু হবে গোল্ডরাশ। চোখকান খোলা রাখতে হবে আমাদেরকে, ফিল; লোকটা যদি কখনও এখানে আসে, অমনি গিয়ে চেপে ধরবো ওকে। খনিটা কোথায় জেনে নেবো।'

'সোনা চাই না আমি। খুনিকে চাই। আরেকটা কথা– চল্লিশ বছর ধরে মাইনিং করছে বাবা, কিন্তু কখনও ডাকাতের পাল্লায় পড়েনি। গতকাল এমন এক জায়গায় ঘটনাটা ঘটল, যেখান থেকে কারসন সিটি খুব বেশি দূরে না। যদি বলি আমাদের দোষে খুন হয়েছে বাবা?'

'আমাদের দোষে!'

'হ্যাঁ, আমাদের দোষে।... পনেরো বছর আগে আইনের বালাই ছিল না এ-শহরে। তখন যদি বাবা খুন হতো, আজকের মতো আফসোস করতাম না। কিন্তু আমি ডেপুটি শেরিফ হওয়া সত্ত্বেও বাঁচাতে পারলাম না ভালোমানুষটাকে, আর তুমি শেরিফ হয়েও কিছু করতে পারলে না তোমার বন্ধুর জন্য।'

চুপ করে থাকল শেরিফ।

'আমরা কিছু করি না বলে সাহস এত বেড়েছে আউট-লদের যে, বাবাকে খুন করতে দ্বিধা করেনি।'

এবারও কিছু বলল না কেস্টার।

'কিন্তু আর না,' হাত মুঠো করল ফিল। 'খুনিকে ছাড়বো না আমি। প্রয়োজন হলে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করবো ওকে। প্রতিশোধ আমি নেবোই। আরও একটা কাজ করবো– প্রত্যেক আউট-লকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো এ-শহর থেকে। একজনকেও টিকতে দেবো না।'

নাক টানল কেস্টার। 'বাড়াবাড়ি করার কারণে তোমার আগের ডেপুটির কী হয়েছে মনে নেই?'

'বাড়াবাড়ি? কর্তব্যকে বাড়াবাড়ি বলছ তুমি?'

জবাব দিল না কেস্টার।

'গেল শুক্রবারের কথা,' ক্যাথি-প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না ফিল, 'অ্যালেক্সের একশো গরু নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চোরের দল। গত মাসে ছিনতাই হলো ইসাবেলার শ্রমিকদের বেতনের টাকা। দু'সপ্তাহ আগে ছুরি খেয়ে মরল এক মাইনার, কে বা কারা ফাটিয়ে দিল আমাদের ব্যাঙ্কারের মাথা। তিন দিন আগের ঘটনাটা তো আরও ভয়াবহ। অন্ধকারে ব্র্যান্ড চিনতে ভুল করে আরেকজনের ঘোড়া নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল ভালোমানুষ টনি। কী করল ওকে কিলেনের পাঞ্চাররা? গভীর রাতে এসে লটকে দিয়ে গেল উইলোর ডালে। আর গতকাল খুন করা হলো বাবাকে।'

'তো? কী করতে বলছ আমাকে? গুলি করে মারতে বলছ শহরের সব আউট-

লকে?'

'না। আউট-লদের মারতে হয় না, ওরা নিজেরা নিজেরাই লড়াই করে মরে। আমি চাই, লড়াইটা ওরা দূরে কোথাও গিয়ে করুক। ওদেরকে তাড়াতে চাই আমি। এ-কাজে তোমার সাহায্য দরকার।'

'দুঃখিত, সাহায্য করতে পারলাম না। বুড়ো হয়েছি, কবরে শোবার আগে যেভাবে আছি সেভাবেই কাটিয়ে দিতে চাই বাকি দিনগুলো। অ্যাডভেঞ্চারের শখ নেই আমার।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কেস্টারের দিকে তাকিয়ে থাকল ফিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'সামনের সপ্তাহে শেরিফ নির্বাচন। আমি দাঁড়াবো তোমার বিরুদ্ধে। তোমাকে হারাবো, তারপর নিজের খুশিমতো কাজ করবো। আমার ডেপুটি আমিই ঠিক করে নেবো। তবে তার আগে,' শার্টের বুক থেকে তারাটা খুলে কেস্টারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে, 'কাজে ইস্তফা দিচ্ছি আমি। পদত্যাগপত্র লিখে দেবো পরে। কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে বোলো, আইনশৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি ঘটায় ডেপুটি শেরিফ হিসেবে দায়িত্ব পালনে আর ইচ্ছুক নই আমি।'

উঠে দাঁড়াতে গেল সে, হাত ধরে টেনে ওকে বসাল কেস্টার। বলল, 'মাথা গরম কোরো না। তোমাকে সাহায্য করবো না বলেছি, কিন্তু তোমার কাজে বাধা দেবো, এমন তো বলিনি। তা ছাড়া আইনের লোক না হলে আউট-লদের তাড়াবে কীভাবে? ইস্তফা দিলে তুমি এ-শহরের সাধারণ একজন বাসিন্দা– তোমার যেমন অধিকার আছে এখানে থাকার, একজন আউট-লরও তেমন আছে। আপাতত রোল্যান্ডের ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করে যাও তুমি। আরেকটা কথা। নির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইছ দাঁড়াও, অসুবিধা নেই। তবে নির্বাচনে জিততে যা যা করতে হয় তুমি করবে তোমার মতো, আমি আমার মতো। ঠিক আছে?'

তারাটা ফিরিয়ে নিল ফিল, আঁটল বুকে। কেস্টারের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল দরজার উদ্দেশে।

'যাচ্ছ কোথায় এখন?' জিজ্ঞেস করল কেস্টার।

'ইউনিয়ন রান্‌শে।'

তিন

কারসন সিটি থেকে ছ'মাইল দূরে ইউনিয়ন রান্‌শ্। নিউ মেক্সিকোর সান্তা বোযোম পাহাড়শ্রেণী থেকে শুরু করে ডেলাওয়ারির পাথুরে মরুপ্রান্তরের ঘেসো জমির ত্রিশ মাইল পর্যন্ত ইউনিয়নের আওতায়। সান্তা বোযোমের পাদদেশে ত্রিকোণাকৃতির এক মেসা– ইউনিয়নের পানির উৎস রূপালী এক ঝরনার আশ্রয়স্থল। তবে বছরের এই সময়টায়, মানে গ্রীষ্মের শেষে, ক্ষীণ হয়ে এসেছে জলধারা; সূর্যতাপে পুড়ে খটখট করছে প্রকৃতি, চিড় ধরেছে আবাদি জমিতে।

boighar.com

ইউনিয়নের পশ্চিমে মরুভূমি। সেখানে দিনভর খেলা করে মরীচিকা। লোকে পারতপক্ষে যেতে চায় না সেদিকে। দক্ষিণে, বহু বহু মাইল দূরে, আবছামতো চোখে পড়ে কয়েকটা পর্বতচূড়া। একেবারে ন্যাড়া নয় সেগুলো, নানা জাতের পাহাড়ি গাছে ভরা।

উত্তরে ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়। পথ সেখানে বন্ধুর। তবে জমি খুবই উর্বর, কচি আর রসালো ঘাসে ভরা। জায়গাটা প্রাকৃতিকভাবে নিরাপদ, কিন্তু নতুন লোকদের জন্য গোলকধাঁধায় পূর্ণ। পুবদিকে বিশাল বিস্তৃত ডেলাওয়ারি উপত্যকা, সঙ্গে হাজার মাইলের ধু-ধু মরুভূমি। জায়গায় জায়গায় টিলা, কখনও কখনও একটা দুটো পাহাড়, আবার কখনও পাহাড়শ্রেণী– অজানা প্রকৃতির রহস্যময় বিস্তার।

ইউনিয়নের মালিক ডেল কার্নেগি বুঝতে পেরেছিল দেখা করতে আসবে ফিল। বাঙ্কহাউসের বাইরে, সানশেডের ছায়ায়, রকিং চেয়ারে বসে চুরুট টানছিল সে। ফিলকে দেখে উঠে এল।

কার্নেগি মাঝারি উচ্চতার। আবেগ বলে প্রায় কিছুই নেই ওর। কাজ আর টাকা ছাড়া অন্য কিছু টানে না ওকে। বয়স চল্লিশ, কিন্তু বিয়ে করেনি এখনও; প্রয়োজনও বোধ করে না।

'ওয়্যাগন শেডের নীচে রেখেছি লাশটা,' ফিলকে বলল সে। ওকে সেদিকে এগোতে দেখে পিছু ডেকে বলল, 'তোমার জায়গায় আমি থাকলে লাশটা দেখতাম না। সহ্য করা সম্ভব না।'

এটাই ভাবছিল ফিল। বাবার লাশের যেরকম বর্ণনা শুনেছে জ্যাকের কাছ থেকে, না-দেখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়েছে ওর। হঠাৎ অনুভব করল সে, দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি পাচ্ছে না। দিক পাল্টে কার্নেগির রকিং চেয়ারের দিকে এগোল সে, বসে পড়ল ধপ করে।

চুরুট টেনে চলল কার্নেগি। কিছুই বলছে না। আসলে সামলে নেওয়ার সময় দিচ্ছে ফিলকে। একসময় ওর মনে হলো ধাতস্থ হতে পেরেছে ফিল। মুখ থেকে চুরুট সরাল সে। 'কী করতে চাও এখন? বদলা নেবে? ধাওয়া করতে চাও খুনিকে?... কাউকে দরকার থাকলে বলো, তোমার সঙ্গে পাঠাই। তবে আগেই বলে রাখি, যেখানে পাওয়া গেছে লাশটা, সেখানে গিয়ে লাভ নেই। আমি গিয়েছিলাম– খুনির কোনও ট্র্যাক পাইনি। শুধু আমি না, আরও অনেকেই খুঁজেছে; কিন্তু পায়নি কিছুই।' লম্বা-চওড়া এক লোক কাছে এসে দাঁড়াল এমন সময়, ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখে নিয়ে বলে চলল কার্নেগি, 'এই যে, বব এসে গেছে। রোল্যান্ডের লাশটা ও-ই খুঁজে পেয়েছে।'

মাথা থেকে হ্যাট খুলে হাতে নিল বব। বলল, 'রোল্যান্ডকে চিনতাম আমি। ভালোমানুষ ছিল। ঈশ্বরের কী ইচ্ছা তিনিই জানেন– দিলদরিয়া মানুষটাকে এত কষ্ট দিয়ে মারলেন।... লাশটা দেখেছ?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ফিল।

'ভালো করেছ। একে তো শটগানের গুলি খেয়ে পাঁচশো ফুট ওপর থেকে

পড়েছে, তার ওপর শকুনের দল মাংস বলতে প্রায় কিছুই রাখেনি। গলাছিলা বজ্জাতগুলো দাপাদাপি করে মুছে দিয়েছে সব ট্র্যাক।'

'লাশটা এখানেই কোথাও কবর দেবার ব্যবস্থা করো, কার্নেগি,' বলল ফিল। 'শহর পর্যন্ত নিয়ে যাবার দরকার নেই আর। কাউকে বলো, পাদ্রি ডেকে আনুক।'

ডিনারের কিছুক্ষণ আগে শেষ হলো দাফন-কাফনের কাজ। এরপর কার্নেগির সঙ্গে ওর লিভিংরুমে গিয়ে বসল ফিল।

'ডিনারটা সেরেই যাও বরং,' প্রস্তাব দিল কার্নেগি।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ফিল।

'কেস্টার কী বলে রোল্যান্ডের খুনের ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল কার্নেগি।

কেস্টারের সঙ্গে সকালে যা যা কথা হয়েছে, বলল ফিল।

'ওই বুড়োকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না,' মন্তব্য করল কার্নেগি। 'ওর বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ালে উচিত কাজটাই করবে। আগে থেকেই ভাবছিলাম কথাটা, কিন্তু তোমাকে বলার সুযোগ পাইনি।'

'তোমার সাহায্য পেলে উপকার হয় আমার।'

'কী করতে পারি?'

'ভোট দিতে পারো আমাকে।'

'তা না-হয় দিলাম। কিন্তু আমার একার ভোটে...

'একা না। তোমার এখানে যারা কাজ করে, সবাইকে বলতে পারো আমাকে ভোট দিতে। তোমার কথা শুনবে ওরা। কাউন্টির অন্য রানশারদেরকেও বলতে পারো। ওরা বলবে আরও লোককে। এভাবে বাড়বে সংখ্যাটা।'

'হুঁ,' ভ্রূ কুঁচকাল কার্নেগি।

'তবে মাইনারদের ভোট একচেটিয়া পাবে কেস্টার। কারণ ওরা যখন যা চেয়েছে করতে পেরেছে কেস্টারের কারণে। এমন কী আমিও কয়েকবার বাধা দিতে গিয়েছিলাম, কেস্টার মানা করায় হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছি।'

'শহরের লোকজনের কী অবস্থা? তোমাকে দেবে ভোট?'

'মনে হয়। ওরা আমার চেয়ে কেস্টারের ওপর বেশি ক্ষ্যাপা।'

'আর মেক্সিকানরা?'

'জানি না। ওরা আমাদের দু'জনের কাউকেই পছন্দ করে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল কার্নেগি। তারপর বলল, 'পোড় খেয়েছ তুমি, ভালো একটা কাজ করতে চাইছ কারসন সিটির জন্য, তোমাকেই সাহায্য করা উচিত।'

'ধন্যবাদ,' উঠে দাঁড়াল ফিল। 'আরেকটা কথা। কাউন্টিতে যেসব রানশার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে রাসলিং-এর সঙ্গে জড়িত তাদের একটা লিস্ট দরকার আমার।'

মাথা ঝাঁকাল কার্নেগি, কিছু বলল না।

'এ-এলাকার সব রানশারের কাছ থেকে এরকম একটা করে লিস্ট চাইবো আমি। একটা লিস্টের সঙ্গে আরেকটা লিস্ট মেলালে রাসলারদের ব্যাপারে অনেক

boighar.com

কিছু জানতে পারবো আশাকরি।'

'কিন্তু,' কিছুক্ষণ ইতস্তত করল কার্নেগি, 'ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়? মানে, ধরো আমি যাদের নাম দেবো, তারা তো আমাকে...'

'পোস্টঅফিসে আমার নামে আলাদা বক্স আছে, লিস্টটা পোস্ট করে দিয়ো আমার নামে। লিস্টে তোমার নাম সই কোরো না, তা হলে ফাঁস হবার ভয় থাকবে না।'

'ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, ফিল।'

বাঁকা হাসি হাসল ফিল, প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'ডিনারের প্রস্তাব দিয়েছিলে না? চলো, খেতে বসি।'

চার

কুকশ্যাকটা বাঙ্কহাউসের পাশে। পাঞ্চারদের সঙ্গে সেখানে বসে ডিনার সেরে নিল ফিল আর কার্নেগি। তারপর একজন পাইপ আরেকজন চুরুট ধরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

'এবার কোথায় যাবে?' নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল কার্নেগি।

'জ্যাসপারে। তারপর সুযোগ পেলে বার হুইপে।'

আশ্চর্য হলো কার্নেগি। 'ওখানে কেন?'

'আজ থেকেই প্রচারণা শুরু করবো। এখানে এসেছি যখন, ভাবছি রাত নামার আগে কথা বলে যাই দুয়েকজন রানশারের সঙ্গে।'

'নির্বাচনের ব্যাপারে আমি যে তোমাকে সাহায্য করবো বলেছি জানিয়ো ওদেরকে। কাজে দেবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ফিল। অস্ফুটস্বরে ধন্যবাদ জানাল কার্নেগিকে। তারপর ঘোড়ায় চেপে রওয়ানা হয়ে গেল গন্তব্যে। ঘণ্টাখানেক পর জ্যাসপারে যাওয়ার বন্ধুর, পাহাড়ি ট্রেইলে উঠল ওর ঘোড়া।

জ্যাসপার স্প্রেডের মালিকের নাম জ্যাসপার। মালিকের নামেই স্প্রেডটার নাম। কারসনের উত্তরে রানশটা।

মধ্যম গতিতে আরও এক ঘণ্টা চলার পর হাজির হলো ফিল সবুজ ঘাসে ছাওয়া আর ছোট-বড় পাথরে ভরা একটা উপত্যকায়। বাম দিকে খাড়া একটা পাহাড়, আরেকটু আগে বাড়লে ডানে পড়বে ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ভরা একটা টিলা। সেটা ছাড়ানোর পর রাশ টানল ফিল।

আকাশে চাঁদ আর মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছে। উপত্যকাটা একবার ঢেকে যাচ্ছে আঁধারে, মিনিটখানেক পর হচ্ছে ছায়াময়, আবার কখনও উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয়। থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে শেষ-গ্রীষ্মের সান্ধ্য

বাতাস। একটু একটু করে ঠাণ্ডা হচ্ছে সারাদিনের সৌরতাপে পোড়া প্রকৃতি।

পাইপ ধরাল ফিল। পশ্চিম রুক্ষ, পশ্চিম বুনো– এরকম কতই না গাল দেয় লোকে, কিন্তু কেউ কি কখনও চোখ মেলে দেখেছে পশ্চিম কত সুন্দর, পশ্চিম কত আকর্ষণীয়? এখানে যে জন্মেছে সে এর মায়া ছেড়ে কখনও কি পুবে যেতে পেরেছে? গেলেও স্থায়ী হতে পেরেছে কি?

থিওডর রোল্যান্ড বলত, 'লোকে পশ্চিমের রুক্ষতাটাই দেখে শুধু, সৌন্দর্যটা দেখতে পায় না। আমার মায়ের সুতার ঝুড়িতে যত রঙের সুতা ছিল, তার চেয়েও বেশি রঙ আছে পশ্চিমের এই দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতিতে। আমার চেয়ে বেশি কে জানে কথাটা? চল্লিশটা বছর, বুঝলি, চল্লিশটা বছর প্রসপেক্টিং করেছি...'

প্রসপেক্টিং শব্দটা মনে পড়ায় অকারণেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ফিল। কী যেন একটা মনে পড়ি পড়ি করছে, কিন্তু পড়ছে না।

চিন্তিত ছিল বলে পাইপে টান দিতে ভুলে গিয়েছিল সে, তাই নিভে গেছে পাইপ। পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে আগুন ধরানোর সময় হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কথাটা।

অদ্ভুত এক স্বভাব ছিল থিওডর রোল্যান্ডের। মাইনিং করার সময় ভালো কোনও নমুনা পেলেই কাজ ফেলে ছুটে আসত কারসন সিটিতে, নমুনাটা দেখাত গ্লেন ম্যাথিউজকে। নমুনা যাচাই করে ক্লেইমের ব্যাপারে ধারণা দিতে পারে ম্যাথিউজ। অ্যাসে অফিসে অনেক বছর ধরে কাজ করছে সে।

'এবার যে-জায়গায় কাজ করছিল বাবা,' বিড়বিড় করল ফিল, 'সেখানে নিশ্চয়ই ভালো নমুনা পেয়েছিল। তার মানে ম্যাথিউজের সঙ্গে কথা বলতে হবে...' ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল সে। অন্যমনস্ক থাকার কারণে একটু জোরেই খোঁচা দিয়ে ফেলল। চমকে উঠল ঘোড়াটা। লাফিয়ে আগে বাড়ল। এবং একারণেই বেঁচে গেল ফিল।

ঘোড়াটা আগে বাড়ামাত্র গুলির আওয়াজ হলো। নিশানা করা হয়েছিল ফিলের বুক বরাবর, কিন্তু বুলেটটা ওর ডান কাঁধে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল। কী ঘটছে বুঝতে পারল ফিল সঙ্গে সঙ্গে।

রাশ টেনে ধরল সে। হঠাৎ থামার আদেশ পেয়ে পিছনের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। তাড়াহুড়ো করে স্যাডল ছেড়ে নামতে গেল ফিল। ওর ডান পা-টা আটকে গেল রেকাবে। চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। ভয় পেয়ে ছুট লাগাল ঘোড়াটা। ঠিক তখনই আবারও গুলি করল কেউ। কিন্তু ফিলের অনেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

সবগুলো ঘটনা ঘটতে তিন সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

রেকাব থেকে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে না ফিল। ধীর গতিতে ছুটছে ঘোড়াটা, সঙ্গে করে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ফিলকে। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে সে, কিন্তু পাত্তা দিচ্ছে না। চলমান টার্গেটে গুলি লাগাতে অসুবিধা হবে অ্যামবুশারের, যত দক্ষ বন্দুকবাজই হোক না কেন সে। এটাই চাইছে ফিল।

একটা বড় ঝোপ অতিক্রম করার সময় দু'হাতে ঝোপটা আঁকড়ে ধরল সে।

boighar.com

জোরে টান লাগল ডান পায়ে। রেকাব থেকে ছুটে গেল পা-টা। সঙ্গে সঙ্গে কনুই-এ ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে লাগল ফিল। ঢুকে গেল ঘন ঝোপটার আড়ালে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা উঁচু আর চওড়া পাথর দেখতে পেল কিছুটা পিছনে। গড়াতে আরম্ভ করল সে, থামল পাথরটার পিছনে গিয়ে। ঠিক তখনই তিন নম্বর বুলেট কাঁপিয়ে দিল ঝোপটাকে। কয়েক সেকেন্ড আগে এটার আড়ালেই ছিল ফিল।

হোলস্টারের দিকে তাকাল সে। আশ্চর্য হলো কিছুটা। সিক্সশুটারটা জায়গামতোই আছে। অস্ত্রটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল সে।

মেঘের আড়ালে চলে গেছে চাঁদ। পুরো উপত্যকায় এখন ছায়া ছায়া অন্ধকার। স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। স্বস্তি বোধ করল ফিল, আবার ক্ষোভও জাগল ওর মনে। অ্যামবুশার যেমন দেখতে পাচ্ছে না ওকে, তেমনি সে-ও দেখতে পাচ্ছে না লোকটাকে।

প্রলম্বিত হ্রেষা শোনা গেল হঠাৎ। ফিলের ঘোড়াটা ডেকে উঠেছে। বোধহয় অস্বস্তিতে ভুগছে। ক্রমাগত মাথা নাড়ছে জন্তুটা, তাই সেটার ঘাড়ে-গলায় লাগাম ঘষা খাওয়ার শব্দও শোনা গেল পরিষ্কার। আর কোনও আওয়াজ নেই।

বাম হাত দিয়ে ডান কাঁধের পিছনটা স্পর্শ করল ফিল। ভিজে গেছে। ক্ষীণধারায় বের হচ্ছে রক্ত। হাড় ছোঁয়নি বুলেট, মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে।

মেঘের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে চাঁদ। অন্ধকার ফিকে হচ্ছে ক্রমশ। এদিক-ওদিক তাকাল ফিল, কিন্তু অ্যামবুশার কোথায় আছে অনুমান করতে পারল না। হাত বাড়িয়ে কাঁধের ক্ষতটা আবার স্পর্শ করল সে। আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করল কোনদিকে লেগেছে বুলেট এবং কোন্‌দিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর মনে হলো, বাম দিক থেকে এসেছে বুলেটটা।

তার মানে পাহাড়ের উপর বসে আছে লোকটা। অথবা বসে ছিল। হয়তো চলে গেছে এতক্ষণে।

সামনের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গেছে ঘোড়াটা। স্যাডলবুটে আছে রাইফেল। পেতে চাইলে যেতে হবে ঘোড়ার কাছে। পিস্তল আছে হাতে, কিন্তু পিস্তল দিয়ে দূরের পাহাড়ে গুলি করা মানে বুলেটের অপচয় করা। সুতরাং করার মতো কাজ একটাই আছে– যেখানে যেভাবে আছে ফিল, সেখানে সেভাবে পড়ে থাকা। ধৈর্যের খেলা খেলতে হবে অ্যামবুশারের সঙ্গে।

পনেরো মিনিট কাটল। মড়ার মতো পড়ে আছে ফিল; হাতে পিস্তল, দু'চোখে সতর্ক দৃষ্টি, কান খাড়া।

মৃদুমন্দ বাতাসে নড়ছে ঝোপঝাড়, খসখস শব্দ অস্থির করে তুলেছে ফিলকে। অ্যামবুশারের দেখা নেই, চঞ্চল চোখজোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ। পিস্তলের ট্রিগার লেপ্টে থাকা ডান তর্জনী কাঁপছে অল্প অল্প।

কাটল আরও পনেরো মিনিট।

দু'হাত ব্যথা করছে ফিলের। পাঁজরের উপর সারা দেহের ভার, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঘামে ভিজে গেছে শার্ট। জ্বলছে দু'চোখের কোণ। ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

ডান দিকে, বিশ ফুট দূরে স্যান্ডস্টোনের একটা স্ল্যাব। গড়াতে গড়াতে সেটার আড়ালে চলে এল সে। গুলি করল না কেউ, অস্বাভাবিক কোনও শব্দও শোনা গেল না। স্ল্যাবের আড়াল থেকে উঁকি দিল ফিল।

আরও ত্রিশ ফুট দূরে, পুরো পরিবেশের সঙ্গে বেমানান এক ক্যাকটাস গাছের পিছনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। ঝিমুচ্ছে, কিন্তু কান ঘুরিয়ে রেখেছে এদিকে। ফিলের গড়ানোর আওয়াজ পেয়েছে।

কিন্তু অ্যামবুশারের সাড়া নেই। লোকটা আছে, নাকি চলে গেছে, বোঝা গেল না।

পাথরের স্ল্যাবে পিস্তলের বাঁট দিয়ে দু'বার জোরে আঘাত করল ফিল। নিস্তব্ধ রাতে অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যাবে শব্দটা। আগের জায়গায় থাকলে অ্যামবুশারও শুনবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ফিল, কিন্তু কিছুই ঘটল না।

ধৈর্য হারাল সে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল স্ল্যাবের আড়াল থেকে। এগিয়ে চলল ঘোড়ার দিকে।

সহজ টার্গেট সে এখন। দশ বছরের বাচ্চা ছেলেও চাইলে গুলি করে শুইয়ে দিতে পারে ওকে চিরদিনের জন্য। কিন্তু ঘটল না তেমনটা। শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ঘোড়াটা। এগিয়ে চলা ফিলকে চিনতে পেরে আগ্রহ হারাল, এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকিয়ে ঝিমুতে লাগল আগের মতো।

ঘোড়ার কাছে গিয়ে থামল ফিল। হোলস্টারে ভরল পিস্তল। স্যাডলবুট থেকে বের করল রাইফেল। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল দুশো গজ দূরের পাহাড়টার দিকে। সম্ভবত ওখান থেকেই গুলি করেছে অ্যামবুশার।

বেঁটে পাহাড়টাকে চাঁদের আলোয় দেখাচ্ছে রাক্ষুসে কোনও মূর্তির মতো। মনে হচ্ছে অশুভ কিছু একটা অপেক্ষা করছে সেখানে, সময় হলেই তেড়ে আসবে ফিলের দিকে। তলপেটে সুড়সুড়ি টের পেল ফিল। লম্বা করে দম নিল সে। পাহাড়টার দিকে কোন্ পথে যাবে ঠিক করল।

পুরো এলাকাটাই পাথুরে। ছোট-বড় পাথরের বোল্ডার পড়ে আছে এখানে-সেখানে। মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ামাত্র বের হলো ফিল। বড় বড় বোল্ডারের আড়ালে থেকে এগোতে লাগল। বেঁটে পাহাড়টার পাদদেশে গিয়ে যখন পৌঁছাল সে, ততক্ষণে দু'বার মেঘের ঘোমটা সরিয়ে উঁকি দিয়েছে চাঁদ, দু'বারই আবার মুখ লুকিয়েছে অজানা কোনও লজ্জায়।

আবছা আঁধার। স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না সবকিছু। চোখে পড়ছে না কাউকে। বাতাস পড়ে গেছে, পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা একটা-দুটো ঝোপ নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছে তাই। ঢাল বেয়ে উঠতে আরম্ভ করল ফিল। রাইফেলের বাঁট ঠেকিয়ে রেখেছে কোমরে, ট্রিগারে আঙুল।

পাহাড়ের মাথায় চড়তে বেশি সময় লাগল না ওর। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাল সে। এত উঁচু থেকে আশপাশের অনেকখানি চোখে পড়ছে অনায়াসে। কাউকে দেখা গেল না। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল এমন সময়।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফিল। দেখল, আধপোড়া একটা ম্যাচের কাঠি পড়ে

boighar.com

আছে মাটিতে। বুটের ছাপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদিকে-সেদিকে। বিশেষত্ব নেই ছাপগুলোতে।

রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রেখে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল ফিল। পাইপ ধরাল। দিগন্ত-বিস্তৃত উপত্যকার দিকে তাকিয়ে নিজেকেই বলল, 'লোকটাকে ট্র্যাক করে লাভ হবে না। এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে সে। কিন্তু... কে লোকটা? এমন কেউ, যে জানত আমি যাবো এখান দিয়ে। কে জানত?'

ধোঁয়া ছাড়ল সে। *ইউনিয়ন রানশের অনেকেই জানত আমি যাচ্ছি জ্যাসপারে। ওদের কেউ কি ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিল? আমি মরলে ওদের কার কী লাভ?*

উত্তরটা ভেবে বের করতে পারল না সে। আবার বিড়বিড় করতে লাগল, 'লোকটা ইউনিয়নের না-ও হতে পারে। হয়তো কারসন সিটিরই কেউ। আমাকে শহর ছেড়ে বের হতে দেখে পিছু নিয়েছে। আড়ালে থেকেছে সবসময়। কারসনের দিকে ফিরতে না-দেখে বুঝে গেছে জ্যাসপারে যাচ্ছি। তখন অন্যদিক দিয়ে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উঠেছে এই পাহাড়ের ওপর। এই লোকই কি খুন করেছে বাবাকে? এখন লেগেছে আমার পেছনে? কেন?'

পাইপ নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। মাটি থেকে তুলে নিল রাইফেল। ঢাল বেয়ে নেমে এল নীচে, ফিরে এল ঘোড়ার কাছে। স্যাডলবুটে রাইফেল রেখে খুলে ফেলল শার্ট। গলায় বাঁধা রুমালটা খুলল। বাম হাত আর দাঁতের সাহায্যে সেটা পেঁচিয়ে বাঁধল ডান কাঁধের ক্ষতের উপর। তারপর শার্ট পরে নিয়ে চড়ে বসল স্যাডলে।

দেরি হয়ে গেছে অনেক, আজ আর জ্যাসপার বা বার-হুইপে যাওয়ার সময় নেই। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ফিল। রওয়ানা হলো কারসন সিটির উদ্দেশে।

তিন দিন কেটে গেছে। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত ফিল। এই তিনদিনে দশটা রানশে গেছে সে, কী করতে চায় বুঝিয়ে বলেছে রানশারদেরকে। কেউ শুনেছে মনোযোগ দিয়ে, আবার কেউ ভ্রূ কুঁচকে। কেউ উৎসাহ দিয়েছে ফিলকে, আবার কেউ হুঁ-হ্যাঁ করা ছাড়া বিশেষ কিছু বলেনি।

তবে সবাই যখন শুনেছে কারসন সিটি থেকে সব আউট-লকে তাড়াতে চায় ফিল, তখন একবাক্যে বলেছে, 'ঠিক আছে, আমরা আছি তোমার সঙ্গে।'

'শুধু আউট-লদেরকেই নয়,' সবাইকে বলেছে ফিল, 'এ-এলাকায় রাসলিং যারা করে কিংবা করতে সাহায্য করে, তাদেরকেও তাড়াবো আমি। ওদের নামের একটা তালিকা আমাকে পাঠাবে তোমরা। যাকেই সন্দেহ হয়, তার নামই লিখবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই– কে কী পাঠিয়েছ গোপন রাখবো, জানতে দেবো না অন্য কাউকে।'

চতুর্থ দিন সকালে ডানকাঁধের ক্ষতটা নিজেই পরিচর্যা করল সে। তারপর গেল ক্যাথির সঙ্গে দেখা করতে। কারসন হাউসে যখন ঢুকল, ততক্ষণে ব্রেকফাস্ট সেরে বিদায় নিয়েছে বেশিরভাগ কাস্টোমার।

একটা টেবিলের উপর ন্যাপকিন বিছিয়ে রাখছে ক্যাথি। ফিলকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকাল। ওর মুখে ফুটল আনন্দের আভা, দু'চোখ নেচে উঠল খুশিতে, ঠোঁটের কোনায় দেখা দিল প্রশ্রয়ের হাসি। কিন্তু উদাসী ফিল এসবের কিছুই দেখল না, ক্যাথি যে-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সেটার একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ধপ করে।

ভ্রূ কুঁচকাল ক্যাথি। 'কী ব্যাপার? চিন্তিত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

জবাব না দিয়ে পাইপ ধরাল ফিল।

'নির্বাচন নিয়ে কোনও সমস্যা?' আবার জিজ্ঞেস করল ক্যাথি।

এবারও জবাব দিল না ফিল।

'শেরিফকে নাকি গরম গরম কথা শুনিয়েছ ক'দিন আগে?'

'কে বলেছে?' ধোঁয়া ছাড়ল ফিল। 'কেস্টার নিজেই?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথি। 'শহরের অনেকেই চাইছে বিদায় হোক কেস্টার। চাওয়াটা খাঁটি হলে জিতেও যেতে পারো তুমি।'

'কিন্তু অনেকে আবার চায় আমিই বিদায় হই,' পাইপে টান দিল ফিল।

আরেকটা চেয়ার টেনে নিয়ে ফিলের মুখোমুখি বসে পড়ল ক্যাথি। 'বুঝলাম না।'

অ্যামবুশের ঘটনাটা বলল ফিল। শুনে ক্যাথির সুন্দর চেহারাটা কালো হয়ে গেল দুশ্চিন্তায়। দেখে অদ্ভুত এক স্বস্তি পেল ফিল।

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল ক্যাথি, 'ঘটনাটা অন্য কাউকে বলেছ?'

'বলেছি। ডাক্তার বেন জনসনকে।'

'ডাক্তার আবার রাষ্ট্র করবে না তো?'

'করলেই বা কী?' কাঁধ ঝাঁকাল ফিল। 'অ্যামবুশার যদি এই শহরেরই কেউ হয়, চোখের সামনে আমাকে ঘুরতে দেখছে। ডাক্তারের বলা না-বলায় কিছু যায়-আসে না।'

'লোকটাকে ধরছ না কেন?'

'ধরার কোনও উপায় নেই। জায়গাটা ভালোমতো দেখেছি আমি,' ঠোঁট ওল্টাল ফিল, 'কোনও সূত্র পাইনি। পাকা কাজ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ক্যাথি। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'তোমার বাবার খুনের ব্যাপারে কী করলে?'

মাথা নাড়ল ফিল। 'কিছু না। তবে করবো। নির্বাচনটা যাক।... শেরিফ হলে প্রথমে কী করবো জানো?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাথি।

'চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায় এমন দু'জনকে ডেপুটি বানাবো।'

'সাহায্যের দরকার পড়বে ভাবছ?'

'হ্যাঁ। তবে ভেবো না একা লড়তে সাহস পাচ্ছি না। ডেপুটি চাচ্ছি, কারণ আমার যদি কিছু হয়, ওরা দেখভাল করতে পারবে শহরটার।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ক্যাথি বলল, 'আমি চিনি একজনকে। জোসেফ

boighar.com

টারম্যান। ভরসা করতে পারো ওর ওপর।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফিল। 'জোসেফ সৎ, কিন্তু ওর সাহস কম। বেপরোয়া লোক দরকার আমার।'

'বেপরোয়া?'

'ঘর-সংসার নেই যাদের, যারা কাউকে ভালোবাসে না, যাদেরকে কেউ ভালোবাসে না। যাদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, জীবনের মায়া নেই। বরং এসবের বদলে আছে বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ– ছাইচাপা আগুনের মতো।'

অপলক দৃষ্টিতে ফিলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ক্যাথি। তারপর মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমিও কি বেপরোয়া, ফিল?'

হ্যাঁ বলতে গিয়েও থমকে গেল ফিল। বেপরোয়ার যে সংজ্ঞা সে দিয়েছে সেটার সঙ্গে মেলাতে পারল না নিজেকে। ঢোক গিলে বলল, 'আসলে... গানম্যানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে ওদের মতোই হতে হবে– পোড়খাওয়া, কঠিন, বুনো।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'খুনোখুনি বন্ধ করার জন্য কী করে লোকে? খুনিকে খুন করে। কাজটা করার সাহস কিন্তু সবার নেই। যাদের আছে, তাদেরকেই আমার দরকার। বোঝাতে পেরেছি?'

কিছু বলল না ক্যাথি। ওকে বিদায় জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ফিল। বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে উদাস দৃষ্টিতে শহরটা দেখল কিছুক্ষণ।

স্টেজের ভারী চাকা আর নাল-পরানো ঘোড়ার ক্ষুর ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে রাস্তাটাকে। যন্ত্রণাকাতর সেই রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বাড়িঘর। সবগুলো কাঠের, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার ক্রমাগত ছোবলে ধুঁকছে। থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে দমকা বাতাস, রাস্তা থেকে উড়িয়ে নিচ্ছে কিছু ধুলো, জমা করছে বাড়িগুলোর উপর, আরও বিবর্ণ করছে ওগুলোকে। বোতল আর কাগজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে এখানে-সেখানে।

মোট দশটা সেলুন শহরে। দূর থেকেই আলাদাভাবে চেনা যায় প্রত্যেকটাকে। সবগুলোর বাইরে স্তূপ করে রাখা আছে বিয়ারের খালি ব্যারেল।

রাস্তার দিকে আবার তাকাল ফিল। কারসন সিটির বাইরে একটা খনি আছে, সেগুলোর উদ্দেশে একসারিতে এগিয়ে চলেছে চারটা ওর-ওয়্যাগন। যার যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি, দাঁড় করিয়ে রেখেছে স্যাডলহর্স, বাকবোর্ড কিংবা স্প্রিংওয়্যাগন।

'কোনও স্ট্রেঞ্জার এখানে এলে ভাববে,' বিড়বিড় করল ফিল, 'শহর নয়, পাগলাগারদে হাজির হয়েছি!' ফাইভস্টার সেলুনটার উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকামাত্র ওর মনে হলো, আগুন লেগে গেছে সেলুনে। শ'খানেক খদ্দের হাজির হয়েছে একসঙ্গে, সমানে চুরুট-সিগারেট ফুঁকছে সবাই, ধোঁয়ার কারণে দশহাত দূরের জিনিসও দেখা যাচ্ছে না। তারপরও কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাল ফিল, কিন্তু যাকে খুঁজছে তাকে দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

আরও কয়েকটা সেলুনে খুঁজল সে, কিন্তু পেল না লোকটাকে। শেষে গিয়ে

ঢুকল শহরের সবচেয়ে বড় সেলুন মোনার্ক-এ। এবার দেখা মিলল।

একটা পোকার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে, দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করে একদৃষ্টিতে খেলা দেখছে লোকটা। মাঝারি উচ্চতার নাদুসনুদুস শরীর ওর; মাথাভর্তি লাল চুল, চোখের মণি নীল। মুখে অসংখ্য আঁচিল, ফলে চেহারাটাও চুলের মতো লালচে।

লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ফিল। খেলা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর নিচু কণ্ঠে ডাকল, 'কী খবর, অস্কার?'

খেলায় মগ্ন জোসেফ অস্কার মুখ তুলে তাকাল ফিলের দিকে। চিনতে পেরে আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসল। হাত বাড়িয়ে দিল ফিলের উদ্দেশ্যে।

হ্যান্ডশেক করতে করতে ফিল বলল, 'কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

একটা খালি টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল অস্কার, 'চলো, বসি।'

বসার পর ওয়েটারকে ডেকে দুটো বিয়ার আনতে বলল ফিল। সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল অস্কার, 'বোতল গাস আমার বিরুদ্ধে ঘোড়াচুরির অভিযোগ করেছে আর তুমিও সন্দেহ করছ আমাকে, তা-ই না?'

'সন্দেহ করলে কি ভুল হবে?'

উত্তর দিল না জোসেফ।

বিয়ার নিয়ে হাজির হলো ওয়েটার। মগ হাতে নিল ফিল, জোসেফকেও নেওয়ার ইঙ্গিত করল। মগে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'এসব চুরিচামারি আর কতদিন করবে? মাসে-দু'মাসে পাঁচটা কি বেশি হলে দশটা গরু-ঘোড়া জোটে তোমার কপালে। আগেও দেখতাম টানাটানি-ধারকর্জ করে চলতে হতো তোমাকে, এখনও তা-ই। তা হলে এত ঝুঁকি নিয়ে এসব অকাজ করার মানে কী?'

'পেটের দায়,' ঢকঢক করে সবটুকু বিয়ার খেল জোসেফ। মগটা সশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বলল, 'এই পেশার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কিন্তু করার কিছু নেই। রানশে কাজ করতে চাই– চোর বলে কেউ বিশ্বাস করে না আমাকে, কাজ দেয় না। শহরের বাইরে আছে একটা খনি, সেখানে গিয়ে কাজ চাইলে লোকজন তেড়ে আসে শটগান তাক করে। কাজেই বাধ্য হয়ে...'

'তা হলে পড়ে আছ কেন এখানে? অন্য কোথাও চলে গেলেই তো পারো।'

হাসল অস্কার। 'যেতাম। আছি দু'জনের বদৌলতে। একজন তুমি। আরেকজন শেরিফ গর্ডন কেস্টার। তোমরা কখনও কিছু বলোনি আমাকে, বলবে বলেও মনে হয় না। কাজেই আমিও তাড়াহুড়োর কিছু দেখছি না।'

বিয়ার শেষ করে টেবিলের উপর মগ নামিয়ে রাখল ফিল। 'এবার শেরিফ নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি আমি, শুনেছ?'

'হ্যাঁ। শুনলাম একজন আউট-লকেও নাকি ছাড় দেবে না? তুমি শেরিফ হলে তো বিপদে পড়বো দেখছি!' তিক্ত হাসি হাসল অস্কার। 'শহর ছাড়তেই হবে শেষ পর্যন্ত।'

'শহর না-ছেড়ে কুকর্মটা ছেড়ে দাও।'

boighar.com

'তারপর না-খেয়ে মরি?'

'ওই যে বললাম, অন্য কোনও কাজ করতে পারো।'

সন্ধানীদৃষ্টিতে ফিলকে কিছুক্ষণ দেখল অস্কার। 'মনে হচ্ছে একটা প্রস্তাব দিচ্ছ আমাকে?'

মাথা ঝাঁকাল ফিল। 'আমার ডেপুটি হয়ে যাও।'

স্থির হয়ে গেল অস্কার। ওর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বিস্ময়। কিছুক্ষণ পর খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলো চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'এক মগ বিয়ার খেলে মাতাল হয় না লোকে– কাজেই তুমি যা বলেছ বুঝেশুনেই বলেছ ধরে নিচ্ছি। আমিও মাতাল হইনি, কাজেই ভুল শুনিনি। তা হলে ভুলটা কার হলো?'

'কারোরই না। আবারও বলছি– শেরিফ নির্বাচিত হলে তোমাকে আমার ডেপুটি বানাতে চাই। শর্ত একটাই– চুরি করা ছাড়তে হবে তোমাকে। রাজি আছ কি না বলো।'

'যদি বলি, রাজি না, তা হলে?'

লম্বা করে দম নিল ফিল। 'বেশ কয়েকজন রানশারের সঙ্গে দেখা করেছি আমি। যে বা যারা রাসলিং-এর সঙ্গে জড়িত, তাদের নামের একটা তালিকা চেয়েছি ওদের সবার কাছে। কেউ-না-কেউ লিখে পাঠাবে তোমার নাম, আমি শিওর। সবাইকে কথা দিয়েছি, আউট-ল বলে কেউ থাকবে না কারসন সিটিতে। সুতরাং, আমি শেরিফ হলে তুমিও থাকবে না। স্বেচ্ছায় চলে যেতে হবে তোমাকে, না-হয় তাড়িয়ে দেবো: নইলে তোমার-আমার শোডাউন হবে হয়তো এই সেলুনেই।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে অস্কার, ভাবছে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

'প্রয়োজন হলে একা লড়বো আউট-লদের বিরুদ্ধে,' বলে চলল ফিল। 'মরলে মরবো, পরোয়া করি না। কিন্তু আমি চাই, আমি মরলে আউট-লরা যেন কারসন সিটিকে স্বর্গ ভেবে নিয়ে মৌজ করতে না-পারে। এ-কারণেই ডেপুটি দরকার আমার। লোকটা ডেপুটি হবার আগে কী ছিল না-ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। এমন কাউকে দরকার আমার, যার দায়িত্ব পালন না-করে উপায় নেই, যে জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে রাজি আছে।'

ওয়েটারকে ডেকে আরেকটা বিয়ার নিল অস্কার। 'চাকরিটা কত দিনের?'

'তুমি না-মরা পর্যন্ত,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ফিল। 'আর যদি পারো কবরে গিয়েও চোখ রেখো শহরটার ওপর।'

'কিন্তু শহরবাসীরা কি আমার ডেপুটি হবার ব্যাপারটা মেনে নেবে?'

'দরকার হলে তোমার পক্ষ নিয়ে আমি কথা বলবো। শোনো, তুমি ডেপুটি-শেরিফ বা বারটেন্ডার যা-ই হও না কেন, লোকে দেখবে তোমার কাজ; কেউ তোমার অতীত মনে রাখবে না।'

কিছু না-বলে বিয়ারের মগে চুমুক দিল অস্কার।

'কী ভাবছ বুঝতে পারছি,' বলে চলল ফিল। 'এ-এলাকার রাসলারদের অনেককেই চেনো তুমি। একসঙ্গে কাজও করেছ মনে হয়। ওদেরকে হয়তো

পছন্দ করো না, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কাজ করতেও মন থেকে সায় পাচ্ছ না। ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল অস্কার।

'শোনো, শেরিফ হওয়ামাত্র এসব রাসলারদের বিরুদ্ধে "ধরো আর মারো" নীতিতে কাজ করবো না আমি। সময় দেবো ওদেরকে– মনে করো চব্বিশ ঘণ্টা; তারপরও যদি ওরা না-যায়, তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো। ন্যায্য ব্যবহার।'

'যদি উল্টোটা হয়? আউট-লরা যদি শহর ছাড়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয় তোমাকে?'

'সেক্ষেত্রে আমি মুখ বন্ধ রাখবো,' কঠোর গলায় বলল ফিল, 'কথা বলবে আমার পিস্তল আর রাইফেল। আউট-লদেরকে কবর দিতে দিতে গোরখোদকারের নাভিশ্বাস উঠে যাবে, ঈশ্বরের শপথ।'

ফিলের শক্ত-হয়ে-ওঠা চৌকো চোয়াল আর কালো চোখের-তারার অবিচল সংকল্প যেন তীব্র একটা ঝাঁকুনি দিল জোসেফকে। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। জিজ্ঞেস করল, 'বেতন?'

'মাসে একশো।'

'আর কী কী জুটবে কপালে?'

'বিনা নোটিশের লড়াই। পিস্তল বা রাইফেলের তপ্ত সীসা। শক্তিশালী মুঠির ঘুসি। চূড়ান্ত অশ্লীল গালিগালাজ। শত্রুর ধাওয়া। শহর ছেড়ে বনেবাদাড়ে রাত কাটানোর মতো দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার।' হেসে চোখ টিপল ফিল। 'আর কী চাই?'

'ব্যস, ব্যস,' হাত তুলল অস্কার। 'তোমার ডেপুটি হয়ে গেছি আমি। এবার শুধু তোমার শেরিফ হবার পালা।'

পাঁচ

সমানে প্রচারণা চালাচ্ছে গর্ডন কেস্টার আর ফিল রোলান্ড। তবে দু'জনের কায়দা দু'রকম।

শহরের সেলুনগুলোতে বিয়ার আর হুইস্কির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে কেস্টার। ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে খনির মালিক, নিজের আত্মীয় থেকে শুরু করে স্ট্রেঞ্জার– সবাইকে বিনা পয়সায় মদ খাওয়াচ্ছে সে। হুইস্কি, তা-ও আবার আরেকজনের বদৌলতে– আত্মসংযমের অভাব যাদের আছে, তারা মাতাল হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায় বা সেলুনে। "আমাকে ভোট দাও, আমাকে ভোট দাও" বলতে বলতে ওদের কান পচিয়ে ফেলছে কেস্টার।

ওদিকে ফিল প্রতিদিনই দেখা করছে কোনও-না-কোনও ব্যবসায়ীর সঙ্গে। শহরের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হলে ব্যবসায়ীদের কী লাভ বুঝিয়ে বলছে। শুধু শহরের প্রয়োজনে দু'জন ডেপুটি রাখবে সে, জানাচ্ছে সবাইকে। যাচ্ছে খনির

boighar.com

মালিকদের কাছে; তাদের অসুবিধাগুলো জেনে নিচ্ছে, সেগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে কথা বলছে এবং প্রতিজ্ঞা করছে, শেরিফ হলে নিজের উদ্যোগে কাজগুলো করবে সে। এতদিন চোখ-কান বুজে থাকার জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা চাইছে, এবং আভাস দিচ্ছে বৈপ্লবিক এক পরিবর্তনের।

সময় যেন চেপে বসেছে পাগলা ঘোড়ার পিঠে– দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা দিন। কোনও কোনও রাত শহরে কাটাতে পারল ফিল, গভীর রাতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল বিছানায়; আবার কখনও শহর থেকে অনেক দূরে প্রচারণা চালাতে গিয়ে রাতে ফেরা হলো না, স্যাডলটাকে বালিশ আর ঘোড়াটাকে দেহরক্ষী বানিয়ে হাতে পিস্তল নিয়ে কোনও এক ঘাসবনে শোয়ামাত্র হারিয়ে গেল ঘুমরাজ্যে। এসবের মধ্যেই একদিন সময় করে গ্লেন ম্যাথিউজের অ্যাসে অফিসে হাজির হলো সে

ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ম্যাথিউজ। গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার। মধ্যবয়স্ক। কথা বলে কম। ঘুমানোর সময় বাদে ওর মুখে সবসময় পাইপ থাকে, তাতে আগুন জ্বলুক বা না-ই জ্বলুক। ওর অতীত নিয়ে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চোখ গরম করে তাকায় প্রশ্নকারীর দিকে। লোকটা এককথায় রহস্যময়।

কিন্তু থিওডর রোল্যান্ডের সঙ্গে কীভাবে যেন খাতির হয়ে যায় এই ম্যাথিউজের। রোল্যান্ড যখনই আসত, একটা রাত কাটিয়ে যেত ম্যাথিউজের সঙ্গে। অফিসের পিছনে, খোলা আকাশের নীচে, হাতে ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে দুটো ইযিচেয়ারে বসে থাকত দু'জন; গল্প করে পার করত রাতটা। বয়সের বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও দু'জনের এত বন্ধুত্ব হলো কী করে ভেবে পায় না ফিল। তবে ম্যাথিউজকে পছন্দ করে সে। দরদী মন আছে লোকটার। রোল্যান্ডের মৃত্যুর খবর শুনে গোপনে দু'ফোঁটা অশ্রুও ফেলেছে হয়তো।

একটা চার্টের উপর স্কেল-পেন্সিল হাতে ঝুঁকে ছিল ম্যাথিউজ, ফিলকে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোনও কথা না-বলে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ফিলের দিকে। নিজে বসল আরেকটা চেয়ারে।

সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল ফিল, 'বাবা কোনও নমুনা এনেছিল এবার?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিউজ।

'কয় রকম?'

'দশ।'

'দশ!' গলা খাঁকারি দিল ফিল। 'কী বুঝলে ওগুলো দেখে?'

'চলে।'

'চলে? বেশ-কম ছিল না?'

জবাব না দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ম্যাথিউজ, কাঠের একটা আলমারি খুলে বের করল একটা ফাইল। আগের জায়গায় ফিরে এসে ফাইলটা ফিলের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

ফাইলটা খুলল ফিল। ভিতরে কয়েক তা কাগজ। কাগজগুলো হাতে নিয়ে

উল্টেপাল্টে দেখল সে। কোনটাই আহামরি কিছু নয়। দমে গেল সে। ভেবেছিল ওর বাবা খুব ভালো জাতের নমুনা পেয়েছে এবার, যার কারণে খুন করা হয়েছে বেচারাকে। কিন্তু অ্যাসে-রিপোর্টগুলো খুবই সাধারণ, বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত নেই কোনটাতেই।

জিজ্ঞেস করল সে, 'ক্লেইমগুলো কোথায়, জানো?'

মাথা নাড়ল ম্যাথিউজ। 'রোল্যান্ড কিছু বলেনি আমাকে।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল ফিল।

নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরাল ম্যাথিউজ। 'এবার রোল্যান্ড যে নমুনাগুলো এনেছিল, সেগুলো আগ্নেয়-পাথরের মতো। পাহাড়-পর্বত বেশি এমন কোনও এলাকায় সে প্রসপেক্টিং করছিল মনে হয়। শুকিয়ে যাওয়া কোনও নালার মাটি খুঁড়ে পাথরগুলো তুলেছে হয়তো।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কে জানে, ওই নালার আরেকটু গভীরে খুঁড়লেই হয়তো পাওয়া যাবে সাত রাজার ধন।'

'কিন্তু এইমাত্র তুমি বললে...'

হাত তুলে ফিলকে থামিয়ে দিল ম্যাথিউজ। 'পাথর সবসময় সত্যি কথা বলে না।'

'কী করবো তা হলে? আগ্নেয় পাথরের খোঁজে...

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। অন্য কেউ তোমার হয়ে করে দেবে কাজটা।'

'মানে?'

'রোল্যান্ডকে যে বা যারাই খুন করে থাকুক না কেন, ওর কাগজ-পত্র হাতিয়ে নিয়েছে, রোল্যান্ড আরও ভালো কোনও নমুনা পেয়ে থাকলে সেগুলোও নিয়েছে। ওরা খুঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছে ইতোমধ্যেই। ভালো কিছু পেলে আমার কাছে নিয়ে আসবেই। সেসব নমুনার মধ্যে আগ্নেয়-পাথর দেখতে পেলে দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ফেলতে পারবো আশা করি।'

'কিন্তু... নিউ মেক্সিকো তো আর কম বড় না। কেউ যদি অন্য কোথাও...

'দশ বছর ধরে কাজ করছি এই অফিসে। নিউ মেক্সিকোর কোথায় কী আছে জানি ভালোমতোই। তা ছাড়া রোল্যান্ডের মতো একাকী প্রসপেক্টররা একজন আরেকজনের এলাকায় পা দেয় না সাধারণত। কাজেই...' ফিলকে উঠে দাঁড়াতে দেখে কথা থামাল ম্যাথিউজ।

'দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর পর আমাকে একটা খবর দিতে পারবে?'

'পারবো।'

আর কিছু করার নেই বুঝে ম্যাথিউজকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল ফিল। ঘোড়া দাবড়ে ফিরে এল নিজের অফিসে।

গর্ডন কেস্টার বসে আছে নিজের ডেস্কের ওপাশে। ডেস্কের উপর পঞ্চাশ সেন্টের মুদ্রার স্তূপ। একটা একটা করে মুদ্রা গুনে একটা থলেতে ভরছে কেস্টার। বুটের আওয়াজ শুনে চোখ তুলে তাকাল সে। ফিলকে দেখতে পেয়ে হাসল, ইঙ্গিত করল মুদ্রার স্তূপের দিকে। বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে আমার অস্ত্র।' চোখ

boighar.com

টিপল। 'এক পেগ হুইস্কির দাম আধ ডলার। লোকে যে হারে গিলছে, মনে হয় নিজেরটা ছাড়া আর একটা ভোটও পাবে না তুমি।'

নির্বাচনের প্রসঙ্গে গেল না ফিল। 'আমার নামে কোনও চিঠি এসেছে?'

'না।'

আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল ফিল। রওয়ানা হলো পোস্টঅফিসের উদ্দেশে।

শহরের সবচেয়ে বড় স্টোরের নাম কার্টলি'স এম্পোরিয়াম, সেটারই একটা অংশ পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে বানানো হয়েছে পোস্টঅফিস। পার্টিশনের মধ্যে ছোট ছোট অনেকগুলো বক্স– কবুতরের ঘরের মতো অনেকটা। প্রতিটা বক্সের দু'দিকে দরজা আছে; একদিক দিয়ে চিঠি ঢুকিয়ে রাখে পোস্টমাস্টার কার্টলি, আরেকদিক দিয়ে বের করে নিয়ে যায় বক্সের ভাড়াটিয়ারা।

ম্যাথিউজের অফিস থেকে ফেরার সময় দেখেছে ফিল, মেইলস্টেজটা বেরিয়ে যাচ্ছে শহর ছেড়ে। অফিসে যখন দিয়ে আসেনি মেইলম্যান, হয়তো রেখে গেছে ফিলের নাম লেখা বক্সে।

কার্টলি ভীষণ ব্যস্ত। দাঁড়িয়ে আছে পার্টিশনের পিছনে, গরমে ঘামছে কুলকুল করে, সমানে চালাচ্ছে দু'হাত। চিঠির স্তূপের উপর ছোঁ মারছে একটু পরপর। একটা করে চিঠি তুলছে, সিল মারছে, তারপর নাম পড়ে নামানুযায়ী বক্সের দরজা খুলে ঢুকিয়ে রাখছে ভিতরে। কোনও দিকে তাকানোর ফুরসত নেই ওর।

পার্টিশনের সামনে ইতোমধ্যেই ভিড় জমে গেছে। লোকজন যার যার চিঠি বের করে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। নিজের বক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফিল। খুলে দেখল, ভিতরটা একেবারে ফাঁকা। আশ্চর্য লাগল ওর। কার্টলিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'আমার নামে কিছু আসেনি?'

কাজ করতে করতেই জবাব দিল কার্টলি, 'আসেনি মানে? ভালোমতো তাকিয়ে দেখো। এক হাজার একটা চিঠি আছে।'

দ্বিতীয়বার তাকানোর প্রয়োজন বোধ করল না ফিল। যা দেখার প্রথমবারেই দেখেছে সে। বলল, 'একটাও নেই। তোমার স্মরণশক্তি গেছে নাকি?'

এবার চোখ তুলে তাকাল কার্টলি। এগিয়ে এল ফিলের বক্সের দিকে, ওপাশের দরজা খুলে দেখল ভিতরে। হাঁ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 'ওমা! এই দু'মিনিট আগেই তো নিজের হাতে রাখলাম!'

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল ফিল। তাকাল জনতার ভিড়ের দিকে। মাইনার, পাঞ্চার, নারী, পুরুষ– সব আছে। কেউ চিঠি পড়ছে একমনে, কেউ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অপেক্ষা করছে কখন তার বক্সে চিঠি রাখবে কার্টলি, আবার কেউ অকারণে জটলায় শরীক হয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে।

বিশেষ কাউকে দেখতে না পেয়ে কার্টলির দিকে ঘুরতে যাচ্ছিল ফিল, ঠিক তখনই চোখে পড়ল লোকটাকে।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হালকা-পাতলা, মাঝারি উচ্চতার এক পাঞ্চার। গায়ে নোংরা পোশাক। গালে এক সপ্তাহের না-কাটা দাড়ি। কোমরে নিতান্ত

অবহেলায় ঝুলছে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ। একটু পরপর চোরাদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ফিলের দিকে।

লোকটার শার্টের পকেটে একগাদা খাম।

ফিলের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্র ঘুরে দাঁড়াল সে। হাঁটা ধরল স্টোরের উদ্দেশে। পিছু নিল ফিল।

স্টোরের কাছে পৌঁছে জানালার কাঁচ দিয়ে ভিতরে তাকাল সে। স্টোরকিপারের কাছ থেকে পয়েন্ট ফোর ফাইভের একবাক্স বুলেট কিনছে পাঞ্চার। দাম পরিশোধ করে এদিক-ওদিক তাকাল লোকটা, জানালার ওপাশে দেখতে পেল ফিলকে। বাঁকা হাসল, ঘুরে কিছু একটা বলল স্টোরকিপারকে, তারপর বুলেটের বাক্সটা না নিয়েই হাঁটা ধরল দরজার উদ্দেশে।

এক ঝটকায় দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল লোকটা। একবার তাকালও না ফিলের দিকে। সোজা হাঁটা ধরল সরু একটা গলির উদ্দেশে। চোয়াল শক্ত করল ফিল, আবারও পিছু নিল পাঞ্চারের।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছে সে। ফাঁদে ফেলতে যাচ্ছে সে ফিলকে। সামনের গলিতে হয়তো অপেক্ষা করছে লোকটার দোসর, সেখানে ফিল পা দেয়ামাত্র হামলা চালাবে।

'এই যে,' চেঁচাল সে, হাত বাড়িয়ে হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করল। 'থামো এখনই। না হলে গুলি করবো।'

থামল পাঞ্চার, ঘুরল। সেই বাঁকা হাসিটা হাসল আরেকবার। হাসিটা ঠোঁটের কোনায় ধরে রেখেই ছোবল মারল ফোর ফাইভের বাঁটে।

সতর্ক ছিল ফিল। পাঞ্চার নড়ে ওঠামাত্র ড্র করল সে-ও। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল ওর কোমরের কাছে, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল গলির নীরবতা। পাঞ্চারের কপালে তৈরি হলো একটা গর্ত, ক্ষীণ ধারায় রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল সেখান থেকে। ওর ঠোঁটের কোণ থেকে বিদায় নিল তাচ্ছিল্যের হাসিটা। দু'চোখে অবিশ্বাস আর আতঙ্ক নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

দ্রুত এপাশ-ওপাশ তাকাল ফিল। প্রায় নির্জন গলিতে এমন কাউকে চোখে পড়ল না, যাকে দেখে মনে হয় হামলা করার জন্য ওঁৎ পেতে আছে। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে রাখতে রাখতে নিজেকে ধিক্কার দিল সে।

আত্মরক্ষার জন্য করতে হলেও ভালো হলো না কাজটা। হাজারটা অজুহাত দেখালেও নির্বাচনের আগে এরকম খুনখারাপি ভালো চোখে দেখবে না শহরের লোকজন।

থুঃ করে একদলা থুথু ফেলল ফিল রাস্তার উপর। তারপর হাঁটা ধরল পাঞ্চারের লাশের উদ্দেশে।

গলির মুখে জড়ো হতে আরম্ভ করেছে লোকজন। দুয়েকজনের হাতে পিস্তল। সবাই তাকিয়ে আছে ফিলের দিকে; কারও দৃষ্টিতে সতর্কতা, কারও দৃষ্টিতে কৌতূহল।

লাশের কাছে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফিল। চিত করল লাশটাকে।

boighar.com

পকেট থেকে বের করে নিল খামগুলো। নিজের শার্টের পকেটে রাখতে রাখতে উঠে দাঁড়াল, ঘুরে মুখোমুখি হলো কাছে এগিয়ে আসা জনতার। বলল, 'এগুলো আমার চিঠি। চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল লোকটা। থামতে বললাম; থামল তো না-ই, উল্টো পিস্তল বের করল। বাধ্য হয়ে...'

'আগে পিস্তল বের করেছিল কে?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'তুমি না পাঞ্চার?'

'পাঞ্চার,' তর্জনীর ইশারায় নিহত লোকটাকে দেখাল ফিল। 'লোকটাকে চেনো কেউ?'

অস্ফুটস্বরে 'না' বলল কেউ কেউ। বাকিরা চুপ করে থাকল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকাল ফিল, পরিচিত এক স্টেজকোচ-ড্রাইভারকে দেখতে পেল। লোকটাকে কাছে ডেকে বলল, 'করোনারের কাছে পৌঁছে দিয়ো লাশটা। দাফনকাফনের খরচ আমিই দেবো।'

জটলা ছাড়িয়ে বাড়ির পথ ধরল সে।

শহরের এককোনায় ছোট্ট একটা কেবিন, চারদিকে বেড়া-দেওয়া একটুখানি ঘেসোজমি– এটাই ফিলের বাড়ি। কেবিনের পাশে কতগুলো সিডার গাছ। একটার তলায় চালা-দেওয়া আস্তাবল কাম ওয়ার্কশপ। ঘোড়াটা সেখানে রেখে কেবিনে ঢুকে পড়ল ফিল।

জানালার পাশে ছোট একটা টেবিল, সেটার সঙ্গে দুটো চেয়ার। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল ফিল। চিঠিগুলো শার্টের পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রেখে গুনল। মোট আটটা। খাম ছিঁড়ে বের করে আনল এক তা করে কাগজ। একে একে দেখল সবগুলো।

আঁকাবাঁকা হাতের লেখা সবগুলোতে। ইচ্ছা করে বিকৃত করা হয়েছে। প্রতিটা চিঠির লেখক নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছে। রাসলারদের ক্রমিক আর নাম লিখেছে সবাই, তার বেশি একটা অক্ষরও নয়।

এক তা সাদা কাগজ আর একটা পেন্সিল নিল ফিল। আটটা চিঠির আটজন লেখক এক নম্বরে যাদের নাম লিখেছে, সেসব নামের একটা তালিকা করে ফেলতে চায় সে।

প্রথম চিঠিতে এক নম্বরে থাকা নামটা লিখে ফেলল সে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চিঠিতেও একই নাম দেখতে পেয়ে কৌতূহল বেড়ে গেল ওর, হাত থেকে পেন্সিল রেখে দিয়ে সবগুলো চিঠির উপর দ্রুত নজর বুলাল। বাকি চিঠিগুলোতেও এক নম্বরে একই নাম দেখতে পেয়ে হতভম্বের মতো বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'ডেল কার্নেগি!'

চেয়ারে হেলান দিল সে। পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল। জানালা দিয়ে উদাসদৃষ্টিতে তাকাল বাইরের সিডার গাছটার দিকে। *শহরের সবাই জানে কার্নেগি দশের উপকার করে, যে-কেউ বিপদে পড়লে ছুট লাগায় সাহায্য করার জন্য, কিন্তু ওর প্রতিবেশী রানশাররা বলছে লোকটা রাসলার!... আটটা তালিকাতেই প্রথমে কার্নেগির নাম। তার মানে একটা চিঠিও সে লেখেনি। অথচ লোকটা বলেছিল সাহায্য করবে আমাকে... কার্নেগির প্রতিবেশীরা সমস্যায় আছে*

নিশ্চয়ই। জানে কে গরুচুরি করছে, কিন্তু প্রমাণ বা শক্তির অভাবে মুখ খুলতে পারছে না।

দরজায় টোকা পড়ল হঠাৎ। চমকে উঠল ফিল। কে এল অসময়ে? চিঠিগুলোর দিকে তাকাল সে। লুকিয়ে ফেলবে? থাক যেভাবে আছে সেভাবেই। যে-ই এসে থাকুক, দরজা থেকেই বিদায় দেবে।

কিন্তু দরজা খুলে আগন্তুকের দিকে তাকানোমাত্র আরেকবার চমকে উঠতে হলো ওকে। ক্যাথি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। পরনে কমলা রঙের গাউন, মাথার চুল খোঁপা করে বাঁধা, হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় শেষ বিকেলের সূর্যের প্রতিফলন। ফিলের মনে হলো এইমাত্র ফোটা কোনও গোলাপ এসেছে ওর কাছে, ক্যাথি নয়। মেয়েটার দিকে তাকিয়েই থাকল সে।

ফিলের অবস্থা দেখে ক্যাথির হাসিটা চওড়া হলো আরেকটু। 'ভেতরে আসতে বলবে না আমাকে?'

'অবশ্যই,' শশব্যস্ত হয়ে দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল ফিল।

ঘরে ঢুকে কম আলোয় চোখ সইয়ে নিল ক্যাথি। তাকাল এদিক-ওদিক। পুরো ঘর এলোমেলো হয়ে আছে। দীর্ঘশ্বাস গোপন করল সে। ফিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কয়েকদিন থেকে কোনও খবর নেই তোমার, তাই ভাবলাম নিজেই দেখে আসি কী হয়েছে তোমার,' বসার জন্য কিছু দেখতে না পেয়ে যে-চেয়ারে বসে কাজ করছিল ফিল, সেটাতেই বসে পড়ল ক্যাথি। 'কী করছিলে?'

ফিল কিছু বলার আগেই চিঠিগুলো দেখে ফেলল সে। হাতে তুলে নিল একটা। 'তোমাকে আজকাল চিঠি লিখছে নাকি লোকে?' একনজর দেখল সে চিঠিটা। 'এ আবার কেমন চিঠি? কথাবার্তা কিচ্ছু নেই, শুধু কতগুলো নাম। হাতের লেখাও জঘন্য!'

ইতস্তত করল ফিল, তারপর ব্যাপারটা খুলে বলল ক্যাথিকে। শেষে বলল, 'সবগুলো চিঠিতে এক নম্বরে কার নাম আছে দেখেছ?'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকাল ক্যাথি। 'কিন্তু...'

'জানি কী বলবে। কিন্তু আটজন লোক একসঙ্গে মিথ্যে বলছে– এটাও মেনে নেয়া যায় না।'

'যায়,' ফিলের চোখে চোখ রাখল ক্যাথি। 'যদি বলি আটজনই খারাপ, নীচ লোক? নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ফাঁসাচ্ছে কার্নেগির মতো একটা ভালোমানুষকে?'

সহসা কিছু বলল না ফিল, পাইপে টান দিয়ে বুঝল নিভে গেছে সেটা। ম্যাচ জ্বেলে পাইপটা ধরাল সে। দু'হাত জিন্সের পকেটে ভরে হেলান দিল দেয়ালে। নীরবে ধোঁয়া গিলল আর ছাড়ল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কী বলবো বুঝতে পারছি না। তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব।... একটা অনুরোধ করি, রাখবে?'

'রাখবো। বলো।'

'চিঠিগুলোর ব্যাপারে কাউকে কিছু বোলো না।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথি। 'বলবো না।'

boighar.com

ধীর পায়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেল ফিল, অস্তায়মান সূর্যটা দেখল একবার। তারপর ঘুরে তাকাল ক্যাথির দিকে। 'কার্নেগি ভালো না খারাপ বলতে পারছি না এ-মুহূর্তে, কারণ প্রমাণ নেই আমার হাতে। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে, কেউ একজন চোখ রাখছে আমার উপর, ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে। কোন্‌দিন কোন্ বিপদে পড়ি ঠিক নেই।'

ছয়

ঘণ্টার শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরাল জ্যাক শেফার। নাস্তা দেয়া হয়েছে কুকশ্যাকের টেবিলে, ঘণ্টা বাজিয়ে সেটাই জানিয়ে দিচ্ছে ইউনিয়ন রানশের বাবুর্চি। চার নম্বর কোরালে কাজ করছে জ্যাক, এখান থেকে কুকশ্যাকটা যথেষ্ট দূরে। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, তাই কাজ বাদ দিয়ে কুকশ্যাকের উদ্দেশে রওয়ানা হলো সে।

ভিতরে ঢুকে দেখল, খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে সবাই। জ্যাকও একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। খেতে খেতে হঠাৎ করেই খেয়াল করল, একজন স্ট্রেঞ্জার বসে আছে কার্নেগির পাশে। লোকটার মুখের ভাবে কৌতুক, দৃষ্টিতে ধূর্ততা আর সতর্কতা। ধীরেসুস্থে খাচ্ছে আর মনোযোগ দিয়ে শুনছে কার্নেগির বক্তব্য। একটা শব্দও উচ্চারণ করছে না।

স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বলল কার্নেগি, তারপর হাতের ছুরিটা দিয়ে তার টিনের-কাপে বাড়ি দিল কয়েকবার। আওয়াজ শুনে খাওয়া থামাল সবাই, তাকাল কার্নেগির দিকে

উঁচু গলায় বলতে লাগল কার্নেগি, 'আজকে কাজ করতে হবে না কাউকে। নির্বাচন উপলক্ষে ছুটি দিলাম। ধীরেসুস্থে ব্রেকফাস্ট সারো সবাই। তারপর সোজা চলে যাও শহরে। যার যার বেতনের রসিদে সই করে দিয়েছি আমি, ঠিক দুটোর সময় ব্যাঙ্কে ঢুকবে তোমরা, রসিদ দেখিয়ে বেতনের টাকা বুঝে নেবে। মনে থাকে যেন, ঠিক দুটো– একমিনিট আগে-পরে না। আরেকটা কথা, ফিল রোল্যান্ডকে ভোট দেবে সবাই। শুনতে পেয়েছ? ফিল রোল্যান্ড। যে বা যারা ফিলকে ভোট দেবে না, তাদের আর ফিরে আসার দরকার নেই ইউনিয়নে। বোঝা গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল অনেকেই। সন্তুষ্টির হাসি হাসল কার্নেগি, ব্রেকফাস্ট শেষ করার আদেশ দিল সবাইকে।

খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এল জ্যাক। কুকশ্যাকের বাইরে একটা গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। পকেট থেকে একটা টুথপিক বের করে পুরল মুখে, নিতান্ত অলস ভঙ্গিতে চিবুতে লাগল। কোথাও একটা গণ্ডগোল হয়েছে, টের পাচ্ছে সে, কিন্তু সমস্যাটা ধরতে পারছে না।

কিছুক্ষণ পর ইউনিয়নের ফোরম্যান বব উইলমারকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল কার্নেগি। এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজল কাউকে জ্যাককে দেখতে

পেয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে।

'একটা কাজ করবে, জ্যাক?' কাছে এসে মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কার্নেগি।

অবাক হলো জ্যাক। হুকুম করাই যার স্বভাব, যাকে কেউ কখনও অনুরোধ করতে শোনেনি, সে নরম গলায় কথা বলছে? ভ্রূ কুঁচকে বলল জ্যাক, 'কী?'

'কাজটা তোমাকে করতে বলছি, কারণ তোমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। অন্য কেউ কিছু করলেই মনে হয় ফাঁকি দিচ্ছে। তা ছাড়া ব্রেকফাস্টের সময় বলে ফেলেছি আজ কাউকে কোনও কাজ করতে হবে না, এখন যদি কাউকে পাঠাই...'

'কাজটা কী?' কার্নেগির ভনিতা পছন্দ হচ্ছে না শেফারের।

'রানশের উত্তরের তারকাঁটার বেড়া কারা নাকি কেটে রেখে গেছে। গতরাতে ফেরার সময় দেখেছে ব্রাউন।'

'কতখানি কেটেছে?'

'একশো ফুটের মতো। সঙ্গে যন্ত্রপাতি না-থাকায় গতরাতে ঠিক করতে পারেনি ব্রাউন...'

'আমাকে বেড়াটা মেরামত করতে হবে, তা-ই তো?'

'হ্যাঁ, তা-ই,' কার্নেগির বদলে উত্তর দিল বব। 'এখনই রওনা হয়ে যাও। তা হলে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে যেতে পারবে শহরে। ভোট দিয়ে বেতন তুলতে পারবে।' চোখ টিপল সে, 'চাইলে সে-টাকায় ফুর্তিফার্তিও করতে পারো।'

হেসে উঠল কার্নেগি। কিন্তু শেফারের মুখের ভাবে কোনও পরিবর্তন হলো না। বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে ধীরেসুস্থে রওয়ানা হলো সে। তারকাঁটার বেড়া মেরামত করতে হবে, তাই ভারী একজোড়া গ্লাভস দরকার। বাঙ্কহাউসে গিয়ে টুলবক্স খুলে বের করল গ্লাভস জোড়া, ভবল প্যান্টের হিপ পকেটে। টুলবক্সটা আগের জায়গায় রাখতে গিয়েও রাখল না, ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সেটার দিকে। কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে, কেবলই মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটবে ইউনিয়নের উত্তর সীমানার কাছেপিঠে। আবার খুলল বক্সটা, ক্যানভাস দিয়ে পেঁচানো পরমপ্রিয় ফিল্ডগ্লাসটা বের করল। সেটা শার্টের পকেটে ভরে এগিয়ে গেল একদিকের দেয়ালের দুইসারি র‍্যাকের দিকে। কুণ্ডলী করে পাকানো তারকাঁটা নিয়ে ভরল একটা চটের বস্তায় একটা হাতুড়ি আর বেশ কিছু হুকও নিল। তারপর চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে।

মধ্যম গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে একটা ঢাল পার হলো সে। বাঙ্কহাউস থেকে মাইল দেড়েক দূরে আসার পর হঠাৎ টেনে ধরল ঘোড়ার লাগাম। চমকে উঠল ঘোড়াটা, দাঁড়িয়ে গেল পিছনের দু'পায়ের উপর। সামনের দু'পা মাটিতে নামামাত্র লাগামের আদেশে জন্তুটার মুখ ঘুরিয়ে নিল জ্যাক। ঘন আর উঁচু ঝোপঝাড়ে ছাওয়া একটা মাঠের দিকে ছোটাল ঘোড়াটাকে।

একটা বড় গাছের আড়ালে থামল সে। স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল, গ্রাউন্ড হিচিং করল ঘোড়াকে। তারপর শার্টের পকেট থেকে ফিল্ডগ্লাসটা বের করে নিয়ে

boighar.com

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। বুকে হেঁটে এগোতে লাগল সামনের দিকে। একটা ঢালের কাছে, ঘন একটা ঝোপের পাশে এসে থামল। ফিল্ডগ্লাসটা লাগাল চোখে। একলাফে যেন কাছে চলে এল মাইল দেড়েক দূরের রানশহাউস।

উঠানে জড়ো হয়েছে কাউহ্যান্ডরা। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কার্নেগি, উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে কিছু বলছে। চোয়াল শক্ত করল জ্যাক। ফালতু কাজে ওকে দূরে পাঠিয়ে অন্যদের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে আলোচনা করছে কার্নেগি। ব্যাপারটা কী হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল জ্যাক, কিন্তু পারল না। গাল দিল সে। কিছুটা ডানে সরাল ফিল্ডগ্লাস।

রহস্যময় সেই স্ট্রেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে কার্নেগির পাশে, কিছুটা দূরে। মনোযোগ দিয়ে শুনছে কার্নেগির বক্তব্য। কিছুক্ষণ পর শেষ হলো কার্নেগির ভাষণ। কাউহ্যান্ডরা অলস পায়ে ফিরে যাচ্ছে বাঙ্কহাউসে। স্ট্রেঞ্জারকে নিয়ে উল্টোদিকের পথ ধরল কার্নেগি, গিয়ে ঢুকল রানশহাউসে। মিনিটখানেকের মধ্যে খালি হয়ে গেল উঠান। কাউকে দেখা যাচ্ছে না আর।

ফিল্ডগ্লাসটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল জ্যাক। বুকে হেঁটে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। উঠে বসে হেলান দিল গাছের কাণ্ডে। পকেট থেকে বের করল সিগারেট পেপার আর তামাক। অভ্যস্ত হাতে দ্রুত একটা সিগারেট রোল করে ধরাল, টানতে লাগল ধীরেসুস্থে।

নিজেকে ভিক্ষুক বলে মনে হচ্ছে ওর। এতগুলো বছর মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করল কার্নেগির জন্য, কিন্তু আজ বুঝতে পারছে লোকটা কানাকড়ি মূল্যও দেয় না ওকে। রানশের কাজকে নিজের কাজ ভেবে করেছে জ্যাক; অন্যরা যখন অলসভাবে শুয়ে-বসে থেকেছে, তখন সে কাজ খুঁজে নিয়েছে, যতটা নিখুঁতভাবে সম্ভব করেছে কাজটা। হাসিমুখে, বিনা অভিযোগে দু'জনের কাজ একা করেছে কখনও কখনও। আজ বুঝতে পারছে, আসলে কলুর বলদের মতো খেটেছে সে এতদিন; টেক্সাসে ওর যে-রানশটা ছিল, যেটা দখল করে নিয়েছে আউট-লরা, ইউনিয়নকে সেই রানশ ভেবে ভালোবেসে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে সে।

বিষের মতো লাগছে সিগারেটটা। ঠোঁট থেকে হাতে নিয়ে সিগারেটের আগুনটা দেখল জ্যাক, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। হ্যাট খুলে ধূসর ঘন চুলে হাত বুলাল কয়েকবার। *কী ঘটছে ইউনিয়নে? কাউহ্যান্ডদের হাবভাবে চাপা উত্তেজনা কেন? কী জানে ওরা? ঠিক কখন থেকে ঘটতে আরম্ভ করল ঘটনাটা? ফিল রোল্যান্ড এল একদিন, রাসলারদের নামের একটা তালিকা পাঠাতে বলল কার্নেগিকে। তখন থেকে? নাকি আরও আগে থেকে? থিওডর রোল্যান্ডের লাশটা খুঁজে পাওয়া গেল...*

কাঁটাতারের বেড়ার কথা মনে পড়ে গেল শেফারের, বিড়বিড় করে বলল সে, 'জাহান্নামে যাক ওই বেড়া! ইউনিয়নে কী ঘটছে জানতে হবে আগে।' বুকে হেঁটে আবার ঢালটার কাছে ফিরে এল সে। আগের জায়গায় শুয়ে ফিল্ডগ্লাস লাগাল চোখে।

রহস্যময় সেই স্ট্রেঞ্জারকে দেখা যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে কোরালের দিকে যাচ্ছে লোকটা। একটু পরই বেরিয়ে এল ঘোড়া নিয়ে, চড়ে বসল স্যাডলে, তারপর ছুটল শহরের দিকে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক, এক দৌড়ে গিয়ে থামল ঘোড়ার সামনে। স্যাডলহর্নের সঙ্গে বাঁধা চটের বস্তাটা খুলে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর উঠে বসল স্যাডলে, স্ট্রেঞ্জার যেদিকে গেছে ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে খোঁচা দিল জন্তুটার পেটে।

পর্বতের গা বেয়ে নেমে এসেছে ক্ষীণ একটা জলধারা, ছোট্ট একটা খাঁড়ি হয়ে বয়ে চলেছে ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে; গ্রীষ্মের খরতাপ করুণা করে পানির একটা সরু রেখা বাকি রেখেছে সেই খাঁড়িতে– জ্যাকের ঘোড়াটা লাফ দিয়ে চলে এল খাঁড়ির ওপার থেকে এপারে, তারপর ছুটে চলল একটানা। রানশহাউস থেকে আড়াই মাইল দূরে এসে গতি কমাল জ্যাক। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল পশ্চিমে। সামনে বেড়া নেই, জানে সে, কতগুলো বুনো ঝোপঝাড় নিজেদের ইচ্ছেমতো গজিয়ে সীমানা নির্দেশ করছে ইউনিয়নের।

কিছুক্ষণ পর সেই সীমানা ছাড়াল জ্যাক, তারপর আরও আধমাইল গিয়ে উঠল রাস্তায়। ঘোড়ার গতি আরেক দফা কমাল সে। তাকাল মাটির দিকে। ধুলোর উপর স্ট্রেঞ্জারের ঘোড়ার ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

নিজের ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোতে লাগল জ্যাক। অনেকদূর এগোল এভাবে। সামনে আরেকটা ঢাল, সেটা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে শহরের দিকে। খেয়াল করল জ্যাক, ট্র্যাকগুলো গেছে ওদিকেই, অস্পষ্টও হয়েছে ক্রমশ।

সতর্ক হলো সে। স্ট্রেঞ্জার কোন্‌দিকে গেছে অনুমান করে নিয়ে নেমে পড়ল স্যাডল ছেড়ে। ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল। দৃষ্টি মাটির দিকে।

আধমাইল হাঁটার পর সামনে একটা উঁচু টিলা দেখতে পেল জ্যাক। সেটা পার হওয়ামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে। স্ট্রেঞ্জারের ঘোড়াটা দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ গজ সামনে– ঘন হয়ে জন্মানো কতগুলো পাইনগাছের আড়ালে। পিছিয়ে এল জ্যাক। টিলার পাদদেশে, কতগুলো বুনো ঝোপঝাড়ের আড়ালে গ্রাউন্ড হিচিং করল নিজের ঘোড়াকে। স্যাডলবুট থেকে রাইফেল বের করল। তারপর ঢাল বেয়ে উঠে হাজির হলো টিলার মাথায়।

জায়গাটা সমতল, কিনারায় কিছু কাঁটাগাছ আর ছোটবড় পাথরের কয়েকটা বোল্ডারও আছে। সুবিধাজনক পজিশন বেছে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জ্যাক। কাছে টেনে নিল রাইফেলটা। পকেট থেকে বের করল ফিল্ডগ্লাস, লাগাল চোখে।

সত্তর-আশি গজ দূরের একটা পাইন গাছের নীচে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে স্ট্রেঞ্জার। শহরে যাওয়ার রাস্তাটা কিছুটা নিচু হয়ে নেমে গেছে ওপাশ দিয়ে, একটু পরপর উঁকি মেরে কিছু একটা বা কোনও একজনকে দেখার চেষ্টা করছে সে।

টিলার চূড়ায় থাকার কারণে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে জ্যাক, তবে পুরোপুরি নয়। এখনও বুঝতে পারছে না সে, কাকে বা কাদেরকে দেখতে চায় স্ট্রেঞ্জার।

boighar.com

কাঁটাঝোপ সাবধানে এড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়াল সে। স্ট্রেঞ্জার ঘাড় ঘুরিয়ে টিলার দিকে তাকালেই দেখতে পাবে ওকে। কিন্তু লোকটার মনোযোগ এখন রাস্তার উপর।

ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে জ্যাক। নিচু হয়ে নেমে যাওয়া ঢালের ওপাশে পুরনো একটা ভগ্নপ্রায় মিল দেখতে পেল সে। স্ট্রেঞ্জারকে ফলো করার উত্তেজনায় এত পরিচিত রাস্তাটা এতক্ষণ অপরিচিত ঠেকছিল ওর কাছে; হঠাৎ করেই বুঝতে পারল সে, মিলটা আসলে এ-এলাকার একমাত্র স্ট্যাম্পমিল– আকরিক গুঁড়ো করে গুঁড়ো-সোনা গালিয়ে বার বানানো হয় এখানে।

আশ্চর্য হলো জ্যাক। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে অতি সাধারণ এক স্ট্যাম্পমিলের কী সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে পেল না সে। সূর্যের আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন চোখে পড়ায় চোখ থেকে ফিল্ডগ্লাস নামাল। স্ট্যাম্পমিলের কোনও কিছুতে একটু পরপর প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ। কৌতূহল চরমে উঠল শেফারের। ফিল্ডগ্লাসটা আবার চোখে ঠেকাল সে। সময় নিয়ে দেখল মিলটা। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না বাইরে।

উজ্জ্বল সাদা আলোটা ঝলকে উঠল আরেকদফা। হঠাৎই বুঝে ফেলল জ্যাক। কেউ একজন সিগনাল দিচ্ছে স্ট্রেঞ্জারকে। চকচকে কোনও কিছুতে, মনে হয় আয়নায়, নির্দিষ্ট সময় পরপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে সে রহস্যময় স্ট্রেঞ্জারের কাছে।

হতভম্ব হয়ে গেল জ্যাক, তাকিয়ে থাকল স্ট্রেঞ্জারের দিকে। একটুও নড়ছে না লোকটা– যেন মানুষ নয় সে, জড় পদার্থ একটা। পিছিয়ে এসে পাথরের আড়ালে বসে পড়ল জ্যাক। রাইফেলের চেম্বার খুলল, বুলেট ভরা আছে কি না দেখল। একইভাবে পরীক্ষা করল সিক্সশুটারটাও। তারপর আবার উঁকি দিল পাথরের আড়াল থেকে, ফিল্ডগ্লাসটা লাগাল চোখে।

ইসাবেলা মাইনের খনি-মুখের বাইরে বেরিয়ে এল এড উইলিয়ামস। থমকে দাঁড়াল, কারণ সামনে জটলা পাকিয়েছে ডে-শিফটের শ্রমিকরা, নির্বাচনের ব্যাপারে কথা বলছে উঁচু গলায়। এডকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অনেকেই। তারপর আবার শুরু করল খেজুরে আলাপ।

কিছুক্ষণ শুনল এড। অল্পশিক্ষিত লোকগুলো গর্ডন কেস্টারের পক্ষে কথা বলছে। মুচকি হেসে জোরালো কণ্ঠে বলল এড, 'কেস্টার আবার শেরিফ হলে না-খেয়ে মরবে তোমরা। কেন জানো? কারণ তখন বন্ধ হয়ে যাবে এই ইসাবেলা মাইন।'

বয়স্ক এক শ্রমিক জিজ্ঞেস করল, 'কেন বন্ধ হয়ে যাবে?'

'আমাদের বুলিয়ন শিপমেন্টের বীমা করাতে গিয়েছিল মালিক। বীমা কোম্পানি কী বলেছে, জানো? অন্য মাইনগুলো যে-হারে বীমা করায়, তার চারভাগের একভাগ দেবে। আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বুঝতে পারছ এবার? আইনশৃঙ্খলার উন্নতি না হলে ব্যবসা টেকাতে পারবে না মালিক,

পাততাড়ি গোটাতে হবে এখান থেকে দু'মাসের মধ্যে। আবার শেরিফ হোক কেস্টার, দু'মাস যাক, তারপর দেখে নিয়ো আমার কথা ঠিক হয় কি না।'

জটলার পিছনদিকে দাঁড়িয়ে থাকা একজন শ্রমিক বলল, 'তুমি দেখছি ফিলের ওকালতি করছ!'

'সেরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে একটা কথা ঠিক– হয় আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করতে হবে, না-হয় অন্য কোথাও গিয়ে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে আমাদের সবাইকে। তোমাদের যাকে খুশি ভোট দিয়ো, কিন্তু যা বললাম সেটাও মাথায় রেখো।'

বয়স্ক শ্রমিকটা আবার জানতে চাইল, 'কিন্তু ফিল যা বলছে তা কি করতে পারবে?'

চোয়াল শক্ত করল এড। 'না, আমার মনে হয় পারবে না। কিন্তু চেষ্টা অবশ্যই করবে,' বলে নিজের অফিসের উদ্দেশে হাঁটা ধরল সে। নির্বাচনের জন্য আজকের ডে-শিফট শুরু হবে লাঞ্চের পর, ভোট দিতে শ্রমিকরা এখন একসঙ্গে যাবে শহরে।

অফিসে ঢুকে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল এড। বাঁকা হাসি হাসল। ফিলের জন্য কেন ওকালতি করেছে সে বোকা শ্রমিকরা যদি সেটা বুঝত! শুধু শ্রমিকরা কেন, কেউই কোনওদিন জানতে পারবে না এডের মনের কথা। ফিল রোল্যান্ড দুনিয়াতে থাকুক বা না-থাকুক, অন্তত নিউ মেক্সিকোতে না থাকলে ওর যে কত বড় উপকার হয়, কেউ কোনওদিন বুঝবে না। সাপের বিষের জ্বালা সাপে কাটা লোকরাই জানে কেবল; প্রেমের বিষের জ্বালা জানে শুধু সেই প্রেমিক, যে শয়নে-স্বপনে প্রেমিকাকে দেখে, চলতে-ফিরতে প্রেমিকাকে দেখে, কিন্তু অন্য কারও সঙ্গে।

ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলল এড। কিছু কাগজপত্র বের করে প্যান্টের হিপ-পকেটে ভরল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে, ভিড়িয়ে দিল দরজাটা। এগিয়ে গেল হিচিং রেইলে বাঁধা নিজের ঘোড়ার দিকে। একটু পর রওয়ানা হলো স্ট্যাম্পমিলের উদ্দেশে।

দূর থেকে মিলটা দেখতে পেয়ে ঘোড়ার গতি কিছুটা কমাল সে। পাহাড়ের উপত্যকায়, একটা ঢালের পাদদেশে মিলটা। লাল রঙের করাগেটেড টিন দিয়ে বানানো হয়েছে ছাদ; একদিকের দেয়াল পাথরের, আরেকদিকে ব্যবহার করা হয়েছে গাছের মোটা গুঁড়ি। মিলের একেবারে পিছনদিকে আরেকটা ঢাল। সেটা ছাড়িয়ে কিছুটা নামলে মূল অফিস ভবন।

মিলের কাছাকাছি পৌঁছে এডের মনে হলো, বধির হয়ে জন্মালে ভালো হতো। হস্তচালিত যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙা হচ্ছে আকরিক– বিকট আওয়াজে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়ার যোগাড়। তাড়াতাড়ি সরে এল সে, এগোল অফিস ভবনের দিকে।

বাইরের খোলা চত্বরে একটা স্কেল– আকরিক ওজন করা হয় এতে। স্কেলটার সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোজন ওর-ফ্রেইটার। এক বুড়োকে দেখা গেল ধীরগতিতে বাকবোর্ড চালিয়ে এগোচ্ছে ওয়েইং প্ল্যাটফর্মের

boighar.com

দিকে।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অফিস ভবনের সামনে ঘোড়া থামাল এড। নেমে ঢুকল ভিতরে, সোজা ম্যানেজারের ঘরে।

ম্যানেজার লোকটা ছোটোখাটো, কিন্তু কথায় কথায় হুকুম দিতে ওস্তাদ। টাকমাথা, নাকের নীচে পুরু গোঁফ, বাড়তি চর্বির কারণে মুখটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল। নাম চার্লি। হ্যান্ডশেক করে চোখের ইশারায় একটা খালি চেয়ার দেখিয়ে দিল সে এডকে।

বসতে না বসতেই টোকা পড়ল দরজায়। অনুমতির অপেক্ষা করল না আগন্তুক, সোজা ঢুকে পড়ল ভিতরে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এড।

বুড়ো লোকটা, একটু আগে একেই বাকবোর্ড চালাতে দেখেছে সে।

'এসো এসো,' খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠল চার্লির দু'চোখে, 'এড, এ হচ্ছে ভ্যান্ট। বীমা কোম্পানির লোক,' হাসল চার্লি। 'বিশ্বাস হচ্ছে না, তা-ই তো? অনেকেরই হয় না।'

ভ্যান্টের সঙ্গে হাত মেলাল এড। ওর পাশে আরেকটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল বুড়ো। লোকটার দিকে তাকাল এড। ভবঘুরেদের মতো চেহারা– দোমড়ানো হ্যাট মাথায়, গালের তিনদিনের না-কাটা দাড়িতে চিকচিক করছে বালি, পরনের বিশ্রী জামাকাপড়ে ঘামের দুর্গন্ধ। এ-লোক বীমা কোম্পানির হয়ে কাজ করে কী করে ভেবে পেল না এড।

হাসল চার্লি। 'এড, মনে করো তুমি একটা ডাকাত। তুমি জানো এ-এলাকার খনিগুলোতে সোনা পাওয়া যায়, সেগুলো নিজেদের কাছে না রেখে সোজা বীমা কোম্পানিতে পাঠিয়ে দেয় মালিকরা। কাজেই যদি দেখো কোনও বাকবোর্ড পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাইফেলধারী শ্রমিকরা, তা হলেই বুঝে যাবে বাকবোর্ডে সোনার বার আছে। কিন্তু যদি ভ্যান্টের মতো কাউকে দেখো বাকবোর্ড হাঁকিয়ে যাচ্ছে কোথাও, কী ভাববে, বলো তো?'

'কিছুই না!' এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে এডের কাছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ভ্যান্টকে আরেকবার দেখল সে। 'এর মতো বুড়ো প্রসপেক্টর অনেক আছে কাউন্টিতে।'

খুশিতে তুড়ি বাজাল চার্লি। 'বুঝতে পারে বলেই হামলা চালায় ডাকাতের দল। সাহস বাড়তে বাড়তে যাকে বলে দুর্ধর্ষ হয়ে গেছে ওরা– যত কড়া পাহারা দিয়েই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, ঠিকই লুটে নিচ্ছে সোনার বার। কাজেই নতুন একটা বুদ্ধি বের করতেই হলো।'

'বাকবোর্ডের পিছনদিকে চটের বস্তায় আছে বারগুলো,' এতক্ষণে মুখ খুলল ভ্যান্ট। এডের দিকে তাকাল সে। 'চালাকিটা সহজ। ওজন করার জন্য আমার আকরিকের বস্তা দুটো সরিয়েছে চার্লির লোকরা। তারপর হুবহু একইরকম দেখতে দুটো বস্তা তুলে দিয়েছে বাকবোর্ডে। পার্থক্য একটাই– আকরিকের বদলে আমি পেয়ে গেছি সোনার বার। যারা তুলেছে তারাও জানে না ব্যাপারটা। আমাকে সেরকমই বলা হয়েছে।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে চার্লি বলল, 'একটা কথা বলে রাখি, ভ্যান্টকে দিয়ে এভাবে সোনা চালান করার বুদ্ধিটা আমার, কিন্তু আমি কোনও দায় নিতে পারবো না, এড। কোনও সমস্যা হলে তোমাকেই সামলাতে হবে। কাজেই রাজি না থাকলে এখনই বলে দাও, রাস্তা মাপবে ভ্যান্ট।'

'না, ঠিক আছে,' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে এড। 'মালিক আমাকে আগেই বলেছে এবার নতুন উপায়ে সোনা চালান করছ তুমি।'

'এবার ডাকাতি হলে আমার কোম্পানি যে তোমাদের হয়ে আর কাজ করবে না– এটা জানিয়েছে তোমার মালিক?' চাঁছাছোলা প্রশ্ন ভ্যান্টের।

মুখ কালো হয়ে গেল এডের। মাথা ঝাঁকাল সে। ওর হয়ে ওকালতি করল চার্লি, 'আগে থেকেই এত সিরিয়াস হয়ো না, ভ্যান্ট। কিছুই হবে না। আমার খুব বিশ্বস্ত দু'জন কর্মচারী ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না এ-ব্যাপারে।'

শার্টের বুকের কাছে একটা বোতাম খুলে ভিতর থেকে কিছু কাগজপত্র বের করল ভ্যান্ট, বাড়িয়ে ধরল এডের দিকে। 'মোট আটচল্লিশ হাজার ডলারের সোনার বার নিয়ে যাচ্ছি আমি। হিসাব বুঝে নাও। তারপর সই করো।'

কাগজপত্র বের করল চার্লি আর এডও। মিলিয়ে দেখে দু'জনই সই করে দিল ভ্যান্টের কাগজে। সেগুলো আবার শার্টের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখল ভ্যান্ট। তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে গেল।

জানালার কাছে এগিয়ে গেল চার্লি আর এড। কথা বলছে না কেউই। পাল্লায় বসানো পুরু কাচ ভেদ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে ভ্যান্টকে।

ধীরেসুস্থে হেঁটে গিয়ে বাকবোর্ডে উঠল বুড়ো লোকটা। ঘোড়া দুটো অনেকদিন ধরে আছে, বিশ্বস্ত; তাই বাকবোর্ডের ব্রেকও তোলেনি ভ্যান্ট, ঘোড়া দুটোর লাগামও আটকায়নি। সিটে বসে লাগাম ধরল সে, শিস দেওয়ার মতো একটা আওয়াজ করল, ধীরগতিতে রওয়ানা হয়ে গেল জন্তু দুটো। একটু পরেই পশ্চিমের ঢালে গিয়ে চড়ল বাকবোর্ডটা।

জানালার কাছ থেকে সরে গেল এড আর চার্লি।

ওয়েইং স্কেলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রসপেক্টরদের বস্তা ওজন করছিল এক লোক; ঘাড়টা এদিক-ওদিক ঘোরাল সে, তারপর পাশে দাঁড়ানো আরেকজনকে বলল, 'জো, বস্তাগুলো একটু ওজন করে দাও। খুব পেশাব লেগেছে আমার, আর পারছি না।'

হাসল জো। 'ঠিক আছে, যাও।'

তাড়াহুড়ো করে সরে এল প্রথম লোকটা। কিছুটা দূরে জংলামতো একটুখানি জায়গা, সেখানে আস্তাবল আর একসারিতে কতগুলো টয়লেট– সেদিকে পা বাড়াল সে।

টয়লেটে ঢুকল সে। বেরিয়ে এল মিনিটখানেক পর। হাতমুখ ধোওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল বড় একটা গামলার সামনে। আরেকবার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত দেখে জিন্সের পকেট থেকে ছোট্ট একটা আয়না বের করল সে। মোনাজাত করার ভঙ্গিতে এক করল

boighar.com

দু'হাতের তালু। দুই বুড়ো আঙুলের সাহায্যে তালুর উপর আয়নাটা চেপে ধরে রাখল। গামলা থেকে পানি নেওয়ার জন্য ঝুঁকল, কিন্তু নিল না। উবু হয়ে থাকল কয়েকটা মুহূর্ত। তালু দুটো উপরে-নীচে করে নাড়াতে লাগল আয়নাটা। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে একটা বিশেষ সঙ্কেত পৌঁছে দিতে লাগল উপত্যকার আরেক প্রান্তের পাহাড়চূড়ায় বসে থাকা অন্য কারও কাছে।

আধমিনিট পর মেসেজ পাঠানো শেষ করল লোকটা। সোজা হলো সে, আয়নাটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে। আরেকবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝল, কেউ দেখেনি ওর কীর্তি। সন্তুষ্টির হাসি হাসল সে, বেশি করে পানি দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে রওয়ানা হয়ে গেল ওয়েইং-স্কেলের দিকে। খুশিতে শিস বাজাচ্ছে সে, পুরনো কিন্তু জনপ্রিয় একটা কাউবয় গানের সুর তুলেছে।

সাত

ঢাল বেয়ে নামছে রহস্যময় স্ট্রেঞ্জার। ফিল্ডগ্লাস সরাল জ্যাক, রেখে দিল যথাস্থানে। এখন আর জিনিসটার দরকার আছে বলে মনে হয় না। পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিয়েই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্ট্রেঞ্জারকে।

ঘোড়ায় চড়ল লোকটা। রওয়ানা হলো পশ্চিমদিকে। এদিকেই আসছে। জ্যাক যে-টিলার উপরে লুকিয়ে আছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল গতিতে সে-টিলা পার হলো স্ট্রেঞ্জার।

হতভম্বের মতো লোকটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল জ্যাক। কী করা উচিত এখন? পিছু নেবে লোকটার? কেন? রহস্যময় কিছু একটার সঙ্গে লোকটা জড়িত বলে? কিন্তু রহস্যের সমাধান করার দায়িত্ব তো তার নয়। সে সাধারণ এক পাঞ্চার মাত্র, কে কাকে কীসের মেসেজ পাঠাল তাতে তার কী?

কিন্তু দায়িত্ব এড়াতে পারল না সে। কৌতূহলটাও অদম্য হয়ে উঠেছে। টিলার ঢাল বেয়ে নেমে এল সে, ঘোড়ায় চড়ে ফলো করতে লাগল স্ট্রেঞ্জারকে। সামনে উঁচু-নিচু একটা প্রান্তর, সেটা ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলে উপত্যকা।

রাস্তার দিকে তাকাল জ্যাক। ধুলোর উপর স্ট্রেঞ্জারের ঘোড়ার স্পষ্ট ট্র্যাক। একটানা এগিয়ে চলল সে। অল্প সময়েই উঠে এল শহরে যাওয়ার প্রধান রাস্তায়।

আরও কিছুদূর এগোনোর পর থামতে হলো তাকে। স্ট্রেঞ্জারও থেমেছিল এখানে। ঘোড়া থেকে নামল জ্যাক, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল পথের উপর। শুধু স্ট্রেঞ্জারের ঘোড়ার নয়, একটা বাকবোর্ডের ট্র্যাকও দেখা যাচ্ছে এখন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, বাকবোর্ডটা কোনও কারণে রাস্তা ছেড়ে নেমেছে নীচের এবড়োখেবড়ো জমিতে। এগিয়ে গেছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। গতি বাড়িয়ে স্ট্রেঞ্জারের ঘোড়াও সেদিকে গেছে। স্যাডলে চড়ে বসল জ্যাক, অনুসরণ করতে লাগল আগের মতো।

সামনে বন্ধুর পথ। জায়গায় জায়গায় উঁচু-নিচু পাহাড় আর টিলা। পথ রোধ করে কোথাও আবার বিছিয়ে আছে বালিয়াড়ি। এ-পথ দিয়ে বাকবোর্ডটা গেল কী করে, কেনই বা গেল ভাবতে গিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল জ্যাক। ঘোড়ার গতি কমাল সে। স্যাডলবুট থেকে রাইফেল বের করল। বাম হাতে লাগাম ধরে রেখে ডানহাতে নিল রাইফেলটা। কোমরে ঠেকিয়ে রাখল বাঁট, ট্রিগারে তর্জনী। বিপদ টের পেলেই গুলি করবে, বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না স্ট্রেঞ্জারকে।

আরও মাইলখানেক এগোল সে। খারাপ কিছু ঘটল না। খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো সে। তবে রাইফেলটা রাখল না স্যাডলবুটে, আগেরমতোই ধরে থাকল ডানহাতে। ঘোড়ার গতি বাড়াল কিছুটা।

ওর মনে পড়ল, এবড়োখেবড়ো এই রাস্তা পশ্চিম দিকে আরও কয়েক মাইল গেছে, তারপর ডানে বাঁক নিয়ে সরে এসেছে উত্তরদিকে। একটানা এগোলে বালিয়াড়ির সংখ্যা কমবে না মোটেও, বরং বাড়বে; কারণ উত্তরের ওই বাঁকের পর শুরু হয়েছে ধু-ধু মরু।

বাকবোর্ড আর তার পিছু ধাওয়াকারী স্ট্রেঞ্জার কোন্ মরূদ্যানে যাচ্ছে বুঝতে পারল না জ্যাক। 'নাকি ঘুরপথে এগোচ্ছে? কেন? ধোঁকা দিতে চায় কাউকে? নিজেই আবার ধোঁকা খাচ্ছে না তো?' বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করল সে। উত্তর দিতে না পেরে মাথা নাড়ল আপনমনেই।

আগেরবার যা ঘটেছিল– একটা টিলা পার হওয়ামাত্র স্ট্রেঞ্জারের ঘোড়াটা দেখতে পেয়ে থমকে গিয়েছিল জ্যাক, এবারও ঘটল অনেকটা সেরকম। মাইলখানেক দূরে থাকতেই চোখে পড়ল স্ট্রেঞ্জারের ঘোড়াটা, একটা বালিয়াড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। পাশে একটা টিলা, সেটার ঢাল বেয়ে উঠছে স্ট্রেঞ্জার, হাতে রাইফেল।

ঘোড়া থামাল জ্যাক। স্ট্রেঞ্জারের টিলার চেয়েও উঁচু একটা পাহাড়ে চড়ল তাড়াহুড়ো করে। আবার স্ট্রেঞ্জারের দিকে তাকানোমাত্র চমকে উঠল সে। রাইফেল তাক করে মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে আছে লোকটা। মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল জ্যাক। তাড়াহুড়ো করে কাঁধে রাইফেল তুলল সে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। ঠাস্ করে শব্দ হলো একটা, একইসঙ্গে ধোঁয়া দেখা গেল স্ট্রেঞ্জারের মাথার উপর।

দাঁতে দাঁত পিষল জ্যাক। কী করছে, কেন করছে, ভাবল না। রাইফেল তুলে সতর্কতার সঙ্গে স্ট্রেঞ্জারের মাথায় নিশানা করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার।

বসা অবস্থা থেকে মাত্র উঠতে শুরু করেছিল স্ট্রেঞ্জার, ভারী বুলেটের জোরালো ধাক্কাটা গিয়ে লাগল তার ঘাড়ে। প্রাণহীন দেহটা বসে পড়ল আবার, তিনমাসের বাচ্চাকে জোর করে বসিয়ে দিলে যে-ভঙ্গিতে টলমল করে সেভাবে দোল খেল কিছুক্ষণ, তারপর ওপাশের ঢাল বেয়ে উল্টো হয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে। লোকটাকে আর দেখতে পেল না জ্যাক।

থুঃ করে একদলা থুথু ফেলল সে। নিজের উপরই রাগ হচ্ছে ওর। ঘোড়া থেকে নেমে এই পাহাড়ে না চড়লেও পারত সে। আসলে ঘোড়া থেকে নামাটাই

boighar.com

ঠিক হয়নি। রাইফেল তো হাতেই ছিল! স্ট্রেঞ্জার কী করে দেখা উচিত ছিল। লোকটার পায়ে গুলি করা যেত– যাকে অ্যামবুশ করল স্ট্রেঞ্জার সে-ও বাঁচত, আবার কথাও বের করা যেত স্ট্রেঞ্জারের পেট থেকে।

আরেকবার থুথু ফেলল জ্যাক। নামতে আরম্ভ করল ঢাল বেয়ে। ঘোড়ায় চড়ে এগোল সামনের টিলার দিকে। বালিয়াড়ি পার হয়ে স্ট্রেঞ্জারের লাশের সামনে এসে থামল সে।

উপুড় হয়ে আছে লাশটা। আগ্রহ হারাল জ্যাক, সামনে তাকাল। একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে বাকবোর্ডটা। একটু পরপর ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে ঘোড়া দুটো, দেখছে চালকের আসনে বসা লোকটাকে। তারপরই ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে নাক ঝাড়ছে। বালির উপর পা ঠুকছে অস্থির ভঙ্গিতে। থেকে থেকে ডেকে উঠছে করুণ সুরে। ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল জ্যাক, ধীরগতিতে আগে বাড়ল ঘোড়াটা।

বাকবোর্ডের কাছে গিয়ে স্যাডল ছেড়ে নামল সে। চালকের আসনে বসে থাকা লোকটার মাথা ঝুঁকে পড়েছে নীচের দিকে, হাঁটুদুটো ছুঁয়ে আছে প্রায়– অদৃশ্য কাউকে কুর্নিশ করছে যেন। লোকটাকে ধরে সোজা করল জ্যাক।

বুড়ো এক লোক। এক নজর দেখেই বলে দেওয়া যায় প্রসপেক্টর। খেটে মরেছে সারাজীবন, সাফল্যের দেখা পায়নি। নইলে এরকম ভিখিরির বেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরত না এই মরুপ্রান্তরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল জ্যাক, তাকাল বুড়োর বুকের ক্ষতটার দিকে।

বামদিকে ঢুকেছে বুলেট। গভীর একটা ক্ষত তৈরি করেছে। মনে মনে রহস্যময় স্ট্রেঞ্জারের প্রশংসা না করে পারল না জ্যাক– এক গুলিতে চলন্ত টার্গেটের হৃৎপিণ্ড ফুটো করেছে লোকটা।

বাকবোর্ডের সিটের নীচে লোহার একটা লম্বা দণ্ড, তাতে পা রেখে উঠে দাঁড়াল জ্যাক। যথেষ্ট কসরত করে তুলে নিল বুড়োর লাশ। তারপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল তপ্ত বালির উপর। সিটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল তারপর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বুড়োর দিকে।

'কেন?' বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, 'কী এমন ছিল এই বুড়োর কাছে, যার কারণে এভাবে মরল বেচারা?... সিগনাল পাঠানো... ফলো করা... তারপর এই নির্জন মরুপ্রান্তরে...' কথা থামিয়ে বাকবোর্ডের ভিতরটা দেখল সে। সিটের নীচে, বাকবোর্ডের মেঝেতে কয়েকটা চটের বস্তা দেখা যাচ্ছে।

বাকবোর্ডে চড়ে বসল জ্যাক। প্রতিটা বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা. সবচেয়ে কাছের বস্তাটার দড়ি খুলল সে ধীরেসুস্থে।

উঁকি দিল ভিতরে। অতি সাধারণ আকরিকের স্তূপ ভিতরে। মাগনা দিলেও এই জিনিস কেউ নিতে চাইবে না। আরেকটা বস্তার উদ্দেশে হাত বাড়াল জ্যাক দড়ি খুলে ভিতরে উঁকি দেওয়ামাত্র ধক্ করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড, হাঁ হয়ে গেল মুখ, বন্ধ হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস।

হলদে-সোনালী ওই জিনিসগুলো মায়ের পেটের বাচ্চাও চেনে। সুন্দর করে

সাজিয়ে রাখা সোনার বার– একটার উপর আরেকটা, অনেকগুলো।

একে একে সবগুলো বস্তা খুলল জ্যাক। বেশিরভাগ বস্তাতেই পেল বাজে আকরিক, দুটোতে সোনার বার।

ছোট্ট একটা শিস দিল সে। এতগুলো সোনার বারের জন্য একবার কেন, একশোবার অ্যামবুশ করা যায় যে-কাউকে। বুড়োর ভাগ্য ভালো, ওর বুকে মাত্র একটা ফুটো হয়েছে। এ-এলাকার ডাকাতরা যদি জানত বাকবোর্ডে এত সোনা নিয়ে যাচ্ছে বুড়ো, তা হলে এতক্ষণে ঝাঁঝরা করে ফেলত ওকে।

বস্তাগুলোর মুখ খোলা রেখেই বালির উপর নেমে এল জ্যাক। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বুড়োর লাশের সামনে। রক্ত যাতে না লাগে হাতে সেজন্য সাবধানে হাতড়ে দেখল বুড়োর শার্টের পকেট। কিন্তু পেল না কিছু। প্যান্টের পকেট হাতড়াতে গিয়ে হাত পড়ল বুড়োর পেটে, খসখস শব্দ হলো। কৌতূহলী হয়ে বুড়োর শার্টের বোতাম একটা একটা খুলে ফেলল জ্যাক। পেয়ে গেল বীমার কাগজপত্র। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পড়ল সে। এতক্ষণে বুঝতে পারল সব।

সোনার বারগুলো ইসাবেলা মাইনের। এই বুড়ো বীমা কোম্পানির লোক, প্রসপেক্টরের বেশ ধরে বারগুলো নিয়ে যাচ্ছিল কোম্পানিতে। ডাকাতদের কবল থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল সব সোনা। ইদানীং অনেক মাইনের মালিকই করছে কাজটা– এতে সোনার নিরাপত্তাও পাওয়া যায়, আবার বিক্রি করতে চাইলে বীমা কোম্পানির মধ্যস্থতায় কিছু বেশি দামও পাওয়া যায়।

কিন্তু ওই রহস্যময় স্ট্রেঞ্জার ঠিকই জানতে পেরেছিল সোনা নিয়ে যাবে এই বুড়ো। স্ট্যাম্পমিলের কেউ একজন মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে সব। রহস্যময় স্ট্রেঞ্জার আসলে ভাড়াটে খুনি, বুড়োর পিছু নিয়ে এতদূর এসেছে, জায়গা উপযুক্ত বুঝে অ্যামবুশ করেছে বুড়োকে।

জ্যাক নিশ্চিত, আরও একটা দায়িত্ব ছিল স্ট্রেঞ্জারের উপর– সোনার বারগুলো কোথাও পৌঁছে দেওয়া। একটা সিগারেট রোল করে ধরাল সে। ধীরেসুস্থে টানতে আরম্ভ করল। চিন্তার ঝড় চলছে ওর মাথায়।

কতগুলো ব্যাপার অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। যেমন, স্ট্রেঞ্জারকে খুন করেছে সে, যে-কারণেই হোক। ঘটনাটা সুনজরে দেখবে না আদালত। স্ট্রেঞ্জারের পক্ষের উকিল যদি বলে শিকার করার উদ্দেশ্যে কাঁধে রাইফেল ঠেকাচ্ছিল লোকটা, কী জবাব দেবে জ্যাক? বুড়োর লাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত সত্যিই জানত না সে স্ট্রেঞ্জারের টার্গেট কে।

আরও কথা আছে। স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে একই টেবিলে বসে ব্রেকফাস্ট সেরেছে সে, বেশি হলে পাঁচ ঘণ্টা আগে। কার্নেগির সঙ্গে ফুসুরফাসুর করতে দেখেছে লোকটাকে, নিজের চোখে। তার মানে কী? বুড়োকে খুন করিয়েছে কার্নেগি? সোনার বারগুলো হাতাতে চায় সে? কিন্তু ইসাবেলা মাইনের সোনার খবর কার্নেগি জানল কীভাবে?

কেন যেন ফিল রোল্যান্ডের কথা মনে পড়ল জ্যাকের। হয়তো আজ রাতে এ-এলাকার শেরিফ নির্বাচিত হবে ফিল। খাঁটি লোক বলতে এ-এলাকায় ওই

boighar.com

একজনকেই চেনে সে। নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায় ফিলকে। জ্যাক জানে, ওকে পছন্দ করে ফিল, ওর কথার দাম দেয়। পুরো ঘটনাটা শুনলে জ্যাককে বিশ্বাস করতেও পারে ফিল।

উঠে দাঁড়াল জ্যাক। বুড়োর লাশের দিকে তাকাল। 'ইউনিয়ন রানশের চাকরিটা গেল,' বিড়বিড় করল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে বাকবোর্ডটা দেখল। জিনিসটা কাজে দেবে এখন।

সন্ধ্যার মৃদু আলো মিলিয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। শেরিফের অফিসের বাইরে, অন্ধকার এক গলিতে ঢুকে রাশ টানল জ্যাক। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল চারদিকে। গলিটা বড় বেশি নীরব। এই গ্রীষ্মেও অদ্ভুত এক শীত শীত ভাব পেয়ে বসল ওকে। ঘাড় ঘুরিয়ে বাকবোর্ডের মেঝের দিকে তাকাল সে।

আটচল্লিশ হাজার ডলারের সোনা আর দুটো লাশ। একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক আছে, আবার নেইও। এই সোনার জন্যই মরল লোক দুটো; বেঁচে থাকলে দু'জনের একজনও ভোগ করতে পারত না ওই সোনা। বারগুলো যার বা যাদের, তারা হয়তো এখন ফূর্তি করছে কোথাও, জানেও না কী হয়েছে ওগুলোর।

নির্বাচন নিয়ে মেতে আছে কারসন সিটি। এতে বরং সুবিধাই হয়েছে জ্যাকের। ধীরগতিতে বাকবোর্ড চালিয়ে শহরে ঢুকেছে সে, দেখেও দেখেনি অনেকে। বড় রাস্তাটা এড়িয়ে গিয়ে আরেকটা ছোট রাস্তায় ঢুকেছে– বাকবোর্ডটা ওদিকে যাচ্ছে কেন তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি কেউ।

ব্রেক আটকে দিয়ে চালকের আসন থেকে নামল জ্যাক। হাত বাড়িয়ে তুলে আনল ভারী বস্তা দুটো। আরেকবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিত হলো কেউ দেখছে না ওকে। মাটিতে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল বস্তাদুটো। গিয়ে থামল শেরিফের অফিসের সামনে।

অফিসের দরজায় তালা ঝুলছে। বারান্দায়ও আলো জ্বালেনি কেউ। অন্ধকারে পোড়োবাড়ির মতো দেখাচ্ছে অফিসটা। এমনটা হতে পারে ভেবেছিল জ্যাক। কিন্তু অন্য কোনও উপায় ছিল না ওর। সোনার বস্তা আর দুটো লাশ সঙ্গে নিয়ে এত বড় শহরের রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়ানো যায় না ফিলকে।

বস্তা দুটো অফিসের বারান্দায় তুলল সে। এক কোনায় একটা রকিং চেয়ার, সেটার আড়ালে রাখল বস্তা দুটো। তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে। ভাবতে শুরু করল: *কী করবো এখন? বস্তা দুটো এখানেই রেখে খুঁজতে বের হবো ফিলকে? কেউ যদি এসে পড়ে? অন্য সবার কথা বাদ দিলেও গর্ডন কেস্টার এসে পড়তে পারে যে-কোনও সময়। কতটুকু বিশ্বাস করা যায় বুড়োকে? আর ফিলকেই বা কোথায় খুঁজবো? যে-কোনও সেলুনে থাকতে পারে সে। থাকতে পারে জনতার ভিড়ে অথবা নিজের বাড়িতে। কিংবা কারসন হাউসে, ক্যাথির সঙ্গে।*

ক্যাথির নামটা মনে পড়ামাত্র উঠে দাঁড়াল জ্যাক। যেখানে যত ব্যস্তই থাকুক না কেন ফিল, অবসর পেলেই ক্যাথির কাছে ছুটে যাবে সে। ক্যাথিকে যদি একটা মেসেজ দিয়ে রাখা যায়, আশা করা যায় ফিল সেটা পাবেই।

'বস্তা দুটো সঙ্গে নিয়েই যাই বরং,' বিড়বিড় করে বলল জ্যাক। 'কেউ জিজ্ঞেস করলে যা মুখে আসে বলে দেবো।'

কারসন হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে খানিকটা চমকে উঠল সে। পোর্চের সিঁড়িতে একা বসে আছে ফিল, আয়েশী ভঙ্গিতে হেলান দিয়েছে রেলিং-এ। মুখে পাইপ, ঘন ঘন টানছে; ধোঁয়ার আড়ালে মুখটা অদৃশ্য।

বাকবোর্ড থেকে নেমে ফিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল জ্যাক। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু ঠিক তখনই গোলাগুলি আর হট্টগোলের আওয়াজ শোনা গেল। থামতে বাধ্য হলো জ্যাক, আরেকবার চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

গর্ডন কেস্টারের একদল সমর্থক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে হুইস্কি পেয়ে বসেছে ওদেরকে। খুশিতে ধেই ধেই করে নাচছে লোকগুলো, যাকে খুশি তাকে উদ্দেশ্য করে গাল দিচ্ছে মিনিটে একশোটা করে। সেই সঙ্গে চলছে পিস্তল দিয়ে আকাশ ফুটো করার ব্যর্থ চেষ্টা।

থুঃ করে একদলা থুথু ফেলল জ্যাক। মুখ ঘোরাল। তারপর ফিলের পায়ের কাছে ধপ করে নামিয়ে রাখল বস্তা দুটো।

মুখ থেকে পাইপ সরাল ফিল। 'কী আনলে? ইউনিয়ন রানশের সবার ভোট?'

'খুলে দেখো।'

খুলল ফিল। একটা সোনার বার বের করে হাতে নিল। পোর্চের অল্প আলোতেও বারের গায়ে খোদাই করা নাম পড়া যাচ্ছে স্পষ্ট– ইসাবেলা মাইন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকাল ফিল।

কী হয়েছে, খুলে বলল জ্যাক। এমনকী ইউনিয়ন রানশ বা কার্নেগির ব্যাপারেও কিছু গোপন করল না। তারপর ফিলের পাশে, পোর্চের সিঁড়িতে বসে পড়ল।

একটা কথাও বলল না ফিল। পাইপ টানতে লাগল একটানা। অস্বস্তিকর নীরবতা সহ্য করতে না পেরে পকেট থেকে সিগারেট-পেপার আর তামাক বের করল জ্যাক, দ্রুত হাতে একটা সিগারেট বানাল। সেটা ধরানোর সময় ম্যাচকাঠির আলোয় তাকাল ফিলের চেহারার দিকে।

মাড়িদুটো সেঁটে বসেছে একে অপরের সঙ্গে, চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে সে-কারণে; দু'চোখে কাঠিন্য, চেহারায় বেপরোয়া ভঙ্গি। হাসিখুশি মানুষটা যেন মুহূর্তেই হয়ে গেছে প্রতিশোধপরায়ণ।

মৃদু কণ্ঠে বলল জ্যাক, 'এতদিন যাকে ফেরেশতা বলে মনে করতাম সেই কার্নেগির নতুন চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেছি আমি। এ-এলাকা থেকে পালানো ছাড়া উপায় নেই আমার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'নতুন কোনও চাকরির খোঁজ করতে হবে আমাকে। একা পারবো না কার্নেগির বিরুদ্ধে।'

চট করে কিছু বলল না ফিল সেই চিঠিগুলোর কথা ভাবছে সে। আটটা চিঠি, আটটাতেই কার্নেগির নাম সবার প্রথমে। কিন্তু এতেই কি প্রমাণ হয় সবকিছুর মূলে কার্নেগি? এমনও তো হতে পারে যে, কেউ একজন হাতের লেখা

boighar.com

পাল্টে আটটা চিঠিই লিখেছে? ব্যাপারটা আদালতে গড়ালে এরকম আরও হাজারটা যুক্তি দিতে পারে কার্নেগির উকিল। তখন ফিল কী বলবে?

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে। কার্নেগির বিরুদ্ধে ওর হাতে নিশ্ছিদ্র কোনও প্রমাণই নেই আসলে। আছে কেবল কিছু সন্দেহ আর অনুমান।

অ্যামবুশারের ঘটনাটাও মনে পড়ল। কার্নেগি ছাড়া আর কেউ জানত না জ্যাসপার স্প্রেডে যাচ্ছে ফিল। কিন্তু এখানেও একই কথা– প্রমাণ নেই ফিলের হাতে।

কারসন হাউসের দরজা খুলে গেল এমন সময়, বেরিয়ে এল এড উইলিয়ামস। সিঁড়িতে বসে থাকা ফিল আর জ্যাককে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, ওকে পিছু ডাকল ফিল। এড কাছে এলে হাতের বারটা ওর হাতে তুলে দিল সে। হালকা গলায় বলল, 'দেখো তো চিনতে পারো কি না।'

নিজের মাইনের সোনা, চিনতে না-পারার কোনও কারণ নেই। হাঁ হয়ে গেল এড, দু'চোখে নিখাদ বিস্ময়। ঢোক গিলল সে, অকারণেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলে? এগুলো তো আজ সকালে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ফিল। 'তোমার এজেন্ট মারা গেছে, এড। মারা গেছে মানে খুন করা হয়েছে। অ্যামবুশ। খুনিকে খুন করেছে এই জ্যাক শেফার।'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত জ্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকল এড। তারপর শীতল কণ্ঠে বলল, 'খুলে বলো। কিচ্ছু বাদ দেবে না।'

আরেকবার ঘটনাটা বলল জ্যাক। চুপচাপ শুনল এড, জ্যাকের কথার মাঝখানে একবারও বাধা দিল না। সব শোনার পরও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, আসলে কী বলবে বা করবে বুঝতে পারছে না সে।

'বুঝতে পারছি মাথায় কোনও বুদ্ধি খেলছে না তোমার,' নীরবতা ভাঙল ফিল, 'কিন্তু এত কষ্ট করে সব সোনা উদ্ধার করে আনার জন্য অন্তত ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিতে পারো আমার ডেপুটিকে।'

কথাটা শুনে চমকে উঠল জ্যাক, ঘাড় ঘুরিয়ে ফিলের দিকে তাকাল সে।

'তোমার ডেপুটি মানে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে এডের। 'কবে বানালে? আর তুমিই বা শেরিফ হলে কখন?'

'হইনি, তবে আশা করছি হবো। তখন জ্যাকের বুকেও ঝুলবে ডেপুটির তারা। ও হচ্ছে আমার "বেসরকারীভাবে নির্বাচিত" ডেপুটি।'

এ-ব্যাপারে আর কিছু বলল না এড। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর বলল, 'ব্যাঙ্কার জেমসের সঙ্গে কথা বলে দেখি ব্যাঙ্কটা খোলানো যায় কি না। গেলে বস্তা দুটো রেখে দেবো ভল্টে। ততক্ষণ কি একটু দেখবে ওদুটো?'

'দেখবো। যাও, খুঁজে দেখো কোথায় আছে জেমস।'

চলে গেল এড।

জ্যাকের দিকে তাকাল ফিল। 'কী ব্যাপার? কিছু বলছ না যে? আমার ডেপুটি হিসেবে কাজ করতে কোনও সমস্যা আছে?'

'আমি পারবো না, ফিল,' হতাশ কণ্ঠে বলল জ্যাক। 'আইনের প্যাঁচঘোঁচ বুঝি

না আমি। তা ছাড়া, এসব কাজের জন্য পিস্তলে চালু লোক দরকার, আমার হাত চালু না।'

'আইন সামলাবো আমি। পিস্তল হাতে পিস্তলবাজদের মুখোমুখি হবো আমি। আমার শুধু একজন সৎ লোক দরকার। ইউনিয়নের চাকরি ছেড়ে দেবে বললে, কার্নেগির বিরুদ্ধেও নাকি একা লড়তে পারবে না। সবদিক ভেবে দেখলে ডেপুটির চাকরিটা খারাপ না তোমার জন্য।'

'কিন্তু আমরা দু'জন কি...'

'আরেকজন যোগ দিতে পারে আমাদের সঙ্গে।'

'কে?'

'জোসেফ অস্কার।'

'জোসেফ!' হাসল জ্যাক। 'আর লোক পেলে না? ওর মধ্যে কোন্ সততাটা দেখলে শুনি?'

'জোসেফ চোর, সত্যি কথা। কিন্তু চুরিচামারি ছেড়ে ভালো কিছু করার চেষ্টা করেছে সে– এটাও সত্যি। লোকে বিশ্বাস করেনি ওকে, তাই কাজ দেয়নি। ভালো হতে চেয়েও ভালো না হতে পারার আক্রোশে খারাপ কাজ ছাড়েনি জোসেফ। সে এখন বেপরোয়া, জান বাজি রাখতে পারে। এজন্যই ওকে দরকার আমার। আর ওই যে বললাম, তোমাকে দরকার তোমার সততার কারণে।'

তবুও চুপ করে থাকল জ্যাক। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে।

'কাউহ্যান্ড হিসেবে ইউনিয়নে যা পেতে, ডেপুটি-শেরিফের চাকরি করলে তার দ্বিগুণ পাবে। থাকার জায়গাও পাবে। আর কী দরকার?'

'ঠিক আছে,' আর দ্বিধা করল না জ্যাক। 'তুমি শেরিফ নির্বাচিত হলে তোমার ডেপুটি হিসেবে কাজ করবো, কথা দিলাম।'

আট

রাত দশটার সময় ব্যালট বাক্স নিয়ে আসা হলো দূরের এক শহর ওয়াইন'স ফোর্ড থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল কেস্টারের মাতাল সমর্থকরা। কোর্টহাউসের আশপাশে জড়ো হয়েছে লোকগুলো, ভোট গণনা চলছে সেখানেই।

মাত্র একটা শহর থেকে ব্যালট বাক্স আসা বাকি আছে এখনও। শহরটার নাম রেমন্ড'স ট্রেডিংপোস্ট। ছোট্ট শহর, বেশি হলে বিশটার মতো ভোট হবে সব মিলিয়ে। ওয়াইন'স ফোর্ডের ভোট গুনলে যদি দেখা যায় কেস্টার আর ফিলের মধ্যে ভোটের ব্যবধান বিশের বেশি, তা হলে যে এগিয়ে থাকবে, সে-ই নির্বাচনে জিতেছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

ফিল, জ্যাক আর জোসেফ দাঁড়িয়ে আছে ফাইভ স্টারের বারান্দায়:

boighar.com

কোর্টহাউসে জড়ো হওয়া লোকগুলোকে দেখছে। শুধু কেস্টারের সমর্থকরাই নয়, একজন-দু'জন করে আরও লোক যাচ্ছে সেখানে। ভিড় বাড়ছে।

কোর্টহাউসটা আসলে সাধারণ একটা স্টোরবিল্ডিং, শেরিফের অফিস থেকে ত্রিশ গজ উত্তরে। একসময় সেলুন ছিল ওটা। চালাতে না পেরে বিক্রি করে পুবে চলে যায় মালিক। দখল বুঝে নেয় ঝানু এক উকিল, পার্টিশন দিয়ে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলে কোর্টহাউসকে– সামনের দিকে আধডজন অফিস আর পিছনের দিকে কোর্টরুম।

সমবেত জনতাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল জোসেফ, গাল দিল। অস্থির ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্চোরগুলোকে দেখছি কেন আমরা? ভেতরে গিয়ে আরাম করে বসে বিয়ার খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

সেলুনে ঢুকল ওরা। কোনার একটা টেবিল দখল করল তিনজন মিলে। ওয়েটারকে বিয়ারের অর্ডার দিল ফিল। তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দুটো লোভাতুর জিভ দিয়ে একবার চেটে নিয়ে জ্যাকের দিকে তাকাল জোসেফ। 'একটা গল্প শোনাবে বলছিলে না?'

রহস্যময় স্ট্রেঞ্জারের কাহিনি একই দিনে তৃতীয়বারের মতো শোনাল জ্যাক। চুপচাপ শুনল জোসেফ; কারণ দুটো– গল্পটা আকর্ষণীয় আর বিয়ারটা দারুণ।

একইসঙ্গে শেষ হলো জ্যাকের কথা আর ওদের বিয়ার খাওয়া। ঠিক তখনই কমে গেল রাস্তার হট্টগোল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফিল। 'গোনা শেষ ওদের! এখন ফল ঘোষণা করবে। চলো।'

কোর্টহাউসের জনতাকে ঠেলেঠুলে পথ করে নিল ওরা তিনজন। অনেকে আবার ফিলকে চিনতে পেরে নিজে থেকেই সরে গেল। দুই সঙ্গীকে নিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফিল।

কোর্টহাউসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে কমিশনার লিমিং, এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছে জনতাকে। দু'হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল সে। থেমে গেল গুঞ্জন। চারদিকে এখন নীরবতা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সবাই।

জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল লিমিং, 'নির্বাচনের ফল এসে গেছে আমার হাতে। গর্ডন কেস্টার পেয়েছে চারশো তিয়াত্তর ভোট...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, কারণ বিকট স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছে কেস্টারের সমর্থকরা। কেউ কেউ হ্যাট খুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে শূন্যে, দক্ষ হাতে লুফে নিচ্ছে একটু পরই; আবার কেউ দু'আঙুল মুখে পুরে শিস বাজাচ্ছে ফুসফুসের সব জোর দিয়ে।

হট্টগোল থামাতে আবারও হাত তুলতে হলো লিমিংকে। ধীরে ধীরে শান্ত হলো কেস্টারের সমর্থকরা। আবার বলতে লাগল লিমিং, 'আর ফিল পেয়েছে...' হাতে ধরা কাগজটা মৃদু আলোয় আরেকবার দেখল সে, 'পাঁচশো এক ভোট।'

হঠাৎ মরে গেল সব গুঞ্জন। অখণ্ড নীরবতা নেমে এল সারা রাস্তায়। হতভম্বের মতো কয়েকটা মুহূর্ত লিমিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকল জনতা। ফাটা

বেলুনের মতো চুপসে গেছে কেস্টারের সমর্থকরা। বাকিরা চোখ পিটপিট করছে, যা শুনেছে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন। একটু পর হঠাৎ করেই যেন বুঝতে পারল কী বলেছে লিমিং। ফিলের কাঁধ চাপড়ে দিতে লাগল কেউ কেউ, কেউ আবার হাত মেলানোর জন্য এগিয়ে গেল ওর দিকে। সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে ফিলকে।

তৃতীয়বারের মতো হাত তুলল লিমিং। কোলাহল থামলে ফিলের দিকে তাকিয়ে বলল লিমিং, 'এসো আমার সঙ্গে।'

জ্যাক আর অস্কারকে সঙ্গে নিয়ে লিমিং-এর পিছু নিল ফিল। ওদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টরুমে ঢুকে পড়ল লিমিং। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে থামল একটা টেবিলের সামনে।

টেবিল ঘিরে বসে আছে কয়েকজন লোক। টেবিলের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ব্যালট-পেপার। ফিলকে দেখে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো, ওকে নিয়ে গেল পাশের রুমে। নতুন শেরিফ হিসেবে শপথ করাল। তারপর ফিরে এসে এল আগের রুমে। দুই সঙ্গীর খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল ফিল। এক কোনায়, ছোট একটা বেঞ্চের উপর বসে আছে জ্যাক আর অস্কার। দু'জনের চোখেমুখেই আনন্দ।

'তারপর, ফিল?' লিমিং-এর দৃষ্টিতে কৌতুক আর কণ্ঠে ব্যঙ্গ, 'বাজিটা তো মাত করলে, এবার কী করবে? গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে আগের মতোই, নাকি শহরের আইনশৃঙ্খলার দিকে একটু নজর দেবে?'

প্রশ্নটা শুনে বিরক্ত হলো ফিল। ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দিল, 'কী করবো আগেই বলেছি। যদি ভেবে থাকো তোমার কথামতো কোনও আউট-লকে ধরার জন্য ছুটবো এখনই, ভুল করবে। আমি আমার মতো কাজ করবো। কারও আদেশ-নিষেধ-অনুরোধ-পরামর্শ শুনবো না।'

'ভালো,' নাক টানল লিমিং। 'তা, একা তো আর কাজ করতে পারবে না: তাই তোমার জন্য দু'জন ডেপুটি ঠিক করেছি আমরা। নিয়ম অনুযায়ী সরকারই খরচ দেবে ওদের।'

বাঁকা হাসি হাসল ফিল। 'দেরি করে ফেলেছ।'

'মানে?'

'আমার ডেপুটিরা আমার সঙ্গেই আছে।'

'সঙ্গে আছে!' জ্যাক আর অস্কারের দিকে আড়চোখে তাকাল লিমিং। 'বুঝলাম না।'

'বুঝেও যে বুঝতে চায় না তাকে বোঝানোটা কঠিনই বটে,' খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা চোয়াল চুলকাল ফিল। 'জ্যাক শেফার আর জোসেফ অস্কার হচ্ছে আমার দুই ডেপুটি। জ্যাককে আমি শহরের মার্শাল বানিয়েছি।'

লিমিং এবং টেবিল ঘিরে বসে থাকা লোকগুলোর সময় লাগল খবরটা হজম করতে। কিছুক্ষণ পর লিমিং বলল, 'তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে, ফিল? জোসেফ অস্কার যে একটা চোর জানো না তুমি?'

boighar.com

চোয়াল শক্ত করল ফিল। 'জোসেফ আগে কী ছিল না-ছিল তা জানার দরকার নেই আমার। আমাকে যদি কারসন সিটির শেরিফ হিসেবে মানো, তা হলে জোসেফকেও আমার ডেপুটি হিসেবে মানতে হবে। বোঝা গেছে?'

'শোনো, ফিল,' অবাধ্য ছেলেকে যেভাবে বোঝায় বাবা, সেভাবে বলে চলল লিমিং, 'আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করবে বলে কথা দিয়েছিলে সবাইকে। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ামাত্র বলছ জোসেফ অস্কার নাকি তোমার ডেপুটি। ওর মতো একজন আউট-লকে ডেপুটি বানালে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করবে কীভাবে?'

'বোঝাচ্ছি। আগে বলো কাদেরকে আমার ডেপুটি বানাবে বলে ঠিক করেছিলে।'

'জেমস বুন আর হেনরি স্টিভেন্স। দু'জনই সৎ আর পরিশ্রমী।'

'মানলাম। কিন্তু লোকে বলে, জীবনেও নাকি কোমরে পিস্তল ঝোলায়নি বুন; গানফাইট করা তো পরের কথা।'

মন্তব্য করতে গিয়ে ইতস্তত করল লিমিং। 'ঠিক। বুন কারও সাতেপাঁচে নেই... মানে ছিল না আর কী। তবে মানুষ পাল্টায়– দরকার হলে সে দু'কোমরে দুটো হোলস্টার ঝোলাবে।'

হা-হা করে হাসল ফিল। 'আর কার নাম যেন বললে? হেনরি স্টিভেন্স? কার্টলির দোকানে কাজ করে যে-ছেলেটা?' লিমিং মাথা ঝাঁকানোয় বলে চলল সে, 'শুনেছি হিসাব-কিতাবে স্টিভেন্স এতই পাকা যে, ওর হাতে দোকানের ভার দিয়ে একগ্লাস পানি খেতে যেতেও ভরসা পায় না কার্টলি।... তোমাদের পছন্দের ডেপুটিরা কতটুকু যোগ্য বুঝতে পারছ?'

'কিন্তু... ওরা দু'জনই খুব সৎ...'

হাত তুলে লিমিংকে থামিয়ে দিল ফিল। 'কারসন কাউন্টির আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করতে হলে শুধু সৎ না, কঠোর লোক দরকার। ধরো হঠাৎ মারামারি লেগে গেল কোনও সেলুনে অথবা রাস্তায় শুরু হলো গানফাইট, কী করতে পারবে বুন বা স্টিভেন্স?'

উত্তর দিল না লিমিং। চুপ করে থাকল টেবিল ঘিরে বসে থাকা লোকগুলোও।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকাল ফিল। 'পুরো কাউন্টি আইনের আওতায় আনতে হলে দুধে ধোয়া তুলসি পাতাদেরকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। ...আমার এমন লোক দরকার, যারা খালিহাতে লড়তে পারে, গানফাইট করতে পারে; যারা শুধু সৎ না, দুর্ধর্ষ আর বেপরোয়া-ও।' থামল সে, বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলল, 'কান খুলে শুনে রাখো, আমাকে যেমন মানতে হবে সবার, তেমনি জ্যাক শেফার আর জোসেফ অস্কারকেও মানতে হবে। কেউ যদি তা না মানে, আমি ধরে নেবো আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে।' লিমিং-এর দিকে তাকাল সে। খানিকটা নরম গলায় বলল, 'আমাকে একটা পেন্সিল আর এক তা কাগজ দাও।'

টেবিল ঘিরে বসে থাকা লোকগুলোর একজন নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। এক তা কাগজ আর একটা পেন্সিল এনে দিল লিমিং ফিলের হাতে। টেবিলের উপর কাগজটা রাখল ফিল, তারপর সেটাতে বড় বড় করে লিখল:

যে বা যারা কারসন সিটি অথবা এই কাউন্টির সম্মানিত কোনও লোকের অধীনে পূর্ণকালীন চাকরি করে না, তাদেরকে আগামীকাল মধ্যরাতের মধ্যে কাউন্টি ছাড়ার আদেশ দেওয়া হলো।

আদেশক্রমে
(স্বাক্ষর ও তারিখ)
ফিল রোল্যান্ড
শেরিফ

লেখা শেষ করে কাগজটা নিয়ে লম্বা পদক্ষেপে বেরিয়ে এল বাইরে, বোর্ডওয়াকে। জ্যাক আর জোসেফও এল ওর সঙ্গে। কোর্টহাউসের নোটিশবোর্ডে পিন দিয়ে কাগজটা আটকে দিল ফিল। তারপর ঘুরে মুখোমুখি হলো জনতার।

ভিড় কমেনি এখনও। ওদেরকে উদ্দেশ করে জোরালো কণ্ঠে বলল সে, 'তোমাদের মধ্যে যারা ভবঘুরে আর আউট-ল, অকারণে আছো কারসন সিটিতে, কাজকর্ম কিছু করো না, অথচ খাচ্ছ-দাচ্ছ ঘুরছ-ফিরছ বুক ফুলিয়ে, তারা আগামীকাল মধ্যরাতের মধ্যে শহর তো বটেই, এই কাউন্টি ছেড়ে চলে যাবে যত দূরে সম্ভব। যে বা যারা এই আদেশ মানবে না, তাদেরকে বের করে দেবো আমি। শুনেছ? বের করে দেবো। সেটা যেভাবেই হোক। প্রয়োজনে গানফাইট হবে, আমার বিরুদ্ধে যারা লড়তে আসবে, তাদের বুকে-পিঠে যেখানে খুশি গুলি করবো, একজন আউট-লকেও থাকতে দেবো না এই কাউন্টিতে। ...মনে থাকে যেন, সময়সীমা আগামীকাল মধ্যরাত।'

থামল ফিল। কেউ কিছু বলছে কি না বোঝার চেষ্টা করল। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে, চাপা গলায় কথাও বলছে কেউ কেউ। ভিড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'শূন্য কলসি বাজে বেশি, মিস্টার শেরিফ। এত হম্বিতম্বি করছ, মুরোদ আছে কারও গায়ে হাত তোলার?'

লোকটাকে দেখতে পেল ফিল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামল বোর্ডওয়াক থেকে রাস্তার উপর। মাটিতে পা পড়ামাত্র ছুটল জ্যাক আর জোসেফও ছুটে এল। তাড়াহুড়ো করে সরে গেল জনতা, দু'পাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল ওদের তিনজনকে। মন্তব্য করেছিল যে-লোকটা– আর্থার ডেভিডসন, ফিলকে ছুটে আসতে দেখে কী করবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মূর্তির মতো।

কাউন্টির কুখ্যাত রাসলার জন কিলেনের ডানহাত এই আর্থার। যেসব বাচ্চার নাক টিপলে দুধ পড়ে, তারাও জানে কিলেনের রানশ "ওয়াকিং এম" হলো আউট-লদের অভয়াশ্রম।

ছুটে গিয়ে সোজা আর্থারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফিল। ধাক্কা সামলাতে পারল না আর্থার ফিলকে বুকের উপর নিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আর্থারের সঙ্গে আছে রানিং এমের আরও তিন কাউহ্যান্ড, ফিলকে মারার জন্য ছুটে এল ওরা।

হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল জোসেফ। বাঁটটা মুঠো করে ধরে লাফিয়ে পড়ল আর্থারের এক সঙ্গীর উপর। বাঁট দিয়ে জোরে আঘাত করল লোকটার মাথার পিছনদিকে। গুঙিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। কী হচ্ছে দেখার

boighar.com

জন্য থেমে দাঁড়িয়েছিল আর্থারের আরেক সঙ্গী, দেরি না-করে ওর তলপেটে কষে লাথি মারল জোসেফ। চার-পাঁচ কদম পিছিয়ে গেল লোকটা। তারপর দু'হাতে পেট চেপে ধরে সেজদা করার ভঙ্গিতে বসে পড়ল মাটিতে।

রানিং এমের তিন নম্বর কাউহ্যান্ড ফিলকে লাথি মারার জন্য পা তুলেছিল শূন্যে, ভারী শরীর নিয়ে ওর উপর লাফিয়ে পড়ল জ্যাক। সামলাতে পারল না লোকটা, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সুযোগটা কাজে লাগাল জ্যাক। সর্বশক্তিতে লাথি মারল লোকটার কোমরে। একদিকে কাত হয়ে গেল লোকটা। সুযোগ বুঝে ওর পেটে দ্বিতীয় লাথিটা হাঁকাল জ্যাক, আগের চেয়েও জোরে। কত জোরে মারা উচিত হিসাব করেনি জ্যাক, তাই ঈশ্বর আর যিশুকে ডাকতে ডাকতে ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল লোকটা।

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে ফিল, দাঁড়িয়েছে আর্থারও। একে-অপরের শার্টের কলার চেপে ধরে আছে ওরা। আর্থারের চেয়ে ছ'ইঞ্চি লম্বা ফিল, সুবিধাটা কাজে লাগাল সে। আর্থারের শার্টের কলার বামহাতে ধরে রেখে ডানহাতে জোরে ধাক্কা দিল ওর বুকে। ধাক্কাটা সামলানোর জন্য কয়েক পা পিছাতে হলো আর্থারকে। মুঠি আলগা হয়ে গেল তার। দেরি করল না ফিল, হ্যাটশূন্য মাথা দিয়ে যত জোরে সম্ভব আঘাত করল আর্থারের নাকে। চেঁচিয়ে উঠল আর্থার, নাক চেপে ধরে বসে পড়তে গেল। তাকে সেই সুযোগটা দিল না ফিল, ডানহাতে প্রচণ্ড এক পাঞ্চ হাঁকাল আর্থারের চোয়ালে। বসতে গিয়েও বসতে পারল না আর্থার; হাঁটুজোড়া বেঁকে গেল তার, মাথাটা কাত হয়ে গেল পিছনদিকে। মোক্ষম সুযোগটা ছাড়ল না ফিল। সর্বশক্তিতে কিল মারল আর্থারের রক্তাক্ত নাকে। এবার এত দ্রুত বসে পড়ল আর্থার, যেন ওর পা-দুটো তরবারির এককোপে কেটে ফেলেছে কেউ। মাটিতে চিৎ হতে যাচ্ছিল সে, পতনটা ত্বরান্বিত করতে ওর থুতনির নীচে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল ফিল। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল আর্থার। নড়ল না আর।

ততক্ষণে পিস্তল বের করে ফেলেছে জ্যাক। সে আর জোসেফ মিলে কাভার দিচ্ছে আর্থারের তিন সঙ্গীকে। কিছুই করার নেই বুঝে আর্থারের তিন সঙ্গীর একজন মাথার পিছনে এবং দু'জন তলপেটে হাত বুলাচ্ছে ক্রমাগত।

লড়াই শেষ। ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গিতে হাত ঝাড়ল ফিল। আর্থারের টানে শার্টের উপরের দিকের দুটো বোতাম ছিঁড়ে গেছে, টেনেটুনে শার্টটা যতটা সম্ভব ঠিক করে নিল সে। তারপর নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার উদ্দেশে বলল, 'তোমাদের কারও মনে আমাকে ধোলাই দেয়ার ইচ্ছা থাকলে চলে এসো চটপট। কারণ পরেরবার হয়তো হাত না, সিক্সশুটার দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো আমি।'

কেউ এগিয়ে এল না।

'ভালো,' ফিলের কণ্ঠে ব্যঙ্গ। 'বুঝলাম নিজেদের প্রতি মায়াদরদ আছে তোমাদের।... এখানে ভিড় করে থেকে লাভ নেই, বাসায় যাও সবাই।'

ধীর পদক্ষেপে সরে পড়তে লাগল একজন-দু'জন করে। আর্থারের তিন সঙ্গী মুখ চাওয়াচাওয়ি করল; তারপর একবার ফিল, একবার জ্যাক, পরেরবার

জোসেফের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল আর্থারের দিকে। একজন কাঁধে তুলে নিল লোকটাকে, বাকিরা ঘোড়া আনার জন্য হাঁটা ধরল আস্তাবলের উদ্দেশে।

কোর্টরুমের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল ফিল, ক্যাথিকে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে গেল। এত রাতে ক্যাথি এখানে কী করছে বুঝতে পারল না সে।

ফিলের সামনে এসে থামল ক্যাথি। কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওর চোখে চোখ রেখে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শেরিফ নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন। কিন্তু প্রথম দিনই মারামারি... কাজটা কি ভালো হলো?'

'আর্থার শূন্য-কলসি বলেছে আমাদেরকে,' ক্যাথিকে থামিয়ে দিল জোসেফ। 'চোখের ভাষায় একই কথা বলেছে আরও অনেকে। আমরা শূন্য না ভরা বুঝিয়ে দেয়ার দরকার ছিল।'

মাথা নাড়ল ক্যাথি। 'আর্থারের সঙ্গে আরও লোক থাকলে তোমাদের অবস্থাটা কী হতো?'

দাঁত বের করে হাসল জোসেফ। 'কী আর হতো? মার খেয়ে পড়ে থাকতাম আমরা, তুমি এসে উঠিয়ে নিয়ে যেতে আমাদেরকে।'

গম্ভীর হলো ক্যাথি। 'আমার মনে হয় আলাদা থাকা উচিত না তোমাদের। সবসময় একসঙ্গে থাকতে হবে তিনজনকেই।... তোমার কেবিন ছেড়ে কারসন হাউসে চলে আসতে পারো, ফিল। তোমাদের জন্য একটা রুমের ব্যবস্থা করে রাখবো আমি।'

'মন্দ বলেনি ক্যাথি,' সায় জানাল জ্যাক। 'থাকার জায়গা নেই আমার। জোসেফেরও বোধহয় একই অবস্থা।'

কিছু বলল না ফিল। ক্যাথির প্রস্তাবটা ভেবে দেখছে সে। ভেবেছিল জ্যাক আর জোসেফকে নিয়ে নিজের কেবিনেই থাকবে। কিন্তু কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ, বুঝেছে আগেই। আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে থাকতে পারে যে-কেউ, অসর্তকতার সুযোগ নিয়ে অ্যামবুশ করতে পারে যে-কোনও সময়। হোটেলে থাকলে সে-সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া খাওয়ার ঝামেলাটাও সহজে মিটবে, কষ্ট করে এতদূর আসতে হবে না।

মাথা ঝাঁকাল সে। বলল, 'ঠিক আছে, চলো হোটেলে। একসঙ্গেই থাকবো আমরা তিনজন। জ্যাক আর জোসেফ না হয় পরে একসময় গিয়ে নিয়ে আসবে ওদের মালপত্র। আমারগুলো কেবিনেই আছে, কাল সকালে একফাঁকে নিয়ে আসবো।'

পা বাড়াতে গিয়েও থেমে দাঁড়াতে হলো ওদেরকে। কার্নেগি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

ফিলের কাছে এসে থামল কার্নেগি, হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। বাধ্য হয়ে হাত বাড়াল ফিলও। কিন্তু ওদের হ্যান্ডশেকটা হলো প্রাণহীন।

শুকনো গলায় কার্নেগি বলল, 'তুমি শেরিফ হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি, ফিল। এবার কাউন্টির অবস্থা পাল্টাবে।' জ্যাকের দিকে তাকাল সে। 'শুনলাম তুমি নাকি ডেপুটি হয়েছ। আজ সকালেই ছিলে আমার কর্মচারী, আর এখন কাজ করছ

boighar.com

ফিলের অধীনে। কী এমন ঘটল যে...'

'ইউনিয়নে কাজ করার আর ইচ্ছা নেই আমার,' সরাসরি বলল জ্যাক।

হাসল কার্নেগি। 'ইউনিয়নের দরজা খোলা থাকল তোমার জন্য। যখন খুশি চলে এসো।... ক্যাথি, গুডনাইট,' আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল সে। ফিলরা হাঁটা ধরল কারসন হাউসের উদ্দেশে।

ফিল ও ওর দুই ডেপুটিকে বড় একটা রুম দিতে চাইল ক্যাথি, কিন্তু রাজি হলো না ফিল। জানে, ভাড়া দিতে চাইলে মরে গেলেও নেবে না মেয়েটা। সামনে যে-সময় আসছে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে, তাই কারও কাছে দায়বদ্ধ থাকতে রাজি নয় ফিল। চিলেকুঠুরি খালি আছে দেখে সেখানেই গিয়ে উঠল সে।

মই বেয়ে উঠতে হয় ছোট্ট ঘরটাতে। মইটা অনেক পুরনো, কেউ উঠলে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে। দরজার বদলে ভারী একটা ট্র্যাপডোর আছে মেঝেতে। সেটা ভিতর থেকে শিকল আটকে দিলে নীচ থেকে খোলা প্রায় অসম্ভব।

খাট নেই। যার যার তোষক কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এল ওরা। দেরি না করে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের কর্মক্লান্ত তিনটা শরীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ভোরে ফিলের ঘুম ভাঙল আগে। গতরাতের কথা ভাবতে ভাবতে নিঃশব্দে জামাকাপড় পরল সে। হঠাৎ কেন যেন বাবার কথা মনে পড়ল ওর। বদলা নেওয়ার সুযোগ এসেছে! যে বা যারা খুন করেছে ওর বাবাকে, কাউন্টি ছেড়ে চলে যায়নি। খনিটার দখল না নিয়ে যাবে না। সোনার জন্য যারা খুন করে, তারা সোনার জন্য খুন হতেও রাজি, কিন্তু সোনার দখল ছাড়বে না কিছুতেই। এই সূত্রটাই আছে কেবল ফিলের কাছে।

হাই তুলতে তুলতে ট্র্যাপডোরের দিকে এগিয়ে গেল সে। বেশ ভারী একটা তক্তা দিয়ে রেখেছিল ট্র্যাপডোরের উপর গতরাতে, সেটা ঠেলে সরানোর উদ্দেশ্যে ঝুঁকল। ঠিক তখনই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার দেখতে পেল।

শিকল আটকানোর জন্য ট্র্যাপডোরের গায়ে একটা আংটা লাগানো আছে, তার দু'পাশে দুটো ফুটো। গতরাতে ভালোমতো দেখেছিল ফিল, কিন্তু কোনও ফুটোই চোখে পড়েনি ওর।

এদিক-ওদিক তাকাল সে। ঘরের একমাত্র জানালাটা তক্তা আর পেরেকের সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তবুও দুয়েকটা ছিদ্র গলে ঢুকে পড়ছে ভোরের আলো; তাই ঘরে আলোর চেয়ে আঁধার বেশি, কায়ার চেয়ে ছায়া বেশি। তোষকের উপর মড়ার মতো পড়ে থেকে নাক ডাকার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত জ্যাক আর জোসেফ। সবকিছু স্বাভাবিক।

প্যান্টের পকেট থেকে ম্যাচ বের করল ফিল। একটা কাঠি জ্বেলে ঝুঁকল ট্র্যাপডোরের উপর। সরু চোখে তাকাল ফুটো দুটোর দিকে।

যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। ফুটো দুটো টাটকা। কাল রাতে ওরা ঘুমানোর পর

করেছে কেউ। মড়ার মতো ঘুমিয়েছে তিনজনই, তাই টের পায়নি কিছুই।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফিল। একটা ফুটোর ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ডানহাতের দুটো আঙুল। ইস্পাতের ঠাণ্ডা স্পর্শে চমকে উঠল সে। বুকের ভিতরটা খালি খালি মনে হলো হঠাৎ, অদ্ভুত এক শিরশিরানি টের পেল তলপেটে। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না ইস্পাতটা আসলে একটা নল– শটগানের নল।

পুড়ে পুড়ে শেষ হলো ম্যাচকাঠি, ছ্যাঁকা লাগল ফিলের আঙুলে। কাঠিটা ফেলে দিল সে। জ্যাক আর জোসেফের কাছে ফিরে গিয়ে জাগাল ওদেরকে। কী ঘটেছে বলল সংক্ষেপে। তারপর একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে দুই সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে এল ট্র্যাপডোরের কাছে।

'ব্যাটার মতলবটা কী ছিল?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

উত্তর দিল না ফিল। আগের মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ট্র্যাপডোরের পাশে। জ্যাকের হাত থেকে ল্যাম্পটা নিল। ভালোমতো দেখতে লাগল ফুটো দুটো। শিকলের সঙ্গে আটকানো বড়শিটা নজরে পড়ল হঠাৎ করেই। সরু একটা তামার তার খুব কায়দা করে আটকানো আছে বড়শির সঙ্গে। যে-ফুটোর নীচে শটগান বসানো আছে, তার পাশের ফুটো দিয়ে নীচে নেমে গেছে তারটা।

চোখের ইশারায় তারের দিকে দু'সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফিল। দেখল ওরা। পুরো ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগল না কারোই।

মুখ গোল করে শিস দিল জোসেফ। বলল, 'ট্র্যাপডোর সরানোর জন্য শেকলটা শুধু তোলো, ফিল। টান লাগবে তামার তারে, কসম খেয়ে বলতে পারি, টান লাগবে শটগানের ট্রিগারেও। এত কাছ থেকে শটগানের গুলি খেয়ে ঘাড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে যাবে তোমার।'

'পাকা লোকের কাজ,' মন্তব্য করল জ্যাক। 'সুন্দরভাবে সাজিয়েছে সবকিছু। শটগানের আওয়াজ শুনে লোকজন ছুটে এলেও লাভ হবে না, কারণ খুনিকে পাওয়া যাবে না। অথচ শেকলটা তোলামাত্র আমাদের যে-কোনও একজন ঠিকই চলে যেত মাটির নীচে।..: ঈশ্বর বাঁচিয়েছে।'

কিছু বলল না ফিল। হাত বাড়িয়ে শিকল থেকে বড়শিটা খুলে ফেলল সাবধানে। তারপর আরও সাবধানে, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে খুলল তামার তারটা। হাত থেকে ছেড়ে দিল সেটা। ফুটো দিয়ে নীচের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল তার। এরপর নিজের সিক্সশুটার হাতে নিল সে। জ্যাক আর জোসেফকেও ইশারা করল কাজটা করতে।

ট্র্যাপডোরের কোনায় ল্যাম্পটা রাখল ফিল। তারপর শটগানের আওতা থেকে দূরে সরে তিনজন মিলে খুলে ফেলল ট্র্যাপডোরটা। মুহূর্তের মধ্যেই যার যার সিক্সশুটার তাক করল নীচের দিকে।

কেউ দাঁড়িয়ে নেই মই-এর উপর। নীচের মেঝেটাও যতদূর চোখ যায় ফাঁকা। শুধু শটগানটা কারও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে মই-এর একটা ধাপে। দড়ি দিয়ে মই-এর সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা হয়েছে অস্ত্রটা। মোমবাতির আলো প্রতিফলন করছে তামার লম্বা তারটা। শটগানের বাঁটের নীচ দিয়ে পেঁচিয়ে

boighar.com

ট্রিগারের সঙ্গে বিশেষ কায়দায় আটকে দেওয়া হয়েছে সেটা, টান লাগলে আপনা থেকেই ট্রিগার দেবে যাবে নীচের দিকে।

থমথম করছে জ্যাকের চেহারা। উত্তর জানা আছে বলেই নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'আমরা এখানে আছি কে কে জানে?'

আগের মতোই চুপ করে থাকল ফিল। উত্তর দিতে ইচ্ছা করছে না ওর। কারণ একমাত্র ক্যাথি ছাড়া আর কারও জানার কথা নয় চিলেকুঠুরিতে আছে ফিলরা।

নির্বাচনের উত্তেজনা ছিল গতকাল। তার উপর গভীর রাত পর্যন্ত জেগেছে অনেকেই। আরও বড় কথা, গলা পর্যন্ত মদ গিলেছে বেশিরভাগ লোক। তাই ব্রেকফাস্ট সেরে রাস্তায় বের হয়ে ফিলরা দেখল, চারদিক প্রায় খালি। এত জলদি সিক্সশুটার হাতে নিতে হচ্ছে না দেখে খুশিই হলো ওরা, সোজা গিয়ে ঢুকল শেরিফের অফিসে। জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে আছে, জ্যাক আর জোসেফের সাহায্যে সেগুলো ঠিকঠাক করতে লাগল ফিল।

সূর্য যখন মাথার উপরে, ওরা তিনজন যখন ঘেমে-নেয়ে ক্লান্ত, অফিসের দরজায় তখন লম্বা একটা ছায়া পড়ল। বোর্ডওয়াকে বুটের শব্দ পেয়ে কাজ থামাল তিনজনই, হোলস্টারের ফিতে আলগা করে দিল। কিন্তু দরজা দিয়ে কেস্টারকে ঢুকতে দেখে আগ্রহ হারাল।

পরাজয়ের সামান্যতম গ্লানি নেই বুড়োর চেহারায়। বরং হাসছে মিটিমিটি। একগাদা উপদেশ খয়রাত হতে যাচ্ছে বুঝে বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকাল ফিল। কিন্তু কিছুই বলল না কেস্টার। কাকতাড়ুয়ার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ফিলদের কাজ দেখল কিছুক্ষণ, তারপর হাসিমুখেই বেরিয়ে গেল।

ব্যাপার কী জানার জন্য ফিলের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল জোসেফ। জবাবে ঠোঁট উল্টিয়ে ফিল জানিয়ে দিল, কেস্টারের ভাবগতিক বুঝতে পারেনি সে।

সূর্য ডুবল একসময়, সন্ধ্যার আঁধার গ্রাস করল জ্বলন্ত একটা বিকেলকে, কয়েক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস সারাদিনের উত্তাপকে উড়িয়ে নিয়ে গেল দূরে কোথাও। অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এল শহরে। রাস্তায় লোকজন কম, সেলুনগুলোয় চাপা গুঞ্জন, বাড়ির জানালায় উৎকণ্ঠিত নারী-শিশু-বৃদ্ধের মুখ। চালাতে পারুক বা না পারুক, পুরুষদের বেশিরভাগের কোমরে হোলস্টার; তাতে ফিতের বন্ধনহীন পিস্তল।

শহর টহল দিতে বের হলো টাউন-মার্শাল জ্যাক শেফার আর ডেপুটি শেরিফ জোসেফ অস্কার। উত্তেজনা আরও বাড়ল তাতে। একে একে সবগুলো সেলুনে ঢুকল ওরা। বন্ধ হয়ে গেল ফিসফিসানি, অবজ্ঞাপূর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই। সেলুনকিপারদের কেউই কথা বলল না ওদের সঙ্গে। ড্রিঙ্কও অফার করল না কেউ।

অফিসে ফিরে এসে শহরের পরিস্থিতি ফিলকে জানাল ওরা। তারপর জ্যাক বলল, 'মধ্যরাত না, সন্ধ্যার আগে আউট-লদেরকে শহর ছাড়তে বললে ভালো

করতে।'

'কেন?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল।

'কারণ রাতের আঁধারে ওরা দল-বেঁধে হামলা চালালে সুবিধা করতে পারবো না আমরা।'

কী যেন ভাবছিল ফিল, মুখ খুলল এবার, 'এ-শহরে আউট-ল মানে সেলুন, তাই মাঝরাতের পর সেলুনগুলো হবে আমাদের টার্গেট। যখন যেটাতে খুশি ঢুকে পড়বো, কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ব্যাপারটা পরিকল্পনাহীন মনে হতে পারে, কিন্তু লাভ আছে এতে। আমরা কখন কোথায় যাচ্ছি আঁচ করতে পারবে না ওরা। কীভাবে হামলা করবে সেটাও বুঝতে পারবে না।... জ্যাক, পিস্তলে তোমার হাত চালু না। কিন্তু রাইফেলের নিশানা দারুণ। এক কাজ করো– রাইফেল সঙ্গে রাখো তুমি। ফিতে কাঁধে ঝুলিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখবে সবসময়। এদিক-সেদিক হলেই গুলি করবে। মনে রেখো, জবাবদিহি করতে হবে না কারও কাছে।' এবার জোসেফের দিকে তাকাল সে। 'তুমি আমার বামে, কিছুটা পেছনে থাকবে। আমার বামের টার্গেটগুলো কাভার করবে। একেবারে সামনে থাকতে চাই আমি। ড্র করতে সুবিধা হবে আমার।'

জ্যাক বলল, 'আমরা তিনজনই সেলুনের ভিতরে থাকলে রাস্তা কাভার করবে কে?'

জবাব দেওয়ার আগেই বাইরে থেকে শোনা গেল গ্লেন ম্যাথিউজের ডাক, 'ভেতরে আছ, ফিল?'

দরজার আড়ালে এসে দাঁড়াল ফিল। উঁকি দিয়ে দেখল, একাই এসেছে ম্যাথিউজ। হিচিংরেইলে ঘোড়া বাঁধছে। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে সে, তা ছাড়া আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিল ফিলরা, তাই রাস্তার উপর ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পায়নি কেউ। ঘাড়টা আরেকটু বের করল ফিল। এদিক-ওদিক দেখল। সামনের রাস্তাটা জনশূন্য।

ম্যাথিউজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফিল। 'তুমি এসময় এখানে কেন? শহরের অবস্থা ভালো না, দেরি না করে ফিরে যাও।'

'এসেছিলাম আরও আগেই, আমার এক চাচার সঙ্গে দেখা করতে।' যা কখনোই করে না ম্যাথিউজ, তা-ই করল– মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে সবগুলো দাঁত বের করে অকারণে হাসল। 'ভাবলাম অভিনন্দন জানিয়ে যাই তোমাকে!'

'ফিরে যাও, ম্যাথিউজ। কখন কী ঘটে বলা যায় না।'

'এজন্যই তো দেখা করতে এলাম।'

'মানে?'

'কেন জানি না, রোল্যান্ডের কথা মনে পড়ছে বারবার। একটা দায়িত্ববোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে মনের ভেতরে।... শুনলাম গানফাইট হতে পারে। দরকার মনে করলে সঙ্গে রাখতে পারো আমাকে।'

মানা করতে গিয়েও করল না ফিল জ্যাকের প্রশ্নটা মনে পড়ে গেছে। ওরা তিনজনই সেলুনের ভিতরে থাকলে রাস্তা কাভার দেওয়ার লোক থাকবে না।

boighar.com

বিপদ হতে পারে এতে, দরজা দিয়ে হুট করে ঢুকে হামলা করতে পারে কেউ।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফিল, 'সাহায্য করতে পারো তুমি। যখন যে-সেলুনে খুশি ঢুকে পড়ার প্ল্যান করেছি আমরা, রাইফেল হাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো তুমি, রাস্তা কাভার কোরো।'

'করবো। তবে সমস্যা একটাই– রাইফেল নেই আমার। দিয়ো একটা। কোথায় থাকতে হবে বুঝিয়ে বলো এবার।'

'একসঙ্গে যাবো আমরা তিনজন। পঞ্চাশ গজ পেছনে থেকে আমাদেরকে ফলো করবে তুমি। যে-সেলুনেই ঢুকি না কেন, উল্টোদিকের কোনও বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। আমরা ঢোকার পর যদি কাউকে দেখো পিস্তল-রাইফেল হাতে চুপিসারে ঢুকছে সেলুনে, প্রথমে মাটিতে গুলি করবে। কাজ না হলে বিনা দ্বিধায় ফুটো করে দেবে লোকটাকে। বাকিটা সামলানোর দায়িত্ব আমার।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিউজ। 'ঠিক আছে।'

রাত ঘনাচ্ছে। বেশিক্ষণ অফিসে থাকা ঠিক হবে না। কারসন হাউসে ফিরে যাওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শত্রুপক্ষ জেনে গেছে চিলেকুঠুরির খবর। দুই ডেপুটি আর ম্যাথিউজকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কেবিনের পথ ধরল ফিল।

আস্তাবলে ঘোড়া রেখে চট করে কেবিনে ঢুকে পড়ল সে। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ল্যাম্প জ্বালল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এল বাইরে। দরজাটা লাগাতে গিয়েও লাগাল না, ভিড়িয়ে রাখল।

আলাদা আলাদা তিনটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকল ওরা চারজন। অস্ত্র হাতে প্রস্তুত সবাই। ফিলের অনুরোধে পাইপটা পকেটে রেখেছে ম্যাথিউজ। স্ফুলিঙ্গ বা ধোঁয়া ফাঁস করে দিতে পারে ওদের অবস্থান।

ঠাণ্ডা রুটি আর শুকনো মাংস দিয়ে ডিনার সেরে নিল ওরা। সময় হয়েছে বুঝে উঠে দাঁড়াল ফিল। ওর দেখাদেখি বাকিরাও।

'প্রথমে কোন সেলুন?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

'ভার্জিন পার্লার,' যে-নামটা মাথায় এল সেটাই বলে দিল ফিল।

ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হলো ওরা। সবার আগে ফিল। ওর পিছনে, কিছুটা বামে জোসেফ। তারপর জ্যাক, ফিলের ডানে। স্যাডলে বসে অপেক্ষা করছে ম্যাথিউজ। ফিলরা পঞ্চাশ গজের মতো এগিয়ে যাওয়ার পর ঘোড়ার পেটে আলতো করে খোঁচা দিল সে।

রাতটা নিস্তব্ধ। রাস্তা জনশূন্য। নাল পরানো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ বড় বেশি বাজছে কানে। দু'পাশের বাড়িগুলোয় প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও তীব্র হচ্ছে সেই শব্দ। সারি সারি জানালায় অস্পষ্ট কতগুলো ছায়ামূর্তি। না দেখেও ফিল জানে মানুষগুলো উদ্বিগ্ন।

ভার্জিন পার্লার এত রাতেও ঝলমল করছে আলোয়। হিচিংরেইলে অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা। ঝড়ের বেগে সেখানে হাজির হলো ফিলরা। ঘোড়ার লাগাম আটকেই ছুট লাগাল। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল ফিল,

একমুহূর্ত পর জ্যাক আর জোসেফ।

সামনে অভাবনীয় এক দৃশ্য। বার থেকে আরম্ভ করে সাইডওয়াল পর্যন্ত চেয়ারের সারি। প্রতিটা চেয়ারে বসে আছে একজন করে আউট-ল, পায়ের উপর পা তুলে। সবার হাত কোলের উপর, দৃষ্টিতে নির্ভেজাল কৌতুক, ঠোঁটের কোনায় বিদ্রূপের হাসি। পিস্তলের বাঁট আর হাতের ব্যবধান ছ'ইঞ্চিরও কম।

আউট-লদের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে কুখ্যাত রাসলার জন কিলেন। রোদে পুড়ে পুড়ে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা, ল্যাম্পের আলোয় নিগ্রোদের মতো কালো দেখাচ্ছে। তার গালভর্তি দাড়িতে জীবনেও ক্ষুর-কাঁচি পড়েনি বোধহয়– বুকের উপর ঝুলে আছে এলোমেলো হয়ে। মাথাভর্তি কালো কোঁকড়া চুল সামলাতে না পেরে একদিকে কাত হয়ে গেছে তেড়াবেঁকা হ্যাট। পোশাক এতই নোংরা যে, ল্যাম্পের আলোতেও মাটি আর ঘামের দাগ চোখে পড়ে। ওর গায়ের গন্ধ দূর থেকেই পেল ফিল। আপনা থেকেই কুঁচকে গেল ওর নাকমুখ, ভোঁদড়ের কথা মনে পড়ল সঙ্গত কারণে।

চোখের পাতা পড়ছে না কিলেনের। একটুও নড়ছে না সে। অন্যদের মতো কোলে না, সিক্সশুটারের বাঁটে হাত রেখেছে। পায়ের উপর পা তুলে বসেছিল এতক্ষণ, এবার নামাল। জলদগম্ভীর কিন্তু তীব্র ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে হঠাৎ বলল, 'এসো, ফিল, এসো। তা, অত দূরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাছে এসে বসো না।' ডানে-বামে তাকাল সে। 'এই, আউট-লর দল, এখনও বসে আছ তোমরা? আমাদের নতুন শেরিফকে বসতে দাও। খবরদার! বেয়াদবি কোরো না ওর সঙ্গে। গলায় ধাক্কা দিয়ে শহর থেকে বের করে দেবে কিন্তু।'

কিলেনের কথা শুনে হাসির রোল উঠল তার সাঙ্গপাঙ্গদের মধ্যে। বারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ভার্জিন পার্লারের মালিক টারম্যান, হাসিতে যোগ দিল সে-ও।

হাসি থামল একসময়। ধীর পায়ে হেঁটে কিলেনের সামনে এসে থামল ফিল, শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমার চ্যালাদেরকে না, কিলেন, তোমাকেই শহর থেকে বের করে দেয়া উচিত। রাসলিং করার জন্য তো বটেই, জন্মানোর পর থেকে গোসল না করার জন্যও। জঙ্গলে গিয়ে উদবিড়ালের সঙ্গে থাকা উচিত তোমার। এখানে মানাচ্ছে না তোমাকে।'

আগুন জ্বলে উঠল কিলেনের চোখে। ফিলের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জ্যাক আর জোসেফের দিকে তাকাল সে। নিরাপদ পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। রাইফেল ঝুলিয়েছে কাঁধে, নলটা কিলেনের বুকে তাক করে ট্রিগারে রেখেছে আঙুল। সেলুনে ঢোকার পর থেকেই মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে জোসেফ। দাঁড়িয়েছে কুঁজো হয়ে, জোড়া হোলস্টারের পাশে নড়ছে দশটা আঙুল।

আর ফিল দাঁড়িয়ে আছে চারহাত তফাতে। চেহারায় ভয় বলতে কিছু নেই, যা বলেছে তা করার প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টি অবিচল। সিক্সশুটারে জুড়ি নেই ওর। কিলেনের চ্যালারা পিস্তলের বাঁটে হাত দেওয়ার আগেই ওদের অর্ধেককে শুইয়ে দিতে পারবে সে।

boighar.com

নিচু গলায় বলল কিলেন, 'নিজের অফিসে ফিরে যাও। দ্বিতীয়বার বলবো না।'

'এই মুহূর্তে ঘোড়ায় চড়বে তুমি, এবার গলা চড়াল ফিল। 'শহর ছেড়ে চলে যাবে যেখানে খুশি। এখানে যেন আর না দেখি তোমাকে। ...কই, ওঠো। দ্বিতীয়বার বলবো না।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল কিলেন, কিন্তু ওকে সেই সুযোগটা দিল না ফিল। জোরে লাথি মারল যে-চেয়ারে কিলেন বসে আছে, সেটার পায়ায়। কিছু বোঝার আগেই চেয়ার নিয়ে উল্টে পড়ে গেল কিলেন। ট্রিগারে টান দিয়ে বসল সে। বিকট শব্দে গুলি বের হলো তার সিক্সশুটার থেকে। কিন্তু লাগল না কারও গায়েই, উল্টোদিকের দেয়াল ফুটো করে ঢুকে গেল ভিতরে।

হই-হই করতে করতে দাঁড়িয়ে গেল কিলেনের চ্যালারা। হোলস্টারে থাবা দিয়েছে সবাই। হাত দুটো নড়ে উঠল ফিলের। এত দ্রুত যে, মনে হলো থাবা দিয়ে সিক্সশুটার বের করেনি সে, অস্ত্র দুটোই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে হোলস্টার ছেড়ে। ওর দু'কোমরের কাছে ঝলকে উঠল আগুন, পরপর তিনবার। চেঁচিয়ে উঠল কিলেনের ছয় চ্যালা। এত কাছ থেকে গুলি খেয়ে ধাক্কা সামলাতে পারল না, ঘুরে পড়ে গেল মেঝেতে।

রাইফেলের গর্জন শোনা গেল এমন সময়। উঠে বসেছিল কিলেন, সিক্সশুটার তাক করছিল ফিলের দিকে, হাত থেকে অস্ত্রটা ফেলে দিয়ে চিত হয়ে গেল সে।

ওদিকে সমানে গুলি আর গালি বর্ষণ করছে জোসেফ। কিলেনের চ্যালাদের মধ্যে যারাই হাত বাড়িয়েছে হোলস্টারের দিকে, তাদের হাতে গুলি করছে সে।

হঠাৎ থেমে গেল গুলিবর্ষণ। নীরবতা নেমে এল সেলুনে। বাতাসে পোড়া বারুদের গন্ধ। সেলুনের একপাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। জড় পদার্থের মতো স্থির হয়ে গেছে সবাই, লড়াইয়ের ফলাফল জানার জন্য উদ্‌গ্রীব।

ফিলের গুলিতে মারা গেছে ছ'জন। মাত্র একবার গুলি করেছে জ্যাক-কিলেনকে; ওর ডান কাঁধের অনেকখানি মাংস উড়িয়ে নিয়ে গেছে বুলেট। জোসেফের গুলিতে মরেনি কেউ, তবে গুরুতর আহত হয়েছে। পিস্তল ফেলে দিয়েছে অনেকেই, বামহাতে ডান কব্জি চেপে ধরে কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। যারা গুলি খায়নি, তারা কারও আদেশের অপেক্ষা না করে দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিল বলল, 'ধীরেসুস্থে হাত নামাও তোমরা। খুলে ফেলো যার যার গানবেল্ট। হাত থেকে ছেড়ে দাও মাটিতে। যারা মরেছে তাদেরকে কবর দেয়ার দায়িত্ব আমার। যারা মরেনি তাদেরকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাও তোমরা। এবার গানফাইটের সুযোগ পেয়েছ, কিন্তু মনে রেখো, পরেরবার তোমাদের কাউকে শহরে দেখামাত্র গুলি করবো। গুলিটা বুকে লাগল না পিঠে লাগল দেখবো না।'

বিড়বিড় করে কিছু বলল কিলেন। শোনা না-গেলেও বোঝা গেল গাল দিয়েছে। বাম হাতে ডানকাঁধ চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল সে। বিষদৃষ্টিতে তাকাল

ফিলের দিকে। কিন্তু ফিলের দৃষ্টি আরও কঠোর। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো কিলেন।

তার হ্যাটটা পড়ে আছে মেঝেতে। সেটা তোলার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না তার মধ্যে। ধীর পায়ে ব্যাটউইং দরজার দিকে এগোল সে। একটা শব্দও উচ্চারণ করল না চ্যালাদের উদ্দেশে। আহত বা অক্ষত লোকগুলো মাথা নিচু করে অনুসরণ করল কিলেনকে। জ্যাকের রাইফেল আর জোসেফের জোড়া সিক্সশুটারও অনুসরণ করল তাদের।

ওরা সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর টারম্যানের মুখোমুখি হলো ফিল। 'ধরো আমাদের তিনজনের কেউই নেই শহরে। এমন সময় তোমার সেলুনে ঢুকল কিলেনের লোকরা, হাঙ্গামা বাধাল। কী করবে তখন?'

'জানি না। ওদেরকে ঠেকানোর কোনও উপায় নেই।'

'আছে। বাউন্সার ভাড়া করতে পারো তুমি। তোমার হয়ে ওরাই আউট-লদের ঠেঙাবে। বেশি না, দু'জন রাখলেই যথেষ্ট। ব্যাপারটা বেআইনি না। তুমি বলবে নিরাপত্তা দরকার তোমার সেলুনে, কিন্তু নিজে সামাল দিতে পারছ না। অনেক কাউন্টিতেই এরকম বাউন্সার ভাড়া করার নিয়ম আছে, জানো মনে হয়?'

মাথা ঝাঁকাল টারম্যান।

'শহরের সেলুনগুলো আউট-লদের আড্ডাখানা। যাওয়ার আর জায়গা নেই বলে এখানেই জড়ো হয় ওরা। তোমরাও কিছু বলো না, লাই পেয়ে পেয়ে তোমাদের মাথায় চড়ে বসে থাকে ওরা। শেষপর্যন্ত গিলে খায় তোমাদেরকেই। অথচ তোমরা ভাবো আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখার দায়িত্ব শুধু শেরিফ আর তার ডেপুটির। কথাটা ঠিক না। তোমরা সাধারণ মানুষরা সহযোগিতা না করলে দুয়েকজনের পক্ষে কাজটা করা কঠিন। এজন্যই বলছিলাম, বাউন্সার ভাড়া করো। খরচ বেশি না, কিন্তু উপকার পাবে অনেক। আউট-লরা মদ গেলে অথচ পয়সা দেয় না, আবার ওদের ভয়ে অনেকেই পা দেয় না সেলুনে। ওরা বিদায় হলে দু'দিক দিয়ে লাভ হবে তোমার– ফাও খাওয়া বন্ধ হবে, খদ্দের বাড়বে।'

তবুও ইতস্তত করতে লাগল টারম্যান।

এবার কঠোর গলায় বলল ফিল, 'ঠিক আছে। তা হলে বন্ড সই দাও আমাকে– নিজেই সামলাবে তোমার সেলুন। হাঙ্গামা হলে আউট-লদেরকে আস্কারা দেবার অভিযোগে জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে। ...জ্যাক, ম্যাজিস্ট্রেটকে এখানে নিয়ে এসো এখনই। দলিলপত্র নিয়ে আসতে বলবে। বন্ড সই দেবে টারম্যান।'

ঘুরে দরজার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল জ্যাক।

'থামো থামো,' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল টারম্যান। 'বাউন্সার রাখবো আমি। কথা দিলাম।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল ফিল, প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'গোরখোদকারের আস্তানা চেনো, টারম্যান?'

'চিনি।'

boighar.com

'ডেকে আনো ওকে। লাশগুলো সরানোর ব্যবস্থা করো। সাফসুতরো করে ফেলো সেলুনটা। তবে আগে একটা করে হুইস্কি দাও আমাদের তিনজনকে।'

বারে ভর দিয়ে হুইস্কির মগে চুমুক দিল ফিল। কোমরের বেল্ট থেকে বুলেট বের করে ভরল সিক্সশুটার দুটোয়। জ্যাক আর জোসেফও ওদের অস্ত্রে বুলেট পুরল।

দুই চুমুকে হুইস্কির মগটা খালি করে ফিলের দিকে তাকাল জোসেফ। 'এবার কোন্ সেলুন?'

'ডায়মন্ড।'

ভার্জিন পার্লার ছেড়ে বের হওয়ার সময় উল্টোদিকের বাড়িগুলোর দিকে সন্ধানীদৃষ্টিতে তাকাল ফিল। অন্ধকারে ডুবে আছে ওদিকটা, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছুই। ম্যাথিউজ কোন বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বোঝা গেল না। একজায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে কখন কোন্ অ্যামবুশারের সহজ টার্গেটে পরিণত হতে হয় ভেবে তাড়াহুড়ো করে ঘোড়ায় চড়ল ফিল। তাড়া দিল দুই ডেপুটিকে। ওরা স্যাডলে উঠে বসামাত্র ঘোড়া ছুটাল।

ঝড়ের বেগে ডায়মন্ডে ঢুকল ওরা। এখানের পরিস্থিতি ভার্জিন পার্লারের উল্টো। খদ্দের তেমন নেই। যারা আছে তারা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। গলা পর্যন্ত মদ গিলে বেশিরভাগই ঝিমুচ্ছে। দুয়েকজনকে দেখা গেল নিচু গলায় কথা বলছে পতিতাদের সঙ্গে। আউট-ল বলতে মাত্র একজন। এক কোনায় একটা টেবিল দখল করে বসে আছে লোকটা। ঠোঁটে বিরাট চুরুট; চোখেমুখে বিরক্তি—কারণ সঙ্গীর অভাবে একা একা তাস খেলতে হচ্ছে ওকে। ওর দিকে এগিয়ে গেল ফিল। জ্যাক আর জোসেফ দাঁড়িয়ে গেল সুবিধাজনক পজিশনে।

'তুমি বোধহয় লিখতে-পড়তে জানো না,' কাছে গিয়ে শীতল গলায় বলল ফিল।

সরাসরি ফিলের দিকে তাকাল লোকটা। ফিলের শার্টের তারাটা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'জানি। কিন্তু কোথায় কী লিখেছ জানি না।'

'কোর্টরুমের নোটিশবোর্ডে। কাউন্টি ছাড়ার আদেশ।'

'তা-ই?' টেবিলের উপর থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আউট-লর ডানহাত। 'কখন লিখেছ? দেখিনি তো!'

'হাত দুটো টেবিলের ওপরই রাখো। কিছুক্ষণ আগে তোমার মতো বোকামি করেছিল আরও ছ'জন গোরখোদকার ওদের লাশ নিয়ে এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে কবরস্থানের দিকে।'

স্থির হয়ে গেল আউট-ল।

'উঠে দাঁড়াও,' আদেশ দিল ফিল। 'হোলস্টার খুলে ছেড়ে দাও হাত থেকে। তারপর সোজা ঘোড়ায় চড়ো। ভোর হবার আগেই কাউন্টি ছেড়ে চলে যাবে। আজকের পর আমার সঙ্গে দেখা হওয়া আর যমের সঙ্গে দেখা হওয়া একই কথা তোমার জন্য।'

ফিলের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝে গেল লোকটা, বাজে বকছে না ফিল

অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করল সে। তারপর চুরুট টানতে টানতে বেরিয়ে গেল সেলুন ছেড়ে। একটু পরেই শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ।

বারকিপারের দিকে এগিয়ে গেল ফিল। 'কী ব্যাপার? তোমার সেলুনে সন্ধ্যা হয় রাত বারোটার পর, রোজ জুয়া খেলতে আসে আউট-লরা, আজ কোথায় গেল সবাই?'

'কোথায় গেল জানি না,' জবাব দিল বারকিপার, 'তবে কেন গেল বলতে পারবো।'

'কেন?'

'একটু আগে গোলাগুলির আওয়াজ শুনে পালিয়েছে। সবাই বলাবলি করছিল তুমি নাকি খেপেছ। যাকে হাতের সামনে পাচ্ছ তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছ ওপারে। তোমার সিক্সশুটারের সামনে দাঁড়াতে চায় না কেউ।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল ফিল, 'মালিক কোথায়?'

'নেই। শহরের বাইরে গেছে। দু'দিন পর ফিরবে।'

কথা বাড়াল না ফিল। জ্যাক আর জোসেফকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এবারও তাকাল উল্টোদিকের বাড়িগুলোর দিকে। ম্যাথিউজকে খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। মুখোমুখি বাড়িটার একদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর অস্পষ্ট অবয়বটা চেনা গেল ধোঁয়া দেখে– মুখে ঝোলানো পাইপে টান দিচ্ছে একটু পরপর।

স্যাডলে উঠে বসল ফিলরা। গিয়ে ঢুকল পরের সেলুনে। এভাবে একটা একটা করে সবগুলোয়। একই অবস্থা সেলুনগুলোতে– আউট-ল নেই, মাতাল খদ্দেররা গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে, বারকিপার বা সেলুন-মালিক ঝেড়েমুছে সাফ করছে সারাদিনের ময়লা।

প্রত্যেক সেলুন-মালিককে টারম্যানের মতো একই প্রস্তাব দিল ফিল– বাউন্সার রাখতে হবে। নইলে নিজেদের সেলুন নিজেদেরকেই সামলাতে হবে। উপায় না-দেখে রাজি হলো সবাই।

নয়

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে শহরবাসীর অনেকেই ভাবল, হাশর হয়ে গেছে, এখন স্বর্গে আছে ওরা। কারণ রাস্তাঘাটে চিৎকার-চেঁচামেচি নেই, সেলুনগুলোয় মাতামাতি করছে না আউট-লরা, আগুন উগলাচ্ছে না কারও পিস্তল, ওর-ফ্রেইটারদের একটা-দুটো ওয়্যাগন অনেকক্ষণ পরপর একঘেয়ে আওয়াজ তুলে রাস্তা পার হচ্ছে, বিস্মিত ভদ্রলোকরা আসা-যাওয়া করছে সেলুনে।

শহর টহল দিতে বের হলো ফিলরা। একেকজন গেল একেকদিকে।

উত্তরদিকে এগোল জোসেফ। কোনও সমস্যা দেখতে পেল না সে। তবে

boighar.com

এক ভবঘুরেকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলল ওকে। তর্কাতর্কি শুরু করল লোকটা, জানতে চাইল কোন্ অধিকারে এমন আদেশ দিচ্ছে জোসেফ। মাথা গরম করল না জোসেফ। বুঝিয়ে বলল, সে এখন ডেপুটি শেরিফ, আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শহর ছেড়ে ভবঘুরে আর অকর্মাদের বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছে শেরিফ ফিল রোল্যান্ড। আরও কিছুক্ষণ চলল বাকবিতণ্ডা, তারপর রণেভঙ্গ দিয়ে ভবঘুরে লোকটা বেরিয়ে গেল শহর থেকে। দৃষ্টিসীমার আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জোসেফ। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল অফিসের দিকে।

প্রতিটা বাড়ি আর গলি ঘুরে এল টাউন মার্শাল জ্যাক শেফার। বেশিরভাগ এলাকাই নীরব, কোথাও কোনও গণ্ডগোল নেই। রাস্তাঘাটে হাঁটাচলা করছে সাধারণ মানুষ। আউট-ল, ভবঘুরে, মাতাল– সব উধাও।

সেলুনগুলোয় হানা দিল ফিল। পেশিশক্তিবাজরা নেই বলে খদ্দেরের সংখ্যা বেড়েছে। সতর্কদৃষ্টিতে ওদেরকে মাপল ফিল। মজুর শ্রেণীর লোক বেশিরভাগই, দু'বেলা খাবার আর সকাল-সন্ধ্যায় দু'মগ করে মদ জুটলেই খুশি ওরা; কারও সাতেপাঁচে থাকে না সাধারণত। গতরাতের গানফাইটের ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করতে শোনা গেল সবাইকে।

মাঝদুপুরে ঘোড়া হাঁটিয়ে অফিসে ফিরছিল ফিল, ব্যাঙ্কটা ছাড়ানোমাত্রই দেখা হয়ে গেল এড উইলিয়ামসের সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যেন যাচ্ছে সে।

ফিলকে দেখে দাঁত বের করে হাসল এড, এগিয়ে এল। 'তুমি তো দেখি এক গানফাইটেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছ!'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ফিল, কোনও মন্তব্য করল না। গলায় বাঁধা রুমাল খুলে ভালোমতো মুছল মুখ আর ঘাড়। তারপর রুমালটা বাঁধল আগের জায়গায়। অকারণেই ভ্রূ কুঁচকে তাকাল এডের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে নাচের আসরে যাচ্ছ?'

অপ্রাসঙ্গিক শোনাল প্রশ্নটা। থমকে গেল এড। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল প্রশ্নটা কেন করেছে ফিল। আবারও দাঁত বের করে হাসল সে। বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু একা।' চোখ টিপল সে। 'কাজ যা দেখাচ্ছ না! নাচের সময় ক্যাথিকে জড়িয়ে ধরে মনের কথাটা বলে ফেলো। রাজি না হয়ে মেয়েটা যাবে কোথায়!'

কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ার পেটে আলতো করে খোঁচা দিল ফিল। সামনে এগোল ঘোড়াটা।

ঘটনাহীন বিকেলও শেষ হলো একসময়। সাপার সেরে নিল ফিল। তারপর গেল কেবিনে। যত দ্রুত সম্ভব কাপড় পাল্টে এসে ঢুকল কারসন হাউসে। কথা হয়েছে ক্যাথির সঙ্গে– দু'জনে একসঙ্গে যাবে কোর্টহাউসে, নাচের আসরে।

লবিতে বসল সে। এদিক-ওদিক তাকাল ক্যাথির খোঁজে। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না মেয়েটাকে। সাজগোজ শেষ হয়নি বোধহয় এখনও, নীচে নামেনি তাই। মুচকি হেসে সামনের টেবিলে রাখা পত্রিকাটা টেনে নিতে যাচ্ছিল ফিল, সিঁড়ি দিয়ে ক্যাথিকে নেমে আসতে দেখে স্থির হয়ে গেল।

উজ্জ্বল সবুজ গাউন পরেছে ক্যাথি। ওর ফর্সা চামড়ার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পোশাকটা। নকল গোলাপী মুক্তোর মালা পরেছে গলায়। চুলগুলো পিছনদিকে আঁচড়ে ঝুঁটি করে বেঁধেছে। নীচে নামার ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে চুল।

ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে বহুদূরের কোনও অজানা উপত্যকায় বড় একটা নদী দেখেছিল ফিল। হেমন্তের সন্ধ্যায় সূর্যের শেষ আলো সেই ভরানদীর বিশাল সব ঢেউ-এ প্রতিফলিত হয়ে মুগ্ধ করেছিল ফিলের সৌন্দর্যপিপাসু দু'চোখকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা ক্যাথিকে দেখে কেন যেন সেই নদীটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। বুকের ভিতরটা হু-হু করে উঠল, কোথায় আছে, কেন আছে– ভুলে গেল সব। তাকিয়েই থাকল ক্যাথির দিকে।

ফিলের কাছে এসে মিষ্টি করে হাসল ক্যাথি। বলল, 'যাবে না? সময় হয়ে গেছে কিন্তু।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ফিল। শাদা শার্ট, গলায় ঝুলানো নতুন লাল রুমাল, জিন্স আর খয়েরি বুটে দারুণ লাগছে ওকেও। বুকের তারা আর কোমরের জোড়া হোলস্টার ওর আভিজাত্য আরও বাড়িয়েছে।

হাত বাড়িয়ে দিল ক্যাথি। আলতোভাবে হাতটা ধরল ফিল– যেন হাত নয়, মাখন ধরছে। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এল দু'জনই।

কোর্টহাউসে ঢুকে দেখল ওরা, অর্কেস্ট্রা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। পিয়ানো, বেহালা আর অ্যাকর্ডিয়ান বাজছে একটানা, একতালে। ড্যান্সফ্লোরের পাশে এক কোনায় একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে গেছে পোস্টমাস্টার কার্টলি। চেঁচিয়ে ডাকছে সবাইকে, নাচতে বলছে।

মানুষ কম হয়নি। শহরের কারও আসতে বাকি নেই বোধহয়। দুই ডেপুটির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল ফিল। জোসেফকে খুঁজে পেতে সময় লাগল না। লাজরাঙা এক ওয়েইট্রেসের হাত ধরে আছে সে। ধীরপায়ে দু'জনই এগিয়ে যাচ্ছে ড্যান্সফ্লোরের দিকে। জোসেফের জনপ্রিয়তা বেড়েছে মনে হয়– ওর পথ ছেড়ে দিচ্ছে অনেকেই, আবার কাঁধ চাপড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ।

একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক শেফার। হোলস্টারের বেল্টে দু'হাতের বুড়ো আঙুল গুঁজে দিয়েছে সে। তেরছা করে পরেছে হ্যাট, পুরো কপাল আর সামনের দিকে কিছু চুল দেখা যাচ্ছে। সিগারেট ফুঁকছে একটানা, সতর্ক দৃষ্টি চোখে। নাচানাচি করার আগ্রহ নেই বোঝা গেল।

জ্যাকের দৃষ্টি অনুসরণ করে হাতের ডানে তাকাল ফিল। ডেল কার্নেগিকে দেখতে পেল হঠাৎ চমৎকার একটা নতুন সুট পরেছে কার্নেগি, হাতে দামি চুরুট। চার-পাঁচজন যুবতীর সঙ্গে রসিকতা করছে। মেয়েগুলোও হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। কার্নেগি মেয়ে পটাতে ওস্তাদ, পাশে দাঁড়ানো ক্যাথির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ভাবল ফিল।

আরও উদ্দাম হলো অর্কেস্ট্রা। ক্যাথিকে নিয়ে ড্যান্সফ্লোরের দিকে এগোনোর জন্য মাত্র পা বাড়িয়েছে ফিল, ওর কাঁধে টোকা পড়ল এমন সময়। কানের কাছে

boighar.com

ফিসফিস করে উঠল কেউ, 'কথা আছে। সরে এসো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ফিল।

গ্লেন ম্যাথিউজ। মুখ শুকনো, ভ্রূ দুটো কুঁচকানো।

হতাশ দৃষ্টিতে ক্যাথির দিকে তাকাল ফিল, মেয়েটাকে অপেক্ষা করতে বলে ম্যাথিউজকে নিয়ে সরে এল একপাশে। ভিড় ছাড়িয়ে জানালা ঘেঁষে দাঁড়াল। অর্কেস্ট্রার আওয়াজ অতটা জোরালো নয় এখানে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ফিল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল ম্যাথিউজ, 'এখানে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এক লোক কিছু আগ্নেয়পাথর নিয়ে এল।'

'আগ্নেয়পাথর? কে লোকটা?'

'চিনি না।'

'দেখতে কেমন? আউট-লদের মতো?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ম্যাথিউজ। 'চেহারা ভালো, ক্লিন-শেভ্ড্। লম্বা। দেখলে মনে হয় পাঞ্চার। আমার সমান বয়স। বলল ওর নাকি তাড়া আছে খুব, যত জলদি পারি অ্যাসে-রিপোর্ট বানিয়ে দিতে হবে। আমি বললাম, পারবো না। কেন পারবো না, জিজ্ঞেস করল। বললাম, শহরে যাচ্ছি, সুন্দরীদের সঙ্গে নাচানাচি করবো।'

'নাম বলেছে?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিউজ। 'জনসন।'

ওই নামের কাউকে চেনে কি না মনে করার চেষ্টা কবল ফিল। মনে পড়ল কয়েকজনকে, কিন্তু তাদের কারও সঙ্গে ম্যাথিউজের দেওয়া বর্ণনা মেলে না।

'আমার কথা শুনে চাপাচাপি করতে লাগল জনসন,' বলে চলল ম্যাথিউজ। 'অ্যাসে-রিপোর্টটা নাকি খুব দরকার ওর। শেষ পর্যন্ত বললাম, ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করবো।'

'রিপোর্টটা বানাতে কত সময় লাগবে তোমার?'

'আগামীকাল রাতের মধ্যে হয়ে যাবে মনে হয়।'

'জনসন এখন কোথায়? শহরে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাথিউজ। 'জানি না।... তুমি কী ভাবছ বুঝতে পারছি, ফিল।'

শার্টের পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল ফিল। ম্যাচকাঠি নেভাতে নেভাতে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছি?'

'আগামীকাল রাতে তুমি লুকিয়ে থাকবে অ্যাসে-অফিসের আশপাশে কোথাও। অ্যাসে-রিপোর্টটা নিতে আসামাত্র ধরবে জনসনকে।'

'ভুল হলো,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফিল।

'ভুল! তা হলে কী করবে তুমি?'

'জনসন যেসব আগ্নেয়-পাথর এনেছে, সেগুলোর মান কেমন?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ফিল।

'বেশিরভাগই বাজে। পরীক্ষা না করেই বুঝতে পেরেছি যে-জায়গায় পেয়েছে সে পাথরগুলো, সেখানে তো নয়ই, তার আশপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে সোনার নামগন্ধও নেই।'

'এক কাজ করো তা হলে। বানোয়াট একটা অ্যাসে-রিপোর্ট লিখে দাও জনসনকে। লিখবে– পাথরের মান খুব ভালো, সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ। পাগলের মতো ছুট লাগাবে জনসন। ওকে ফলো করবো আমি। দুটো জিনিস জানতে পারবো তাতে– ক্লেইমটা কোথায়, আর জনসনের সঙ্গে কেউ আছে কি না। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করে নিল ম্যাথিউজ, বুদ্ধিটা খারাপ না।

ড্যান্সফ্লোরের দিকে তাকাল ফিল। খুঁজল ক্যাথিকে, কিন্তু দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই অন্য কেউ নাচার আমন্ত্রণ জানিয়েছে মেয়েটাকে, প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে লোকটার বাহুলগ্ন হয়ে নাচছে ক্যাথি।

নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে ঘাড় ঘুরাল ফিল। জিজ্ঞেস করল ম্যাথিউজকে, 'ক্লেইমটা নিজের নামে লিখিয়েছে জনসন?'

'না। খোঁজ নিয়েছিলাম। লেখায়নি এখনও।'

'হুঁ,' একগাদা ধোঁয়া ছাড়ল ফিল। 'তা হলে একটা রাত অপেক্ষা করে দেখা যাক কোথায় কার কাছে আমাকে নিয়ে যায় জনসন।'

কোর্টহাউসের দরজাটা সজোরে খুলে গেল এমন সময়। ফিলকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল ম্যাথিউজ, কিন্তু দরজা খোলার শব্দ পেয়ে তাকাল সেদিকে। যারা নাচছিল তাদের বেশিরভাগও ঘাড় ঘুরাল।

অচেনা এক রাইডার ঢুকেছে ভিতরে। ওর হ্যাট, শার্ট, জিন্স, বুট– সবই নোংরা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ঘন ঘন। খুঁজছে কাউকে। দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল একটু পর, কাছে গিয়ে থামল।

সবাই দেখল, কমিশনার লিমিং-এর কানে ফিসফিস করে কী যেন বলছে রাইডার। দেখে মনে হচ্ছে তাড়া আছে লোকটার– ছটফট করছে আর চঞ্চলদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে বারবার।

অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে নাচ থামিয়ে দিয়েছে অনেকেই। অর্কেস্ট্রার সুরেও আগের মতো ছন্দ নেই। ফিসফিস করে কথা বলছে অনেকেই; সম্মিলিত ফিসফিসানি অদ্ভুত এক চাপা গুঞ্জন তুলেছে কোর্টরুমে।

রাইডারকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাইরে চলে গেল কমিশনার লিমিং। হাতে এক তা কাগজ নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। উঠে দাঁড়াল অর্কেস্ট্রার স্টেজের উপর। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে মাপল জনতাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগল, 'এই স্ট্রেঞ্জার একটা খবর নিয়ে এসেছে। কাউন্টির সবচেয়ে দূরের শহর রেমন্ড'স ট্রেডিং পোস্ট। সেখানে সবমিলিয়ে বিশটার মতো ভোট হবে বলে ভেবেছিলাম আমরা। কিন্তু এবার ভোট দিয়েছে ছাপ্পান্নজন। ফলাফলটা এইমাত্র এসে পৌঁছেছে আমার হাতে। ছাপ্পান্ন ভোটের মধ্যে চুয়ান্নটাই পেয়েছে গর্ডন কেস্টার। আর ফিল পেয়েছে মাত্র দুটো। আগেরটার সঙ্গে যোগ

boighar.com

করলে,' হাতে ধরা কাগজ দেখল লিমিং। 'গর্ডন পেয়েছে পাঁচশো সাতাশ ভোট। আর ফিল পাঁচশো তিন। তারমানে চব্বিশ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচনে জিতে গেছে গর্ডন কেস্টার।'

ড্যান্সপার্টিতে আছে কেস্টার, লিমিং-এর ঘোষণাটা শুনে সবগুলো দাঁত বের হয়ে গেল ওর। পাশে দাঁড়ানো বউকে সশব্দে চুমু খেল একটা। এগোতে আরম্ভ করল অর্কেস্ট্রার স্টেজের দিকে। সে চায় ওকে শেরিফের তারা পরিয়ে দেবে লিমিং উপস্থিত জনতার সামনে। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে, কারণ চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ, 'চোর! স্রেফ চোরামি করেছে।'

'হ্যাঁ,' তাল মেলাল আরেকজন, 'বিশটার বেশি ভোট হতেই পারে না রেমন্ড'স ট্রেডিং-পোস্টে।'

'ছাপ্পান্ন থেকে বিশ বাদ দিলে হয় ছত্রিশ,' শোনা গেল আরেকটা উত্তেজিত কণ্ঠ। 'এতগুলো লোক আকাশ থেকে পড়ল নাকি? ভোট দিতে হলে রেজিস্ট্রি করতে হয়; এদের রেজিস্ট্রিটা কে করল শুনি?'

'রেজিস্ট্রি হয়েছে ওদের,' বলে গলা চড়িয়ে ডাকল লিমিং, 'রিচার্ড, ভেতরে এসো তো!'

কোর্টরুমে ঢুকল সেই নোংরা রাইডার। হ্যাট সরিয়ে এলোমেলো চুলে হাত বুলাল কয়েকবার। সেই সঙ্গে শীতল দৃষ্টিতে দেখে নিল জনতাকে। কয়েকজনকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ফিল, জোসেফ আর জ্যাক; প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে ওদের তিনজনকেও দেখল রিচার্ড। তারপর ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল লিমিং-এর পাশে।

'এর নাম রিচার্ড আর্মস্ট্রং,' পরিচয় করিয়ে দিল লিমিং। 'রেমন্ড'স ট্রেডিং পোস্টের ইলেকশন জাজ,' ঘাড় ঘুরিয়ে রিচার্ডের দিকে তাকাল সে। 'কী ঘটেছে, বলো সবাইকে।'

জনতাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল রিচার্ড, 'গেল মার্চে ভোটার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে আমাদের ওখানে। তখন শহরে ছিলাম না আমি। মাইনিং-এর ব্যবসা আছে আমার, দেখাশোনার জন্য গিয়েছিলাম লাইনক্যাম্পে। রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্বে ছিল আমার ক্লার্ক। রেজিস্ট্রেশন শেষ হবার এক সপ্তাহ পর শহরে ফিরি আমি। ততদিনে দিন দশেকের ছুটি নিয়ে ক্লার্ক ছেলেটা চলে গেছে বাড়িতে। কতজন রেজিস্ট্রেশন করেছে জানার সুযোগ হয়নি আমার। রেজিস্টারটা খুললেই জানতে পারতাম, কিন্তু কোনও ঝামেলা হয়নি ভেবে ছুঁইনি রেজিস্টারটা,' থামল সে, জনতাকে আরেকবার দেখে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল, 'রেমন্ড'স ট্রেডিং পোস্ট ছোট্ট শহর, জানতাম বিশজনের বেশি ভোটার হবে না। কিন্তু নির্বাচনের দিন ভোট দিতে হাজির হলো তিনগুণ লোক। তখন রেজিস্টারটা খুলে দেখি ছাপ্পান্নজন রেজিস্ট্রেশন করেছে।'

'নতুন লোকগুলোকে চেনো তুমি?' জিজ্ঞেস করল লিমিং।

'না। তবে শুনেছি কাউন্টির দুর্গম এক পাহাড়ি এলাকায় ক্যাম্প করেছে ওরা– ঘোড়ার ব্যবসা করার জন্য। বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানায়। পরে বিক্রি

করে শহরের হাটে। দু'বছর ধরে চালাচ্ছে ব্যবসাটা। আমার ব্যবসার সঙ্গে ওদের ব্যবসার আকাশ-পাতাল তফাৎ, তাই কোনওদিন জানার চেষ্টা করিনি ওদের ক্যাম্পটা আসলে কোথায়।'

চোয়াল শক্ত করল ফিল। 'তোমার ক্লার্কের ওপর রেজিস্ট্রেশনের মতো বড় একটা দায়িত্ব দিয়ে তুমি গিয়েছিলে ব্যবসা দেখতে?'

কাঁচুমাচু হয়ে গেল রিচার্ডের চেহারা। 'আসলে... আসলে আমি কল্পনাও করতে পারিনি ঝামেলা হতে পারে। এতগুলো লোক ভোট দিতে হাজির হয়ে যাবে জানলে...'

'রেজিস্টারটা এনেছ সঙ্গে?' রিচার্ডকে কথা শেষ করতে দিল না ফিল।

'এনেছি,' জবাব দিল রিচার্ড। 'সামনের অফিসে রাখা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁটা ধরল ফিল। গিয়ে ঢুকল কোর্টরুম-সংলগ্ন অফিসে। একটা টেবিলের উপর রাখা আছে খোলা রেজিস্টারটা। টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফিল। ভালোমতো দেখল রেজিস্টারটা।

ছাপ্পান্নটা নামই দেখা যাচ্ছে। হাতের লেখা আলাদা, সই-ও আলাদা। তবে একটার সঙ্গে আরেকটার খুব বেশি পার্থক্য নেই। যতটা শুকানো উচিত ছিল কালি ততটা শুকায়নি। অস্পষ্টভাবে জ্বলজ্বল করছে।

ফিলের পাশে এসে দাঁড়াল লিমিং। ওকে দেখাল ফিল। বলল, 'কালি দেখেছ? মার্চ মাসের লেখা বলে মনে হয়?'

কিছু বলল না লিমিং। ভ্রূ কুঁচকে নামগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'মনে হয় না মাত্র কয়েকদিন আগে লেখা হয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল ফিল।

কিন্তু এবারও কোনও উত্তর দিল না লিমিং।

রিচার্ডের খোঁজে উল্টো ঘুরল ফিল। দেখল ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। জিজ্ঞেস করল, 'রেজিস্ট্রেশনের এক সপ্তাহ পর শহরে ফিরেছিলে তুমি?'

'হুঁ,' উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড।

'এসে দেখলে তোমার ক্লার্ক বাড়ি গেছে?'

'ঠিক।'

'এখনও কি সে বাড়িতে? নাকি ফিরেছে?'

'বাড়িতে থাকবে কেন? দশ দিনের ছুটি কাটিয়ে ঠিক সময়েই ফিরে এসেছে।'

'বিশের বদলে ছাপ্পান্নজন যে রেজিস্ট্রেশন করেছে জানায়নি তোমাকে এতদিনেও?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল লিমিং। 'কিছুই বলেনি।'

'ছত্রিশজন অপরিচিত লোক এসে নাম লিখিয়ে গেল, আর তোমার ক্লার্ক ঘটনাটা জানাল না তোমাকে– মেনে নেয়া যায় কথাটা?'

'মানতে পারা না-পারা তোমার ব্যাপার। ছাপ্পান্নজন ভোট দিয়েছে, মাত্র দুটো পেয়েছ তুমি– এ-ই হচ্ছে আসল কথা।'

boighar.com

সরু চোখে রিচার্ডকে কিছুক্ষণ দেখল ফিল। হয় লোকটা সত্যি বলছে, না হয় পাকা অভিনেতা সে। নিজের দোষ এড়িয়ে গিয়ে ঘটনাটা অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার মতলবে আছে বোঝা গেল। ওকে আরেকটু বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল ফিল। বলল, 'ধরো এবারের নির্বাচনের ফলাফলটা সুবিধার হবে না বুঝতে পেরে কুবুদ্ধি এঁটেছিল কেউ। নজর রাখছিল তোমার উপর। কারণ, তোমার শহরটা সবচেয়ে দূরে, সবচেয়ে অরক্ষিত। নির্বাচনের কয়েক রাত আগে, তুমি অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার পর সেখানে গিয়ে তোমার ক্লার্কের হাতে একশোটা ডলার ধরিয়ে দিল লোকটা। রেজিস্টারটা একরাতের জন্য ওকে দিতে বলল। একশো ডলার কম না, রাজি হয়ে গেল তোমার ক্লার্ক। রেজিস্টার নিয়ে গেল লোকটা। অতিরিক্ত ছত্রিশটা নাম লিখে নিয়ে এল। মার্চে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবার পর তুমি রেজিস্টারটা দেখোনি বলেছ, কাজেই বিশ না ছাপ্পান্ন, কতজন রেজিস্ট্রেশন করেছে জানো না। নির্বাচনের দিন হয়তো এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ তোমার ক্লার্ককে। কিন্তু ঘুষ খেয়েছে সে, কাজেই বারবার বলেছে মার্চেই রেজিস্ট্রেশন করেছে সবাই।... ঠিক হয়েছে আমার অনুমান?'

চোখমুখ শুকিয়ে গেল রিচার্ডের। 'ছাপ্পান্নজন ভোট দিতে এসেছে দেখে আমি ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম ব্যাপার কী, সে বারবার বলেছে সবাই রেজিস্টার্ড– এটুকু ঠিক আছে। কিন্তু আর যা বলেছ সে-সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তুমিও প্রমাণ করতে পারবে না।'

'ঠিকই বলেছে রিচার্ড,' শোনা গেল কেস্টারের জলদগম্ভীর কণ্ঠ। 'প্রমাণ করতে পারবে না, ফিল। ফালতু অজুহাত দিয়ে আর ভিত্তিহীন অভিযোগ করে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছ তুমি। লাভ হবে না কোনও। নির্বাচনে আমি জিতেছি। সবকিছুতেই হারজিত আছে, কাজেই ব্যাপারটা মেনে নাও। আর শেরিফের তারাটা খোলো।'

নিজেকে শান্ত রাখতে কষ্ট হলো ফিলের। 'এই ছত্রিশজন ঘোড়া-ব্যবসায়ীর ব্যাপারে আমরা কেউ কিছু শুনলাম না, জানলাম না, অথচ হঠাৎ হাজির হয়ে তোমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল ওরা– মেনে নেয়া যায় না ব্যাপারটা।'

'যায়,' হাসিমুখে বলল কেস্টার। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেই মেনে নেয়া যায়।... ঘোড়া ধরাটা সহজ ব্যাপার না। যারা ঘোড়া ধরে তারা একজায়গায় কাটায় না বেশিদিন, আজ এখানে কাল ওখানে ক্যাম্প করে। এজন্যই এই ঘোড়া-ব্যবসায়ীদেরকে ঠিকমতো চিনি না আমরা। রেমন্ড'স ট্রেডিং পোস্ট যদি বড় শহর হতো, তা হলে কিন্তু লোকে ঠিকই চিনত ওদেরকে। কারণ ঘোড়া বেচতে নিয়মিত আসত ওরা, সেলুনে ঢুকত, হয়তো একটু-আধটু ঝামেলাও করত– লোকে মনে রাখত ওদেরকে। কাউন্টির বাইরের বড় কোনও শহরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো, আমার কথা ঠিক কি না।' থেমে কিছুক্ষণ দম নিল সে, তারপর ফিলকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, 'হেরেছ এতে এত নাখোশ হওয়ার কী আছে, বুঝলাম না। আগে আমার ডেপুটি ছিলে না?... তোমার মনে যে এত হিংসা জানতাম না।'

চোয়াল শক্ত করল ফিল। 'তোমাকে হিংসা করছি না, কেস্টার। তবে এত

সহজে ছেড়েও দেবো না।... লিমিং, ইলেকশন বোর্ডের মিটিং ডেকে ব্যাপারটার ফয়সালা করো।' অগ্নিদৃষ্টিতে রিচার্ডকে দেখল সে। তারপর ঘুরে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

ক্যাথি, জোসেফ আর জ্যাক অপেক্ষা করছিল বাইরে। তিনজনই উদ্বিগ্ন। ফিলকে দরজা দিয়ে বের হতে দেখে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল ক্যাথি, 'কী হলো? তোমার ব্যাপারে কী বলল ওরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল।

নাচার আগ্রহ হারিয়েছে অনেকেই। ফিলের দিক বারবার তাকাচ্ছে ওরা, সেই সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। থেমে গেছে অর্কেস্ট্রা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল জ্যাক, কার্নেগিকে এগিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল।

কী ঘটেছে জানতে চাইল কার্নেগি। সংক্ষেপে বলল ফিল। শুনে রাগে লাল হয়ে গেল কার্নেগির চেহারা। বিড়বিড় করে কয়েকটা গালও দিল কাকে যেন। আড়চোখে ব্যাপারটা খেয়াল করল জ্যাক। আশ্চর্য না হয়ে পারল না সে। কিন্তু বরাবরের মতোই চুপ করে থাকল, কোনও মন্তব্য করল না।

আধ ঘণ্টা পর শেষ হলো ইলেকশন বোর্ডের মিটিং। ধীরপায়ে বেরিয়ে এল লিমিং। অর্কেস্ট্রার স্টেজে উঠে দাঁড়াল সে, খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করল গলা। বলতে আরম্ভ করল, 'সমস্যাটা আসলে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে।... সমস্যা বলা ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল ভুল বোঝাবুঝি। রেমন্ড'স ট্রেডিং পোস্টের রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারটা মানতে পারছে না ফিল রোল্যান্ড। ইলেকশন বোর্ডের হয়ে ওকে বলতে চাই– আমাদের কারসন সিটির অবস্থাও তো একই রকম। যতজন ভোট দিয়েছে তাদের অনেকেই রেজিস্ট্রি করায়নি। পরিচিত চেহারা বলে মেনে নিয়েছি, নির্বাচন বাতিল করিনি। কেস্টারও কোনও আপত্তি করেনি।' মাথা নাড়ল সে। 'ফিল আসলে কী বলতে চাইছে স্পষ্ট না ইলেকশন বোর্ডের কাছে। রিচার্ড, মানে ইলেকশন জাজের ক্লার্কের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ করেছে সে। কিন্তু অভিযোগটা প্রমাণ করতে পারেনি। সুতরাং,' আড়চোখে ফিলকে দেখল সে, 'ইলেকশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত, নির্বাচনে জিতেছে গর্ডন কেস্টার। সে-ই এখন শেরিফ।'

হতভম্ব হয়ে গেল ফিল। মাথায় বজ্রপাত হলেও এতটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতো না সে। চোখের পলক পড়ছে না ওর, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লিমিং-এর দিকে। বুকের ভিতরটা অজানা এক ব্যথায় মোচড়াচ্ছে, বাবার চেহারাটা মানসপটে ভেসে উঠছে একটু পরপর। যা চেয়েছিল সে তা হলো না। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ শুরু করেছিল, কিন্তু অদৃশ্য কোনও কালো হাত দানবীয় থাবায় ভেঙে দিল ওর সব স্বপ্ন। টের পাচ্ছে, মাত্র শুরু হলো কালো হাতের খেলা। সামনে আরও কঠিন সময় আসছে ওর।

ভেজাচোখে ফিলের দিকে তাকাল ক্যাথি। কিছু বলতে চেয়েও বলল না। বুঝতে পারছে, বলে কোনও লাভ হবে না, কিছুই করতে পারবে না ওরা।

জোসেফের চেহারা কালো হয়ে গেছে। ডান হাতের তালু দিয়ে বাম চোয়াল

boighar.com

ডলছে সে ক্রমাগত, যেন কেউ সজোরে ঘুসি মেরেছে সেখানে। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে সে। আর জ্যাক মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে।

'ফিল, জ্যাক আর জোসেফ,' লিমিং-এর কণ্ঠে আদেশের সুর, 'তোমাদের যার যার তারা খুলে আমার হাতে দাও। ওগুলো পরে থাকার কোনও অধিকার নেই তোমাদের।'

কিছু করার নেই। বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন করল ওরা।

ফিলের হাত ধরে টান দিল ক্যাথি। 'হোটেলে চলো। এখানে আর কোনও কাজ নেই আমাদের।'

চিলেকুঠুরিতে ঢুকে ট্র্যাপডোর আটকাল ফিল। সেটার উপর বসাল ভারী তক্তাটা। ঠেস দিয়ে দাঁড়াল একদিকের দেয়ালে, বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে। ততক্ষণে ল্যাম্প জ্বালিয়েছে জোসেফ।

জ্যাক বলল, 'কারসন কাউন্টি কী জিনিস বোঝা হয়ে গেছে আমার। আমি বাবা আর এখানে নেই। আগামীকাল সকালে ঘোড়ায় চড়বো, দু'চোখ যেদিকে যায়, চলে যাবো। যতদিন চাকরি না পাই, ঘুরে বেড়াবো ভবঘুরের মতো। ঈশ্বরের দুনিয়ায় কিছু না কিছু জুটবেই, না খেয়ে মরবো না অন্তত। কিন্তু বাটপার আর লম্পটদের সঙ্গে থাকবো না।'

বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল জোসেফের। 'বাটপার আর লম্পট কাকে বললে জানি না, কিন্তু আমাকে যে আবার চুরিচামারি করতে হবে বুঝতে পারছি। কারণ আর কোনও উপায় নেই। কারসনের অনেক ফাঁকফোঁকর জানা আছে আমার, তা ছাড়া কেস্টার আবার শেরিফ হয়েছে, গরুঘোড়া চুরি করে সুবিধা করতে পারবো। অন্য কোথাও গেলে কিছুই চিনবো না জানবো না, ধরা পড়ে যে-কোনো সময় ঝুলে যাবো কটনউডের ডালে।'

কিছু বলল না ফিল। হোলস্টারের বেল্ট খুলে দেয়ালের হুকের সঙ্গে ঝোলাল সে। সিক্সশুটার দুটো বের করল, ঠিকমতো কাজ করছে কি না পরীক্ষা করে রেখে দিল হোলস্টারে। একটা কোল্ট আছে ওর, অস্ত্রটার খোঁজে তাকাল এদিক-ওদিক। কিন্তু দেখতে পেল না। ছোট্ট ঘরটায় তিনজনের কাপড়চোপড় আর মালপত্র স্তূপ হয়ে আছে, ওসবের ভিতরে কোল্টটা কোথায় রেখেছে মনে করতে পারল না সে। পরে খুঁজবে ভেবে এগিয়ে গেল নিজের তোষকের দিকে, কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। জ্যাক আর জোসেফও শুয়ে পড়ল। কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করল তিনজনই, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

কতক্ষণ পর জানে না ফিল, ভেঙে গেল ওর ঘুম। কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করল, বুঝতে পারল সহজেই। ঘুমানোর আগে কী ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করল, মনে পড়ল সব। ঘুমটা কেন ভাঙল বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

অস্পষ্ট একটা গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন ধাক্কা দিয়ে ভারী কিছু সরাচ্ছে কেউ।

ঘুম-জড়ানো চোখজোড়া বন্ধ হয়ে আসতে চাইল, জোর করে খুলে রাখল

ফিল। তাকাল পাশের তোষকে শোয়া জোসেফের দিকে। নিচু গলায় ডাকল, 'জোসেফ, শুনতে পাচ্ছ?'

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল জোসেফ, বুঝতে পারল না ফিল।

'কীসের আওয়াজ?' আবার জিজ্ঞেস করল ফিল।

'মেঘ ডাকছে,' পাশ ফিরল জোসেফ।

আর কিছু বলল না ফিল। পাশ ফিরল সে-ও। থেমে গেছে গুড়ুম-গুড়ুম শব্দটা। নীরব কয়েকটা মিনিট কাটল। তারপর আবার শোনা গেল আওয়াজটা।

বিদ্রোহ করে বসল ফিলের ঢুলুঢুলু চোখ দুটো, খুলে রাখতে চেয়েও পারল না সে। ঘুমিয়ে পড়ল নিজের অজান্তেই।

দশ

সূর্য উঠেছে ঘণ্টা দুয়েক আগে। গাছগাছালিতে ভরা শান্ত ওয়াটারহোলটাতে থেকে থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সূর্যের লালচে-কমলা আলো। একশো গজ দূরে ছোট্ট একটা টিলা। তার মাথায় ন্যাড়া কয়েকটা অনুচ্চ গাছ আর একটা বোল্ডার। সূর্যতাপে জ্বলছে পুরো ক্যানিয়ন, শুধু এখানে– এই টিলার উপর টুকরো টুকরো ছায়া।

এখানে আরাম করে শুয়ে আছে বুড়ো থিওডর রোল্যান্ড। চোখজোড়া ঢুলুঢুলু– টানা ঘুম হয়নি রাতে, একটু পরপর জেগে উঠেছে অচেনা আততায়ীর আক্রমণ আশঙ্কায়। দু'জন ধাওয়া করেছিল ওকে, একজন মরেছে; রোল্যান্ড জানে, আজ হোক কাল হোক, আরেকজন আসবেই। সোনার লোভ সবচেয়ে বড় লোভ।

খাবার ছিল না, তাই এখানে পৌঁছানোমাত্রই শিকারের খোঁজে বের হয় রোল্যান্ড। হরিণের ট্র্যাক ফলো করে। গুলি করে মারে নধর একটা মাদীকে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড় আর লতানো গাছ আছে এই ক্যানিয়নে, সেগুলো থেকে বুনো ফলমূল খুঁজে নেয়। কোথায় গেলে পানি পাওয়া যাবে জানত, তেষ্টা মেটাতে হাজির হয় এই ওয়াটারহোলের কাছে। রাতের ঘুমের জন্য বেছে নেয় টিলাটা।

উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল সে। বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল চারপাশ। যতদূর চোখ যায় জনমানবহীন। মাটি থেকে শটগানটা কুড়িয়ে নিল রোল্যান্ড। টিলা থেকে নেমে এগোল ওয়াটারহোলের দিকে। হাতমুখ ধুয়ে কয়েক আঁজলা পানি খেল। তারপর ফিরে এল আগের জায়গায়। ঝলসানো হরিণের মাংস আর কিছু ফল আছে বোল্ডারের পাশে থলের ভিতরে, সেগুলো বের করল। দিগন্তবিস্তৃত ক্যানিয়নের দিকে তাকিয়ে ধীরেসুস্থে খেতে আরম্ভ করল।

খাচ্ছে আর ভাবছে সে। ভুয়া লোকেশনপেপারটা ফিলের হাতে পড়লে সে কি আসবে এখানে? মাথা নাড়ল রোল্যান্ড। মনে হয় না।

boighar.com

দু'জন ফলো করছিল ওকে। টের পেয়ে পিনোয়া রিমের উদ্দেশে ছুট লাগায় সে। মাদারলোডটা সেখান থেকে অনেক দূরে। সোনার খোঁজে এই ক্যানিয়নেও কয়েকবার খোঁড়াখুঁড়ি করেছে সে। সে-কারণেই ভুয়া লোকেশন পেপারে এ-জায়গার নকশা এঁকেছে। এখানে ডজনখানেক টেস্টপিট খুঁড়েছে সে, লাভ হয়নি কিছুই। লোকেশন পেপার দেখে যারাই ছুটে আসবে এ-ক্যানিয়নে, তারা যেন টেস্টপিটগুলো দেখে ধোঁকা খায়, সেটাই চায় রোল্যান্ড।

খাওয়া শেষ করল সে। আদ্যোপান্ত ভাবল পুরো ব্যাপারটা। মাথা নাড়ল আপনমনে। বিড়বিড় করে বলল, 'ঈশ্বর, ফিল যেন না আসে এখানে।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে শেষ হলো জ্বলন্ত সকাল। একটু একটু করে ফুরিয়ে যেতে যেতে একসময় বিকেলের অস্তিত্বে হারিয়ে গেল দুপুর। তাপ কমেছে বুঝতে পেরে বিশ গজ দূরের গর্ত ছেড়ে বের হলো ধেড়ে একটা খরগোশ। দ্রুত তাকাল এদিক-ওদিক, বোল্ডারের আড়ালে বসে থাকা রোল্যান্ডকে দেখতে না পেয়ে ভাবল পরিস্থিতি নিরাপদ, খাবারের খোঁজে ছোটাছুটি করতে লাগল এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপে। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে খরগোশটা দেখল রোল্যান্ড, তারপর আগ্রহ হারাল। ওর চোখদুটো মানুষ দেখতে চায়– যে-লোকটাকে গুলি করে মেরেছে সে, তার সঙ্গীকে দেখতে চায়।

কিন্তু কেউ এল না।

সূর্য ডুবে গেল। সন্ধ্যার কালচে-গোলাপী আকাশে একটা একটা করে ফুটে উঠল হাজার তারা। থলির ভিতর থেকে আরও কিছু মাংস বের করে খেল রোল্যান্ড। টিলা ছেড়ে নামল। ওয়াটারহোল থেকে পানি খেয়ে ফিরে এল। বোল্ডারের পাশে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল নিজের অজান্তেই।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে একই কাজ করল সে– হাতমুখ ধোওয়া, খাওয়া, তারপর শটগান হাতে নিয়ে বোল্ডারের আড়ালে বসে থাকা। অপেক্ষা করতে লাগল গতকালের মতো। ধৈর্যের পুরস্কার পেয়ে গেল একসময়।

হঠাৎ করেই উদয় হলো লোকটা– দিগন্ত ফুঁড়ে, একটা টিলাকে পাশ কাটিয়ে, কতগুলো ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে, পায়ে হেঁটে। অতিরিক্ত আগ্রহে সামনে ঝুঁকল রোল্যান্ড। সরু হয়ে এল ওর দু'চোখ, ঠোঁটের কোনায় দেখা দিল বাঁকা হাসি।

আগন্তুক খুব সতর্ক। ঘন ঘন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বগলের নীচে চেপে ধরে আছে একটা রাইফেল। ধীর গতিতে এগোচ্ছে সামনে। ওর পিঠে ঝুলছে একটা থলে। তাতে প্রসপেক্টিং-এর যন্ত্রপাতি। এতদূর থেকেও চিনতে অসুবিধা হলো না রোল্যান্ডের।

কাছিয়ে আসছে আগন্তুক। দূরত্বটা এখন চারশো গজের মতো হবে। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পকেট থেকে বের করল এক তা কাগজ। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল আবারও একচিলতে হাসি খেলে গেল রোল্যান্ডের ঠোঁটে। কাগজটাতে কী লেখা আছে বুঝতে পেরেছে।

বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বের হলো না সে। পায়ের কাছে পড়ে থাকা শটগানটা টেনে নিল নিঃশব্দে। আগন্তুক কী করছে দেখতে লাগল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

একটা টেস্টপিট দেখতে পেয়েছে লোকটা। পিঠের থলে থেকে ছোট একটা কোদাল বের করে হামলে পড়েছে সেটার উপর। যেন টেস্টপিট নয়, সোনার খনি পেয়েছে। অনেক আগে রোল্যান্ডই খুঁড়েছিল ওই টেস্টপিট।

শক্ত মাটিতে কোদাল চালানোর ভোঁতা আওয়াজ ভেঙে দিয়েছে সকালের নীরবতাকে। নাম-না-জানা কয়েকটা পাখি মাটিতে নেমে এসে দাপাদাপি করছিল ঝোপঝাড়ের আড়ালে, আতঙ্কিত হয়ে উড়ে পালাল তাড়াতাড়ি। হ্যাট খুলে নিজেকে বাতাস করতে লাগল রোল্যান্ড। আগন্তুককে আগে কোথাও দেখেছে কি না মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। চেহারা, অবয়ব, আবির্ভাব সব দিক দিয়েই লোকটা অপরিচিত; তা ছাড়া এত দূর থেকে স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে না।

লোকটাকে ধরা দরকার, ভাবল রোল্যান্ড। কথা বের করতে হবে ওর পেট থেকে। কিন্তু মুশকিল একটাই– আগন্তুকের রাইফেলের রেঞ্জ রোল্যান্ডের শটগানের চেয়ে অনেক বেশি। লোকটা ঠিকমতো গুলি করতে পারলে রোল্যান্ডকে ঘায়েল করার জন্য আড়াইশো-তিনশো গজ কোনও ব্যাপারই না। এদিকে রোল্যান্ডের শটগানটা পুরনো আমলের– দেখতে কুৎসিত, কাজে ভয়ঙ্কর, কিন্তু রেঞ্জ সত্তর কি আশি গজ।

কোদাল চালানো বন্ধ করল লোকটা। ভালো দেখে কিছু নমুনা বেছে নিল টেস্টপিট থেকে। সঙ্গে আনা থলের ভিতরে ভরল সেগুলো। তারপর মুখে হাসি নিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল পুরো ক্যানিয়ন। কিছুক্ষণ পর কাজ শুরু করল আবার।

কী করা যায় ভাবছে রোল্যান্ড। আগন্তুককে ধরতে না পারলেও চেহারাটা অন্তত ভালোমতো দেখা দরকার। কিন্তু সেটা করতে হলে আরও কাছে যেতে হবে। তার মানে নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বের হতে হবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সে-জায়গার একশো গজের মধ্যে কোনও আড়াল নেই। ঝোপঝাড়ও দেখা যাচ্ছে না খুব একটা। অর্থাৎ আগন্তুক গুলি চালাতে আরম্ভ করলে রোল্যান্ডের বাঁচার সম্ভাবনা কম।

বামে তাকাল রোল্যান্ড। ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা আধখানা চাঁদের মতো বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে সামনে, আগন্তুক যে-টেস্টপিটে কাজ করছে, সেদিকে। রোল্যান্ডের পায়ে মোকাসিন, টিলাগুলোর আড়ালে গা ঢেকে লোকটার কাছে পৌঁছে যেতে পারবে নিঃশব্দে। ঝুঁকি আছে, কিন্তু আগন্তুককে ভালোমতো দেখতে হলে নিতে হবে ঝুঁকিটা।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল থলেটা। বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে বের হলো। অনুচ্চ টিলার ঢাল বেয়ে নেমে এল ক্যানিয়নের ঊষর মাটিতে। কোন্ দিকে এগোবে ঠিক করে নিল। তারপর শটগানটা বাগিয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। একটু পরপর তাকাচ্ছে মাটির দিকে– সতর্ক থাকছে, যাতে আলগা নুড়ি পায়ের নীচে না পড়ে।

boighar.com

অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছে, এমন সময় ঠুং-ঠাং আওয়াজ থেমে গেল। ধীর গতিতে এগোচ্ছিল রোল্যান্ড, এবার দ্রুত পা চালাল। ভাবল, সঙ্গে একটা থলে নিয়ে এসেছে লোকটা, নমুনা যা পাবে ভরবে সেটাতে, শাবল-গাঁইতি-বেলচা-নমুনা– সব সহ ভারী থলেটা নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোতে কষ্ট হবে ওর। কিন্তু অর্ধচন্দ্রাকৃতির টিলাগুলো পার হয়ে টেস্টপিটের একশো গজ দূরে থামামাত্র হাঁ হয়ে গেল সে।

আগন্তুক উধাও। এবার ছুট লাগাল রোল্যান্ড। যেখানে কাজ করছিল লোকটা, সেখানে গিয়ে থামল। মাটির দিকে একনজর তাকিয়েই বুঝতে পারল কত বড় ভুল করেছে সে। কালচে বেলেমাটিতে স্পষ্ট ফুটে আছে ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ। তার মানে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল আগন্তুক। কাছের কোনও টিলা বা ঘন ঝোপের আড়ালে জন্তুটাকে বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে এই ক্যানিয়নে ঢুকেছিল সে। রোল্যান্ড একবারও ভাবেনি লোকটার সঙ্গে ঘোড়া আছে। এত বড় ভুল করল কী করে ভাবতে গিয়ে মুখটা তিতা হয়ে গেল ওর। পশ্চিমে একজন লোকের আর কিছু থাক বা না-থাক, মাথায় হ্যাট আর সঙ্গে একটা ঘোড়া থাকবেই– এই সহজ কথাটাও মনে ছিল না!

এখন কী করবে সে? ফলো করবে আগন্তুককে? আরও বড় বোকামি হবে কাজটা। পায়ে হেঁটে কতদূর যাবে সে? ঘোড়ায় চেপে বহুদূর চলে যেতে পারবে অচেনা লোকটা। কিন্তু পায়ে হেঁটে ট্র্যাক ফলো করা ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই। লোকটাকে ধরতে পারবে না সে, কিন্তু কোথায় থেমেছিল জানতে পারবে, খোঁজ নিতে পারবে ওর ব্যাপারে।

করার মতো কিছু নেই, এই ক্যানিয়নে আর লুকিয়ে থাকারও মানে হয় না– সুতরাং ট্র্যাক ফলো করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রোল্যান্ড। আবার হাঁটতে আরম্ভ করল সে। ট্র্যাকিং-এ সে ইন্ডিয়ানদের মতো পাকা; আর এখন তো কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না, নীচের দিকেও তাকাতে হচ্ছে না ঘন ঘন– বেলেমাটিতে ক্ষুরের দাগ দেখা যাচ্ছে সহজেই।

কিন্তু পরদিন দুপুরে পরাজয় মেনে নিতে হলো ওকে।

অনেক আগেই মরুময় ক্যানিয়ন আর পাইন-সিডার-রডোডেনড্রনে ভর্তি একটা জঙ্গল পার হয়ে এসেছে সে। যতই এগিয়েছে, ততই রুক্ষ আর পাথুরে হয়েছে মাটি, ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে কঠিনতর হয়েছে।

দুপুরের শেষভাগে হতাশ হয়ে একটা ঝরনার কাছে বসে পড়ল রোল্যান্ড। তেষ্টায় ওর গলা শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু এত ক্লান্ত লাগছে যে উঠে গিয়ে দু'ঢোক পানি খেতেও ইচ্ছা করছে না। শটগানটাকে মনে হচ্ছে কামান, পিঠের থলেটা যেন আস্ত একটা ঘোড়া। অস্ত্রটা মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। থলেটা খসাল পিঠ থেকে, শটগানের উপর পড়ল সেটা ধপাস করে।

হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রোল্যান্ড। জন্তুর মতো মুখ ডুবিয়ে ঝরনা থেকে পানি খেল পেট ভরে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঝরনার আশপাশের লোহার মতো শক্ত মাটিতে খুঁজতে আরম্ভ করল ট্র্যাক। টানা দু'ঘণ্টা খাটল, কিন্তু কিছুই

খুঁজে পেল না।

শটগান আর থলেটা যেখানে রেখেছে, সেখানে ফিরে এল সে। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। জ্বলন্ত আকাশের টুকরো টুকরো সাদা মেঘের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিতে লাগল নিজেকে, নিজের ভাগ্যকে, নিজের জীবনকে।

সন্ধ্যা মিলিয়ে যাওয়ার পরও শুয়ে থাকল রোল্যান্ড। তারার আলোয় চারপাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর উঠে বসল। থলে থেকে বের করল অবশিষ্ট মাংস আর শুকিয়ে যাওয়া কিছু ফল। বুভুক্ষুর মতো খেল সেগুলো। খেতে খেতে ঠিক করল কী করবে এরপর।

এলাকাটা ওর পরিচিত। এখান থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে একটা রানশ্ আছে– কারসন কাউন্টির সীমার মধ্যে, কিন্তু একেবারে প্রান্তে। শটগান আর থলেটা মাটি থেকে তুলে নিল রোল্যান্ড, তারপর হাঁটতে আরম্ভ করল রানশ্টার উদ্দেশে।

ঘণ্টা দেড়েক পর রানশটায় পৌঁছাল সে। রানশ্টা বিশাল। নাম ডিডি– একটা ডি-এর পিঠে উল্টো করে আরেকটা ডি। কোরাল, বার্ন, আউটহাউস, পাঞ্চারদের কেবিন, ঘোড়ার আস্তাবল– একেকটা একেকদিকে। রানশের বেড়ার বাইরে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে টানা আধঘণ্টা লুকিয়ে থেকে রোল্যান্ড দেখল লোকজন কোথায় আছে এবং কী করছে। আস্তাবলের কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই আধঘণ্টায় কেউ বেরও হয়নি সেখান থেকে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় কেউ নেই ভিতরে। সুযোগটা নেবে, ঠিক করল রোল্যান্ড।

বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। আকাশে ক্ষয়া চাঁদ, সেটা আবার ঢাকা পড়ে আছে মেঘের আড়ালে; তাই আলো কম। ঝোপঝাড় আর গাছের অভাব নেই রানশের ভিতরের মাঠে। ছায়ায় ছায়ায় গা ঢেকে আস্তাবলের কাছে পৌঁছে গেল রোল্যান্ড।

দরজাটা খোলা। পাল্লাটা একটুখানি ফাঁক করেই ভিতরে ঢুকে পড়ল রোল্যান্ড। কাছেই খড়ের স্তূপ, বসে পড়ল সেটার আড়ালে। টানা দশ মিনিট বসে থেকে বোঝার চেষ্টা করল কেউ পাহারায় আছে কি না। ক্রমাগত লেজ নাড়ছে ঘোড়াগুলো– খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে অবিরাম, একটু পরপর নাক ঝাড়ছে দুয়েকটা– সেই শব্দও কান এড়াচ্ছে না: কিন্তু মানুষের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল না।

ম্যাচকাঠি জ্বালল রোল্যান্ড। ঘুটঘুটে অন্ধকারে থাকা ঘোড়ার দল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সঙ্গে সঙ্গে। জন্তুগুলোর উপর চোখ বুলাতে আরম্ভ করল রোল্যান্ড। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা বয়স্কা মাদি, জাবর কাটছে শান্ত ভঙ্গিতে। স্যাডল খসানো হয়নি সেটার পিঠ থেকে। ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল রোল্যান্ড খুব ধীরে হাত রাখল সেটার গলায়। বাধা দিল না জন্তুটা। বেঁধে রাখা লাগাম খুলল রোল্যান্ড। ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে। একটুও প্রতিবাদ করল না জন্তুটা। এমনভাবে এগিয়ে চলল রোল্যান্ডের পিছু পিছু, যেন রোল্যান্ডই সেটার

boighar.com

মালিক।

ঘোড়াটাকে নিরাপদেই রানশের বাইরে নিয়ে এল রোল্যান্ড। আস্তাবল থেকে চুরি হয়ে গেল একটা ঘোড়া, কিন্তু ডিডির কেউ ব্যাপারটা টের পেল না।

চারদিন পর কাউন্টির আরেক প্রান্তে, ছোট এক অখ্যাত শহরে পৌঁছাল সে। এখানে কেউ ওকে চেহারা বা নামে চেনে না। আস্তাবল-রক্ষকের কাছে ঘোড়া বুঝিয়ে দিয়ে শটগান হাতে এসে দাঁড়াল একমাত্র সেলুনটার সামনে। ভিতরে ঢুকবে কি না ভাবল একবার। পশ্চিমে অচেনা আগন্তুক মানে বিপদ, তাই শহরের বাসিন্দারা সন্দেহের দৃষ্টিতে বারবার তাকায়– কয়েক মুহূর্ত ভেবে সেলুনটা এড়িয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রোল্যান্ড। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ভাঙাচোরা নিঃসঙ্গ হোটেলটার দিকে। ঠিক করল সেখানেও উঠবে না। গ্রীষ্মের আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘও নেই, রাতে বৃষ্টি হবে না; আস্তাবলের পাশে খড়ের বিছানায় ঘুমাবে, স্থির করল রোল্যান্ড। তবে আগে কিছু খাওয়া দরকার। রেস্টুরেন্টের উদ্দেশে পা বাড়াল সে।

জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে টিকিয়ে রাখা একটা টেবিলের পিছনে বসে ঢুলছে রেস্টুরেন্টের মালিক। কে এল কে গেল খেয়াল করছে বলে মনে হয় না। একজন মাত্র খদ্দের– নোংরা এক পাঞ্চার, গপাগপ গিলছে বিন আর রুটি। অতি সস্তা এক বোতল মদ কিনেছে লোকটা। একটু পরপর চুমুক দিচ্ছে বোতলে। রোল্যান্ডকে ঢুকতে দেখে খাওয়া থামিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

ওর পাশের টেবিলেই বসে পড়ল রোল্যান্ড। গলা চড়িয়ে ডাকল রেস্টুরেন্টের মালিককে। খাবার দিতে বলল। তারপর গায়ে পড়ে আলাপ জুড়ে দিল পাঞ্চারের সঙ্গে।

খেতে খেতে কথা হলো ওদের দু'জনার। আজেবাজে অনেক কথার পর সুকৌশলে ফিলের ব্যাপারে জানতে চাইল রোল্যান্ড।

'একেবারে পাল্টে গেছে ছোকরা,' বলে মদের বোতলে আরেক চুমুক দিল পাঞ্চার।

'কী রকম?' আশ্চর্য হলো রোল্যান্ড।

'কোন্ দেশে থাকো তুমি? জানো না ওর বাবাকে কারা যেন খুন করেছে? ইচ্ছা করলে জানের বদলে জান নিতে পারত ফিল। কিন্তু নেয়নি। বরং নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কেস্টারের সঙ্গে। এবং হারিয়ে দিয়েছে খাটাশটাকে।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল রোল্যান্ডের। 'কাকে খাটাশ বলছ?'

'কাকে আবার? কেস্টারকে। বুড়োটা একটা অপদার্থ। কাজের কাজ কিছুই পারে না। আবার যা পারে তা করে না। আমাদের কাউন্টি একেবারে ডুবতে বসেছিল।'

'ডুবতে বসেছিল? মানে এখন ঠিক হয়ে গেছে?'

হাসল পাঞ্চার। 'ঠিক হচ্ছে। তবে ধীরে ধীরে। সময় লাগবে।' আরেক ঢোক মদ গিলল সে।

মনের খুশি চেপে রাখার জন্য নিজের উপর জোর খাটাতে হলো রোল্যান্ডকে।

খাওয়া শেষ ওর, কফির কাপ সামনে নিয়ে এতক্ষণ পাঞ্চারের কথা গিলছিল; ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফিতে এবার চুমুক দিল সে। বোকার ভান করে বলল, 'আরে, তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা তত সহজ না। ফিলকে দেখিনি কখনও, তবে শুনেছি ছোকরার মতিগতি নাকি ভালো না। উড়ু উড়ু মন। যত না কাজ করে, তারচেয়ে বেশি ঘুরে বেড়ায়। আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে না সে।'

'তোমার মাথা!' ভেংচি কাটল পাঞ্চার। 'ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে ফিল। শেরিফ হবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘুম হারাম করে দিয়েছে কারসন সিটির সব আউট-লর। বারোটা সেলুন কারসনে; যাও, গিয়ে দেখো সবগুলোতে ভদ্রলোকরা আসা-যাওয়া করছে। কারও কোমরে পিস্তল নেই।' লোকটার মনে সন্দেহ জাগল হঠাৎ। চোখ সরু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রোল্যান্ডের দিকে, জিজ্ঞেস করল, 'ভোটটা কাকে দিয়েছিলে সত্যি করে বলো তো? কেস্টারকে নাকি ফিলকে?'

ধরা পড়লে অপরাধীর যেরকম চেহারা হয়, ঠিক সেরকমভাবে লজ্জিত হাসি হাসল রোল্যান্ড। পাঞ্চারের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল কফির কাপের দিকে।

যা বোঝার বুঝে নিল পাঞ্চার। গোটা দুয়েক গাল দিল সে। মদের বোতলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। গটগট করে হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল মালিকের টেবিলের সামনে, খাবারের দাম শোধ করল। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বাইরে।

হাসল রোল্যান্ড। উঠে দাঁড়াল সে-ও। বিড়বিড় করে বলল, 'কাজ চালিয়ে যা, ফিল। আর কয়েকটা দিন পর দেখা হবে তোর সঙ্গে।'

এগারো

মৃদু একটা শব্দ হচ্ছে কোথায় যেন।

ঘুম ভেঙে গেল ফিলের। চোখ খুলে এদিক-ওদিক তাকাল সে।

চিলেকুঠুরিতে ভোরের প্রথম আলো। আবছা আঁধারে বাধা পায় দৃষ্টি, সবকিছু ঠিকমতো নজরে পড়ে না। ভারী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে দু'পাশ থেকে। জ্যাক আর জোসেফ ঘুমে অচেতন এখনও।

আবার শোনা গেল শব্দটা। ট্র্যাপডোরে টোকা দিচ্ছে কেউ।

তোষক ছেড়ে নিঃশব্দে উঠল ফিল। দেয়ালের হুকে ঝোলানো হোলস্টার থেকে বের করল একটা সিক্সশুটার। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ট্র্যাপডোরের দিকে।

আবার টোকা পড়ল। নীচের লোকটা অধৈর্য হয়ে উঠছে ক্রমেই। ট্র্যাপডোরের দিকে হোলস্টার তাক করে জিজ্ঞেস করল ফিল, 'কে?'

'ক্যাথি।'

আশ্চর্য হলো ফিল। ক্যাথি এসময় এখানে কী চায়? সিক্সশুটারটা কোমরে

boighar.com

গুঁজে রেখে ট্র্যাপডোর খুলে দিল সে। সরে দাঁড়াল একপাশে।

মই বেয়ে উঠে এল মেয়েটা। ওকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর। পায়ে জুতো নেই, পেটিকোটের উপর স্কার্ট পরেনি, ঊর্ধ্বাঙ্গে জড়িয়েছে একটা শাল। এত গরমেও অল্প অল্প কাঁপছে।

ব্যাপার কী বুঝতে পারল না ফিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে কম্পিত কণ্ঠে বলল ক্যাথি, 'ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। ডাকাতরা ভল্ট ভেঙে ইসাবেলা মাইনের সব সোনা নিয়ে পালিয়েছে।... ফিল...! ফিল...' থেমে গেল সে, ঢোক গিলল একবার।

অপেক্ষা করে রইল ফিল।

'গর্ডন কেস্টার এসেছে,' বলে চলল ক্যাথি। 'নীচে, হলে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সে।'

'আমার কাছে কী চায়?' ফিলের কণ্ঠে বিরক্তি।

আবারও ঢোক গিলল ক্যাথি। 'তোমার একটা জিনিস পাওয়া গেছে ব্যাঙ্কে।'

মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেল ফিলের। 'আমার জিনিস! ব্যাঙ্কে!... কী?'

'জানি না। কেস্টারকে জিজ্ঞেস করেছিল খালা। জবাব দেয়নি শয়তানটা। ফিরে এসে আমাকে সব বলেছে খালা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম।'

তলপেটের ভিতরে একটা সুড়সুড়ি টের পেল ফিল– যেন ডজনখানেক প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে, ইচ্ছেমতো ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সেখানে। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে অকারণে।

'কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল ক্যাথি। 'তাড়াতাড়ি নীচে এসো। সাবধানে কথা বোলো কেস্টারের সঙ্গে। খালার কথা শুনে মনে হলো তোমাকে ফাঁসানোর জন্য আটঘাট বেঁধেই এসেছে কেস্টার।' কথা শেষ করে ঘুরে ট্র্যাপডোরের দিকে এগোল সে। মই বেয়ে নেমে গেল নীচে।

ভোরের ধূসর আলোর সরু রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ফিল। কেস্টারের সঙ্গে দেখা করবে কি না ভাবল। কেটে পড়া যায়, কিন্তু তাতে আসল ঘটনা জানা যাবে না। বনে-জঙ্গলে, মরুভূমিতে কিংবা বিরান প্রান্তরে কীভাবে থাকতে হয় জানা আছে ওর, পালালে ওকে হয়তো ধরতে পারবে না কেউ; কিন্তু নিজে আইনরক্ষক হয়ে বাধ্য না হলে ওয়ান্টেড লিস্টে নাম লেখানোর ইচ্ছে নেই ওর।

জ্যাক আর জোসেফের দিকে আবারও তাকাল সে। ঘুমাচ্ছে দু'জনই, কিছুই টের পায়নি। ফিল ঠিক করল, কেস্টারের সঙ্গে কথা বলে এসে জাগাবে ওদের দু'জনকে। বুট আর শার্ট পরল সে। হোলস্টার পরবে কি না ভেবে ইতস্তত করল একবার। তারপর খালি কোমরে মই বেয়ে নীচে নামল। সোজা হাজির হলো হলরুমে।

গর্ডন কেস্টারের বুকের তারাটা আগের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বুড়ো বোধহয় রাত জেগে তারাটা ঘষেমেজে পরিষ্কার করেছে। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর

চোখদুটোও। রাত জাগার ক্লান্তিকে হার মানিয়ে কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে সেখানে। ঠোঁটের কোনায় বিদ্রূপের হাসি, চেহারা নিরুদ্বিগ্ন। যেন জানত ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবেই ফিল।

তলপেটের সুড়সুড়িটা আরেকবার টের পেল ফিল। কেস্টারের মুখোমুখি দাঁড়াল সে। 'কী ব্যাপার?'

কেস্টারের ঠোঁটের কোনাটা আরেকটু বেঁকে গেল। আশ্চর্য হওয়ার ভান করে ক্যাথির খালার দিকে তাকাল সে। 'তুমি বলোনি ওকে?'

'ক্যাথি বলেছে,' জবাবটা দিল ফিল। 'ব্যাঙ্কে ডাকাতি হয়েছে। তবে ওর কথা শুনে মনে হলো যেভাবেই হোক, আমিও জড়িয়ে গেছি। তাই জানতে চাচ্ছি ঘটনাটা কী।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ফিলের দিকে তাকিয়ে থাকল কেস্টার। তারপর ধীরেসুস্থে বের করে আনল কোমরে গুঁজে রাখা একটা পিস্তল। ফিলের দিকে বাড়িয়ে ধরল সেটা।

পিস্তলটা দেখামাত্র চমকে উঠল ফিল। এই পিস্তলটাই কোমরে গুঁজত সে। এটারই খোঁজ করেছিল গতরাতে। না পেয়ে ভেবেছিল মালপত্রের নীচে চাপা পড়ে আছে। অথচ...

'ব্যাঙ্কের পেছনের দরজার বাইরে, মাটিতে পড়ে ছিল এটা,' বলল কেস্টার। 'বাঁটের উপর তোমার নাম খোদাই করা আছে।'

কী বলবে ভেবে পেল না ফিল। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে।

'যে-ভঙ্গিতে পড়ে ছিল পিস্তলটা,' বলে চলল কেস্টার, 'দেখে মনে হলো খুব তাড়া ছিল তোমার, লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়েছিলে, তখন ঝাঁকি লেগে পড়ে গেছে কোমর থেকে।'

এবারও কিছু বলল না ফিল। ওর মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। ব্যাঙ্কের পিছনের গলিতে পড়ে ছিল ওর পিস্তল... কেউ একজন চুরি করে ঢুকেছিল চিলেকুঠুরির ঘরটায়। কিন্তু কে লোকটা? কে জানত কারসন হোটেলের চিলেকুঠুরিতে আছে ফিলরা?

'বোবা হয়ে গেলে নাকি?' কেস্টারের ডাকে ফিলের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। 'জিনিসটা তোমার তো?'

মাথা ঝাঁকাল ফিল।

'এই একটা গুণের জন্য তোমাকে খুব ভালো লাগে আমার। বিপদ হবে জেনেও সত্যি কথা বলো।' মুচকি হাসল কেস্টার। 'এবার আরেকটা জিনিস দেখো,' বাম হাতের তালুতে কিছু একটা মুঠো করে ধরে রেখেছিল সে এতক্ষণ, এবার মুঠো খুলে জিনিসটা দেখাল ফিলকে। 'এটা কার, বলো তো?'

জিনিসটা একটা স্পার। বহু ব্যবহারে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে কয়েকটা কাঁটা। স্পারটা দেখে ফিলের চেহারা কালো হয়ে গেল। চোয়াল শক্ত করল সে। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল কেস্টারের দিকে। 'আমাকে দেখাচ্ছ কেন?

boighar.com

তোমার জিজ্ঞেস করার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে স্পারটা কার ভালোমতোই জানো।'

'কারসন সিটির কুখ্যাত ঘোড়াচোর জোসেফ অস্কারের। যাকে তুমি ডেপুটি বানিয়েছিলে।'

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ক্যাথি এসে দাঁড়াল ফিলের পাশে। পরনে স্কার্ট আর ব্লাউজ, তবে চুল আগের মতোই এলোমেলো। দৌড়ে এসেছে, তাই হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

ক্যাথির উপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ফিলের দিকে তাকাল কেস্টার। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। রুমালটা আগের জায়গায় রাখতে রাখতে বলল, 'ফিল, তোমাকে আর জোসেফকে গ্রেপ্তার করতে হচ্ছে।'

কেস্টারের কথা শুনে কৌতুক বোধ করল ফিল। 'তোমার বিশ্বাস হয় আমি ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করতে পারি?'

'দেশে আইনকানুন আছে, আর আইনের কাছে বড় কথা হচ্ছে প্রমাণ,' ঘুরিয়ে জবাব দিল কেস্টার। 'তোমার আর জোসেফের বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে আমার হাতে। আরও বড় কথা হচ্ছে, তোমার সঙ্গে যোগ দেবার আগে জোসেফ ছিল ঘোড়াচোর। সুতরাং কী করে বিশ্বাস করি ব্যাঙ্ক-ডাকাতির সঙ্গে জড়িত না সে?'

'কুত্তার বাচ্চা বলে কী?' হলরুমের অন্ধকার কোণ থেকে শোনা গেল জোসেফের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।

চমকে উঠল কেস্টার। যেদিক থেকে শোনা গেছে জোসেফের কণ্ঠ, সেদিকে ফিলের পিস্তলটা তাক করল সে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ফিল। প্রচণ্ড জোরে থাবা দিল কেস্টারের পিস্তল ধরা হাতে। কিন্তু ট্রিগার টিপে দিয়েছে কেস্টার, বিকট শব্দে গুলি ফুটল। তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেরিয়ে গেল জানালার কাচ ফুটো করে।

দেরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বুঝতে পেরে ছুটে এল জোসেফ। মোটাতাজা শরীর নিয়ে লাফিয়ে পড়ল কেস্টারের উপর। সামলাতে পারল না কেস্টার, চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। ওর মুখে কয়েকটা ঘুসি মারল জোসেফ। ভারী আঘাত সহ্য করতে পারল না বুড়ো চোয়াল, চোখ উল্টে নিস্তেজ হয়ে গেল কেস্টার।

'ঘুম থেকে জেগে দেখলাম তুমি নেই। কী হয়েছে দেখার জন্য এলাম নীচে। এসে শুনি আমাকে ব্যাঙ্ক-ডাকাত বলছে হারামি কেস্টার,' চোখ গরম করে কেস্টারের দিকে তাকাল জোসেফ। 'একটা ছুরি দাও আমাকে, ফিল। এই শয়তানটাকে জবাই করে ফেলি। আমাদের বিরুদ্ধে যেসব প্রমাণ আছে ওর হাতে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।' আরও কয়েকটা গাল দিল সে কেস্টারকে। তারপর ফিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছো? জলদি গিয়ে জ্যাককে জাগাও। মালপত্র সব নিয়ে নেমে এসো তাড়াতাড়ি। ততক্ষণ এই বদের-হাড্ডিটাকে আটকে রাখছি আমি। তোমরা এলে একে আরও দশ-পনেরোটা ঘুসি

মেরে কেটে পড়বো।'

'না, পালাবো না আমরা,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফিল। 'যে বা যারা লেগেছে আমাদের পেছনে, তাদের শেষ দেখে ছাড়বো।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?' চেঁচাল জোসেফ। 'আগে থেকেই সবকিছু ভেবে রেখেছে এরা, বুঝতে পারছো না? কিছু করার আগেই দেখবে হাত-পা বেঁধে ফেলেছে তোমার, তারপর টানতে টানতে নিয়ে ঝোলাবে কটনউডের ডালে। সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না কেউ।'

'ঠিকই বলেছে জোসেফ,' বলল ক্যাথি। 'ব্যাঙ্ক থেকে সোজা এখানে এসেছে কেস্টার, লোকজন ডাকেনি। শহরের বাসিন্দারা যদি জানতে পারে হাতেনাতে ধরা পড়েছ তুমি, তা হলে যারা তোমার সঙ্গে আছে, তারাও মুখ ঘুরিয়ে নেবে। পালানো ছাড়া উপায় নেই তোমার।'

'জলদি যাও, ফিল,' তাড়া দিল জোসেফ, 'ঘুম থেকে জাগাও জ্যাককে। মালপত্র নিয়ে নেমে এসো জলদি।' উঠে বসার চেষ্টা করছিল কেস্টার, ওর মুখে জোরে আরেকটা ঘুসি মেরে ওর নড়াচড়া বন্ধ করে দিল সে। 'না পালালে মরবো আমরা।'

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ফিল। এভাবে কাপুরুষের মতো পালাতে ইচ্ছে করছে না ওর। একের পর এক আঘাত হানছে শত্রুরা, প্রত্যুত্তর না দিয়ে পরাজয় মেনে নিতে চাইছে না মন। কিন্তু জোসেফের কথাটাও ভিত্তিহীন নয়– ওদেরকে ধরতে পারলে ঠিকই ঝুলিয়ে দেবে উন্মত্ত জনতা।

ক্যাথির দিকে তাকাল সে। হতাশায় কালো হয়ে গেছে সুন্দর চেহারাটা, জানালার কাচ ভেদ করে আসা সূর্যের গোলাপী আলোর প্রতিফলন বিষণ্ন দু'চোখে। কিছু একটা বলতে চাইছে ঠোঁট দুটো, কিন্তু বলতে না পেরে কাঁপছে।

ঘুরে ছুটল ফিল। চিলেকুঠুরিতে পৌঁছে সজোরে ধাক্কা মেরে জাগাল জ্যাককে। কী ঘটেছে জানাল সংক্ষেপে। মালপত্র গুছিয়ে নিতে বলল।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' একটা চটের-বস্তায় জামাকাপড় ভরতে ভরতে জানতে চাইল জ্যাক।

'জানি না,' ত্রস্তহাতে হোলস্টারের বেল্ট পরতে পরতে জবাব দিল ফিল। 'তবে যেতে হবে যতদূরে সম্ভব।'

মিনিট তিনেক পরই হলরুমে ফিরে এল ওরা দু'জন।

জোসেফ এখনও বসে আছে কেস্টারের বুকের উপর। ফিলের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছে সে, সেটার নল ঢুকিয়ে দিয়েছে কেস্টারের রক্তাক্ত মুখের ভিতর। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কেস্টার। টুঁ শব্দটিও করছে না। ক্যাথি আর ওর খালা দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়। গ্রীষ্মের সূর্য পুবাকাশকে দ্রুত আলোকিত করছে, হলরুমের অন্ধকার কেটে গেছে অনেকখানি।

জোসেফকে ওর হোলস্টার দিল ফিল। কেস্টারকে ছেড়ে দিয়ে চটপট সেটা পরে নিল জোসেফ। জ্যাক ওর রাইফেলটা তাক করল কেস্টারের দিকে। ফিল বলল, 'কেস্টার, আমি যেমন জানি, তুমিও তেমন জানো, আমি বা জোসেফ

boighar.com

ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করিনি। কেউ একজন আমাকে মারতে চায়, কয়েকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি, তাই এবার অন্যরকম চাল দিয়েছে। জানি না লোকটার সঙ্গে তুমি হাত মিলিয়েছ কি না। তবে এসবের শোধ আমি নেবোই। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি জড়িত থাকলে ধরে নাও আমার হাতেই মরণ লেখা আছে তোমার।'

কিছু বলল না কেস্টার। খুব ধীরে হাত তুলে ঠোঁটের কোনার রক্ত মুছল সে। তারপর বিষদৃষ্টিতে তাকাল জোসেফের দিকে।

মালপত্রের ভিতর থেকে শক্ত আর মোটা একগাছি দড়ি বের করল ফিল। কষে বাঁধল কেস্টারের হাত-পা। কাজ শেষ করে যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে তখন কেস্টার বলল, 'তিনজন ডাকাতি করেছে ব্যাঙ্কে। দু'জন ভেতরে ঢুকেছিল, আরেকজন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। বুটের ছাপ দেখলে বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে ব্যাপারটা। তা, তোমাদের মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল কে?' জ্যাকের দিকে তাকাল সে। 'নিশ্চয়ই তুমি, জ্যাক?'

কিছু বলল না জ্যাক।

'তোমাকে তো ভালোমানুষ বলেই জানতাম। হঠাৎ সোনা লুট করার খায়েশ হলো কেন বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার দরকার নেই,' কড়া গলায় বলল জোসেফ। 'ফিলের হাতে কবে মরবি তুই সেটা আগে হিসাব কর্।'

ক্যাথির দিকে তাকাল ফিল, কিছু বলতে চেয়েও বলল না। জ্যাক আর জোসেফকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করল সে। দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল ওরা তিনজন।

কারসন সিটি ছাড়িয়ে আসতে সময় লাগল পাঁচ মিনিট।

সামনে ঘাসে ছাওয়া দিগন্ত-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো ছোট ছোট ঢিবি। রাতের শিশিরে ভিজে মাটি নরম, ঘাসগুলো ভেজা ভেজা– ঘোড়া তিনটা তাই ছুটে চলল দ্রুতগতিতে। দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে ফিল। কোথায় যাচ্ছে জানে না সে। শুধু জানে যেতে হবে– বহু দূরের নাম-না-জানা কোনও পাথুরে উপত্যকায়, যেখানে ওদেরকে ট্র্যাক করা কঠিন হবে; কিংবা গোলকধাঁধাপূর্ণ কোনও বক্স ক্যানিয়নে, যেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, যাওয়ার কথা ভাবতেও ভয় পায় লোকে।

বেশ কিছুদূর এগোনোর পর ঘোড়ার গতি কমাল ফিল। পাশে আসার সুযোগ দিল জ্যাক আর জোসেফকে। জ্যাককে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই কেস্টারের কাছে। ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ব্যাপারটা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায়ও, তোমাকে ফাঁসাতে পারবে না সে। সুতরাং ইচ্ছা হলে আমাদের সঙ্গে না এসে চলে যেতে পারো যেদিকে খুশি।'

বাতাসের ধাক্কায় সরে গিয়েছিল জ্যাকের হ্যাট, সেটাকে জায়গামতো বসিয়ে নিয়ে বলল সে, 'যেদিকে খুশি সেদিকেই যাচ্ছি এখন। আমিও ব্যাপারটার শেষ না

দেখে ছাড়ছি না। আমাকে নিয়ে ভেবো না, ভালোমন্দ যা-ই ঘটুক না কেন, আছি তোমার সঙ্গে।'

জোসেফের দিকে তাকাল ফিল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই বলল জোসেফ, 'থাক থাক, আর বলতে হবে না। ভেবো না ঘাবড়ে গেছি, তাই লেজ গুটিয়ে পালাবো এখন। আমিও আছি তোমার সঙ্গে। গুলি করে হারামির বাচ্চা কেস্টারের খুলি ফুটো না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার। আমার মনে হয় এই কেস্টারই নাটের গুরু।'

কিছু বলল না ফিল। সামনের দিগন্তের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগল অতীত নিয়ে। কেস্টার নাটের গুরু কি না জানে না, কিন্তু লোকটাকে একসময় পছন্দ করত সে। দায়িত্ব পালন করতে ভয় পেত কেস্টার, কিন্তু ফিলের প্রতি দরদ ছিল ওর। হয়তো সত্যিই পাল্টে গেছে কেস্টার– ফিলের অজান্তে।

নির্বাচনে জিতেও হেরেছে ফিল– কেউ হারিয়ে দিয়েছে আসলে। যে-ফিল আইনকে সবসময় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছে, আজ সে-ই আউট-ল– অন্য কারও ইচ্ছায়। বাবার খুনিকে ধরবে বলে কাজ শুরু করল, অথচ এখন ওকেই ধরতে একদল লোক পিছু নেবে।

চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরল সে। দু'সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলল, 'বেশি দূরে যাবো না আমরা। অন্তত আজকের রাতটা কাছেপিঠেই কোথাও কাটাতে হবে। গ্লেন ম্যাথিউজের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সুতরাং কপালে যা-ই থাকুক না কেন কারসনে যাবো রাতে।'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। অফিসে বসে ল্যাম্পের আলোয় রিপোর্ট লিখছিল ম্যাথিউজ। এমন সময় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কেউ। চোখ তুলে তাকাল ম্যাথিউজ, দেখল লোকটাকে। জনসন। হাতের ইশারায় জনসনকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল ম্যাথিউজ।

সাদামাটা চেহারা জনসনের। মধ্যবয়স্ক। চৌকোনা মুখ, চোখে সতর্ক চাহনি। ধীর-স্থির; পোশাক পুরনো কিন্তু পরিষ্কার, হোলস্টার থেকে বেরিয়ে থাকা কোল্টের হাতলটাও তেমনই– পুরনো, কিন্তু চকচকে।

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরাল ম্যাথিউজ। 'কত বছর ধরে প্রসপেক্টিং করছ?'

'বেশি না। কেন?'

উত্তর না দিয়ে জনসনের হাত দুটোর দিকে তাকাল ম্যাথিউজ। শক্তিশালী গড়ন; তালুতে, আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন। কিন্তু ফোস্কা পড়ার লক্ষণ নেই। ম্যাথিউজ বুঝল, জনসন যতবার গাঁইতি আর বেলচা চালিয়েছে, তারচেয়ে লক্ষবার বেশি গরুর দড়ি ধরেছে। তার মানে জনসন আসলে কাউম্যান, পেশাদার প্রস্পেক্টর নয়।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল ম্যাথিউজ। নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরিয়ে

boighar.com

বলল, 'সুখবর আছে তোমার জন্য।'

ভ্রূ-জোড়া একবারমাত্র কুঁচকাল জনসন। তারপর আরাম করে হেলান দিল চেয়ারের পিঠে। আশ্চর্য হলো ম্যাথিউজ। ভেবেছিল অ্যাসে রিপোর্টের কথা শুনিয়ে চমকে দেবে জনসনকে। কিন্তু জনসন আগের মতোই নির্বিকার।

ওর দিকে রিপোর্টটা বাড়িয়ে দিল ম্যাথিউজ। 'নাও, নিজেই একবার চোখ বুলিয়ে দেখো।'

রিপোর্টটা হাতে নিল জনসন। টেবিলের উপর রাখা ল্যাম্পটা সামনে বাড়িয়ে দিল ম্যাথিউজ, যাতে পড়তে সুবিধা হয় জনসনের। প্রথম কয়েকটা পাতা মনোযোগ দিয়ে পড়ল সে। তারপর অলস হাতে আরও কয়েকটা পাতা ওল্টাল। রিপোর্টটা অর্ধেকের মতো দেখে হাই তুলল বড় করে। শেষে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে ঘুম-ঘুম চোখে তাকাল ম্যাথিউজের দিকে।

আরেকবার বিস্মিত হলো ম্যাথিউজ। ব্যাপার কী? অ্যাসে রিপোর্টে সে যা লিখেছে, তার সরল অর্থ হচ্ছে, অচিরেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার মালিক হতে যাচ্ছে জনসন। কিন্তু জনসনের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে কিছুই বোঝেনি সে।

ম্যাথিউজ বলল, 'শোনো, একটা ভালো বুদ্ধি দিচ্ছি তোমাকে। এ-ব্যাপারে কাউকে কিছু বোলো না। টুঁ শব্দটি করেছ তো তোমার-বড়লোক হবার আশা শেষ। খনি পাওয়া গেছে শুনলে সোনা তুলতে ছুটবে সবাই; ঝগড়া হবে, খুনাখুনি হবে– দেখা যাবে হয় তুমি মারা পড়েছ, নইলে গুণ্ডা-বদমাশরা তাড়িয়ে দিয়েছে তোমাকে।'

'হুঁ,' আবারও হাই তুলল জনসন।

তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ল্যাম্পের জ্বলন্ত শিখাটার দিকে তাকাল ম্যাথিউজ। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। সোনার কথা শুনেছে জনসন কিন্তু কোনও আগ্রহ দেখায়নি, অ্যাসে রিপোর্ট পড়েছে কিন্তু কোনও ভাবান্তর হয়নি ওর। একশোভাগ সৎ লোক ছাড়া আর কারও পক্ষে এমন আচরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু জনসন একশোভাগ সৎ নয়, কারণ ওর কাছে পাওয়া গেছে ফিল রোল্যান্ডের লোকেশন পেপার। এ-সবের মানে কী?

জানে না ম্যাথিউজ। পাইপে কষে কয়েকবার টান দিল সে, নাকমুখ দিয়ে ছাড়ল একগাদা ধোঁয়া। ছাইরঙা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগল নিজেকে নিয়ে। আজ হোক কাল হোক, সোনা তুলতে যাবেই জনসন এবং শাক দিয়ে মাছ ঢাকার যতই চেষ্টা করুক না কেন সে, খবরটা ঠিকই শুনবে লোকে। তখন কারও জানতে বাকি থাকবে না অ্যাসে রিপোর্টটা কে বানিয়েছে। জনসনের কপালে সোনার বদলে কী আছে ভালোমতোই জানে ম্যাথিউজ, কিন্তু মিথ্যা রিপোর্ট লেখার জন্য ওর নিজের কপালে কী জুটবে ভাবতে গিয়ে সবকিছু কেমন এলোমেলো ঠেকছে।

আবারও একগাদা ধোঁয়া ছাড়ল ম্যাথিউজ। রোল্যান্ডের খুনের সঙ্গে এই জনসন জড়িত– কথাটা নিশ্চিতভাবে জানা থাকলে নিজের ক্ষতি মেনে নিতে আপত্তি থাকত না ওর। কিন্তু কথাবার্তা শুনে আর আচার-ব্যবহার দেখে জনসনকে

খুনি বলে মনে হয় না কিছুতেই।

সতর্ক দৃষ্টিতে জনসনকে আরেকবার দেখল ম্যাথিউজ। ভ্রূ কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, ভাবছে কিছু একটা। মুখ থেকে পাইপ সরাল ম্যাথিউজ। বলল, 'তোমার ক্লেইমটা ফাইল করেছ?'

'না।'

'কেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জনসন বলল, 'জায়গাটা ঠিকমতো চিনি না।'

'চেনো না! তোমার ক্লেইম আর তুমিই চেনো না?'

'আসলে...' ইতস্তত করল জনসন, 'কিছু কাগজপত্র পেয়েছিলাম আমি। ওগুলো পড়ে ক্লেইমটার ব্যাপারে জানতে পারি।'

'তার মানে আগে কখনও সেখানে যাওনি?'

'না।'

স্থিরদৃষ্টিতে জনসনের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ম্যাথিউজ। তারপর বলল, 'কয়েকটা কথা বলা দরকার তোমাকে। কথাগুলো কেন বলছি সেটা আগে জানিয়ে রাখি। তোমার কথাবার্তা শুনে কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি সহজ-সরল লোক, স্বেচ্ছায় আসোনি আমার কাছে, কেউ পাঠিয়েছে। যা-ই হোক, যে-ক্লেইমের ব্যাপারে জানতে এসেছ, বড় একটা ঘাপলা আছে সেটা নিয়ে।'

'কী রকম?'

'ক্লেইমটার আসল মালিককে খুন করে সব কাগজপত্র হাতিয়ে নিয়েছে কারা যেন। ফাইল করার আগেই খুন হয়ে যাওয়ায় ক্লেইমটা নিজের নামে রেজিস্ট্রি করাতে পারেনি মালিক। সুতরাং ওই ক্লেইমের কাগজপত্র যার কাছে পাওয়া যাবে, অথবা যার কাছে ওই ক্লেইম থেকে তুলে আনা পাথর পাওয়া যাবে, ধরে নিতে হবে সে-ই খুন করেছে আসল মালিককে।'

চোখ পিটপিট করল জনসন। 'আসল-মালিক আসল-মালিক বলছ কেন বারবার? তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি লোকটাকে চেনো তুমি। ক্লেইমটা কোথায় সেটাও বোধহয় জানো।'

'জানি,' পাইপের তামাক শেষ, কৌটা থেকে আধ-মুঠ তামাক নিয়ে পাইপে ঠেসে ভরল ম্যাথিউজ। তারপর ফিল রোল্যান্ডের ব্যাপারটা বিস্তারিত জানাল জনসনকে। সবশেষে বলল, 'সুতরাং বুঝতেই পারছ, ফেঁসে গেছ তুমি।'

ঘাবড়ে গেল জনসন। চুরুট ধরিয়েছিল সে, সেটা নিভিয়ে শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, 'আমি আসলে এ-কাউন্টির লোক না। পাশের কাউন্টিতে আমার ছোটখাটো একটা রানশ আছে। আছে না বলে ছিল বললেই মানায় বেশি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'দু'বেলা খেয়ে-পরে চলছিলাম কোনও রকমে। দু'মাস আগে হঠাৎ করেই মরে গেল বউটা। তার সাতদিনের মধ্যেই কীভাবে যেন আগুন ধরে গেল আস্তাবলে। পুড়ে ছাই হলো সেটা, বেশ কিছু গরু-ঘোড়া মরল। বার্নটাও বাঁচাতে পারলাম না। তারপরও ধাক্কাটা সামলে নিলাম অনেক কষ্ট করে। ঠিক তখনই অসুখে পড়ল বাচ্চাটা। জমানো টাকা যা ছিল, প্রায় সব খরচ করে

boighar.com

সুস্থ করে তুললাম ওকে। আমার তখন মাথায় হাত– কী করবো ভেবে পাচ্ছি না।

'দিন দশেক আগে, রাতের বেলায় আমার রানশে হাজির হলো এক লোক। তোমাকে যে-নমুনাগুলো দিয়েছিলাম, সেগুলো দিল আমাকে। তোমাকে দিয়ে ওগুলো পরীক্ষা করিয়ে একটা অ্যাসে-রিপোর্ট বানিয়ে নিতে বলল। তারপর ক্লেইমটা আমার নামে রেজিস্ট্রি করাতে বলল।'

'বিনিময়ে কী দেবে বলেছে?'

'একহাজার ডলার। পাঁচশো দিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যেই। কাজ শেষ হলে আরও পাঁচশো দেবে।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিউজ। 'নাম জানো লোকটার?'

'না।'

'দেখতে কেমন?'

'লম্বা-চওড়ায় আর দশজনের মতোই। তবে চাল-চলন ভবঘুরেদের মতো। মুখভর্তি ময়লা দাড়িগোঁফ। কাপড়চোপড় একেবারে নোংরা। কিন্তু আমার মনে হয় ভবঘুরের বেশ ধরে আমার কাছে গিয়েছিল সে। আসলে লোকটা একটা ধড়িবাজ। হ্যাট অনেকখানি নামিয়ে রেখেছিল কপালের উপর। তাই ওর মুখ ভালোমতো দেখতে পারিনি। দেখার দরকারও মনে করিনি, কারণ আমার তখন টাকা দরকার। পাঁচশো ডলার কম না।'

'হুঁ,' অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিউজ, জনসনের বর্ণনা শুনে কিলেনের চেহারাটা কেন যেন ভেসে উঠেছে ওর চোখের সামনে। 'লোকটা আর কিছু বলেছিল তোমাকে?'

'ক্লেইমটা রেজিস্ট্রি করার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে মানা করেছিল।'

'রোল্যান্ডের লোকেশন পেপারগুলো তা হলে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ।'

'সঙ্গে আছে?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে উত্তর দিল জনসন, 'আছে। কেন?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ম্যাথিউজ, 'সবকিছু জানার পরও ক্লেইমটা নিজের নামে রেজিস্ট্রি করাবে?'

'না-করিয়ে তো উপায় দেখছি না। লোকটার দেয়া পাঁচশো ডলার খরচ করে ফেলেছি। ওকে ফিরিয়ে দেয়ার মতো একটা পয়সাও নেই আমার কাছে।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল ম্যাথিউজ। তারপর বলল, 'লোকেশন পেপারগুলো একবার দেখাবে আমাকে?'

সরু চোখে ম্যাথিউজের দিকে তাকাল জনসন। 'কী করবে দেখে?'

'ঠিক কোন্ জায়গায় কাজ করার সময় রোল্যান্ডের পিছু নিয়েছিল খুনিরা জানার চেষ্টা করবো। ভেবো না যে তোমাকে ধোঁকা দিয়ে আমি যাবো সেখানে, একাই মেরে দেবো সব সোনা।'

'না হয় বিশ্বাস করলাম তোমার কথা। কিন্তু তারপরও পেপারগুলো দেখাতে পারছি না। কারণ লোকটাকে আমি কথা দিয়েছি কাউকে এ-ব্যাপারে কিছু

জানাবো না।'

'যদি বলি ওই লোকটাই খুন করেছে রোল্যান্ডকে?'

মাথা নেড়ে জনসন বলল, 'কিছু করার নেই।' টেবিলের উপর রাখা ঘড়িটা দেখল সে। 'আর বিশ মিনিট বাকি আছে আটটা বাজতে। তারপর বন্ধ হয়ে যাবে ক্লেইম-রেকর্ডিং অফিস। চলো, দু'জনই যাই সেখানে। ক্লেইমটা রেজিস্ট্রি করাবো আমি। তারপর রেজিস্টার-খাতা দেখে বিস্তারিত লিখে নিয়ো তুমি। তা হলে আমিও আমার কথা রাখতে পারবো, আর তোমার কাজটাও হয়ে যাবে,' উঠে দাঁড়াল সে। অ্যাসে রিপোর্টটা ভাঁজ করে প্যান্টের পিছনের পকেটে রাখল।

উঠল ম্যাথিউজও। দেয়ালের হুকে ঝোলানো হ্যাটটা নিয়ে পরল। তারপর ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। জনসন ততক্ষণে চড়ে বসেছে ঘোড়ার উপর। ম্যাথিউজকে বের হতে দেখে ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল সে।

ক্লেইম রেকর্ডিং অফিসটা শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে। ভাঙাচোরা একটা পুরনো শ্যাক, জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে কোনরকমে। ভিতরে ধুঁকতে ধুঁকতে জ্বলছে অনুজ্জ্বল একটা ল্যাম্প, তাই অফিসে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি। পাশে বড় একটা গুদাম। কেউ নেই সেখানে। ওদিকটায় অন্ধকার এত বেশি যে, তাকালে মনে হয় আলকাতরাও বুঝি হার মানবে।

অফিসের সামনে থামল ওরা, নামল ঘোড়া থেকে। জন্তু দুটোকে গ্রাউন্ডহিচিং করিয়ে বোর্ডওয়াকের উপর উঠল দু'জন। জনসনের দিকে তাকাল ম্যাথিউজ। 'শোনো, রেজিস্ট্রি করার পর...'

কথা শেষ করতে পারল না সে। খুব কাছেই বিকট শব্দে গর্জে উঠল একটা শটগান। চমকে উঠল ম্যাথিউজ, আপনা থেকেই দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে নেমে এল বোর্ডওয়াক থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উপর আছড়ে পড়ল জনসন। পড়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে ওর বুক। হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল ম্যাথিউজ। গুদামের অন্ধকার থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কেউ, অন্ধকারে চেনা গেল না লোকটাকে।

সোজা ম্যাথিউজের দিকে ছুটে এল লোকটা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ম্যাথিউজ কিছু বলার বা করার আগেই ওর তলপেটে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল লোকটা। ব্যথায় ককিয়ে উঠল ম্যাথিউজ, কুঁজো হয়ে গেল খানিকটা। ওর মাথায় হাতের শটগান দিয়ে জোরে বাড়ি দিল লোকটা। ম্যাথিউজের চোখের সামনে দুলে উঠল পৃথিবী, জ্বলে উঠল অসংখ্য তারা। একটু পরই ঝাপসা হয়ে এল ওর দৃষ্টি। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

কতক্ষণ পর জানে না ম্যাথিউজ, জ্ঞান ফিরে পেল সে। চোখ খুলে তাকাল, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেল না– এখনও ঝাপসা দেখাচ্ছে সব। বুঝতে পারল, অ্যাসে-অফিস সংলগ্ন শ্যাকে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে সে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। কিন্তু লোকটাকে চিনতে পারল না ম্যাথিউজ। কথা বলতে চাইল সে, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না গলা দিয়ে। চোখের সামনে ঝুলন্ত সাদা পর্দাটা

boighar.com

সরাতে বারবার চোখ পিটপিট করতে লাগল সে।

কাজ হলো একসময়, দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল ওর। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশে তাকাল সে, গর্ডন কেস্টারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। একদৃষ্টিতে ম্যাথিউজকেই দেখছে শেরিফ।

'আমি তো ভেবেছিলাম গেছো তুমি,' বলল কেস্টার।

'জনসন...' দুর্বল কণ্ঠে বলল ম্যাথিউজ। 'বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে?'

'শটগানের গুলিতে বুকের অর্ধেকটা উড়ে যাবার পরও কেউ বেঁচে গেছে বলে শুনেছ কখনও?'

কিছু বলল না ম্যাথিউজ। জনসনের জন্য খারাপ লাগছে ওর। এক হাজার ডলারের জন্য মরতে হলো বেচারাকে।

'কে গুলি করেছিল দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কেস্টার।

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ম্যাথিউজ, 'জনসনকে সার্চ করেছ?'

'করেছি। কেন?'

'কাগজপত্র পেয়েছ কিছু?'

'কাগজপত্র! না তো!'

'লোকেশন পেপারও না?'

'আরে, লোকেশন পেপার তো দূরের কথা, সিগারেট পেপার পর্যন্ত পাইনি। কিন্তু ঘটনাটা কী?'

এবারও উত্তর দিল না ম্যাথিউজ। কেস্টারের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল দেয়ালের দিকে।

ওর আর কিছু বলার ইচ্ছা নেই, বুঝতে পারল কেস্টার। ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। উঠে বসার চেষ্টা করল ম্যাথিউজ, কিন্তু পারল না– মনে হচ্ছে ব্যথায় ছিঁড়ে যাবে মাথাটা। শুয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল সে।

মাথার দপদপানিটা কমে এল একসময়। খুব সাবধানে একটু একটু করে কাত হলো ম্যাথিউজ। গড়িয়ে নামল বিছানা থেকে, বসে পড়ল মেঝেতে। উঠে দাঁড়াতে ভয় হচ্ছে, মনে হচ্ছে আবার জ্ঞান হারাবে। ধীরগতিতে হামাগুড়ি দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলল সে। সেখানে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাল। পানিভর্তি একটা বালতি নজরে পড়ল। কাছে গিয়ে বিনা দ্বিধায় বালতিতে মাথা ডুবিয়ে দিল সে। যতক্ষণ দম থাকল ডুবিয়েই রাখল। তারপর মুখ তুলল, লম্বা করে দম নিয়ে ডুবাল আবার। কয়েকবার কাজটা করাতে খানিকটা কমল মাথার দপদপানি। উঠে দাঁড়াতে পারল সে। ঘরে ফিরে বিছানায় বসেছে মাত্র, তখনই কে যেন ঢুকল দরজা ঠেলে। তাকাল ম্যাথিউজ। ভেবেছিল কেস্টার ফিরে এসেছে, কিন্তু ফিলকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলো কিছুটা।

ফিলের হাতে সামান্য কিছু খাবার। ম্যাথিউজকে সেগুলো দিল সে। গোগ্রাসে গিলতে লাগল ম্যাথিউজ।

ফিল বলল, 'গা ঢাকা দিয়ে এসেছি, কিন্তু জনসনের খুনের ঘটনাটা আমার কান এড়ায়নি। শহরের লোকজন সেটা নিয়েই মেতে আছে এখন। শুনলাম খুনি

তোমাকেও ধোলাই দিয়েছে। তোমাকে সেবা-যত্ন করার কেউ নেই, তাই কিছু খাবার নিয়ে এসেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল ম্যাথিউজ।

রান্নাঘর থেকে পানির জগ আর টিনের একটা মগ নিয়ে এল ফিল। ততক্ষণে ম্যাথিউজের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। দু'মগ পানি খেল সে। তারপর চিরসঙ্গী পাইপটা বের করল শার্টের পকেট হাতড়ে। সেটাতে ঠেসে তামাক ভরে আগুন ধরিয়ে টানতে লাগল চিন্তিত মুখে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা টুল দেখতে পেল ফিল। সেটা নিয়ে এসে বসল ম্যাথিউজের মুখোমুখি। পাইপ ধরাল সে-ও। তারপর বলল, 'তোমরা দু'জন একসঙ্গে ক্লেইম-রেকর্ডিং অফিসে গিয়েছিলে কেন?'

জনসনের ব্যাপারে ফিলকে সব বলল ম্যাথিউজ। ওর কথা শেষ হলে ফিল বলল, 'খুনি আগেই অনুমান করেছিল ক্লেইম-রেকর্ডিং অফিসে যাবে জনসন। অথবা এমনও হতে পারে, তোমার অ্যাসে-রিপোর্টে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, ক্লেইম-রেকর্ডিং অফিসে গিয়ে খুনি তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল জনসনকে।'

পাইপে পুড়ছে তামাক। ছোট্ট শ্যাকটা ভরে গেছে আকৃতিহীন পাতলা নীলচে ধোঁয়ায়। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে ম্যাথিউজ বলল, 'হতেও পারে। তা না হলে জনসনের মতো সহজসরল লোকের মাথায় অমন বুদ্ধি খেলল কী করে ভেবে পাচ্ছি না।'

বারো

ডেল কার্নেগির অফিস দেখলে যে-কেউ বলবে রুচি আছে লোকটার, চিরকুমার হলেও সংসারী একটা মন আছে ওর– নারীর কোমল হাতের সুনিপুণ স্পর্শ ছাড়াই সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে জিনিসপত্র।

চকচকে পালিশ করা কাঠের টেবিলটা রাখা হয়েছে অফিসরুমের মাঝখানে। কার্নেগির বড় চেয়ারটা সেটার পিছনে, মুখোমুখি ছোট ছোট আরও তিনটা চেয়ার। টেবিলের উপর বড় একটা ল্যাম্প। সেটার আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বড় একটা সিন্দুক। উল্টোদিকের দেয়াল ঢেকে দিয়েছে একটা বুককেস। সেটাতে শোভা পাচ্ছে নামিদামি সব বইপত্র আর সরকারি গেজেট। জানালার পাল্লা কারুকার্যময়। তবে এ-মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না, কারণ দামি, মোটা পর্দা টেনে সেগুলো ঢেকে দিয়েছে কার্নেগি।

নিজের চেয়ারে বসে আছে সে। ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে অফিসরুমের দরজা, সিন্দুক খুলে কিছুক্ষণ আগে বের করেছে একটা লেজার। মনোযোগ দিয়ে পড়ছে সেটা। বেশি সময় লাগল না কাজটা শেষ করতে। কারণ, লেজারের বিশেষ কয়েকটা পাতার উপর চোখ বুলিয়েছে কার্নেগি, এবং পাতাগুলোয় যা লেখা

boighar.com

আছে, সেসব প্রায় মুখস্থ তার। একাকিত্বের মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দেবার জন্য মাঝেমধ্যে অদ্ভুত কতগুলো কাজ করে সে, এই লেজার পড়াটা সেসব কাজের একটা। বিশেষ করে আজ রাতে, ঘড়ির কাঁটা যখন বারোর ঘর ছুঁই ছুঁই করছে এবং আধঘণ্টা ধরে বিশেষ কারও জন্য অপেক্ষা করছে কার্নেগি, তখন লেজার পড়া ছাড়া করার মতো কোনও কাজও নেই তার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। লেজার হাতে এগিয়ে গেল সিন্দুকের দিকে। সেটা খুলে জায়গামতো ঢুকিয়ে রাখল লেজারটা। সিন্দুক তালাবদ্ধ করে ফিরে এল, বসে পড়ল চেয়ারে। আরাম করে হেলান দিল, হাতলে দু'হাত রেখে অলসভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল দরজাটার দিকে। আসার সময় হয়েছে ববের।

দশ মিনিট পর মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজাটা খুলে দিল কার্নেগি। ভিতরে ঢুকল ইউনিয়নের ফোরম্যান বব উইলমার। সঙ্গে বেঁটেখাটো কিন্তু গাট্টাগোট্টা এক পাঞ্চার, নাম পিক। দু'জনকে দেখে হাসল কার্নেগি। গিয়ে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। বব আর পিক দাঁড়িয়ে থাকল তার মুখোমুখি।

'তারপর?' উৎসুক দৃষ্টিতে ববের দিকে তাকাল কার্নেগি।

'খালাস,' সংক্ষেপে বলল বব।

'ক্লেইমটা রেকর্ড করিয়ে ফেলেনি তো?' আবার জানতে চাইল কার্নেগি।

'সুযোগই পায়নি। তার আগেই...' হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল বব, পকেট থেকে একতাড়া কাগজপত্র বের করে দিল কার্নেগিকে।

কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখল কার্নেগি। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। ববের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোনও ভুলটুল হয়নি তো?'

'ভুল! আমার?' মাথা নেড়ে হাসল বব। 'প্রশ্নই আসে না।'

রোল্যান্ডের লোকেশন পেপারগুলো টেবিলের উপর রেখে পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিল কার্নেগি। তারপর খুলল ম্যাথিউজের বানানো ভুয়া অ্যাসে রিপোর্টটা। পড়তে লাগল মনোযোগ দিয়ে। উত্তেজিত হয়ে উঠল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ব্যাপারটা খেয়াল করল বব। বলল, 'কী ব্যাপার? কী এমন লিখেছে ম্যাথিউজ যে দম বের হবার মতো অবস্থা হয়েছে তোমার?'

'যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়েও...' পিক এখনও দাঁড়িয়ে আছে মনে পড়ায় থেমে গেল কার্নেগি। লোকটার দিকে তাকাল সে। 'রোল্যান্ড যেখানে কাজ করছিল সে-জায়গার বর্ণনা দাও আমাকে।'

বিস্তারিত বলল পিক। মন দিয়ে শুনল কার্নেগি, কখনও কখনও দুয়েকটা পয়েন্ট লিখে রাখল ব্যক্তিগত ডায়েরিতে। পিকের কথা শেষ হলে বলল, 'জায়গাটা কাভার করতে হলে কতগুলো ক্লেইমের দরকার?'

ঠোঁট ওল্টাল পিক। 'দশ-বারো তো হবেই। আরও বেশিও হতে পারে।'

'কোনওটা রেজিস্ট্রি করিয়েছে রোল্যান্ড?'

'না।' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল পিক।

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?'

'ক্লেইম-রেকর্ডিং অফিসে গিয়ে রেজিস্টার খাতা দেখেছি আজ সকালে।'

'তুমি দেখতে চাইলে আর ওরা দেখিয়ে দিল?'

'দিল। আমার পরিচিত এক ক্লেইমের নাম নিয়ে বললাম রেজিস্ট্রি করাতে চাই। ওরা বলল দু'মাস আগেই অন্য কেউ রেজিস্ট্রি করে ফেলেছে সেটা। আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বললাম, হতেই পারে না, আমি গতকাল খুঁজে পেয়েছি ক্লেইমটা। হাসল ওরা, রেজিস্টার খাতা বের করে গত দু'মাসের এন্ট্রিগুলো দেখাল একে একে। ব্যস, আর কী, যা জানার জানা হয়ে গেল আমার।'

হাসল কার্নেগি। 'সামান্য হলেও কিছু আছে তোমার মাথায়। যা-ই হোক, রোল্যান্ড যে-জায়গায় কাজ করছিল সেখানে যতগুলো ক্লেইম পাওয়া যাবে, তার চারভাগের একভাগ তোমাকে দেবো বলেছিলাম; তুমি বলছ বারোটা হবে সব মিলিয়ে, তিনটা দিয়ে দিলাম তোমাকে।'

খুশিতে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল পিকের। কিছু বলতে চাইল সে, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে কার্নেগি বলল, 'ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই। কথা দিলে রাখি আমি। ...বব, এবার তোমরা যাও। ব্যক্তিগত কিছু কাজ আছে আমার, সেগুলো শেষ করবো এখন।'

কার্নেগি যাতে মত পাল্টাতে না পারে, সেজন্য তাড়াহুড়ো করে অফিসরুম থেকে বেরিয়ে গেল পিক। ধীর গতিতে ওকে অনুসরণ করল বব। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় থামল সে, আধপাক ঘুরে বাঁকা চোখে তাকাল কার্নেগির দিকে। নড করল কার্নেগি। মানেটা বুঝতে অসুবিধা হলো না ববের। বেরিয়ে গেল সে, বাইরে থেকে টেনে দিল দরজাটা।

পকেট থেকে সিগার বের করল কার্নেগি, দাঁত দিয়ে কামড়ে কাটল সেটার মাথা। ঠোঁটে ঝুলিয়ে ম্যাচকাঠি জ্বালল, কিন্তু আগুন ধরাল না সিগারে। জ্বলন্ত ম্যাচকাঠিটা ধরে রাখল সিগারের মাথা থেকে সামান্য দূরে। জানালায় ঝুলছে ভারী পর্দা, বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তারপরও তাকিয়ে থাকল সেদিকে। কয়েক মুহূর্ত পরই গুলির বিকট আওয়াজ ভেসে এল বাইরে থেকে। হাসল কার্নেগি, এতক্ষণে আগুন ধরাল সিগারে।

দু'মিনিট পর আবার টোকা পড়ল দরজায়। ভিতরে ঢুকল বব। ওর দিকে তাকাল কার্নেগি, চোখের ভাষায় প্রশ্ন।

'কাজ হয়ে গেছে,' বলল বব। 'লাশটা কী করবো? কবর দেবো, নাকি কুকুর-শকুনের জন্য ফেলে রাখবো কোনও জঙ্গলের ভেতরে?'

'কাল তো লেকউডে যাচ্ছ ওয়েস্টের সঙ্গে দেখা করতে, তখন রাস্তার পাশে কোনও গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ো।' দামি সিগারের সুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়ল কার্নেগি। 'গুলির শব্দ শুনে কেউ জেগেছে?'

'জেগেছে। কী হয়েছে জানতে বাঙ্কহাউস ছেড়ে বাইরেও এসেছিল দুয়েকজন। বলেছি আস্তাবলের বাইরে ঘুরঘুর করছিল একটা শিয়াল, গুলি করে তাড়িয়েছি ওটাকে। আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি ওরা, গিয়ে শুয়ে পড়েছে আবার। তবে...' কিছুক্ষণ ইতস্তত করল বব, 'কাজটা ভালো হলো না। পিককে এভাবে...

boighar.com

হাজার হোক আমাদের জন্য, মানে তোমার জন্য খুব খেটেছিল বেচারা।'

ওর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল কার্নেগি। 'ভূতের মুখে রাম নাম মানায় না, বব। এর আগেও ঠাণ্ডা মাথায় অনেক খুন করেছ তুমি। পিক তোমার এমন কী উপকার করেছিল যে ওর জন্য এত দরদ দেখাচ্ছ?'

'আসলে...'

হাত তুলে ববকে থামিয়ে দিল কার্নেগি। 'পিক বেঁচে থাকলে কাল সকালে প্রথমে কী করত জানো?'

'কী?'

'বারোটা সেলুন আছে কারসনে, যে-কোনও একটাতে গিয়ে ঢুকত। তিনটা ক্লেইমের মালিক হবার আনন্দে ব্রেকফাস্টের বদলে গলা পর্যন্ত মদ গিলত। তারপর লাগাম ছেড়ে দিত মুখের। দুপুর নাগাদ কারসনের কারও জানতে বাকি থাকত না জনসনকে কারা, কেন খুন করেছে।'

চুপ করে থাকল বব।

'কোন্‌টা বুদ্ধিমানের কাজ বলো তো– বিপদে পড়ে বিপদ মোকাবেলা করা, নাকি বিপদ যেন না ঘটে সে-ব্যবস্থা নেয়া?'

'আসলে...' আবারও ইতস্তত করল বব, অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার এই একটা ব্যাপার খুব ভয় পাই আমি। কাজের সময় ভিখিরিও তোমার কাছে কাজি। আর কাজ ফুরালে...' কথাটা বলা উচিত হবে কি না একবার ভাবল সে। তারপর বলেই ফেলল, 'সিগারটা শেষ হলে যেমন ছুঁড়ে ফেলে দেবে, কাজ শেষ হলে তোমার কর্মচারীদেরকেও তেমন ছুঁড়ে ফেলে দাও তুমি। হয়তো কোনওদিন আমাকেও...'

'পাগল হয়ে গেছ,' হাসল কার্নেগি। 'পিক তোমাকে কী যাদু করেছিল ঈশ্বরই জানে– ওকে খুন করে মাথাটা গেছে তোমার। ইউনিয়নের শুরু থেকে আমার সঙ্গে আছো, কখনও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি বলেও তো মনে পড়ে না! শোনো, আমি দুধের বাচ্চা না– ভেবেছ তোমার ধানাইপানাই শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারবো না? সোজাসুজি বলো অন্য জায়গায় চাকরি পেয়েছ, এখানে আর মন টিকছে না, চলে যেতে চাও।'

গম্ভীর হয়ে গেল বব। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কার্নেগির দিকে।

ব্যঙ্গের হাসি হাসল কার্নেগি। 'ওভাবে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ হবে না। আমাকে ভয় দেখানো এত সহজ না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বব। 'ভয় দেখাচ্ছি না। আমি... চাই না আমাকে কখনও অবিশ্বাস করো তুমি।'

'তোমাকে অবিশ্বাস করার মতো কিছু ঘটেছে নাকি?'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত কার্নেগির দিকে তাকিয়ে থাকল বব। কার্নেগির প্রশান্ত মুখে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ নেই, সরল দু'চোখে নেই কূটবুদ্ধির ছায়া। তাই বিভ্রান্ত হয়ে গেল বব, জবাব দিল না কার্নেগির প্রশ্নটার।

'ফালতু কথা বাদ দিয়ে কাজের কথায় আসা যাক।' রোল্যান্ডের লোকেশন

পেপারগুলো টেবিল থেকে তুলে ববের দিকে বাড়িয়ে ধরল কার্নেগি। 'নাও। এগুলো দেবে ওয়েস্টকে। জায়গাটা কোথায় শুনেছ পিকের মুখে, ওয়েস্টকে বলবে লোকজন নিয়ে সেখানে যেতে, ঘাঁটি গাড়তে। মালপত্র যা লাগে সব কিনে নিয়ে একদিনের মধ্যে যেন কাজ শুরু করে দেয় সে। যত টাকা লাগে দিতে রাজি আছি আমি, কিন্তু কিছুতেই যেন ফাঁস না-হয় এ-সবের সঙ্গে আমি জড়িত। লেকউডের ব্যাঙ্কে ওয়েস্টের নামে টাকা জমা হতে থাকবে, সেখান থেকে প্রয়োজনমতো তুলে নিয়ে খরচ করবে সে। ঠিকমতো হিসাব রাখতে বলবে ওকে। পনেরো দিন পরপর সব খাতাপত্র পরীক্ষা করবো আমি। গরমিল পেলে ওয়েস্টকে এত সীসা খাওয়াবো যে হজম করতে না পেরে মাটির সাড়ে তিন হাত নীচে চলে যাবে।'

গম্ভীর মুখে লোকেশন পেপারগুলো নিল বব। ঘুরে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে, পিছু ডাকল কার্নেগি, 'আরেকটা কথা... রোল্যান্ডের ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ?'

ঘুরে কার্নেগির দিকে তাকাল বব। 'কোন্ ব্যাপারটা?'

'পিক আর ইভানকে পাঠিয়েছিলাম রোল্যান্ডকে ফলো করার জন্য। পিক ফিরে এসে বলল গুলি খেয়ে মরেছে রোল্যান্ড, পাঁচশো ফুট উঁচু পাহাড় থেকে ওর লাশ পড়েছে নীচে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গুলিটা করল কে?'

'কেন, ইভান! পিক তো বলেছে যে নীচে দাঁড়িয়ে ছিল সে, আর ইভান পাহাড়ে চড়েছিল রোল্যান্ডকে খতম করতে।'

'কিন্তু পিক ফিরে এল, অথচ ইভানের কোনও খবর নেই কেন?'

'হয়তো...' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বব, 'ইভান আর রোল্যান্ড একই সঙ্গে গুলি করেছিল একজন আরেকজনকে। তখন পাহাড়ের কিনারায় ছিল রোল্যান্ড, তাই বুলেটের ধাক্কা সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে গেছে। ইভান এখনও মরে পড়ে আছে পাহাড়ের উপর।'

'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা ঘাপলা আছে। ইভানের ফিরে না আসাটা সহজভাবে নিয়ে ফেলেছি আমরা।'

বিরক্তিতে ঠোঁট বাঁকাল বব। 'খামোকা মাথা গরম করছ তুমি। কথা ছিল রোল্যান্ডকে খুন করতে পারলে পাঁচশো ডলার করে দেবে পিক আর ইভানকে। রোল্যান্ড ঠিকই মরেছে, অথচ ইভান ফেরেনি, লাভের উপর লাভ হলো তোমার– পাঁচশো ডলার বেঁচে গেল। তোমার তো উচিত ইভান কেন ফিরল না সেটা না ভেবে ইভান যেন আর কোনওদিনই ফিরতে না পারে সেটা নিয়ে ভাবা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গেল কার্নেগি, পর্দা সরিয়ে পাল্লা দুটো খুলে দিল। শেষ হয়ে আসা সিগারটা ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। পকেট থেকে বের করে আরেকটা সিগার ধরাল। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। একসময় বলল, 'ঠিক আছে, বব, যাও এখন। ওয়েস্টের ব্যাপারে যা বলেছি মনে থাকে যেন।'

চলে গেল বব। অফিসরুমে একা দাঁড়িয়ে থেকে আরও কিছুক্ষণ সিগার টানল কার্নেগি। তারপর ল্যাম্প নিভিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ভাবতে লাগল পুরো

boighar.com

ব্যাপারটা নিয়ে।

একটা গুজব শোনা যাচ্ছিল কারসনের বাতাসে। থিওডর রোল্যান্ডের কপাল নাকি খুলে গেছে এতদিনে– সোনার একটা খনি আবিষ্কার করে ফেলেছে বুড়ো। নিজের নামে ক্লেইম করলেই আর দেখতে হবে না, টাকার বিছানায় ঘুমাতে পারবে বাপ-ব্যাটা। আর সবার মতো কার্নেগির কানেও একদিন সুড়সুড়ি দিয়ে গেল গুজবটা। প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিলেও দিন যত যেতে লাগল তত অস্থির হয়ে উঠল সে। খনির ব্যাপারটা সত্যি কি না জানার জন্য আকুল হয়ে উঠল তার মন। রোল্যান্ডের পিছনে লাগাল পিক আর ইভানকে। লাশ পাওয়া গেল রোল্যান্ডের, পাওয়া গেল লোকেশন পেপারগুলোও। তারপর এমন এক অ্যাসে রিপোর্ট লিখল ম্যাথিউজ, যেটা পড়লে সাধু-দরবেশদেরও ইচ্ছা করবে সাধনা বাদ দিয়ে রোল্যান্ডের... না, কার্নেগির ক্লেইমে গিয়ে বসে থাকতে।

হাতে গোনা কয়েকজন জানত কার্নেগির কূটচাল। জনসন আঁচ করতে পেরেছিল কিছুটা, সে এখন কবরে। অংশীদারিত্বের আনন্দে আগামীকাল সকালেই বগল বাজাত পিক, খুন করা হয়েছে ওকেও। বাকি আছে বব আর ওয়েস্ট। চিন্তার কিছু নেই– পথের কাঁটা কীভাবে সরাতে হয় ভালোমতোই জানে কার্নেগি।

পরদিন সকালে কারসন সিটিতে গেল সে। কয়েকটা স্টোরে ঢুকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অর্ডার দিল। নির্বাচনের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলল স্টোরকিপারদের সঙ্গে। দরদ দেখাল ফিল আর কেস্টার দু'জনের জন্যই, কারও বিপক্ষে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না।

কার্টলির স্টোরে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় দেখা হয়ে গেল ক্যাথির সঙ্গে। উল্টোদিকের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, যা কিনেছে সেগুলোর দাম দিচ্ছে। ওর দিকে এগিয়ে গেল কার্নেগি, কাছে গিয়ে নরম গলায় ডাকল ক্যাথিকে।

ঘুরে তাকাল মেয়েটা। হাত বাড়িয়ে দিল কার্নেগি। হ্যান্ডশেক করার সময় নিপুণ অভিনয়ের ঘোমটায় চোখ-মুখের ধূর্ততা ঢেকে ভোঁতা গলায় বলল, 'ফিলের ব্যাপারে শুনলাম সব। কী খারাপ যে লাগছে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না, ক্যাথি। আমার মনে হয় কোনও দোষ নেই ফিলের। কেউ ফাঁসিয়ে দিয়েছে ওকে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথি।

'ফিলের মতো ভালো ছেলে আমাদের কারসনে তো দূরের কথা, এ-কাউন্টিতেও নেই। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কোনও শত্রু আছে ওর।'

'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। কে লাগল ওর পেছনে, কেনই বা ক্ষতি করতে চাইছে ওর, কিচ্ছু ঢুকছে না মাথায়। তবে...'

'থামলে কেন? নিশ্চিন্তে বলতে পারো আমাকে। হয়তো কোনও উপকারে আসতে পারি ফিলের।'

'ব্যাঙ্কের বাইরের গলিতে ফিলের পিস্তল পেয়েছে শেরিফ কেস্টার। কিন্তু ফিল বারবার বলেছে পিস্তলটা চিলেকুঠুরিতেই... মানে ঘরেই রেখেছিল সে।

ওখান থেকে কীভাবে উধাও হলো পিস্তলটা, রাস্তার উপরেই বা পড়ে থাকল কেন, কিছুই জানে না সে।'

'চিলেকুঠুরি!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল ডেল কার্নেগি। 'পিস্তলটা চিলেকুঠুরিতে রেখেছিল ফিল! বুঝলাম না।'

বলবে কি না ভাবল ক্যাথি একমুহূর্ত। তারপর কার্নেগির সরল দু'চোখের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। 'আমার হোটেলের চিলেকুঠুরিতে থাকত ফিলরা। আমিই ওকে বলেছিলাম ওর কেবিন ছেড়ে ওখানে থাকতে। ভেবেছিলাম আউট-লদের বিরুদ্ধে লেগেছে, বিপদ হতে পারে ওর।'

হাসল কার্নেগি। কোমল দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাথির দিকে।

'তবুও শেষ রক্ষা হলো না,' বলে চলল মেয়েটা। 'বিপদে পড়লই ফিল। শহর ছাড়তে হলো ওকে। জানি না ভবঘুরের মতো কোথায় দিন কাটাচ্ছে এখন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কার্নেগি বলল, 'তার মানে কেস্টারই আসলে ফাঁসিয়েছে ফিলকে?'

'জানি না।' কেঁদে ফেলল ক্যাথি হঠাৎ করে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি শুধু জানি ফিল ডাকাতি করেনি। করতে পারে না।'

চোয়াল শক্ত করল কার্নেগি। 'কেস্টারের অফিসে যাচ্ছি এখনই। ফিলের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো ওর সঙ্গে। ক্যাথি, এখানেই অপেক্ষা করো কিছুক্ষণ। কেস্টারের সঙ্গে কথা শেষ করে ফিরে আসবো আমি। কী বলল বুড়ো গাধাটা জানাবো তোমাকে।'

অফিসেই ছিল কেস্টার। ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকল কার্নেগি। অফিসরুমটা কাঁপিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর কেস্টারের দিকে তাকিয়ে হাসল দাঁত বের করে।

'বসো, বসো,' হাসল কেস্টারও। 'এই সাত-সকালে গরিবের ঘরে হাতির পা পড়ার কারণ?'

পাশের ঘরটার দিকে ইঙ্গিত করল কার্নেগি। 'কেউ আছে নাকি?'

'কে থাকবে? কারসনের শেরিফের অফিস মানে ভাগাড়, জানো না?... গোপন কিছু বলবে মনে হয়?'

মাথা ঝাঁকাল কার্নেগি 'খেল যা দেখালে একখানা! লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে ফিল!... বারগুলো কোথায় রেখেছ?'

ইঙ্গিতে অফিসরুমের একমাত্র ক্লসিটটা দেখাল কেস্টার।

পকেট থেকে সিগার বের করে ধরাল কার্নেগি। 'পালানোর সময় তোমাকে হুমকি দেয়নি ফিল?'

'দেয়নি আবার? বলেছে ওর হাতেই নাকি মরণ লেখা আছে আমার!'

হাসল কার্নেগি। 'তোমার হাত দেখে বলেছে, নাকি না দেখে বলেছে?'

কথাটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লাগল কেস্টারের। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। কিছুক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল, 'তবে ফিলের কথা শুনে মনে হলো না

boighar.com

বুঝতে পেরেছে এসবের সঙ্গে আমি জড়িত। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নয়-ছয় করেছি অনুমান করতে পারা পর্যন্তই ওর দৌড় শেষ।' সরু চোখে কার্নেগির দিকে তাকাল সে। 'আমি পুরনো পাপী। আমার নাগাল পাওয়া এত সহজ না।'

'নাগাল না পেলে তোমার-আমার দু'জনের জন্যই ভালো।... শোনো, কার্টলির স্টোরে কথা বলছিলাম ক্যাথির সঙ্গে। ব্যাঙ্কডাকাতির প্রসঙ্গ তুললাম। মেয়েটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ফিলকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে কেউ। করুক, কারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে আমাদের কিছু যায়-আসে না। একটু ভান করলাম মেয়েটার সঙ্গে, তোমার বিরুদ্ধে ওলট-পালট বললাম।'

'বলো কী?' মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে কেস্টারের।

'আরে ঘাবড়িয়ো না। ওসব কথার কথা। যা-হোক, ব্যাঙ্কডাকাতির ব্যাপারে একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। বুদ্ধিটা কাজে লাগলে কেউ ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারবে না এসবের পেছনে কারা আছে।'

নড়েচড়ে বসল কেস্টার।

বলে চলল কার্নেগি, 'ফিল, জোসেফ বা জ্যাককে ধরার ব্যাপারে ঢিলামি দেখাবে তুমি। মনে রেখো, ঢিলামিটা কিন্তু দেখাতে হবে– লোকের চোখে যাতে সেটা ধরা পড়ে। সবাই বলাবলি করবে, ইচ্ছা করে ফিলকে ধরছ না তুমি। মানে ওর জন্য তোমার মনে দরদ আছে।'

'বুঝলাম।' সরু চোখে কার্নেগির দিকে তাকাল কেস্টার। 'ফিলের জন্য তুমিও কিছু করবে মনে হয়?'

হাসল কার্নেগি। 'ঠিক ধরেছো। আমি পুরস্কার ঘোষণা করবো।'

'পুরস্কার ঘোষণা করবে! ফিলকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য?'

'না। আসল ব্যাঙ্কডাকাতকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য।'

'আসল ব্যাঙ্কডাকাত? কিন্তু...'

'চিন্তার কিছু নেই। লোকে কল্পনাও করতে পারবে না ডাকাতিটা আসলে কে করেছে, সুতরাং আসল ডাকাতকে ধরতে পারবে না কেউ। ফিলকে বাঁচাতে নিজের পকেটের টাকা খরচ করছি– সবাই ভাববে আমি দুধে-ধোয়া তুলসিপাতা, লোকের চোখে আমার সম্মান আরও বাড়বে।'

'কিন্তু ফিলকে এভাবে ছেড়ে দেবো আমরা?'

'কে বলল ছেড়ে দেবো? সবাইকে দেখাবো একরকম, ভেতরে ভেতরে করবো আরেকরকম। অপেক্ষা করো, ধীরে ধীরে জানতে পারবে সব।'

চেয়ারে হেলান দিল কেস্টার। 'কিন্তু ফিল ফেঁসে যাবার পর থেকে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে অনেকে। সামনাসামনি কিছু বলেনি কেউ, কিন্তু ওদের ভাবভঙ্গি সুবিধার ঠেকছে না আমার।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কার্নেগি। 'আর কবে যে তোমার মাথায় চিকন-বুদ্ধি গজাবে, বুঝি না। দুয়েকজন তোমার বিরুদ্ধে গলা ফাটালে তো তোমারই লাভ। প্রমাণ হবে ন্যায়ের পক্ষে আছো তুমি– আইন যে ভাঙে, সে যে-ই হোক না কেন, ছাড় দাও না। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কেস্টার।

'পুরস্কার ঘোষণা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। আরও কিছু চাল চালতে হবে।'

'যেমন?'

'জ্যাকের গুলি খেয়ে আহত হয়েছিল জন কিলেন। এতদিনে সেরে গেছে। কাজে লাগাতে হবে ওকে।'

'কাজটা কী?'

'আমার রেঞ্জের একশোর মতো গরু চুরি করাবো ওকে দিয়ে। কিলেন পাকা লোক, এমনভাবে চুরি করবে, যাতে আলামত দেখে মনে হয় কাঁচাহাতের কাজ। সবাই সন্দেহ করবে, একদল ভবঘুরে কাজটা করেছে।' হাসল কার্নেগি। 'ফিলরা পালিয়েছে, কিন্তু তোমার-আমার মতো অনেকেই মনে করে বেশি দূরে যায়নি ওরা। সুতরাং দুয়ে-দুয়ে যোগ করে শহরবাসী বুঝে নেবে গরুচুরির কাজটা কাদের। গরু চুরি করবে কিলেন, কিন্তু বেচবে না, লুকিয়ে রাখবে সুবিধাজনক জায়গায়। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে ওগুলো ফিরিয়ে আনবো আমি। মানেটা বুঝতে পারছো? খারাপ কাজ করবো আমি, বদনাম হবে আরেকজনের, তার ক'দিন পর সুনাম হবে আমার।'

'তুমি শয়তানের বাবা,' না বলে পারল না কেস্টার।

উপমাটা পছন্দ হলো না কার্নেগির। চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল ওর। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল, 'আপাতত আমি চাই শহরবাসী জানুক ফিলের জন্য দুঃখে বুকটা ফেটে যাচ্ছে আমার।'

'তোমার বুক ফাটুক বা জোড়া লাগুক, গুলি করে ফিলের বুকটা কবে ফুটো করবে বলো। হারামিটাকে একটা শিক্ষা না দিলে তো আমার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না।'

'সমস্যাটা কী জানো? ফিলের কপাল ভালো। ওকে অ্যামবুশ করার জন্য পাঠালাম ববকে। মারতে পারল না বব। ফিলরা তিনজন ক্যাথির হোটেলের চিলেকুঠুরিতে আছে খবর পেয়ে ট্র্যাপডোরে কায়দা করে বসালাম শটগান, কিন্তু কচুটাও হলো না।... কে জানে ঈশ্বরের কোন্ উপকারটা করেছে ফিল যে, ঈশ্বর ওর কপালে মরণ লেখেনি!'

ভ্রূ কুঁচকাল কেস্টার। 'তুমিই যদি এত হতাশ হয়ে পড়ো, তা হলে ফিলকে খতম করবে কে?'

লম্বা করে দম নিল কার্নেগি। 'না, হতাশ হচ্ছি না। এখন যে-নাকানিচুবানিটা খাচ্ছে ফিল সেটাই বা কম কী? ওকে খুন না করতে পারি, শহর থেকে তো তাড়িয়েছি! এখন এমন এক জায়গায় আছে সে, যেখানে থেকে আমাদের কারও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কয়েকটা দিন যাক, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবি আমি, ঠিকই খুন করতে পারবো ওকে।... কাউন্টির রাজা হতে হবে আমাকে, সুতরাং আমার পথে যতগুলো কাঁটা আছে সরাতে হবে একটা একটা করে।' উঠে দাঁড়াল সে।

boighar.com

কেস্টার তাড়াতাড়ি বলল, 'আজ রাতে বারগুলো দিয়ে আসবো তোমার ওখানে।... ভালোকথা, আজ সকাল হতে-না-হতেই এড উইলিয়ামস হাজির হয়েছিল এখানে। এখনও পাসি বের না করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছি কেন জিজ্ঞেস করল বারবার। তুমি কী বলো? পাসি বের করবো?'

'করতে পারো।... আচ্ছা, ইসাবেলার মালিক কি বারগুলোর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে?'

'করেছে। দু'হাজার ডলার।'

কৌতুক খেলে গেল কার্নেগির দু'চোখে। তবে আর কিছু বলল না সে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। রাস্তা পার হয়ে ঢুকল কার্টলির স্টোরে।

ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথি, কার্টলির সঙ্গে কথা বলছে। কার্নেগিকে দেখামাত্র এগিয়ে এল ওরা দু'জন।

'বুঝলে,' ক্যাথিকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল কার্নেগি। 'কেস্টারের ঘাড়টা বাঁকা। এত বোঝালাম ফিল ডাকাতি করতে পারে না, ও আর যা-ই হোক ডাকাত না, কিন্তু হারামি বুড়ো কিছুতেই শুনবে না। ওর এক কথা– আইন যে ভেঙেছে সে যে-ই হোক, ধরতে তাকে হবেই। ফিলকে বাঁচাতে শেষে আমাকেই একটা পুরস্কার ঘোষণা করতে হলো।'

'পুরস্কার!' আশ্চর্য হলো কার্টলি। 'কীসের পুরস্কার?'

'যে আসল ব্যাঙ্কডাকাতদের ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে একহাজার ডলার দেবো আমি।'

'আসল ব্যাঙ্কডাকাত মানে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথি।

'আসল ব্যাঙ্কডাকাত মানে ফিল, জোসেফ আর জ্যাক বাদে যে বা যারা ডাকাতিটা করেছে।'

'কেউ যদি ফিলদের কাউকে ধরিয়ে দেয় তা হলে কী পাবে?' জিজ্ঞেস করল কার্টলি।

'একটা পয়সাও না। কারণ আমার বিশ্বাস এদের তিনজনের কেউই ডাকাতির সঙ্গে জড়িত না।'

'তুমি... তুমি আসলে,' খুশিতে ভাষা হারিয়ে ফেলছে ক্যাথি, 'মানুষ না, ফেরেশতা।'

'বাড়িয়ে বলছো।' একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে নিজের চোখমুখ আড়াল করল কার্নেগি। 'ফিলকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব।'

'তোমার কথা শুনে কেস্টার কী বলল?' জিজ্ঞেস করল কার্টলি।

'বলল ওর হাতে প্রমাণ আছে, কাজেই সে নিরুপায়। কথাটা কিন্তু ভুল না। আউট-লদের ধরাই ওর কাজ, কাজটা না করলে খারাপ দেখায়।'

'এতদিন তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে,' ক্যাথির দু'চোখে আগুন। 'আর এখন মিথ্যা অভিযোগে লেগেছে ফিলের পেছনে?'

'মানুষ বদলায়, ক্যাথি,' আবারও ধোঁয়া ছাড়ল কার্নেগি। 'ফিলের ব্যাপারটাই ভেবে দেখো না। আজকের ফিল আর একমাস আগের ফিলের মধ্যে কোনও মিল

আছে? যা-হোক, কেস্টার অবশ্য স্বীকার করেছে ডাকাতরা পালিয়ে যাবার সময় ফিলের পিস্তল আর জোসেফের স্পার ফেলে গিয়ে থাকতে পারে। বুড়ো মুখে যতই ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ করুক, মনে মনে ঠিকই ভালোবাসে ফিলকে। নইলে কি...'

'নইলে?' ক্যাথির কণ্ঠে আগ্রহ।

'নইলে কি এত সহজে পালিয়ে যেতে পারত ফিলরা?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না ক্যাথি বা কার্টলি।

'কাজ পড়ে আছে, কাজেই যেতে হচ্ছে আমাকে। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না, ক্যাথি। আমি থাকতে কারও বাবারও সাধ্য নেই হাত দেয় ফিলের গায়ে,' হ্যাট খুলে ক্যাথিকে সম্মান দেখিয়ে চলে গেল কার্নেগি।

জানালা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যাথি আর কার্টলি। স্টোরের পরের গলিটায় ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল কার্নেগির ঘোড়া।

ক্যাথির কাঁধে আলতো করে হাত রাখল কার্টলি। 'ঠিকই বলেছ তুমি। কার্নেগি মানুষ না, ফেরেশতা।'

তেরো

পাহাড়টা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে হাতের বামে। সেটার পাদদেশে বড় একটা গর্ত, পাথর ধসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে অনেক বছর আগে। পাহাড়ের মাথায় জমা শীতের তুষার গ্রীষ্মের গরমে গলে ঢাল বেয়ে জমা হয়েছে এই গর্তে। পরিষ্কার পানির ছোট্ট এক টলটলে পুকুর যেন গর্তটা।

ফিলরা ক্যাম্প করেছে এই "পুকুরের" পাশে। জায়গাটা ঊষর আর মরুময়– ঝোপঝাড় দূরের কথা, ঘাস খুঁজে পেতেও কষ্ট হয় চোখের। এখানে আসার ট্রেইলটা সর্পিল, আগ্নেয় পাথরে ভরা। এক দিকে বাধা হয়ে আছে প্রশস্ত একটা গিরিখাত, আরেক দিকে দেয়াল তুলেছে সঙ্কীর্ণ একটা উপত্যকা। কেউ যদি ভাবে পাহাড়ের পাদদেশ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হবে এখানে, ভুল করবে। সেখানে পাথর-খণ্ডগুলো সুঁচালো, ধারালো আর অদ্ভুত আঠালো– ক্ষুরের ফাঁকফোকরে ঢুকে খোঁড়া বানিয়ে দেবে ঘোড়াকে।

পাথরকণা আর আলগা বালি সাফ করে ক্যাম্প বানাতেই লাগল একটা দিন। বেশ কিছু ঘাস আছে এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করল জোসেফ আধমাইল দূরে। ঘোড়াগুলোকে সেখানে নিয়ে গেল সে। তুষারগলা পানি পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে ক্ষীণধারায় পড়েছে নীচের পাথুরে মাটিতে, জায়গাটা ক্ষয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছে প্রাকৃতিক চৌবাচ্চায়– পিপাসা মেটাতে অসুবিধা হবে না ঘোড়াগুলোর।

সারাটা দুপুর দরাজ হাতে পুরো উপত্যকায় আগুন বিলিয়েছে সূর্য। এখন বোধহয় শূন্য হয়েছে ভাণ্ডার, মাঝবিকেলটা তাই কেমন অলস আর একঘেয়ে বলে

boighar.com

মনে হচ্ছে ওদের তিনজনের কাছে। পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক একটা ফাটল; ফুট দশেকের মতো চওড়া আর প্রায় একইরকম গভীর– পনিরের গায়ে অসাবধানে চালানো ছুরির ক্ষতের মতো দেখতে অনেকটা, রোদ থেকে বাঁচতে ক্যাম্প ছেড়ে এর ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে ফিলরা।

বাইরে সূর্যতাপের ঝিলিমিলি। বাতাসে কেমন নোনা গন্ধ। মাথার হাজার ফুট উপরে পাহাড়ের কোনও খাঁজে বানানো ঈগলের বাসায় ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। হাতে ধরা রাইফেলের নলে গ্রীষ্মের গরমের অনুভব। সতর্ক তিনজোড়া চোখে বিশ্বাসঘাতক ঘুমের লুকোচুরি খেলা।

নড়েচড়ে বসল ফিল। চোখ বড় বড় করে তাকাল। পকেট হাতড়ে বের করল পাইপ আর ম্যাচবাক্স। ধোঁয়া ছেড়ে ধোঁয়ার খিদে জাগাল জ্যাক আর জোসেফের মনে। যার যার পকেটে হাত দিল ওরাও।

সিগারেট ধরিয়ে জোসেফ বলল, 'এভাবে লুকিয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। কিছু একটা করা দরকার।'

'কী করবে?' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উদাসী গলায় বলল জ্যাক। 'কেস্টারকে মারবে? নির্বাচনে কারচুপি করেছে সে-প্রমাণ আছে তোমার কাছে? নাকি যে বা যারা আমাদেরকে ব্যাঙ্কডাকাত বানিয়েছে, তাদেরকে খুন করবে? কাজটা কাদের, জানো?'

'চোরের উপর বাটপারি করবো,' জোসেফের হয়ে উত্তর দিল ফিল।

'ম্যানে?' ভ্রূ কুঁচকাল জ্যাক।

'নির্বাচনের আগে ভোট চাওয়ার জন্য কাউন্টির সবগুলো রানশে গিয়েছিলাম আমি। তখন মালিকদের সঙ্গে কথা হয় আমার। ওদেরকে বলেছিলাম রাসলিং-এর সঙ্গে যে বা যারা জড়িত তাদের নামের লিস্ট বানিয়ে আমার কাছে পাঠাতে। মোট আটটা লিস্ট পাই আমি। সবগুলো লিস্টে একজনের নাম সবার প্রথমে ছিল। নামটা কার অনুমান করতে পারো?'

'আমার ছাড়া আর কার?' গোমড়া মুখে বলল জোসেফ।

'না,' ধোঁয়া ছাড়ল ফিল। 'ডেল কার্নেগি।'

'বলো কী!' হাঁ হয়ে গেল জোসেফ। আরেকটু হলে ওর মুখ থেকে খসে পড়ত সিগারেট।

একদৃষ্টিতে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে ছিল ফিল। কার্নেগির নাম শুনে ওর কী প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ করছিল। ভাবান্তর হয়নি জ্যাকের, আগের মতোই নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে।

ফিল বলল, 'জ্যাক, তোমার এককালের ওস্তাদকে রাসলার বলে লোকে, কিন্তু শুনে একটুও অবাক হও না তুমি– ব্যাপার কী?'

'আমি... আমি আসলে জানি না।'

'জানো না মানে!' আরেকদফা আশ্চর্য হলো জোসেফ। 'এতদিন ধরে কাজ করছ কার্নেগির হয়ে, অথচ ওর কুকাজের কথা কিছুই শোনোনি?'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তা-ই না?' ক্লান্ত গলায় বলল জ্যাক। 'আমাদের

ইউনিয়নের বাঙ্কহাউসে প্রায়ই ফিসফিস হতো ওকে নিয়ে। কিন্তু ওই পর্যন্তই, কোনওদিন কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি কোথায় কী করেছে কার্নেগি। খারাপ লোকরা ভালোমানুষের ভালোমানুষি সহ্য করতে পারে না ভেবে আমিও আর আগ্রহ দেখাইনি কখনও। মনে হয় ভুল করেছি। জানা উচিত ছিল কার্নেগির সরল দু'চোখের পেছনের মগজটা কত কুটিল।... তবে, লিস্টের ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে।'

'কেন?'

'এত বছর কাজ করলাম ইউনিয়নে, কিন্তু রাতের বেলা একজন কাউহ্যান্ডকেও বাঙ্কহাউস ছেড়ে বাইরে যেতে দেখিনি কখনও। তা হলে রাসলিং করত কে? কার্নেগি যতই ধুরন্ধর হোক, দশ-বিশটা গরু একা চুরি করতে পারবে না। কেউই পারবে না। আরও একটা ব্যাপার– ইউনিয়নের পাণ্ডাররা কিন্তু সব আনাড়ি। যে যত দিনই কাজ করুক না কেন, বাজি ধরে বলতে পারি, এখনও হাত পাকেনি কারও। জেনে বুঝে ওদেরকে চাকরি দিয়েছিল কার্নেগি, কাজ ভালো পারে না জেনেও তাড়িয়ে দেয়নি। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হয় না?'

জবাব দিল না কেউ। ফিল বলল, 'তা হলে আটটা লিস্টের সবগুলোতেই কার্নেগির নাম প্রথমে এল কী করে? ওর বিরুদ্ধে একজোট হলে রানশারদের কী লাভ?'

'জানি না।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জ্যাক। 'হয়তো রানশাররা আমার মতোই টের পেয়েছিল কিছু একটা করছে কার্নেগি। কিন্তু সেটা কী পরিষ্কার বুঝতে পারেনি।... ইসাবেলা মাইনের সোনার কথা মনে আছে? দুটো লাশ আর সোনার বারগুলো নিয়ে ফিরে এলাম, কিন্তু প্রমাণ করতে পারলাম না ডাকাতিটার সঙ্গে কার্নেগি জড়িত। রানশারদের ব্যাপারটাও হয়তো একইরকম।'

ফিল বলল, 'কার্নেগি হয়তো নিজে রাসলিং করে না, কাউকে দিয়ে করায়।'

'বলতে চাচ্ছ কিলেনকে দিয়ে করায়?' জানতে চাইল জোসেফ।

'হতে পারে। আচ্ছা জোসেফ, তুমি কখনও কার্নেগি বা কিলেনের হয়ে কাজ করেছ?'

'না। আমি আসলে সুযোগ বুঝে কাজ করতাম, সপ্তাহ দু'সপ্তাহ পরপর এর রানশ থেকে একটা ওর রানশ থেকে দু'টো গরু নিয়ে পালাতাম। মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে কাজ করত দুয়েকজন ভবঘুরে মাতাল।'

'কিলেনের সঙ্গে কার্নেগির যোগাযোগ আছে– এরকম শুনেছিলে কখনও?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জোসেফ।

'আমার মনে হয় আছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফিল। 'না থাকলে লিস্টগুলোয় প্রথমে কিলেনের নাম থাকত, কার্নেগির না।'

জোসেফ বলল, 'এক কাজ করলেই তো হয়। যে আটজন রানশার তোমাকে লিস্ট পাঠিয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো নাটের গুরু কে– কার্নেগি, নাকি কিলেন। তা হলে এত মাথা না ঘামিয়ে সহজেই জানতে পারবে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর।'

boighar.com

'যারা লিস্ট পাঠিয়েছে তারা নিজেদের নামটা পর্যন্ত সই করেনি। কেন জানো? ভয়ে। লিস্ট পাঠানো পর্যন্তই ওদের দৌড় শেষ, আমাকে দেখলে একটা কথাও বলবে না। আর এখন তো... ইসাবেলা মাইনের মালিক আর কেস্টার মিলে আমাদের তিনজনের মাথার দাম কত ঘোষণা করেছে কে জানে!'

কিছু বলল না জোসেফ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল জ্যাক।

'আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে সবকিছুর মূলে কার্নেগি,' বলে চলল ফিল। 'কিলেনের স্প্রেডে যেতে হবে প্রথমে। নজর রাখবো ওর ওপর। সে কার কার সঙ্গে দেখা করতে যায়, ওর সঙ্গে কারা দেখা করতে আসে, কখন কোন্ কাজটা করে সে– সব জানতে হবে।'

'এমনও তো হতে পারে কিলেনের সঙ্গে সরাসরি কোনও যোগাযোগ নেই কার্নেগির,' বলল জ্যাক। 'কী করতে হবে ঠিক করে কার্নেগি, কিন্তু অন্য কেউ সেটা জানিয়ে দেয় কিলেনকে।'

'হতে পারে, তবে সেটা জানার জন্যও ওয়াকিং এমের ওপর নজর রাখতে হবে আমাদেরকে।' পশ্চিমাকাশে ঢলতে শুরু করেছে সূর্য, সেদিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল ফিল। 'আমাকে কারসনের দিকে যেতে হবে।'

উঠে দাঁড়াল জ্যাক আর জোসেফও। জোসেফ জিজ্ঞেস করল, 'আবার ওদিকে যাবে কেন?'

'ক্যাথির সঙ্গে দেখা করতে। কাল রাতে বলে রেখেছিলাম ম্যাথিউজকে। ইসাবেলা মাইনের পেছনের রাস্তায় সন্ধ্যার সময় আসবে ক্যাথি। আমরা যদি এখন রওনা হই, তা হলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না ক্যাথির।'

অনুচ্চ একটা টিলার পাদদেশে বহুকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা-চওড়া একটা সিডার গাছ। সেটা ছাড়িয়ে পিছনে তাকালে চোখে পড়ে কারসন সিটির টিমটিমে আলো।

ওরা তিনজন তিনদিক থেকে এসে পৌঁছাল টিলাটার পাদদেশে। স্যাডলবুট থেকে রাইফেল টেনে বের করল তিনজনই। সিডার গাছটার দিকে তাকাল ফিল।

কুচকুচে কালো একটা মাদি ঘোড়া বাঁধা সিডার গাছটার সঙ্গে। আশপাশে আর কোনও আড়াল নেই, অন্য কোনও ঘোড়াও নেই– ধরে নেওয়া যায় আগন্তুকের সংখ্যা মাত্র এক।

গাছের আড়াল থেকে শোনা গেল ক্যাথির আনন্দিত মিষ্টি কণ্ঠ, 'ফিল!'

দু'সঙ্গীকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল ফিল। ঘোড়া থেকে নামল সে। ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। শঙ্কিত গলায় বলল, 'তোমাকে ধরার জন্য পাসি বের করছে কেস্টার। পালাও, ফিল, যত দূরে সম্ভব।'

ফ্যাকাসে হাসি হাসল ফিল। 'এসময় এখানে এলে– কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি?'

'কেউ দেখেইনি আমাকে।' ফিলকে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা দূরে সরে গেল

ক্যাথি।

'কেস্টারের তো পাসি বের করার কথা না। ওকে উস্কিয়েছে কে?'

'এড উইলিয়ামস। সোনার বারগুলোর জন্য পাগল হয়ে গেছে বেচারা। জ্যাক বারগুলো কারসনে নিয়ে যাবার পর মালিকের সঙ্গে কথা না বলে নিজের বুদ্ধিতে ব্যাঙ্কে রেখেছিল এড, এজন্য মালিক ওকেই দোষ দিচ্ছে এখন।'

গম্ভীর হলো ফিলের চেহারা। 'আর এড কাকে দোষ দিচ্ছে? আমাকে?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাথি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফিল। তারপর বলল, 'আর কোনও খবর আছে?'

'ব্যাঙ্কডাকাতদের ধরিয়ে দিতে পারলে একহাজার ডলার পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করেছে কার্নেগি। তবে আসল ব্যাঙ্কডাকাত হতে হবে– তোমাদের তিনজনের কাউকে ধরিয়ে দিলে এক সেন্টও পাবে না কেউ।... এই কার্নেগির জন্যই শহরের অনেকের মনে তোমাদের জন্য এখনও দরদ আছে, ফিল। লোকটা যে কী ভালো...'

'তা-ই নাকি?' ক্যাথিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে খাঁটি ব্যঙ্গের সুরে বলল ফিল। 'কার্নেগি ভালো?'

'কেন, তোমার বিশ্বাস হয় না?'

'কার্নেগি যদি ভালো হয়, তা হলে শয়তান ফেরেশতাদের সর্দার।'

'তুমি কাকে কী বলছ? কার্নেগি তোমার এত বড় একটা উপকার করল, অথচ...'

হাত তুলে ক্যাথিকে থামিয়ে দিল ফিল। 'রানশারদের পাঠানো লিস্টগুলো দেখিয়েছিলাম তোমাকে। মনে আছে?'

'আছে,' ক্যাথির কণ্ঠে বিরক্তি। 'শোনো, ফিল, লোকের উপকার করতে চেয়েছিলে তুমি, কেউ লেগে গেছে তোমার পেছনে। একই ঘটনা ঘটেছে কার্নেগির বেলায়ও। খারাপ মানুষের শত্রু যেমন প্রচুর, ভালোমানুষের শত্রুও তেমনি কম না। কার্নেগির স্বভাব-চরিত্র দেখে, ওর ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যবসা দেখে প্রতিবেশী রানশাররা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছিল, তুমি লিস্ট পাঠাতে বলামাত্রই সুযোগ পেয়ে ওর নামটা এক নম্বরে লিখে দিয়েছে। এই সহজ কথাটাও বুঝতে পারছো না?'

'হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরা এক কথা, আর রাসলিং-এর অভিযোগে ফাঁসিয়ে দেয়া আরেক কথা। দশজন ভালোমানুষ রানশারের মধ্যে আটজনই কেন সেটা করবে, বলো আমাকে।'

'তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি। 'কখনও তোমার গায়ে ফুলের টোকাও দেয়নি এড উইলিয়ামস, অথচ ওকে প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারো না তুমি। আর এখন, যে কার্নেগি তোমাকে এত বড় বিপদ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, তারই নামে আজেবাজে কথা শোনাচ্ছ আমাকে?... তোমার এই স্বভাবটা খুব খারাপ, ফিল– যারা তোমার উপকার করতে চায়, তাদেরকেই ভুল বোঝো তুমি।'

boighar.com

ফিল জানে মেয়েরা যখন কাউকে বিশ্বাস করে তখন অন্ধ হয়ে যায়, আর যখন কাউকে অবিশ্বাস করে, তখন বধির হয়ে যায়। ক্যাথিকে এখন কিছুতেই বোঝানো যাবে না কার্নেগি কতটা খারাপ। তাই ফিল চুপ করে থাকল।

সে কিছু বলছে না দেখে রাগ আরও বাড়ল ক্যাথির। 'সাহস থাকলে তোমার আটজন "ভালোমানুষ" রানশার কার্নেগির মুখের ওপর বলুক সে রাসলার। বলছে না কেন? লম্বা লম্বা চিঠি পাঠিয়ে তোমাকে জানাচ্ছে কার্নেগি রাসলারদের রাজা, কিন্তু চিঠির নীচে নিজেদের নামটা পর্যন্ত লিখতে ভয় পাচ্ছে– কারণ কী?'

'আছে কিছু কারণ। ক্যাথি, এসব আলোচনা বাদ দাও।'

'কেন বাদ দেবো?' আবারও চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি। 'ভালোমানুষ রানশাররা কার্নেগির নাম নিতে এত ভয় পায় কেন বলো। আমি জানতে চাই।'

রেগে গেল ফিলও। 'তার আগে জানাও আমরা তিনজন যে তোমার হোটেলের চিলেকুঠুরিতে ছিলাম কথাটা কাকে কাকে বলেছিলে।'

ভ্রূ কুঁচকাল ক্যাথি। 'খালাকে বলেছিলাম। আর...' একমুহূর্ত ভাবল সে। 'আর কাকে বলেছিলাম মনে করতে পারছি না। কার্নেগিকে... নাহ্, মনে নেই।'

ট্র্যাপডোরের নীচে বিশেষ কায়দায় শটগান বেঁধে রেখেছিল কেউ। ট্র্যাপডোর সরালেই টান পড়ত ট্রিগারে, গুলি খেয়ে মরত আমাদের যে-কোনও একজন। এবার বুঝেছ কার্নেগিকে কেন এত ভয় পায় লোকে? আমার তো মনে হয় শহরের প্রতিটা বাড়ির প্রতিটা দেয়ালে ওর কান পাতা আছে।... যাকে সবার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করো, হয়তো সে-ই বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার গোপন কথাটা জানিয়ে দেয় কার্নেগির কাছে।'

ফিলের শেষ কথাটা সম্পূর্ণ উল্টো বুঝল ক্যাথি। বেদনায় কালো হয়ে গেল ওর চেহারা। ভাঙা গলায় বলল মেয়েটা, 'আমি বিশ্বাসঘাতক? আমি তোমাকে খুন করাতে চেয়েছিলাম?'

'আমি সেটা বলেছি নাকি?' কথা ঘুরানোর চেষ্টা করল ফিল, 'আমি বলেছি কার্নেগির কথা। বছর দুয়েক আগে আমাকে প্রস্তাব দিল ওর রানশের ফোরম্যান হবার। তখন গণ্ডগোল চলছে ওখানে, সামাল দিতে পারছিল না সে। ডেপুটি শেরিফ হবার জন্য সে-ই আমাকে উস্কিয়েছিল। একদিন বলল আমাকে, ডেপুটি শেরিফ যেরকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, কবে ওর লাশ পাওয়া যায় ঠিক নেই, আমি যেন দায়িত্বটা নেই। কয়েকদিন পরই অ্যামবুশে মরল ডেপুটি, ঘুমপাড়ানি গানের মতো আমার কানের কাছে ঘ্যানরঘ্যানর করতে করতে আমাকে ডেপুটি বানাল কার্নেগি। এবারও শেরিফ হবার জন্য আমাকে বুঝিয়েছে সে-ই। খেয়াল করেছি, যেখানেই সমস্যা, আমাকে সেখানেই ঠেলে দেবার চেষ্টা করেছে সে বারবার। এবং যতবার বিপদে পড়েছি, ততবার কোনও না কোনওভাবে কার্নেগির নামটা ফাঁস হয়ে গেছে আমার কাছে। আরও আশ্চর্যের কথা হলো, আমার অতি ঘনিষ্ঠ লোকজন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, জড়িয়েছে শয়তানটার সঙ্গে।'

কিছুই শুনছিল না ক্যাথি। ফিলের কথা শেষ হওয়ার পর কান্নাভেজা কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, 'আমি বিশ্বাসঘাতক?'

ক্যাথির প্রশ্নটার উত্তরে মরে গেলেও হ্যাঁ বলতে পারবে না ফিল, আবার না বলতেও কেন যেন সায় দিচ্ছে না ওর মন। তাই চুপ করে থাকল সে, দাঁড়িয়ে থাকল বাকশক্তিহীন মূর্তির মতো।

ওর এই নীরবতাকে হ্যাঁ-সূচক উত্তর ভেবে নিয়ে কেঁদে ফেলল ক্যাথি। কয়েক মুহূর্ত পরই শক্ত করল মন, দু'চোখ মুছে উল্টো ঘুরল। এগিয়ে গেল ওর ঘোড়ার দিকে, উঠে বসল স্যাডলে। চাপড় দিল ঘোড়ার ঘাড়ে, চলতে আরম্ভ করল জন্তুটা।

ক্যাথিকে পিছু ডাকল না ফিল। হতাশা আর ক্রোধের অসহায় এক অনুভূতিতে ছেয়ে গেছে ওর মন, বুঝতে পারছে, জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ওরই নিষ্ক্রিয়তার জন্য; তবুও কিছু করার নেই– নিয়তির লিখন।

কাঁপা কাঁপা হাত তুলে শার্টের পকেট থেকে পাইপ বের করল সে। আগুন জ্বালাতে গিয়ে খেয়াল করল হাত এত কাঁপছে যে ম্যাচকাঠি জ্বালাতে পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করেও আগুন ধরাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ম্যাচকাঠিটা ফেলে দিল। পাইপটা জায়গামতো ঢুকিয়ে রেখে হাঁটা ধরল। ফিরে এল জ্যাক আর জোসেফের কাছে। কোনও কথা না বলে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। জ্যাক আর জোসেফও বসল স্যাডলে।

'ক্যাথি অমন করে চলে গেল কেন?' জানতে চাইল জোসেফ।

উত্তর দিল না ফিল।

'শহরের খবর কী?' এবার প্রশ্ন করল জ্যাক।

সংক্ষেপে বলল ফিল।

জোসেফ বলল, 'এবার কোন্‌দিকে যাবো?'

লাগাম টেনে ঘোড়াকে উত্তরমুখী করল ফিল। 'জন কিলেনের আউটফিটে।'

চোদ্দ

কারসন সিটি ছাড়িয়ে উত্তরদিকে মাইল ছয়েক এগোলে হাতের দু'ধারে পড়ে কতগুলো পাহাড়ের সারি। এলাকাটা সুন্দর, কিন্তু দুর্গম; পুরো উপত্যকায় বহু আগে থেকে কুখ্যাত সব আউট-লরা যে যেভাবে পারে থাকে বলে ক্যানিয়নটার নাম হয়ে গেছে স্যাঙ্কচুয়ারি।

এই স্যাঙ্কচুয়ারির এক প্রান্তে কিলেনের আউটফিট। কপালগুণে হোক বা গায়ের জোরে হোক, চমৎকার একটা জায়গা পেয়েছে কিলেন গরুব্যবসার জন্য। ওর এলাকার পুরোটাই কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা। বছরের বারো মাসই এখানে পানি থাকে। সমতল মাটি পাথুরে নয়, বোল্ডার চোখে পড়ে কি পড়ে না; কিছু ঝোপঝাড়, বিক্ষিপ্ত আগাছা, বেঁটে জুনিপারের নাতিদীর্ঘ সারি আর অল্প কয়েকটা

boighar.com

বড় গাছ ছাড়া আড়াল বলতে গেলে নেই। তাই পাহারাদারের চোখ এড়িয়ে এখানে পা রাখা কঠিন। আবার পালানোও সহজ– আউটফিটের ঠিক পরেই গোটা ত্রিশেক ক্যানিয়নের গোলকধাঁধা, পথ চেনে এমন কেউ একবার ঢুকে পড়তে পারলে অনুসরণকারীকে ফাঁকি দিতে পারবে অনায়াসে।

আকাশে চাঁদ নেই, দুয়েকটা তারা যা-ও বা আছে, ঢাকা পড়েছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে– ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভুতুড়ে ঘোড়সওয়ারের মতো ওরা তিনজন হাজির হলো কিলেনের আউটফিট "ওয়াকিং এম"-এর সীমানায়।

রাস্তা ছেড়ে ঘেসো মাঠে নেমে পড়ল ফিল। ওর পিছু নিল জ্যাক আর জোসেফ। উঁচু উঁচু ঘাসের মধ্যে অনেকদূর পরপর কাকতাড়ুয়ার মতো একটা করে লম্বা পাইন গাছ, প্রতিটা গাছের আড়ালে অল্প সময়ের জন্য থামল ফিল; দেখে নিল আকাশের পটভূমিতে দিগন্তরেখায় কোনও রাইডারের ছায়ামূর্তি দেখা যায় কি না। দেখতে না পেয়ে এগিয়ে চলল। ওর পিছনে সেঁটে রইল জ্যাক আর জোসেফ।

মিনিট দশেক পর আলোর একটা সরু রেখা দেখা গেল। রাশ টানল ফিল। থামল জ্যাক আর জোসেফও।

'জায়গামতো এসে গেছি,' বলল জোসেফ, 'আমি নিশ্চিত, আলোটা ওয়াকিং এমের বাঙ্কহাউসের। রাত জেগে জুয়া খেলছে হারামির দল।'

'এবার?' জানতে চাইল জ্যাক।

'অপেক্ষা করবো,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফিল। 'ভোরের আলো ফুটলে কাজ শুরু করতে হবে। আপাতত লুকিয়ে থাকার জন্য সুবিধাজনক একটা জায়গা বাছাই করা দরকার।'

বেশি সময় লাগল না কাজটা করতে। ওয়াকিং এমের আস্তাবলের পিছনে, বেড়ার গজ ত্রিশেক বাইরের মাটি উঁচু-নিচু; ঝোপঝাড়, আগাছা আর জুনিপারের পাতলা একটা জঙ্গল সেখানে, কচি ঘাস জায়গায় জায়গায় হাঁটু সমান উঁচু হয়ে তৈরি করেছে প্রাকৃতিক আড়াল– ঘোড়া নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল ওরা।

ভোরের আলো ফোটার আধঘণ্টা আগেই ঘুম থেকে জাগল ফিল। দুই সঙ্গীকে জাগাবে কি না ভাবল একবার। এত সকালে হয়তো কিছুই ঘটবে না ভেবে না জাগানোরই সিদ্ধান্ত নিল। হামাগুড়ি দিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে এল সে। ঘাসবনের আড়ালে থেকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওয়াকিং এমের দিকে।

একটু একটু করে ফর্সা হচ্ছে আকাশ। পুরো ওয়াকিং এম যেন অস্পষ্টতার ঘোমটা সরিয়ে নিজের চেহারা দেখাচ্ছে ধীরে ধীরে। বাঙ্কহাউসের চিমনি দিয়ে বের হচ্ছে ধোঁয়া। আর কেউ জাগুক বা না জাগুক, বাবুর্চি তার কাজ শুরু করে দিয়েছে, বোঝা গেল।

মিনিট দশেক পর অস্পষ্ট একটা গুমগুম আওয়াজ শুনতে পেল ফিল। টের পেল অল্প অল্প কাঁপছে মাটি। দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে দেখল ধুলোর মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সেখানে। দু'মিনিট পর আরও জোরালো হলো গুমগুম আওয়াজটা। কী হচ্ছে না দেখেও বুঝতে পারল ফিল। এই সাতসকালে গরুর

একটা পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওয়াকিং এমের পিছনের কোনও এক উপত্যকায়।

জ্যাক আর জোসেফকে জাগাবে কি না আবার ভাবল ফিল। না, থাক। গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানার জন্য জ্যাক বা জোসেফের সাহায্যের দরকার হবে না।

একছুটে ঘোড়ার কাছে গিয়ে হাজির হলো সে। স্যাডল পরানোই আছে, রেকাবে পা রেখে জন্তুটার পাছায় চড় কষাল সে। ঢাল বেয়ে নামার সময় ঠিকমতো বসে ঘাড় উঁচু করে তাকাল সামনে। ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল ফিল। বড় আর ঘন একটা ঝোপের আড়ালে বাঁধল ঘোড়াটাকে। হেঁটে এগোল কয়েক কদম, তারপর ঢালের মাথায় একটা ঝোপের পিছনে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

চোখে পড়ল কালো একটা তেজী ঘোড়া। স্যাডলে বসে আছে চামচিকার মতো দেখতে এক পাঞ্চার। ঘোড়ার পিছনে হাড্ডিসার কতগুলো গরুর নাতিদীর্ঘ সারি। রাইডার ওকে দেখে ফেলতে পারে জানা সত্ত্বেও মাথা কিছুটা তুলল ফিল, অপরিচিত ঘোড়াটার ব্র্যান্ড দেখতে চায়। যা ভেবেছিল তা-ই– ঘোড়াটা ওয়াকিং এমের।

এবার কিছুটা বামে ঘাড় ঘুরাল সে। গরুগুলোর ক্ষুরের আঘাতে ধুলো উড়ছে বাতাসে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ব্র্যান্ড। কিছুটা কাছে এসে পড়া একটা দলছুট গরুর উপর চোখ পড়ল ফিলের। ব্র্যান্ডটা ইউনিয়নের বলে মনে হলো ওর। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না সে। কারণ গরুর পালের বামে রয়েছে সে, আর গরুগুলোকে ব্র্যান্ড করা হয়েছে ডান পাছায়। তার উপর আছে ধুলোর মেঘ।

অপেক্ষা করতে লাগল ফিল। পুরস্কার পেতে বেশি দেরি হলো না। আবারও একটা গরু দলছুট হয়ে চলে এল কাছে, খিদে মেটাতে ঢালের নীচে জন্মে থাকা ঘাস খেতে আরম্ভ করল। এবার ব্র্যান্ডটা দেখতে অসুবিধা হলো না ফিলের। ইউনিয়ন রানশ্।

মনে মনে হোঁচট খেল ফিল। সে ভেবেছিল কিলেন হলো কার্নেগির ডানহাত, কার্নেগির হুকুমেই অন্য রানশ্ থেকে গরু চুরি করে কিলেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কার্নেগির রানশের গরুই নিয়ে যাচ্ছে কিলেনের রাইডার!

একসময় চোখের আড়ালে চলে গেল গরুর পাল। ধীরে ধীরে কেটে গেল ধুলোর মেঘ। উঠে দাঁড়াল ফিল, হেঁটে ফিরে এল ঘোড়ার কাছে। স্যাডলে বসল, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ফিরল দুই সঙ্গীর কাছে।

ইতোমধ্যে ঘুম ভেঙেছে জ্যাক আর জোসেফের। ফিলের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে জ্যাক বলল, 'গরুগুলো কার?'

ওর দিকে তাকাল ফিল। 'আওয়াজ পেয়েছ তা হলে!... গরুগুলো ইউনিয়ন রানশের।' নিজের কম্বলের উপর বসে পড়ল সে।

'ইউনিয়ন রানশের!' দেখে মনে হলো বাজ পড়েছে জোসেফের মাথায়। 'কিন্তু কিলেন না কার্নেগির চ্যালা? সাগরেদ হয়ে ওস্তাদের গরু চুরি করবে...' মাথা

boighar.com

নাড়ল সে। 'হিসাব মিলছে না।'

কম্বলের উপর পা ছড়িয়ে বসল ফিল। চিন্তিত ভঙ্গিতে জোসেফের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চোরাই গরুগুলো কোথায় রাখে কিলেন? এখানেই?'

'কিছু রাখে এখানে। আর বেশিরভাগই নিয়ে যায় লেকউডে। আসলে অবস্থা বুঝে কাজ করে সে। যখন দেখে এখানে রেখে লাভ হবে না, কিংবা ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে, তখন লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেয় লেকউডে।'

'কার্নেগির গরু চুরি করার দরকার পড়ল কেন ওর বলতে পারো?'

উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল জোসেফ।

'ব্যাকট্র্যাক করতে হবে গরুগুলোকে,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ফিল। 'যদি দেখি রাইডাররা ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করেছে, তা হলেই বোঝা যাবে গরুগুলো চুরি করেছে ওরা। আর যদি ট্র্যাক পাই, তা হলে বুঝবো গরুগুলো কোথায় কেন যাচ্ছে জানে কার্নেগি।'

বেশ কিছু পাহাড়ি ঢাল অতিক্রম করে ঘণ্টাখানেক পর উপত্যকার গভীরে ঢুকল ওরা তিনজন। গরুগুলোকে ট্র্যাক করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। তার মানে চিহ্ন লুকানোর চেষ্টা করেনি ওয়াকিং এমের রাইডাররা। তবে রাস্তা ধরে এগোয়নি গরুর পাল, রাইডাররা যেভাবেই হোক জন্তুগুলোকে হয় ঘেসো মাঠ দিয়ে, না হয় সঙ্কীর্ণ ঢাল পার করে আগে বাড়িয়েছে।

গ্রীষ্মের ঝলসানো রোদ সহ্য করে আরও ঘণ্টাখানেক এগোল ওরা। বারবার এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে ফিল, খুঁজছে কী যেন। ব্যাপারটা লক্ষ করে জোসেফ জানতে চাইল, 'ঘটনাটা কী? এই নরকে কোন্ পরীর দেখা পেয়েছ যে বারবার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছ?'

'রাইডাররা কোথায় ক্যাম্প করেছিল বোঝার চেষ্টা করছি,' বলল ফিল।

চোখ ধাঁধানো রোদ থেকে বাঁচার জন্য হ্যাট টেনে কিছুটা নীচে নামিয়ে জ্যাক বলল, 'ওরা ক্যাম্প করেছিল বলে তো মনে হয় না। এতদূর এলাম, কিন্তু ওরকম কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না।'

'ক্যাম্প না করার মানে বোঝো?' জ্যাককে জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

মাথা ঝাঁকাল জ্যাক। 'ক্যাটল-ড্রাইভ মানে লম্বা পথ। তাই সুবিধাজনক জায়গা পেলেই থামে রাইডাররা। নিজেরা বিশ্রাম নেয়, গরু আর ঘোড়াগুলোকেও বিশ্রাম দেয়। কিন্তু ওয়াকিং এমের রাইডাররা থামেনি। তার মানে, আর যা-ই হোক, গরুগুলো বেচতে নিয়ে যাচ্ছে না ওরা।'

'বুঝলাম না ব্যাপারটা,' বলল জোসেফ। 'গরুগুলো বেচতে নিয়ে যাচ্ছে না ওরা– তারমানে চুরি করেছে। কিন্তু ট্র্যাক লুকানোর কোনও চেষ্টাও তো করেনি?' ক্যান্টিন বের করে দু'ঢোক পানি খেল সে। 'রহস্যটা রহস্যই থেকে যাচ্ছে।'

কেউ কোনও মন্তব্য করল না। একটানা এগিয়ে চলল ওরা। সবার আগে ফিল, ওর থেকে কিছুটা দূরে জোসেফ। সিকি মাইল পিছনে জ্যাক। বিকেলের দিকে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে জোসেফকে ছাড়িয়ে গেল সে, কাছাকাছি হলো ফিলের। থামার ইঙ্গিত করল। কিছুটা আশ্চর্য হয়ে রাশ টানল ফিল। থামল

জোসেফও।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল ফিল।

'কেউ একজন আসছে আমাদের পিছু পিছু। গরুগুলোর ট্র্যাক ফলো করছে লোকটা। ওর মতলব সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না আমার।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল ফিল আর জোসেফ। দিগন্তের কাছাকাছি রয়েছে ঘোড়াটা, এতদূরে থাকায় বড় একটা বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে। আরোহীকে চেনা যাচ্ছে না, যাওয়ার কথাও নয়।

সামনে তাকাল ফিল। আধমাইল দূরে ঝোপঝাড়ে ভরা একটা ঢাল, উঁচু হয়ে উঠে গেছে উপরের দিকে। ওপাশে কী আছে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। 'ওই ঢালের কিনারায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকাবো আমরা,' ঢালটার দিকে দু'সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল সে। 'কে কেন আমাদের পিছু নিয়েছে জানা দরকার।'

ঢালের কিনারায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল ওরা তিনজন। ঘোড়া তিনটাকে নিয়ে আরও পিছনে সরে গেল জোসেফ। ফিল্ডগ্লাস আর রাইফেল নিয়ে ঘন ঝোপের আড়ালে ঢুকে পড়ল ফিল আর জ্যাক। দু'জনই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। ফিল্ডগ্লাসটা চোখে লাগাল ফিল।

নিঃসঙ্গ রাইডারকে চিনতে পারল সে। লোকটার নাম অ্যালেক্স হেভেন। এ-কাউন্টির এক নিরীহ রানশার। নির্বাচনের আগে এর সঙ্গে দেখা করেছিল ফিল। রাসলিং নিয়ে অনেক কথা বলেছিল তখন হেভেন। কীভাবে কাজ করলে ওদের মতো সাধারণ রানশারদের উপকার হয়, সেটাও বলেছিল।

মধ্যম গতিতে এগিয়ে আসছে হেভেনের ঘোড়া। মাটির দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। মাঝেমধ্যে চোখ তুলে তাকাচ্ছে সামনে। যে-ঢালের উপর লুকিয়ে আছে ফিলরা, সেটা থেকে খুব বেশি দূরে নেই সে এখন।

ঢাল থেকে আধমাইল দূরে, ঠিক যেখানে ফিলরা থেমেছিল, সেখানে থামল হেভেন। কিছুটা ঝুঁকল নীচের দিকে, গভীরভাবে দেখছে নীচের চিহ্নগুলো। হঠাৎ কী বুঝল কে জানে– এক ঝটকায় মাথা তুলে তাকাল ঢালের দিকে। চঞ্চল দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজল ঝোপগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, দেখতে না পেয়ে হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল, বোকামি করছে। সামলে নিল নিজেকে, বামহাতে লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখ। স্পার দিয়ে সমানে খোঁচাচ্ছে ঘোড়াটাকে, সেই সঙ্গে ডানহাতে একনাগাড়ে চড় মারছে জন্তুটার ঘাড়ে। আতঙ্কিত হয়ে উল্কা গতিতে ছুট লাগাল ঘোড়াটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিগন্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেল হেভেন। আরও কয়েক মিনিট পর ফিল্ডগ্লাস দিয়েও ওকে দেখা গেল না আর।

জোসেফের কাছে ফিরে গেল ফিল আর জ্যাক।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'হেভেন,' জবাব দিল জ্যাক।

'হেভেন! তা, জনাব জান্নাত এই জাহান্নামে কী চায়?'

'বোধহয় আমাদেরই মতো জানতে চায় গরুগুলো কার, সেগুলোকে কারা

boighar.com

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে গিয়ে কী করবে,' বলল ফিল।

'কিন্তু গরুগুলোকে যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জানল কীভাবে হেভেন?' জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

উত্তর দিল না কেউ। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জোসেফ। বিড়বিড় করে বলল, 'লাভ হচ্ছে না কোনও।'

পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়তে আরম্ভ করেছে সূর্য। সেদিকে একবার তাকাল ফিল। তারপর দু'সঙ্গীকে বলল, 'ওয়াকিং এমের রাইডারদের আজকে আর ফলো করবো না। ওরা ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করছে না, পরে খুঁজলেও জানতে পারবো গরুগুলোকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শহরের দিকে যাবো এখন। ম্যাথিউজের সঙ্গে দেখা করা দরকার। ওখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানতে হবে ওর কাছ থেকে।'

মাঝরাতের কিছু পরে শহরের বাইরে এসে ঘোড়া থামাল ওরা তিনজন।

পাল্টে গেছে কারসন সিটি। পুরনো সেই রূপ ধারণ করেছে আবার। ফিল নেই, গর্ডন কেস্টার থাকা না থাকা সমান কথা– আউট-লরা তাই ফিরে আসছে একে একে। শহরের প্রতিটা সেলুন ঝলমল করছে আলোয়। বারোটা সেলুন থেকে ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ, নাম-না-জানা অদ্ভুত কোনও প্রাণীর গোঙানির মতো শোনাচ্ছে দূর থেকে। সেই গোঙানিকে কখনও কখনও থামিয়ে দিচ্ছে গুলির শব্দ। শহরে ঢোকার মুখে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে ভবঘুরে এক মাতাল, নিজের ঘোড়ার ঘাড় দু'হাতে জড়িয়ে ধরে নিচু কণ্ঠে কী যেন বলছে জন্তুটার কানে। ঘোড়া হাঁটিয়ে আগে বাড়ল ফিল। জ্যাক আর জোসেফ রয়ে গেল শহরের বাইরে।

বড় রাস্তা বা সরু গলি, সবই ফাঁকা। ম্যাথিউজের অফিসে পৌঁছাতে অসুবিধা হলো না ফিলের।

অফিসের দরজার নীচ দিয়ে আলো আসছে বাইরে। তার মানে ভিতরেই আছে ম্যাথিউজ, কাজ করছে রাত জেগে। দরজায় টোকা দিতে গিয়েও সামলে নিল ফিল। এগিয়ে গেল জানালার দিকে। খোলা জানালা ঘেঁষে দাঁড়াল, উঁকি দিল ভিতরে।

নিজের চেয়ারে বসে আছে ম্যাথিউজ। সামনে ডেস্কের উপর মোটা একটা বই খোলা, একমনে সেটা পড়ছে সে। রাত কত হলো খেয়াল নেই ওর, আশপাশে কী হচ্ছে তা-ও বোধহয় টের পাচ্ছে না। পাইপটা ঝুলছে ঠোঁটের কোনায়, কিন্তু আগুন নিভে যাওয়ায় ধোঁয়া বের হচ্ছে না।

ফিলকে ঢুকতে দেখে স্বাভাবিকভাবেই চমকে উঠল সে। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বলল, 'চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'কেস্টার আজ সকালে তোমাদের খোঁজে পাসি নিয়ে বের হয়েছিল।'

দাঁত বের করে হাসল ফিল। 'আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত খুঁজলেও পাবে না

কেস্টার। লুকানোর খুব ভালো একটা জায়গা আছে আমাদের।'

'ফিরে আসার পর কেস্টারও সেরকম বলল।'

'কী বলল?'

'বলল তুমি নাকি মরুভূমির গিরগিটি, কখন কোন্ গর্তে লুকাতে হয় ভালোমতোই জানো। তোমাকে খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ না।'

'আমাকে পায়নি ভালো কথা, কিন্তু সে ফিরে এল কেন?'

'জানি না।'

'সকালে বের হয়ে ফিরেছে কখন?'

'এই ধরো দুপুর নাগাদ।'

'মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় ওর খোঁজাখুঁজি শেষ হয়ে গেল?'

'গেল। তবে তোমাকে কিন্তু এখনও একজন খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'এড উইলিয়ামস?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিউজ। 'এতদিন এডকে ঠাণ্ডা মাথার মানুষ বলেই জানতাম। কিন্তু যেভাবে ছুটাছুটি করছে... সাবধানে থেকো। তোমাকে ধরতে পারলে কী করবে বলা মুশকিল।'

'আর কোনও খবর আছে?'

'কার্নেগির বেশ কিছু গরু চুরি করেছে কারা যেন।'

'তা-ই?' সরু চোখে ম্যাথিউজের দিকে তাকাল ফিল।

পাইপে আগুন ধরাল ম্যাথিউজ। 'কয়েকজন কাউহ্যান্ডকে নিয়ে আজ দুপুরে শহরে এসেছিল কার্নেগি। যারা চুরি করেছে তাদেরকে দেখে নেবে বলে চেঁচামেচি করল অনেকক্ষণ। ততক্ষণে ফিরে এসেছে কেস্টার। সামনে পেয়ে ওকেও কিছু গরম কথা শোনাল কার্নেগি।'

ওয়াকিং এমের উপর নজর রাখতে গিয়ে আজ সকালে যা দেখেছে সেটা ম্যাথিউজকে বলবে কি না ভাবল ফিল। না বলার সিদ্ধান্ত নিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'গরু-চুরির ঘটনাটা তদন্ত করতে কেস্টার গিয়েছিল কার্নেগির সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাথিউজ। 'ফিরে এসে বলল রাসলাররা গরু নিয়ে পালিয়ে গেছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়, হাজার খুঁজেও ওদের কোনও চিহ্ন পায়নি সে।'

'চিহ্ন পায়নি?'

'না।'

'গরুগুলো কারা চুরি করেছে সে-ব্যাপারে কেউ কিছু বলেছে?'

'তুমি, জ্যাক আর জোসেফ মিলে নাকি কাজটা করেছ।'

'শুনে কার্নেগি কী বলল?'

'হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা। বলল পাঁচজনের একটা দল নাকি চুরিটা করেছে। আর তোমার ব্যাপারে বলল, নিজেকে যতটা বিশ্বাস করে তোমাকেও ততটা বিশ্বাস করে, তুমি আর যা-ই করো, রাসলিং-এর মতো জঘন্য কাজ নাকি করতে পারো না।'

কনুই-এর সাহায্যে ডেস্কের উপর ভর রেখে ম্যাথিউজের দিকে ঝুঁকল ফিল।

boighar.com

'চোরদের কোনও চিহ্ন পায়নি কেস্টার। অথচ কার্নেগি বলছে পাঁচজনের একটা দল চুরিটা করেছে। দু'জনের কথা দু'রকম হয়ে গেল না?'

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে গাল চুলকাল ম্যাথিউজ। 'তোমার কথাবার্তা কেমন অন্যরকম মনে হচ্ছে। কাউকে সন্দেহ করছ নাকি?'

হ্যাট খুলল ফিল। ঘামে ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্টে গেছে কয়েকগাছি চুল, সেগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'ক্যাথির কী খবর?'

'ভালো কথা মনে করিয়েছ,' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল ম্যাথিউজ। 'ওর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে নাকি?'

'ও কিছু বলেছে তোমাকে?'

মাথা নাড়ল ম্যাথিউজ। 'আজ বিকেলে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। কথাবার্তা তেমন একটা হয়নি, কিন্তু দেখে কেমন বিষণ্ন মনে হলো মেয়েটাকে। তোমার ব্যাপারে জানতে চাইলাম, কিছু না বলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।'

বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠল ফিলের। উঠে দাঁড়াল সে। 'বাবার ক্লেইমটার কী হলো?'

জবাবে শুধু মাথা নাড়ল ম্যাথিউজ, কিছু বলল না।

যাওয়ার জন্য ঘুরল ফিল। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ঘুরে বলল, 'একটা অনুরোধ করবো, রাখবে?'

'পারলে রাখবো।'

'একের বেশি লোক আমার পেছনে লেগেছে। সংখ্যাটা হয়তো আরও বাড়বে ভবিষ্যতে। আমার ভাগ্যে ভালোমন্দ যে-কোনও কিছু ঘটে যেতে পারে যে-কোনও সময়। যদি খারাপ কিছু ঘটে, ক্যাথির দিকে একটু নজর রাখবে? বুড়ি খালা ছাড়া ওকে দেখার মতো আর কেউ নেই...'

হাসল ম্যাথিউজ। 'দেখবো। নিশ্চিন্ত থাকো।'

ম্যাথিউজের অ্যাসে-অফিস থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ল ফিল। পথে কোথাও না থেমে সোজা চলে এল সঙ্গীদের কাছে। ম্যাথিউজের কাছ থেকে যা জেনেছে সব বলল ওদেরকে।

'হাজার খুঁজেও কোনও চিহ্ন পায়নি কেস্টার!' ফিলের কথা শেষ হলে মুখ খুলল জোসেফ। 'তা হলে তো বলতেই হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কানা সে।'

মাথা নাড়ল ফিল। 'কেস্টারের চোখ ঠিকই আছে।... চিহ্ন দেখতে পায়নি কথাটার মানে অন্যরকম।'

'কী রকম?' জানতে চাইল জোসেফ।

'কিলেনকে দিয়ে নিজের গরু চুরি করিয়েছে কার্নেগি। বলা উচিত চুরির নাটক করিয়েছে।'

'অভিনয়টা চমৎকার হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্নেগির লাভটা কী হলো?'

'প্রমাণ করতে পারল সে নিজে রাসলিং-এর সঙ্গে জড়িত না। জড়িত থাকলে ওর গরু চুরি করতে পারত না কেউ। গরু নিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে চোরের দল, ওদেরকে ট্র্যাক করার উপায় নেই– তার মানে পাকা হাতের কাজ।

চোরের দল আগেও অনেকবার এমন চুরি করেছে এবং ট্র্যাক কী করে লুকাতে হয় জানা আছে তাদের।'

'মানে...' কিছু বলতে চেয়েও থেমে গেল জ্যাক।

'গরু-চুরির অভিনয়টা করিয়ে কার্নেগি চেয়েছে লোকে আমাদের তিনজনকে সন্দেহ করুক,' বলে চলল ফিল। 'যা চেয়েছে, পেয়েছে সে। কিন্তু এখন ভান করছে যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না– তাই একবার বলছে পাঁচজনের একটা দল করেছে চুরিটা, আরেকবার বলছে আমি নাকি আর যা-ই করি, গরু-চুরি করতে পারি না।'

রেগে গেল জোসেফ। 'কুত্তার বাচ্চাটা নিজের গলা বাঁচিয়ে ফাঁসির দড়িটা ঠেলে দিচ্ছে আমাদের তিনজনের দিকে। আমাদেরকে ধরতে পারলে দেরি করবে না পাসি, ঝুলিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে; কিন্তু কেউ বলতে পারবে না আসলে সবকিছুর জন্য দায়ী হারামি কার্নেগি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে শহরের দিকে তাকাল ফিল। আলোকিত সেলুনগুলো রাতের অন্ধকার কমাচ্ছে না, বরং আরও যেন বাড়াচ্ছে। আউট-লরা মদ গিলে যত মাতাল হচ্ছে, তত তাদের চেঁচামেচি কমছে, এত দূর থেকে কান পাতলে স্থির বাতাসে এখন শুধু মৃদু একটা গুঞ্জন শোনা যায়। অন্ধকার গিলে খেয়েছে শহরের বাড়িগুলোকে, কারসন হাউসকে তাই আলাদা করে চেনা যায় না। হয়তো সেখানে নিরাপদেই ঘুমিয়ে আছে ক্যাথি, কিন্তু আগামীকাল সকালেই ভয়ঙ্কর কোনও দুর্ঘটনায় হয়তো বদলে যাবে ওর জীবন। খবরটা যখন জানবে তখন কিছুই করার থাকবে না ফিলের। সারাজীবন আফসোস করলেও আর কোনওদিন এসে দাঁড়াতে পারবে না ক্যাথির সামনে।

দু'সঙ্গীর দিকে তাকাল ফিল। 'একটা কথা বলে ভুল করেছে কার্নেগি– আমি গরু চুরি করতে পারি না। ওকে ফাঁসাতে হলে ওর পাতা ফাঁদে ফেলতে হবে ওকে।'

ফিল কী করতে চায় বুঝে গেল জ্যাক আর জোসেফ। হাসল জোসেফ। বলল, 'ঠিক বলেছ। ওর পাতা ফাঁদেই ফেলতে হবে ওকে। এমন কৌশলে যে, অন্য কাউকে তো দূরের কথা, নিজের মাকেও আর বিশ্বাস করবে না হারামিটা।'

পনেরো

দু'দিন পর। মাঝরাত। ইউনিয়ন রানশের একটা লাইন-ক্যাম্প থেকে সিকি মাইল দূরে বসে আছে ফিল। আকাশে কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ, আলো নেই মোটেও। তারাগুলোও অনুজ্জ্বল, তাই রাতের অন্ধকারটা বেশি বলে মনে হচ্ছে।

একটা গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছে ফিল। পাইপ টানছে একটানা। চারদিক নীরব, এমনকী গাছের পাতা নড়ার শব্দও নেই। থেকে থেকে

boighar.com

জাবর কাটছে ফিলের ঘোড়াটা, মাঝেমধ্যে সেই আওয়াজ বড় বেশি অস্বস্তিকর হয়ে বাজছে কানে।

একঘণ্টা ধরে এখানে বসে আছে ফিল। অপেক্ষা করছে জ্যাক আর জোসেফের জন্য। ওরা দু'জন গেছে এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরের ওয়াকিং-এম রানশে। ফিরতে দেরি হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ কাজ শেষে সব চিহ্ন মুছে দিয়ে ফিরবে ওরা।

আরও মিনিট দশেক পর শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। পাইপ নেভাল ফিল, শার্টের পকেটে সেটা রেখে দিয়ে তাকাল এদিক-ওদিক। আধমাইল দূরে ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কালচে-বেগুনি অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ে কয়েকটা ছুটন্ত ঘোড়া, আর ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে মাথা প্রায় মিশিয়ে ফেলা দু'জন রাইডার।

উঠল ফিল। ঝোপঝাড় আর বেঁটে গাছপালার আড়ালে থেকে এগিয়ে চলল লাইন-ক্যাম্পের প্রবেশপথের দিকে। পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে রাইডার দু'জন। জ্যাক আর জোসেফকে এত কাছ থেকে চিনতে ভুল হলো না ফিলের।

লম্বা, নিচু শিস বাজাল জ্যাক। একই উপায়ে জবাব দিয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দিল ফিল। এগিয়ে গেল জ্যাকের দিকে।

'ঘোড়াটা আনতে পেরেছ তা হলে?' জিজ্ঞেস করল ফিল।

'পেরেছি,' জ্যাকের কণ্ঠে সন্তুষ্টি, 'তোমার খবর কী?'

'নীচেই আছে গরুগুলো। পাহারায় নেই কেউ।'

'ভালো। কাজ শুরু করা যাক তা হলে।'

ওয়াকিং-এম রানশের ব্র্যান্ডঅলা একটা গেল্ডিং চুরি করে এনেছে জ্যাক আর জোসেফ। ঘোড়াটার এক পা খোঁড়া। ইচ্ছা করেই এই ঘোড়াটা চুরি করেছে জ্যাক, যাতে ইউনিয়নের কেউ ট্র্যাক করলে সহজেই বুঝতে পারে কোন্ রানশের লোক গভীর রাতে হাজির হয়েছিল এখানে।

ঘোড়া ছোটাল ওরা তিনজন। ইউনিয়নের ঘোড়াটাকে রাখল সামনে। কচি ঘাসে ভরা নীচের সমতলভূমিতে আছে একপাল গরু, সেদিকে এগিয়ে গেল ফিল, জ্যাক আর জোসেফ।

মোট একশো পঞ্চাশটা গরু চুরি করল ওরা। বাকিগুলো রয়ে গেল আগের জায়গায়। চুরি করা গরুগুলো নিয়ে পুবদিকে রওয়ানা হলো ফিল আর জোসেফ। জ্যাক বিদায় নিয়ে চলল ওদের ক্যাম্পের দিকে– কারসনের যতটা কাছাকাছি থাকা সম্ভব থাকবে, খোঁজখবর রাখবে কী হচ্ছে শহরে।

এদিকে মাইলখানেক এগোলেই পাথুরে শক্ত মাটির উপত্যকা, চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। এলাকাটা জোসেফের নখদর্পণে, তাই সামনে থাকল সে। সর্পিল একটা ট্রেইল বেছে নিল। ট্রেইলটা অনেক লম্বা, এর একেবারে শেষমাথায় ডেলাওয়ারি। ঘুরপথ হলেও বেশ কয়েকটা ওয়াটার হোল পাওয়া যাবে এ-ট্রেইলে।

ভোরের দিকে একটা পাহাড়ি ঝরনার সামনে থামল ওরা। প্রথমে নিজেরা পানি খেল, তারপর পানি খেতে দিল জন্তুগুলোকে। ইউনিয়নের গেল্ডিংটাকে ছেড়ে দিল ঝরনার কাছে। একটানা এতদূর এসে আরও খোঁড়া হয়ে গেছে যেন ঘোড়াটা, চলতেই চাইছে না আর।

সারাটা সকাল ধরে সূর্যের তাপে পুড়ে, ঠেলে-গুঁতিয়ে গরুগুলোকে নিয়ে এগিয়ে চলল ফিল আর জোসেফ। সূর্য যখন মাথার উপরে, ঠিক তখনই কোত্থেকে যেন একরাশ ভারী মেঘ আশ্রয় নিল পশ্চিম দিগন্তের কোণে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটু একটু বাড়তে লাগল মেঘের বিস্তার। একসময় পুরো আকাশটাই ঢেকে গেল কালির মতো কালো মেঘে। মাইলখানেক দূরের পাহাড়ি ঢালের ওকের জঙ্গলে কলজে-কাঁপানো শব্দে বাজ পড়ল দু'বার। তারপরই শুরু হলো তুমুল ঝড়, সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। গরুগুলোকে সামলে রাখতে গিয়ে হিমশিম খেতে হলো ওদের দু'জনকে।

টানা একঘণ্টা ধরে চলল ঝড়-বৃষ্টি। কাদাপানিতে বারবার পিছলে গিয়ে গরুগুলোর পিছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওদের ঘোড়া দুটো। আরেকটু হলেই হাল ছেড়ে দিচ্ছিল ওরা, এমন সময় থেমে গেল ঝড়, বৃষ্টিও কমল অনেকখানি।

একটানা বৃষ্টিতে ভিজে রীতিমতো কাঁপছে জোসেফ, দু'চোখ লাল। ঘোড়াকে পিছু হটিয়ে ফিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। অবস্থা দেখে ওর মনে হলো স্যাডল থেকে খসে পড়বে ফিল যে-কোনও সময়। ওকে কাকভেজা বললেও কম বলা হয়। বৃষ্টি শুরু হওয়ামাত্র স্যাডলব্যাগ থেকে স্লিকার বের করে গায়ে দিয়েছিল সে, ঝড়ের কবল থেকে সেই স্লিকার বাঁচাতে গিয়ে নিজে ভিজে একেবারে জুবুথুবু। উত্তরদিকের পর্বতের সারি থেকে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে ফিল সে-কারণে, নীল হয়ে গেছে ওর দু'ঠোঁট।

'এই গতিতে চললে জায়গামতো পৌঁছাতে রাত পার হয়ে যাবে,' বলল জোসেফ। 'ভেবে দেখো, যাবে নাকি থামবে আজকের মতো।'

উত্তর না দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ফিল। দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতির পটভূমিতে কালো আর ভারী মেঘে ঢাকা আকাশটা দেখে মনে হচ্ছে যেন নেমে এসেছে অনেক নিচুতে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। দৃষ্টি ফেরাল সে। ক্রমশ উঁচু হওয়া ট্রেইলটা আগেই ছাড়িয়ে এসেছে, নীচে একসারিতে জন্মে থাকা পাইনগুলোর মাথা, ধোঁয়ার মতো কুয়াশায় ঢেকে গেছে সেগুলো। পার্বত্য ঠাণ্ডা বাতাস হাজার ঠেলেও সরাতে পারছে না আঠার মতো সেঁটে থাকা কুয়াশার সেই চাদরকে। রাত যত বাড়বে, উপরের দিকে তত উঠে আসবে কুয়াশা, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে অসময়ের হাড়-কাঁপানো শীত।

বৃষ্টি শান্তি আনেনি, এনেছে দুর্ভোগ, ভাবল ফিল। আগে বাড়লেও সমস্যা, এখানে রাত কাটালেও বিপদ। জোসেফের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'এ-ট্রেইলে আগে আসিনি আমি। কী মনে হয় তোমার, এগোতে পারবো আমরা?'

'পারবো, তবে কিছু গরু মরবে।'

boighar.com

'করার কিছু নেই। চলো এগোই।'

যত এগোল ওরা, তত কালো হলো আকাশ। শেষ-বিকেলের দিকে আলো মরে গেল হঠাৎ করেই, সন্ধ্যা মিলানোর আগে আবার বৃষ্টি নামল মুষলধারে। চলার গতি কমে গেল অনেক, তবুও দুর্ঘটনা এড়ানো গেল না। সারারাতে কম করে হলেও দশবার স্ট্যামপিড হওয়ার মতো অবস্থা হলো, এবং দশবারই কপালজোরে বেঁচে গেল ওরা। প্রতিবারই এদিক-সেদিক চলে গেল গরুর পাল। অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে গিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘাম ছুটে গেল ওদের দু'জনের। শক্তিশালী বাতাসের টানে ফিলের গা থেকে স্লিকার উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো একবার; আরেকবার জ্যাকের ঘোড়া ঘাড় ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে শরীর ঘুরিয়ে ফেলল, পাহাড়ের কিনারা থেকে সাতশো ফুট নীচে আছড়ে পড়তে গিয়েও বেঁচে গেল নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে।

কোথায় যাচ্ছে ভুলে গেল ফিল। কীভাবে যাচ্ছে সেটাও ভেবে দেখতে চাইল না। একবারও ওর মাথায় এল না সামনে থাকা জোসেফ পথ হারিয়েছে কি না। পাহাড়ের কিনারা দিয়ে খুব সাবধানে ঘোড়া চালানোর সময় বারবার নিজেকে বলল সে, 'এগোতে হবে আমাদেরকে, এগোতে হবে।'

সকালের দিকে শেষ হলো বাতাসের দাপট। বৃষ্টি কমে গিয়েছিল আগেই, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছিল এতক্ষণ, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। স্যাডলে বসে ঝিমাচ্ছে ওরা দু'জনই। বন্ধুর ট্রেইল ছেড়ে গরুর পাল উঠল মসৃণ পথে, গতি কিছুটা বাড়ল সে-কারণে; ওগুলোর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ঘোড়া দুটোও দ্রুত চলতে লাগল। কষ্ট করে চোখ খুলল ফিল, তাকাল এদিক-ওদিক। চারদিকের অপরিচিত পরিবেশ দেখে বুঝল, ডেলাওয়ারির পুব পাশে হাজির হয়েছে ওরা নিজেদেরই অজান্তে।

সামনে সবুজ গাছপালার নাতিদীর্ঘ সারি। মাইল পাঁচেক পিছনে কতগুলো ন্যাড়া-পর্বতের চূড়া, আবারও মেঘ জমছে সেগুলোর উপর। মেঘের বিস্তার মাথার উপর এসে পড়ার আগেই বনের ভিতরে চলে এল ওরা। পরামর্শ করে ঠিক করল, আপাতত আর এগোবে না। বিশ্রাম নেওয়া দরকার, জন্তুগুলোকেও রেহাই দেওয়া দরকার একটানা পথচলা থেকে। বনের ভিতরে এখানে-সেখানে কচি ঘাস, ছোটবড় গর্তে জমে আছে গতরাতের বৃষ্টির পানি– চরে খেতে অসুবিধা হবে না ওগুলোর।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে পাইপ ধরাল ফিল। দূরে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি নেমেছে পর্বত-চূড়াগুলোর মাথায়। এরকম খারাপ আবহাওয়ার একটা ভালো দিকও আছে। ওদেরকে কেউ যদি অনুসরণ করে থাকে, ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হবে তাকে। কেস্টারের মতো "হাজার খুঁজেও কোনও চিহ্ন পাবে না" লোকগুলো।

দুপুর পর্যন্ত একটানা ঘুমাল ওরা। তেতে ওঠা সূর্যের তাপে শুকিয়ে গেল ভিজে কাপড়। ঘুম ভাঙার পর বেশ চাঙা বোধ করল দু'জনই। দ্রুত লাঞ্চ সেরে নিল ওরা। তারপর আবার রওয়ানা হয়ে গেল গরুগুলো নিয়ে। আবহাওয়া ভালো থাকায় স্বাভাবিক গতিতে এগোল এবার। সন্ধ্যা নাগাদ জঙ্গল ছাড়িয়ে পৌঁছে গেল ডেলাওয়ারির উপত্যকায়।

ফিল জিজ্ঞেস করল, 'লেকউড আর কতদূর?'

'বেশি না, এখান থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে,' বলল জোসেফ। 'সরাসরি রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাবো আমরা। কয়েকটা স্টকপেন আছে ওখানে। চুরি করা গরু ওখানেই নিয়ে যেতাম আমি। আমার পরিচিত ঘুষখোর কিছু এজেন্ট আছে, ওরাই ঠেকিয়ে রাখবে ব্র্যান্ড ইন্সপেক্টরদের।'

'ঘুষটা দেবে কীভাবে?' জানতে চাইল জ্যাক। 'আমাদের দু'জনেরই পকেট আছে, টাকা নেই।'

'চোরাই গরু নিয়ে যতবার এখানে এসেছি ততবার আমার পকেটও ফাঁকা ছিল,' বলল জোসেফ। 'তারপরও এজেন্টদেরকে ঘুষ দিতে অসুবিধা হয়নি।... এ-ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও।'

মাঝরাতের কিছু পরে দেখা গেল রেলওয়ে স্টেশনের আলো। ফিলকে অনেকখানি পিছনে রেখে এগিয়ে গেল জোসেফ। স্টকপেনে গরু ঢোকানোর আগেই এজেন্টের সঙ্গে রফা করে ফেলতে চায় সে।

স্টেশনে পৌঁছে ফিল দেখল স্টকপেনের দরজা খোলা, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জোসেফ, গরু নিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ার ইশারা করছে হাত নেড়ে। দেরি না করে স্টকপেনে জন্তুগুলোকে ঢুকিয়ে দিল ফিল।

'আগামীকাল সকালে লেকউড ছেড়ে যাবে একটা ট্রেন,' জানাল জোসেফ। 'যাবার সময় গরুগুলো নিয়ে যাবে।' দাঁত বের করে হাসল সে। 'ওয়ে-বিলে কার নাম সই করেছি জানো? কার্নেগির জানের জান পরানের পরান জন কিলেনের নাম লিখেছি ওয়ে-বিলে। উচিত কাজ করেছি না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ফিল।

পরদিন লেকউডে গেল ওরা। মাইনিং শহর হিসেবে নামডাক আছে লেকউডের। স্থানীয় ব্যাঙ্কে গিয়ে ফিল বলল একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চায়। কাগজপত্রে নিজের নাম লেখাল জন কিলেন। গরু বিক্রির টাকার প্রায় পুরোটাই জমা করল অ্যাকাউন্টে। গরুগুলো কে চুরি করেছে সে-ব্যাপারে আজ হোক কাল হোক সন্দেহ জাগবেই কার্নেগির মনে; তখন যেন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের হয়ে যায় সে-ব্যবস্থা করল সে।

কাজ শেষে ব্যাঙ্কের বাইরে এসে দেখল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে জোসেফ। মুচকি হাসল সে, মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারায় জানাল কাজ সারতে কোনও অসুবিধা হয়নি। হিচিংরেইলে বাঁধা ঘোড়ার দিকে এগোল ওরা।

'ওয়াকিং এমের দিকে যাবো এবার,' স্যাডলে বসে বলল ফিল। 'কিলেনের লোকরা কার্নেগির কিছু গরু সরিয়ে দিয়ে দোষ চাপিয়েছে আমাদের ঘাড়ে। অপরাধ না করেও যখন দোষী হয়েছি, তখন ভাবছি অপরাধটা করেই ফেলি,' দাঁত বের করে হাসল সে।

পিক নেই। তাই ইউনিয়ন রানশে নতুন একজন পাঞ্চার নেওয়া হয়েছে। নাম লুক বায়ার্ড। ঠাণ্ডা স্বভাবের মানুষ, একমনে কাজ করে, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না

boighar.com

সাধারণত। এ-ধরনের লোক খুব তাড়াতাড়ি মালিকের বিশ্বস্ততা অর্জন করে। বায়ার্ডের উপর ভরসা করতে কার্নেগিরও দেরি হলো না।

ফিলরা গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরের দিন ব্রেকফাস্ট সেরেই বায়ার্ড গিয়ে হাজির হলো কার্নেগির কাছে। জানাল চোরাই গরুগুলোর ট্র্যাক অনুসরণ করে ওয়াকিং-এমের খোঁড়া ঘোড়াটা খুঁজে পেয়েছে সে।

কাহিনির পুরোটা মন দিয়ে শুনল কার্নেগি, একবারও বাধা দিল না বায়ার্ডকে। তারপর বলল, 'তুমি নিশ্চিত ঘোড়াটা ওয়াকিং এমের?'

'নিজের চোখে ওয়াকিং-এমের ব্র্যান্ড দেখলাম,' থেমে কার্নেগির প্রতিক্রিয়া দেখল বায়ার্ড। তারপর বলে চলল, 'এ-এলাকায় খোঁড়া ঘোড়া শুধু ওয়াকিং-এমেই আছে। যতগুলো রানশ্ আছে এখানে, সবগুলোর কাউবয়রা জানে ওটার কথা।'

'ওটার ট্র্যাক চিনলে কীভাবে?' বোকার মতো জিজ্ঞেস করল কার্নেগি।

হাসল বায়ার্ড। 'একটা ভালো ঘোড়ার ট্র্যাকের সঙ্গে একটা খোঁড়া ঘোড়ার ট্র্যাকের পার্থক্য চিনবো না? আমার বদলে পাঁচ বছরের কোনও ছেলেও যদি ফলো করত, ঠিকই খুঁজে নিয়ে আসত ওয়াকিং-এমের ঘোড়াটাকে।'

'কেরামতি করে কেউ আবার ব্র্যান্ড পাল্টে দেয়নি তো?'

আবারও হাসল বায়ার্ড। 'ঘোড়াটা তো নিয়েই এসেছি। এসো আমার সঙ্গে, নিজের চোখে দেখে যাও কেউ কেরামতি করেছে কি না।'

'চলো,' ব্রেকফাস্ট শেষ না করেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কার্নেগি।

কোরালের বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা দু'জন। কার্নেগি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল, ভিতরে গিয়ে গেল্ডিংটা বের করে আনল বায়ার্ড। ব্র্যান্ডটা খুঁটিয়ে দেখল কার্নেগি। তারপর মুখ কালো করে নিচু কণ্ঠে বলল, 'হুঁ, ঠিকই আছে, ওয়াকিং এমেরই ঘোড়া এটা।... বায়ার্ড, কাউকে কিছু বোলো না এ-ব্যাপারে।'

কার্নেগির বোকামিতে তৃতীয়বারের মতো হাসল বায়ার্ড। 'তিনজন জেনে গেছে ইতোমধ্যেই।'

আরও কালো হয়ে গেল কার্নেগির চেহারা। 'আমার ঘোড়াটাকে স্যাডল পরাও। আসছি আমি,' ঘুরে নিজের অফিসের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল সে।

আধঘণ্টা পর গর্ডন কেস্টারের অফিসের বাইরে রাশ টানল সে। কেস্টারের সঙ্গে দেখা করতে হলে এখন আর লুকিয়ে আসার দরকার নেই ওর, সবাই জানে ওর একপাল গরু চুরি গেছে; গরুগুলো কারা চুরি করে কোথায় নিয়ে গেল জানার জন্য প্রতিদিন শেরিফের কাছে আসে সে।

অফিসে নেই কেস্টার। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল কার্নেগি। দামি চুরুট বের করে ধরাল, জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থেকে টানতে লাগল ধীরেসুস্থে।

একসময় কেস্টারের ভারী, ধীর পদশব্দ শোনা গেল বোর্ডওয়াকে। একটুও নড়ল না কার্নেগি, আগে যেমন গা-ছাড়া ভঙ্গিতে বসে ছিল চেয়ারে, সেভাবেই বসে থাকল।

ওকে দেখে সামান্য চমকে উঠল কেস্টার। 'কী ব্যাপার?'

'কিলেন কোথায়?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কার্নেগি।

'শহরেই আছে। কেন?'

'ওকে নিয়ে এসো এখানে।'

সমস্যা হয়েছে, বুঝতে পারল কেস্টার। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কী?'

'কিলেন এলেই জানতে পারবে ব্যাপার কী।... নিয়ে এসো ওকে।'

'শহরের লোক যদি দেখে কিলেনকে সঙ্গে নিয়ে অফিসে ঢুকছি... উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বসতে পারে।'

'যাও,' গর্জে উঠল কার্নেগি। 'এখনই এখানে হাজির করো কিলেনকে।'

কথা আর বাড়াল না কেস্টার। দ্রুত পায়ে বের হয়ে গেল অফিস থেকে। কিলেনকে নিয়ে হাজির হলো দশ মিনিট পর।

দেখে মনে হচ্ছে আকাশ থেকে পড়েছে কিলেন। কৌতূহলী চোখে বিস্মিত দৃষ্টি, কুৎসিত চেহারাটা উদ্বিগ্ন। কেস্টারের পিছনে আড়াল করে রাখতে চাইছে নিজেকে, যেন কেস্টার মানুষ নয়, ঢাল। কার্নেগির সঙ্গে এ-পর্যন্ত খুব কমই কথা হয়েছে ওর, কখন, কোথায়, কোন্ কাজটা করতে হবে বলে দিয়েছে ইউনিয়নের ফোরম্যান বব। লোকজনের সামনে কার্নেগিকে না চেনার ভান করে সে, ওদের দু'জনের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই বোঝানোর জন্য বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় কার্নেগিকে গাল দেয়।

দাড়িভর্তি গাল চুলকাল কিলেন। বিশ্রী খসখসে আওয়াজটা নীরব অফিসরুমে বড় বেশি বাজল কানে। গম্ভীর কণ্ঠে কার্নেগি বলল, 'বসো তোমরা।'

হ্যাট খুলে হাতে নিল কিলেন। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। কেস্টার বসল না, ডেস্কের গায়ে হেলান দিয়ে দু'হাত কোমরে রেখে দাঁড়িয়ে থাকল কুস্তি গিরের ভঙ্গিতে।

'আমার রানশে নতুন একটা লোক এসেছে,' বলতে আরম্ভ করল কার্নেগি, 'নাম বায়ার্ড। আজ সকালে যখন ব্রেকফাস্ট খাচ্ছি, গিয়ে বলল কারা নাকি আমার একশো পঞ্চাশটা গরু চুরি করে নিয়ে গেছে। ট্র্যাক করে কিছুদূর যায় সে। চোরদের একটা ঘোড়া খুঁজে পায়। কিন্তু গতরাতের বৃষ্টিতে সব চিহ্ন মুছে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে ফিরে আসে রানশে। সঙ্গে করে নিয়ে আসে ঘোড়াটাকে।' থামল সে। শীতল দৃষ্টিতে যাচাই করল কেস্টার আর কিলেনকে।

শার্টের বামহাতা গুটিয়ে কনুই-এর কাছে ভাঁজ করে রেখেছে কেস্টার, বড় বড় বাদামি লোমগুলো বের হয়ে আছে; হাত দিয়ে সেগুলো টানছে সে, যেন টানতে টানতে আরও কয়েক ইঞ্চি লম্বা করতে পারলে খুশি হয়। ডান তর্জনী দিয়ে বিশেষ কায়দায় হ্যাট ঘোরাচ্ছে কিলেন, দৃষ্টিতে কৌতূহলের বদলে এখন কৌতুক।

'ঘোড়ার ব্র্যান্ডটা দেখলাম আমি,' হঠাৎ বলল কার্নেগি, দৃষ্টি কিলেনের উপর স্থির। 'ওয়াকিং এম।'

হ্যাট ঘোরানো বন্ধ হয়ে গেল কিলেনের। কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওর মুখটা

boighar.com

হাঁ হয়ে গেল। ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলল, 'ওয়াকিং এম? হতেই পারে না। আমার কোনও পাঞ্চার গতরাতে কোথাও যায়নি।'

'তার মানে আমি মিথ্যা বলছি?' সোজা হয়ে বসল কার্নেগি।

'কেউ হয়তো চুরি করেছে ঘোড়াটা।'

'শহরে আসার আসে তোমার ব্যাপারে খোঁজ নিলাম ববের কাছে। বব বলল তুমি নাকি গত চার দিন ধরে লাপাত্তা। তোমাকে খুঁজতে বেশ কয়েকবার ওয়াকিং এমে গেছে সে। কিন্তু পায়নি তোমাকে।... এই কয়দিন কোথায় ছিলে, কিলেন?'

চোয়াল শক্ত করল কিলেন। 'শহরেই ছিলাম।'

'আর তোমার পাঞ্চাররা?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল কিলেন। কঠোর গলায় বলল, 'তুমি কী বলতে চাও? গরুগুলো আমি চুরি করেছি?'

'আমি কিন্তু বলিনি তুমি চুরি করেছ,' আগের চেয়েও শীতল কণ্ঠে বলল কার্নেগি। 'আমি জানতে চাই কে চুরি করেছে।'

'জানি না। কিন্তু এটা জানি যে আমি চুরি করিনি, আমার লোকদেরকে দিয়েও চুরি করাইনি।' সমর্থনের আশায় কেস্টারের দিকে তাকাল কিলেন। কিন্তু কেস্টারের চেহারায় নিস্পৃহ ভাব। লোম টানা থামিয়ে ডানহাতটা হোলস্টারের কাছে নিয়ে গেছে সে।

ব্যাপারটা খেয়াল করে দাঁতে দাঁত পিষল কিলেন। ভাবল, ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে ওকে। লাল হয়ে গেল ওর চেহারা। রাগ চেপে রেখে বলল, 'গত দুটো বছর যেভাবে নাচিয়েছ, সেভাবে নেচেছি, কার্নেগি। আমি যতটা খারাপ, তারচেয়েও বেশি খারাপ কাজ করিয়েছ আমাকে দিয়ে। তোমাকে ফাঁসানোর অনেক সুযোগ ছিল আমার হাতে, কিন্তু কিছুই করিনি। অথচ এই মুহূর্তে বিচার হলে মনে হয় দশবার ফাঁসিতে ঝুলতে হবে আমাকে। আর তুমি নাটের গুরু হয়েও ধরাছোঁয়ার বাইরে আছ।' হ্যাট পরল সে। 'আমার ক্ষতি করতে চাইলে একটা কথা জেনে রাখো, পিঠ কীভাবে বাঁচাতে হয় জানা আছে আমার।'

'সহজ কথার বাঁকা মানে করা তোমার একটা খারাপ অভ্যাস, কিলেন,' পরিস্থিতি সামলাতে নরম হওয়া ছাড়া উপায় নেই বুঝে চেয়ারে হেলান দিল কার্নেগি। 'আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম তোমার রানশের ঘোড়া, তা-ও আবার খোঁড়া ঘোড়াটা চোররা কীভাবে যোগাড় করল।'

'বললামই তো– চুরি করেছে।'

'তোমরা এতগুলো মানুষ রানশে, তোমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একটা খোঁড়া ঘোড়া চুরি করে পালিয়ে গেল আর তোমরা কিছুই টের পেলে না? তোমার লোকরা মদের পিপায় মুখ ডুবিয়ে ঘুমিয়েছিল নাকি গতরাতে?'

কিছু বলল না কিলেন।

'চুরিটা করল কে?' কিলেনকে নয়, নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করল কার্নেগি। 'কথা ছিল এ-এলাকার সব রাসলারকে সামলাবে তুমি। আমার একশো পঞ্চাশটা গরু চুরি হয়ে গেল, অথচ তুমি কিছুই জানো না– তার মানে তোমার দাপট শেষ,

কিলেন। রাসলাররা তোমাকে আর পাত্তা দেয় না। ফিলের হাতে অপদস্থ হয়ে ধার কমে গেছে তোমার। তোমার নিজের লোকরা আমার গরু চুরি করে নিয়ে পালায়, দোষ পড়ে তোমার ঘাড়ে, অথচ তুমি কিছুই করতে পারো না।'

আবারও লাল হয়ে গেল কিলেনের চেহারা। 'ধার কমে গেছে না ঠিক আছে সময় এলেই বোঝা যাবে। আর আবারও বলছি, আমার লোকরা চুরি করেনি। ওদের কারও এত সাহস নেই। জানে, ধরা পড়লে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরতে হবে আমার হাতে।'

উঠে দাঁড়াল কার্নেগি, ঠোঁট বাঁকা করে সবজান্তার হাসি হাসল। 'আমার একশো পঞ্চাশটা গরু চুরি গেছে, ঠিক একশো পঞ্চাশটা গরু ফেরত চাই আমি। টাকা দিয়ে পুষি তোমাকে, তাই গরুগুলো তুমিই ফিরিয়ে আনবে। আর যারা চুরি করেছে, তাদেরকে... যেমনটা বললে... কুকুরের মতো গুলি করে মারবে। সাতদিন সময় দিলাম।' যাওয়ার জন্য ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না সে। কিছু একটা মনে পড়ায় আবার বলল, 'দশ বছর বয়স থেকে খারাপ কাজ করি আমি, কিলেন। যারা আমাকে বোকা ভাবে তারা নিজেরাই আসলে বোকা। কথাটা মনে রেখো।'

ধীরেসুস্থে বেরিয়ে গেল কার্নেগি। যাওয়ার সময় ভিড়িয়ে দিয়ে গেল অফিসরুমের দরজা। মৃদু একটা ক্যাঁআচ আওয়াজ হলো, কিন্তু তাতেই শিউরে উঠল কেস্টার। কয়েক কদম হেঁটে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। হ্যাট খুলে ছুঁড়ে দিল ডেস্কের উপর। কিলেনকে বলল, 'তুমি কী করেছ না করেছ জানি না। তবে তোমার ভালোর জন্য একটা কথা বলি। কার্নেগি কিন্তু আসলেই খারাপ লোক। ওকে ভয় পাই আমি। কেন জানো? ইউনিয়ন রানশের পাঞ্চাররা আসলে একেকটা সাক্ষাৎ শয়তান। গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখো, আশপাশের কোনও না কোনও কাউন্টিতে ওদের কারও না কারও নামে ওয়ান্টেড পোস্টার ঝুলছে। কেউ একডজন খুনের আসামি, আবার কেউ রাসলিং করতে করতে হাত পচিয়ে ফেলেছে। ইউনিয়নে এমনও লোক আছে, যারা জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে। সবাইকে খুঁজে বের করেছে কার্নেগি, কাজের বদলে নিজের রানশে থাকা-খাওয়ার জায়গা দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কার্নেগির মতলবটা কী?'

এতক্ষণ অফিসরুমের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল কিলেন, এবার চোখ ফেরাল কেস্টারের দিকে।

'দরকারের সময় যেভাবে খুশি সেভাবে নিজের পাঞ্চারদেরকে কাজে লাগাতে চায় কার্নেগি,' বলে চলল কেস্টার, 'লাগিয়েছেও। ইউনিয়নের কোনও কোনও পাঞ্চার কখনও কখনও কাজ করেছে তোমার সঙ্গে, আবার কেউ এমন কাজও করেছে, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এজন্যই বলছিলাম, কার্নেগিকে ভয় পাই আমি। তোমারও ভয় পাওয়া উচিত।'

অফিসরুমের মেঝেতেই থুথু ফেলল কিলেন। বিষদৃষ্টিতে দেখল কেস্টারকে, তারপর ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে এল বাইরে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে-ওদিকে। পরিচিত কাউকে দেখতে না পেয়ে রওয়ানা হলো ভার্জিন পার্লারের উদ্দেশে। সেলুনে ঢুকে সোজা এগিয়ে গেল বারের দিকে। একটা টুল দখল করে

boighar.com

নির্জলা হুইস্কির অর্ডার দিল। দু'পেগ গেলার পর মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হলো ওর।

সেলুনের বড় একটা অংশ জুড়ে জুয়ার টেবিল পাতা। সকাল সকাল খেলতে বসে গেছে জুয়াড়ির দল। কিলেনের চার পাঞ্চারও খেলছে। কিলেনকে ঢুকতে দেখে খেলা থামিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। হাতের ইশারায় ওদেরকে কাছে ডাকল কিলেন। সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। আরেক পেগ হুইস্কির অর্ডার দিল কিলেন। বলল, 'খেলা বাদ দিয়ে চলো আমার সঙ্গে।'

'আমাদের খেলাটা জমে গেছে, বস্,' নিক নামের এক পাঞ্চার বলল।

'আমাদেরকে নিয়ে নাটক করছে কেউ, সেই নাটকটাও জমে গেছে,' গ্লাসের সবটুকু হুইস্কি একবারে গলায় ঢালল কিলেন। 'দেরি করলে কখন দড়ি পড়বে গলায়, টেরও পাবে না।'

ষোলো

কিলেনের ফোরম্যানের নাম মুলার। চলতি পথে ওকে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ার ইশারা করল কিলেন। বাকি তিন রাইডারের থেকে ষাট গজ পিছিয়ে পড়ার পর মুখ খুলল কিলেন। সব বলল মুলারকে।

'কত দিন সময় দিয়েছে কার্নেগি?' জানতে চাইল মুলার।

'সাত দিন।'

'কীভাবে কী করবে কিছু ভেবেছ?'

'আমার মনে হয় কাজটা অ্যালান বেভিস আর কলিন বেভিসের।'

'বেভিস মানে কোলাডো মাইনের দুই চোরা ভাই?'

'হ্যাঁ। মনে আছে, মাস চারেক আগে ঝামেলা হয়েছিল ওদের সঙ্গে? তখন বলেছিল দেখে নেবে আমাদেরকে। এমনভাবে ফাঁসাবে, যাতে আর কোনওদিন রাসলিং করতে না পারি।'

মাথা নাড়ল মুলার। 'মনে হয় না। হুমকি দেয়া পর্যন্তই ওদের দৌড় শেষ। মাত্র দু'জনে মিলে আমাদের বিশজনের সঙ্গে লাগতে আসবে না। আর এতগুলো গরু দু'জনে চুরি করাটা মুখের কথা না।'

'হয়তো অন্য কাউকে ভাড়া করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।'

'হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় না ওরা চুরি করেছে।'

আরও কতগুলো নাম বলল কিলেন, কিন্তু প্রতিবারই অসম্মতি জানাল মুলার। কথা বলতে বলতে রানশে পৌঁছে গেল ওরা। আস্তাবলের সামনে থামল দু'জনে। ভিতরে গিয়ে ঘোড়া পাল্টে তেজী একটা ম্যাসটাং নিয়ে এল মুলার। গলা চড়িয়ে ডাকল পাঁচ কাউহ্যান্ডকে, যার যার অস্ত্র নিয়ে আসতে বলল। ওরা এলে চড়ে বসল ঘোড়ায়। কিলেনের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল পাঁচ সঙ্গীকে নিয়ে। ছ'জনে সোজা হাজির হলো পরিত্যক্ত কোলাডো মাইনে।

নুড়িপাথরে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ আগেই পেয়েছে দুই ভাই, কেবিন ছেড়ে গিয়ে নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছে বোল্ডারে ভর্তি পাহাড়ি ঢালে। কেবিনের সামনে রাশ টানল ছয় রাইডার, স্যাডলবুট থেকে রাইফেল টেনে বের করল দু'জন– সবই দেখল ওরা। রাইডারদের নেতাকে চিনতে ভুল হলো না কারোরই।

গুলি করল অ্যালান বেভিস। উড়ে গেল মুলারের হ্যাট। চমকে উঠল ওরা ছ'জন। গুলিটা কোত্থেকে হলো জানার জন্য তাকাল এদিকে-ওদিকে। কিন্তু ততক্ষণে মাঝ-দুপুরের তপ্ত বাতাসে মিলিয়ে গেছে রাইফেলের ধোঁয়া।

'মুলার,' অসংখ্য বোল্ডারে প্রতিধ্বনিত হওয়ার কারণে অ্যালানের কণ্ঠ শুনতে অসুবিধা হলো না কারও, 'যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যাও। পরের গুলিটা তোমার ঘিলু উড়িয়ে দেবে।'

'কার্নেগির একশো পঞ্চাশটা গরু চুরি করেছ তোমরা,' যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখাল না মুলার।

'ট্র্যাক ফলো করে এখানেই এসেছ সেজন্য?' অ্যালানের কণ্ঠে নিখাদ ব্যঙ্গ। 'ঠিক আছে, আমরা থাকছি আমাদের জায়গায়, গরুগুলো খুঁজে বের করো তোমরা। যদি পারো, স্বেচ্ছায় ধরা দেবো। আর যদি না পারো, শার্ট-প্যান্ট খুলে রেখে ন্যাংটা হয়ে বাড়ি ফিরবে। রাজি?'

'না, রাজি না।'

'তা হলে মাথার ঘিলু রেখে যাও এখানে। সার হিসাবে কাজে লাগবে আমাদের।'

কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল মুলার। ওকে অনুসরণ করল বাকিরা।

সারাটা দিন এক মাইন থেকে আরেক মাইনে ঘুরে বেড়াল ওরা। লাভ হলো না কোনও– কেউ স্বীকার করা তো দূরের কথা, এমন কোনও সূত্রও পাওয়া গেল না, যাতে অনুমান করা যায় কারা চুরি করেছে গরুগুলো।

পরদিন বিকেলে কাউন্টির পশ্চিম সীমানায় ছোট্ট একটা নদীর তীরে থামল ওরা। কিছুটা দূরে বোতল গাসের কেবিন, সঙ্গে ছোট্ট একটা কোরাল আর বার্ন।

সারাদিন মদের বোতল নিয়ে পড়ে থাকা ছাড়া তেমন কিছু করে না বোতল গাস। তাই শহরের লোকরা ব্যঙ্গ করে ওর অমন নাম দিয়েছে। টাকার টান পড়লে কিছুদিনের জন্য এ-রানশে ও-রানশে গতর খাটায় সে, কিছু জমলেই চাকরি ছেড়ে ডজনখানেক বোতল নিয়ে ফিরে আসে নিজের কেবিনে। চার-পাঁচদিনের জন্য বুঁদ হয়ে থাকে নেশায়। কেউ কেউ বলে বোতল গাস সুযোগ পেলে রাসলিং-ও করে। তবে গাস জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছে– কেউ কখনও ফাঁসাতে পারেনি ওকে।

কেবিনের বাইরে সামান্য ঘেসো জমি, তাতে কাপড় শুকানোর জন্য দুটো খুঁটি গেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটা খুঁটির কাছে পড়ে আছে গাস। পাশে গড়াগড়ি খাচ্ছে মদের বোতল।

এতগুলো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলল গাস। দু'হাতে ভর

boighar.com

দিয়ে উঠে বসল। যথেষ্ট সময় লাগল কাজটা করতে। মাতাল হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে যেন টের পেল, সামনে বিপদ। হাত দিল হোলস্টারে। কিন্তু পিস্তলটা নেই সেখানে, পড়ে গেছে কোথাও।

মুচকি হাসল মুলার। জিজ্ঞেস করল, 'কার্নেগির গরু চুরি করেছ?'

'আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই কার্নেগির গরু চুরি করবো,' জড়ানো গলায় বলল গাস, নেশা কাটতে আরম্ভ করেছে, 'খুঁজে দেখো গরুগুলো নিজে থেকেই চলে গেছে কোথাও।'

স্যাডলবুট থেকে রাইফেল বের করল কিলেন। সঙ্গীদেরকে বলল, 'তোমরা ওর কোরালে খুঁজে দেখো। গরু না পেলেও ট্র্যাক পাবে।'

'থামো, থামো। ট্র্যাক সত্যিই আছে কোরালে,' এতগুলো লোকের সঙ্গে একা পারবে না বুঝতে পেরে আগেই দোষ স্বীকার করল গাস। দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, 'তবে ওগুলো কার্নেগির গরুর না। মাত্র পাঁচটা গরু ছিল কোরালে। এখন... একটাও নেই।'

'যাও তোমরা,' সঙ্গীদেরকে আবার আদেশ দিল মুলার। তারপর তাকাল গাসের দিকে। 'কার গরু চুরি করেছ?'

'অ্যালেক্স হেভেনের,' গোমড়া মুখে বলল গাস।

ওকে আপাদমস্তক দেখল মুলার। মাঝারি উচ্চতার নোংরা একটা লোক। মদ্যপ, গরুচোর, নীচ। কিলেন এ-কাউন্টির সবচেয়ে বড় রাসলার, কাজেই ওর ফোরম্যান হওয়ার কারণে মুলার ভালোমতোই জানে আর কে কে রাসলিং করে। এসব ছ্যাঁচড়া চোররা কোন্ পদ্ধতিতে গরু চুরি করে, চোরাই গরু কোন্ মার্কেটে নিয়ে বেচে, কোন্ কোন্ হাইডআউট কাজে লাগায়– সব ওর মুখস্থ। খুঁটি ধরে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাসের বুটের উপর একদলা থুথু ফেলল সে।

ফিরে এল কিলেনের পাঁচ সঙ্গী। নিক বলল, 'বেশ কয়েকটা গরু ছিল কোরালে।'

'কতগুলো?' গাসের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে জিজ্ঞেস করল মুলার।

'বুঝতে পারলাম না। গাসকে ধরে কিছু উত্তম-মধ্যম দেই। নিজে থেকেই গড়গড় করে বলে দেবে সব।'

'গত কয়েকদিন তোমাকে শহরে দেখিনি কেন?' গাসকে জিজ্ঞেস করল মুলার।

'কেবিনেই ছিলাম। বোতল সঙ্গে থাকলে বাইরে যাই না আমি।'

'তা-ই নাকি? ভালোমতো ভেবে দেখো তো অ্যালান বেভিস আর কলিন বেভিসের সঙ্গে ইউনিয়নে গিয়েছিলে কি না।'

'কোথাও যাইনি। এখানেই ছিলাম।' সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল গাস, কিন্তু আবারও ব্যর্থ হলো।

'নাকি লেকউডে ছিলে? চোরাই গরু কার কাছে কত দামে বেচবে সেসব নিয়ে তর্ক করছিলে বেভিসদের সঙ্গে?'

কিছু বলল না গাস। চোখ তুলে তাকানোর চেষ্টা করল কিলেনের দিকে।

পারল না। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে থাকল।

রাইফেলের বোল্ট টানল মুলার। হিমশীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কথা বলছ না কেন, গাস?'

'যা বলার বলেছি একবার। কোথাও যাইনি আমি। এখানেই ছিলাম। অবশ্য...' আবারও চোখ তুলে তাকানোর চেষ্টা করল গাস, আবারও ব্যর্থ হলো। '...মানে... বেভিসরা ছিল আমার সঙ্গে।'

'তারপর?' কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে ধীরেসুস্থে নিশানা করল মুলার। 'কী করলে তোমরা তিনজন মিলে?'

'আর যা-ই করি, একসঙ্গে শুইনি,' রাগ সামলাতে পারল না গাস। খুঁটি ধরে টলল কিছুক্ষণ। মুলারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল কেবিনের ভিতরেই। কিছুক্ষণ পর উঠে বসল কলিন। বলল ওর নাকি পেশাব লেগেছে। হারামিটা বাইরে গেল না, কেবিনের ভিতরেই কাজ সারল। গন্ধ সহ্য করতে না পেরে বাইরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।'

'সুযোগ বুঝে তুমি রওনা হয়ে গেলে গরুগুলো নিয়ে। লেকউডে গিয়ে বেচে দিয়ে এলে?'

'বেচেছি, তবে লেকউডে গিয়ে না। এখানেই।'

ভ্রূ কুঁচকাল মুলার। 'বুঝলাম না।'

'সঙ্গে করে একডজন বোতল নিয়ে এসেছিল অ্যালান আর কলিন। ঘুমানোর আগে আমাকে দিয়ে দিল। আমিও ঘুমানোর আগে ওদেরকে গরুগুলো দিয়ে দিলাম। কেনাবেচা শেষ।' হলুদ দাঁত বের করে নোংরা হাসি হাসল গাস।

'নিজের ভাগে কয়টা গরু পেয়েছিলে?'

'পাঁচটা।'

'অ্যালান আর কলিনের কম করে দশটা হলেও মোট পনেরোটা।... কই, অ্যালেক্স তো একবারও বলল না ওর পনেরোটা গরু চুরি গেছে?' গাসকে আরও বাজিয়ে দেখার জন্য মিথ্যা বলল মুলার।

'না বললে আমি কী করবো?' খেঁকিয়ে উঠল গাস। 'এখনও টেরই পায়নি হয়তো।'

'টের পায়নি? মদ খেয়ে সারাদিন পড়ে থাকো তো, তাই জানো না কিছু। আরে গরু তো দূরের কথা, গোবর চুরি গেলেও চেঁচিয়ে কাউন্টি মাথায় তুলত অ্যালেক্স।' গাসের বুক বরাবর নিশানা করল মুলার। 'মিথ্যা কথা বলছ তুমি। বেঁচে থাকতে চাইলে ইউনিয়নের গরুগুলো কোথায় নিয়ে গেছ বলো। লেকউডে?'

ঢোক গিলল গাস। 'আমি... সত্যি বলছি, ইউনিয়নের গরুর ব্যাপারে কিছুই জানি না। ক'টা গরু চুরি গেছে, কে চুরি করেছে, কোথায় নিয়ে গেছে... কিচ্ছু না। আমি চুরি করেছি, তবে সেগুলো কার গরু না জেনেই করেছি। তখন মাতাল ছিলাম, অ্যালান আর কলিন কোন্‌দিকে নিয়ে গেছে বুঝিনি। পরে কলিনের মুখ থেকে শুনেছি গরুগুলো নাকি অ্যালেক্সের।... শোনো, মাথা গরম কোরো না। ভেতরে এসো তোমরা, আরাম করে বসে গলা ভেজাও। ততক্ষণে অ্যালান আর

boighar.com

কলিনকে ডেকে নিয়ে আসি আমি।'

কিছু বলল না মুলার, রাইফেলের ট্রিগারে টান দিল। স্তব্ধ বাতাসে গুলির আওয়াজ অনেক জোরে শোনাল। ধোঁয়া কেটে যাওয়ার আগেই দেখা গেল বুক চেপে ধরে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে গাস, নিঃশ্বাসের সঙ্গে উঠে আসছে রক্ত। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেল সে।

কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর মুলার বলল, 'আবার কোলাডো মাইনে যাবো আমরা। বোঝাপড়া বাকি আছে বেভিসদের সঙ্গে।'

মাঝরাতে ক্লান্ত দেহে ওয়াকিং এমে ফিরল ওরা ছ'জন। একঘণ্টা ধরে লড়াই করে খুন করেছে অ্যালান আর কলিনকে, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ওদের কেবিন-কোরাল-বার্ন। আগুনে পুড়ে কয়লা হয়েছে দু'ভাই-ও। ঘটনা এমনভাবে সাজিয়েছে মুলার যে, দেখলে মনে হবে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল দু'ভাই, তাই টের পায়নি কেরোসিন ল্যাম্প উল্টে গিয়ে কখন আগুন ধরে যায় কেবিনে। মুলারের হাতের কারসাজিতে আর কেস্টারের মতো শেরিফের পক্ষপাতিত্বের কারণে ঠাণ্ডা মাথায় করা দুটো খুন হয়ে যাবে নিছক একটা দুর্ঘটনা। ঘোড়ার দায়িত্ব সঙ্গীদের উপর ছেড়ে দিয়ে কিলেনের কেবিনের উদ্দেশে হাঁটা ধরল মুলার।

অন্ধকারে ডুবে আছে কেবিনটা। কিলেন ভিতরে আছে, জানে মুলার, অপেক্ষা করছে ওর জন্য; অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, আলো জ্বালায়নি। খটকা লাগল মুলারের। বারান্দায় পা রাখার আগে হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করে নিল সে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল দরজার হাতল, মোচড় দিল যতটা নিঃশব্দে সম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত খসখসে একটা শব্দ হলো। মসৃণ পাকা-চামড়ার সঙ্গে ঘষা খেল পিস্তল– ড্র করেছে কেউ। দরজার হাতলে হাত রেখে বরফের মতো জমে গেল মুলার।

'কে?' কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো কিলেনের গলা দিয়ে। 'কে ওখানে?'

'আমি,' ভীত কণ্ঠে কোনরকমে বলল মুলার, 'ব্যাপার কী? আমাকে দেখে এত ঘাবড়ে গেলে কেন?'

হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে রাখল কিলেন। ধপ করে বসে পড়ল সোফায়। দু'কদম আগে বাড়ল মুলার। জিজ্ঞেস করল, 'ঘর এত অন্ধকার করে রেখেছ কেন?'

'আলোটা জ্বালাও তো,' ক্লান্ত গলায় বলল কিলেন।

কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালিয়ে কিলেনের দিকে তাকাল মুলার। 'কী হয়েছে?'

'কার্নেগির কথামতো ওর যে-গরুগুলো আমরা সরিয়েছিলাম, তোমরা চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পর এক পাঞ্চার এসে বলল, কারা নাকি ওগুলো চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

স্থির হয়ে গেল মুলার।

'পাকা হাতের কাজ,' বলল কিলেন। 'আমি নিজে ট্র্যাক করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। বাতাসে মিলিয়ে গেছে চোরের দল।'

'গরুগুলো নিয়ে কোন্‌দিকে গেছে সেটাও বুঝতে পারোনি?'

'মনে হয় লেকউডের দিকে।'

ঠোঁট ওল্টাল মুলার। 'লেকউডে গিয়ে থাকলে এতক্ষণে তিন-চারহাত বেচা হয়ে গেছে গরুগুলো।'

'এদিকে খবর পেয়ে রাগে পাগল হয়ে গেছে কার্নেগি।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল মুলার। তারপর বলল, 'ভালো একটা বুদ্ধি দেই তোমাকে। কার্নেগিকে গিয়ে বলো বোতল গাস, অ্যালান আর কলিন মিলে চুরিটা করেছিল। উচিত শিক্ষা দিয়েছ তুমি ওই তিনজনকে। গরুগুলোও খুঁজে পেয়েছ। লেকউডে নিয়ে গেছ ওগুলো, ন্যায্য দামে বিক্রি করেছ। টাকাটা দিয়ে দিয়ো কার্নেগিকে...'

'কিন্তু...'

হাত তুলে কিলেনকে থামিয়ে দিল মুলার। 'টাকার কথা ভেবে লাভ নেই। না হয় গেল কিছু টাকা গচ্চা, কিন্তু তাতে যদি জান বাঁচে তো অসুবিধাটা কোথায়? গর্তে পড়েছ, তোমাকে এখন বাঁচতে হবে, কিলেন।'

'টাকা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। সমস্যা অন্য জায়গায়। কার্নেগি আমার কথা বিশ্বাস করবে না।'

'কেন? লোকের চোখে চোখ রেখে কারণে-অকারণে মিথ্যা বলি আমি, কোনও সমস্যা হয় না, আর তুমি এই কয়টা কথাও বলতে পারবে না?... বাঁচতে চাও, নাকি বুকে-পিঠে গুলি খেয়ে মরতে চাও?'

মুলারের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কিলেন। তারপর হঠাৎ বলল, 'তুমি গিয়ে কার্নেগিকে বলবে কথাটা? আমি পারবো না, বলতে শুরু করলেই ধরা পড়বো, কিন্তু তুমি পারবে। যাবে?'

মুচকি হাসল মুলার। 'যাবো। ঠিকই বোকা বানাবো কার্নেগিকে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিলেন। 'তা হলে আর দেরি না করে এখনই রওনা দাও।'

'এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কাল সকালে গেলেই হবে।' চোখ টিপল সে, 'লেকউডে গিয়ে গরু বেচে ফুর্তিফার্তি করে ফিরে আসতে সময় লেগেছে না আমাদের?'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর টাকা নিয়ে রওয়ানা হলো মুলার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, ফিরে এল না সে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গিয়ে রাত নামল একসময়, তবুও ওর দেখা নেই। এদিকে একবার কোরালে, একবার আউটহাউসে, আরেকবার রানশের সীমানায় ছোটাছুটি করে অস্থির হয়ে উঠল কিলেন। কিন্তু লাভ হলো না। ফিরল না মুলার।

মাঝরাতে বেডরুমের খাটের বদলে লিভিংরুমের সোফায় ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিল কিলেন। বুঝতে পারছে, টাকা নিয়ে পালিয়েছে মুলার, আর

boighar.com

কোনওদিনই ফিরবে না। এতগুলো টাকা হারিয়েছে কিলেন, আরও বড় কথা, কার্নেগির বিশ্বাস হারিয়েছে– তাই দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না তার। অদ্ভুত এক অস্থিরতা পেয়ে বসেছে তাকে, বারবার এপাশ-ওপাশ করেও স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই।

একসময় দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল তার। কিন্তু ঘুমটা টিকল না বেশিক্ষণ। প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো হঠাৎ। ধড়মড় করে উঠে বসল কিলেন। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সঙ্গে সঙ্গে।

আরেকবার হলো আওয়াজটা। কে যেন সজোরে ধাক্কা দিয়েছে কেবিনের দরজায়। উঠে দাঁড়াল কিলেন, পিস্তল তাক করল দরজার দিকে। হাঁপাচ্ছে সে, বড় বড় হয়ে গেছে দু'চোখ।

আর কোনও আওয়াজ নেই। ঝিঁঝি ডাকছে, শোনা যাচ্ছে সেই শব্দ। লম্বা করে দম নিল কিলেন। সোফা থেকে নেমে একপা দু'পা করে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। কাছে গিয়ে চেপে ধরল হাতল, কক্ করল পিস্তল, তারপর একটানে খুলে ফেলল দরজাটা।

পাল্লা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। একটুও নড়ছে না, নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে মানুষ নয়, যেন লাশ একটা।

কেন যেন প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিলেন। পিস্তলের ট্রিগার চেপে ধরল সে। বিকট শব্দে বের হলো বুলেট। একবার ঝাঁকি খেল মূর্তিমানব। তারপর কাত হয়ে গেল একপাশে, পড়তে আরম্ভ করল। কিলেন সরে যাওয়ার আগে বুলেটের মতো জোরালো শব্দে আছড়ে পড়ল চৌকাঠের উপর।

কাঁপতে কাঁপতে সরে দাঁড়াল কিলেন। কিছুটা দূরে একটা তিনপায়া টেবিল, সেটার উপর জ্বলছে কেরোসিন-ল্যাম্প; ল্যাম্পটা নিয়ে এল সে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মানুষটার সামনে। চেহারা দেখামাত্র এতই চমকে গেল যে, ল্যাম্পটা আরেকটু হলে খসে পড়েছিল হাত থেকে।

মুলার। মরে শক্ত হয়ে গেছে। সারা দেহে নির্যাতনের চিহ্ন। ছ'ইঞ্চি লম্বা একটা পেরেক দিয়ে একটা নোট গেঁথে দিয়েছে কেউ ওর বুকে। নোটটা পড়ল কিলেন:

তোমার স্মরণশক্তি কম, কিলেন। বলেছিলাম যে বা যারা আমাকে বোকা ভাবে, তারাই আসলে বোকা। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? গরুগুলো ফিরিয়ে দাও। না পারলে যত তাড়াতাড়ি পারো কাউন্টি ছেড়ে পালাও। এটাও না পারলে মুলারের সঙ্গে একই কবরে ঢোকো।

ল্যাম্পটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে পিস্তল হোলস্টারে ঢুকাল কিলেন। তারপর ধপ্ করে বসে পড়ল মুলারের লাশের পাশে। কেন যেন দম আটকে আসছে তার, মনে হচ্ছে অদৃশ্য কোনও দানব জাদুকরি ক্ষমতায় শুষে নিয়েছে সব বাতাস।

মুলারের লাশের দিকে তাকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল সে, 'পিঠ কীভাবে বাঁচাতে হয় জানা আছে আমার, কার্নেগি।'

সতেরো

ঘুম থেকে জেগেই বালিশের নীচে রাখা ঘড়িটা বের করল এড উইলিয়ামস। ম্যাচকাঠি জ্বেলে সময় দেখল। সাতটা। তার মানে টানা চোদ্দ ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। ভালোই হলো। স্যাডলে একটানা বসে থাকতে থাকতে অসহ্য ব্যথা হয়ে গিয়েছিল পিঠ আর পাছায়, দূর হয়েছে যন্ত্রণাটা।

পাসি নিয়ে ফিলের খোঁজে বেরিয়েছিল সে। দু'দিন একরাত ঘুম হারাম করে খুঁজেছে পাগলের মতো। লাভ হয়নি– খোঁজ মেলেনি ফিলের।

উঠে বসল এড। টের পেল খুব খিদে লেগেছে। ডাইনিংরুমে সাপার দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই, তবে খেতে যাওয়ার আগে শেভ আর গোসলটা সেরে ফেলা দরকার।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ক্যাথির কথা ভাবল সে। মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব রাগ করে আছে ওর উপর। ফিলকে পছন্দ করে ক্যাথি– যতটা করা উচিত তারচেয়ে বেশি, এবং এ-কারণেই ফিলের উপর আরও খেপেছে এড। একটা ব্যাঙ্ক-ডাকাতের জন্য ক্যাথির মতো ভদ্র একটা মেয়ের মন কেন কাঁদে বোঝে না সে। কিংবা হয়তো বুঝেও বুঝতে চায় না।

ভিড় নেই ডাইনিংরুমে। খেয়ে চলে গেছে বেশিরভাগ লোক। অলস ভঙ্গিতে বসে থেকে চুরুট টানছে আর আড্ডা দিচ্ছে দুয়েকজন। কোনার একটা টেবিলে দেখা গেল কার্নেগি আর কার্টলিকে। শহরের অবস্থা ভালো না, আইনশৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই, এখনই কিছু একটা করা দরকার– এসব পুরনো কথা উঁচু গলায় কার্টলিকে বোঝাচ্ছে কার্নেগি। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বুঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে কার্টলি।

কাছের টেবিলটা দখল করল এড। দূরে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাথি, কার্নেগির ভাষণ শুনছিল, অর্ডার নিতে এগিয়ে এল এডের দিকে।

কাছে এসে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। আশ্চর্য হয়ে গেল এড। অকৃত্রিম খুশিতে নেচে উঠল ওর চোখ-মুখ, হাসল সে-ও। বলল, 'দেরি করে ফেলেছি বোধহয়। নিশ্চয়ই সব চেটেপুটে খেয়ে গেছে লোকজন, আর কিছুই বাকি নেই?'

মাথা নাড়ল ক্যাথি। 'আছে কিছু। আনবো?'

'আনবে মানে? না আনলে এই টেবিলটাই গিলতে হবে আমাকে।'

খাবার নিয়ে এল ক্যাথি। নামিয়ে রাখল এডের সামনে। ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর বসে পড়ল এডের মুখোমুখি।

খেতে খেতে মেয়েটার দিকে তাকাল এড। কেমন মলিন হয়ে আছে সুন্দর চেহারাটা, জ্বরের রোগীর মতো জ্বলজ্বল করছে হরিণ-চোখ দুটো। চলাফেরায়, কথাবার্তায় কেমন একটা ক্লান্ত ভাব।

boighar.com

'কিছু বলবে?' জানতে চাইল এড।

আবারও কিছুক্ষণ ইতস্তত করল ক্যাথি। তারপর বলেই ফেলল, 'ফিলের কী খবর? খোঁজ পেয়েছ ওর?'

গম্ভীর হলো এডের চেহারা। 'না, পাইনি। চিন্তা কোরো না। খোঁজ পেলে ধরে নিয়ে আসবো, গুলি করে মারবো না।'

একদৃষ্টিতে এডের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাথি। যেন যাচাই করছে এড সত্য বলছে কি না।

'বোকামি করছে ফিল,' বলে চলল এড। 'আইনের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হলে আইনের কাছে ধরা দিতে হয়। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে সবাই ধরে নেবে আসলে সে-ই ডাকাতিটা করেছে।'

'ফিলকে কি সত্যিই ডাকাত বলে মনে হয় তোমার?'

'ওকে না ধরা পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না।... মানুষ পাল্টায়, ক্যাথি। যে-লোক একদিন আইনের পক্ষে ছিল, লোভে পড়ে সে হয়েছে কুখ্যাত আউট-ল। এরকম অনেক উদাহরণ আছে আমাদের এই পশ্চিমে। আছে না?'

জবাব না দিয়ে ক্যাথি বলল, 'শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবে– আমিও চাই ফিল ধরা পড়ুক। একটা কথা ঠিকই বলেছ– আইনের কাছ থেকে পালিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা যায় না। কেন যে ফিল কথাটা বুঝতে পারছে না!'

কোনও মন্তব্য করল না এড।

'কাকে বিশ্বাস করা উচিত জানে না ফিল,' বলে চলল ক্যাথি। 'বোঝে না কার উপর নিশ্চিন্তে ভরসা করা যায়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'তোমাকে আসলে দোষ দেয়া যায় না, এড। পাসি নিয়ে বের হয়ে ঠিক কাজটাই করেছ তুমি। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও একই কাজ করত। সবাই তো আর ফিলের মতো...' নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মেয়েটা, পরের বাক্যটা বলবে কি না ভাবল, শেষে বলেই ফেলল, 'দায়িত্বজ্ঞানহীন না।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো এডের। ক্যাথির মুখে ফিলের বদনাম শুনছে! মেয়েটাকে বাজিয়ে দেখার জন্য বলল, 'আসলে এই ছোটাছুটি আমারও আর ভাল্লাগছে না। এই এলাকা আমার চেয়ে অনেক ভালো চেনে ফিল, হয়তো লুকিয়ে আছে কাছেপিঠেই, কিন্তু আমি ধরতে পারছি না। তিনটা দিন গাধার মতো খাটলাম, কিন্তু একটা চিহ্নও পেলাম না ওর।' চামচ নামিয়ে রাখল সে। 'জানি কথাগুলো শুনতে ভালো লাগেনি তোমার। তবুও বললাম। আমি আসলে তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না। তুমি তো আবার ফিলকে... অন্য দৃষ্টিতে দেখো...'

'অন্য দৃষ্টিতে?' কথাটা ধরল ক্যাথি।

মেয়েটার চোখে চোখ রাখল এড। 'এক বছর হলো এসেছি এখানে। তখন থেকেই চিনি তোমাকে। একবার বিয়ের প্রস্তাব দিলাম, হাসতে হাসতে মানা করে দিলে। তখন বুঝিনি কারণটা কী। পরে ভেবে দেখলাম, আসলে অন্য কাউকে পছন্দ করো তুমি। একদিন আমি আর ফিল একসঙ্গে খেতে এলাম এখানে।

ফিলকে দেখে খুব খুশি হলে তুমি, আমার দিকে ফিরেও তাকালে না। সেদিন বুঝতে পারলাম তোমার মনের মানুষটা কে। আর দশজন তোমার কাছে যা, আমিও তা। শুধু ফিল আলাদা... একেবারে আলাদা। হয়তো সবসময় আলাদাই থাকবে।'

উদাস দৃষ্টিতে এডের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাথি। এডের কথা শুনেও শুনছে না মেয়েটা, হারিয়ে গেছে নিকট অতীতে।

ফিসফিস করে ফিলকে জিজ্ঞেস করেছিল সে, 'আমি বিশ্বাসঘাতক?' উত্তরে ফিল হ্যাঁ-ও বলেনি না-ও বলেনি, চুপ করে থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, ক্যাথির কোনও দাম নেই ওর কাছে।

'না,' ফিসফিস করে বলল ক্যাথি, 'আমি ফিলকে অন্য দৃষ্টিতে দেখি না। যে আমাকে বিশ্বাস করে না, যে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে, তাকে আমি ভালোবাসি না। হয়তো একসময় আমার কাছে অন্য সবার চেয়ে আলাদা ছিল ও, কিন্তু এখন থেকে ও আর সবার মতোই।' দু'চোখ পানিতে ভরে উঠল ওর। 'আমি জানি, অনেক আগেই এ-কাউন্টি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারত ফিল। যায়নি কেন তা-ও জানি। জানি বলেই কাউকে বলবো না কোথায় লুকিয়ে আছে ও। কারণ যে-কথাটা মুখ ফুটে আমাকে বলতে পারেনি ও, সে-কথার দাম রাখবো বলে কসম খেয়েছি নিজের কাছে। ও আমাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবলে ভাবুক, আমার কিছু যায়-আসে না– কখনও ওর কোনও ক্ষতি করিনি, করবোও না কখনও।' আবারও চোখ মুছল ক্যাথি। 'একটা অনুরোধ করি তোমাকে। মনে কোরো না ফিলকে অন্য দৃষ্টিতে দেখি আমি। কখনও দেখিনি, এখনও দেখি না, ভবিষ্যতেও দেখবো না।'

গলা খাঁকারি দিল এড। 'ফিল কোথায় লুকিয়ে আছে জানো তুমি?'

'জানি। কিন্তু আমাকে মেরে ফেললেও বলবো না। খুঁজে বের করতে পারলে করো, কিন্তু আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ কোরো না দয়া করে।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল এড, 'গতকাল সময় করে মাইনে গিয়েছিলাম। ম্যানেজার বলল ব্যাঙ্ক-ডাকাতির কথা শুনে নাকি কারসনের উপর থেকে মন উঠে গেছে মালিকের। ইসাবেলা মাইন বন্ধ করে দেবে ব্যাটা। তার মানে আমার চাকরি শেষ।' হাসল সে। 'তবে ম্যানেজার বলল আমি চাইলে মেক্সিকো সীমান্তের কাছে মালিকের অন্য যে মাইনটা আছে, সেখানে চাকরি জুটিয়ে দেবে।'

'তুমি কী বললে?'

'কিছু বলিনি। তবে ভাবছি মানা করে দেবো। যাবো না মেক্সিকো সীমান্তে।'

'যাবে না মানে? এরকম সুযোগ কেউ ছাড়ে নাকি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'ঠিকই বলেছ। মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। একটা বছর ধরে তোমার মতো পরীকে ফিলের মতো ভবঘুরের সঙ্গে দেখলে কার মাথা ঠিক থাকে বলো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল এড। 'যত বেতনই দিক না কেন, আমি যাবো না মেক্সিকো সীমান্তে। কারসনেই থাকবো, খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাবো, কিন্তু তোমার মন জয়

boighar.com

করবোই একদিন না একদিন। আর যদি বলো আমাকে দিন সাতেকের ভেতর বিয়ে করতে রাজি আছ, তা হলে ম্যানেজারকে বলি, চেষ্টা করলে মেক্সিকো সীমান্তে আমাদের জন্য একটা কোয়ার্টার্সের ব্যবস্থা করতে পারবে সে। শুনেছি জায়গাটা নাকি খুব সুন্দর আর নির্ঝঞ্ঝাট। এই কারসনের চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো।' উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ক্যাথির দিকে তাকাল সে। 'কি, বলবো ম্যানেজারকে?'

লাজুক হেসে মুখ নামিয়ে নিল ক্যাথি, কিছু বলল না।

'আবারও প্রস্তাব দিচ্ছি– বিয়ে করবে আমাকে?'

মুখ তুলে তাকাল ক্যাথি। 'তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। ভাবার জন্য সময় দাও আমাকে, এড।'

ডানহাতের কনিষ্ঠায় রূপার একটা আংটি পরে আছে এড। সেটার মাঝখানে ছোট্ট একটা পান্না। হাত থেকে আংটিটা খুলল সে। টেনে নিল ক্যাথির বামহাত, পরিয়ে দিল অনামিকায়। বলল, 'এক ইন্ডিয়ান বুড়ো এই আংটিটা দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল, আংটিটা নাকি সৌভাগ্য নিয়ে আসে। যে দেয় আর যে নেয়, দু'জনেরই উপকার হয়। চাইলে এটাকে তুমি এনগেজমেন্ট রিং হিসেবেও ভাবতে পারো।'

একদৃষ্টিতে আংটিটা দেখছে ক্যাথি। এডকে কী জবাব দেওয়া যায় ভাবছে। লোকটাকে অপছন্দ করে না সে। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ এড, যা করে বুঝেশুনে করে, স্বভাবে খেয়ালিপনা নেই। তা ছাড়া, সৎ আর সংযত। চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায় এধরনের লোকের উপর। এডের দোষ মাত্র দুটো– বেরসিক আর অমিশুক সে। 'সারাটা জীবন কি নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এই লোকের উপর?' মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল ক্যাথি। 'যায়,' মনে মনে উত্তর দিল সে। 'আজ সে ভালো চাকরি করে, ভাগ্যে থাকলে হয়তো কোনওদিন ছোট্ট একটা খনির মালিক হয়ে যাবে। আজ এর কাছে আমি নিরাপত্তা পাবো, শান্তির পৃথিবীতে বড় হবে আমাদের সন্তানরা। কিন্তু একে কি আমি ভালোবাসি?'

থমকে গেল মেয়েটা, ওর ঠোঁটের কোনায় লেগে থাকা মুচকি হাসিটা মুছে গেল। চোখের সামনে থেকে সবুজ পান্নাটা উধাও হলো কেন যেন। সেখানে দেখা দিল ক্লিনশেভ্ড্ সুদর্শন এক যুবক– নিতান্ত অবহেলায় কুঁচকে আছে যার ভ্রূজোড়া, যার মায়াবী চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একইসঙ্গে বালকসুলভ বিস্ময় আর হেঁয়ালিময় তাচ্ছিল্য, যার সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কৌতুক আর কৌতূহলের মাখামাখি; যাকে ভালোবাসতে গেলে ধোঁকা খাওয়ার ভয় জাগে মনে, যে মুহূর্তের মধ্যে রেগে গিয়ে বলে বসে, 'তুমি বিশ্বাসঘাতক।'

লম্বা করে দম নিল ক্যাথি, মুখ তুলে তাকাল এডের দিকে। 'আমি রাজি, এড। তুমি যেদিন বলবে, সেদিনই বিয়ে হবে আমাদের।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এড। দু'কদম হেঁটে এসে জড়িয়ে ধরল ক্যাথিকে। চুমু খাওয়ার জন্য মুখ নামাল। কিন্তু হাত তুলে বাধা দিল মেয়েটা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'খাওয়া শেষ করোনি তুমি, এড। আর... আমিও খাইনি এখনও। ছাড়ো আমাকে, খেতে যাবো।'

ক্যাথিকে ছেড়ে দিল এড। উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, কোনও দিকে না তাকিয়ে হাঁটা ধরল রান্নাঘরের দিকে।

ঠিক তখনই খুলে গেল ডাইনিংরুমের দরজা। লম্বা, পাতলা দেহের এক যুবক ঢুকল ভিতরে। নাম হেনরি স্টিভেন্স। কার্টলির দোকানে সহকারীর চাকরি করে। থাকে সেখানেই। স্টোর বন্ধ হলে আইনের মোটা মোটা বই নিয়ে বসে যায়, পড়ে গভীর রাত পর্যন্ত। মালিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল সে, তারপর এডকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। ততক্ষণে একটা প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে ফিরে এসেছে ক্যাথি, বসেছে এডের মুখোমুখি। একই টেবিলে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল স্টিভেন্স। এডকে জিজ্ঞেস করল, 'ইসাবেলা মাইন নাকি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল এড।

'তার মানে তোমার চাকরি শেষ। তা, কী করবে এখন? কোথায় যাবে শহর ছেড়ে?'

ক্যাথির দিকে তাকিয়ে হাসল এড। 'কোথাও না। এখানে চাকরির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ আছে আমার।'

কাজটা কী জানার আগ্রহ দেখাল না স্টিভেন্স। সামনে ঝুঁকে নিচু কণ্ঠে বলল, 'কিছুক্ষণ আগে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল স্টোরে।'

ভ্রূ কুঁচকাল এড। 'কী রকম?'

'স্টোর বন্ধ করবো, এমন সময় ছ'জন লোক এসে হাজির। পরনে ময়লা কাপড়, গায়ে ঘামের গন্ধ। এমনভাবে জিনিসপত্র চাইতে লাগল, যেন তাড়া আছে খুব। কী কিনল ওরা বলতে পারো?'

'না, পারি না।'

'মাইনিং-এর জিনিসপত্র, কম্বল, শুকনো খাবার, ব্ল্যাক পাউডার আর টুকটাক কিছু খাতাপত্র।... কিছু বুঝতে পারছ?'

'আশপাশে কোথাও সোনার গন্ধ পেয়েছে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল স্টিভেন্স। 'ছ'জনের মধ্যে একজন ছিল পুরো মাতাল। জিনিস বুঝিয়ে দিয়ে টাকা গুনছি, এমন সময় আমার দিকে এগিয়ে এল ব্যাটা। শুরু করল বকবকানি। বলল, এমন একটা ক্লেইম নাকি পেয়েছে, যেটা থেকে সোনা তুলতে পারলে আমেরিকার সেরা ধনী হয়ে যাবে ওরা। একটা বোতল মাগনা দিয়ে মাতালটাকে জিজ্ঞেস করলাম, ক্লেইমটা কোথায়। মুখ খুলতে যাচ্ছিল লোকটা, এমন সময় আরেকজন এসে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল ওকে।'

এবার সামনে ঝুঁকল এড। 'ক্লেইমটা কোথায়?'

'জানার সময় পেলাম কই? মাতালটা বলার আগেই তো... সবচেয়ে অবাক কাণ্ড কী জানো, পুরো এক হাজার ডলারের জিনিস কিনেছে লোকগুলো। মাতালটা আমাকে বলেছিল ওর কথা বিশ্বাস না হলে অ্যাসে-অফিসে গিয়ে দেখে আসতে। এ-এলাকার সব মাইনের চেয়ে নাকি ভালো নমুনা রেকর্ড করিয়েছে ওরা।'

'গিয়েছিলে অ্যাসে-অফিসে?'

boighar.com

হাসল স্টিভেন্স। 'স্টোর বন্ধ করেই এক দৌড়ে গিয়ে হাজির হয়েছি সেখানে। রেকর্ডবুকে দেখলাম ওই ছ'জনের নাম। সত্যিই নিজেদের নামে একটা ক্লেইম রেকর্ড করিয়েছে ওরা। আরও মজার কথা কী জানো? শহরের সেরা আস্তাবল থেকে পুরো এক ডজন ঘোড়া কিনেছে ওরা। তা-ও আবার নগদে।'

চেয়ারে হেলান দিল এড। 'এসব কথা আমাকে বলছ কেন?'

'তুমি এখন বেকার। এ-শহরে ম্যাথিউজ ছাড়া আর কেউ তোমার চেয়ে ভালো মাইনিং বোঝে না। কাজেই সোজা চলে যাও অ্যাসে-অফিসে। ক্লেইমটা ভালো না খারাপ জানার চেষ্টা করো। ভালো হলে দুয়েকটা ক্লেইম নিজের নামে রেকর্ড করিয়ে নাও।'

কাজটা করবে কি না ভাবছে এড। সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলে কষ্ট করে মেক্সিকো সীমান্তে যেতে হবে না, এই কারসনেই একটা ছোটখাটো মাইনের মালিক হয়ে যেতে পারবে। ক্যাথিকে নিয়ে আরামেই থাকতে পারবে এখানে। 'যাবো,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'তবে একটা কথা আগেই বলে রাখি– খোঁজ নিয়ে যদি দেখি পুরো ব্যাপারটাই আসলে ভুয়া, তা হলে কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে এক তা কাগজ বের করল স্টিভেন্স, বাড়িয়ে ধরল এডের দিকে। একনজর দেখেই এড বুঝল ক্লেইমটার লোকেশন লিখে এনেছে স্টিভেন্স। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে লাগল দু'জনে।

কিছুক্ষণ ওদের কথা মন দিয়ে শুনল ক্যাথি, তারপর আগ্রহ হারাল। মাইনিং তেমন একটা ভালো লাগে না ওর কাছে। এঁটো প্লেটগুলো নিয়ে রান্নাঘরের দিকে রওয়ানা হলো সে। সেগুলো ধুয়ে জায়গামতো রেখে আবার ফিরে এল ডাইনিংরুমে। দেখল স্টিভেন্সের সঙ্গে কথা বলা শেষ এডের। দরজায় দাঁড়িয়ে ক্যাথির জন্য অপেক্ষা করছে সে এখন। এগিয়ে গেল ক্যাথি। হোটেলের বাইরে, আলো-আঁধারে ঢাকা গলিতে বেরিয়ে এল ওরা দু'জন।

'ক্লেইমটা রেকর্ড করাবো?' জিজ্ঞেস করল এড।

'জানি না। এসব আসলে ভালো বুঝি না আমি।'

'করা তো উচিত। অন্তত তোমার জন্য। কপালে থাকলে এত টাকা আসবে যে সারাজীবন গুনেও শেষ করতে পারবে না।... ধনী হয়ে যাবো আমরা, ক্যাথি।' বলা শেষ করে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল এড, চুমু খাওয়ার জন্য মুখ নামাল।

মুখ সরিয়ে নিল ক্যাথি, হাত তুলে বাধা দিল এডকে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল এড। জোর খাটিয়ে নিজেকে এডের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করল ক্যাথি, তারপর সরে গেল কিছুটা দূরে। বলল, 'আমি... আমি আসলে... কাজ ফেলে এসেছি... দেরি হয়ে যাচ্ছে। খালা হয়তো খুঁজছে আমাকে,' বলে আর অপেক্ষা করল না, ডাইনিংরুমের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল এড। ঘুরে হাঁটা ধরল আস্তাবলের দিকে।

ডাইনিংরুমে, কার্নেগির টেবিলটা পাশ কাটানোর সময় ক্যাথিকে ডাক দিল কার্নেগি। থামল ক্যাথি, এগিয়ে গেল কার্নেগির দিকে। আলোচনা শেষ করে বিদায় নিয়েছে কার্টলি আর স্টিভেন্স, ডাইনিংরুমে কার্নেগি আর ক্যাথি ছাড়া আর কেউ নেই এখন।

'একটা প্রশ্ন করতে চাই, ক্যাথি,' বলল কার্নেগি, 'তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ইচ্ছে হলে উত্তর না-ও দিতে পারো।... এডকে দেখলাম তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। ব্যাপারটা কী?'

গম্ভীর হলো ক্যাথি। 'চুমু খায়নি।'

'ও, আচ্ছা। তা হলে মনে হয় জড়িয়েও ধরেনি। ভুল দেখেছি আমি।'

'আসলে... এডকে... পছন্দ করি আমি।'

'কতখানি পছন্দ করো? ফিলের চেয়েও বেশি?'

জ্বলে উঠল ক্যাথির দু'চোখ। একদৃষ্টিতে কার্নেগির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। তারপর স্থির কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, ফিলের চেয়েও বেশি।'

মুচকি হেসে চেয়ারে হেলান দিল কার্নেগি। মাথার উপরে ঝুলছে বড় একটা মোমবাতি, মুখ তুলে সেটার দিকে তাকাল। বলল, 'ফিল আর এড, দু'জনই ভালো। একজন একটু খেয়ালি, আরেকজন বাস্তববাদী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তুমি কাকে ভালোবাসো জানি না, তবে দু'জনের যে-কোনো একজনকে বিয়ে করলে যে সুখী হবে, সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই।' সিগার বের করার জন্য পকেটে হাত দিল সে। তাকাল ডাইনিংরুমের বড় আয়নাটার দিকে।

আরও কিছু বলার জন্য মুখ খুলল সে, কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে পিঠ সোজা করে বসল। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে। তারপরই সজোরে ধাক্কা দিল টেবিলে। হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল সেটা। তাল সামলাতে না পেরে হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ক্যাথিও। চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল কার্নেগি। উল্টো হয়ে পড়ে থাকা টেবিলের আড়ালে চলে এল গড়ান দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জে উঠল একটা শটগান।

চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি। হোলস্টার থেকে একথাবায় পিস্তল বের করল কার্নেগি। আবার গর্জে উঠল শটগান, কার্নেগি যে-টেবিলের আড়ালে লুকিয়ে আছে, সেটা প্রায় দু'-টুকরো হয়ে গেল। মাথার উপর ঝুলন্ত মোমবাতিগুলো লক্ষ্য করে গুলি করল কার্নেগি। উড়ে গেল সেগুলো, অন্ধকার হয়ে গেল ডাইনিংরুম। সঙ্গে সঙ্গে গড়ান দিয়ে টেবিলের আড়াল থেকে সরে গেল কার্নেগি। চলে এল হাত পাঁচেক বামে।

ডাইনিংরুমের পিছনের দরজায় দেখা গেল একের পর এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সমানে গুলি করছে শটগানধারী। টুকরো টুকরো হয়ে গেল টেবিলটা। চেম্বার খালি না হওয়া পর্যন্ত পিস্তলের ট্রিগার টিপে চলল কার্নেগি। কিন্তু তাড়াহুড়ো করায় একটা গুলিও লাগাতে পারল না শটগানধারীর গায়ে।

প্রথমে বোর্ডওয়াকে, তারপর রাস্তায় শোনা গেল কারও ছুটন্ত পদশব্দ। তারপর সবকিছু চুপচাপ। শটগান আর পিস্তলের কান ফাটানো আওয়াজের পর

boighar.com

এই নীরবতা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে।

মেঝেতে ঘষা খেল কারও শরীর। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল ক্যাথি। আবছামতো দেখল, উঠে বসেছে কার্নেগি। গানবেল্ট থেকে বুলেট নিয়ে লোড করছে পিস্তল। কাজটা শেষ হলে জিজ্ঞেস করল সে, 'ক্যাথি, ঠিক আছ?'

উঠে বসতে বসতে কম্পিত কণ্ঠে বলল মেয়েটা, 'হ্যাঁ, ঠিকই আছি। কিন্তু কী ঘটল বুঝলাম না।'

'আমাকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছিল কারও,' ক্যাথি কোথায় আছে অনুমান করে নিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল কার্নেগি। দু'হাত ধরে টেনে তুলল মেয়েটাকে। 'ভালোমানুষেরও অনেক শত্রু থাকে, ক্যাথি। কী আর করা।'

'ক্যাথি?' শোনা গেল ভয়ার্ত এক নারীকণ্ঠ। 'কী হয়েছে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কার্নেগি আর ক্যাথি। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাথির খালা। হাতে জ্বলন্ত একটা ল্যাম্প। চেহারা দেখেই বোঝা গেল গুলির আওয়াজ শুনে ভয় পেয়েছে মহিলা, ভাগ্নির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ওর দিকে এগিয়ে গেল ক্যাথি। আর কার্নেগি এগোল শটগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া টেবিলটার দিকে।

প্রায় দু'টুকরো হয়ে যাওয়া টেবিলটাতে হাত বোলাতে বোলাতে বিড়বিড় করে বলল সে, 'কাজটা ভালো করলে না, কিলেন।'

আঠারো

সেই ওয়াটারহোলের পাশে আরামেই কাটছিল থিওডর রোল্যান্ডের দিন।

ফিল শেরিফ হয়েছে, আউট-লদেরকে তাড়াতে আরম্ভ করেছে জানার পর ফিরতি পথ ধরে সে। ওয়াটারহোলের কাছে এসে ভাবে আরও কয়েকটা দিন সময় দেওয়া যাক ফিলকে। শহরটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিক সে, তারপর দেখা করা যাবে।

আসার সময় একটা রাইফেল আর কয়েক বাক্স বুলেট কিনে এনেছিল, তাই শিকার করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এলাকাটা বলতে গেলে হরিণ আর খরগোশের অভয়ারণ্য। তা ছাড়া কাছের জঙ্গলে আছে নাম-না-জানা সুস্বাদু ফল। ওয়াটারহোলের পানি ঠাণ্ডা আর তৃপ্তিদায়ক। এলাকাটাও জনবিরল। একমাইল-আধমাইল পরপর বিশাল একেকটা গাছের মিষ্টি ছায়া। ভবঘুরে জীবনে এমন আরাম বলতে গেলে পায়নি রোল্যান্ড।

অচেনা এক লোক একবার হাজির হয়েছিল এখানে, রোল্যান্ডের খোঁড়া একটা টেস্টপিট থেকে নমুনা নিয়ে চলে গিয়েছিল। রোল্যান্ড ভেবেছিল আর ফিরবে না লোকটা। কারণ নমুনা নিয়ে লোকটা সোজা ম্যাথিউজের কাছে যাবে জানা ছিল ওর, অতি সাধারণ মানের সেই নমুনা দেখে ম্যাথিউজ কী রিপোর্ট

দেবে সেটাও জানত সে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, সম্ভবত ফিরে এসেছে লোকটা। একা আসেনি, সঙ্গে আরও কয়েকজন আছে।

আজ ভোরে, ধূসর আলোটা তখন মাত্র ছুঁয়েছে কালো আকাশটাকে, ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে কাছের একটা টিলার মাথায় হাজির হয় রোল্যান্ড। চোখ কচলাতে কচলাতে তাকায় দূরের দিগন্তের দিকে। দেখতে পায় একটা ক্যাম্পফায়ার। তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে আসে সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুকায় নিজের সব চিহ্ন। জীবনে অনেকবার এরকম অবস্থায় পড়েছে সে, অভ্যাস আছে কাজটা করার, তাই সময় লাগেনি খুব একটা। তারপর সরে আসে মাইল দুয়েক পিছনে, কারণ জানত, পানির খোঁজে বের হবে লোকগুলো।

এখন একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে সে। সামনে বেঁটে, কিন্তু ঘন ঝোপঝাড়ের আড়াল। ডিডি রানশ থেকে চুরি করা ঘোড়াটা আধমাইল পিছনে, একটা ঢালের নীচে ঘেসো জমিতে। রোল্যান্ডের পাশে, মাটিতে বুলেটভর্তি রাইফেল; চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বেদখল হয়ে যাওয়া ওয়াটারহোলটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

সংখ্যায় ওরা ছ'জন। ওয়াটারহোলের পাশে বসে ধীরেসুস্থে ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। তারপর সময় নিয়ে সিগারেট টানতে লাগল। দূর থেকে লোকগুলোকে যতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব দেখল রোল্যান্ড। কিন্তু আগের লোকটাকে দেখতে পেল না। বুঝল ছ'জনই নতুন, হয়তো আগের লোকটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এদের।

সকালের সূর্যটা তেতে উঠল একসময়, উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল লোকগুলো। যেখান থেকে এসেছিল, ফিরে গেল সেখানে। তারপরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করল রোল্যান্ড। ঝুঁকি নিতে চায় না সে। সঙ্গে শটগান বা কামান যা-ই থাক না কেন, লড়াই বাধলে একা পারবে না ছ'জনের সঙ্গে।

আধঘণ্টা পর ঝোপের আড়াল ছেড়ে বের হলো রোল্যান্ড। ঘোড়াটা নেবে কি না ভাবল একবার। না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেঁটে এসে পৌঁছাল ওয়াটারহোলটার পাশে। চড়ল টিলার মাথায়। দূরে তাকিয়ে দেখতে লাগল কী করছে লোকগুলো।

আর দশজন মাইনার খনির খোঁজ পেলে যা করবে, এরাও তা-ই করছে। ক্লেইম মনুমেন্ট বানাচ্ছে, আলগা পাথর সরিয়ে এনে জড়ো করছে একপাশে, নিজেদের নামে পোল বানাচ্ছে, তারপর যে-জায়গায় সেসব পোল গাড়লে ভালো হবে বলে মনে করছে, সেসব জায়গায় শক্ত করে গাড়ছে পোলগুলো।

টিলার মাথায় গাছের ছায়ায় শুয়ে লোকগুলোর পাগলামি দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে রোল্যান্ড। বুঝতে পারছে, বেশিদিন হয়নি মাইনিং শুরু করেছে লোকগুলো। কারণ যে-ক্লেইমে রোল্যান্ডের মতো অভিজ্ঞ লোক কিছু পায়নি, সেখানে এমনভাবে কাজ করছে লোকগুলো যে, দেখে মনে হচ্ছে আদাজল খেয়েছে। নেতা মতো একটা লোক পকেট থেকে বারবার এক তা কাগজ বের করছে, চোখের যতটা কাছে পারে নিয়ে পড়ছে কাগজটা, তারপর হুমকি দেয়ার

boighar.com

ভঙ্গিতে আদেশ দিচ্ছে সঙ্গীদের।

একটানা কাজ করল লোকগুলো। ফলে সূর্য যখন মাথার উপরে, পুরো উপত্যকায় যখন দোজখের আগুনের দাপাদাপি, তখন প্রায় পুরো ক্লেইমটা নিজেদের নামে বানানো পোল দিয়ে ঘিরে ফেলতে পারল ওরা। দূরে রাখা ঘোড়ার কাছে বসে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ, যার যার ক্যান্টিন বের করে বোধহয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত পানি খেল। সঙ্গে আনা শুকনো খাবার দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিল তারপর। ঘোড়ায় চড়ে ফিরতি পথ ধরল।

ওরা চলে যাওয়ার পর আধঘণ্টা অপেক্ষা করল রোল্যান্ড। তারপর উঠে গিয়ে দেখে এল ডিডি রানশের ঘোড়াটা জায়গামতো আছে কি না। গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থলে থেকে বের করল ঝলসানো খরগোশের বাসি মাংস। খেয়ে নিল চটপট। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দাঁড়াল পোলগুলোর সামনে।

সময় নিয়ে নামগুলো পড়ল সে। স্মৃতি হাতড়াল, কিন্তু একটা নামও মনে করতে পারল না। কাছের একটা বোল্ডারের আড়ালে একচিলতে ছায়া, চামড়া-পোড়ানো রোদ থেকে বাঁচতে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিল সে। পকেট থেকে বের করল পাইপ, ধরিয়ে টানতে লাগল।

প্রথমবার যে-লোকটা এসেছিল এখানে, সে আসেনি আজ। তার মানে কারসন বা অন্য কোনও শহরে ফিরে গিয়ে তিলকে তাল বানিয়ে এই ক্লেইমের গল্প বলেছে সে, শুনে আর দেরি করেনি আজকের ছয় আনাড়ি মাইনার, ছুটে এসেছে। অথবা এমনও হতে পারে, এই ছ'জনকেই শুধু গল্পটা বলেছে লোকটা। কিংবা ক্লেইমটা নিজের দাবি করে স্বত্ব বিক্রি করেছে এদের কাছে। যদি তা-ই হয়, তা হলে বোকা লোকগুলো নিঃসন্দেহে জীবনের সেরা ভুলটা করেছে।

যে-লোকটা ঠকিয়েছে এই ছ'জনকে, বিড়বিড় করে তাকে অভিশাপ দিতে গিয়েও থেমে গেল রোল্যান্ড। মনে পড়ে গেল আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা।

তার তখন বয়স কম। পাকা জহুরি হয়ে ওঠেনি সে। সোনা পাওয়ার নেশা ওকে এতটাই পেয়ে বসেছিল যে, এমনকী পরিত্যক্ত খনিতেও চলে যেত কখনও কখনও। জানত, লাভ হবে না কোনও, তারপরও যেত। গাধার খাটুনি খাটত দিনের পর দিন, খেয়ে না খেয়ে রাত কাটাত, এবং বেশিরভাগ সময়ই জমানো টাকা শেষ করে ভিখিরির মতো ফিরে আসত শহরে। লোকের কাছে হাত পাততে লজ্জা হতো খুব। মাইনিং-এর খুব শখ, কিন্তু চেহারা বলে বোকা– বারে বসে মদ গেলার সময় সেরকম লোকের কাছে বড়াই করে বলত কত বড় মাইনার সে, এবার কোন্ জায়গায় গিয়ে কী পেয়েছে। যেসব বোকার চোখ চকচক করে উঠত লোভে, তাদেরকে আর কিছু না-বলে চুপ করে যেত। ব্যস, তার পিছু লাগত ওরা, এবং একসময় ধোঁকা খেয়ে কিনে নিত পরিত্যক্ত কোনও মাইনের স্বত্ব। কোনরকমে একটা লোকেশন পেপার এঁকে দিয়ে পকেটে টাকার থলে নিয়ে দূরের কোনও শহরের উদ্দেশে পাড়ি জমাত সে।

অতীতের কথা মনে করে মাথা নাড়ল সে। পেটের দায়ে ধোঁকা দিয়েছে

মানুষকে, অনুচিত কাজটা করার জন্যই হয়তো সারাজীবন ভুগেছে, স্বস্তিতে কাটাতে পারেনি একটা রাতও।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। প্ল্যানটা বেশ কয়েকবার উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল সে। কোনও ভুল পেল না।

ওয়াটারহোলের কাছে পৌঁছে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল সে। নিয়ে এল ঘোড়াটা। পানি খাওয়াল সেটাকে। তারপর রওয়ানা হলো জঙ্গলের দিকে। দুপুরের এই সময়ে শুকিয়ে যাওয়া নদীটায় পানি খেতে আসে হরিণের পাল, রাইফেল হাতে সুবিধাজনক জায়গায় পজিশন নিল রোল্যান্ড। ছোট দেখে একটা হরিণ শিকার করল সে। আগুন জ্বেলে মাংস ঝলসে নিল, তারপর পুরোটাই থলেতে ভরে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। রওয়ানা হলো দক্ষিণ দিকে।

দু'দিন পর ওয়াটারহোলে ফিরে এল সে। এই দু'দিনে কেউ এসেছিল কি না জানতে ভালোমতো দেখল চারদিকে। কিন্তু খরগোশের চিহ্ন ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল সে। খুলে আনা স্যাডলব্যাগ থেকে বের করল হরিণের চামড়া দিয়ে বানানো পাঁচটা ছোট ছোট পেটমোটা ব্যাগ। ব্যাগগুলো সাবধানে নামিয়ে রাখল মাটিতে, যেন ব্যাগের ভিতরে সোনার টুকরো নয়, মুরগির ডিম আছে। বোনানযার নাম-না-জানা যে-উপত্যকায় মাদারলোড খুঁজে পেয়েছে সে, সেখান থেকে এই পাঁচ ব্যাগ সোনার টুকরো নিয়ে এসেছে।

হাঁটতে হাঁটতে পোলগুলোর কাছে এসে দাঁড়াল সে। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল নিজের টেস্টপিটগুলোর ভিতরে। একটা পিটের কাছে এসে থামল, হ্যাট খুলে হাঁটু গেড়ে বসল সেটার সামনে। পিটের ভিতরে দেখা যাচ্ছে অর্ধকঠিন আগ্নেয়পাথর, নরম মোমের মতো অনেকটা। হ্যাট ভর্তি করে কিছু পাথর তুলে আনল রোল্যান্ড। সেগুলো নিয়ে রওয়ানা হলো ওয়াটারহোলের উদ্দেশে।

সেখানে পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাল। বড় দেখে দুটো পাথর দেখতে পেয়ে নিয়ে এল যে-গাছের নীচে স্যাডলব্যাগ রেখে গিয়েছিল, সেখানে। একটা ছোট ব্যাগ রাখল একটা পাথরের উপর, আরেকটা পাথর দিয়ে জোরে বাড়ি দিল ব্যাগে। ভোঁতা আওয়াজ হলো, তার মানে ব্যাগের ভিতরে থাকা সোনার টুকরোগুলো ভেঙে গেছে। টুকরোগুলো গুঁড়ো না হওয়া পর্যন্ত বাড়ি দিয়ে চলল রোল্যান্ড। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারবার চোখ তুলে তাকাল সেটার দিকে। কেউ এলে কান খাড়া করবে জন্তুটা। কে কোন্‌দিক থেকে আসছে বোঝা যাবে সহজেই।

টুকরোগুলোকে গুঁড়ো করে বালির মতো মিহি বানাল সে। একইভাবে গুঁড়ো করল আগ্নেয়পাথরগুলোও। সোনার গুঁড়োর সঙ্গে পাথরের গুঁড়ো ভালোমতো মেশাল। তারপর পকেট থেকে বের করল শটগান শেল। গুনে দেখল মোট দশটা বুলেট আছে। সবগুলো বুলেট থেকে তুলোর আবরণ খুলে ফেলল সে। বারুদ বের করে নিয়ে সে-জায়গায় ঠেসে ভরল গুঁড়ো সোনা আর গুঁড়ো পাথরের

boighar.com

মিশ্রণ। বুলেটগুলো পকেটে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল, হাঁটা ধরল টেস্টপিটের উদ্দেশে।

মোট ছ'টা টেস্টপিট আছে, একটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রোল্যান্ড। কাঁধ থেকে নামাল শটগান। পকেট থেকে বুলেট বের করে ঢুকাল সেটাতে। খুব কাছ থেকে গুলি করল টেস্টপিটের ভিতরে। গুঁড়ো সোনা প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল আগ্নেয়পাথরের গায়ে; এমনভাবে মিশে গেল যে, জাত মাইনারেরও বোঝার সাধ্য নেই কাজটা ঈশ্বরের নয়, মানুষের। খালি শেলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরল সে।

এভাবে ছ'টা পিটকেই সোনার পিট বানাল রোল্যান্ড। বাকি চারটা বুলেট দিয়ে কী করা যায় ভাবতে ভাবতে গিয়ে দাঁড়াল একটা নালার সামনে। সোনা ছাঁকার জন্য রোল্যান্ডই এই নালাটা খুঁড়েছিল। কাঠফাটা রোদ শুষে নিয়েছে নালার পানি, দুয়েকটা গর্তের সামান্য পানি মাঝেমধ্যে চিকচিক করে উঠে অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে কোনওরকমে।

বেছে বেছে চার জায়গায় গুলি করল রোল্যান্ড। কেউ ভালোমতো দেখলে মনে করবে এখানে সোনা ছেঁকেছিল কোনও অসতর্ক প্রসপেক্টর, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পানিতে মিশে যায় কিছু সোনা, পরে পানি শুকিয়ে যাওয়ায় তলানি হয়ে পড়ে আছে নালার মাটিতে।

কাজ শেষে খালি শেলগুলো কুড়িয়ে পকেটে ভরল রোল্যান্ড, হ্যাট খুলে কিছুক্ষণ বাতাস করল নিজেকে। ঘাড়ে বাঁধা রুমাল খুলে নিয়ে মুছে ফেলল মুখের ঘাম। রুমালটা যথাস্থানে বাঁধতে বাঁধতে ভাবল আগামী দিনগুলোর কথা। যে-প্রসপেক্টরই এখানে আসুক না কেন, কানা না হলে সোনার চিহ্ন খুঁজে পাবেই। কাউকে দিয়ে অ্যাসে-রিপোর্ট করাবে। রিপোর্টে কী লেখা থাকবে কল্পনার চোখে দেখতে অসুবিধা হলো না রোল্যান্ডের। মুচকি হাসল সে। এক কান দু'-কান হয়ে একশো কান হবে খবরটা; ভবঘুরে, অকর্মা আর সোনা-পাগল লোকরা শাবল-বেলচা হাতে নিয়ে ছুটে আসবে এখানে। জনবিরল এক মরুপ্রান্তর পরিণত হবে জনসমুদ্রে। দিন যাবে একের পর এক, কিন্তু সোনা মিলবে না এক ভরিও, লোকগুলো একদিন হতাশ হয়ে বুঝতে পারবে, মরীচিকার পিছনে ছুটে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে।

ওয়াটারহোলের কাছে ফিরে এল রোল্যান্ড। সাবধানে, সময় নিয়ে নিজের সব চিহ্ন মুছে দিল। তারপর চড়ে বসল ঘোড়ায়। রওয়ানা হলো উত্তর দিকে। ধীরেসুস্থে এগোলে কয়েকদিন লেগে যাবে কারসনে পৌঁছাতে। লাগুক, অসুবিধা নেই রোল্যান্ডের। চলতি পথে কেউ ডিডির ঘোড়াটা চিনে না ফেললেই হয়।

পরদিন দুপুরে অপরিচিত এক মহিলার সঙ্গে দেখা হলো ওর। দশ-বারো বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাকবোর্ডে করে কোথাও যাচ্ছে মহিলা। ওকে থামাল রোল্যান্ড, এককথা দু'কথার পর কায়দা করে ফিলের প্রসঙ্গ তুলল।

'আর বোলো না,' বিরক্তিতে নাকমুখ কুঁচকাল মহিলা, 'ওর মতো ছেলে যদি ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করে, তা হলে কাকে বিশ্বাস করা যায়, বলো তো?'

হাঁ হয়ে গেল রোল্যান্ড।

ওর অবস্থা দেখে করুণ হাসল মহিলা। সবকিছু বলল রোল্যান্ডকে। শুনে গম্ভীর হয়ে গেল রোল্যান্ড, কী বলবে বা জিজ্ঞেস করবে ভেবে পেল না।

'ফিল আসলে প্রতিশোধ নেবার জন্য কাজটা করেছে, বুঝলে। শেরিফ হয়েছিল, রাতারাতি আইনশৃঙ্খলা ঠিক করে ফেলেছিল। কিন্তু বেচারা শেরিফ থাকতে পারল না। কে জানে কার কারসাজিতে হেরে গেল। অমনি পাল্টে গেল সে, জ্যাক আর জোসেফ নামের দুই গুণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে এখন।... আমি গরীব মানুষ, মরা স্বামীর ছোট্ট রানশটা কোনওরকমে চালাই। ত্রিশ-চল্লিশটার মতো গরু ছিল আমার, কারা যেন গতরাতে সেগুলোও চুরি করে নিয়ে গেছে।' ছলছল করে উঠল মহিলার দু'চোখ। 'গিয়েছিলাম গর্ডন কেস্টারের কাছে নালিশ জানাতে। সব শুনে বুড়ো ভামটা বলল, কী করা যায় দেখবে।' মুখ বাঁকাল সে। 'আর দেখেছে! কোমর পর্যন্ত ঢুকে আছে কবরে... তারাটা বুকে না ঝুলিয়ে...' ছেলে পাশে বসে আছে মনে পড়ায় কথা শেষ না করে ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিয়ে বাড়ি মারল সে।

আগে বাড়ল বাকবোর্ড। ঘোড়ার পিঠে নিশ্চল বসে থেকে রোদে পুড়ল কিছুক্ষণ রোল্যান্ড। তারপর আলতো করে খোঁচা মারল জন্তুটার পেটে। কী করা যায় কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

ওই সময় সেই ওয়াটারহোলের কাছে থামল কয়েকজন লোক। এদের নেতার নাম ওয়েস্ট। থাকে লেকউডে, কার্নেগির রাসলিং-ব্যবসার ম্যানেজার। প্রসপেক্টিং তেমন বোঝে না, কার্নেগি হুকুম দিয়েছে, তাই পাঁচজন ভবঘুরেকে টাকা দিয়ে আর আকণ্ঠ মদ খাইয়ে নিয়ে এসেছে সঙ্গে। প্রসপেক্টিং-এর যন্ত্রপাতি আর দু'সপ্তাহ চলার মতো শুকনো খাবারও এনেছে।

খালি ক্যান্টিন পানিভর্তি করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল ওয়েস্ট, কুড়াল চালানোর অস্পষ্ট শব্দ পেয়ে থমকে দাঁড়াল। টেস্টপিটগুলো যেখানে আছে, সেখান থেকে আসছে শব্দটা। পানি ভরা বাদ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল ওয়েস্ট। একটা ঢালের মাথায় উঠে তাকাল সামনে।

মাইল দেড়েক দূরের টেস্টপিটগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কে বা কারা যেন ছোট একটা তাঁবুও গেড়েছে ন্যাড়া একটা কটনউডের নীচে। তবে লোকগুলোকে দেখা গেল না– শরীর-ঝলসানো রোদ থেকে বাঁচতে উঁচু বোল্ডারের আড়ালে কাজ করছে তারা।

ওয়াটারহোলের কাছে ফিরে এল ওয়েস্ট। সময় নিয়ে পানি ভরল ক্যান্টিনে। কী দেখেছে জানাল সঙ্গীদের। একজন বলল, 'খবরটা তো আর কারও জানার কথা না। তা হলে জানল কীভাবে?'

'হারামজাদা কোহেল কাজটা বাড়িয়েছে,' দাঁতে দাঁত পিষল ওয়েস্ট। 'এত বললাম, কারসনে আর যা-ই করো, মদ খেয়ো না; শুয়োরটা তো শুনলই না, গলা পর্যন্ত গিলে কার্টলির স্টোরে গিয়ে পেটপাতলা স্টিভেন্সকে সব বলে দিল

boighar.com

গড়গড় করে।... হ্যাপাটা এখন সামলাতে হবে আমাকেই।'

'কী করবে?'

'গিয়ে দেখি কারা এসেছে। শক্তপাল্লা না হলে ভয় দেখিয়ে তাড়াবো।'

'যদি না যায়?'

'জ্যান্ত গাড়বো এখানেই,' হোলস্টারের ফিতা ঢিলা করল ওয়েস্ট। 'তোমরা বেকার বসে না থেকে মালপত্র নামাও। আর সাবধান, আমি বলার আগে কেউ যদি বোতল ছুঁয়েছ, হাত কেটে ফেলবো।' ধীরস্থির ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চড়ল সে। রওয়ানা হলো তাঁবুটার উদ্দেশে।

সেখানে পৌঁছে এডকে দেখে আশ্চর্য হলো সে। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল, কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ঠিকমতো বাঁধল হোলস্টারের ফিতা। ততক্ষণে ওয়েস্টকে চিনতে পেরে এগিয়ে এসেছে এড।

'তুমি এখানে কী করছ, এড?' ওয়েস্টের গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো।

'কী করছি দেখতেই তো পাচ্ছ,' হ্যাট সরিয়ে কপালের ঘাম মুছল এড।

'খবর পেলে কীভাবে?'

'মদ বলেছে,' হেঁয়ালি করল এড।

'কে বলেছে?' বুঝতে পারল না ওয়েস্ট।

'বাদ দাও। আমার আগে এখানে এসেছিলে তুমি। খোঁড়াখুঁড়িও করেছ। কপালে জুটেছে কিছু?'

'না জুটলে শরীর পোড়াতে এসেছি নাকি এই দোজখে?' থুথু ফেলল ওয়েস্ট। 'তুমি কী পেয়েছ?'

'যা পেয়েছি খারাপ না,' হাসল এড। 'সবগুলো পিটের পাথরে মিশে আছে সোনার গুঁড়ো। তোমার ক্লেইম তো শুকনো নালাটার ওদিকে,' হাতের ইশারায় দূরে দেখাল সে। 'ওখানেও কিছু আছে।'

'জানলে কীভাবে?'

'পানির খোঁজে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছি।'

চোখ দুটো চকচক করে উঠল ওয়েস্টের। কিছু বলল না সে।

আবারও হাসল এড। 'চাকরিটা গিয়ে বোধহয় খারাপ হয়নি।'

'হুঁ,' অন্যমনস্ক ভাবে মাথা ঝাঁকাল ওয়েস্ট, আর কিছু না বলে রওয়ানা হয়ে গেল নিজের ক্লেইমের দিকে।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা কাজ করল এড। তারপর ডিনার সেরে নিল তাড়াতাড়ি। এসব মরুপ্রান্তরে দিনে জ্বলে দোজখের আগুন, আবার রাত বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমে তাপমাত্রা; শেষরাতের দিকে গা কাঁপতে থাকে রীতিমতো। বনেবাদাড়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা বলতে গেলে নেই এডের, তবে জানা আছে কথাটা। সঙ্গে আনা কম্বলের তলায় ঢোকার আগে হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা নিল সে। হোলস্টার খুলে রাখল পাশে। দুপুরের পর আর দেখা মেলেনি ওয়েস্টের, তবে শাবল-গাঁইতির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এখনও। এ-

এলাকা থেকে কে কার আগে কত সোনা নিয়ে যাবে তা নিয়ে অলিখিত কোনও প্রতিযোগিতা চলছে যেন।

সঙ্গে আনা পাঁচটা প্যাকহর্সের পিঠে আকরিকের কতগুলো বস্তা চাপাল সে পরদিন ভোরে। রওয়ানা হলো কারসনের উদ্দেশে। মাঝরাত নাগাদ পৌঁছাল সেখানে। বাসায় না ফিরে সোজা গেল ম্যাথিউজের অ্যাসে-অফিসে। জানে, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে ম্যাথিউজ– হয় কাজ করে না হয় পড়ে।

হেষা শুনে বেরিয়ে এল ম্যাথিউজ। এডকে দেখে বিড়বিড় করে বলল কিছু, দাঁতের ফাঁকে পাইপ থাকায় স্পষ্ট বোঝা গেল না। আকরিকের বস্তাগুলো নামাতে সাহায্য করল এডকে। দু'জনে ধরাধরি করে বস্তাগুলো নিয়ে গেল অফিসে।

শেষ বস্তাটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল ম্যাথিউজ। ল্যাম্পের আলো বাড়িয়ে দিল। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে বলল, 'এতদিনে কপাল খুলল তোমার?'

হাসল এড। 'একটা বস্তা খুলে দেখো আমার কপাল খুলেছে না আগের মতো আছে।'

কাজটা করল ম্যাথিউজ। বস্তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল একমুঠো আগ্নেয়পাথর। ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোর কাছে নিয়ে ভালোমতো দেখল সেগুলো। পাথরগুলো চিনতে পেরে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ওর, পাইপে টান দিতে ভুলে গেল সে।

এতদিন এই পাথর দেখার জন্যই অপেক্ষা করছিল ম্যাথিউজ। রোল্যান্ডের খুনিকে ধরার জন্য ফিলের অনুরোধে ভুল রিপোর্ট লিখেছিল সে। ভেবেছিল এধরনের পাথর যার কাছে পাওয়া যাবে, সে-ই খুন করেছে রোল্যান্ডকে। প্ল্যানটা মোটেও কাজে লাগেনি। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে রোল্যান্ডের খুনি, আর এদিকে নির্দোষ এড নিজের অজান্তেই ফেঁসে গেছে ফিলের পাতা ফাঁদে। শুধু তা-ই নয়, দু'দিন পর এই এলাকায় গোল্ডরাশ শুরু হবে, টের পাওয়া যাচ্ছে স্পষ্ট।

'কী হলো? কিছু বলছ না যে?' ম্যাথিউজ চুপ করে আছে দেখে জিজ্ঞেস করল এড।

পাথরগুলো হাত থেকে টেবিলের উপর রেখে দিল ম্যাথিউজ। পিঠবাঁকা চেয়ারে বসে হেলান দিল আরাম করে। নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে বলল, 'নমুনা খারাপ না। তবে কী পাবে না পাবে বলার আগে আরও পরীক্ষা করতে হবে আমাকে। কোত্থেকে এনেছ এগুলো?'

জানাল এড।

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ধোঁয়া ছাড়ল ম্যাথিউজ। 'কতদিন হলো শুরু করেছ এ-কাজ?'

'চার।'

'ক্লেইমটা তুমিই খুঁজে পেয়েছিলে?'

boighar.com

হেসে মাথা নাড়ল এড। ক্লেইমের খবর কীভাবে জানল সংক্ষেপে বলল ম্যাথিউজকে।

চুপচাপ শুনল ম্যাথিউজ, কোনও মন্তব্য করল না। এক টুকরো পাথর তুলে নিল হাতে। ল্যাম্পের খুব কাছে নিয়ে দেখল পাথরটা। আগেরবার জনসন যখন এরকমই আগ্নেয়পাথর নিয়ে আসে, তখন সেটার কোনও দামই ছিল না। কিন্তু এই পাথরগুলোতে গুঁড়ো সোনার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। একই ক্লেইম থেকে দু'রকমের পাথর পাওয়া যায় না, জানে ম্যাথিউজ। জানে বলেই ধাঁধায় পড়ে গেছে সে, এড মিথ্যা বলছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু এডের বলার ভঙ্গিতে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। তার মানে, সত্যি কথাই বলেছে সে।

উৎফুল্ল গলায় এড বলল, 'হাজার হাজার ডলারের সোনা পেয়ে গেলাম, খুশিতে নাচতে ইচ্ছা করছে আমার, আর তোমার দেখি কোনও পরিবর্তনই নেই! তুমি আগের মতো জড়পদার্থই রয়ে গেলে।' হাসল সে। 'সোনার কথা শুনলে আমাকে জড়িয়ে ধরে দুয়েকটা চুমুটুমু খেতে পারে এমন একজনকে চিনি আমি। এখনই যাচ্ছি তার কাছে,' দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল সে। 'পাথরগুলো পরীক্ষা করতে থাকো। অ্যাসে রিপোর্টটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দরকার আমার।'

উনিশ

ঘুম ভেঙে গেল জ্যাকের। চোখ খুলে দেখল সবকিছু আগের মতোই আছে, শুধু আগুনটা নিভু নিভু করছে। পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই শুনতে পেল ঘোড়ার ক্ষুরের অস্পষ্ট আওয়াজ। শুনেই বোঝা যাচ্ছে রাইডারের সংখ্যা একের বেশি। মাইল দেড়েক দূরে আছে, কিন্তু এই ঠাণ্ডা, নিশুতি রাতে দ্রুতগামী ঘোড়ার আওয়াজ বোধহয় বধিরের কানও এড়াবে না।

লেকউড থেকে ফিরে আসছে ফিল আর জোসেফ, বুঝতে পারল জ্যাক। কম্বল সরিয়ে উঠে বসল সে। আড়মোড়া ভাঙল। পায়ের কাছে লাকড়ির ছোটখাটো একটা স্তূপ, সেখান থেকে কিছু কাঠ নিয়ে আগুনে দিল সে। পাহাড়ি খাঁজটা হলদে-সোনালি আলোয় ভরে উঠল।

বাইরে থামল দুটো ঘোড়া। ফিলের পিছু পিছু ভিতরে ঢুকল জোসেফ। দু'জনের পোশাকই এলোমেলো, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু।

আগুনের পাশে ধপ করে বসে পড়ল ফিল, আগুন পোহাতে লাগল। জোসেফ বসল কিছুটা দূরে, একটা বড় পাথরের উপর। জ্যাকের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়াতে ক্লান্ত হাসল সে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিলের দিকে তাকাল জ্যাক। সে কী জানতে চাইছে বুঝতে পারল ফিল। কিন্তু সে-ব্যাপারে কিছু বলল না। বরং পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কিলেনের কী খবর? আমরা যাওয়ার পর কিছু করেছে?'

হাঁটু ভাঁজ করে বসল জ্যাক। পকেট থেকে সিগার বের করে ধরাল। গত দু'দিনে এই এলাকায় যা যা ঘটেছে বলল ফিল আর জোসেফকে।

'ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছে,' সব শুনে মন্তব্য করল জোসেফ। 'আরও রক্ত ঝরবে কারসনের মাটিতে, দেখে নিয়ো।'

'খাওয়ার মতো কিছু আছে?' জ্যাককে জিজ্ঞেস করল ফিল।

শুকনো রুটি আর বেকন বের করে দিল জ্যাক। যার যার খাবার আগুনে সেঁকে খেয়ে নিল ওরা। দক্ষ হাতে চমৎকার কফি বানাল জ্যাক, পরিবেশন করল আগের মতো।

কফির মগ হাতে নিয়ে পাহাড়ের দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসল ফিল। পকেট থেকে পাইপ বের করতে করতে বলল, 'আমরা তিনজন। কার্নেগির পাঞ্চার ত্রিশ আর কিলেনের বিশ। যে-কোনও দলের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই হলে অ্যালান আর কলিনকে যেভাবে খুন করেছে মুলার, সেভাবে মরবো আমরা। বেঁচে থাকতে হলে শত্রুর সংখ্যা কমাতে হবে আমাদেরকে।' পাইপ ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানার পর বলল, 'কার্নেগি আর কিলেন এখন শত্রু। একজন আরেকজনকে খুন করতে চায়। আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেওয়া। খুনাখুনি করে মরবে ওরা, সংখ্যায় কমবে। তখন হামলা চালাবো আমরা।'

'কাজ শুরু করবে কীভাবে?' জানতে চাইল জ্যাক।

পাইপ নেভাল ফিল। কম্বল টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। 'প্রথমে দু'ঘণ্টা ঘুমাবো। ঘুম থেকে উঠে রওনা হবো।... জ্যাক, আগুনটা নিভিয়ে দাও।'

'কোথায় যাবে?' বালতি থেকে পানি নিয়ে আগুনে ছিটাতে ছিটাতে জিজ্ঞেস করল জ্যাক।

জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করল ফিল।

ভোর হয়নি তখনও, রাত বাকি রয়ে গেছে বেশ কিছুটা। ঘুম থেকে জাগল ফিল, ডেকে তুলল দু'সঙ্গীকে। হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল ওরা। রওয়ানা হলো ইউনিয়ন রানশের দিকে।

যে-টিলায় চড়ে রহস্যময় স্ট্রেঞ্জারকে দেখেছিল জ্যাক, সে-টিলার কাছে যখন পৌঁছাল ওরা তখন ভোরের ধূসর আলো একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছে রাতের আকাশ। ঘোড়ার গতি কমাল ওরা, বাকি পথটুকু দুলকি চালে এগিয়ে চলল। ইউনিয়নের ছেঁড়া তারকাঁটার বাইরে থামল কিছুক্ষণ পর। ঘোড়াগুলোকে দূরের একটা ঢালের আড়ালে নিয়ে গেল জোসেফ। ফিল আর জ্যাক বসে পড়ল একটা ঝোপের পাশে। শার্টের পকেট থেকে ফিল্ডগ্লাসটা বের করে ফিলকে দিল জ্যাক।

আলো জ্বলছে বাঙ্কহাউসে, কার্নেগির বাড়িতে। ভোরের আকাশের পটভূমিতে বাড়িটা এত বেশি আলোকিত দেখাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে সূর্য পুবাকাশে

boighar.com

নয়, কার্নেগির বাড়িতে উঠছে। ত্রিশজন পাঞ্চারের প্রায় সবাই জড়ো হয়েছে কোরালের সামনে। যার যার ঘোড়ায় স্যাডল পরাচ্ছে সবাই। প্রত্যেকের কোমরে হোলস্টার, স্যাডলবুটে রাইফেল। অপরিচিত এক পাঞ্চার স্যাডল পরাচ্ছে কার্নেগির ঘোড়াটাকে। বোঝা গেল, ওয়াকিং-এমে হামলা করতে যাচ্ছে ইউনিয়নের পাঞ্চাররা, কার্নেগির নেতৃত্বে। বাবুর্চি আর বেঁটেমতো এক পাঞ্চার হোলস্টার পরেনি, রাতের পোশাক পরেই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মানে, অন্যদের সঙ্গে যাবে না ওরা।

'তিন বনাম দুই,' বিড়বিড় করে বলল ফিল।

কথাটা জ্যাকের কান এড়াল না। অনুরোধ করার ভঙ্গিতে বলল, 'ফিল, বাবুর্চি ভালো লোক। ওর কোনও ক্ষতি কোরো না, প্লিয।'

'আমাদের কোনও ক্ষতি না করলে আমরাও ওকে কিছু বলবো না।'

'তুমি আসলে কী করতে চাইছ?'

'জোসেফ আসুক, তারপর বলি।'

পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল পিছনে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজির হলো জোসেফ। জানাল, ঘোড়াগুলোকে নিরাপদ জায়গায় রেখেছে, ইউনিয়ন থেকে বের হওয়ার রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে ফিল্ডগ্লাস ছাড়া দেখতে পাবে না জন্তুগুলোকে।

সংক্ষেপে দু'সঙ্গীকে বলল ফিল কী করতে চায় সে।

'যদি ধরা পড়ে যাই?' ফিলের কথা শেষ হওয়ামাত্র জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'পড়বো না,' আশ্বাস দিল জ্যাক। 'বাবুর্চির সঙ্গে যে-লোকটা আছে, সে হচ্ছে অলসদের রাজা। কার্নেগি চলে যাবার পর বেশি হলে এক-আধঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করবে– বাবুর্চিকে দেখাবে ঠিকমতো পাহারা দিচ্ছে, তারপর কোনও গাছের ছায়ায় আরাম করে শুয়ে ঘুমিয়ে যাবে। আর বাবুর্চি সোজা গিয়ে ঢুকবে রান্নাঘরে। কাজেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আর পড়লেও গুলি খেয়ে মরার ভয় নেই। কারণ বাবুর্চি সারাজীবন পাতিল আর খুন্তি নেড়েছে, পিস্তল-রাইফেলে হাতও দেয়নি।'

ইউনিয়নের উঠানের দিকে তাকাল ওরা তিনজন। চাপা একটা উত্তেজনা সব রাইডারের চোখেমুখে– যেন এধরনের কোনও ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে ছিল অনেকদিন, আজ সেটা ঘটতে যাচ্ছে জেনে সামলাতে পারছে না নিজেদের। সবসময় ক্লিনশেভড্ থাকা যার স্বভাব, সেই কার্নেগির গালে তিনদিনের না-কাটা দাড়ি, চেহারায় অস্বস্তি। মলিন একটা কালো শার্ট আর রংজ্বলা একটা নীল জিন্স পরেছে সে, পায়ের বুটজোড়া যে ধুলোয় ধূসরিত সেদিকে খেয়ালও নেই। ঘোড়ায় চড়ার আগে স্যাডলবুট থেকে রাইফেল বের করল সে। পরীক্ষা করে দেখল ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তারপর অস্ত্রটা রেখে দিল জায়গামতো। পাশে দাঁড়ানো ববকে চমকে দিয়ে ভয়ানক দ্রুত গতিতে ড্র করল হঠাৎ, কিন্তু ট্রিগার না টিপে পাঁচ আঙুলের কারসাজিতে

পিস্তলটা পাক খাওয়াল কয়েকবার, তারপর রেখে দিল হোলস্টারে। ফিতে বেঁধে উঠে পড়ল স্যাডলে। সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণ দিল রাইডারদের উদ্দেশ করে, তারপর স্পারের খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে। আগে বাড়ল তার বিশাল কালো স্ট্যালিয়ন। প্রথমে বব, পরে পঁচিশজন রাইডার অনুসরণ করল তাকে।

ওরা চলে যাওয়ার পর মিনিট বিশেক অপেক্ষা করল ফিল, তারপর চাপা গলায় বলল, 'ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো, জোসেফ, জলদি!'

উবু হয়ে দৌড় দিল জোসেফ। পাঁচ মিনিট পর শোনা গেল ওর নিচু, প্রলম্বিত শিস। ঘোড়াগুলো নিয়ে ঢালের উপর চড়েনি সে, নীচে দাঁড়িয়ে আছে।

ফিল্ডগ্লাসটা আরেকবার চোখে লাগাল ফিল। পুরো ইউনিয়ন রানশটা দেখে নিল একনজর। তারপর জ্যাককে নিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেল নীচে। বলল, 'এখান দিয়ে ঘোড়া নিয়ে ঢোকা যাবে না। হাতের কাছে রাখতে চাই ঘোড়াগুলোকে– যে-কোনও মুহূর্তে দরকার হতে পারে। ঢালের নীচ দিয়ে এগোবো আমরা। জ্যাক, তুমি আগে থাকবে। ঘুরপথে এগোবে। সময় একটু বেশি লাগবে, কিন্তু আশা করি ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়বে অলসদের রাজাটা।... লোকটার নাম কী?'

'টম।'

'হাতের টিপ কেমন টমের?'

'খারাপ না। তবে পিস্তলের চেয়ে রাইফেলে বেশি চালু সে।'

বিড়বিড় করে কিছু বলল জোসেফ, ঠিকমতো বোঝা গেল না।

ঢালটা তেমন উঁচু নয়, কিন্তু অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল ওরা। ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখল নিজেদের মাথা। টম দেখতে পেয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু করলে বিরাট বিপদ হবে।

মিনিট বিশেক চলার পর শুকনো একটা ছোট্ট নালার কাছে হাজির হলো ওরা। রানশের বর্জ্য একসময় এ-নালা দিয়ে বেরিয়ে আসত বাইরে। নালাটা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু দুর্গন্ধটা রয়ে গেছে হালকা ভাবে, সঙ্গে আছে মশা আর সুঁই-এর মতো চোখা, বেঁটে ঘাস। এতক্ষণ ঠিকমতোই চলছিল ঘোড়াগুলো, অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগল এখন; আরেকটু এগোনোর পর থেমে দাঁড়িয়ে ডেকে উঠল জোসেফের ঘোড়াটা। বিড়বিড় করে গাল দিল সে, দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ফিলের দিকে। সামনে তাকাল ফিল। দেখল, ঢালটা ক্রমশ উঁচু হয়েছে। ঘোড়ার গতি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিল সে।

ঢালের শেষমাথায় হাজির হলো ওরা কিছুক্ষণ পর। এখানে না আছে ঘাস, না কোনও ঝোপ– মাটি একেবারেই ন্যাড়া এদিকে। তারকাঁটার বদলে লম্বা কতগুলো কাঠ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বসিয়ে চারফুট উঁচু বেড়া বানানো হয়েছে। বেড়ার ভিতরে, রানশের সীমানায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঝোপঝাড়।

ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল ফিল। বেড়ার বাইরে বসে ফিল্ডগ্লাসটা লাগাল চোখে। এদিক-ওদিক দেখল কিছুক্ষণ। বাবুর্চি বা টম, কারোরই কোনও পাত্তা নেই। ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। কিছুটা পিছিয়ে গেল ঘোড়া নিয়ে।

boighar.com

তারপর জোরে খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। লাফিয়ে উঠে ছুট লাগাল জন্তুটা, বেড়ার কাছে এসে লাফ দিল। সহজেই ডিঙিয়ে চলে এল এপাশে। সঙ্গে সঙ্গে রাশ টানল ফিল। পিছনের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। চারপায়ে দাঁড়ানোমাত্র স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল ফিল, একহাতে লাগাম ধরে রেখে দৌড় দিল ফুট বিশেক দূরের একটা ঝোপের দিকে। সেখানে পৌঁছে স্যাডলবুট থেকে টেনে বের করল রাইফেল। অস্ত্রটা কার্নেগির বাড়ির দিকে তাক করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দু'সঙ্গীর দিকে। হাতের ইশারায় ভিতরে চলে আসতে বলল দু'জনকে।

ফিলের কায়দায় ইউনিয়নের সীমানায় ঢুকে পড়ল জ্যাক আর জোসেফ। আলাদা আলাদা দুটো ঝোপের আড়ালে লুকাল ওরা।

কার্নেগির বাড়িটা এখন মাত্র তিনশো ফুট দূরে। গজ দশেক দূরে একসারিতে কতগুলো কিশমিশের ঝোপ। রানশের সৌন্দর্য বাড়াতে কার্নেগি বাগান করতে চেয়েছিল একসময়, পরে ওর সাধ মিটে যাওয়ায় অযত্ন আর অবহেলার কারণে গাছগুলো এখন জট পাকিয়ে ঝোপে পরিণত হয়েছে। ওগুলোর কারণে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে কুকশ্যাক, একই কারণে দেখা যাচ্ছে না কোরালের অর্ধেকটাও।

উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল ফিল। হাতে রাইফেল নিয়ে ক্রল করে এগিয়ে চলল সামনে। কিছুদূর যাওয়ার পর থামল, জ্যাক আর জোসেফ আসছে না দেখে ইশারায় রওয়ানা হতে বলল ওদেরকে। ক্রল করে এগোতে আরম্ভ করল ওরাও।

ফিলই প্রথমে পার হলো কিশমিশের ঝোপগুলো। থামল সে, দম নেওয়ার ফাঁকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজল টমকে। কিন্তু দেখা নেই লোকটার। এগোতে যাবে, এমন সময় থমকে গেল হঠাৎ। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বাবুর্চি, উঁচু গলায় ডাকছে টমকে। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করল, সাড়া না পেয়ে ফিরে গেল নিজের কাজে। আবার আগে বাড়ল ফিল। ওর পিছু পিছু ক্রল করে এগোতে লাগল জ্যাক আর জোসেফ।

একসময় কার্নেগির বাড়ির পাশে এসে থামল ওরা। কাঠের দেয়াল ঘেঁষে বসল ফিল। দম নিল কিছুক্ষণ। তারপর পাশে বসা জ্যাককে বলল, 'সবগুলো জানালার পাল্লা ঠেলে উপরে তুলে দাও। আমি আর জোসেফ কাভার দিচ্ছি তোমাকে।' বাড়ির পাশে টিনের একটা চালার নীচে জড়ো করে রাখা জ্বালানী কাঠের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তোমার কাজ শেষ হলে আমি আর জোসেফ যাবো কাঠ আনতে। টম যেদিকে গেছে, সেদিকে রাইফেল তাক করে বসে থাকবে তুমি, কাভার দেবে আমাদের দু'জনকে।'

কার্নেগির বাড়ির চারদিকের দেয়ালের বাইরে জ্বালানী কাঠ ঠেস দিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলল ফিল আর জোসেফ। সবগুলো জানালার পাল্লা ঠেলে উপরের দিকে তুলে দিয়েছে জোসেফ আগেই। খোলা জানালা দিয়ে বেশ কিছু কাঠ ভিতরেও ফেলল ফিল আর জোসেফ। পকেট থেকে ম্যাচকাঠি বের করল ফিল, জিন্সে ঘষে আগুন জ্বালাল। একটা লাকড়িতে

আগুন ধরিয়ে লাকড়িটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারল ভিতরে। তিন-চার মিনিট অপেক্ষা করার পর উঁকি দিল। ভিতরের কিছু চ্যালা কাঠেও আগুন ধরে গেছে, ঘরটা ভরে যাচ্ছে ধোঁয়ায়, আর কিছুক্ষণ পর ছড়িয়ে পড়বে আগুন।

দৌড় দিল ফিল, ওকে অনুসরণ করল জ্যাক আর জোসেফ। কিশমিশের ঝোপগুলো পার হয়ে থামল ওরা। পকেট থেকে ফিল্ডগ্লাস বের করে একটা ঝোপের পাশে বসে পড়ল ফিল। তাকাল কার্নেগির বাড়িটার দিকে।

প্রতিটা জানালা দিয়ে গলগল করে বের হচ্ছে ধোঁয়া। আগুন ধরেছে ভালোমতোই। কুকশ্যাকের দিকে তাকাল ফিল। পিছনের বারান্দায় কাজ করছে বাবুর্চি, বাতাস বইছে ওর দিক থেকে, তাই কাঠ পোড়ার গন্ধ পাচ্ছে না সে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে আরও গাঢ় হলো ধোঁয়ার মেঘ। টমকে দেখা গেল এমন সময়। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে সে, একইসঙ্গে চেঁচাতে চেঁচাতে কী যেন বলছে বাবুর্চিকে উদ্দেশ করে। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেল বাবুর্চি। হাতের কাজ ফেলে ছুট লাগাল সে। কার্নেগির বাড়ির দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, যেন অদৃশ্য কোনও দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। তারপর সংবিৎ ফিরে পেল হঠাৎ করেই, দৌড় দিল আবার। কী করবে ভেবে না পেয়ে বাড়ির জ্বলন্ত দরজা দিয়ে বোকার মতো দৌড়ে ঢুকে গেল ভিতরে। একবার ইতস্তত করে ওর পিছু পিছু ঢুকল টম। চার-পাঁচ সেকেন্ড পরেই ছিটকে বেরিয়ে এল দু'জন– সমানে কাশছে আর দু'হাত দিয়ে এত জোরে চোখ ডলছে, যেন চোখগুলো কোটর থেকে টেনে বের করে ফেলতে পারলে শান্তি পায়।

বাবুর্চিকে উদ্দেশ করে কী যেন বলল টম। তারপর ছুটল বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে। আর বাবুর্চি দৌড় দিল কুকশ্যাকের দিকে। একটু পরই দু'বালতি পানি নিয়ে জ্বলন্ত বাড়িটার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। ততক্ষণে আগুন লেগে খসে পড়েছে দরজার পাল্লা, সেখান দিয়ে ভিতরে পানি ছুঁড়ে মারল ওরা। লাভ হলো না– একটুও কমল না আগুন।

হাত থেকে যার যার বালতি ছেড়ে দিল বাবুর্চি আর টম। বুঝতে পারছে এ-আগুন নেভাতে পারবে না তারা। এক পা এক পা করে পিছিয়ে নিরাপদ দূরত্বে এসে দাঁড়াল। অসহায়ের মতো তাকিয়ে দেখতে লাগল চোখের সামনে পুড়ে ছাই হচ্ছে কার্নেগির বাড়িটা।

'যার যার ঘোড়ায় চড়ো,' দু'সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলল ফিল। 'ধোঁয়া এত বেড়ে গেছে যে অনেকদূর থেকে দেখা যাবে। এতক্ষণে হয়তো দেখেও ফেলেছে কার্নেগি। আমি নিশ্চিত, ওয়াকিং এমকে শ্মশান বানানো বাদ দিয়ে ছুটে আসছে ওর রানশে কারা আগুন লাগাল দেখতে।'

কিশমিশের ঝোপ পার হয়ে ঘোড়ায় চড়ল ওরা। ফিল বলল, 'এবার ঘুরপথে ওয়াকিং এমে যাবো। কার্নেগির বাড়ি পুড়িয়েছি, শান্তিতে থাকতে দেবো না কিলেনকেও।'

সারাদিন ঘোড়া ছোটাল ওরা। শেষ-বিকেলে হাজির হলো ওয়াকিং এমের সীমানায়। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল ফিল। স্যাডল ছেড়ে নামল, ক্লান্ত জন্তুটাকে

boighar.com

লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল কাছের একটা ওয়াটারহোলের দিকে। পিছনে পড়ে গেছে জ্যাক আর জোসেফ, ওদের জন্য অপেক্ষা করল সে।

কিছুক্ষণ পর ওয়াটারহোলের কাছে হাজির হলো ওরা। স্যাডল ছেড়ে নেমে ফিলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল দু'জনই।

'ছড়িয়ে পড়বো আমরা,' বলল ফিল। 'বিপদ টের পেয়ে গেছে কিলেন, পাহারা দিতে লোক লাগিয়ে দিয়েছে সে মনে হয়। এসব পাহারাদারদের খুঁজে বের করবে। যেদিকে আছে ওরা, সেদিকে যাবে না, অন্য কোনও দিক দিয়ে চড়াও হবে ওয়াকিং এমের ওপর। কীভাবে কী করতে হবে আসার সময় বলেছি, মনে রেখো।... এর আগে যে-ঢালে চড়ে রানশের ওপর নজর রেখেছিলাম, কাজ শেষে সেখানেই দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

উত্তরদিকে রওয়ানা হলো জ্যাক। জোসেফ গেল দক্ষিণে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ফিল, বুক ভরে দম নেওয়ার সুযোগ দিল ঘোড়াটাকে। ওয়াকিং এমের কোথায় কী আছে মনে করার চেষ্টা করল, নিজে কিলেন হলে কোথায় কোথায় পাহারা বসাত ভাবল। তারপর লাগাম ধরে টেনে ওয়াটারহোলের কিনার থেকে সরিয়ে আনল ঘোড়াটাকে। স্যাডলে চড়ে রওয়ানা হলো যে-রাস্তাটা সোজা রানশের দিকে গেছে, সেদিকে।

রানশের সীমানার ভিতরে না ঢুকে আড়াআড়িভাবে রাস্তাটা পার হলো সে। সামনে ঘন একটা জঙ্গল: ওক, পাইন আর রডোড্রেনডনে ভরা। সেখানে ঢুকে পড়ল ফিল। ওয়াকিং এমকে কেন্দ্র ধরে নিয়ে মনে মনে একটা অর্ধবৃত্ত কল্পনা করল, ডালপালা আর কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলল সে-অনুযায়ী। খেয়াল করল, ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে এবড়োখেবড়ো মাটি। জঙ্গলের শেষমাথায় যখন পৌঁছাল সে, তখন সমতল জমি প্রায় দেড়শো ফুট নীচে।

স্যাডল ছেড়ে নামল ফিল। ফুট তিনেক সামনে পাইনের প্রাকৃতিক দেয়াল, সেটার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকাল নীচের উপত্যকার দিকে।

বড় বেমানান দেখাচ্ছে ন্যাড়া রাস্তাটা– কেউ যেন জোর করে সমতল জমিতে বসিয়ে দিয়েছে। কিছুদূর পরপর বাঁক নিয়ে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে ওয়াকিং এমের দিকে। রানশের সীমানায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে কিছু গাছপালা আর ঝোপঝাড়। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়া। তবে জন্তুটাকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না, লেজটা শুধু দেখা যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরোহীকে খুঁজল ফিল, কিন্তু মিনিট দুয়েক চেষ্টা করেও দেখতে পেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে পাইপ বের করতে যাবে, এমন সময় ধোঁয়ার সরু রেখাটা ধরা পড়ল চোখের কোনায়।

চালাকি করেছে লোকটা। যেখানে ঘোড়া রেখেছে, তার চেয়ে যথেষ্ট দূরের ঘন একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছে নিজে। সিগারেট না খেয়ে থাকতে পারে না বোধহয়, তাই বিপদ হবে না ভেবে নিয়ে এইমাত্র ধরিয়েছে একটা। বোকামি করেছে– সিগারেট না ধরালে শেষ-বিকেলের মরা আলোয় ফিল বুঝতেও পারত

না কোথায় আছে লোকটা।

মুচকি হাসল ফিল, হাত সরিয়ে নিল শার্টের পকেট থেকে। কখনও কখনও ধূমপান বিপদ ডেকে আনতে পারে, মনে মনে বলল নিজেকে। নিজের লোকদের পাহারায় পাঠিয়ে ঠিক কাজটাই করেছে কিলেন; কার্নেগির মতো মাথা গরম করে বেপরোয়া হয়ে নিজেকে বাঁচাতে হামলা চালাতে যায়নি।

আসার সময় যেমন ঢাল পার হয়ে এসেছে, এদিক দিয়ে নামতে হলে তেমনই ঢাল পার হতে হবে, দেখল ফিল। তার মানে উঁচু আর চওড়া একটা টিলার প্রায় পুরোটা জুড়ে তৈরি হয়েছে এই জঙ্গল। কিন্তু সামনের ঢাল বেয়ে নামা যাবে না, অন্তত সোজাসুজি তো নয়ই– যে-পজিশনে আছে পাহারাদার লোকটা সহজেই দেখে ফেলবে। ঘোড়া নিয়ে বেশ কিছুটা ডানে, উত্তর-পুব দিকে সরে এল ফিল। তারপর নামতে আরম্ভ করল ঢাল বেয়ে। টের পেল, অনেকখানি সরে যাচ্ছে জ্যাক আর জোসেফের থেকে, কিন্তু পাহারাদারের চোখ এড়াতে হলে আর কোনও উপায় নেই।

সমতল মাটিতে নামার পর পশ্চিম দিকে এগোল সে। মাইল দুয়েক ঘুরে একটা মরা নদীর বেসিন পার হলো। পুরোটা পথ ধীর গতিতে ছোটাল ঘোড়াকে– যথেষ্ট ধকল গেছে জন্তুটার উপর দিয়ে, ওয়াকিং এমে পৌঁছানোর আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাড়া খেলে জোরে ছুটতে পারবে না। বেসিনের শেষমাথায় পৌঁছে রাশ টানতে হলো ওকে। বিশ কি পঁচিশ গজ দূরে হঠাৎ করে শুরু হয়েছে ওয়াকিং এম, পাথরের থামে মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বসানো মোটা বাঁশ রানশের সীমানা নির্দেশ করছে। মধ্যের জমিটুকু একেবারে উলঙ্গ– একটা ঝোপ পর্যন্ত নেই।

বামে তাকাল ফিল। সেই পাহারাদারের ঘোড়াটা যে-গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে, সে-গাছটা চোখে পড়ে কি পড়ে না। কাজেই পিছনের কালচে-বেগুনি আকাশের পটভূমিতে গোধূলির ম্লান আলোয় ফিল্ডগ্লাস দিয়েও পাহারাদার ওকে দেখতে পাবে কি না সন্দেহ আছে।

স্যাডল ছেড়ে নামল ফিল। সময় নিয়ে পাইপ ধরাল। স্যাডলবুট থেকে বের করল রাইফেল। জ্যাক আর জোসেফ এতক্ষণে পজিশন নিয়ে ফেলেছে মনে হয়, ওর সিগনালের জন্য অপেক্ষা করছে হয়তো। একটানা পাইপ টানল সে, তামাক ফুরিয়ে যাওয়ার পর পাইপটা নিভিয়ে রেখে দিল শার্টের পকেটে। স্যাডলবুটের পাশে ঝোলানো বুলেটের থলেটা খুলে নিল, ঝোলাল কাঁধে। ঝেড়ে দৌড় দিল এরপর। ওয়াকিং এমের বেড়ার কাছে পৌঁছে থামল।

উঁচু আর মোটা একটা থামের আড়ালে বসে পড়ল সে। বেড়ার ওপাশে রানশের চমৎকার ঘেসোজমি, একশো-সোয়াশো গজ দূরে মেইন বিল্ডিং, তারপর একসারিতে কোরাল, বার্ন, আউটহাউস, কুকশ্যাক আর পাঞ্চারদের বাঙ্কহাউস। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে ল্যাম্পের ভুতুড়ে কিছু আলো ছাড়া প্রাণের আর কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না আপাতত।

থামের গায়ে হেলান দিল ফিল। আরাম করে বামহাত রাখল একটা বাঁশের

boighar.com

উপর। রাইফেল ঠেকাল কাঁধে, বামহাতের তালুতে রাখল রাইফেলের নল, তারপর সময় নিয়ে নিশানা করল আউটহাউসের একটা জানালার দিকে। একটু পর টান দিল ট্রিগারে।

টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল রাতের নীরবতা। একইসঙ্গে ভাঙল জানালার কাচ। এতদূর থেকেও শোনা গেল সেই শব্দ। বাঙ্কহাউস থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল ওয়াকিং এমের এক পাঞ্চার। যখন যেদিকে খুশি সেদিকে লক্ষ্য করে রাইফেলের ট্রিগার টানতে লাগল ফিল। নিজেকে বাঁচাতে লাফ দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল পাঞ্চার। যখন বুঝল ওকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালানো হচ্ছে না, তখন আরেক লাফে উঠে দাঁড়াল, যত জোরে পারে ছুটে গিয়ে ঢুকল বাঙ্কহাউসে।

বুলেট শেষ হলো ফিলের রাইফেলের। থলেটা নিজের দিকে টেনে নিল সে। একহাতে রাইফেল, আরেকহাতে থলেটা নিয়ে ক্রল করে জায়গা পাল্টাল তাড়াতাড়ি। কান খাড়া করে আছে সে, আরও দুটো রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাবে যে-কোনও সময়।

আরেকটা থামের আড়ালে পজিশন নিল সে। ঠিক তখনই দূরে কোথাও গর্জে উঠল একটা রাইফেল। আওয়াজটা খেয়াল করল ফিল। স্বাভাবিকের চেয়ে যথেষ্ট ভারী। তার মানে এখন গুলি চালাচ্ছে জ্যাক।

মৃদু আরেকটা শব্দ শোনা গেল কাছেই কোথাও। এটাও রাইফেলের আওয়াজ, কিন্তু আগেরটার মতো ভারী নয়। অর্থাৎ, গুলি চালাতে শুরু করেছে জোসেফও। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল ফিল, রিলোড করে নিল নিজের রাইফেল। এবার আগের চেয়েও বেশি সময় নিয়ে নিশানা করল। তারপর টানতে লাগল ট্রিগার। ওয়াকিং এমের ভুতুড়ে আলোগুলো নিভে যেতে লাগল একটা একটা করে।

বিরাট হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে রানশে। পাঞ্চারদের আহাজারি শুনে মনে হচ্ছে দোজখ হয়ে গেছে যেন। পিস্তল বা রাইফেল– হাতের সামনে যে যেটা পাচ্ছে, নিয়ে বের হয়ে আসছে বাইরে। ক'জন তাদের উপর হামলা করেছে জানার দরকার মনে করছে না, যে যেদিকে পারে নিশানা করে গুলি চালাচ্ছে। রানশের উঠানে এখন শুধু আগুনের ফুলঝুরি– অস্ত্রের জোরে নিজেদের বিপদ ঠেকানোর শেষ চেষ্টা করছে যেন পাঞ্চাররা।

ফিলের দশ-পনেরো হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটগুলো। কোনও কোনওটা আঁচড় কাটছে দূরের কোনও থামে, আনাড়ির শিসের মতো আওয়াজ আসছে একটু পরপর।

রাইফেল আবার রিলোড করল ফিল। মেইন বিল্ডিং-এর সবগুলো জানালার কাচ ফুটো করল। তারপর শুয়ে পড়ল মাটিতে, ক্রল করে হাজির হলো ঘোড়ার কাছে। এত গুলির আওয়াজে অস্থির হয়ে উঠেছে জন্তুটা, নিরাপদ কোনও জায়গায় যাওয়ার জন্য ছটফট করছে। স্যাডলে উঠে বসল ফিল, এর আগে যে-ঢালে চড়ে রানশটার উপর নজর রেখেছিল, হাজির হলো সেখানে। খেয়াল

করল, ভারী বা হালকা, কোনও রাইফেলের শব্দই শোনা যাচ্ছে না আর। তার মানে, ফিরে আসছে জ্যাক আর জোসেফও।

পাঁচ মিনিট পর হাজির হলো জোসেফ। আরও পাঁচ মিনিট পর জ্যাক। জ্যাকের কাছ থেকে ফিল্ডগ্লাসটা নিয়ে ব্লানশের দিকে তাকাল ফিল।

আকাশে তারা ফুটছে, সেই ম্লান আলোতে ওয়াকিং এমকে দেখাচ্ছে কবরস্থানের মতো। কোথাও কিছু নড়ছে না, দেখে বোঝার উপায় নেই মাত্র পনেরো-বিশ মিনিট আগে নরক গুলজার হয়েছিল সেখানে। ভয় পেয়েছে কিলেন, ভয় পেয়েছে তার পাঞ্চাররাও। ওদের মধ্যে যারা দুয়ে দুয়ে যোগ করে চার মেলাতে পারে না, তাদেরও বুঝতে পারার কথা কে কেন হামলা চালিয়েছে রানশটার উপর। লোকগুলো এখন স্নায়ুছেঁড়া উত্তেজনায় ভুগছে, কল্পনার চোখে দেখতে পেল ফিল।

এবং এটাই চেয়েছিল সে। কার্নেগির বাড়ি পুড়িয়েছে, কিন্তু কার্নেগি ভাববে কাজটা কিলেনের; সুতরাং আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্কটা এখন দেখামাত্র খুনের পর্যায়ে চলে যাবে। এদিকে কিলেন বুঝতে পেরেছিল, একদিন না একদিন তার উপর হামলা করবে কার্নেগি, তাকে ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত ছিল সে; কিন্তু কড়া পাহারা সত্ত্বেও হামলা হয়েছে, তাই কিলেনও এখন কোনও ছাড় দেবে না কার্নেগিকে। লড়াই এবার হবেই কার্নেগি আর কিলেনের মধ্যে। এবং যতদূর মনে হয়, কার্নেগিই প্রথম আক্রমণ চালাবে। হয়তো আজ রাতেই। কিংবা আগামীকাল ভোরে।

একমিনিট দশমিনিট করে একঘণ্টা তারপর দু'ঘণ্টা পার হলো, অথচ এল না কার্নেগি। যেন উঠবো কি উঠবো না ভাবতে ভাবতে আকাশে ক্ষয়া চাঁদটা দেখা দিল, ফ্যাকাসে আলোয় আরও রহস্যময় হলো রাতের আঁধার। স্যাডলব্যাগ থেকে শুকনো কিছু খাবার আর ক্যান্টিনটা নিয়ে এল জোসেফ। তিনজনে মিলে ভাগ করে খেল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে। অনেক দূর থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের প্রতিধ্বনি বয়ে আনল রাতের বাতাস, চঞ্চল হয়ে উঠল ওরা তিনজন, কিন্তু শব্দটা হঠাৎ করে মরে যাওয়ায় বুঝল, বুনো ঘোড়ার একটা পাল দিক ভুল করে কাছে এসে পড়েছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে ঠিক জায়গায়।

গভীর থেকে গভীরতর হলো রাত। এল না কার্নেগি। মশা মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল জোসেফ। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শুয়ে পড়ল জ্যাকও। কার্নেগি এলে লড়াই হবে, আর লড়াই হলে গুলির আওয়াজে ঘুম ভাঙবে ভেবে নিয়ে চোখ বন্ধ করল ফিল।

যখন চোখ খুলল সে, আকাশ থেকে তখন বিদায় নিয়েছে চাঁদ-তারা। দক্ষ কোনও শিল্পীর খেয়ালি তুলির আঁচড়ে পুব দিগন্তের একটা কোণ সাদা হয়ে আছে যেন। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে পাইন আর ওকের সতেজ ঘ্রাণ, সেইসঙ্গে মৃদু অথচ অতি-পরিচিত একটা আওয়াজ– বুনো ঘোড়ার পাল আবার দিক ভুল করেছে বোধহয়।

লাফিয়ে উঠে বসল ফিল। রাইফেলটা টেনে নিল নিঃশব্দে। ফিল্ডগ্লাস

boighar.com

লাগাল চোখে, তাকাল মাইল পাঁচেক দূরের উপত্যকার দিকে। অস্পষ্ট আলোয় একদল রাইডারকে দেখা গেল, কিন্তু লোকগুলো এগিয়ে আসছে, নাকি চলে যাচ্ছে, বোঝা গেল না।

একটু পরই ফিল বুঝতে পারল কী ঘটছে আসলে। ছড়িয়ে পড়ছে রাইডাররা, ধীরে ধীরে ঘেরাও করে ফেলছে ওয়াকিং এম। দশ মিনিট লাগল কাজটা করতে। তারপর হঠাৎ করেই, ফিলকে চমকে দিয়ে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। ভোরের ধূসর আকাশটা ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় ছিল যেন– গুড়ুম গুড়ুম শব্দে একের পর এক রাইফেল গর্জাতে লাগল তীব্র রোষে।

কোনও এক রহস্যজনক কারণে চুপ করে আছে কিলেন আর তার লোকরা, আক্রমণের জবাব দিচ্ছে না। সুযোগটা নিল কার্নেগি, রানশের ভিতরে ঢুকে পড়তে বলল তার পাঞ্চারদের। বার্ন, আউটহাউস আর কোরালের কোনায় পজিশন নিল লোকগুলো। মেইন বিল্ডিং আর বাঙ্কহাউস লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল সমানে। কোনও সুযোগই দিতে চাইছে না কিলেনের লোকদেরকে; যে-হারে গুলি চালাচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে কিলেন আর তার পাঞ্চারদেরকে শুধু খুন করতে আসেনি তারা, লাশগুলোকে কিমা বানানোও তাদের দায়িত্ব।

গুলির আওয়াজ আরও বাড়ল। এতক্ষণে জবাব দিতে আরম্ভ করেছে কিলেনের লোকরা। সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে ছিল তারা, কাছে আসার সুযোগ দিয়ে সহজ টার্গেট বানিয়েছে কার্নেগির লোকদেরকে, মূল্যবান অনেক বুলেট নষ্ট করিয়েছে। এবার পাল্টা হামলা চালাচ্ছে।

বাঙ্কহাউসের পিছনে পাথর দিয়ে বাঁধাই করা বিশাল একটা চৌবাচ্চা, সেটার আড়ালে লুকিয়ে আছে কিলেনের কিছু পাঞ্চার। চৌবাচ্চাটা এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে বার্নের তিনটা কোণই সহজে দেখা যায়। এই তিন কোণে পজিশন নেওয়া কার্নেগির লোকরা যখন বুঝতে পারল চৌবাচ্চার আড়ালে লুকিয়ে থাকা শত্রুদের সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছে, তখন করার আর কিছু থাকল না তাদের। শক্তিশালী রাইফেলের ভারী বুলেটে বুক-পেট ফুটো হলো বেশিরভাগেরই। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর সরে পড়ার চেষ্টা করল দুয়েকজন, ফল হলো আরও খারাপ– ওদেরকে ঝাঁঝরা করে দিল চৌবাচ্চার আড়ালের লোকগুলো। মেইনবিল্ডিং-এর কাচহীন জানালাগুলোয় হঠাৎ উদয় হলো কিলেনের কয়েকজন পাঞ্চার। দূরত্ব কম, তাই রাইফেলের বদলে পিস্তল ব্যবহার করছে এরা। আশানুরূপ ফল পেল– বার্নের কোণে কার্নেগির যতজন পাঞ্চার পজিশন নিয়েছিল, সবাই মারা গেল।

আউটহাউস আর কোরালের কোনায় পজিশন নেওয়া কার্নেগির লোকগুলো ঘাবড়ে গেল। রাইফেলের নল ঘুরিয়ে নিল তাদের অনেকেই, চৌবাচ্চা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। সুযোগ পেয়ে গেল মেইনবিল্ডিং-এর জানালায় দাঁড়ানো কিলেনের লোকরা। পিস্তলের বদলে রাইফেল নিল তারা, রানশের বেড়ার বাইরে দাঁড়ানো কার্নেগির লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালাতে

লাগল। পাথরের থামের পিছন থেকে উঁকি দিয়ে রানশের ভিতরে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করছিল কয়েকজন, দুয়েকজন হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে উঠে আর নড়ল না, বাকিরা অদৃশ্য হলো থামের আড়ালে।

বাঙ্কহাউসের জানালা আর দরজায় আগুনের হঠাৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। এতক্ষণ ভিতরে লুকিয়ে ছিল কিলেনের বেশিরভাগ পাঞ্চার, কার্নেগির লোকরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে গুলি করতে আরম্ভ করেছে। বিভ্রান্ত হয়ে গেল কার্নেগির লোকরা, কী করবে বুঝতে পারার আগেই কয়েকজন মরল গুলি খেয়ে।

অবস্থা ভালো না কার্নেগির লোকদের। বাধা না পেয়ে অতি উৎসাহে রানশের ভিতরে ঢুকেছে, এখন শত্রুর গুলি থেকে বাঁচার মতো প্রয়োজনীয় আড়াল পাচ্ছে না। রানশের বেড়ার কাছে পজিশন নেওয়া সহযোদ্ধারাও ঠিকমতো জবাব দিতে পারছে না। তাই কার্নেগি এখন দলে ভারী হয়েও কোণঠাসা।

হঠাৎ পাল্টে গেল অবস্থাটা। বুলেটের শব্দের চেয়ে বহুগুণে জোরালো আওয়াজ হলো একটা, থরথরিয়ে কেঁপে উঠল মাটি, একইসঙ্গে লালচে-কমলা অত্যুজ্জ্বল একটা আলো দেখা গেল বাঙ্কহাউসের সামনে। ধুলোয় ঢেকে গেল রানশের একপাশ। থেমে গেল গোলাগুলি, যেন কী হয়েছে বুঝেও বুঝতে পারছে না কেউ।

বেড়ার বাইরে পজিশন নেওয়া কার্নেগির লোকদের কেউ ডিনামাইট ছুঁড়ে মেরেছে মেইনহাউস লক্ষ্য করে। ধুলো সরে যাওয়ার পর দেখা গেল একদিকের দেয়াল উধাও, ছাদের কাঠে আগুন ধরে গেছে, কার্নেগির যেসব পাঞ্চার রানশের ভিতরে ছিল, তারা সুযোগ বুঝে পালিয়েছে, চলে গেছে বেড়ার বাইরে নিরাপদ জায়গায়। একেকটা থামের আড়ালে কমপক্ষে দুটো মাথা দেখা যাচ্ছে।

আবার ডিনামাইট ছুঁড়ল কেউ, এবার বার্ন লক্ষ্য করে। বিস্ফোরণের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই দেখা গেল আগুন ধরে গেছে বার্নে। আগুনটা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না। বার্নের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল কিলেনের কয়েকজন পাঞ্চার, বাঁচার জন্য দৌড়ে বাইরে চলে এল তারা। কিন্তু বাঁচতে পারল না– থামের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে এল তাদের দিকে, লুটিয়ে পড়ল সবাই।

আরও বাড়ল মেইনহাউসের আগুন। ধুলো, ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে ওয়াকিং এম এখন নরক। বোঝাই যাচ্ছে মেইনহাউসের ভিতরে আটকা পড়েছে কিলেনসহ আরও কয়েকজন– গুলি খেয়ে মরার ভয়ে বাইরে আসতে পারছে না। চৌবাচ্চার আড়ালের লোকগুলো মোটামুটি সুবিধাজনক পজিশনে আছে, কার্নেগির পাঞ্চারদের লক্ষ্য করে মাঝেমধ্যে গুলি করছে তারা। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না– হয় পাথরের থামে আঁচড় কাটছে, না হয় বাঁশে বিঁধছে বুলেট, অক্ষতই থাকছে কার্নেগির পাঞ্চাররা।

জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করল জোসেফ। 'কিলেন দেখি একেবারে

boighar.com

কচুকাটা হয়ে গেল।'

'হুঁ,' গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল ফিল। 'ওকে মরতে দেয়া যাবে না। আমাদের স্বার্থেই বাঁচাতে হবে।... চলো আমার সঙ্গে।' একহাতে রাইফেল আরেকহাতে বুলেটের থলেটা নিয়ে দৌড় দিল সে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জ্যাক আর জোসেফ। তারপর ফিলের পিছু পিছু দৌড় দিল ওরাও।

ঢাল বেয়ে নামল ফিল। রানশের বেড়া থেকে ত্রিশ গজ সামনে কয়েকটা বোল্ডার আর অজায়গায় গজিয়ে ওঠা কয়েকটা ক্যাকটাস গাছ, একদৌড়ে সেগুলোর আড়ালে গিয়ে থামল সে। ওর দিকে পিছন ফিরে আছে কার্নেগির সব পাঞ্চার, তাই দেখতে পাবে না ওকে।

জ্যাক আর জোসেফ পাশে এসে দাঁড়াল কিছুক্ষণ পর। ওদের উদ্দেশে কিছু বলতে যাচ্ছিল ফিল, বেড়ার কাছ থেকে বুলেটের আওয়াজ ভেসে আসায় থেমে গেল, ক্যাকটাসের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল কী হচ্ছে রানশে।

মেইনবিল্ডিং-এর ভিতরে টিকতে না পেরে দৌড়ে বাইরে এসেছিল কিলেনের দু'জন লোক, ইচ্ছা ছিল ওয়্যাগন শেডের আড়ালে লুকাবে। পারেনি–গুলি করে তাদেরকে শুইয়ে দিয়েছে কার্নেগির পাঞ্চাররা।

রাইফেলে বুলেট ভরল ফিল, সাবধানে নিশানা করে টিপে দিল ট্রিগার। কার্নেগির এক পাঞ্চারের বুটের তলা খসাল বুলেট। চমকে লাফিয়ে উঠল লোকটা, কী ব্যাপার বোঝার জন্য ঘুরে তাকাল পিছনে। বোকামি করল, ভুলে গেল কিলেনের পাঞ্চারদের সহজ নিশানায় পরিণত হয়েছে। ফিলদেরকে দেখতে পেল সে। সঙ্গীদেরকে কিছু বলার জন্য মুখ খুলল। ঠিক তখনই গুলি হলো রানশের ভিতর থেকে। আরেকবার চমকে উঠল লোকটা, ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল চেহারা। হাত থেকে ছুটে গেল রাইফেল, মাটিতে পড়ে গিয়ে কিছু একটা খামচে ধরতে চেয়েও পারল না, মারা গেল।

এবার গুলি করতে আরম্ভ করল জ্যাক আর জোসেফ। কার্নেগির পাঞ্চাররা হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, তাদেরকে লক্ষ্য করে রানশের বাইরে থেকে গুলি করছে কারা যেন। প্রাণ বাঁচাতে থামের আড়াল ছেড়ে বের হলো তারা, যে যেদিকে পারল দৌড়ে পালাল।

ওয়াকিং এমের মেইনবিল্ডিং-এ লুকিয়ে থেকে সব দেখছিল কিলেন। অবস্থা মোটামুটি নিরাপদ বুঝতে পেরে আর দেরি করল না সে। সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এল। চৌবাচ্চার আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাঞ্চারদের উদ্দেশে চিৎকার করে কী যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লোকগুলো, সমানে গুলি চালাতে লাগল কার্নেগির পাঞ্চারদের লক্ষ্য করে। এই ফাঁকে কয়েকজনকে নিয়ে কোরালে গিয়ে ঢুকল কিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এল তারা। স্যাডলে বসে থেকেই একনাগাড়ে গুলি করতে লাগল কার্নেগির পাঞ্চারদের দিকে। এবার চৌবাচ্চার আড়ালের লোকগুলো দৌড় দিয়ে ঢুকল কোরালে। এরা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে আসামাত্র রানশের পিছনদিকের বেড়ার উদ্দেশে ঘোড়া

ছোটাল সবাই।

পালাচ্ছে কিলেন, বুঝতে পারল ফিল। এ-ও বুঝতে পারল, নিরাপদে পালাতে দিতে হবে কিলেনকে। তাই রাইফেল রিলোড করল সে। রানশের বাইরের ঝোপঝাড় আর ছোটবড় পাথরের চাঁইগুলো লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল একটানা। থলে থেকে মুঠো মুঠো বুলেট বের করল জ্যাক আর জোসেফ, রাইফেল রিলোড করে গুলি করতে লাগল ওরাও। যখন বুঝতে পারল এত কাছ থেকে রাইফেলের সহজ নিশানায় পরিণত হতে চাইছে না কার্নেগির পাঞ্চাররা, তখন গুলি করতে করতে পিছাতে লাগল ওরা তিনজন। টিলার কাছে পৌঁছে গেল একসময়।

এবার উঠে দাঁড়াল কার্নেগির পাঞ্চাররা। কিলেন পালিয়েছে টের পেতে মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড নষ্ট হয়ে গেল তাদের। তারপর হঠাৎ করেই আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সবাই। ফিলদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করতে লাগল।

কিন্তু ততক্ষণে টিলার অন্যপ্রান্তে এসে পড়েছে ফিলরা। তাই কোনও ক্ষতি হওয়া তো দূরের কথা, একটা বুলেটও ওদের ধারেকাছে দিয়ে গেল না। অস্থির হয়ে ওঠা ঘোড়া তিনটার কাছে নিরাপদেই পৌঁছাতে পারল ওরা, স্যাডলে চড়েই যার যার ঘোড়ার পেটে বুটের গোড়ালি দিয়ে খোঁচা মারল। যেন এই নীরব আদেশেরই অপেক্ষায় ছিল জন্তুগুলো, তুমুল গতিতে ছুট লাগাল।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে ফিলের পাশাপাশি হলো জ্যাক আর জোসেফ। চেঁচিয়ে বলল জোসেফ, 'কার্নেগির কাজটা দেখলে? ডিনামাইট ফাটিয়ে দিল ওরই একসময়ের ডানহাত কিলেনের রানশে!'

'দু'পক্ষের অনেকেই মরল দেখলাম,' বলল জ্যাক।

'কার্নেগির পাঞ্চার এখন পনেরো আর কিলেনের আট,' বলল ফিল, 'গুনেছি আমি।'

বাতাসের ছোবলে এলোমেলো হয়ে যাওয়া হ্যাট সামলাতে সামলাতে জোসেফ বলল, 'একবার লড়েই অর্ধেক হয়ে গেছে দু'দল।'

মাথা ঝাঁকাল ফিল।

বিশ

পুরো পাল্টে গেছে কারসন সিটি। সপ্তাহখানেক আগে যা ছিল, তার সঙ্গে এখন আকাশ-পাতাল তফাৎ।

শয়ে শয়ে মানুষ রাস্তাঘাটে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে সবাই। আগে যেখানে ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা পরপর একটা করে ওর-ওয়্যাগন চলত, সেখানে এখন দশ-পনেরো মিনিট পরপর চলছে। রাস্তা থেকে লোক সরাতে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে ওর-ফ্রেইটাররা। মাল বেচতে বেচতে আক্ষরিক অর্থেই লাল হয়ে গেছে

boighar.com

কার্টলি, গোল্লায় গেছে স্টিভেন্সের আইন পড়া। অন্য স্টোরকিপাররাও দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে আর স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে স্ট্রেঞ্জার হাজির হচ্ছে শহরে; ঘোড়ায় চড়ে প্যাকহর্স সঙ্গে নিয়ে একাকী শহর ছাড়ছে তাদের কেউ, আবার কেউ কেউ যাচ্ছে দল বেঁধে। সবার গন্তব্য একটাই– শহরের বাইরের পাহাড়ি এলাকা। প্রথমে যা ছিল গুঞ্জন, পরে সেটা হয়েছে গুজব, আর এখন তো সবার মুখে এক কথা– সোনা পাওয়া গেছে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে। শুরু হয়েছে গোল্ডরাশ।

একসময় এই ক্যানিয়ন ছিল বেনামী, বুনো, রুক্ষ, পানিশূন্য আর জনমানবহীন। আজ এর অনেক নাম। যারা বেরসিক, তারা বলে, "ডেলাওয়ারি ক্যানিয়ন"; যারা লোভী, তারা একে বলে "গোল্ড ক্যানিয়ন"; আর যাদের বুক ভরা আশা, তারা এর নাম দিয়েছে, "ফরচুন ক্যানিয়ন"। আজ এখানে মানুষের, বিশেষ করে পুরুষের অভাব নেই; ঘোড়া গাধা আর খচ্চরও আছে অনেক। যে যে-জায়গায় যেভাবে পেরেছে শ্যাক বানিয়েছে, এখানে-সেখানে মালপত্রের স্তূপ আর ওয়্যাগনের সারি; কোথায় কখন কোন্ ব্যবসা করলে পকেট ভারী হবে জানে এমন দু'তিনজন রাহারি নামের সেলুন খুলেছে, নিষিদ্ধ পেশার নারীদের আনাগোনা বাড়ছে দিন দিন, এটা-সেটা নিয়ে কখনও কখনও হাতাহাতি করছে কিংবা ঝগড়াটা বেশি হলে ডুয়েল লড়তে উত্তপ্ত বেলেমাটির উপর দাঁড়িয়ে যাচ্ছে প্রসপেক্টরদের কেউ কেউ, এবং সোনা খুঁজতে এসে লাশ হয়ে পড়ে থাকছে নদীতীরের মাটির নীচে। অদৃশ্য কোনও জাদুকরের হঠাৎ এক তুড়িতে এ-ক্যানিয়ন যেন পরিণত হয়েছে উপশহরে।

শুকিয়ে আসা নদীটার দু'তীরের জমি যারা নিজেদের নামে রেজিস্টার করিয়েছে, তাদের কেউ কেউ প্রসপেক্টিং-এর কষ্টটা করছে না। খুঁজে বেড়াচ্ছে কাদের চোখ অতি লোভে চকচক করছে। সেরকম কাউকে পেলে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে চড়া দামে বিক্রি করছে নিজেদের ক্লেইম। দালাল আর প্রতারকরাও আছে আড়ালে-আবডালে, সুযোগ বুঝে টু-পাইস কামিয়ে নিচ্ছে বিনা পুঁজিতে। শহরের যেসব ভদ্রলোক কোনওদিন জুয়া খেলেনি, তারাও সশরীরে হাজির হচ্ছে বা লোক পাঠাচ্ছে, কোন্ ক্লেইম কিনলে কত লাভ হতে পারে হিসাব করে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে টাকা ঢালছে সমানে। এড উইলিয়ামস আর ওয়েস্টকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখছে সবাই। কারণ সবার চেয়ে বেশি ক্লেইম ওই দু'জনের, তাই সবার ধারণা, ওরাই নিকট ভবিষ্যতের টাকার কুমির।

নিজের ক্লেইমের চারদিকে ইতোমধ্যেই কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ফেলেছে ওয়েস্ট। কায়দা করে কাঠের একটা ভারী দরজাও বসিয়ে দিয়েছে এক প্রান্তে। দরজার মাথায় নামফলক– প্যারাডাইস। কে জানে কী ভেবে অজায়গার অমন বিলাসবহুল নাম দিয়েছে ওয়েস্ট।

বেড়ার ভিতরে মজবুত করে বানানো বড় একটা শ্যাক। শ্রমিকরা থাকে এখানে। দিন-রাত দু'শিফটে কাজ করে তারা। এক কোনায় ওয়েস্টের ছোট্ট, কিন্তু সুন্দর কেবিন। এটা তার অফিস এবং বাড়ি।

দু'দিন আগে আকরিক পাথরের প্রথম চালানটা শহরের রিডাকশন মিলে পাঠিয়েছে সে। তখন দলে দলে লোক আসছে এই ক্যানিয়নে, তাদেরকে ঠেলে গুঁতিয়ে সরিয়ে পথ করে নিতে যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে ওয়েস্টের লোকদের। কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে চুরুট টানতে টানতে এসব কথা ভাবছিল এবং একবার নিজের শ্রমিকদের আরেকবার দূরের প্রসপেক্টরদের দেখছিল ওয়েস্ট। মুখ থেকে চুরুট সরিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'কলিন্স, এদিকে এসো!'

ছুটে এল কলিন্স।

'একটা রাইফেল দিয়ে কাউকে বসিয়ে দাও দরজায়। প্রসপেক্টররা যেরকম মাতামাতি করছে তাতে কখন কী ঘটে বলা যায় না। হামলা হলে আমাদের এখানেই আগে হবে বলে মনে হচ্ছে।' ঘুরে চলে যাচ্ছিল কলিন্স, তাকে আবার ডাকল ওয়েস্ট, 'শোনো, শহরে একটা কাজ আছে আমার। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তদারকির দায়িত্ব তোমার।' কথা শেষ করে ঘোড়া আনতে আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল সে।

শ্রমিকদের শ্যাকের পিছনে একটুখানি জায়গায় কাঠের চারটা খুঁটি গেড়ে সেগুলোর মাথায় কোনাকুনিভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে চালা, মাটিতে লোহার এক টুকরো পাত ফেলে ঘোড়াগুলোর লাগাম বেঁধে রাখা হয়েছে সেটার সঙ্গে– প্যারাডাইসের অস্থায়ী আস্তাবল এটাই।

ঘোড়ায় চড়ে ক্লেইম ছেড়ে বেরিয়ে এল ওয়েস্ট। কোনওদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না, সোজা রওয়ানা হয়ে গেল কারসনের পথে। একটানা চলে বিকেলের দিকে হাজির হলো স্ট্যাম্পমিলের সামনে। মৃদু একটা ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ শুনে সন্তুষ্টির হাসি হাসল সে। ভাবল, যে-পাথরগুলো পাঠিয়েছিল চার্লির কাছে, এখনও সেগুলো নিয়েই মেতে আছে লোকটা। ঘোড়ার গতি কমাল ওয়েস্ট, চার্লির অফিসরুমের বোর্ডওয়াকের কাছে পৌঁছে নামল স্যাডল ছেড়ে, ধীরপায়ে হেঁটে দরজা ঠেলে ঢুকল ভিতরে।

টেকো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে চার্লি। দরজায় ওয়েস্টকে দেখামাত্র কুঁচকে গেল তার ভ্রূজোড়া। কী হয়েছে অনুমান করার চেষ্টা করল ওয়েস্ট, পারল না। চলার গতি ধীর হলো তার। ডেস্কের কাছে পৌঁছে একটা চেয়ার টেনে চার্লির মুখোমুখি বসে পড়ল সে।

চেয়ার ছেড়ে উঠল চার্লি, এগিয়ে গেল সিন্দুকের দিকে। সেটা খুলে বের করল কিছু কাগজপত্র আর ছোট্ট একটা থলে। জিনিসগুলো নিয়ে ফিরে এল ডেস্কে। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে সেগুলো বাড়িয়ে দিল ওয়েস্টের দিকে।

কাগজগুলো কীসের বুঝতে পারছে ওয়েস্ট। যে-কোনও স্ট্যাম্পমিলে আকরিক পাথর গুঁড়ো করতে দিলে কতখানি পাথর দেওয়া হলো, সেসব পাথর গুঁড়ো করে কতটুকু সোনা পাওয়া গেল– এরকম আরও অনেক হিসাব রাখা হয়। কাগজগুলোতে সেসব কথাই লেখা আছে।

ওগুলো ডেস্কের উপর নামিয়ে রাখল ওয়েস্ট। বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকাল চার্লির দিকে, তারপর খুলল ছোট্ট থলেটা। ভিতর থেকে বের করল

boighar.com

মোড়ানো এক টুকরো কাগজ। কাঁপা কাঁপা হাতে খুলল সেটা। দেখল, কাগজের উপর হলুদ রঙের গুঁড়ো সোনা। পরিমাণে খুবই কম, এক কি বেশি হলে দেড় আউন্স। দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে চার্লির দিকে তাকাল সে।

'পাঠিয়েছিলে দুই টন পাথর,' চার্লির কণ্ঠ শুনে মনে হলো যেন সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষা হয়েছে তার গলা, 'এক টন ভেঙে সোনা পাওয়া গেছে ওইটুকু। আরেক টন ভাঙার কাজ চলছে এখন। কাজ প্রায় শেষ, কিন্তু...' ওয়েস্টের চেহারা হঠাৎ এতটাই বদলে গেল যে থামতে বাধ্য হলো চার্লি।

'কিন্তু?' শুনে মনে হলো যেন ওয়েস্ট নয়, প্রশ্নটা করল একটা কোলাব্যাঙ।

'এখন পর্যন্ত সিকি আউন্স সোনাও পাওয়া যায়নি। রিপোর্টে লেখা আছে সব, ইচ্ছা হলে পড়তে পারো।'

জানে, পড়ে কোনও লাভ নেই, তারপরও কাগজগুলো হাতে নিল ওয়েস্ট। পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ঠিকমতো পারল না– পরিচিত অক্ষরগুলো কেমন যেন অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে। রিপোর্টটা নামিয়ে রেখে শূন্য দৃষ্টিতে চার্লির দিকে তাকাল সে।

'এই ক্লেইমের কথা তোমাকে কে বলেছে জানি না,' বলল চার্লি, 'তবে যে-ই বলে থাকুক, লোকটা এক নম্বরের বাটপার। ঠকে ভূত হয়ে গেছ তুমি। তোমার ক্লেইমের পাথর তো দূরের কথা, পুরো ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নের সব পাথর নিয়ে এসে ভাঙলেও এক পাউন্ড সোনা পাবে কি না সন্দেহ।'

'কিন্তু... কিন্তু...' তোতলাচ্ছে ওয়েস্ট, 'ম্যাথিউজের অ্যাসে-রিপোর্ট... রিপোর্টটা আমি নিজে পড়েছি। ম্যাথিউজ লিখেছে...'

'কী লিখেছে?' ওয়েস্টের কথা কেড়ে নিল চার্লি। 'ডেলাওয়ারি ক্যানিয়ন সোনার খনি?'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল ওয়েস্ট, যেন কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়েছে সে।

'দেড় আউন্স আর সিকি আউন্স,' মুখে মুখে যোগ করছে চার্লি, 'দুই টন পাথর ভেঙে সোয়া দুই আউন্স সোনা পাওয়া গেলে কীভাবে কোনও ক্লেইমকে সোনার খনি বলা যায় বুঝি না।'

'এড তোমার কাছে যে-পাথরগুলো পাঠিয়েছিল, সেগুলো ভেঙে কত সোনা পেলে?'

'এখন পর্যন্ত একটুকরো পাথরও পাঠায়নি এড।'

ঝোড়ো বাতাসে মোমবাতি যেভাবে নিভে যায়, ঠিক সেভাবে ওয়েস্টের চেহারা থেকে মুছে গেল সব উৎসাহ, সব আশা। জড়ো পদার্থের মতো বসে থাকল সে অনেকক্ষণ, তারপর খুব ধীরে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল চার্লির রিপোর্ট আর সোনার গুঁড়োর কাগজটা। প্রথমে কাগজটা মুড়িয়ে থলেতে, পরে থলেটা পকেটে রাখল। এরপর আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যাওয়ার জন্য ঘুরল। তাকিয়ে তাকিয়ে ওর চলে যাওয়া দেখল চার্লি, একটা কথাও বলল না।

শহরে ফিরে এল ওয়েস্ট। কারসন রেস্টুরেন্টে ডিনার সারল একাকী।

খাওয়া শেষে কড়া বিয়ারের অর্ডার দিতে গিয়েও দিল না, তার বদলে এককাপ কফি নিয়ে বসে থাকল পুতুলের মতো, একবারের জন্যও চুমুক দিল না কাপে। গির্জার ঘণ্টাবাদক একসময় ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিল, সাতটা বাজে। উঠে দাঁড়াল ওয়েস্ট, খাওয়ার দাম চুকিয়ে বাইরে এসে চড়ল ঘোড়ায়। শহর থেকে বের হওয়ার দক্ষিণমুখী রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর উপরের দিকে উঠে গেছে রাস্তাটা, তারপর আবার ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ওই ঢালের কাছে সাতটার সময় ওয়েস্টের জন্য অপেক্ষা করার কথা কার্নেগি আর ববের।

ঢালের নীচে চ্যাপ্টা একটা বোল্ডারের আড়ালে অপেক্ষা করছে কার্নেগি। বব দাঁড়িয়ে আছে একটা ঝোপের পাশে। বামহাতে ধরে রেখেছে ঘোড়ার লাগাম, ডানহাত পিস্তলের বাঁটে। ক্ষয়া চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোয় তাকে কাকতাড়ুয়ার মতো দেখাচ্ছে অনেকটা।

গতি কমিয়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল ওয়েস্ট। কার্নেগির সামনে গিয়ে নেমে পড়ল স্যাডল ছেড়ে।

'কী খবর? চার্লি কী বলল?' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল কার্নেগি।

শার্টের পকেট থেকে কাগজগুলো বের করে কার্নেগির হাতে দিল ওয়েস্ট। বলল, 'দু'টন পাথর, সোয়া দুই আউন্স সোনা।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল কার্নেগি। 'কাগজগুলো দেখি তো। বব, ম্যাচ জ্বালো।... কী পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে বললে? সোয়া দুই আউন্স?' ওয়েস্টের দিকে হাত বাড়াল সে। 'দাও আমার হাতে।'

ছোট্ট থলেটা কার্নেগির হাতে দিল ওয়েস্ট। ম্যাচ জ্বালল বব। থলে থেকে কাগজের মোড়কটা বের করে খুলল কার্নেগি। গুঁড়ো সোনার পরিমাণ দেখে গাল দিয়ে উঠল। তারপর ভয়াবহ সব অভিশাপ দিল ম্যাথিউজ আর চার্লিকে। মোড়কটা আগের মতো পেঁচিয়ে রেখে দিল থলেতে। এরপর থলেটা ঢুকাল পকেটে। চার্লির রিপোর্টটা খুলে পড়তে আরম্ভ করল। পড়া শেষ হলে গাল দিল আবার, এক থাবায় ববের হাত থেকে কেড়ে নিল জ্বলন্ত কাঠি। আগুন ধরিয়ে দিল রিপোর্টে। জ্বলন্ত কাগজগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েই লাফিয়ে আগে বাড়ল। চেপে ধরল ওয়েস্টের শার্টের কলার। সর্বশক্তিতে কয়েকবার ঝাঁকাল ওকে। তারপর নিচু গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা, ঠিক করে বল্ কী হয়েছে। একটা অক্ষর মিথ্যা বলবি তো তোর জিভ কেটে তোকে দিয়েই খাওয়াবো।'

আবার ঘোলা হয়ে গেল ওয়েস্টের মাথা; তবে এবার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় নয়, আতঙ্কে। তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বলল সে, 'আমার কোনও দোষ নেই। তুমি যেভাবে বলেছিলে, সেভাবেই কাজ করেছি। শ্যাক বানিয়েছি, দু'শিফটে কাজ করিয়েছি শ্রমিকদের। আর অ্যাসে-রিপোর্টটা তো আমার না, ম্যাথিউজের। সে ভুল করলে আমি কী করবো?'

'মিথ্যুক, বিশ্বাস করি না তোর কথা,' আগের চেয়েও জোরে চেঁচাল

boighar.com

কার্নেগি।

বুনো পশ্চিমে কেউ যদি কাউকে মিথ্যুক বলে, তা হলে গানফাইট অনিবার্য। যারা কোমরে পিস্তল ঝোলায়, তাদের অবচেতন মনে বোধহয় গেঁথে গেছে ব্যাপারটা। তাই কার্নেগি চেঁচিয়ে ওঠামাত্র সহজাত প্রবৃত্তিতে অপমানে লাল ওয়েস্টের ডানহাত নড়ে উঠল, না চাইলেও হোলস্টারের দিকে এগোল হাতটা। কিন্তু পিস্তল বের করার আগেই খসখস আওয়াজ হলো কাছেই কোথাও। বহু পরিচিত আওয়াজটা শোনামাত্র স্থির হয়ে গেল ওয়েস্ট, এটাও বোধহয় সহজাত প্রবৃত্তির কারণে।

'হাত সরাও, ওয়েস্ট,' শুনে মনে হলো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ববের কণ্ঠ, 'নইলে তোমার পেটে এত ফুটো করবো যে, ডিনারে যা খেয়েছ সব বের হয়ে যাবে।'

ওয়েস্ট পিস্তল বের করতে যাচ্ছে দেখে চড় মারার জন্য শূন্যে তোলা হাত শূন্যেই স্থির হয়ে গিয়েছিল কার্নেগির। এবার সর্বশক্তিতে চড়টা মারল সে। দু'পা পিছিয়ে গেল ওয়েস্ট। তার শার্টের কলার ধরে টেনে তাকে নিজের কাছে নিয়ে এল কার্নেগি। ওয়েস্টের পিস্তল বের করে নিয়ে নলটা ঠেসে ধরল ওয়েস্টেরই পেটে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'হয় তুই বিশ্বাসঘাতকতা করছিস আমার সঙ্গে, না হয় তুই আর ওই টেকো চার্লি মিলে সব সোনা মেরে দেয়ার ফন্দি করেছিস। ভুলে গেছিস এই কাউন্টির লোকে কী বলে ম্যাথিউজের ব্যাপারে? বাইবেলের কথা ভুল হতে পারে, কিন্তু ম্যাথিউসের অ্যাসে-রিপোর্ট কোনওদিন ভুল হবে না। ম্যাথিউজ বলেছে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়ন সোনার খনি, এখন স্রষ্টারও ক্ষমতা নেই ওই ক্যানিয়ন থেকে সোনা সরায়। আর সেখানে তুই তো একটা...' ওয়েস্টকে আরেকটা চড় মারল সে, 'মশার বাচ্চা।'

কার্নেগির হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে প্রথমে, পরে ববের দিকে তাকাল ওয়েস্ট। 'আমাকে দিয়ে যদি তোমার না পোষায়, তা হলে মানা করে দাও। চাকরি ছেড়ে দিয়ে যেখানে খুশি সেখানে চলে যাবো।'

তাকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল কার্নেগি। আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'কে বলল তোকে দিয়ে আমার পোষায় না?... শোন্ হারামি, এখান থেকে সোজা ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে যাবি তুই। মুখ একেবারে বন্ধ রেখে কাজ শুরু করবি আবার। চারদিনের মধ্যে.... কান খুলে শোন্, চারদিনের মধ্যে আরও একটন পাথর পাঠাবি চার্লির কাছে। ম্যাথিউজের রিপোর্টে লেখা আছে, প্রতি একটন পাথর থেকে একশো পাউন্ড সোনা পাওয়া যাবে। কাজেই চারদিন পর ঠিক একশো পাউন্ড সোনা চাই আমি। এক আউন্স এদিক-ওদিক হলে...' আর কিছু না বলে নিঃশব্দে হাসল কার্নেগি।

কী যেন ভাবল ওয়েস্ট, তারপর সে-ও হাসল নিঃশব্দে।

ওয়েস্ট কী ভাবছে বুঝে ফেলল কার্নেগি। ওয়েস্টের পিস্তলটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'পালানোর মতলব করছিস? লাভ হবে না। কাল সকালে তোর ক্লেইমে কয়েকজন লোক পাঠাবো আমি। সবাইকে বলবি ওরা নতুন

শ্রমিক। আসলে কাজ করার বাহানায় তোর উপর নজর রাখবে ওরা। উনিশ থেকে বিশ করবি তো তোকে খুন করে নদীর তীরে কবর দেবে ওরা। কেউ কিচ্ছু বলবে না। আর আজ যদি পালাতে চাস, পালাতে পারিস। মেঘ নেই আকাশে, সুতরাং বৃষ্টি হবে না রাতে; তুই পালালে ববকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে ট্র্যাক করবো তোকে। একদিন না একদিন খুঁজে পাবোই। তারপর...' এবারও কথা শেষ না করে থেমে গেল কার্নেগি। জিজ্ঞেস করল, 'আমার কথা ঢুকেছে তোর মাথায়? নাকি ববকে বলবো গুলি করে তোর মাথা ফুটো করতে, যাতে সেখান দিয়ে আমার কথাগুলো সহজে ঢুকতে পারে?'

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওয়েস্টের। কোনওরকমে বলল, 'যেতে বাধ্য করছ, তাই যাবো ডেলাওয়ারিতে। কিন্তু আগেই বলে রাখি, একশো পাউন্ড তো দূরের কথা, পুরো ক্যানিয়নের সব পাথর ভাঙলে এক পাউন্ড সোনাও পাওয়া যাবে না।'

'পাওয়া না গেলে তুই মরবি, তোর লাশ কুত্তায় খাবে।'

আর কিছু না বলে ঘোড়ায় চড়ল ওয়েস্ট। রওয়ানা হলো ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নের দিকে।

পরদিন কাজ শুরুর আগে শ্রমিকদেরকে সে বলল, 'ওয়্যাগনে তোলার আগে প্রত্যেকটা পাথর ভালোমতো দেখবে। সোনা তো পরের কথা, একটুখানি হলুদ দাগ দেখতে পেলেই ডাকবে আমাকে। কী পাওয়া গেল না-গেল আমি নিজে যাচাই করবো।'

নিজে উদাস মনে ঘুরে বেড়াল সে ক্লেইমের এখানে-সেখানে। ইচ্ছে করেই বারবার কাঁটাতারের বেড়ার সামনে গেল, শত শত অপরিচিত মুখের মধ্যে সন্দেহজনক কেউ আছে কি না দেখল। যাকেই দেখল তাকিয়ে আছে তার দিকে, তাকেই ভাবল শত্রু, অজান্তেই হাত দিয়ে ফেলল হোলস্টারে। যতবার হাত সরিয়ে নিল, ততবার গাল দিল নিজের ভাগ্যকে।

সন্ধ্যার দিকে একটনের মতো পাথর ওয়্যাগনে তুলল শ্রমিকরা। দেরি করল না ওয়েস্ট, বিশ্বস্ত এক শ্রমিককে দিয়ে পাথরগুলো পাঠিয়ে দিল চার্লির কাছে। সে-রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত প্রার্থনা করল যিশু আর মেরিমাতার কাছে, যাতে একশো না হোক, অন্তত পঞ্চাশ পাউন্ড সোনা পাওয়া যায় ওই একটন পাথর থেকে।

পরদিন সকালে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে সোজা চার্লির কাছে হাজির হলো সে। তাকে দেখে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল চার্লি, শব্দটা ডিনামাইটের বিস্ফোরণের মতো মনে হলো ওয়েস্টের কাছে। সাদামুখে চার্লির দিকে তাকাল সে, দৃষ্টিতে শূন্যতা।

'আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল চার্লি। 'যে-ক্লেইমে এক আউন্স সোনা নেই, সেখানে হাজার পাউন্ড সোনা এনে দেবার অলৌকিক ক্ষমতা নেই আমার। এই এক টন পাথর ভাঙাতে কত খরচ হয়েছে জানো? চল্লিশ ডলার। আর ভেঙে কী পেলে? একটন ধুলো। এ-ই যদি হয় অবস্থা, তা

boighar.com

হলে দু'দিন পর আমাদের দু'জনকেই ভিক্ষা করতে হবে।'

হতভম্বের মতো চার্লির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওয়েস্ট। তারপর বলল, 'ডেলাওয়ারির অন্য কোনও প্রসপেক্টর তোমার কাছে পাথর পাঠিয়েছে?'

'রডরিক নামের একজন পাঠিয়েছে।... কেন?'

'সোনা পেয়েছ?'

'গুঁড়ো করার কাজ চলছে।'

'কতক্ষণ লাগবে কাজ শেষ হতে?'

কাঁধ ঝাঁকাল চার্লি। 'ঘণ্টাখানেক।'

আর কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে এল ওয়েস্ট। ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলো কারসন সিটিতে। ডিনারের সময় হয়ে গেছে, কিন্তু টের পেল, খিদেটা মরে গেছে কখন যেন। ঘোড়াটা কোরালে রেখে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল রাস্তায় রাস্তায়। কার্নেগির কবল থেকে কীভাবে বাঁচা যায় ভাবল। কিন্তু যতই ভাবল, ততই জট পাকিয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা, কোনও উপায় বের করতে পারল না সে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল একসময়, উদ্বেগ আর পিপাসায় শুকিয়ে আসা গলা ভেজাতেই হোক, অথবা মরে যাওয়া খিদেটা চাঙ্গা করার জন্যই হোক, গিয়ে ঢুকল কারসন রেস্টুরেন্টে। একটা টেবিল দখল করে কড়া হুইস্কির অর্ডার দিল।

একুশ

দরজার তালা খুলতে গিয়ে থমকে গেল ম্যাথিউজ। আলোর সরু একটা রেখা আসছে দরজার নীচ দিয়ে। স্পষ্ট মনে আছে ম্যাথিউজের, সাপার করতে যাওয়ার আগে অফিসরুমের ল্যাম্প নিভিয়েছে। তার মানে ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ঢুকেছে ভিতরে। আলো জ্বালিয়ে কিছু একটা করছে এখন।

হোলস্টার থেকে নিঃশব্দে পিস্তল বের করল ম্যাথিউজ। সরে গেল দরজার সামনে থেকে। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল অফিসরুমের পিছনের দরজার দিকে। এ-দরজায় তালা আটকায় না সে, সামনের দরজায় তালা দেখলে লোকে বুঝে নেয়, বাইরে গেছে সে।

দরজার হাতলে হাত রেখে লম্বা করে দম নিল ম্যাথিউজ। খুব ধীরে ঘোরাল হাতলটা। তারপর ঝড়ের গতিতে ঢুকল ভিতরে। টেবিলের উপর পুরনো একটা ফাইল খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল লোকটা, আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠে মুখ তুলে তাকাল। ততক্ষণে তার দিকে পিস্তল তাক করে ফেলেছে ম্যাথিউজ। কিন্তু আগন্তুককে চিনতে পেরে চমকে উঠল সে-ও। ফিল রোল্যান্ড।

'আরেকটু হলেই গিয়েছিলে,' পিস্তলটা হোলস্টারে রাখতে রাখতে বলল ম্যাথিউজ।

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ফিল। 'আজকাল দেখি সাপের মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করো।'

দরজাটা আটকে দিল ম্যাথিউজ। 'ছিলে কোথায় এতদিন? চেহারার একী অবস্থা?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ফিল, 'খবর আছে কোনও?'

এ-ক'দিনে যা যা ঘটেছে, সব ফিলকে জানাল ম্যাথিউজ।

'পাথরগুলো পাওয়া গেল এডের কাছে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল ফিল। 'কিন্তু...'

'কিন্তু এড খুন করেনি রোল্যান্ডকে। যেভাবেই হোক, পাথরগুলো পেয়েছে সে। হয়তো কেউ দিয়েছে ওকে। অথবা কারও মুখে শুনে নিজেই গিয়েছে ক্লেইমে। সেখান থেকে নিয়ে এসেছে।... ওকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নের গোল্ডরাশ হচ্ছে আসল খবর।'

'সবার অবস্থা যদি ওয়েস্টের মতো হয়, তা হলে গোল্ডরাশটা যেমন রাতারাতি শুরু হয়েছে, তেমনি শেষ হতেও বেশি দেরি লাগবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ম্যাথিউজ। 'তোমার খবর বলো। কী করলে এ-ক'দিন?'

ইউনিয়ন রানশে হামলা, ওয়াকিং এমে গিয়ে কিলেনকে বাঁচানো– সব বলল ফিল। তারপর বলল, 'দুটো দিন শুয়ে বসে কাটালাম আমাদের গোপন জায়গায়। গতরাতে আবার চুরি করলাম কার্নেগির কিছু গরু। ওয়াকিং এম ছাড়িয়ে গেলে উপত্যকার যে গোলকধাঁধাটা আছে, গরুগুলো নিয়ে রাখলাম সেখানে। এমনভাবে নিয়েছি, যাতে মাটির দিকে তাকালেই চিহ্ন চোখে পড়ে। সকালে দেখলাম পাঞ্চারদের সঙ্গে নিয়ে ট্র্যাক করতে বের হলো কার্নেগি। কাজটা কাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি তার। কিন্তু বুঝেও কোনও লাভ হয়নি। গরু পাবে সে ঠিকই, কিন্তু কিলেন বা তার সঙ্গীদের খোঁজ পাবে না।'

'কেন?'

'উপত্যকার গোলকধাঁধার কোথায় কিলেন লুকিয়েছে বের করা এত সহজ না। তা ছাড়া পাহাড়ি ঢালের যে-কোনও বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে ওর লোক– কার্নেগির পাঞ্চারদের দেখামাত্র গুলি করে মারবে।'

চেয়ার টেনে বসে পড়ল ম্যাথিউজ। পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল। মুখোমুখি বসে পড়ল ফিলও। বলল, 'ওয়েস্টের সঙ্গে তোমার পরিচয় কতদিনের?'

'বছরখানেক হবে। কেন?'

'ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নের আগ্নেয়পাথর নিয়ে সবার আগে সে-ই এসেছে তোমার কাছে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ।... রোল্যান্ডের খুনের সঙ্গে সে জড়িত ভাবছ নাকি?'

'হতে পারে।'

'টাটকা একটা খবর দিতে পারি তোমাকে। এ-মুহূর্তে কারসন রেস্টুরেন্টে

boighar.com

আছে ওয়েস্ট।'

কথাটা শোনামাত্র উঠে দাঁড়াল ফিল। উঠে দাঁড়াল ম্যাথিউজও। তাড়াতাড়ি ফিলের হাত চেপে ধরল। 'মাথায় খুন চাপল নাকি? শত্রুর তো অভাব নেই তোমার। কে কখন দেখে ফেলে কী করে ঠিক আছে? রাত আরেকটু গভীর হোক। তারপর দু'জনে মিলে যাবো।'

'ততক্ষণে চলে যাবে ওয়েস্ট।'

'যাবে না,' মুচকি হাসল ম্যাথিউজ। 'যত না খাচ্ছে, তার চেয়ে বেশি মদ গিলছে ওয়েস্ট। এতক্ষণে হয় টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, না হয় রেস্টুরেন্টের বাইরের বোর্ডওয়াকে পড়ে আছে বেহুঁশ হয়ে।'

আবার বসে পড়ল ফিল।

ওয়েস্টের ব্যাপারে অনেক কিছু বলল ম্যাথিউজ। ডেলাওয়ারি উপত্যকায় কে কোথায় ক্যাম্প করেছে জানতে চাইল ফিল, যতদূর জানে বলল ম্যাথিউজ। সবশেষে প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আরেকটা কথা, শুনতে খারাপ লাগবে তোমার, তারপরও বলছি– এডের সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে ক্যাথির।'

মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল ফিল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ম্যাথিউজের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে ম্যাথিউজের কথাটা বুঝতে পারেনি সে, যেন ভিনদেশী কোনও ভাষায় কথাটা বলেছে ম্যাথিউজ। বেশ কিছুক্ষণ পর ফিসফিস করে বলল ফিল, 'ক্যাথির এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে? ভালো। এড দায়িত্ববান লোক, সুখী হবে ক্যাথি।... ভুল আসলে আমার। আগেই বোঝা উচিত ছিল, আমার সঙ্গে মানায় না ক্যাথিকে।' দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল সে। 'চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে হয়তো নেশা কমেছে ওয়েস্টের।' শ্যাকের বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার প্ল্যানটা কী? কীভাবে আটকাবে ওয়েস্টকে?'

'ওকে চেনো?'

মাথা নাড়ল ফিল।

'তা হলে দাঁড়াও এখানে। একটা জিনিস নিয়ে আসি।' বলেই ঘুরল ম্যাথিউজ, আবার গিয়ে ঢুকল তার শ্যাকে। বেরিয়ে এল কিছুক্ষণ পর। হাতে একটা ফিল্ডগ্লাস। জিনিসটা ফিলের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'নাও এটা।'

ফিল্ডগ্লাসটা নিল ফিল, ঢুকিয়ে রাখল শার্টের পকেটে।

'ডেলাওয়ারি ক্যানিয়ন ছাড়া ওয়েস্ট অন্য কোথাও যাবে বলে মনে হয় না,' পকেট থেকে পাইপটা বের করল ম্যাথিউজ। 'কাজেই কারসন রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে এগোবে সে। তুমি শহরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি যাচ্ছি রেস্টুরেন্টের দিকে। বাইরের গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবো, ওয়েস্ট বের হওয়ামাত্র পিছু নেবো। ফিল্ডগ্লাস দিয়ে তুমি নজর রাখতে পারবে আমাদের উপর। আমার হাতে সাদা রঙের রুমাল দেখলে বুঝে নিয়ো ওয়েস্টেরই পিছু নিয়েছি।... শহরের বাইরে আসামাত্র সামনে থেকে ওকে আটকাবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ায় চড়ল ফিল।

শহর থেকে বের হওয়ার দক্ষিণমুখী রাস্তাটা বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে ক্লেইম-রেকর্ডারের অফিসের দিকে। তারপর আরেকটা বাঁক নিয়েছে, আগন্তুকদের বুঝিয়ে দিয়েছে, দক্ষিণ দিকে ঠিক কতখানি বিস্তৃত কারসন।

ক্লেইম-রেকর্ডারের অফিসটা পার হওয়ার সময় ঘোড়ার গতি কিছুটা কমাল ফিল। এত রাতেও অফিসে আলো জ্বলছে দেখে আশ্চর্য হলো কিছুটা। হঠাৎ মনে পড়ল, গোল্ডরাশ চলছে। হয়তো কোনও অতি-উৎসাহী প্রসপেক্টর দুয়েক টুকরো পাথরে সোনালী দাগ দেখতে পেয়েই সোজা ছুটে এসেছে শহরে, ঘুম হারাম করছে ক্লেইম-রেকর্ডারের।

রাস্তাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ঢালের ওপাশে বিক্ষিপ্ত কিছু ঝোপ আর কয়েকটা ন্যাড়া গাছ। ভালোমতো তাকালে চোখে পড়ে বিশাল একটা বোল্ডারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন লোক। ফিল জানে, ওরা জ্যাক আর জোসেফ, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে।

'শহরে ঢুকবো কি না ভাবছিলাম,' ফিলকে দেখামাত্র বলল জোসেফ। 'হয়েছিল কী?'

কী হয়েছিল না বলে কী হতে যাচ্ছে বলল ফিল। শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল জ্যাক আর জোসেফ। যার যার ঘোড়ায় চড়ল। পাইপ ধরাল ফিল, ম্যাথিউজের কাছ থেকে যা যা জেনেছে বলল দু'সঙ্গীকে। এমন কী ক্যাথির এনগেজমেন্টের ব্যাপারটাও বাদ দিল না। শুনে কোনও মন্তব্য করল না জ্যাক। বিড়বিড় করে কিছু বলল জোসেফ। পুরোটা শোনা না গেলেও শেষের কয়েকটা শব্দ কানে এল– 'শালার মেয়েরাই এরকম! বিশ্বাসঘাতক।'

পকেট থেকে ফিল্ডগ্লাস বের করে চোখে লাগাল ফিল। কারসন রেস্টুরেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকল। মিনিট বিশেক পর কারসন রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এল বিশালকায় এক লোক। ধীর গতিতে হাঁটছে লোকটা। এতদূর থেকে মনে হচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হিচিংরেইলে বাঁধা ঘোড়ার দিকে। আসলে নেশায় টলছে।

রেস্টুরেন্টের পাশের অন্ধকার গলিটার দিকে তাকাল ফিল। অপেক্ষা করতে হলো না দশ সেকেন্ডও, তার আগেই বের হলো ম্যাথিউজ। রাজকীয় ভঙ্গিতে স্যাডলে বসে আছে। বামহাতে ধরেছে লাগাম, ডানহাতে একটা সাদা রুমাল।

'আসছে ওয়েস্ট,' বলল ফিল।

পকেট থেকে নিজের ফিল্ডগ্লাসটা বের করে ওয়েস্টকে দেখল জ্যাক। তারপর গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরল জোসেফের দিকে।

থাবা দিয়ে জ্যাকের হাত থেকে ফিল্ডগ্লাসটা নিল জোসেফ। লাগাল চোখে। বেশ কিছুক্ষণ দেখল ওয়েস্টকে। তারপর গ্লাসটা জ্যাককে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ওয়েস্ট যে একটা গরিলা, আগে জানানো উচিত ছিল তোমার, ফিল। আরও লোকজন, দড়ি আর খাঁচা নিয়ে আসতাম তা হলে।'

ক্লেইম-রেকর্ডারের অফিস ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে এসেছে ওয়েস্ট। পিছন

পিছন আসছে ম্যাথিউজ। বুকের উপর ঝুলে পড়েছে ওয়েস্টের মাথা। বোঝা যাচ্ছে, নেশা ভালোমতোই ধরেছে তাকে। পিছনে কে আসছে না-আসছে সে-ব্যাপারে কিছুই জানে না সে। সুযোগটা নিল ম্যাথিউজ। ওয়েস্টের ঘোড়া শহর ছাড়ানোমাত্র নিজের ঘোড়ার গতি বাড়াল। সোজা ছুটে গেল ওয়েস্টের দিকে। বিপদ টের পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল ওয়েস্টের ঘোড়া, রাস্তা ছেড়ে নেমে যেতে চাইল। কিন্তু পারল না– ঘোড়াটা হঠাৎ বেয়াড়া হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরল ওয়েস্ট। ভুল করল, কারণ ঠিক তখনই ম্যাথিউজের ঘোড়া দ্রুত গতিতে দৌড়ে এসে ধাক্কা মারল ওয়েস্টের ঘোড়াকে।

তাল সামলাতে পারল না ওয়েস্ট। পড়ে গেল স্যাডল থেকে। পাথুরে মাটি, তাই ব্যথা পেল প্রচণ্ড। চেঁচিয়ে উঠে কয়েকটা গাল দিল সে, মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায়ই হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়েছে ম্যাথিউজ। ওয়েস্টের পিস্তল ধরা হাতে জোরে লাথি মারল সে। আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল ওয়েস্ট, তার পিস্তলটা উড়ে গিয়ে পড়ল দশহাত দূরে।

'আমাদের আগেই দেখি কাজ শুরু করে দিল ম্যাথিউজ,' ফিল্ডগ্লাসটা পকেটে ঢুকিয়ে ঘোড়ার ঘাড়ে চাপড় মারল ফিল। 'চলো।'

এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছে ওয়েস্ট। চোখে ঝাপসা দেখছে বোধহয়, তাই জোরে মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার। এরপর এগোল ম্যাথিউজের দিকে। আক্রমণকারীকে চিনতে পেরে ওর রাগ বেড়ে গেছে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি, সবই তোর শয়তানি। ওই কুত্তা কার্নেগির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস তুই। দু'জনে মিলে...'

হোলস্টার থেকে ধীরেসুস্থে পিস্তল বের করে ওয়েস্টের দিকে তাক করল ম্যাথিউজ। 'আর কিছু বুঝতে পারো বা না পারো, আমার হাতের পিস্তলটা যে ভরা সেটা বুঝতে পারছো তো? আরেক পা এগোলে খালি হয়ে যাবে পিস্তলটা। বুলেট কিন্তু মদ না যে, যত খুশি খাবে আর হজম করবে।'

স্থির হয়ে গেল ওয়েস্ট।

ফিল, জ্যাক আর জোসেফ হাজির হলো এমন সময়। ঘোড়া থেকে নামল তিনজনই। ফিল বলল, 'জোসেফ, শক্ত করে বাঁধো ওয়েস্টকে। ওর কোনরকম কেরামতি দেখতে আমি রাজি না।'

পিছমোড়া করে বাঁধা হলো ওয়েস্টকে। বিষদৃষ্টিতে ম্যাথিউজকে দেখল সে কিছুক্ষণ; তারপর একে একে তাকাল ফিল, জ্যাক আর জোসেফের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'আগে জানতাম ম্যাথিউজ ভালোমানুষ। আজ জানলাম সে আসলে একটা বুড়ো শকুন। তা, তোমরা কারা? ম্যাথিউজের ভাড়াখাটা গুণ্ডা? নাকি ইউনিয়নের পাণ্ডার?'

'কোনটাই না,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল ফিল। 'কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ো। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।'

'আমাকে কিডন্যাপ করছো নাকি?' ওয়েস্টের কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'ঠিক ধরেছিস,' ওয়েস্টের হাত বাঁধা হয়ে গেছে, দড়ির বাকি অংশটুকু ওর

কোমরের উপর দিয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে বলল জোসেফ, 'আপাতত কিডন্যাপ করলাম তোকে। পরে আর কী কী করবো সবার সামনে বললাম না।' হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে সেটার নল দিয়ে ওয়েস্টের পিঠে জোরে গুঁতো দিল সে।

নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল ওয়েস্ট।

বাইশ

শহর ছাড়িয়ে বেশ কয়েক মাইল দূরে, সঙ্কীর্ণ এক উপত্যকায় হাজির হলো ওরা। জায়গাটা জনবিরল, গাছগাছালিতে ভরা। অন্যান্য জায়গার চেয়ে রাতের আঁধার এখানে যেন আরও বেশি করে চেপে বসেছে।

ফাঁকা একটা জায়গায় থামল ওরা। কিছু বলতে হলো না ওয়েস্টকে, নিজে থেকেই নামল স্যাডল ছেড়ে। কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে দেখে বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, বুঝতে পারছে পালানোর কোনও উপায় নেই।

ছোট করে আগুন জ্বালল জ্যাক। আগুনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল ওয়েস্ট, বসে পড়ল কাছ ঘেঁষে। চ্যাপ্টা একটা ছোট পাথরের উপর বসল ফিল। সরু চোখে কিছুক্ষণ দেখল ওয়েস্টের বিশাল শরীর, আগুনের লালচে আভায় পাল্টে যাওয়া আবেগশূন্য বৈশিষ্ট্যহীন মুখটা। একসময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে চেনো?'

'না,' ভারী ভোঁতা কণ্ঠে জবাব দিল ওয়েস্ট।

'ফিল রোল্যান্ড। পরিচিত মনে হয় নামটা?'

'হয়। তুমিই সেই ফিল নাকি? আগে ছিলে ডেপুটি-শেরিফ, তারপর শেরিফ, আর এখন আউট-ল? এককালের আইনরক্ষক এখন গরু-চোর আর ব্যাঙ্ক-ডাকাত...' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে, 'আরও বড় কথা, কিডন্যাপার। যা-ই বলো, পরিবর্তনটা ঠিক খাপ খায় না।'

ওয়েস্টের পিছন থেকে চাপা গলায় কিছু বলল জোসেফ, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

'থিওডর রোল্যান্ডের নাম শুনেছ?'

ঠোঁট ওল্টাল ওয়েস্ট। 'না।'

'মিথ্যা বলে কোনও লাভ হবে না,' কণ্ঠ শুনে মনে হলো একটুও উত্তেজিত হয়নি ফিল, কিন্তু আসলে রাগে দু'চোখ জ্বলছে ওর।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ফিলকে দেখল ওয়েস্ট। মিথ্যা তো পরের কথা, সত্য বললেও কোনও লাভ হবে না বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল। ওর কোনও কথাই হয়তো বিশ্বাস করবে না ফিল।

'থিওডর রোল্যান্ডের নাম শোনোনি,' যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল ফিল। 'কিন্তু ওকে খুন করেছ ঠিকই।'

boighar.com

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েস্ট। 'প্রমাণ করতে পারবে?'

চোয়াল শক্ত করল ফিল। বলল, 'সোনা খুঁজে পায় থিওডর রোল্যান্ড। ক্লেইমটা রেকর্ড করানোর জন্য রওনা হয় কারসনের দিকে। পথে হামলা করো তুমি। শটগান দিয়ে গুলি করে উড়িয়ে দাও ওর মাথা। ছিনিয়ে নাও ওর লোকেশন পেপার, নিজের নামে ফাইল করাও সেগুলো।... এবার মনে পড়ে রোল্যান্ডকে?'

'না, পড়ে না,' ক্লান্ত গলায় বলল ওয়েস্ট। 'আমি কাউকে খুন করিনি।'

হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করল ফিল। 'ম্যাথিউজ আছে এখানে। জিজ্ঞেস করে দেখো, অ্যাসে করানোর জন্য যে-নমুনা দিয়েছিলে ওকে, সেটার সঙ্গে রোল্যান্ডের নমুনা মেলে কি না।'

ম্যাথিউজের দিকে তাকাল ওয়েস্ট। কিছুই বলল না ম্যাথিউজ, কিন্তু ওয়েস্টের বুঝতে অসুবিধা হলো না, ফিল সত্যি বলছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল সে কিছুক্ষণ। তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে টেনে টেনে বলল, 'ক্লেইমটা আমার না।'

'তোমার না!' আশ্চর্য হলো ম্যাথিউজ। 'তা হলে কার?'

'ডেল কার্নেগির,' আগের চেয়েও ধীরে উচ্চারণ করল ম্যাথিউজ।

অস্বস্তিকর এক নীরবতা নেমে এল। জ্যাক আর জোসেফ উসখুস করছে, একবার ফিল আরেকবার ম্যাথিউজের দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু কিছুই বলছে না কেউ। এরকম পরিবেশে হঠাৎ করে কার্নেগির নামটা উচ্চারিত হওয়ায় থমকে গেছে সবাই।

'তোমার কাছে ক্লেইমটা বিক্রি করেছে কার্নেগি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ফিল।

মাথা নাড়ল ওয়েস্ট। 'আমি ওর চাকরি করি। থাকতাম লেকউডে, কার্নেগির গরু-ব্যবসার ম্যানেজার ছিলাম। কী মনে করে আমাকে এখানে নিয়ে এল সে জানি না। প্রসপেক্টিং ভালো বুঝি না, তারপরও বলল পাথর তোলার কাজ তদারকি করতে। শ্রমিকদের পাহারা দিয়ে রাখা কঠিন কিছু না ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। এখন দেখছি ভুল করেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'কার্নেগির নামটা এত সহজে ফাঁস করে দিলে কেন?' জানতে চাইল ম্যাথিউজ।

বিরক্তি ফুটল ওয়েস্টের চেহারায়। 'সবকিছু ঠিকমতোই চলছিল, একটন পাথর থেকে দু'পাউন্ড সোনা পাওয়ায় প্যাঁচটা লাগল। বড় রকমের একটা ভুল করেছে কার্নেগি কোথাও, কিন্তু সেটা মানতে রাজি না সে। দোষ চাপাল আমার উপর। যেভাবেই হোক, সোনা ওকে দিতে হবে, নইলে খুন করার হুমকি দিল।... ওর নামটা ফাঁস করে দিলাম, কারণ আমি বাঁচতে চাই। আমাকে যেভাবে পাহারা দিয়ে রেখেছে, তাতে পালানোর কোনও উপায় নেই।... পারলে সাহায্য করো আমাকে।'

আবার নীরবতা নেমে এল।

'আমি আসলেই নির্দোষ,' বলে চলল ওয়েস্ট। 'কাউকে খুন করিনি, কারও লোকেশন পেপার ছিনিয়ে নেইনি, অন্যের ক্লেইম নিজের নামে রেকর্ড করাইনি। চাকরি করতে এসে ফেঁসে গেছি। শুধু তা-ই না, যার চাকরি করছি, এখন সে-ই আমাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছে। ইচ্ছা হলে বিশ্বাস করো আমার কথা, না হলে তোমাদের যা খুশি করো আমাকে নিয়ে।'

আবারও নীরবতা।

পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল ফিল। ধীরেসুস্থে টানতে টানতে ভাবতে লাগল কী যেন। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে বড় একটা পাথরের উপর বসে পড়ল জোসেফ। পিস্তলটা অকারণেই তাক করল ওয়েস্টের দিকে। ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দেওয়ার জন্য আগুনের কাছ থেকে সরে গেল জোসেফ। অনতিদূরের ন্যাড়া একটা গাছের দিকে এগিয়ে গেল ম্যাথিউজ, কাণ্ডে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রইল ওয়েস্টের দিকে।

'তোমার কাছে থিওডর রোল্যান্ডের লোকেশন পেপারগুলো আছে?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল ফিল।

'থিওডর রোল্যান্ডের কি না জানি না, তবে কার্নেগি আমাকে যে-কাগজগুলো দিয়েছিল, সেগুলো আছে। লাগবে?'

মাথা ঝাঁকাল ফিল।

'প্যান্টের পিছনের পকেটে আছে। নিয়ে নাও।'

ওয়েস্টের দিকে এগিয়ে গেল ফিল। উঠে দাঁড়াল ওয়েস্ট। ওর প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে লোকেশন পেপারগুলো টেনে বের করল ফিল। আগুনের কাছে সরে এল, যাতে ভালোমতো পড়া যায়। ম্যাথিউজ আর জোসেফও এগিয়ে এল।

সব মিলিয়ে মোট সাত তা কাগজ। একটা রোল্যান্ডের লেখা। বাকিগুলো লিখেছে অন্য কেউ। তাড়াহুড়ো করে লিখেছে, তাই হাতের লেখা সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও খারাপ দেখাচ্ছে।

ওয়েস্টের দিকে তাকাল ফিল। 'এই লেখাটা কার?'

'কার্নেগি।'

'কবে?'

'জানি না।... কোনও সমস্যা হয়েছে নাকি?'

জবাব দিল না ফিল। ম্যাথিউজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে রিপোর্ট করাতে দিয়েছিল না এড? করেছ?'

'করেছি। এড এসে সেটা নিয়েও গেছে।'

'কবে?'

'সন্ধ্যার পর।'

নীরবে পাইপ টেনে চলল ফিল। কার্নেগিকে পথে বসানোর একটা প্ল্যান দানা বাঁধছে ওর মনে। প্ল্যানটা কয়েকবার উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল সে। ঝুঁকি আছে কাজটাতে, আপাতদৃষ্টিতে শত্রু বলে মনে হয় এমন কয়েকজনের সাহায্য

boighar.com

দরকার হবে, তবে সফল হতে পারলে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে কার্নেগি, সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে তার দুষ্টচক্রটাও।

'জোসেফ,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল সে, 'ওয়েস্টের বাঁধন খুলে দাও।'

আশ্চর্য হলো জোসেফ। কিন্তু কিছু বলল না। পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে এগিয়ে গেল ওয়েস্টের দিকে। কোমরের বেল্টে ঝোলানো ছুরি খুলে নিয়ে কেটে দিল ওয়েস্টের বাঁধন। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে। কব্জি ডলতে ডলতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিলের দিকে তাকাল ওয়েস্ট, বুঝতে পারছে, কোনও একটা উদ্দেশ্য আছে ফিলের।

হাত ঝাড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। ঘোড়াগুলোর যত্ন নিয়ে ফিরে আসছে জ্যাক। সে আসার পর প্ল্যানটা বলল ফিল। চুপচাপ শুনল সবাই, কথার মাঝখানে বাধা দিল না ফিলকে। ওর বলা শেষ হলে ওয়েস্ট জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে বিশ্বাস করছ কেন? আমি তো বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারি তোমাদের সঙ্গে? যদি সব বলে দেই কার্নেগিকে?'

'বললে আবার ধরে নিয়ে আসবো তোমাকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল ফিল, 'তোমার পেটের ঠিক মাঝখানে গুলি করবো। তিন-চারদিন পর মরবে তুমি। তবে মরার আগে যে-কষ্টটা পাবে, তোমার সামনে থেকে সেটা দেখবো আমরা।'

আর কিছু বলল না ওয়েস্ট।

'ম্যাথিউজ,' কাজের কথায় ফিরে গেল ফিল, 'আমরা এখানেই থাকছি আজ রাতে। কাল সকালে এডকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে? ওর সাহায্য দরকার আমাদের।'

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাথিউজ, 'পারবো হয়তো।'

ওয়েস্টের দিকে তাকাল ফিল। 'ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারো। অথবা থাকতে পারো আমাদের সঙ্গে। এই ক্যানিয়নে হাজার খুঁজলেও তোমাকে পাবে না কার্নেগি। আজ হোক বা কাল, তোমার ক্ষতি করবেই সে, সুতরাং চাকরির মায়া না করাই ভালো। আমাদের সঙ্গে থাকো, কার্নেগি বা ওর লোকজন যদি আসেও, আমরা বাঁচাবো তোমাকে।'

'আছি তোমাদের সঙ্গে,' বলতে দেরি করল না ওয়েস্ট। 'কার্নেগির কপালে খারাপ কিছু না ঘটা পর্যন্ত স্বর্গে গেলেও শান্তিতে থাকতে পারবো না আমি।'

ভোরের পাখিদের ডাকাডাকি শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগে ঘুম থেকে জাগল ম্যাথিউজ আর জ্যাক। হাত-মুখ ধুয়ে যার যার ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে হালকা নাস্তা সেরে নিল দু'জন। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পার হলো ক্যানিয়ন। সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক পর কারসনের সীমানায় হাজির হলো ওরা। আর এগোনো উচিত হবে না জ্যাকের, তাই ম্যাথিউজকে বিদায় জানিয়ে ফিরতি পথ ধরল সে।

ম্যাথিউজ জানে, কারসন হোটেলে আছে এড। তাই সময় নষ্ট না করে

সেদিকে এগিয়ে গেল সে। এ-সময় অভ্যর্থনার দায়িত্বে থাকে একজন ক্লার্ক। অবশ্য রাতে ক্যাথির খালার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর সকালে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটায় সে, কারণ খদ্দের আসে না তখন।

ম্যাথিউজের ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙল লোকটার। লাল চোখ মেলে তাকাল সে। সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে চিনতে সময় লাগল ওর। ম্যাথিউজ যখন এডের রুম নম্বর জানতে চাইল, তখন প্রশ্নটা বুঝতেও সময় লাগল। পরম আলস্যে রেজিস্টার খাতাটা টেনে নিল সে। ল্যাম্পের আলো বাড়িয়ে দিয়ে সময় নিয়ে খুঁজে বের করল নম্বরটা, তারপর ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জানাল ম্যাথিউজকে। পনেরো মিনিট পর এডকে নিয়ে হিচিংরেইলের সামনে নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ম্যাথিউজ।

'ব্যাপার কী?'

এডের মুখোমুখি হলো ম্যাথিউজ। 'স্যাডল পরাও ঘোড়ায়, এখনই।'

'কিন্তু ঘটনাটা কী?'

'তোমাকে যে-রিপোর্টটা দিয়েছে চার্লি, সেটাতে কী লেখা আছে?'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল এড। 'লেখা আছে, আমি একটা গাধা। যেখানে যেটা পাওয়ার কথা না, সেখানে সেটা খুঁজতে গিয়ে ভালো একটা চাকরি হারালাম, নষ্ট করলাম বেশ কিছু জমানো টাকা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

ওর কাঁধে হাত রাখল ম্যাথিউজ। 'আগেই গেল গেল বলে বুক চাপড়াতে শুরু কোরো না। চেষ্টা করলে ইসাবেলা মাইনটা হয়তো আবার চালু করা যাবে।'

'ইসাবেলা মাইন?' মাথা নাড়ল এড। 'অসম্ভব।'

আর কিছু না বলে ঘোড়ায় চড়ল ম্যাথিউজ। স্পারের গুঁতো খেয়ে হাঁটতে লাগল ঘোড়াটা। কয়েকটা মুহূর্ত ইতস্তত করল এড, তারপর ত্রস্তহাতে স্যাডল পরিয়ে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। রওয়ানা হলো ম্যাথিউজের পিছু পিছু।

চলতি পথে সুযোগ পেলেই ম্যাথিউজকে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করল সে। কিন্তু বেশিরভাগ প্রশ্নেরই উত্তর দিল না ম্যাথিউজ। যেগুলো দিল, সেগুলোও বলল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। বাধ্য হয়ে এড ভাবল, এতদিনে ছিট দেখা দিয়েছে ম্যাথিউজের মাথায়; তাই সকাল সকাল অচেনা এক ক্যানিয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে মধ্যবয়স্ক লোকটা।

ক্যানিয়নে ঢোকার সরু মুখটার কাছে এসে ঘোড়ার গতি কমাল ম্যাথিউজ। লাগামে টান দিয়ে সরে গেল বাম পাশে, এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল এডকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যাথিউজকে দেখল এড, কিন্তু ম্যাথিউজের চেহারায় কোনও দুরভিসন্ধি দেখতে না পেয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

দু'পাশে পাহাড়ি দেয়াল, মাঝখানে সরু রাস্তা। এতই সরু যে, ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোতে হয়। দু'দিকের পাহাড়ি দেয়ালে জায়গায় জায়গায় ফাটল। সেসব ফাটলের কোনও কোনটাতে একটা-দুটো পাথরের চাঁই বহু কষ্টে মাথা গুঁজে আছে। যেন অপেক্ষা করছে– অদৃশ্য কারও ইশারা পাওয়ামাত্র খসে

boighar.com

পড়বে নীচে।

গা শিরশির করে উঠল এডের। ঘাড় ঘুরিয়ে ম্যাথিউজকে একবার দেখল সে। এগোনোর গতি অনেক কমে গেছে ম্যাথিউজের, কিন্তু পিছন পিছন আসছে ঠিকই। আপনমনেই মাথা ঝাঁকাল এড।

সামনে একটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। তারপর খোলা একটা প্রান্তর। ঘোড়াটা হাঁটিয়ে নিয়ে বাঁকটা পার হলো এড। খোলা প্রান্তরে হাজির হওয়ামাত্র দেখতে পেল ফিলদের অস্থায়ী ক্যাম্প। সঙ্গে সঙ্গে লাগাম টেনে ধরল সে, হাত চলে গেল পিস্তলের বাঁটে।

ত্রিশ গজ দূরের ন্যাড়া একটা গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফিল। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, পরনের কাপড় ধূলিধূসরিত; কিন্তু তারপরও চিনতে কষ্ট হয় না। অল্প কিছু দূরে চ্যাপ্টা একটা পাথরের উপর বসে আছে ওয়েস্ট। বুনো একটা ঝোপের আড়াল থেকে এডের দিকে রাইফেল তাক করে আছে কেউ, দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। মাথার উপর থেকে রাইফেল কক করার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাতে গিয়েও তাকাল না এড বুঝতে পারছে, ফুসলিয়ে ওকে ফাঁদে ফেলেছে ম্যাথিউজ।

এডের ঠিক পাশে এসে ঘোড়া থামাল ম্যাথিউজ। ওর দিকে তাকাল এড। বলল, 'কারসন কাউন্টিতেই আউট-ল হওয়াটা সবচেয়ে সহজ বোধহয়। দু'দিন আগেও ওয়েস্টকে দেখলাম ভালোমানুষ, প্রসপেক্টিং করে পেট চালাচ্ছে। আজ দেখি হাসিমুখে বসে আছে ফিলের মতো জঘন্য এক আউট-ল'র পাশে।... আর তোমার কথা কী বলবো? কারসন সিটিতে তোমার চেয়ে বিশ্বাসী কেউ ছিল না। জানি না কোন্ লাভের আশায় ফিলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ তুমিও।'

'আগে সব শোনো,' মুচকি হেসে বলল ম্যাথিউজ। 'ভালো না লাগলে চলে যেয়ো। কেউ বাধা দেবে না তোমাকে।... পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরাও। ওরা চারজন, তুমি একা। বোকামি কোরো না।'

হোলস্টারের পাশ থেকে হাত সরিয়ে নিল এড। ফিলের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে ধরে আনার প্ল্যানটা তা হলে তোমার?'

'ধরে আনল কোথায়?' পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল ফিল। 'দেখলে যে-কেউ বলবে স্বেচ্ছায় এসেছ তুমি।' এডের দিকে এগোল সে। 'তবে যেভাবেই তোমাকে এখানে এনে থাকুক না কেন ম্যাথিউজ, দরকার আছে বলেই এনেছে।'

ঘোড়া থেকে নামল এড। 'দরকারটা কী শোনাও।'

ঝোপের আড়াল থেকে বের হলো জোসেফ। পাহাড়ি দেয়ালের খাড়া ঢাল বেয়ে নেমে এল জ্যাক। দু'জনের হাতেই রাইফেল, এডের দিকে তাক করা। ওদের সঙ্গে এডকে পরিচয় করিয়ে দিল ফিল। কিন্তু এডের ভঙ্গি দেখে মনে হলো, মানুষ নয়, কুৎসিত দুটো সাপের দেখা পেয়েছে যেন।

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফিল, তার আগেই জিজ্ঞেস করল ওয়েস্ট, 'আমাকে তো পথে বসিয়ে দিয়েছে চার্লি। তোমার রিপোর্টে কী লিখেছে সে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এড। 'লিখেছে আমি একটা গাধা। এত বছর চাকরি করলাম ইসাবেলা মাইনে, অথচ লোকের কথায় ভুলে সোনা তুলতে গেলাম এমন এক জায়গায়, যেখানে সোনা পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না কখনও।'

'ভুল আমরা সবাই করেছি,' বলল ফিল। 'কেউ কম, কেউ বেশি। ব্রেকফাস্টের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ না খেয়ে গল্প করছি– এটাও আরেকটা ভুল।'

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় বাকিদের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল এড। সবাই হাসিখুশি, নিরুদ্বিগ্ন। আউট-লদের চেহারায় অপরাধের একটা স্পষ্ট ছাপ ফুটে থাকে সবসময়, কিন্তু এদের কারও চেহারায় সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। ব্যাঙ্ক-ডাকাত বা গরু-চোর– কেন যেন কোনওটার সঙ্গেই খাপ খাচ্ছে না কেউ; বিশেষ করে ফিল, জ্যাক বা জোসেফ।

খাওয়া শেষে পাইপ ধরাল ফিল আর ম্যাথিউজ। বাকিরা হাতে বানানো সিগারেট। ম্যাথিউজকে জিজ্ঞেস করল এড, 'ইসাবেলা মাইন চালু করার ব্যাপারে কী যেন বলছিলে আসার সময়?'

ম্যাথিউজ নয়, উত্তরটা দিল ফিল, 'কারসনে যত গণ্ডগোল, বিশ্বাস করো বা না করো, সেসবের জন্য দায়ী মাত্র একজন। শহরের বেশিরভাগ আউট-ল জেনে বা না জেনে চাকরি করছে লোকটার। ওকে শায়েস্তা করতে পারলে ইসাবেলা মাইনটা আবার চালু করা যাবে মনে হয়।'

'তুমি দেখি আবার নির্বাচনী ভাষণ শুরু করলে,' হাসল এড। 'লাভ হবে না কোনও, ফিল। আর কোনওদিন শেরিফ হতে পারবে না তুমি। কেস্টার যতদিন শেরিফ থাকবে, ততদিন এ-অবস্থার কোনও উন্নতিও হবে না। নতুন কোনও...'

হাত তুলে এডকে থামিয়ে দিল ফিল। 'নতুন কোনও শেরিফের কথা আমি বলিনি। নিজেরও শেরিফ হবার ইচ্ছা নেই আর। যে-লোকটা একাই এত সব সমস্যা তৈরি করেছে, তাকে নিজের হাতে খুন করবো আমি। তবে সে-কাজে তোমার সাহায্য দরকার।'

'সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। খুনখারাপির মধ্যে আমি নেই। অন্য কোনও দরকার থাকলে বলতে পারো।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ফিল। তারপর বলল, 'যদি বলি লোকটা আমার বাবাকে খুন করিয়েছে, তা হলেও সাহায্য করবে না? কিংবা যদি বলি, গোল্ডরাশের নামে যে-ভাঁওতাবাজি চলছে এখন, সেটার জন্যও লোকটা দায়ী, তা হলে? আরও শুনতে চাও? কিলেনকে মুখোশ বানিয়ে আড়ালে থেকে কারসন কাউন্টিকে রাসলিং-এর স্বর্গরাজ্য বানিয়েছে এই লোকটাই।'

বেশ কিছুক্ষণ ফিলের দিকে তাকিয়ে থাকল এড। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কে লোকটা?'

'ডেল কার্নেগি।'

গতরাতে যেমনটা ঘটেছিল– কার্নেগির নাম শুনে থমকে গিয়েছিল সবাই, আজও সেরকম হলো। অনেকক্ষণ কথা বলল না কেউ। একসময় মুখ খুলল

boighar.com

এড, 'প্রমাণ দিতে পারবে?'

'ওয়েস্টকে তো ভালোমতোই চেনো। গোন্ডরাশ আর রাসলিং-এর ব্যাপারে ওর মুখ থেকেই শোনো।'

ওয়েস্টের দিকে তাকাল এড। কার্নেগির ব্যাপারে সব বলল ওয়েস্ট। শুনে গম্ভীর হয়ে গেল এড, কোনও মন্তব্য করল না।

এবার মুখ খুলল ফিল। শুরু করল ওর বাবার খুনের ঘটনাটা দিয়ে। তারপর বলল রানশারদের পাঠানো চিঠিগুলোর ব্যাপারে। জ্যাক আর জোসেফকে নিয়ে কার্নেগির যেসব গোপন ঘটনা দেখেছে, সেগুলোও বলল। বেশ কয়েকবার কার্নেগির পক্ষে ওকালতি করল এড, কিন্তু ফিলের যুক্তির বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে মেনে নিতে বাধ্য হলো, ফিল যা বলছে ঠিকই বলছে।

সবশেষে কার্নেগিকে ফাঁদে ফেলার প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল ফিল।

'এত ঝামেলা করার দরকার কী?' ফিলের বলা শেষ হলে মুখ খুলল এড। 'কার্নেগির উপর প্রতিশোধ নিতে চাইলে সোজা গিয়ে ধরো না ওকে। তা হলেই তো হয়।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ফিল। 'না, হয় না। আমি এখন আউট-ল। কার্নেগির গায়ে ফুলের টোকা দিলেও আইনের চোখে অপরাধী হয়ে যাবো। তারপর তিলকে তাল বানিয়ে সবার কাছে আমাকে আরও বড় অপরাধী বানাবে কার্নেগি।'

'ম্যাথিউজকে দিয়ে কেস্টারকে জানাও।'

'কেস্টার যে কার্নেগির বামহাত, বোঝোনি এখনও?'

শূন্যদৃষ্টিতে তাকাল এড।

'নির্বাচনে আমি জেতায় কার সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হয়েছিল?'

'কার্নেগির।'

'কেন?'

'কারণ তুমি হুমকি দিয়েছিলে রাসলিং আর রাহাজানি বন্ধ করে দেবে।'

'এবং বন্ধ করতে আরম্ভ করেছিলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফিল। 'না পারায় লাভ হলো কার? কার্নেগির। কার্নেগির লাভ হচ্ছে, অথচ কেস্টার শেরিফ হয়েও কিছু করছে না– কেন? কারণ একটাই– আসলে কার্নেগির হয়েই কাজ করছে কেস্টার। ডেপুটি-শেরিফ হবার আগেই অনুমান করেছিলাম ব্যাপারটা, কিন্তু তখনও কার্নেগিকে ফেরেশতা বলে জানি বলে কেস্টারকেও সন্দেহ করিনি।'

'সন্দেহ?' কথাটা ধরল এড, 'তার মানে কেস্টার যে কার্নেগির হয়ে কাজ করছে সে-ব্যাপারে প্রমাণ নেই তোমার কাছে?'

'না, নেই,' স্বীকার করল ফিল। 'তবে আমি বিশ্বাসও করি না কেস্টারকে। যদি বলো ওকে দিয়ে কার্নেগিকে অ্যারেস্ট করানো যাবে, তা হলে বরং হাসিমুখে নরকে যাবো, কিন্তু মানবো না তোমার কথা। তা ছাড়া, কেস্টার যদি কার্নেগিকে ধরে নিয়ে জেলে ভরেও, কতদিন আটকে রাখতে পারবে? কাঠগড়ায়

দাঁড়ানোমাত্র বেকসুর খালাস পাবে কার্নেগি। কারণ ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার কেউ নেই। থাকলেও তাদেরকে হয় কিনে নেবে কার্নেগি, না হয় কবরে পাঠাবে।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করল এড, 'তোমার প্ল্যানটা সফল হবে কি না জানি না, কিন্তু কার্নেগির বড় কোনও ক্ষতি হবে বলে তো মনে হয় না।'

'তা-ই?' হাসল ফিল। 'কার্নেগির যত টাকা আছে, সব যদি ওর কাছ থেকে নিয়ে নাও, তা হলে কী হবে, বলো তো?'

ভ্রূ কুঁচকে ফিলের দিকে তাকিয়ে থাকল এড।

বলে চলল ফিল, 'গানম্যানদের কিনতে পারবে না সে। ঘুষ দিতে পারবে না কাউকে। কাউকে খুন করানোর জন্য খরচ করতে পারবে না একটা পয়সাও।... নৌকা যখন ডোবে তখন লোকে সেখানে বসে থাকে, নাকি পানিতে লাফ দেয়? আমরা ডুবিয়ে দেবো কার্নেগিকে। তাতেই কাজ হবে। ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ওর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। তারপর সুযোগ বুঝে ধরবো ওকে।'

নীরবে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল এড। তারপর বলল, 'তা হলে এখন আমার কাজ হচ্ছে ওয়েস্টকে সিকি বার সোনা যোগাড় করে দেয়া, নাকি?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল ফিল। 'অন্য কারও পক্ষে কাজটা অসম্ভব বলে এত আয়োজন করে তোমাকে ডেকে আনলাম। ইসাবেলা মাইনে কাজ করতে একসময়, মালিকের খুব বিশ্বস্ত লোক ছিলে– তুমি চাইলে ফিরিয়ে দেবে না লোকটা। তুমি যতটুকু সোনা দেবে, ঠিক ততটুকুই ফিরিয়ে দেবো তোমাকে, কথা দিলাম। যদি আমার প্ল্যান কাজে না লাগে, তা হলে চলে যাবো দূরের কোনও মাইনিং শহরে, শ্রমিকের কাজ করবো, একটু একটু করে জমিয়ে শোধ করবো টাকাটা...'

হাত তুলে ফিলকে থামিয়ে দিল এড। 'আমি রাজি।' উঠে দাঁড়াল সে। 'অনেকে বলে জীবনটাই নাকি একটা জুয়া। মাঝেমধ্যে বাজি না ধরলে বড় দান মারা যায় না।... বিশ্বাস করলাম তোমাকে। হয়তো তোমার কথাই ঠিক– প্ল্যানটা কাজে লেগে গেলে আবার চালু করা যাবে ইসাবেলা মাইন।'

ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল সে। কী ভেবে উঠে দাঁড়াল ফিলও, পিছু নিল এডের।

স্যাডলে বসল এড। ঘোড়ার পেটে খোঁচা মারবে– এমন সময় দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে ফিল। বুঝল আরও কিছু বলার আছে ফিলের।

'এড,' কাছে এসে শীতল গলায় বলল ফিল, 'ক্যাথিকে বিয়ে করবে শুনলাম। ভালোই হলো। তোমার মতো স্বামী পেয়ে সুখী হবে মেয়েটা। আর তুমিও ভাগ্যবান। ক্যাথির মতো মেয়ে সবার কপালে জোটে না।'

এডের বুকের ভিতরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। ওর ইচ্ছা হলো ফিলকে বলতে, ক্যাথি ওকে নয়, ফিলকেই ভালোবাসে। কিন্তু বলল না সে।

শহর ছেড়ে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে আসার আগের রাতে মেয়েটার সঙ্গে

boighar.com

দেখা হয়েছিল ওর। তারপর দেখা হলো গতকাল রাতে। মাঝখানের এতগুলো দিন ক্যাথি ওর কোনও খবর নেয়নি, খবর নিতে কাউকে পাঠায়ওনি। এড জানে না কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে ফিল আর ক্যাথির মধ্যে, জানতে চায়ও না; তবে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে অসহ্য কতগুলো একাকী দিন কাটিয়ে বুঝে গেছে, ক্যাথির জন্য এনগেজমেন্টের আংটি হচ্ছে প্রত্যাখ্যানের ক্ষতে সান্ত্বনার সাময়িক প্রলেপ মাত্র। ক্যাথির এই খেয়ালি আবেগকে আর যা-ই বলা যাক, ভালোবাসা বলা যায় না কিছুতেই।

একদৃষ্টিতে ফিলকে কিছুক্ষণ দেখল এড। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। ক্যানিয়নের সরু প্রবেশপথের দুই দেয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হলো ঘোড়াটা মিনিট পাঁচেক পর।

তেইশ

একটা কাউবয় গানের বেসুরো শিস বাজাতে বাজাতে কারসনের দিকে যাচ্ছে ওয়েস্ট। বলতে গেলে চার্লির হাতে-পায়ে ধরে নকল একটা রিপোর্ট বানিয়ে নিয়েছে সে। রিপোর্টটা ওর শার্টের পকেটে। স্যাডলহর্নের সঙ্গে চামড়ার একটা থলে বেঁধেছে সে, তাতে দু'পাউন্ড সোনার বার– যোগাড় করে দিয়েছে এড।

আকাশ থেকে রূপালী আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। প্রকৃতিতে শেষ গ্রীষ্মের মৃদুমন্দ বাতাস। সবকিছু ঠিকমতো চলছে বলে মনটা খুশি ওয়েস্টের। শিস থামাল সে, পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল। একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চোখ তুলে তাকাল দিগন্তের দিকে। কারসনের সীমানা নির্দেশকারী সেই ন্যাড়া গাছটা দেখা যাচ্ছে। সেখানেই থাকার কথা কার্নেগির।

ফিলদের ক্যাম্প থেকে সোজা নিজের ক্যাম্পে গিয়েছিল ওয়েস্ট। দুটো দিন কাটিয়েছে সেখানে। আজ সকালে লোক মারফত খবর পাঠায় কার্নেগি, দেখা করতে বলে ওয়েস্টকে।

কার্নেগির সঙ্গে কীভাবে কথা বলবে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে ওয়েস্ট। প্রথম সুযোগেই সোনার প্রসঙ্গে চলে যাবে সে, যাতে কার্নেগি কিছুই সন্দেহ করতে না পারে।

ন্যাড়া গাছটার কাছে এসে রাশ টানল সে। পূর্ণিমার আলোয় কার্নেগির কালো মূর্তিটা দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসল নিঃশব্দে। কিন্তু গাছের আড়াল থেকে ববকে বেরিয়ে আসতে দেখে মুছে গেল হাসিটা, পেটের ভিতরে অদ্ভুত এক সুড়সুড়ি টের পেল সে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে স্যাডল ছেড়ে নামল।

এগিয়ে এল কার্নেগি। 'তারপর? কোনও খবর নেই তোমার– ব্যাপার কী?'

উত্তর না দিয়ে স্যাডলহর্নে ঝোলানো থলেটা খুলে নিল ওয়েস্ট। জিন্সের পকেট থেকে বের করল চার্লির নকল রিপোর্ট। দুটো একসঙ্গে বাড়িয়ে ধরল

কার্নেগির দিকে।

অসতর্ক ইঁদুরকে ছোবল মারার আগে সেটার দিকে যেভাবে তাকায় র‍্যাটল সাপ, সেভাবে ওয়েস্টের দিকে তাকাল কার্নেগি। খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'রিপোর্টে কী আছে বলে ফেলো। কষ্ট করে পড়বো, অথচ জানবো ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে সোনা নেই– তা হবে না।'

'ব্যাগের ভিতরে সোনা আছে,' শান্ত গলায় বলল ওয়েস্ট।

দ্রুত হাতে ব্যাগটা খুলল কার্নেগি। সোনার বারটা বের করে হাতে নিল। আরও কাছে এগিয়ে এল বব। দু'জনে মিলে ভালোমতো দেখল টুকরোটা আসল নাকি নকল। সন্তুষ্ট হওয়ার পর বাঁকা হাসি হাসল কার্নেগি, তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাল ওয়েস্টের দিকে। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী লিখেছে চার্লি?'

'সোনার দাম ধরলে প্রতি একটন পাথর থেকে এগারোশো ডলারের মতো পাবে তুমি।'

কার্নেগির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত হলো। তিনহাত দূরে দাঁড়ানো ওয়েস্ট স্পষ্ট শুনতে পেল সেই শব্দ। দেখল সোনার বারটা শক্ত করে চেপে ধরেছে কার্নেগি। এমন কী কার্নেগি যখন ফিসফিস করে বলল, 'এগারোশো ডলার!' তখন সেটাও ওয়েস্টের কান এড়াল না।

হাত কাঁপছে কার্নেগির। কাঁপছে হাতে ধরা রিপোর্টটাও। সেটা খুলল সে। কী লেখা আছে পড়তে অসুবিধা হলো না চাঁদের আলোয়। রিপোর্টের একেবারে নীচের দিকে তাকাল সে। একবার দেখেই চিনতে পারল চার্লির পরিচিত স্বাক্ষরটা।

'কিন্তু... কিন্তু...' গুছিয়ে বলতে পারছে না সে, 'আগের বারের সঙ্গে এত তফাৎ হলো কীভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েস্ট। এ-প্রশ্নটা করবে কার্নেগি, অনুমান করতে পেরেছিল সে। তাই মিথ্যে উত্তর বানিয়ে তৈরিই ছিল। বলল, 'আগের বারে পাঠানো একটন পাথর বেকার গেল। আরেক টন পাথর তুললাম। কিন্তু অ্যাসে করিয়ে লাভ হলো না। ভাবলাম ক্লেইমের আরও ভিতরের দিকে খুঁড়লে হয়তো লাভ হবে। লাগিয়ে দিলাম শ্রমিকদের। শ্যাফটের আরও গভীরে খুঁড়ল ওরা। আমাদের ক্লেইমের মধ্যে অগভীর একটা নালা আছে, আগে বলেছি তোমাকে, খুঁড়তে খুঁড়তে সেটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। পাথর তুলতে আরম্ভ করলাম সেখান থেকে। এই দু'দিন দু'রাত গাধার খাটুনি খেটেছি। বিশ্বাস করো বা না করো, আটচল্লিশ ঘণ্টায় ঘুমিয়েছি মাত্র পাঁচ ঘণ্টা। এজন্যই দেখা করতে পারিনি তোমার সঙ্গে।'

সন্তুষ্টির হাসি হাসল কার্নেগি, সোনার বারটা দেখতে লাগল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, কিছু বলল না।

কার্নেগি কিছুই সন্দেহ করেনি, বরং এত ভালো একটা রিপোর্ট পেয়ে যার-পর-নাই খুশি হয়েছে– বুঝতে পেরে হাঁপ ছাড়তে গিয়েও ছাড়ল না ওয়েস্ট। কার্নেগিকে যতটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, কেন যেন ঠিক ততটাই দমে গেছে বব।

boighar.com

সেই তখন থেকে ঘাড় বাঁকা করে তাকিয়ে আছে ওয়েস্টের দিকে, একটা কথাও বলছে না। চুরুট ফুঁকছে একটানা, ডানহাতটা একবারের জন্যও সরায়নি কোমরের কাছ থেকে। দু'পাউন্ডের একটা সোনার বার দেখলে আর দশজন যা করবে– হাতে নিয়ে পরখ করবে জিনিসটা, সেটাও করেনি। খুব কাছে থেকে দেখেছে বারটা, আসল না নকল বোঝার চেষ্টা করেছে, তারপর আবার সরে গেছে দূরে। ন্যাড়া গাছটার কাণ্ডে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাকতাড়ুয়ার ভঙ্গিতে। ডানহাতটা স্থির, পাঁচটা আঙুল যেন ওয়েস্টের তরফ থেকে অস্বাভাবিক কোনও কিছু আশা করছে।

একরাশ অস্বস্তি নিয়ে পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাল ওয়েস্ট। এতক্ষণ যা বলেছে তার মধ্যে কোনও গলদ নেই বোঝানোর জন্য স্যাডলে হাত রেখে ভর দিল ঘোড়ার গায়ে– কাউবয়দের অতি-পরিচিত ঢং-এ। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'চার্লি যখন রিপোর্টটা লিখছিল, তখন দেখলাম খুব উত্তেজিত হয়ে আছে। ভাবলাম বুড়ো হয়তো হজম করতে পারবে না খবরটা, লেখা শেষ করামাত্র জনে জনে বলতে শুরু করবে। তাই কিছু খরচ করতে হলো।'

ভ্রূ কুঁচকাল কার্নেগি। 'মানে?'

'পকেটে তিনশো ডলার ছিল, পুরোটাই ঘুষ দিলাম ব্যাটাকে,' দাঁত বের করে মেকি হাসি হাসল ওয়েস্ট। ঈশ্বরের শপথ করে বলেছে চার্লি, অন্তত আগামী তিনটা দিন কাউকে কিছু জানাবে না।'

'যদি আমি এমন ব্যবস্থা করি যাতে আগামীকাল থেকেই ওর জবান বন্ধ হয়ে যায়?'

শিউরে উঠে মাথা নাড়ল ওয়েস্ট। 'ইস্কাপনের টেক্কা আছে তোমার হাতে, সেটা রেখে শুধু শুধু খুনখারাপি করে কী লাভ?'

'ঝেড়ে কাশো,' গম্ভীর গলায় বলল কার্নেগি।

'গতরাতে শুধু আমাকেই না, এডকেও রিপোর্ট দিয়েছে চার্লি। খবর নিয়ে জেনেছি, এডের রিপোর্ট নাকি একেবারেই ফাঁকা। ক্যাম্পের অনেকেই ইতোমধ্যে জেনে গেছে ব্যাপারটা। যতটা ভেবেছিল তার প্রায় কিছুই পায়নি এবং ভবিষ্যতেও পাবার সম্ভাবনা নেই বুঝে এডের সাঙ্গপাঙ্গদের অনেকেই কেটে পড়ছে।'

'তাই নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়েস্ট। 'এডের শ্রমিকদের চলে যেতে দেখে একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। কাল সকালে ক্যানিয়নে যাবো আমি। গিয়ে প্রচার করবো আমাদের ক্লেইমের প্রতি টন পাথরে চল্লিশ ডলারের সোনা আছে। খবরটা আহামরি কিছু না– সাধারণ যে-কোনও মাইনে এর দশগুণ সোনা থাকে। যা-ই হোক, যে বা যারাই চার্লির রিপোর্টটা দেখতে চাইবে, দেখাবো। ফলে খবর ছড়াবে আরও দ্রুত। মন ভেঙে যাবে সবার। বুঝতে পারবে এতদিন ভূতের বেগার খেটেছে। কী করা যায় ভেবে পাবে না। তখন আমি বলবো, তোমাদের ক্লেইম বেচে দাও আমার কাছে। টন প্রতি বেশি হলে চল্লিশ ডলারের

সোনা পেতে, কার ক্লেইমে কত টন পাথর হতে পারে অনুমান করে নিয়ে টন প্রতি একশো ডলার করে দেবো আমি। তা হলে ভেবো দেখো, কার্নেগি, পুরো ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নটা কিনে নিতে সামান্য কিছু টাকা খরচ হবে তোমার। কিন্তু বিনিময়ে তুমি হবে লাখপতি... ভুল বললাম, কোটিপতি।'

কিছু বলল না কার্নেগি, ঘাড়ে বাঁধা রুমাল খুলে নিয়ে মুখ মুছল। কোমরের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল বব, হ্যাট খুলে মাথা চুলকাতে লাগল।

অকারণেই গলা খাঁকারি দিল কার্নেগি। 'বুদ্ধিটা তোমার মাথায় এসেছে, নাকি কেউ বলে দিয়েছে?'

আবারও মেকি হাসি হাসল ওয়েস্ট। 'বুদ্ধি বাতলে দেবার মতো লোক নেই আমার। মাথায় যা এসেছে বলেছি, ভালোমন্দ বিচার করার দায়িত্ব তোমার।'

হাসল কার্নেগিও। 'বুদ্ধিটা ভালোই। কাজে লাগলে কোটিপতি হয়ে যাবো, সন্দেহ নেই।'

'কাজে লাগলে না,' শুধরে দিল ওয়েস্ট, 'বলা উচিত ছিল কাজে লাগালে।' কথাটা শুনে কার্নেগির কী প্রতিক্রিয়া হলো চট করে দেখে নিয়ে বলতে লাগল, 'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। তিনদিনের জন্য ঘুষ খেয়েছে চার্লি, তিনদিন পর সে কী করবে জানি না। আবার এমনও হতে পারে, নতুন লোক যোগাড় করে কাজ শুরু করে দিল এড এবং আমাদের চেয়েও ভালো নমুনা পেয়ে গেল। তাই বলছিলাম, আমাদের হাতে সময় কম। ক্যানিয়নের সবগুলো ক্লেইম কেনার মতো টাকা যদি আমার থাকত, তা হলে তোমার কাছে এসে এত বকবক করতাম না, নিজেই কিনে নিতাম। এখন কথা মাত্র দুটো– ক্লেইমগুলো তুমি কিনতে চাও কি না এবং সবগুলো ক্লেইম কেনার মতো টাকা তোমার কাছে আছে কি না।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কার্নেগি, পায়চারি করতে লাগল। একই সঙ্গে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'কিনতে চাই কি না? একশোবার চাই। টাকা আছে কি না?' পায়চারি থামিয়ে ওয়েস্টের দিকে তাকাল সে। 'কত টাকা লাগবে বলো। কোটিপতি হবার জন্য লাখ টাকা খরচ করতে কোনও আপত্তি নেই আমার।'

শেষ হয়ে আসা চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ওয়েস্ট। 'মোটামুটি একটা হিসাব করেছি আমি। সবগুলো ক্লেইম কিনতে দেড় লাখ ডলারের মতো দরকার।'

কথাটা শুনে একটু দমে গেল কার্নেগি। 'দেড় লাখ?' ববের দিকে একবার তাকাল সে। 'এই মুহূর্তে অত টাকা নেই আমার কাছে। তবে যা আছে দেড় লাখের চেয়ে খুব একটা কম না। চেষ্টা করলে হয়তো আরও কিছু যোগাড় করতে পারবো। তবে সময় লাগবে।'

কার্নেগি ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে টের পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল ওয়েস্ট, চোখমুখের চাঞ্চল্য চাপা দেওয়ার জন্য আরেকটা চুরুট ধরাল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবার ভান করে বলল, 'টাকা যোগাড় করতে কতদিন লাগবে তোমার?'

boighar.com

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জবাব দিল কার্নেগি, 'আমার বেশিরভাগ টাকাই আছে লেকউডের ব্যাঙ্কে। এতগুলো টাকা... গিয়ে চাইলেই তো আর দিয়ে দেবে না ওরা। তা ছাড়া আগেই বলেছি, দেড় লাখের কিছু কম হবে আমার কাছে।... কমপক্ষে দুই দিন তো লাগবেই...'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েস্ট, কিছু বলল না।

হাতে ধরা সোনার বারটা ওয়েস্টের দিকে ছুঁড়ে মারল কার্নেগি, জিনিসটা লুফে নিল ওয়েস্ট। ঘোড়ার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কার্নেগি বলল, 'বারটা আপাতত তোমার কাছেই রাখো। পরে একসময় নিয়ে নেবো। ডেলাওয়ারি ক্যাম্পে ফিরে যাও আপাতত, আমি দেখছি কত তাড়াতাড়ি টাকা যোগাড় করা যায়।'

কারসন রেস্টুরেন্টে খেতে ঢুকলে এডের প্রথম কাজটাই হচ্ছে ক্যাথির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকানো। আজ কাজটা করল না সে। মন খারাপ বলে সোজা এগিয়ে গেল কোনার একটা টেবিলের দিকে। খালি আছে টেবিলটা, তাই চেয়ার টেনে বসে পড়ল সে। হাতের ক্যানভাসে মোড়ানো জিনিসটা নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। জানে একসময় না একসময় ওকে দেখতে পাবে ক্যাথি, তখন নিজে থেকেই এগিয়ে আসবে।

হলোও তাই। মিনিট পাঁচেক পর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাথি। কয়েকটা মুহূর্ত একদৃষ্টিতে দেখল এডকে, ওর মেজাজ ভালো না বুঝতে পেরে কাজের কথায় চলে গেল, 'কী এটা?'

উদাসী গলায় জবাব দিল এড, 'টোপ।'

ভ্রূ কুঁচকাল ক্যাথি। 'কীসের টোপ?'

আড়চোখে মোড়কটা দেখল এড। ওয়েস্টকে সোনার যে-বারটা দিয়েছিল সে, আজ সকালে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে গেছে ওয়েস্ট। পুরনো আর ছেঁড়া একটুকরো ক্যানভাস দিয়ে বারটা পেঁচিয়েছে এড; লোকের চোখে পড়বে ঠিকই, কিন্তু জিনিসটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাবে না কেউ, ভিতরে কী আছে কল্পনা করা তো দূরের কথা।

ম্লান হাসি হাসল এড। 'পরে বলবো। খেতে দাও এখন।'

এড কী খাবে জেনে নিয়ে খাবার আনতে চলে গেল ক্যাথি। ফিরে এসে প্লেটগুলো নামিয়ে রাখল এডের সামনে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল এডের মুখোমুখি। বলল, 'তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, খারাপ কিছু ঘটেছে।'

চিবানো খাবারটুকু গিলে নিয়ে পানির গ্লাসটা টেনে নিল এড। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে সোনা নেই, ক্যাথি। ভুল বললাম। সারা ক্যানিয়নে যেটুকু সোনা আছে, বেচলে একশো ডলারও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।'

'তা হলে এত কষ্ট করে কী লাভ হলো?'

জবাব দিল না এড, এক চুমুকে গ্লাসের বাকি পানিটুকু শেষ করল। আরেক

গ্লাস পানি ঢালল জগ থেকে।

'কী করবে এখন?' জানতে চাইল ক্যাথি।

'জানি না।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল ক্যাথি, 'মেক্সিকোর চাকরিটা...'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল এড। 'সম্ভব না। মানা করে দিয়েছি, ওরা লোক নিয়ে ফেলেছে এতদিনে।... কথাটা জিজ্ঞেস করলে কেন? আমি এখন বেকার ভবঘুরে, আমাকে বিয়ে করলে...'

হেসে ফেলল ক্যাথি। 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। কপালে লেখা নেই তাই ডেলাওয়ারিতে সোনা পাওনি তুমি। মেক্সিকোর চাকরিটাও হারিয়েছ একই কারণে।... যেসব মেয়ে দিনরাত শুধু টাকা টাকা করে, আমি তাদের মতো না। যদি হতাম তা হলে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল সে।

'তা হলে?' খাওয়া থামিয়ে ক্যাথির দিকে তাকাল এড।

মাথা নাড়ল ক্যাথি, কিছু বলল না।

ব্যাপারটা বুঝতে পারল না এড। নিচু গলায় বলল, 'বেশিদিন হয়তো বেকার থাকতে হবে না আমাকে। এক সপ্তাহ কি বেশি হলে দশদিনের মধ্যে আবার চালু হবে ইসাবেলা মাইন।'

উজ্জ্বল চোখে এডের দিকে তাকাল ক্যাথি। 'তার মানে আগের চাকরিটা আবার পাচ্ছ?'

'আশা করা যায়,' হাত থেকে চামচ নামিয়ে রাখল এড। 'খবরটা কাউকে জানিয়ো না।'

'কেন?'

'ঝামেলা হতে পারে।'

'আশ্চর্য তো!' ভ্রূ কুঁচকাল ক্যাথি। 'এরকম একটা সুখবরে আবার কীসের ঝামেলা হবে?'

'দুয়েকদিনের মধ্যেই বড় কোনও ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আমাদের কাউন্টিতে,' নিচু গলায় বলল এড। 'খেলাটা শুরু হবে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে। ফিল...' কথা শেষ না করে থেমে গেল এড, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল ভাবের কী পরিবর্তন হচ্ছে ক্যাথির মুখে।

লাল হয়ে গেছে মেয়েটার দু'গাল, এডের সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না হয়, সেজন্য তাকিয়ে আছে টেবিলক্লথের দিকে। কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সে, 'ফিলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল এড। 'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই আজগুবি সব গালগল্প শুনিয়েছে সে তোমাকে?' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল ক্যাথি, চোখ তুলে তাকাল এডের দিকে। 'ওর মতো... ফালতু লোকের কথা মাথায় রাখার দরকার নেই, এড। এক কান দিয়ে শুনেছ, এখন আরেক কান দিয়ে বের করে দাও।'

চেয়ারে হেলান দিল এড। 'ফিল আমাকে ফালতু একটা কথাও বলেনি। যা

boighar.com

বলেছে, কাজের কথাই বলেছে। দোয়া করো যেন ওর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। তা না হলে কপালে খারাপি আছে আমার।'

'বুঝলাম না।'

'আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভবও না এখন। যখন সময় হবে নিজেই বুঝতে পারবে সব।' এঁটো প্লেট ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল এড। 'তবে একটা কথা বলি– আমরা দু'জনই ভুল বুঝেছি ফিলকে। যতটা খারাপ ভেবেছি ওকে, আসলে ততটা খারাপ না সে।'

চোখ নামিয়ে আবার টেবিলক্লথের দিকে তাকাল ক্যাথি, আনমনে খুঁটতে আরম্ভ করল ক্লথটার একপ্রান্ত। বিড়বিড় করে বলল, 'তারচেয়েও বেশি খারাপ।'

কথাটা শুনতে পেল না এড। টেবিলের উপর থেকে মোড়কটা তুলে নিল সে। মাথা নিচু করে বসে থাকা ক্যাথির দিকে তাকাল একবার। মেয়েটাকে বিদায় না জানিয়েই বেরিয়ে গেল তারপর।

চোখ তুলে তাকাল ক্যাথি। এডের গমনপথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল, চলে গেল নিজের কাজে। কিন্তু সারাটা দিন উদাস হয়ে থাকল সে, কাজে মন বসল না একবারও। যেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, ফিল বেঁচে আছে শুনে ভালো লাগছে ওর। এবং একসময় বুঝতে পেরে আশ্চর্য হলো, যতবার সে ফিলকে ভুলে থাকতে চাইছে, ততবার মনে পড়ছে ওর কথা।

চব্বিশ

যেমন রাতারাতি জমে উঠেছিল ডেলাওয়ারি ক্যানিয়ন ঠিক তেমন হঠাৎ করেই ঝিমাতে আরম্ভ করেছে। আগে সকাল হলেই শোনা যেত ডিশপ্যান-খুন্তির টুংটাং আওয়াজ, কোদাল-বেলচার ধাতব শব্দ, আর আঙুল-ফুলে-কলাগাছ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর প্রসপেক্টরদের খিস্তি-খেউড়। আর এখন সেসব শব্দ শুনতে হলে কান পাততে হয়। রাতে পুরো উপত্যকায় বিরাজ করে কবরস্থানের নীরবতা, কেউ হাঁচি দিলে শব্দটা শোনা যায় সিকি মাইল দূর থেকে।

ঝোপ বুঝে কোপ মারার বিদ্যেটা ভালো জানা আছে এমন দুয়েকজন সেলুন খুলেছিল ক্যানিয়নে। প্রথমদিকে চলেছিল ভালো, এখন মালিকরা বসে বসে মাছি মারে আর স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করে দুয়েকটা খদ্দের জুটিয়ে দেওয়ার জন্য।

এরকম একটা সেলুনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েস্ট। ওর পিছনে, সেলুনের দরজার দু'দিকে জ্বলছে দুটো কেরোসিন-ল্যাম্প। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে, কালচে-গোলাপী আকাশের পটভূমিতে, ল্যাম্পের লালচে আলোয় ওয়েস্টের বিশাল শরীরটা দেখে মনে হচ্ছে দানবীয় কোনও মূর্তি যেন–

ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে এমন কোনও মহাপ্রলয়ের অপেক্ষায় নিশ্চল।

এদিক-ওদিক দেখল সে একবার। তারপর হাতে ধরা ডিশপ্যান দুটোকে বুক সমান উঁচুতে তুলল, একটার সঙ্গে আরেকটাকে বাড়ি দিতে লাগল জোরে জোরে। ভারী ঢং ঢং আওয়াজ ভেঙে দিল রাতের প্রথম প্রহরের নিস্তব্ধতা।

প্রসপেক্টরদের অনেকেই ঝিমাচ্ছিল, শব্দ শুনে তাকাল ওয়েস্টের দিকে। হেঁড়ে গলায় ওদেরকে ডাকল ওয়েস্ট। হাতে কাজ নেই কারোরই, তাই একপা-দু'পা করে এগিয়ে এল সবাই।

আজ রাতে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে দারুণ এক নাটক হবে– জানে এড, তাই মজাটা ষোলোআনা পাওয়ার জন্য ওয়েস্ট যে-সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে-সেলুনের বারে বসে ধীরেসুস্থে হুইস্কি গিলছে সে। ডিশপ্যানের আওয়াজ শুনে হুইস্কির দাম চুকিয়ে সেলুনের বাইরে, বোর্ডওয়াকের উপর এসে দাঁড়াল সে।

ওর ক্লেইমের বেশিরভাগ শ্রমিকই চলে গেছে। আজ দুপুরে তিনজন নতুন শ্রমিক এসেছে– মাত্র এক সপ্তাহের জন্য এবং অতি সামান্য বেতনের চুক্তিতে। এই তিন শ্রমিক আর কেউ না– ফিল, জ্যাক আর জোসেফ। ওয়েস্টের ডিশপ্যানের আওয়াজ শুনে ক্লেইমের সীমানায় এসে দাঁড়াল তিনজন। কাঠের খুঁটিতে ভর দিয়ে তাকিয়ে থাকল ষাট গজ দূরের জটলার দিকে।

চারদিকে তাকাল ওয়েস্ট। সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে হতাশ প্রসপেক্টরদের ভিড়। বাস্তবতার কাছে পরাজিত চেহারাগুলো অন্ধকারে অস্পষ্ট, কিন্তু ওদের মৃত আশা যেন পচা লাশের মতো দুর্গন্ধ ছড়িয়ে জানান দিচ্ছে, নিজেদের ভাগ্যের উপর কতটা ক্ষুব্ধ ওরা।

লম্বা করে দম নিল ওয়েস্ট। বলতে আরম্ভ করল, 'আমার কথা শুনে তোমরা কে কী ভাববে জানি না, তবে আমি যা বলবো, তোমাদের ভালোর জন্যই বলবো। সবাই হয়তো জানো, এ-পর্যন্ত তিনবারে তিনটন পাথর তুলেছি আমি এবং প্রতিবারই চার্লির কাছে পাঠিয়েছি ভাঙানোর জন্য। কিন্তু কপাল খারাপ– প্রথমবারে কিছুই পাইনি, দ্বিতীয় আর তৃতীয়বারে চার্লি বলল বেশি হলে এক টন পাথর থেকে চল্লিশ ডলারের মতো সোনা পাওয়া যাবে।' শার্টের পকেট থেকে কয়েক তা কাগজ বের করে সবচেয়ে কাছে দাঁড়ানো এক প্রসপেক্টরের দিকে এগিয়ে দিল সে, 'বিশ্বাস না হয় তো যার খুশি পড়ে দেখতে পারো রিপোর্টটা।'

এমনভাবে রিপোর্টটা হাতে নিল লোকটা যে, দেখে মনে হলো কাগজ নয়, তাজা গোবর ধরেছে যেন। ওর পাশে দাঁড়ানো আরেকজন ম্যাচ জ্বালল, অনুজ্জ্বল আলোয় রিপোর্টটা পড়ল দু'জনে। এগিয়ে এল আরও চার-পাঁচজন। আগের দু'জনকে ঘিরে ধরে রিপোর্টের উপর নজর বুলিয়ে নিল দ্রুত।

'কিন্তু,' ওয়েস্টের হাতে রিপোর্টটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল একজন, 'সকালেই তো জেনেছি কথাটা। এখন এত ঢাকঢোল পিটিয়ে জানানোর কারণটা কী?'

boighar.com

জবাব না দিয়ে উঁচু গলায় পাল্টা জিজ্ঞেস করল ওয়েস্ট, 'তোমাদের আর কেউ কি চার্লির কাছে পাথর পাঠিয়েছিলে?'

"হ্যাঁ" শব্দটা উচ্চারণ করল বেশ কয়েকজন।

'আমার মতো চল্লিশ ডলারের অফার পেয়েছ কেউ?' আবার জিজ্ঞেস করল ওয়েস্ট।

এবারও "হ্যাঁ" শোনা গেল, কিন্তু মাত্র দুই কি তিনজন উচ্চারণ করল শব্দটা।

'চল্লিশের বেশি?' পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন করে চলেছে ওয়েস্ট।

কেউ কোনও জবাব দিল না।

'খুঁড়তে খুঁড়তে মাটিতে একশো হাত গর্ত করে ফেললেও লাভ হবে না,' ডিশপ্যান দুটো মাটিতে ফেলে দিল ওয়েস্ট, 'এই ক্যানিয়ন থেকে টনে চল্লিশ ডলারের বেশি পাওয়া যাবে এমন পাথর তোমরা তো পরের কথা, দেবদূতরাও তুলতে পারবে না। এই কথাটা বলার জন্যই ডেকেছি তোমাদেরকে।'

কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

'যাতায়াত, থাকা-খাওয়া, পাথর তোলার খরচ– সব মিলিয়ে চল্লিশ ডলার। কত ডলার লাভ থাকে, বলো তো?'

সবাই চুপ।

'যোগ-বিয়োগের কাজটা তোমাদের আগেই যারা করেছে তারা কেটে পড়েছে ইতোমধ্যেই। তোমরাও চলে যেতে, ভালো কোনও খবর শোনার আশায় রয়ে গেছ। কিন্তু কপালটাই খারাপ আমাদের– ডেলাওয়ারির মাটি এতই নীরস যে, ভালো কিছু জোটার সম্ভাবনাই নেই। হ্যাঁ, দু'চার পয়সা লাভ হয়তো করা যাবে; তবে তার জন্য লাখ লাখ টাকার পুঁজি খাটাতে হবে এখানে। সে-সামর্থ্য আছে কারও?'

নীরব থেকে সবাই বুঝিয়ে দিল, কারোরই লাখ টাকা খাটানোর সামর্থ্য নেই।

'বড় কোনও আউটফিট যদি পুরো ক্যানিয়নটা কিনে নিয়ে মাইন চালু করে, নিজেরাই যদি স্ট্যাম্পমিল দেয়, তা হলে কিছু কামিয়ে নিতে পারবে এখান থেকে। কিন্তু ওই যে বললাম– এর জন্য দরকার লাখ টাকার পুঁজি।'

চাঁদটার অস্পষ্ট আলোয় প্রসপেক্টরদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওয়েস্টের কথা শুনে আরও মুষড়ে পড়েছে বেচারারা।

'জানো কি না জানি না– আমার ক্লেইমের মালিক আসলে আমি না,' বলে চলল ওয়েস্ট, 'লেকউডে থাকে আমার মালিক; টাকা-পয়সা যখন যা লাগে দেয়, সপ্তাহে একবার গিয়ে খরচের হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হয় আমাকে। চার্লির তিন নম্বর রিপোর্ট পড়ে মালিক বলল, এই ব্যবসার নাকি কোনও মানেই হয় না– আমার ছ'টা ক্লেইমের সব পাথর বেচলেও এ-পর্যন্ত যা টাকা লাগিয়েছে, তা-ও নাকি উঠে আসবে না, লাভ তো পরের কথা। তাই আমাকে বলল তোমাদেরকে, মানে বাকি প্রসপেক্টরদেরকে একটা প্রস্তাব দিতে।'

অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন শোনা গেল ভিড়ের মধ্য থেকে।

নীরবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ওয়েস্ট, উপস্থিত সবার কৌতূহল আরও বাড়াল, তারপর বলতে লাগল, 'মালিক বলল তোমরা যদি তোমাদের সবার ক্লেইম ন্যায্য দামে বেচতে রাজি থাকো, তা হলে কিনবে সে। মাইন চালুর জন্য এখানে বিল্ডিং বানাবে, মেশিনপত্র যা যা লাগে সব আনবে মিলের জন্য। পুরো ক্যানিয়নের পাথর একা তুলতে পারলে তবেই নাকি দু'চার পয়সা কামাতে পারবে।'

গুঞ্জন থেমে গেছে। ওয়েস্টকে ঘিরে ধরা লোকগুলো একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কী বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না কেউই, তাই মুখ খুলছে না। বেশ কিছুক্ষণ পর একজন বলল, 'ন্যায্য দাম মানে কত?'

'এখানে যে-পরিখাটা আছে সেটার মধ্যে যাদের ক্লেইম আছে, তাদেরকে একেকটা ক্লেইমের জন্য দু'হাজার ডলার দিবে মালিক। পরিখার সামনে-পিছনে-ডানে-বামে পাঁচশো গজের মধ্যে কারও ক্লেইম থাকলে সে পাবে ক্লেইম প্রতি একহাজার ডলার। ক্যানিয়নের পুবদিকে একেবারে শেষমাথায় বেঁটে পাহাড়টার আধমাইলের মধ্যে যাদের ক্লেইম আছে, তারা পাবে ক্লেইম প্রতি সাড়ে সাতশো ডলার।' থামল ওয়েস্ট, সামনের চেহারাগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল, তারপর বলল, 'এত ভালো জায়গায় ছ'টা ক্লেইম আমার। কিন্তু আমার অবস্থাটা ভেবে দেখো– তিন টন পাথরে চল্লিশ দু'গুণে আশি ডলারের সোনা। আমি তো বলবো ন্যায্য দামের চেয়ে তোমাদেরকে অনেক অনেক বেশি দিতে চেয়েছে আমার মালিক। যা-ই হোক, আমাকে বলতে বলেছিল; বললাম। এবার বেচবে কি না সিদ্ধান্ত নাও তোমরা। তারপর জানাও আমাকে।'

আবারও মুখ চাওয়াচায়ি শুরু করেছে প্রসপেক্টররা। চকচক করছে অনেকের চোখ; বুঝতে পারছে, ওয়েস্টের মালিক প্রসপেক্টিং-এর "প"-ও জানে না, তাই উলুবনে মুক্তা ছড়াচ্ছে। কিন্তু "পাছে লোকে কিছু বলে"– এই ভয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু বলছেও না কেউ।

শুরু হলো ফিসফাস, তারপর গুঞ্জন। সেটা বাড়তে বাড়তে মিনিট পাঁচেক পর হলো কোলাহল। শুকনো কথায় চিড়ে ভিজে গেছে বুঝতে পেরে পিছিয়ে এল ওয়েস্ট। সেলুনের সিঁড়িতে বসে পড়ল ধপ করে। আঙুলের ধাক্কায় হ্যাট নামিয়ে দিল পিছনের দিকে, ঘাড়ে বাঁধা রুমাল খুলে নিয়ে মুছল ঘামে ভেজা মুখ। রুমালটা আগের জায়গায় বাঁধতে বাঁধতে খেয়াল করল প্রসপেক্টররা একজন-দু'জন করে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

ওকে ঘিরে ধরল লোকগুলো। শুরু হলো একের পর এক প্রশ্ন। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জবাব দিতে লাগল ওয়েস্ট। দেখে মনে হচ্ছে যার-পর-নাই বিরক্ত সে, প্রস্পেক্টরদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারছে না বলে বাধ্য হয়ে ওদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। কিন্তু প্রসপেক্টররা মোটেই বিরক্ত হচ্ছে না। বরং ওয়েস্ট যতই পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছে, ততই বাড়ছে তাদের আগ্রহ। মুখটা হাঁড়ির মতো করে রাখলেও প্রসপেক্টরদের অবস্থা দেখে মনে মনে হাসল ওয়েস্ট। এত সহজে কাজ

boighar.com

হবে ভাবেনি সে। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি।

অতিষ্ঠ হওয়ার ভান করে উঠে দাঁড়াল ওয়েস্ট, ভর দিল বোর্ডওয়াকের পিলারে। পকেট থেকে চুরুট বের করে ধরাতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে শোনা গেল এডের ধীর শান্ত কণ্ঠ, 'আমি আমার ক্লেইম বেচবো। টাকাটা কবে দেবে আমাকে?'

এই কথাটা শোনার অপেক্ষাতেই ছিল যেন প্রসপেক্টররা। কথা থামাল সবাই। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সেলুনের দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা এডের দিকে।

ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধীরেসুস্থে চুরুট ধরাল ওয়েস্ট। কাঠি নেভাতে নেভাতে বলল, 'তোমার একটা ক্লেইম কিনলে লাভ হবে না মালিকের। বেচলে ছ'টা ক্লেইমই বেচতে হবে তোমাকে।'

'আমি রাজি,' সোজা হয়ে দাঁড়াল এড। 'টাকাটা কবে দেবে?'

'কথা বলে দেখতে হবে মালিকের সঙ্গে। তুমি বেচতে রাজি হয়েছ জানাতে হবে। দেরি করবে না মালিক, হয়তো আগামীকাল সন্ধ্যায়ই তোমার টাকাটা পেয়ে যাবে।'

'কোথায়? কীভাবে?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল ওয়েস্ট, আসলে ভাবার ভান করল। তারপর বলল, 'এই সেলুনে। দলিল-পত্র যা আছে সব নিয়ে আসবে তুমি। ক্লেইম-রেকর্ডার আর একজন উকিল আনার দায়িত্বও তোমার। আমি আনবো টাকা। দলিলে সই করে আমাকে বুঝিয়ে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে টাকা পেয়ে যাবে। কোনও ফাঁকিবাজি নেই।'

'দালালি করার জন্য কিছু দিতে হবে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল এড।

'দালালি বলছ কেন?' এমন ভান করল ওয়েস্ট যে দেখে মনে হলো এডের কথা শুনে দুঃখ পেয়েছে। 'চাকরি করি, কাজেই মালিক আমাকে যা করতে বলবে, সেটা করতে আমি বাধ্য। তবে,' দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুট সরিয়ে হাসল সে, 'তুমি যদি দুয়েক বোতল হুইস্কি খাওয়াতে চাও, তা হলে আপত্তি করবো না।'

ওর বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল অনেকেই।

পরদিন শেষ-বিকেলে যার যার ক্লেইম বিক্রি করতে শুরু করল ওরা। গতকালকের সেই সেলুনের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সবাই। সেলুনের ভিতরে আছে ওয়েস্ট, ক্লেইম-রেকর্ডার আর কারসনের এক তরুণ উকিল। টাকার বস্তা খুলে বসে থাকতে হবে বলে সেলুনের মালিককে অনুরোধ করে সেলুনটা আপাতত খালি করিয়েছে ওয়েস্ট। এজন্য তিনশো ডলার ধরিয়ে দিয়েছে সেলুন-মালিকের হাতে। দু'দিনের কামাই একবারে পেয়ে কিছু বলেনি লোকটা; বারের এক কোনায় একটা বোতল আর একটা গ্লাস নিয়ে বসে পড়েছে, একটু একটু করে হুইস্কি খাচ্ছে আর মজা দেখছে।

প্রথমেই ঢুকল এড। দলিল-পত্র দিল উকিলের হাতে। নকল না আসল বুঝে নিয়ে উকিল সেগুলো দিল ক্লেইম-রেকর্ডারের কাছে। রেজিস্টারের সঙ্গে

সেগুলো মিলিয়ে দেখল লোকটা। ওয়েস্টের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল তারপর। কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিল ওয়েস্ট। রেজিস্টারে এডের নাম কেটে কার্নেগির নাম লিখল ক্লেইম-রেকর্ডার। নতুন দলিলে লেখা হলো এডের ছ'টা ক্লেইমের মালিক এখন কার্নেগি। সেটাতে সই করল এড, তারপর টাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল বারের দিকে। সেলুন-মালিকের হাতে দু'বোতল হুইস্কির দাম দিয়ে বলল বোতলগুলো ওয়েস্টের সামনে দিয়ে আসতে, তারপর বেরিয়ে গেল বাইরে।

ওকে বের হতে দেখে হই-হই করে উঠল প্রসপেক্টররা। ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল এড, সবাইকে দেখিয়ে টাকা ভরল কাঁধে ঝোলানো থলেতে। তারপর হাঁটা ধরল নিজের ক্লেইমের দিকে।

প্রতিটা ক্লেইমের মালিক, শ্রমিক– সবাই জড়ো হয়েছে সেলুনের বাইরে। মালিকরা ক্লেইম বেচবে, কিছু করার নেই বলে শ্রমিকরা বিনা পয়সায় মজা দেখবে। ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নের একটা লোকেরও বোধহয় আসতে বাকি নেই। এড বেরিয়ে আসার পর পরের লাইনের দ্বিতীয় লোকটা ঢুকল সেলুনের ভিতরে। স্বাভাবিক ভাবেই ওকে দেখতে লাগল সবাই।

এড বুঝতে পারল, কেউ খেয়াল করছে না ওকে। দিক পাল্টাল সে, নিজের ক্লেইমের বদলে হাঁটতে লাগল ওয়েস্টের ক্লেইমের উদ্দেশে।

খাঁ-খাঁ করছে পুরো ক্লেইম। খুলে হাঁ হয়ে আছে ভিতরে ঢোকার দরজা। পাহারাদার ছিল বেশ কয়েকজন, টাকা আনার জন্য তাদের সবাইকে সঙ্গে করে লেকউডে নিয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট। লোকগুলো এখন আছে সেলুনে, ভিতরে বসে হাই তুলছে আর অলস দৃষ্টিতে দেখছে ওয়েস্টের ক্লেইম কেনার কাজ। সুযোগটা নেওয়ার কথা ফিলদের, জানে এড, তবুও সতর্ক হলো সে। আলগা করে দিল হোলস্টারের ফিতে। অফিসরুমের কাছাকাছি এসে ধীর করল হাঁটার গতি।

পশ্চিমাকাশে একছোপ লাল রঙ মেখে দিয়ে কিছুক্ষণ আগে বিদায় নিয়েছে সূর্য, ঘনায়মান অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাল এড। মৃদুমন্দ একটা বাতাস বইছে একটু পরপর, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে ধুলো-আবর্জনা। ওয়েস্টের শ্রমিকরা তাদের শেডের বাইরে একটা দড়িতে মেলে দিয়েছে কাপড়, সেগুলো নড়ছে থেকে থেকে। আর কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই। অফিসরুমের চালাটা দেয়াল ছাড়িয়ে ফুট তিনেক বের হয়ে আছে বাইরের দিকে, নীচে গাঢ় ছায়া– সেদিকে সরে গেল এড।

ঠিক তখনই কে যেন পিস্তল চেপে ধরল ওর পিঠে। ফিসফিস করে কানের কাছে বলল, 'নড়েছ তো মরেছ! হাত তুলে ভালোমানুষের মতো দাঁড়াও চুপচাপ। তারপর ধীরেসুস্থে ঘোরো আমার দিকে। তোমার চাঁদমুখটা দেখি একবার।'

চেপে রাখা শ্বাস শব্দ করে ছাড়ল এড। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ভুল লোককে পিস্তল ধরেছ, জোসেফ।'

boighar.com

ক্লেইম-মালিকদের লাইনটা ছোট হয়ে এসেছে। সেলুনের বাইরে এখন দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচজন। শ্রমিকদের অনেকেই ফিরে গেছে। কেউ কেউ জড়ো হয়েছে অনতিদূরের সেলুনে। হই-চই শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে।

পরিত্যক্ত এক তাঁবুতে ভাঙা একটা বেঞ্চের উপর বসে আছে কার্নেগি। কেস্টার বসেছে কিছুটা দূরে, উল্টিয়ে রাখা খালি একটা বাক্সের উপর। "বিজয়" উদযাপন করতে এক বোতল হুইস্কি যোগাড় করেছে কার্নেগি, কেস্টারকে নিয়ে পান করছে ধীরে ধীরে।

'ঘটনা তো কিছুই বুঝলাম না,' বোতল থেকে নিজের গ্লাসে আরও কিছুটা হুইস্কি ঢেলে নিল কেস্টার। 'হঠাৎ কী এমন পেলে তুমি এখানে যে, দু'হাতে টাকা খরচ করে কিনে নিলে সবগুলো ক্লেইম?'

জবাব না দিয়ে হাসল কার্নেগি।

'হাসছ কেন?' চটে উঠল কেস্টার। 'পাথরে ভরা উপত্যকা আরও অনেক আছে আশপাশে। সেখানে গিয়ে প্রসপেক্টিং করলেও তো মনে হয় টনপ্রতি একশো ডলারের সোনা পেতে অনায়াসে।'

এবারও কিছু বলল না কার্নেগি। দু'নম্বর বোতলটার মুখ খুলতে লাগল ধীরেসুস্থে।

হাতের গ্লাসটা মাটিতে নামিয়ে রাখল কেস্টার। 'কী ব্যাপার? তুমি কি মুখ বন্ধ করে রাখার কসম খেয়েছ? নাকি মাথায় আর কোনও শয়তানি বুদ্ধি খেলছে না বলে পাগল হয়ে গেছ? সারাজীবনের জমানো টাকা এভাবে খরচ করার অন্য কোনও কারণ তো দেখি না।'

'কারণ আছে,' নিজের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল কার্নেগি। 'তোমার কাছে মনে হচ্ছে দু'হাতে টাকা খরচ করছি। এই খরচ করাটা আসলে বিনিয়োগ। যা খাটাচ্ছি তার একশো গুণ ফেরত পাবো বছর শেষ হবার আগেই।'

'এই ক্যানিয়ন থেকে?' ব্যঙ্গের হাসি হাসল কেস্টার। 'যদি পাও তো আমার কান কেটে ফেলবো।'

'তা হলে বরং এখনই কেটে ফেলো। কারণ চার্লির তিন নম্বর রিপোর্টটা...

'শুনেছি। টন প্রতি চল্লিশ ডলার।'

'ওটা ওয়েস্টের বানানো। আসলে হবে টন প্রতি এগারোশো ডলার।'

হাঁ করে কার্নেগির চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কেস্টার। দেখে মজা পেল কার্নেগি, ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

নিজেকে সামলে নিয়ে কেস্টার বলল, 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। বড় কোনও দাঁও না হলে এভাবে পানির মতো টাকা খরচ করতে না তুমি।' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে। 'নাহ্, বুদ্ধিতে তোমাকে হারাতে পারে এরকম কেউ এখনও জন্মায়নি এই কারসনে।' হাত বাড়িয়ে দ্বিতীয় বোতলটা টেনে নিল সে। গ্লাস ভর্তি করে হুইস্কি নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল মদটুকু। তারপর

আবার খেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খালি করে ফেলল বোতলটা। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শূন্য বোতলটার দিকে, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলল তাঁবুর এক কোনায়।

'ক্লেইমগুলো কেনা হয়ে গেলে নিজের শ্যাফটে যাবে ওয়েস্ট,' বলল কার্নেগি। 'সবগুলো দলিল বুঝে নিতে হবে ওর কাছ থেকে। চলো, রওনা হই। মূল্যবান জিনিস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুঝে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।'

তাঁবু ছেড়ে বের হয়ে এল ওরা দু'জন। হাঁটতে লাগল ওয়েস্টের ক্লেইমের দিকে। পাথুরে পথে ওদের দু'জনের পায়ের আওয়াজ নিস্তব্ধ রাতে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক জোরে শোনা গেল।

ওয়েস্টের অফিসরুমের দরজায় তালা নেই। না থাকারই কথা। কোনও দিকে না তাকিয়েই ভিতরে ঢুকে গেল ওরা।

ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জানালায় মোটা ক্যানভাসের পর্দা, চাঁদের ম্লান আলো তাই ঢুকতে পারছে না ভিতরে। এত মোটা পর্দা ঝোলানোর জন্য বিড়বিড় করে ওয়েস্টকে গাল দিল কার্নেগি। অন্ধকার মোটেও পছন্দ করে না সে; জানে শত্রুর উপর হামলা চালানোর জন্য অন্ধকারের আড়ালের যেমন জুড়ি নেই, তেমনি আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি ভয় থাকে এই অন্ধকারেই।

কেস্টারের অবস্থা ভালো না– যতটা গেলার দরকার ছিল তারচেয়ে বেশি মদ গিলে ঝিমাচ্ছে এখন। ওকেও গাল দিল কার্নেগি। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে জ্বালল, উঁচু করে ধরল জ্বলন্ত কাঠিটা। অনুজ্জ্বল আলোয় তাকাল চারদিকে।

হাত পাঁচেক সামনে কাঠের একটা টেবিল। সেটার দু'পাশে দুটো সরু বেঞ্চ। এক কোনায় একটা বাঙ্ক, তাতে তোষকের বদলে খড়ের স্তূপ। টেবিলটার দিকে আবার তাকাল কার্নেগি। একটা পায়ার কাছে, মাটিতে নামিয়ে রাখা আছে একটা কেরোসিন ল্যাম্প। ল্যাম্পটা টেবিলে না রেখে মাটিতে রাখার জন্য ওয়েস্টকে আবারও গাল দিল কার্নেগি। কেস্টারকে নিয়ে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল সে। চুরুট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওয়েস্টের জন্য।

ফিরতে বেশিক্ষণ লাগল না ওয়েস্টের। তার ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা গেল পথের উপরে। নড়েচড়ে বসল কার্নেগি। দামি চুরুটটা বিস্বাদ লাগছিল এতক্ষণ, হঠাৎ করেই ওর মনে হলো, আগের সেই স্বাদ ফিরে এসেছে।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ওয়েস্ট। কার্নেগির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল, ঠোঁট বাঁকিয়ে সামান্য হাসল। শীতল দৃষ্টিতে দেখল কেস্টারকে, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কার্নেগির দিকে।

'সমস্যা নেই,' ওয়েস্টকে আশ্বস্ত করল কার্নেগি। 'বুঝতে পারছি, চেনো না একে, কিন্তু নাম শুনেছ হয়তো। এ হচ্ছে কাউন্টি শেরিফ কেস্টার, ক্লেইমের ব্যাপারে সবই জানে।... তোমার খবর বলো।'

কাঁধে ঝোলানো থলেটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল ওয়েস্ট। 'লেকউড থেকে এই ব্যাগে টাকা ভরে দিয়েছিলে, আর এখন বিনিময়ে পাচ্ছ সবগুলো

boighar.com

দলিল।'

'সবগুলো?' দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুট সরিয়ে জিজ্ঞেস করল কার্নেগি।

'না, সবগুলো কিনতে পারিনি। টাকা শেষ হয়ে গেছে,' হ্যাট খুলে বাঙ্কের উপর ছুঁড়ে মারল ওয়েস্ট। 'বেঁটে পাহাড়ের ওদিকে ছ'টা ক্লেইম কেনা বাকি আছে। টাকা যোগাড় করে পরে একসময় কিনে নিয়ো ওগুলোও।' এগিয়ে গিয়ে বাঙ্কের উপর বসে পড়ল সে। ঘাড় থেকে রুমাল খুলে নিল ভেজা মুখ মোছার জন্য।

টেবিলের উপর রাখা থলেটা খুলল কার্নেগি। উঁচুতে তুলে ধরল কেরোসিন ল্যাম্পটা। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে ভর দিয়ে থলের ভিতরে কী আছে দেখার জন্য ঝুঁকল কেস্টার। ঠিক তখনই কে যেন প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল শ্যাকের বন্ধ দরজায়। ছিটকে খুলে গেল দরজাটা। ধীরেসুস্থে ভিতরে ঢুকল দীর্ঘদেহী এক যুবক। দাঁতের ফাঁকে পাইপ কামড়ে ধরে রেখে বলল, 'গুড ইভনিং! সাক্ষাতের জন্য এরচেয়ে ভালো সময়, এরচেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না– স্বীকার করতেই হবে তোমাদেরকে।'

হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েছিল কেস্টার, কিন্তু কণ্ঠটা চিনতে পেরে থমকে গেল। দরজা জুড়ে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিটা কার বুঝতে সময় লাগল না ওর।

দু'পা আগে বাড়ল ফিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকল জ্যাক আর জোসেফ। দু'পাশে সরে দাঁড়াল ওরা। জায়গা পেয়ে এবার ভিতরে ঢুকল ম্যাথিউজ, এড আর কার্টলি। দরজাটা বন্ধ করে দিল এড।

খুব ধীরে ল্যাম্পটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল কার্নেগি। একবার তাকাল ওয়েস্টের দিকে। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ফিলের দিকে। চুরুট টানতে লাগল হঠাৎ করেই। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হাতে নিল চুরুটটা। আলতো করে চাপড় দিল কেস্টারের কাঁধে, তারপর এগোল ফিলের দিকে।

'ঠিকই বলেছ, ফিল,' কণ্ঠ শুনে মনে হলো একটুও উত্তেজিত হয়নি কার্নেগি, 'সাক্ষাতের জন্য এরচেয়ে ভালো জায়গা, এরচেয়ে ভালো সময় আর হয় না। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। কী ভাগ্য আমার! ডেলাওয়ারির সবগুলো ক্লেইমও পেলাম, আবার তোমার সঙ্গে দেখাও হলো।'

বেঞ্চের দিকে ইঙ্গিত করে কার্নেগিকে বলল ফিল, 'বসে পড়ো।'

বসতে দেরি করল না কেস্টার। কিন্তু কার্নেগি দাঁড়িয়ে থাকল আগের মতোই। চেহারা গম্ভীর করে বলল, 'জ্যাক আর জোসেফের মতো দু'জন কুখ্যাত আউট-ল তোমার সঙ্গী হলো কী করে বুঝতে পারছি না, ফিল।'

কয়েক কদম এগিয়ে গেল জোসেফ, তারপর কার্নেগিকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না দিয়েই ওর মুখে ঘুসি মারল সর্বশক্তিতে। ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল কার্নেগি, ওর হ্যাট পড়ল দু'হাত দূরে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে উঠে বসার চেষ্টা

করছিল সে, কিন্তু দয়া দেখাল না জোসেফ– জোরে লাথি মারল কার্নেগির তলপেটে। ফুসফুসের সব বাতাস মুখ দিয়ে বের করে দিয়ে মেঝেতে মিনিট দুয়েক চিত হয়ে থাকল কার্নেগি।

কিছুক্ষণ পর জোসেফকে অভিশাপ দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল সে। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল একবার জোসেফের দিকে, তারপর এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল বেঞ্চে। পিছিয়ে গিয়ে বাঙ্কের উপর, ওয়েস্টের পাশে বসে পড়ল জোসেফ।

পাইপটা পকেটে রেখে দিয়ে ফিল বলল, 'কার্নেগি, শুনলাম পুরো ডেলাওয়ারি ক্যানিয়ন কিনে ফেলেছ। কিনতে কত লাগল, বলবে?'

জবাব দিল না কার্নেগি।

মুখ খুলল ওয়েস্ট, 'এক লাখ তেইশ হাজার ডলারের কিছু বেশি।'

'ক্লেইমগুলো কিনতে নাকি সারাজীবনের জমানো সব টাকা খরচ করেছ,' ভ্রূ নাচাল ফিল। 'সত্যি নাকি?'

সাড়া নেই কার্নেগির তরফ থেকে।

আবারও উত্তর দিল ওয়েস্ট, 'যা ছিল সব কেচেকুচে দিয়েছে আমাকে। ওর কাছে এখন একটা ফুটো পয়সাও নেই।'

হাসল ফিল। 'কার্নেগি, আমেরিকার ইতিহাসের সেরা ঠকাটা ঠকেছ তুমি। তোমাকে ফাঁদে ফেলার প্ল্যান করেছিলাম, দেখা যাচ্ছে পুরোপুরি সফল হয়েছি। পুরো ক্যানিয়নের সব পাথর বেচলে সোনা পাওয়া যাবে পাঁচশো ডলারের, অথচ তুমি খরচ করলে এক লাখ তেইশ হাজার।' বিস্ময় আর বেদনায় কালো হয়ে যাওয়া কার্নেগির চেহারাটা কিছুক্ষণ দেখে আবার বলতে লাগল, 'চার্লির যে-রিপোর্ট পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল, সেটা আসলে নকল। অনেক বলেকয়ে, ঘুষ দিয়ে আর ভয় দেখিয়ে রিপোর্টটা বানিয়ে নিয়েছি চার্লির কাছ থেকে। ওয়েস্ট তোমাকে যে-বারটা দেখিয়েছে, সেটাও নকল– মানে একটন পাথর ভেঙে পাওয়া যায়নি, ইসাবেলা মাইন থেকে ধার করে এনেছিল এড।'

একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কার্নেগি। চোখের পলক পড়ছে না তার, একদৃষ্টিতে ফিলের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে তার কপালে, অপমানে কালো হয়ে গিয়েছে ফর্সা, সুদর্শন চেহারাটা।

'তোমার ডানহাত, বলা ভালো তোমার প্রাণভোমর কিলেনের সঙ্গে তোমার শত্রুতা আমিই তৈরি করেছি,' বলে চলল ফিল। 'আমিই তোমার গরু চুরি করেছি, কিন্তু ঘটনা এমনভাবে সাজিয়েছি যে, তুমি সন্দেহ করলে কিলেনকে। আমিই তোমার রানশে আগুন লাগিয়েছি। তারপর আবার চুরি করেছি তোমার কিছু গরু। রাগে পাগল হয়ে তুমি খুন করলে মুলারকে। হামলা করলে কিলেনের রানশে। তখন জ্যাক আর জোসেফকে নিয়ে কিলেনকে সাহায্য করলাম আমি, নিরাপদে পালিয়ে গেল সে।... মনে পড়ে?'

নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে কী যেন বলল কার্নেগি; বোঝা গেল না। সরু চোখে ওর দিকে তাকাল ফিল, অবজ্ঞার হাসি হাসল। 'কিলেনের রানশে হামলা করে আগুন লাগিয়ে দিলে তোমরা,' বলল সে, 'দলসহ পালিয়ে গেল

boighar.com

কিলেন। পালিয়ে এলাম আমরাও। কিন্তু পরদিন দুপুরে আমি একা গেলাম ওয়াকিং এমে। খুঁজে খুঁজে বের করলাম কিলেনের সিন্দুক। তখনও আগুনের মতো গরম হয়ে ছিল সিন্দুকটা। অনেক কষ্ট করে তালা ভাঙলাম। ভিতর থেকে কী পেলাম, জানো?'

কেরোসিন ল্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে আছে কার্নেগি। ফিলের প্রশ্নের উত্তর দিল না সে।

'একটা সোনার বার পেলাম কিলেনের সিন্দুকের ভিতরে। কিছুটা গলে গিয়েছিল বারটা, কিন্তু মিলের স্ট্যাম্প দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। পড়তে অসুবিধা হয়নি আমার। বারটা ইসাবেলা মাইনের।'

কোনও মন্তব্য করল না কেউ।

'তার মানে কিলেনকে দিয়ে ব্যাঙ্ক লুট করিয়েছ তুমি। ইসাবেলা মাইনের সোনা তুমিই ডাকাতি করেছ, আমি না।'

মুখ খুলল এড, কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো ওর গলা দিয়ে, 'কথাটা আমাকে আগে জানালে না কেন?'

কার্নেগি আর কেস্টারের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে পকেট থেকে গলে যাওয়া একটা সোনার বার বের করল ফিল। বাম হাতে সেটা এডের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বললে কোনও লাভ হতো না। উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত পরিস্থিতি ছিল না তখন; তাই আমার কথা বিশ্বাস করতে না তুমি। এখন তো নিজেই দেখলে অভিযোগটার প্রতিবাদ করল না কার্নেগি বা কেস্টার। তার মানে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে ওরা।'

ফিলের এ-কথাটারও প্রতিবাদ করল না কার্নেগি।

'নির্বাচনের কথা মনে আছে, কার্নেগি?' ডানহাতটা ঢিলে করে দিল ফিল, ডান উরুতে বাঁধা হোলস্টার স্পর্শ করল আলতো করে। 'রানশাররা লিস্ট পাঠাল আমাকে। জানি না কোত্থেকে কাকে ভাড়া করে সেই লিস্টগুলো চুরি করাতে পাঠালে তুমি। আমার গুলি খেয়ে মরল লোকটা। দশটা লিস্টের মধ্যে আটটাতেই তোমার নাম ছিল এক নম্বরে। লোকে কুখ্যাত রাসলার বলে জানে কিলেনকে, কিন্তু ওর নাম না লিখে বেশিরভাগ রানশারই তোমার নামটা লিখল এক নম্বরে। তার মানে কিলেন আসলে তোমার ঢাল– ওকে দিয়ে নিজেকে আড়াল করে এই কারসন কাউন্টিতে এতদিন রাসলিং করেছ তুমি নিজেই। চুরি করা গরু লেকউডে নিয়ে যেত ওর পাঞ্চাররা, বিক্রি হয়ে গেলে ব্যাঙ্কে তোমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা জমা হতো।'

ফিলের অভিযোগগুলোর প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটা পর্যন্ত করল না কার্নেগি।

'এতক্ষণ যা বললাম সেসবের জন্য না,' পিস্তলের বাঁট স্পর্শ করল ফিল, 'অন্য কারণে তোমাকে খুন করবো আমি, কার্নেগি।'

নিচু, ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জানতে চাইল কার্নেগি, 'কী কারণ?'

'বাবাকে খুন করিয়েছ তুমি, বদলা নেবো সেটার।'

'মিথ্যা কথা,' গলা কাঁপছে কার্নেগির, 'আমি কাউকে খুন করাইনি।'

'তা-ই? কিন্তু ওয়েস্টের কথার সঙ্গে তো তোমার কথা মেলে না।'

'কী বলেছে সে?'

'তোমার আদেশে বিশেষ একটা ক্লেইম নিজের নামে রেকর্ড করিয়েছে সে। কাগজ-পত্র কোথায় পেয়েছে জানতে চাইলে বলল তুমিই নাকি ওসব দিয়েছ ওকে।... ওয়েস্ট, ভুল বললাম?'

'না,' উঁচু গলায় উত্তর দিল ওয়েস্ট।

'কাগজ-পত্র আমিই দিয়েছি ওকে,' বলল কার্নেগি। 'কিন্তু সেটার সঙ্গে থিওডরের খুনের কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না। যখন দিয়েছিলাম তখনও জানতাম না। আসল ঘটনা হচ্ছে, আমার ফোরম্যান বব একদিন আমাকে বলল লেকউডে অপরিচিত এক লোকের কাছ থেকে কয়েকটা লোকেশন পেপার কিনেছে। লোকটা ওসব কাগজ কীভাবে পেল জানার প্রয়োজন মনে করেনি, কারণ এসব ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলে বেশি কথা বলতে চায়নি সে। তখন আমি ওয়েস্টকে নিয়ে এলাম এখানে। লোকেশন পেপারগুলো দিয়ে বললাম কাজ শুরু করতে। ক্লেইমটা যদি সত্যিই ভালো হয়, তা হলে যত টাকা লাগে খরচ করার কথাও বললাম।'

'একই লোক সবগুলো লোকেশন পেপার লিখেছিল, জানো?' জিজ্ঞেস করল ফিল।

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল কার্নেগি। 'আমি দেখিনি ওসব।'

'হাতের লেখাটা বাবার। সুতরাং চিনতে ভুল হবার কোনও কারণই নেই।'

'তোমার বাবার দাদার বা যারই হোক না কেন, আগেও বলেছি, আবারও বলছি, একটা পেপারও দেখিনি আমি। বব আমাকে যা বলেছে একটুও সন্দেহ না করে সেসব বিশ্বাস করেছি।'

অবজ্ঞার হাসিটা আবার হাসল ফিল। 'এইমাত্র জঘন্য একটা মিথ্যা বলে আরও বড় ভুল করলে। লোকেশন পেপারগুলোর মধ্যে একটা লিখেছিল বাবা, বাকিগুলো তুমি কপি করেছ। আসলটা না দেখলে বাকিগুলো হুবহু লিখলে কীভাবে?'

চেহারা সাদা হয়ে গেল কার্নেগির। সবার অলক্ষ্যে টেবিলের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল কেস্টার। এই সময় ওয়েস্ট বলে উঠল, 'পেপারগুলো আমার সঙ্গেই আছে। চাইলে নিয়ে যাচাই করে দেখতে পারো কার্নেগির দাবি ঠিক না বেঠিক।'

মারাত্মক ভুল করল ফিল– ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওয়েস্টের দিকে। একই ভুল করল বাকিরাও।

ওয়েস্টকে বলল ফিল, 'দাও পেপারগুলো।'

কেউ তাকিয়ে নেই বোঝামাত্র একইসঙ্গে ড্র করল কার্নেগি আর কেস্টার, মুহূর্তের মধ্যে যার যার পিস্তল বের করে ফেলল ওরা।

চোখের কোণ দিয়ে কার্নেগি আর কেস্টারের নড়াচড়াটা দেখতে পেয়ে ঘাড়

boighar.com

ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল ফিল। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। দু'হাতে দুটো সিক্সশুটার নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কেস্টার। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে কার্নেগিও, তার ডানহাতে বিশাল একটা কোল্ট।

'কুত্তার বাচ্চা,' গাল দিল জোসেফ।

যেন গালটা শুনে খুবই মজা পেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে দাঁত বের করে হাসল কার্নেগি। বলল, 'আমরা কীসের বাচ্চা টের পাবে একটু পরই। নোড়ো না কেউ, যে যেভাবে আছ, সেভাবেই থাকো।'

ফিলের দিকে তাকাল কার্নেগি। 'দেখে যতটা উদাসী মনে হয় তোমাকে, আসলে তারচেয়ে অনেক সতর্ক তুমি।' কেস্টারের দিকে তাকাল সে। 'দেখলে, আমাদের সব গোপন খবর বের করে ফেলেছে...'

'আমাদের?' কথাটা ধরল ফিল, বোকার ভান করে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে কেস্টারও আছে তোমার সঙ্গে?'

হা-হা করে হাসল কেস্টার। 'হ্যাঁ, আমি আছি কার্নেগির সঙ্গে। অনেক আগে থেকেই। কী করবো বলো– মাথা যখন নত করতেই হবে, যার শক্তি সবচেয়ে বেশি তার কাছেই নত করা বুদ্ধিমানের কাজ না? সবাই তো আর তোমার মতো একগুঁয়ে, মাথামোটা না।'

কাজের কথায় ফিরল কার্নেগি, 'আমার... আমাদের ব্যাপারে জানার পর নিশ্চয়ই মুখ বন্ধ করে বসে থাকোনি, ফিল, যাকে পেয়েছ তার কাছেই ঢোল পিটিয়ে বলেছ সবকিছু। বলো, কাকে কাকে বলেছ?'

চিন্তা করার ভান করল ফিল কিছুক্ষণ, তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'এখানে যারা আছে তারা ছাড়া আর কেউ জানে না।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল কার্নেগি। 'বিশ্বাস করলাম না। তবে কাউকে বলো বা না বলো, আমার তেমন কোনও ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। কারণ প্রমাণ নেই বলে কেউ কিছু করতে পারবে না আমার।' বাম হাত দিয়ে চোয়াল ডলল সে। 'খুনের কথা বলছিলে না? হ্যাঁ, থিওডরকে আমিই খুন করিয়েছি। কেন করেছি জানো? কারণ গুজব উঠেছিল এবার নাকি বড় দাঁও মারতে যাচ্ছে সে– এই ডেলাওয়ারির আশপাশেই কোথাও এমন এক মাদারলোডের খোঁজ পেয়েছে যে, তুমি তো বটেই, তোমার নাতিপুতিরাও নাকি পায়ের উপর পা তুলে সারাজীবন কাটাতে পারবে। শুনে দু'জন লোক লাগালাম ওর পেছনে। বাকিটা বোধহয় জানো।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল ফিল, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল কার্নেগি। 'আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। যতটুকু জানার দরকার ছিল, তারচেয়ে বেশি জেনে ফেলেছ, কাজেই তোমাদেরকেও খুন করবো আমি। তবে এখানে না। আশপাশে ক্যানিয়নের অভাব নেই, লোকে চেনেও না সবগুলো। কোনও একটাতে নিয়ে গিয়ে মারবো তোমাদের সবাইকে।... দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াও, ফিল। কেস্টার, তুমি বাইরে যাও। একজন একজন করে বের হবে ওরা, তুমি কাভার দেবে...'

ঝনঝন শব্দে ভাঙল জানালার কাচ, ঠিক কার্নেগি আর কেস্টারের পিছনেই। রাতের নিস্তব্ধতায় আওয়াজটা শোনাল গুলির মতো। চমকে উঠল সবাই, স্বাভাবিকভাবেই তাকাল জানালাটার দিকে।

দুলে উঠেছে জানালায় ঝোলানো মোটা ক্যানভাস, সরে গেছে একপাশে, দেখা যাচ্ছে ভয়ালদর্শী একটা শটগানের নল, অস্ত্রটা কার্নেগির দিকে তাক করছে কেউ।

পাঁই করে ঘুরল কার্নেগি, পিস্তল তাক করল জানালার দিকে। একই সঙ্গে চেঁচিয়ে আদেশ দিল, 'কেস্টার, ফিলদেরকে কাভার দাও।'

ঘাড় ঘুরাতে শুরু করল কেস্টার।

সুযোগটা নিল ফিল। বিদ্যুৎগতিতে ছোবল মারল হোলস্টারে, তখনও ওর দিকে পিস্তল তাক করতে পারেনি কেস্টার, আর জানালার ওপাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে পিস্তল তাক করছে কার্নেগি।

ফিলের ডান তর্জনী আর বাম তালু সচল হলো একই সঙ্গে– একবার কেস্টার আরেকবার কার্নেগিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে চলল সে, সেই সঙ্গে তালুর ঘষায় তুলছে হ্যামার।

বাঙ্কে বসা জোসেফ লাফ দিয়ে নামল মাটিতে, একমুহূর্তও দেরি না করে পিস্তল বের করল। তিনবার গুলি খাওয়া কার্নেগিকে লক্ষ্য করে গুলি করল সে।

এতক্ষণে পিস্তল বের করেছে জ্যাক। মেঝেতে লুটিয়ে পড়া কেস্টারকে নিশানা করল সে, কিন্তু গুলি করার দরকার হবে না বুঝতে পেরে হাত নামিয়ে নিল ধীরে ধীরে।

যেমন হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল গোলাগুলি, তেমনি ভাবেই থেমে গেল। ছোট্ট শ্যাকের ভিতরে এখন কেবল ধোঁয়া, নিশ্চল বাতাসে পোড়া বারুদের বিশ্রী গন্ধ।

ধীরে ধীরে সরে গেল ধোঁয়া। ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোয় টেবিলের দিকে তাকাল সবাই।

বেঞ্চের উপরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পড়ে আছে কার্নেগি। ওর পা দুটো মেঝেতে, পাছা থেকে পিঠের কিছুটা বেঞ্চের উপর, বাকিটা বেঞ্চের অপরপাশ থেকে ঝুলে আছে পিছনদিকে। পরনের শার্ট রক্তে লাল– পেটে-বুকে মোট সাতটা গুলি খেয়েছে সে, ডান পায়ের কাছে পড়ে আছে বিশাল কোল্টটা। কিছুটা দূরে মেঝের উপর চিত হয়ে পড়ে আছে কেস্টার। কপালে একটা আর বুকে দুটো গুলি খেয়েছে সে। মরার পরও দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে দুটো পিস্তল।

শ্যাকের খোলা দরজায় এসে দাঁড়াল কেউ। এত গোলাগুলির পর হঠাৎ নীরবতায় বুটের আওয়াজটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক জোরে বাজল সবার কানে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সবাই।

দরজায় দাঁড়ানো লোকটা বুড়ো, ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছে কিছুটা। নোংরা পোশাক পরনে, ছিঁড়ে যাওয়া পুরনো একটা হ্যাট মাথায়। কার্নেগি বা কেস্টারের লাশ না, অথবা শ্যাকের অন্য কাউকে না– একদৃষ্টিতে ফিলকে দেখছে সে।

boighar.com

ফিলও তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে। কথা হারিয়ে ফেলেছে দু'জনই, কী বলা উচিত বা করা উচিত, বুঝে উঠতে পারছে না বাকিরাও।

অনেকক্ষণ পর ফিসফিস করে বলল ফিল, 'বাবা!'

দরজায় দাঁড়ানো থিওডর রোল্যান্ড কিছু বলল না, হাতের ভয়াল শটগানটা দরজার চৌকাঠের উপর রেখে ভর দিল সেটাতে।

পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে ছুটে গেল ফিল। জড়িয়ে ধরল রোল্যান্ডকে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগল, 'বাবা... বাবা...

পঁচিশটা বছর ধরে ঠিক এই জিনিসটাই জানতে চাচ্ছিল রোল্যান্ড– ওকে নিজের বাবার মতো ভালোবাসে কি না ফিল। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায় যে-খেলা সে শুরু করেছিল কয়েক মাস আগে, সেই খেলার সমাপ্তি ঘটল ডেলাওয়ারির ছোট্ট এক শ্যাকে।

ছোট্ট ফিলের পিঠে একসময় যেভাবে চাপড় দিত রোল্যান্ড, সেভাবে চাপড় দিতে দিতে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'তোর বিপদ হয়েছে শুনে আর লুকিয়ে থাকতে পারলাম না। পালিয়ে বেড়াচ্ছিস শুনে হাজির হলাম কারসনে, ভাবলাম হয় ম্যাথিউজ না হয় ক্যাথির সঙ্গে যোগাযোগ থাকবেই তোর। ওদের কাউকে জিজ্ঞেস করলে তোর খোঁজ দিতে পারবে। ম্যাথিউজের ওখানেই গেলাম প্রথমে। একজন বলল ডেলাওয়ারিতে নাকি সব ক্লেইম কিনে নিচ্ছে কার্নেগি, দেখার জন্য ম্যাথিউজ গেছে সেখানে। চলে এলাম। তোদের কাউকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু কার্নেগি আর কেস্টারকে একসঙ্গে এই শ্যাকের দিকে এগোতে দেখে ভাবলাম পিছু নিয়ে দেখি কী করে শয়তান দুটো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'কী করল সেটা তো জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলাম এতক্ষণ।'

শ্যাকের বাইরে থেকে শোনা গেল কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ। কয়েকজন প্রসপেক্টর রয়ে গিয়েছিল ক্যানিয়নে, তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিচ্ছিল; গুলির আওয়াজ শুনে দেখতে এসেছে কী ঘটছে।

কমিশনার হিসাবে কার্টলিকে চেনে অনেকেই। তাই সে-ই সবার আগে বেরিয়ে এল বাইরে। কী হয়েছে সংক্ষেপে জানাল শ্যাকের বাইরে জড়ো হওয়া লোকগুলোকে। কোনও না কোনও অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল কার্নেগি, জানত অনেকেই, কিন্তু সাহস বা প্রমাণ, যেটার অভাবেই হোক না কেন, মুখ খুলছিল না। কার্নেগি মারা যাওয়ায় তাই দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা গেল না কাউকে। তবে কেস্টারের মৃত্যুতে বিস্মিত হলো কেউ কেউ। বুড়োটা নিজের চামড়া বাঁচানোর জন্য কার্নেগির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অপকর্ম করেছে বা করতে সাহায্য করেছে জানার পর মন্তব্য করল দুয়েকজন, 'ভালো হয়েছে, কেস্টার মরেছে। এরকম অযোগ্য শেরিফের বেচে থাকার কোনও মানে নেই।'

এরপর নিজের পরিচয় দিয়ে অদ্ভুত এক গল্প বলতে আরম্ভ করল রোল্যান্ড– কীভাবে "রূপ" পাল্টে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেছে এতদিন, ভুয়া লোকেশন পেপার লিখে কীভাবে ধোঁকা দিয়েছে, কীভাবে "কেরামতি" করে গোল্ডরাশ শুরু করিয়েছে ডেলাওয়ারি ক্যানিয়নে। ওর গল্প শেষ হওয়ামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠল

প্রসপেক্টরদের কেউ কেউ, কিন্তু যখন বুঝল আসলে ঠকেনি ওরা, বরং যেখানে কিছুই পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সেখান থেকে সবাই অল্প-বিস্তর কামিয়ে নিতে পেরেছে, তখন শান্ত হলো। আর কারও কিছু বলার নেই বুঝতে পেরে ধীরেসুস্থে চলে গেল তারা, মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। কয়েক মিনিট পর তাদের দেখা গেল দূরের রাস্তায়; মানুষ, ঘোড়া বা বাকবোর্ড সবই অদৃশ্য, কেবল জ্বলন্ত হারিকেনের দুলন্ত আলো দেখে বোঝা যায়, নতুন কোনও গন্তব্যে যাচ্ছে সমাজ-সংসারহীন লোকগুলো।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই শ্যাকের বাইরে, তাড়া লাগাল ম্যাথিউজ, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে রাত পার করার মানে হয় না। যার যার ঘোড়ায় চড়ো, রওনা হই কারসনের পথে।'

পঁচিশ

পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাল এড। ঘুম থেকে যখন জাগল, ততক্ষণে সূর্যের আগুনে জ্বলে গনগনে হয়ে গেছে আকাশ। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল এড, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকে একদৃষ্টিতে জ্বলন্ত আকাশটা দেখল অনেকক্ষণ। ভাবল নিজের ব্যাপারে– চাকরি নেই, দিবাস্বপ্নে দেখা সোনার খনি নেই; জমানো কিছু টাকা আর ক্লেইম বেচে পাওয়া টাকায় কতদিন চলবে তার একটা হিসাব কষল মনে মনে। হিসাবটা খুব একটা সুখকর হলো না। অদ্ভুত এক অস্থিরতা পেয়ে বসল তাকে।

উঠে বসল এড। হাসল নিজের মনেই। চাকরি নিয়ে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কখনোই ভাবত না সে। যেদিন থেকে ক্যাথিকে নিয়ে রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে এসব ভাবনা পেয়ে বসেছে ওকে।

'কী লাভ?' নিজেকেই প্রশ্ন করল সে, 'যে-মেয়ে আরেকজনকে দুঃখ দেয়ার জন্য আমার সঙ্গে সংসার নামের একটা নাটক করতে চাইছে, তাকে বিয়ে করে কী লাভ? যে-মেয়ের মন আমি কোনওদিনও পাবো না, তার জন্য এত কষ্ট করে সুন্দর একটা ভবিষ্যৎ গড়ার মানে কী?'

উত্তর পেল না সে। খাটের উপর বসেই থাকল বিষণ্ন এক মূর্তির মতো। দুপুরের দিকে এগিয়ে চলল সময়, রোদের তেজে তপ্ত হয়ে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠল একসময়, সকালের খিদেটা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে আরও অস্থির করে তুলল এডকে। বিছানা ছেড়ে উঠল সে, এগিয়ে গেল ওয়াশবেসিনের দিকে। হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে রংজ্বলা একটা শার্ট চাপাল গায়ে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল কারসন রেস্টুরেন্টে।

থেমে গেছে ডেলাওয়ারির গোল্ডরাশ, মারা গেছে কার্নেগি আর কেস্টার, অস্তিত্বহীন হয়েছে ইউনিয়ন আর ওয়াকিং এম– তাই আগের জৌলুস হারিয়েছে

boighar.com

কারসন। প্রভাবটা পড়েছে ক্যাথির রেস্টুরেন্টেও, ভরদুপুরেও খদ্দের কম সে-কারণে। কোনার একটা টেবিল পেয়ে গেল এড, এবং চোখ তুলে রান্নাঘরের দিকে তাকানোমাত্র দেখতে পেল ক্যাথিকে। মেয়েটাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাসল এড। এগিয়ে এল ক্যাথি।

'কী খাবে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'এক কাপ কফি,' ধীরেসুস্থে উত্তর দিল এড।

কফি নিয়ে এসে কাপটা নামিয়ে রাখল ক্যাথি টেবিলের উপর। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল এডের মুখোমুখি। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

কফির কাপটা টেনে নিল এড, কিন্তু চুমুক দিল না। 'কী হয়েছে নিশ্চয়ই শুনেছ ইতোমধ্যে। কার্নেগি...'

'ওর কথা জানতে চাইনি। তোমার কী হয়েছে?'

কফির কাপ থেকে সরু রেখায় ধোঁয়া উঠছে। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল এড। ফিল শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে গতরাত পর্যন্ত যা যা ঘটেছে বলতে আরম্ভ করল তারপর। কাহিনির শেষদিকে এসে থেমে যেতে হলো ওকে। কারণ ছোটখাটো একটা মিছিল বের হয়েছে রাস্তায়। কাকে শেরিফ বানানো উচিত সে-ব্যাপারে কার্টলির সঙ্গে পরামর্শ করতে কাউন্টির কয়েকজন রানশার এসেছিল শহরে, রোল্যান্ড আর ফিলকে চুপিসারে শহর ছাড়তে দেখে ছুটে গিয়ে ধরেছে ওদেরকে; এখন হই-হই করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে কোর্টহাউসের দিকে– সেখানে ছোট একটা রুমে নিজের অস্থায়ী অফিস বসিয়েছে কার্টলি।

রেস্টুরেন্টের খোলা একটা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল ক্যাথি আর এড। কোর্টহাউসের দিকে যেতে হলে রেস্টুরেন্ট পার হয়ে যেতে হয়, তাই মিছিলের সামনে থাকা ফিল দেখতে পেল ওদের দু'জনকে। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সে। কী যেন বলল রোল্যান্ডকে, তারপর মিছিলের অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে এল বাপ-ব্যাটা দু'জনই।

ভিতরে ঢুকল ওরা। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে থামল ক্যাথির সামনে। একবার মাত্র ফিলের দিকে তাকাল ক্যাথি, তারপর রোল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বেঁচে আছ দেখে খুব ভালো লাগছে। দারুণ একটা খেল দেখিয়েছ তুমি!'

ম্লান হাসল রোল্যান্ড। ক্যাথির এনগেজমেন্টের আংটিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সেই খেল দেখাতে গিয়ে কিছু যেমন পেয়েছি আমি; ঠিক একই ভাবে হারিয়েছিও কিছু। আমার লাভ-লোকসান সমান সমান।'

বুড়ো কী বলতে চায় বুঝতে পারল না ক্যাথি। ফিলের দিকে তাকিয়ে সহজ ভঙ্গিতে হাসল সে। বলল, 'কার্নেগির ব্যাপারে ভুল বলেছিলাম আমি। আসলে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ফিল। 'কার্নেগি এখন অতীত। ওকে নিয়ে

কথা বলে কোনও লাভ নেই।'

'কী করবে এখন?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্যাথি।

দীর্ঘশ্বাস গোপন করল ফিল। 'রানশাররা বলছে শেরিফ হতে হবে আমাকে। কিন্তু শেরিফ হবার কোনও ইচ্ছাই নেই আমার। সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি সোনার খোঁজে।' জানালা দিয়ে বাইরে, দিগন্তের দিকে তাকাল সে। 'বনে-পাহাড়ে-উপত্যকায় ঘুরে বেড়াবো, কপাল ভালো থাকলে খনি-টনি পেয়েও যেতে পারি দুয়েকটা।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল এড। 'তুমি চলে গেলে কারসনের কী হবে? কার্নেগি নেই, কিলেন উধাও– আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে শক্ত কেউ না থাকলে যে-কেউ যে-কোনও সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।'

এডের কাঁধ চাপড়ে দিল ফিল। 'জ্যাক আর জোসেফ আছে। ওদের কথা বলতেই কোর্টহাউসে যাচ্ছি। কার্টলিকে বলবো একজনকে শেরিফ আরেকজনকে টাউন-মার্শাল বানিয়ে দিতে। দায়িত্ব নেবার পর ওদের প্রথম কাজ কী হবে সেটাও বলে দিয়েছি ওদেরকে। হুলিয়া জারি করবে ওরা– যে বা যারা কিলেনকে জ্যান্ত বা মৃত হাজির করতে পারবে, তাদেরকে পাঁচ হাজার ডলার দেয়া হবে। ওতেই কাজ হবে আশা করি– এ-তল্লাটে আর কোনওদিন কিলেনকে দেখা যাবে না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল চারজনই। কী নিয়ে কথা বলা যায় বোধহয় ভেবে পাচ্ছে না কেউই। শেষ পর্যন্ত নিচু স্বরে, প্রায় ফিসফিস করে ক্যাথি বলল, 'যেখানেই যাও ফিল, ভালো থেকো।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল ফিল, কথাটা শুনে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখল ক্যাথিকে। রক্ত সরে গেছে মেয়েটার মুখ থেকে, ছলছল করছে দু'চোখ, অল্প অল্প কাঁপছে দু'ঠোঁট। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। চোখ ফিরিয়ে নেওয়া উচিত, বুঝতে পারছে ফিল, কিন্তু ফেরাতে পারছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কারণেই বোধহয় ক্যাথির নীল গাউনটা একসময় কালো দেখতে লাগল সে, দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে ভুল করে দেখে ফেলল এনগেজমেন্টের আংটিটা।

যখন মুখ খুলল সে, নিজের কণ্ঠই নিজের কাছে অপরিচিত মনে হলো, 'ভালো থেকো– তুমি আর এড, দু'জনই।'

আধঘণ্টা পর কোর্টহাউস থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ল রোল্যান্ড আর ফিল, ধীর গতিতে এগিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হলো শহর ছেড়ে। আধ মাইল সামনে সেই ন্যাড়া গাছ আর বোল্ডার।

রোদ থেকে চোখ দুটো বাঁচানোর জন্য হ্যাটটা আরেকটু নীচের দিকে নামাল রোল্যান্ড। ফিলের থমথমে মুখটা দেখে নিয়ে বলল, 'গোয়ার্তুমিটা না করলেও হতো। শহরটা সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারতিস, সুখ-শান্তিতে ভরা নিশ্চিত একটা জীবন হতো তোর, সবকিছু বিসর্জন দিয়ে খেপার মতো চললি দুনিয়া ঘুরতে। ক্যাথির জন্যই...'

boighar.com

মাথা ঝাঁকাল ফিল। 'কী করবো বলো? সমাজ-সংসার কোনদিনও টানত না আমাকে। কারসনে কিছুই ছিল না আমার, এখানে যতদিন থেকেছি, গালি আর বদনাম ছাড়া অন্য কিছু জোটেনি কপালে। ক্যাথির কথা ভেবেই সহ্য করেছি সব। ভেবেছি আজ না হোক কাল মনের কথাটা বলবো, কারসনে না হোক বুনোপশ্চিমের কোনও এক ছোট্ট শহরে ওকে নিয়ে ঘর বাঁধবো। সেটাও যখন হচ্ছে না, তখন এখানে থেকে কী লাভ? তার চেয়ে বরং...'

বোল্ডারের ওপাশে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়া। কালো একটা ঘোড়ার মাথা বের হয়ে এল প্রথমে, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল আরোহীকে। চিনতে অসুবিধা হলো না রোল্যান্ড বা ফিলের– এড উইলিয়ামস। আশ্চর্য হলো দু'জনই।

কাছাকাছি হওয়ার পর নড করল এড, রাশ টানার ইঙ্গিত করল ফিলকে। থামল ওরা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল এডের দিকে।

'চলে যাচ্ছি,' সংক্ষেপে বলল এড।

ভ্রূ কুঁচকাল ফিল। 'কোথায়?'

'মেক্সিকো সীমান্তে। একটা চাকরি পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন ছিলাম গোল্ডরাশের নেশায়, তাই মানা করে দিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, কপালে থাকলে অন্য কোনও ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে।'

বিস্মিত হলো ফিল আর রোল্যান্ড। ফিল বলল, 'কিন্তু ইসাবেলা মাইন তো আবার চালু হচ্ছে। ওখানে অনায়াসেই তুমি...'

'ইচ্ছা নেই। আগে থেকেই ভাবছিলাম অন্য কোথাও যাবো, এবার সুযোগটা যখন হলোই...' কথা শেষ না করে থেমে গেল এড।

'ভালো,' বলল ফিল। 'শুনে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে ক্যাথি?'

জবাব না দিয়ে মুচকি হাসল এড।

'তোমাদের জন্য সমস্যা হয়ে গেল। ক্যাথির ব্যবসা আছে এখানে...'

'আমি যে চলে যাচ্ছি জানে না ক্যাথি,' শান্ত কণ্ঠে বলল এড।

'জানে না মানে? তুমিও সব ছেড়েছুড়ে পালাচ্ছ নাকি?'

নিষ্পাপ হাসল এড। 'হ্যাঁ, পালাচ্ছি।'

ফিল আর রোল্যান্ড একজন আরেকজনের দিকে বোকার মতো তাকাল।

'ক্যাথিকে এনগেজমেন্টের আংটিটা পরানোর আগে জানতাম আমাকেই ভালোবাসে সে,' বলল এড, 'কিন্তু যেদিন থেকে আংটিটা পরল ও, সেদিন থেকেই বুঝতে পারলাম আমার কোনও দামই নেই ওর কাছে, অতি আবেগের কারণে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল মেয়েটা। আসলে তোমাকে ভালোবাসে ক্যাথি। তুমিও যে ওকে ভালোবাসো সেটা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? অনেক ভেবে দেখলাম, ক্যাথিকে বিয়ে করলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে আমার।'

ভাষা হারিয়েছে ফিল। এডের দিকে তাকিয়েই আছে সে, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না। এমন কী রোল্যান্ডও কিছু বলছে না, অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে দেখছে

এডকে।

ডানহাতটা বাড়িয়ে ফিলের প্রায়-অবশ হাত চেপে ধরল এড। 'একবার বিশ্বাসঘাতক বলে কাজ বাড়িয়েছ, দেখো এরপর যেন আর ভুল না হয় হয়, তা হলে কিন্তু পরেরবার সুযোগ ছাড়বো না আমি।'

স্যাডলে বসা অবস্থায়ই এডকে জড়িয়ে ধরল ফিল। কিছু বলতে চাই কিন্তু পারল না– কথা আটকে গেল।

'যাও,' নিচু কণ্ঠে বলল এড, 'রেস্টুরেন্টে তোমার জন্য অপেক্ষা ক্যাথি। ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি, তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।'

রোল্যান্ডের দিকে একবার তাকিয়েই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ফিল।

লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। রেস্টুরেন্টটা খালি এখন। একা টেবিল পরিষ্কার করছিল ক্যাথি, দরজাটা সশব্দে খুলে গেল হঠাৎ করেই। চমকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ফিল।

একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকল ওরা কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ করেই ক্যাথির দিকে ছুটে গেল ফিল, মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল পাগলের মতো।

অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ক্যাথি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তুমি আসলে... একটা পাগল।'

'খাঁটি কথা,' ক্যাথির ডানহাত নিজের হাতে তুলে নিল ফিল। 'পাগল বলেই এতদিন বুঝেও বুঝতে পারিনি তোমার মনের কথা।' আংটিটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। 'কোথাও যাচ্ছি না আমি। যতদিন না মরি ততদিন এই কারসনেই থাকবো। আর কালই বিয়ে করবো তোমাকে।... রাজি?'

চোখে পানি আর মুখে হাসি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল ক্যাথি; সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, 'পাগল।'

***

boighar.com